দীন চণ্ডীদাসের
পদাবলী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম.এ.
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৩৮

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg. No. 936B—August, 1938—500

ভূমিকা

চণ্ডীদাস-সমস্যা

সমস্যা ব্যাধিবিশেষ। ব্যাধির প্রশমনার্থ যেমন তাহার নিদানের অনুসন্ধান করিতে হয়, চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানকল্পেও সেইরূপ এই সমস্যা-সৃষ্টির হেতু-নির্ণয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত। কোন্ সুদূর অতীতের গর্ভে বসিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার অমিয়মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পর যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে ভক্ত, সাধক ও রসিকগণ তাঁহার কবিতা আস্বাদন করিয়া কতই না পরিতৃপ্ত হইয়াছেন! বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু চণ্ডীদাস-সমস্যার প্রথম আবির্ভাব প্রকৃত পক্ষে আধুনিক যুগেই হইয়াছে। এই সময়েই শিক্ষাবিস্তার এবং মুদ্রাযন্ত্র-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যখন চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন ইহার মধ্যে ভাব, ভাষা ও ভণিতা-ঘটিত নানা-প্রকার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছিল। ঐ সকল গ্রন্থে আদি, কবি, বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি ভণিতা-যুক্ত পদ সন্নিবিষ্ট দেখিয়া এই প্রশ্নই মনে উদিত হইয়াছিল যে, এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভণিতার অন্তরালে একাধিক কবির অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে কিনা? যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নীলরতনবাবু-কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী ১৩২১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া-ছিলেন—"একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই যে পদটা চণ্ডীদাসের হইল, ইহা বিবেচনা করা অন্যায়। এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে। কথাগুলি যে সত্য, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।" (ঐ, ১০৫ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পূর্ব্বেই চণ্ডীদাসের পদ-সম্বন্ধে একটা সন্দেহের উদয় হইয়া-ছিল। তারপর ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি আবিষ্কৃত হয়। এই পুথি ১৩১৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য আহৃত হয়, এবং নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ভূমিকায় দেখা যায়, (ঐ, ২৪ পৃঃ) ইহার মূলাংশের মুদ্রণকার্য্য ১৩২১ সালেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যদিও ঐ গ্রন্থ দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে বড়ু চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

প্রায় এই সময়েই দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পুথির আবিষ্কারে সমস্যাটি আরও জটিলাকার ধারণ করে। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

মহাশয় কর্তৃক এই পুথির বিবরণ ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানিকে (অর্থাৎ জন্মলীলাকে) সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুকুও সাহস হয় না।" (ঐ, ৬০ পৃঃ)।

অতএব দাঁড়াইল এই যে, প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভণিতাযুক্ত পদ ত ছিলই, ইহা ব্যতীত বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, এবং দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পুথিদ্বয়ও চণ্ডীদাস-সমস্যাকে ঘনীভূত করিয়া দিল।

প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন পদগুলিতে গায়ক, লেখক, বা সংগ্রহকারগণের ভুলভ্রান্তি বা অসাবধানতাবশতঃ সংঘটিত সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পুথিদ্বয় সম্বন্ধে ত এত সহজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ ইহারা উভয়েই কাব্য-গ্রন্থ, ইহাদের মধ্যে ধারাবাহিক রচনার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথচ ভাব, ভাষা এবং রচনা-রীতি-সম্বন্ধে পদাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের, এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহিত জন্মলীলার বিশেষ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত শেষোক্ত দুই গ্রন্থে ভণিতার ধারাও বিভিন্ন প্রকারের, অতএব তাহারা যে একই কবির রচিত, এইরূপ সিদ্ধান্তে সহসা উপনীত হওয়া যায় না। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন?" প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই চণ্ডীদাস-সমস্যা জটিলাকার ধারণ করে।

এই সকল সমস্যার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমাধানেরও চেষ্টা চলিতেছিল। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকা হইতে উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পদাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া—"এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে"—এইরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন, তবে যে পদাবলীতে নানা প্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ অন্যের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া সামঞ্জস্য-রক্ষা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পরে ১৩২১ সালে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পুথির পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্ব্বে আর দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এক-খানির পরিচয় দিয়াছেন চট্টগ্রামের মুন্সী আব্দুল করিম্। সে গ্রন্থখানির নাম রাধার কলঙ্কভঞ্জন। * * যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিৎ। বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একেবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিন জন, অথবা দুই জোড়া অথবা চারিজন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।" (ঐ, ৬০-৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, প্রবন্ধকার অনেক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করিয়া চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি এক এক চণ্ডীদাসকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া দিয়াছেন।

ইহার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৩২৩ সালে

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"কৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে" (ঐ, ২৬ পৃঃ), অর্থাৎ একজন চণ্ডীদাসই জীবনের প্রথমভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, এবং পরিণত বয়সে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তথাপি একটা সন্দেহ যে বসন্ত-বাবুর মনে জাগরিত হইয়াছিল, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কারণ ইহার পরেই তিনি লিখিয়াছেন—"তবে কি পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা দুই পৃথক কবি?" (ভূমিকা, ২৯ পৃঃ)। আবার ঐ গ্রন্থেরই ভূমিকায় রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু; তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্তবাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই, সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল। সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।" (ঐ, ৭ পৃঃ)। ইহা হইতেও দেখা যায় যে, রামেন্দ্রবাবু আসল ও নকল চণ্ডীদাসের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসকেই খাঁটি চণ্ডীদাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারই ভাষা রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে আর এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—কে আসল, কে নকল? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হইবার পরে ইহা লইয়া প্রবল বাগ্‌-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, আজও তাহার সম্পূর্ণরূপে অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহাই হউক, এইরূপে নানাভাবে চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছিল।

ইহার অল্পকাল পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি আমাদের হস্তগত হয়। ইহাতেও আমরা দীন চণ্ডীদাস-রচিত প্রায় দুই সহস্র পদসমন্বিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাই। ইহা আলোচনা করিয়া যেভাবে আমরা দীন চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলাম, তা ১৩৩৩ এবং ১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই চণ্ডীদাস সমস্যা-সমাধানের প্রথম সূত্র। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আমাদিগকে বড়ু চণ্ডীদাস-সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইয়াছে, কারণ সমস্যাটি এরূপ জটিলাকার ধারণ করিয়াছে যে, প্রচলিত-পদাবলী-সম্বন্ধীয় বিচারে বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসকে বাদ দেওয়া চলে না। উক্ত চণ্ডীদাসদ্বয়ের সমস্যা ব্যতীত প্রচলিত পদাবলীর মধ্যেও ভাব ও ভণিতা-ঘটিত বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান-কল্পে এক দিকে যেমন বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা অপরিহার্য্য, অপর দিকে সেইরূপ প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত বহু সমস্যার নিরসনও প্রয়োজনীয়। প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় এই সকল সমস্যা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার কালে আমাদিগকে প্রধানতঃ ঐ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস-ভণিতার অধিকাংশ পদই এই দ্বিতীয়খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, অতএব পদাবলীর অন্তর্গত যাবতীয়

সমস্যা লইয়াই এখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী কিরূপে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। চণ্ডীদাস স্বহস্তে যে পুথি লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই, তাহা পাইবার কোন আশাও আমরা করিতে পারি না। যদি তাহা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কবির নিজের সাক্ষ্যেই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাইত। তৎপরিবর্তে আমরা এখন পাইতেছি অন্যের দ্বারা লিখিত অনুলিপি মাত্র, তাহাও কবির জীবনান্তের কত পরে, এবং কিরূপ আদর্শে লিখিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই, কারণ লিপিকরগণ এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অতএব এই জাতীয় কতকগুলি পুথির উপরেই আমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইতেছে। প্রাচীনকালে যে সকল পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাদেরও আদর্শ পুথি-সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংগ্রহকারগণ গায়ক বা ভক্তের নিকট হইতেও পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে গায়ক বা ভক্তের স্মৃতি বা জ্ঞানের উপরেই তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা যে সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সে যাহাই হউক, এইরূপভাবে প্রাচীন কালে বহু পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের প্রথম অবস্থায় যাঁহারা পদ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ ছিল ঐ সকল প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়-কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তিনি ইহার কিছু কিছু সন্ধান রাখিয়া গিয়াছেন। সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন কবির পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে এক এক কবির পদ খুঁজিয়া বাহির করিয়া পৃথক্ ভাবে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির পদাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য প্রাথমিক যুগের মুদ্রিত পদাবলীতে পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহা হইতে এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে, চণ্ডীদাস বিচ্ছিন্নভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কাব্যগ্রন্থ বা পালার অনুলিপি হইতেও পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই ভাবেই চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পদগুলির সন্ধান পাওয়া ... নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও অনেক পালা হইতে পদ সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব প্রধানতঃ সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং দ্বিতীয়তঃ আখ্যায়িকামূলক পালা অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীদাস-সমস্যার উদ্ভব এই সকল প্রাচীন পুথি হইতেই হইয়াছে, এজন্য ইহার সমাধানের উপকরণ যে ঐ সকল পুথিতেই বর্তমান রহিয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতেছি —প্রথমতঃ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর পুথি, দ্বিতীয়তঃ ধারাবাহিক পালাগানের পুথি বা কবির রচিত গ্রন্থাদির অনুলিপি। চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান-কল্পে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন এই সকল প্রাচীন পুথি অবলম্বন করিয়া কিভাবে চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর বিভিন্ন পুথির তুলনামূলক আলোচনা। কোন একটি পদ

এই সকল পুথিতে যদি বিভিন্নরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল পুথি লিখিত হইবার কালে ইহা নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব ইহার আদিরূপ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে। যদি পুথিগুলি তারিখযুক্ত থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সাহায্যে পদের প্রাচীনতম রূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর হইত বটে, কিন্তু তাহাই যে আদিরূপ তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যাইত না। কারণ কবি-কর্ত্তৃক পদ-রচনার কত পরে কি ভাবে তাহারা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচনার বিষয় বটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পদকল্পতরু লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে (তরু, ভূমিকা, ৫ পৃঃ) এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোনগ্রন্থেই তরুর ন্যায় এত অধিক সংখ্যক চণ্ডীদাসের পদ সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব চণ্ডীদাসের পদ-বিচারে তরুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার সঙ্কলন-সম্বন্ধে দানলীলা-অধ্যায়ের এক স্থানে বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন -"পূর্ব্বাপর-মনোহরসাহি-শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারেণ এতদ্-গীত-সংগ্রহঃ। তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি, কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ।" (তরু, ২য় খণ্ড, ১৫৭ পৃঃ)। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি গান শুনিয়াও পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আবার—"নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া" (তরু, ৪র্থ খণ্ড, ২৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তিনি যে পদকল্পতরু সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পর্য্যটনের সময়ে হয়ত প্রাচীন পুথি হইতে পদ আহরিত হইয়াছিল, এবং গায়ক বা ভক্তগণের নিকট হইতেও পদ সংগৃহীত হইয়া থাকিবে, কিন্তু চণ্ডীদাসের কোন্ পদটি তিনি কি ভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া যান নাই। ইহার অভাবে সঙ্কলিত প্রত্যেক পদের আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, অথচ পদের প্রাচীনতম রূপ নির্ণয় করিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়। চণ্ডীদাস-সমস্যা যেরূপ জটিলাকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত পদগুলি বৈষ্ণবদাসের সময়ে কিরূপ ছিল একমাত্র ইহা জানিয়াই এখন আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, ঐ পদগুলি কোথায় কি ভাবে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বর্ত্তমান ছিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এই সীমায় পৌঁছিয়াই আমাদিগকে অন্যান্য আদর্শ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাচীন পুথিতে এই সকল আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, সুতরাং বিভিন্ন পুথিতে কি ভাবে সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহার তুলনামূলক আলোচনা সমস্যা-নিরসনের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" ইত্যাদি পদটি তরুতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (ঐ ৮০৭ সং পদ), এবং নী-র দুইটি পাঠান্তরেও জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায় (নী, ১৩৯ পৃঃ), আবার কোন কোন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া না-তে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল পুথির আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, অতএব তরুর সহিত ইহার প্রাচীনতম রূপ-সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিবার কোন সুযোগ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু যে সকল গ্রন্থে বা পুথিতে এই পদটি পাওয়া যাইতেছে তন্মধ্যে তরুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা ধরিয়া লইলে পদের প্রাচীনতম আদর্শে যে ইহা জ্ঞানদাসের ভণিতায় চলিতেছিল, এবং পরবর্ত্তী কালে ইহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে

পাওয়া যায়। তরু অপেক্ষা প্রাচীনতর আদর্শ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞানদাস নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, সন্দেহ-স্থলে পদের পাদ-টীকায় আমরা বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, "পদটি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই উভয়ের ভণিতাতেই মিলিতেছে।" (৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিন্তু "ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে" ইত্যাদি পদটি (নী-২২১) তরুতেও চণ্ডীদাসের ভণিতায় সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ৪০৩ সং পদ), আবার এই পদটিই রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। পদকল্পতরুর সঙ্কলনের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রসমঞ্জরী সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া সতীশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (তরুর ভূমিকা, ৪৭ পৃঃ)। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর সমসাময়িক চক্রপাণির অধস্তন পঞ্চম পর্যায়ের বংশধর গোপালদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার পুত্র পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী যে তরুর পূর্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব তরুর পূর্ববর্তী একখানি গ্রন্থে ইহা অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। এখন এই উভয় গ্রন্থের আদর্শ-সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। পীতাম্বরদাস তাঁহার পিতার পদটি রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অতএব কবি এবং তাঁহার রচনার সহিত যে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে ইহাও বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবদাস রসমঞ্জরী গ্রন্থের সহিত পরিচিত থাকিলে এই পদটি সঙ্কলন করিবার কালে কখনও ইহাকে চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচার করিতে পারিতেন না। করিলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। মোট কথা তাঁহার আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। বোধ হয় বৈষ্ণবদাস কোন গায়ক বা ভক্তের নিকট হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এই অবস্থায় তাঁহার আদর্শ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে। অতএব রসমঞ্জরীর সাক্ষ্যকেই এখানে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ এই পদটির উল্লেখ করিয়া পিতাপুত্রের উপর চৌর্যাপবাদ আরোপ করিয়াছেন। পরে ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

তারপর প্রচলিত পদাবলীতে আদি ও কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার কয়েকটি পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে। প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল পদের ভণিতার কোনই স্থিরতা নাই। "[illegible] দেশে [illegible] নাহি যাব কোন্ দেশে" ইত্যাদি পদটি [illegible] তরু, এবং কয়েকখানা প্রাচীন পুথিতেও পাওয়া যায়। তরু এবং রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে, অন্য দুইখানি পুথিতে কবি বা দ্বিজ উল্লেখ করা ভণিতা পাওয়া যায় না, কিন্তু তাতে এবং অন্য একখানি পুথিতে কবি-ভণিতা মিলিতেছে। অর্থাৎ চারিটি আদর্শে কবি-ভণিতা নাই, কেবল দুইটি আদর্শে ইহা পাওয়া যাইতেছে (প্রথমখণ্ড, ভূমিকা, ।৴০-।৶০ সং পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় কবি-ভণিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কবি চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এই ভাবে আমরা প্রথম-খণ্ডের ভূমিকায় কবি ও আদি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ সকল পদের ভণিতার কোনই স্থিরতা নাই, অতএব তাহা সন্দেহের অতীত নহে (ঐ, ।৴০-।৶০ সং পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন প্রাচীন পুথির আলোচনা-দ্বারা এই ভাবে চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যার সমাধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত কোন পদের সহিত কবির রচিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পদের বা পালার সাদৃশ্য নির্ণয়। যে সকল কবির কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন পদাবলীই পাওয়া যায়, কোন ধারাবাহিক পালা বা আখ্যায়িকামূলক কাব্যগ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাদের পদসম্বন্ধীয় বিচারে এইভাবের আলোচনার কোনই সুযোগ নাই। এইরূপ কবিগণের পদগুলি বিভিন্ন পুথিতে কি ভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে একমাত্র তাহাই উল্লিখিত প্রণালীতে পর্য্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ তাঁহাদ্বারা রচিত কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, অতএব তাঁহার পদসম্বন্ধীয় বিচারে কাব্যগ্রন্থের উপরে নির্ভর করিতে পারা যায়। তাহা হইলে সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের মূল ঐ বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে কিনা তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত একটি পদকে যদি মূল কাব্যের অন্তর্গত কোন শাখায় বিন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সঙ্কলিত রাসলীলার "রমণীমোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদটি গ্রহণ করা যাইতেছে। ইহা পদকল্পতরুতে ১১৯১ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। আবার এই পদটিকেই দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের ১০৮২ সংখ্যক পদরূপে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবদাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদের মূল ঐ কাব্যগ্রন্থে নিহিত আছে, অর্থাৎ যে কোন আদর্শ হইতেই তিনি পদটি সংগ্রহ করিয়া থাকুন না কেন, ইহা যে প্রথমে ঐ কাব্যগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। (এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা মহারাসের প্রবেশিকার ৪১২-৪১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে চণ্ডীদাস-বিষয়ক অনেকগুলি সমস্যার সমাধানের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, পদকল্পতরুর ন্যায় সংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাসের মূল কাব্যগ্রন্থের পদ আহরিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ চণ্ডীদাসের যে রচনা হইতে এই পদটি আহৃত হইয়াছে তাহা দীন চণ্ডীদাস রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। তৃতীয়তঃ চণ্ডীদাস-রচিত রাসলীলার প্রারম্ভসূচক দুইটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে বলিয়া চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটিমাত্র পদই রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করিবার কোনই হেতু নাই, কারণ রাসের বিস্তৃত বর্ণনা ইহাদের পরবর্ত্তী পদগুলিতেই রহিয়াছে। চতুর্থতঃ নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত রহিয়াছে। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত ধারাবাহিক পালার আকারে রচিত, অতএব তাহারা যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং মূল আখ্যায়িকা হইতে তাহার প্রারম্ভসূচক পদ দুইটিকে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করা যায় না। অতএব ঐ পালাটি যে দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পঞ্চমতঃ এই পালাতে ভণিতার যে গরমিল রহিয়াছে ইহা-দ্বারা তাহারও সমাধান হইয়া যাইতে পারে। এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের ৪১৬-৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এখানে আমরা কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। "রমণী মোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১০৮২ সংখ্যক পদে দ্বিজ-ভণিতা দৃষ্ট হয় না।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, পদকল্পতরুতেই পদটি পরিবর্ত্তিত আকারে সঙ্কলিত রহিয়াছে, কিন্তু মূল গ্রন্থে ইহার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপে এই একটিমাত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

তৎপর "সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পদটি গ্রহণ করা যাউক। এই পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ বা ধকার কর্ণে শ্যাম-নাম শুনাইয়াছিল। যদি তাহার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পদটি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃ আমাদের মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হয়, অর্থাৎ কে শুনাইয়াছিল, কি অবস্থায় শুনাইয়াছিল ইত্যাদি সব সমস্যা অপূর্ণ রহিয়া যায়। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস রচিত পূর্ব্বরাগের বৃহৎ পালাতে দেখা যায় যে, সুবল রাধার কর্ণে কৃষ্ণ-নাম শুনাইয়াছিলেন, এবং নী-র ৩৯ সংখ্যক পদে পাদটীকায় নীলরতনবাবু লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাধিকার চেতন হইল এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" ইত্যাদি। অতএব যে পদটিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যাইতেছিল, তাহা যে মূল আখ্যায়িকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। ঐ আখ্যায়িকা বাদ দিয়া এই পদটির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু এই পদে দ্বিজ-ভণিতা দৃষ্ট হয়। দীন চণ্ডীদাস-রচিত আখ্যায়িকার মধ্যে এই পদের দ্বিজ-ভণিতা যে পরবর্ত্তী আরোপমাত্র, তাহা বুঝিতেও কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহার কাব্যের আদর্শ গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ—পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার তুলনামূলক আলোচনা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে" ইত্যাদি রাধার পূর্ব্বরাগের পদটি গ্রহণ করা হইল। পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এই পদটি কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত হইতে পারে না, কারণ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা নাই, এবং ঐ গ্রন্থে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিতও হয় নাই। দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালাতেও বংশীধ্বনি-শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদ্ভবের পরিকল্পনা নাই। অতএব চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে এই পদটি সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। কিন্তু পদকল্পতরুতে পূর্ব্বরাগ-পর্য্যায়ে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। ইহাতে এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে দেখা গেল যে, পদটি বিদগ্ধমাধব নাটকের একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ মাত্র, এবং ঐ অনুবাদ করিয়াছিলেন যদুনন্দন দাস। ইহারই শেষ ভাগে চণ্ডীদাসের ভণিতা বসাইয়া ইহাকে চণ্ডীদাসের নামে চালান হইয়াছে (এই গ্রন্থের ৫৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিদগ্ধ-মাধব নাটক এবং ইহার অনুবাদের সন্ধান না মিলিলে এই পদটি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অনেকে পদকল্পতরুকারকে সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত মনে করিয়া থাকেন। ইহাও বলা হয়, তিনি কি ভালরূপে না জানিয়া পদগুলি সঙ্কলিত করিয়াছেন? এইরূপ ধারণা যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা এই জাতীয় পদের আলোচনায় ধরা পড়ে। তথাপি এমন কথাও কেহ বলে না যে, ইহার সর্ব্বত্রই ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহা ভুল রহিয়াছে, তাহা ধরা পড়িলে, স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ—পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা

চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানের এক প্রধান সূত্র। এই উপায়ে অতি সহজেই পদগুলিকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা পূর্ব্বরাগের পদগুলি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। নীলরতনবাবু-কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধার রূপ-বর্ণনার অনেকগুলি পদ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে দুই প্রকারের পদ রহিয়াছে—প্রথমতঃ বৃষভানুপুরে দেখার পদ, দ্বিতীয়তঃ স্নানের ঘাটে দেখার পদ। পূর্ব্বরাগের আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়, কৃষ্ণ প্রথমে রাধাকে বৃষভানুপুরে দেখিয়াছিলেন, পরে স্নানের ঘাটেও তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই পদগুলি অস্থানচ্যুত অবস্থায় একত্র সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এইজন্য পূর্ব্বরাগের পালাতে ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা উচিত। এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা ৫০৮ এবং ৫৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৎপরে রাসলীলার পালাটি গ্রহণ করা যাউক। দীন চণ্ডীদাস রাসের যে দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন তাহা পদমধ্যেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অথচ নীলরতনবাবু-কর্ত্তৃক সম্পাদিত রাসের একটি পালাতেই ঐ দুইটি পালার পদ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কবির উক্তি এবং পদবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সহজে ধরা পড়ে। এই প্রণালীতে বিচার করিয়া আমরা দুইটি পালাকে পৃথক্ ভাবে এই গ্রন্থমধ্যে স্থাপন করিয়াছি। সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা "মহারাস" এবং "রাসলীলা"র প্রবেশিকাতে করা হইয়াছে (৪১২-৪১৭, ৪৭৫-৪৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু ঐ দুইটি প্রবেশিকা এই ভূমিকার অংশস্বরূপ গ্রহণীয় এবং পাঠ্য।

অন্যের পদ যে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে, অথবা অন্য কবি যে পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছেন, ইহার সন্ধানও প্রধানতঃ পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই মিলিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "শ্যাম সে অবলা হৃদয় অবলা জানমন্দ নাহি জানি" ইত্যাদি পদটি (৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) গ্রহণ করা হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, চণ্ডীদাস এই পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা? বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই পদের স্থান নাই, কারণ তিনি রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করেন নাই, এবং কৃষ্ণলীলাও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীর সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রচলিত পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের পালা পাওয়া গিয়াছে। বিশাখা পটে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাধাকে দেখাইবার ফলে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল ইহাতে এরূপ আখ্যায়িকার আভাসও পাওয়া যায় না। পালার প্রথমাঙ্কে দেখা যায়, বাজিকর-বেশে মঙ্গল গাহিয়া রাধার মনে কৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত করিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কেও তিনি পাটদার হইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়াছেন। অতএব এই পালাতে বিশাখার পট দেখাইবার প্রসঙ্গই নাই, কিন্তু বিদগ্ধমাধব নাটকে রহিয়াছে। ৭২৪ সং পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই পদটি উক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদমাত্র। চণ্ডীদাস যে এইরূপ আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই তাহাও পূর্ব্বরাগের পালা হইতে বুঝিতে পারা যায়। অতএব একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, অন্য কোন লোক-কর্ত্তৃক রচিত বিদগ্ধমাধবের ভাবানুবাদের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যে এই জাতীয় অনেক পদ রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পদ-বর্ণিত

বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সহজে ধরা যাইতে পারে।

"ভাল হইল আরে বঁধু আসিলা সকালে" ইত্যাদি পদটি লইয়া ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী রাসমঞ্জরী গ্রন্থে ইহা অন্যের ভণিতায় পাওয়া যায়। তথাপি একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাস-রচিত পদটি গোপালদাস নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, ইহাও বিবেচনার বিষয় বটে। পদটি খণ্ডিতা-পর্য্যায়ের অন্তর্গত। কোন নায়িকার সঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া তাহার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করত যদি নায়ক অপর নায়িকার নিকটে প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া শেষোক্ত নায়িকা খণ্ডিতা-দশা প্রাপ্ত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গে থাকা চাই, এবং প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হওয়া চাই, নতুবা খণ্ডিতা হয় না, ইহাই রসশাস্ত্রের সূত্র। উদ্ধৃত পদটিতেও এই সকল অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। এখন নীলরতনবাবু-কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর পদগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। ঐ গ্রন্থে খণ্ডিতা-পর্য্যায়ে অনেকগুলি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। পালার আকারেই যে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা পদগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই ধারণা জন্মিয়া থাকে। সঙ্কেতানুযায়ী রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য কৃষ্ণ চলিয়াছেন, পথে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণকে নিজের কুঞ্জে লইয়া গেলেন। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া কৃষ্ণ আসিয়া রাধার নিকট প্রভাতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার পরে আলোচ্য পদটিতে এবং পরবর্ত্তী ৬টি পদে চন্দ্রাবলীর ভোগচিহ্ন উল্লেখ করিয়া রাধা কৃষ্ণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। পালাটিতে তৎপর কৃষ্ণের উত্তর এবং রাধিকার প্রত্যুত্তর প্রভৃতি বর্ণিত রহিয়াছে। এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে, এক কথারই পুনরুক্তি করিয়া কবি উক্ত ৭টি পদই রচনা করিয়াছিলেন কি না? পদগুলিতে প্রভাতে আসিবার কথা, এবং নায়িকার ভোগচিহ্নের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাই একমাত্র এই সকল পদের বিশেষত্ব। কবি রসশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী পদমধ্যে এই সকল বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন মাত্র। অতএব একই কবি একই ভাবের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না, কারণ ইহা কাব্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত অনাবশ্যক পুনরুক্তি মাত্র। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, "ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে" ইত্যাদি পদটি যেমন গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ "ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক" ইত্যাদি পদটি নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় (৯০৯ সং পদ দ্রষ্টব্য), "হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস" ইত্যাদি পদটির অনুরূপ পদও নরোত্তম ও গোবিন্দদাসের ভণিতায় মিলিতেছে (৯১০ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এবং "বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি" ইত্যাদি পদের ন্যায় আর একটি পদ নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় (৯১১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অবশিষ্ট তিনটি (৯১২-৯১৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) অন্যের ভণিতায় পাওয়া যায় নাই। ইহাদের একটি চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করিলেও আখ্যায়িকার ক্রমভঙ্গ হয় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গোপালদাস-রচিত পদই চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। পদটিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলে ইহার প্রকৃত স্বরূপ ধরা কষ্টকর হয় বটে, কিন্তু পালার মধ্যে স্থাপন করিয়া অন্যান্য পদের সহিত তুলনা করিলেই ইহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে।

এইভাবে পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুলনামূলক আলোচনা-দ্বারা চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বস্তুতঃ বিষয়-বস্তু লইয়া আলোচনা করিলেই অতি সহজে সত্য-নির্দ্ধারণের সুযোগ পাওয়া যায়। এই জন্য পদ-বিচারে সর্ব্বত্রই ইহাকে প্রধান সূত্ররূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত কবিত্বের মাপকাঠিতে কবি বাছাই করিবার একটা ধারণাও অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"মণীন্দ্রবাবু * * দীন চণ্ডীদাস শীর্ষক তিনটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করায়, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও শুধু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত বহুসংখ্যক এক শ্রেণীর পদের কৃতিত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়া থাকিলেও পদামৃতসমুদ্র, পদ-কল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উদ্ধৃত চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত পদের কৃতিত্ব-নির্ণয়ের সমস্যা যে জটিল, সে জটিলই রহিয়া গিয়াছে" (ঐ, ৮৯ পৃঃ)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সতীশবাবু চণ্ডীদাস-ভণিতার কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের কথাই বলিতেছেন, এবং ঐ সকল পদ-সম্বন্ধে ধারণা তাঁহার পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই জন্মিয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রভৃতি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পদ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সতীশবাবু যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, সেগুলি সবই সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং এই জাতীয় গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত গ্রন্থমাত্র। সংগ্রহকারগণ উৎকৃষ্ট পদগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে বিষয়বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। এই রীতি প্রাচীন যুগে অনুসৃত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও হইয়া থাকে। অতএব এইভাবে সংগৃহীত পদ-সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে তাহাদের মূলের অনুসন্ধান করাই যুক্তিসঙ্গত। "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি না-তে সম্ভোগ-স্মৃতি-পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইবার পরে বুঝিতে পারা গেল, ইহা রাধা-বিরহের পদ। "কে না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে" ইত্যাদি পদটিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিলে পূর্ব্বরাগের পর্য্যায়েও স্থাপন করা যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-পাঠে জানা যায় যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে বংশীখণ্ডের পদ, অতএব ইহাকে পূর্ব্বরাগের পর্য্যায়ে স্থাপন করা উচিত নহে, কারণ গ্রন্থমধ্যে ইহার পূর্ব্বে বহুবার রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। অতএব মূলের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ভাবের দিকে চাহিয়া পদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে যে নানাপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তারপর পদকল্পতরুতে রাসের প্রারম্ভ-সূচক দুইটি মাত্র কবিত্বময় পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে বলিয়া আখ্যায়িকামূলক, অতএব কবিত্বসম্পদে অপেক্ষাকৃত হীনস্তরের রাসের অন্যান্য পদের জন্য দ্বিতীয় এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত কি? এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে (ঐ, ১৮/০-১৮/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সতীশবাবু আরও লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদ বড় জোর ৪০।৫০টির অধিক হইবে না। বাকী মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক পদই যে মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাসের, ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে" (তরুর ভূমিকা,

১০২ পৃঃ)। যদি তাহাই হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ পদই যদি দীন চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যগত ১০।৫০টি পদের জন্য আর একজন চণ্ডীদাসের কল্পনাও করা যাইতে পারে না। কারণ দীন চণ্ডীদাসের যাবতীয় রচনাই আখ্যায়িকামূলক, ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বময় উৎকৃষ্ট পদগুলি সুষমাপূর্ণ কুসুমবৎ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আশ্রয়বৃক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। যে কবি দুই সহস্রাধিক পদ রচনা করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে তন্মধ্যে ১০।৫০টাও উৎকৃষ্ট পদ-রচনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? এই সকল উৎকৃষ্ট পদ-সম্বন্ধে সতীশবাবুর ধারণা কি তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তরুর ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাসের 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী' ইত্যাদি ও 'থীর বিজুরী বরণ গোরী' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বিষয়ক পদ দুটি প্রসিদ্ধ। প্রথম পদটিকে আমরা চণ্ডীদাসের চলন-সই মধ্যম শ্রেণীর পদ, আর 'থীর বিজুরী' ইত্যাদি পদটাকে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট প্রথমশ্রেণীর পদ বলিয়া বিবেচনা করি।" (ঐ, ৯২ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বরাগের পালা রচনা করিয়াছেন দীন চণ্ডীদাস, আর ঐ পালার অন্তর্গত ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে পদ রচিত হইয়াছে, তজ্জন্য অন্য এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা হইয়াছে। কবিত্ব কি আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যাইতে পারে? পদ-বর্ণিত ঘটনাই তাহার ভিত্তি, তাহাই অবলম্বন করিয়া কবিত্ব ফুটিয়া উঠে, অতএব কবিত্বের বিচারে মূল আখ্যায়িকা বিস্মৃত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ উক্ত দুইটি পদই যে সন্দেহজনক, তাহা নানাভাবে বিচার করিয়া পদগুলির পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। "থীর বিজুরী" ইত্যাদি পদটি গোপালদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যাইতেছে। অতএব নিছক কবিত্বের মাপকাঠীতে বিচার করিয়া এই জাতীয় পদ লইয়া অন্য এক চণ্ডীদাসের কল্পনা করিতে পারা যায় না।

প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের রূপ-বর্ণনায়, ভাবসম্মিলনে, এবং আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়েই প্রধানতঃ কবিত্বময় পদগুলি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগের রূপ-বর্ণনার পদগুলি ঐ আখ্যায়িকার ভিত্তির উপরেই রচিত হইয়াছে, অতএব ঐ সকল পদ যদি কোন চণ্ডীদাস রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূল আখ্যায়িকার রচয়িতা চণ্ডীদাসই করিয়াছেন, অথবা পরবর্ত্তী কোন কবি বা কোন চণ্ডীদাস করিয়া থাকিবেন, এজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে ঐ পদগুলি যে অতীব সন্দেহজনক, তাহা পদগুলির পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এই ভূমিকার পরবর্ত্তী অংশেও ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। ভাবসম্মিলনের পদ-সম্বন্ধীয় প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে চণ্ডীদাস পালার আকারে পদ রচনা করিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়াছেন, এবং পরে বৃন্দাবনে আনিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনও সংঘটন করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি রাধার আত্মনিবেদন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি-সূচক পদ রচনা করেন নাই কি? তাহা না করিলে যে ঐ পালাটি অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়! তথাপি ইহাও বিশ্বাস করা যায় না যে, একই কবি একই ধরণের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন, কারণ ইহা কাব্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত অনাবশ্যক পুনরুক্তি মাত্র। চণ্ডীদাসের রচনা পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই আখ্যায়িকাকে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছেন, যেখানে

ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেখানেই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। পূর্ব্বরাগের পালা-সম্বন্ধায় যে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই ইহার স্পষ্ট নিদর্শন মিলিতে পারে।

দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকামূলক পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সতীশবাবু তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কবির পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে,—"একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থ-মধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে সেগুলি পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য" (গুরুর ভূমিকা, ১০। পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আর তাঁহার এই নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া কোন কোন গ্রন্থে চণ্ডীদাসের একটি পালা পরিশিষ্টেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই কবিই যে আক্ষেপানুরাগের নিশানা দেয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই ভূমিকার পরবর্ত্তী অংশে প্রদর্শিত হইবে। পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের যতগুলি পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাধিক পদই এই আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ভুক্ত। অতএব চণ্ডীদাসের সরল তরল প্রাঞ্জল রচনার যে ধারণা সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার উৎপত্তিতে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি, কবির অন্যান্য যাবতীয় রচনা অপেক্ষা কম সাহায্য করে নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ফুল যেমন গাছের সর্ব্বত্রই প্রস্ফুটিত হয় না, সেইরূপ গ্রন্থমধ্যে কবিত্ব-বিকাশেরও স্থানাস্থান রহিয়াছে। বিপ্রলম্ভের আক্ষেপ ইহার স্ফুরণের অন্যতম উপযুক্ত স্থল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথি হইতে একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার নমুনা প্রদর্শিত হইল :—

কি কাজ করিনু আপনা খাইয়া
চাহিনু শ্যামের পানে।
এ ঘরে বসিত নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে॥
যেমন বাউল হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ।
তেমত করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন॥
পরের পরাণ হরিতে নাগর
পাতয়ে কতেক ফান্দ।
কোন্ কুলবতী পীরিতি করিয়া
এ চিত্তে ধৈরজ বান্ধ॥

(৭৫৭ সং পদ)

পাঠকগণ ইহাতে সরল তরল প্রাঞ্জল রচনার আস্বাদ পাইবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। আক্ষেপানুরাগে, মাথুরে, এবং রাসের অন্তর্গত মান-বিপ্রলম্ভ সন্নিবিষ্ট অন্যান্য পদের ভাবসাদৃশ্যও ইহাতে দৃষ্ট হইবে। যে কবির আখ্যায়িকামূলক পদগুলি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই কবিই যে এই সকল ভাবমুখর পদ রচনা করিতে পারেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। অতএব নিছক কবিত্বের হিসাবে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। পদ-বিচারে অন্যবিবেচনা-নিরপেক্ষ কবিত্বের সূত্র অবলম্বন করা বিড়ম্বনা-মাত্র। এইজন্য প্রধানতঃ বিষয়-বস্তুর উপরেই গুরুত্ব অর্পণ করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

চণ্ডীদাসের কাব্য-বিশ্লেষণ

এমন সময় ছিল, যখন এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, চণ্ডীদাস কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, কোন কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। বর্ত্তমান কালেও অনেকে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চণ্ডীদাসের পদ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিবিধ কোষ-গ্রন্থের সাহায্যে চণ্ডীদাসের পদগুলি প্রথমতঃ আমাদের

নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিল বলিয়া যে এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা উপরে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু নীলরতনবাবু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকগুলি পালাগানের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল পুথি অবলম্বন করিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পুথিগুলির বিবরণ তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (ঐ, ২-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে দেখা যায় যে, তিনি তিনখানি পুথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইখানিতে রাসলীলার পালা, আর একখানিতে রাসলীলা ব্যতীত অন্যান্য পালাও ছিল। ইহা ব্যতীত চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আব্দুল করিম রাধার কলঙ্কভঞ্জনের পালার সন্ধান দিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯ম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রাচীন পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯৪৯ সংখ্যক পুথি হইতে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পালার বিবরণ প্রকাশিত করেন (১৩২১ সালের সা-প-প দ্রষ্টব্য)। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৩৪ সালের ভারতবর্ষে "দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধেও একটি পালার অংশবিশেষের পরিচয় প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালাতেও আমরা পালাগানের কয়েকখানি পুথির সন্ধান প্রাপ্ত হই। তন্মধ্যে ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতেই যে দুইখানি পুথির পত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা ৩৩৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল (ঐ, ২১৪-২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ সং পুথিতেও একটি পালার পদ সংগৃহীত রহিয়াছে (১৩৩৪ সালের সা-প-প, ৮৫-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এবং ২৫৬৬ সং পুথিতে রাসলীলার পালাটিও পাওয়া যাইতেছে (এই গ্রন্থের ৪১২-৪১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অবশেষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পুথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পরেও অনেকগুলি পালার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ৩√ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চণ্ডীদাস-রচিত পালাবদ্ধ পদের ১১ খানি পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সকল পুথিতে কি কি পালা পাওয়া যাইতেছে, এখন তাহাই দেখা যাউক। নীলরতনবাবু রাসলীলার তিনখানি পুথি পাইয়াছিলেন। আবার এই পালারই অধিকাংশ পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং ২৩৮৯ সং পুথিতেও ইহার সন্ধান মিলিতেছে। অতএব এক রাসলীলার পদ-সমন্বিত পাঁচখানি পুথি পাওয়া গেল। সাহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সং পুথিতে জন্মলীলার ৬৩টি পদ পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পুথিতে ঐ পদগুলির অতিরিক্ত ১০২ সং পদ পর্য্যন্ত (প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত আরও অনেকগুলি পালা পাওয়া যাইতেছে। নীলরতনবাবু-কর্তৃক সংগৃহীত একখানি পুথিতে পূর্ব্বরাগের পালার প্রথমাংশ পাওয়া গিয়াছে, আর ঐ পালারই শেষের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে পাওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বরাগের পালারই দুইখানি পুথি পাওয়া যাইতেছে। তারপর নীলরতনবাবুর পুথিতে গোষ্ঠলীলার যে পালা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ হইতে জানা যায়, ইহাতে দানলীলা, নৌকালীলা, বনভোজন, যশোদার বাৎসল্য, রাস, কৃষ্ণের মথুরায় গমন এবং ব্রজে পুনরাগমন প্রভৃতি পালাগুলি ছিল (তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা, ৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতেও পূর্ব্বরাগ, গৌণ-রাস, মহারাস, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি পালার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত পদাবলীতে সঙ্কলিত যাবতীয় পালাই বিভিন্ন পুথিতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, অথবা এই সকল পুথিতে যে সকল পালা পাওয়া যায় নাই, তদতিরিক্ত কোন পালা প্রচলিত পদাবলীতে পাওয়া যায় না। পালা-গুলি বিভিন্ন পুথিতে পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথি দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহারা এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের অঙ্গীভূত ছিল। এই বিষয়ের আলোচনা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, (ঐ, ২।/-৩/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তথাপি পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থের দুইখণ্ডে সঙ্কলিত পদগুলি লইয়াই এখানে পুনরালোচনা করা হইতেছে।

চণ্ডীদাসের দুই সহস্রাধিক পদসমন্বিত যে বিরাট্ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহা কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন ঐ গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে কি না, ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অনেকগুলি পালার সমবায়ে এই কাব্য রচিত হইয়াছে, এবং পদগুলি ১ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থ এবং কবির একত্ব প্রমাণিত হয়। তারপর প্রথম খণ্ডের ৫০ সংখ্যক পদে আছে—

বৃন্দাবন-রস- রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
জে লীলা জখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলিলা-রস
পাছেতে মধুর রস। ইত্যাদি
(প্রথমখণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কবি সমগ্র কৃষ্ণলীলা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন, প্রথম ভাগে বাল্যলীলা, এবং দ্বিতীয় ভাগে মধুররসাত্মক লীলা। তন্মধ্যে প্রথমে বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়া তিনি পরে মধুর রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাই কবির উক্তি। উদ্ধৃত পদাংশ জন্মলীলার পালার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কংসবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বর্ণনা করিয়া কবি এই সূত্র-বিন্যাস করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পদগুলিতেও পুতনাবধাদি-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাগবতাদি পুরাণে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত ঘটনাগুলিই বাল্যলীলার অন্তর্গত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরাণ-বর্ণিত ঐ সকল ঘটনা অবলম্বনে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কবি বাল্যলীলার মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন কাব্যের মধ্যে এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রন্থে এই পালার কিয়দংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, মধুর রস-সম্বন্ধে কবির ধারণা কি তাহাও তিনি উদ্ধৃত পদাংশে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানি যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা কবির উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়। পালাবদ্ধ যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও এই দুই পালার অন্তর্ভুক্ত পদ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৪৮০ সং পদ হইতে বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ-জন্মের পালাটি আরম্ভ হইয়াছে। অতএব বাল্যলীলা-বর্ণনায় গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে ৪৭ টি পদ রচিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী পদগুলি দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তর্গত। এই সূত্র অবলম্বন

করিয়াই চণ্ডীদাসের পদাবলী দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইল।

এখন প্রথমখণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহাদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—১ হইতে ১০ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, ১০৩ হইতে ১৯২ সং পদ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং ১৯৩ সং পদ হইতে তৃতীয় ভাগের আরম্ভ। প্রথম ভাগের ১০২টি পদে কতকগুলি ধারাবাহিক পালা পাওয়া যায়, যথা—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পূতনা, শকট ও তৃণাবর্ত্তবধ, নামকরণ, মৃত্তিকাভক্ষণ, ইন্দ্রপূজা। পদগুলি ঘটনাপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত, এবং পালাগুলির মধ্যেও সংযোজক সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে তাঁহাকে নন্দের ভবনে রাখিয়া নন্দের কন্যা আনয়ন করিবার পরে যখন কংসের আদেশে ঐ শিশু শিলার উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সে আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল—

তোমারে বধিবে সেই সে পুরুষ
গোকুলে জন্মিল সে।
(২৮ সং পদ)

তখন কংস—

ধরিল ধরণী এই বাক্য শুনি
তেজিল আহার পাণি।
আনি দূতগণে সভারে চাপিল
চণ্ডিদাসে কহু পুণি।
(ঐ)

সে দূতগণকে আদেশ করিল—

কালি জে জন্মিল গোকুল-নগরে
তাহারে আনিবে হেথা।
(২৯ সং পদ)

যখন দূতেরা আসিয়া বলিল·

কালি নিশাকালে একটী ছাআল
জসদা প্রসবে সুখে। (ঐ)

তখন—

শুনি কংস তবে চর আদেশিল
গোপনে জাইবে ত্বরা।
আনিবে ছাআলে নিবিড়ে কাড়িয়া
নাহিক জানএ কারা॥ (ঐ)

কিন্তু চরেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া তাহারা আর তাঁহাকে অপহরণ করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে নন্দ পুত্রের জন্মোৎসব সম্পন্ন করিলেন। একদিন মহাদেব আসিয়া বলিয়া গেলেন, স্বয়ং ভগবান্ শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু কংসের ভয় দূর হইতেছে না—

মধুপুরে কংস সভা করি বৈসে
ডাকিএ বান্ধবগণে।
(৫৫ সং পদ)

তাহারা পূতনাকে পাঠাইবার পরামর্শ দিল। প্রথমে পূতনা এবং পরে শকটাসুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। তখন—

পুতনা মরিল সুনি কংসাসুর
চিন্তিত হইয়া আছে।
তারপরে সুনে সকট-ভঞ্জন
আসি দূত কহে কাছে॥
(৭০ সং পদ)

আবার পাত্রমিত্রগণের সভা বসিল। তাহারা পরামর্শ দিল—

তৃর্ণাবর্ত্ত বিরে আন ডাক দিয়া
সুন রাজা নৃপমুনি।
(৭৪ সং পদ)

শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তকেও বধ করিলেন। ইহার পরে নামকরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। কবি বাল্যলীলা আগে বর্ণনা করিবেন বলিয়াছিলেন, এখানেও পুরাণ অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রপূজার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাল্যলীলা বর্ণিত রহিয়াছে। কি কি পুরাণ অবলম্বন করিয়া কবি এই সকল আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখও ১০, ১১ এবং ৪৬ সং পদে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাগের ১০৩ হইতে ১৯২ সং পর্য্যন্ত ৯০টি পদে দানলীলা, নৌকালীলা, ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নগ্রহণ, ধেনুবৎসশিশুহরণ, যশোদার বাৎসল্য, এবং রাই-রাখাল, এই ৬টি পালা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পালার মধ্যে সংযোজক সূত্রও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দানলীলার শেষ পদে যমুনার তীরে আসিয়া গোপীগণ বলিতেছেন—

কেমনে সকলে পার হৈয়া যাব
ইহার উপায় বল।

এবং—

এ বোল বলিতে কানু আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায়।

(১৪৯ক সং পদ)

তখন বড়াই বলিল—

কানুর চরণে বিনতি করহ
পার করে গুণমণি।

(নৌকালীলার প্রথম, অর্থাৎ ১৫০ সং পদ)।

তৎপর ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নগ্রহণ পালার প্রথম পদেই আছে—

হেথা কানু যত পাব করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন।

(১৭৭ সং পদ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নৌকালীলার পরেই এই পালা কবি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী পালা "ধেনুবৎসশিশুহরণ"। ইহার প্রথম পদেও রহিয়াছে—

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বেলি।

(১৮৩ সং পদ)

অতএব এই পালাটিও বনভোজনের পালার পরেই রচিত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে। ইহার পরে যশোদার বাৎসল্য নামক পালা। তাহার প্রথম পদেই আছে—

আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল।

(১৮১ সং পদ)

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, শিশুহরণের ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এই পালাটির আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে "রাই-রাখাল" নামক পালা। ইহারও প্রথম পদে আছে—

এইমত নিতি বনে বিহরয়
অপার যাহার লীলা।

(১৮৭ সং পদ)

কিন্তু এই পালার শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই (১৯২ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার শেষাংশ পরিশিষ্ট (৪) রূপে মুদ্রিত হইল। অতএব দানলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া "রাই-রাখাল" পর্য্যন্ত ৬টি পালাই এইভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিধায় যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তৃতীয় ভাগে অক্রূরাগমনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আছে অক্রূরের গোকুল-যাত্রা (১৮৩ পৃঃ), শ্রীরাধিকার স্বপ্ন (১৮৯ পৃঃ), যশোদার বিলাপ

(২০০ পৃঃ), গোপী-বিলাপ (২০৫ পৃঃ) এবং তদন্তর্গত চত্রিশ অক্ষরের করুণা (২১২ পৃঃ), রাখাল-বিলাপ (২৩৫ পৃঃ), কৃষ্ণের মথুরায় যাইবার সময়ে গোপীগণের বিলাপ (২৪৪ পৃঃ), কৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় গমন (২৫৬ পৃঃ), রজকের বস্ত্রহরণ এবং কংসবধ (২৬৪ ২৬০ পৃঃ), দৈবকী-বসুদেবের করুণা, নন্দবিদায় (২০৭ পৃঃ), নন্দ ঘোষের গোকুল-গমন ও যশোদার খেদ (২৭২ পৃঃ), শ্রীরাধিকার শোক (২ ৭ পৃঃ), দূতীর মথুরায় গমন এবং কৃষ্ণের প্রতি উক্তি (২৮৭ পৃঃ), কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন এবং মিলন (২৯৭ পৃঃ), অবশেষে রাধার আত্ম-নিবেদন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর। এই সকল পালা ঘটনাপরম্পরায় যেভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি মূলতঃ পুরাণ অনুসরণ করিয়া আখ্যায়িকাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কবি নিজও ইহার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন --

আর যত লীলা বিস্তার আছয়ে
ভাগবত-সুখকেলী।
সংক্ষেপ রচনা কিছু কিছু আছে
কেবল ফুটক বলি॥
(১৯৯ সং পদ)

অর্থাৎ ভাগবত-বর্ণিত লীলাই তিনি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন। উদ্ধৃত পদটিতেই আছে -

আর পরমাদ পড়িল সংশয়
গোকুলে নন্দের ঘরে।
এ কথা না জানে কৃষ্ণ বলরাম
গোঠের লীলাতে ভোলে॥

অর্থাৎ তাঁহারা গোষ্ঠে গিয়াছেন, এই সময়ে অক্রূর নন্দগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী পালাগুলি এই একটিমাত্র ঘটনার ক্রমিক পরিণতিতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এই সকল পালা যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই স্থানে আমরা কবির সম্বন্ধে কোনই আলোচনা করিতেছি না (ইহা পরে দ্রষ্টব্য), কিন্তু কবির কথা বাদ দিয়া কেবল তাঁহার রচনা লইয়া বিচার করিলেও যে এই সকল পালাসমন্বিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু উক্ত তিন ভাগ পালার মধ্যে দুইটি সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়া গিয়াছে। প্রথম ভাগের ১০২টি পদের মধ্যে কোথাও রাধার নাম নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পদটিতেই দেখা যায় যে, ইহার পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণ পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। এই পরিচয় কি ভাবে হইয়াছিল, পদাবলী হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (ঐ, ২10 পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সকল পদ ইহার পূর্ব্বে ছিল বলিয়া ধারণা করা যায়।

অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পদাবলীর মধ্যস্থিত সংযোজক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে ১৯৩ সং পদের পূর্ব্বে। ইহার পূর্ববর্ত্তী 'রাই-রাখাল' নামক পালাটি যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে তাহা ১৯২ সং পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। তারপর ১৯ সং পদের প্রথমেই আছে --

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরুচন্দ্র।

এখানে যে কোন বিশেষ রাত্রির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। নীলরতনবাবু এই পালাটি রাস-লীলার পরে স্থাপন করিয়াছেন। রাসের কিছু পরেই কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন, অতএব ইহার

পূর্ব্বেই রাসের পালাটি ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। কবি যে রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মহারাসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৪১২-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে বাছিয়া ভাগবতের অনুকরণে রচিত পালার পদগুলি পৃথক্ পালারূপে এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে (৪৭৫-৫০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পালাটিই অক্রূরাগমনের পূর্ব্বে স্থাপিত ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বস্ত্রহরণ, অঘাসুরাদির নিধন, বিষপানহেতু রাখালগণের মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন-লাভ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখও অনেক পদে পাওয়া যায় (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ২৸৹-২৸৶৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাগবত-বর্ণিত বাল্যলীলার প্রায় যাবতীয় ঘটনার উল্লেখই এই গ্রন্থে রহিয়াছে। আগে বাল্য-লীলা বর্ণনা করিবেন বলিয়া কবি নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের আলোচনা দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং এই সকল পালা যে একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত, এবং পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ আছে বলিয়া একই গ্রন্থের অন্তর্ভূত তাহা স্পষ্টই ধারণা করা যাইতে পারে।

এখন দ্বিতীয় খণ্ডের পদগুলি লইয়া বিচার করা যাউক। প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যেভাবে বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, ভাব-সম্মিলনে আসিয়া তাহার পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে, অতএব নূতন কিছু অবতারণা না করিয়া আর ঐ আখ্যায়িকা লইয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কবির কাব্যের নিদর্শন অনুযায়ী ৪৭৯ সং পদের মধ্যেই গ্রন্থ এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে দুই সহস্রাধিক পদ ছিল, অতএব কাব্যের ৪ অংশের অধিক পদ এখনও অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ইহা কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। গ্রন্থের ৫০ সংখ্যক পদে কবি বলিয়াছেন—

> বৃন্দাবন-রস— রস আস্বাদিতে
> জন্মিল গোলক-হরি।
> একথা অনেক কহিব বিস্তারে
> জে লীলা জখন করি॥

অতএব গ্রন্থের প্রথম ভাগেই তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের সূত্র বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের আখ্যায়িকা লইয়া গ্রন্থের এই অংশের বর্ণনা আরম্ভ হইবে, এবং ইহাতে নানাভাবে মধুর রসও বর্ণিত হইবে। বস্তুতঃ ৪৮০ সং পদ হইতেই মধুর রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত লইয়া দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যেও সংযোজক সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। ইহা দ্বারা গ্রন্থের একত্ব এবং কবির অভিন্নতাই প্রমাণিত হইতেছে।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকা-বিন্যাস-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ২৸৶৹-৩৶৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবি প্রথমেই পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন (৪২২-২৩ সং পদ)। গোলোকের কৃষ্ণকল্পবৃক্ষে এক অমৃত-ফল উৎপন্ন হইয়াছিল (৪২৪ সং পদ)। দেবতাগণ সেই ফল আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া (৪২৫ সং পদ) এক শুক পাখীকে গোলোকে পাঠাইয়া দিলেন: শুক ফল লইয়া উড়িল বটে, কিন্তু তাহার চঞ্চুর চাপে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া গেল (৪২৬ সং পদ)। ইহা শুনিয়া দেবতাগণ বড়ই বিষাদিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে নারদ আসিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্র মন্থন

করিবার উপদেশ দিলেন (৪২৭-৪২৯ সং পদ)। তখন সকলে মিলিয়া সুখের সাগর মন্থন করিয়া 'পী', রসের সাগর হইতে 'রি,' এবং প্রেমের সাগর হইতে 'তি'র উদ্ধার-সাধন করিলেন (৪৩০-৪৩২ সং পদ)। তৎপর সকলে গোলোকে যাইয়া ফলটি কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলিলেন (৪৩৮ সং পদ)। দেবতারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলিলেন যে, এই ফল রাধার সম্পত্তি, রাধাই এই পীরিতির মর্ম্ম অবগত আছেন। দ্বাপরে তিনি নন্দগৃহে এবং রাধা বৃষভানুর দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন ব্রজলীলায় এই রসের আস্বাদন জগতে প্রচারিত হইবে। দেবতারা মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন (৪৩৯-৪৪১ সং পদ)। এই আখ্যায়িকা মাথুরের ভূমিকারূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিরহে রাধা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন এক সখী পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া রাধাকে সান্ত্বনা দিতেছেন (৪৪৫ সং পদ)। তারপর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে পুনরায় আসিবেন কিনা, ইহা জানিবার জন্য এক দেয়াসিনীর নিকট এক সখীকে প্রেরণ করা হইল। তিনি বলিলেন—"শুভ লক্ষণই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ শীঘ্রই মথুরায় আগমন করিবেন (৪৪৬-৪৪৯ সং পদ)। তৎপর এক গণক-দ্বারা গণনা করান হইল, তিনিও শুভ ফলেরই ইঙ্গিত করিলেন (৪৫০ সং পদ)। ইহার পরে রাধার বিরহদশা বর্ণিত হইয়াছে (৪৫২-৪৫৪ সং পদ)। এই সময়ে রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া কৃষ্ণেরও পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে (৪৫৫-৪৫৮ সং পদ)। তখন তিনি উদ্ধবকে দূতরূপে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। পরবর্ত্তী পদগুলিতে উদ্ধবের দৌত্য বর্ণিত হইয়াছে (৪৫৯-৪৮৭ সং পদ)। ইহার পরে ৮১টি পদ পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী পদগুলিতে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধার নিকটে এক হংসকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন (৪৮৮-৪৯৫ সং পদ)। ইহার পরে ২৭টি পদ পাওয়া যায় নাই। তৎপর রাধা কৃষ্ণের নিকটে এক কোকিলকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন (৪৯৬-৫০৭ সং পদ)। মধ্যবর্ত্তী অপ্রাপ্ত ৫০টি পদের পরে দেখা যায় সুবল মথুরাতে গিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন (৫০৮-৫১১ সং পদ)। তৎপর ৩১৯টি পদ পাওয়া যায় নাই। ইহারই মধ্যে মাথুরের পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই পদগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ৪৮০ হইতে ৭২৬ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব মাথুর পর্য্যায়েই কবি (৭২৬ – ৪৭৯ =) ২৪৭টির অধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন, কারণ পরবর্ত্তী যে ৩১৯টি পদ পাওয়া যাইতেছে না, তাহাদের মধ্যেও মাথুরের পদ ছিল বলিয়া ধারণা করা যায়, যেহেতু ৭২৬ সং পদেও (এই গ্রন্থের ৫১১ সং পদ দ্রষ্টব্য) এই পালাটি শেষ হয় নাই।

তৎপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ১০৪৫ হইতে ১০৭৯ সংখ্যক ৩৫টি গৌণ-রাসের পদের সন্ধান পাওয়া যায়। ১০৮০ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন—

"গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস" ইত্যাদি (৪০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি কবি গৌণরাসের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, এই সকল পদে প্রথমতঃ সঙ্কেত, পরে মিলন বর্ণিত হইয়াছিল। এইভাবে নানা প্রকার ছদ্মবেশে কখনও রাধার ঘরে, কখনও শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে, কখনও দিবাভাগে, কখনও রাত্রিতে রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। তরু এবং নী-তে স্বয়ং-দৌত্য-

পর্য্যায়ে চণ্ডীদাসের যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা গৌণরাসের পদ। এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে গৌণরাসের প্রবেশিকায় আলোচিত হইয়াছে (৩৮১-৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ২৩৮৯ সং পুথিতে প্রাপ্ত ১০টি পদের মধ্যে ১০৪৫-১০৫১ সংখ্যক ৭টি পদ গৌণ-রাসের পালার প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইল (৫১২-৫১৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর ২৭টি পদ পাওয়া যায় নাই। এই অপ্রাপ্ত অংশে তরু এবং নী হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৭টি পদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। তথাপি ৮টি পদের অভাব রহিয়া গিয়াছে। ইহার পরে গৌণরাসের সমাপ্তিসূচক ৩টি পদ ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির পদবিন্যাস অনুযায়ী স্থাপিত হইয়াছে (৫৩৬-৫৩৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গৌণরাসের পালার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি-সূচক পদগুলি ২৩৮৯ সং পুথিতেই পাওয়া যাইতেছে, কেবল মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে কবি মহারাসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নী-তে মুদ্রিত রাসলীলার পালাতে যে দুইটি পালার পদ একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা মহারাসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৪১২-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঐ দুইটি পালা পৃথক্ করিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। তন্মধ্যে ভাগবত অনুসরণ করিয়া যে পালা রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রথম খণ্ডে অক্রুরাগমনের পূর্ব্বে স্থাপিত হইবে (৭৭৫-৫০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পালাটি পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-গণকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহাই দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত (৫১৮-৪৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে মহারাসের পালায় ১০৮৪ সং পদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই পদগুলি রাসের প্রারম্ভসূচক পদ মাত্র। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে, এবং ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নীল-রতনবাবু-কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাসলীলার পালাতে, ও নী-তে ইহার পরেও রাসের অনেকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল আদর্শ হইতে সংগ্রহ করিয়া পরবর্ত্তী পদগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। পদগুলি ঘটনাপরম্পরায় পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহা বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না যে, ইহারা একই পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব সমগ্র পালাটি যে একই কবি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল পদের ভণিতায় যাহা কিছু গরমিল রহিয়াছে তাহা এই গ্রন্থের ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহার পরে পূর্ব্বরাগের পালায় চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের ১৮৬১ সং পদ পাওয়া যায়। না-তে পূর্ব্বরাগের যে পালা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, কারণ ইহার ৪৩ সং পদে কবি নিজেই বলিয়াছেন—

সূর্য্যপূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥
(এই গ্রন্থের ৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)

অতএব এই পালার প্রথমাংশ মাত্র নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ১৮৬১ হইতে ১৯০৬ সংখ্যক পদে এই পালারই শেষের অংশ পাওয়া যাইতেছে (এই গ্রন্থের ৭৩৭-৭৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এই পদগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, ইহারাও পালার প্রথমাংশের ন্যায় কৃষ্ণ-সুবল-ঘটিত আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং সুবলের চক্রান্তে রাধা সখীগণের সঙ্গে আসিয়া পূজার ছলে কৃষ্ণের সহিত মিলিত

হইয়াছেন। অতএব পালার প্রথমাংশে কবি রাধা-কৃষ্ণের মিলনের যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, এখানে তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মিলনের পরে কৃষ্ণ নিজেও সুবলকে বলিতেছেন—"তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে" (৭৪৪ সং পদ)। এইজন্য নবাবিষ্কৃত পদগুলি যে পালার প্রথমাংশের পরিশিষ্ট মাত্র, সুতরাং একই পালা এবং কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহার পরে ১৯০৬ সং পদে দেখা যায়, কবি পূর্ব্বরাগের পালা শেষ করিয়া যুগলমধুররস-বর্ণনার সূচনা করিয়াছেন (৭৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর "অথ বিপ্রলম্ভ" পরিচয়ে ১৯০৭ সং পদ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি যুগলমধুররসকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা যুগলমধুররসের প্রবেশিকায় করা হইয়াছে (৫৭৯-৫৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১৯০৭ সং পদের পরে ৯২টি পদ পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী ১৯৯৯-২০০২ সংখ্যক পদে রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব গ্রন্থের এই অংশেই যে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি ছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ আক্ষেপানুরাগ বিপ্রলম্ভেরই পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ইহার নামকরণ হইয়াছে (উক্ত প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের নির্দ্দেশানুযায়ী এই-ভাবে পদগুলি পালার আকারে এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ কবি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিবিধ পালার আকারেই তাঁহার বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্তর্গত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে ছিল মাথুরের পদ, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্যপর্য্যায়ভুক্ত গৌণরাসের পদ, এবং তাহার পরে মহারাস, পূর্ব্বরাগ ও যুগলমধুররসের অন্তর্ভুক্ত আক্ষেপানুরাগের পদ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত পদাবলীতে যে সকল পালা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের সকলই এই বৃহৎ কাব্যের দুই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত যাবতীয় পদাবলীর মূল যে এই কাব্যগ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

কাব্য-রচনার সময়-নিরূপণ

কোন্ কবি এই বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই কাব্যের মধ্যে গ্রন্থ-রচনার সময়-সম্বন্ধীয় কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কিনা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এখানে আমরা সময়কে যুগ-নির্দ্দেশক দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছি—প্রথমতঃ চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী যুগ, দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগ। চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ভাবধারার কতকগুলি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। গোস্বামিগণ ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্বের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী কালেও ইহা বিবিধ শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রধানতঃ এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এখন আমরা গ্রন্থের পদগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব যে, ইহাদের মধ্যে সময়-নির্দ্দেশক কোন বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

১। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কংস-বধের জন্য কৃষ্ণ-জন্মের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু দেবগণকে তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই নিজ নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (ভা, ১০।১।১৮;

বিষ্ণু-পু, ৫।১।৬১)। এই গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

"জন্ম লেহ গিয়া সভে আগে হয়া
জনম লবহ পুনি।"
(প্রথম খণ্ড, ১২ সং পদ)

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তিনি নিজের জন্ম-সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"ব্রজ-শিশুগণ দ্বাদশ গোপাল
কাহারে কহিব আগে।
পশ্চাৎ আমার গমন হইব
জাইব পশ্চাৎ ভাগে॥"
(ঐ)

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবতা বলিলেন—

"ব্রহ্মা হর আদি দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালক-কায়।"
(ঐ)

অবশেষে—

"দ্বাদশ বালক আগে জনমিল
বাড়এ গোপের কুলে।
গোলোক-ঈশ্বর পাছু জনমিল
দিন চণ্ডীদাস-বলে॥"
(ঐ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দ্বাদশ গোপালের ধারণা কবির মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পুরাণে দেবগণের জন্মগ্রহণ করিবার কথা আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এবং কোন্ দেবতা কোন্ গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ নাই। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে গোপালগণ সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও নর্ম্মসখা-পর্য্যায়ে চারি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে (পশ্চিম-বিভাগ, ৩য় লহরী দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে প্রিয়সখা ও নর্ম্মসখাগণের মধ্য হইতে সুবলাদি প্রধান বার জনকে লইয়া পরবর্ত্তী কালে দ্বাদশ গোপালের ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইহার পরে আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-দেবের ভক্তগণের মধ্যে বার জনকে তাঁহারা শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি গোপালগণের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—অভিরাম ঠাকুর শ্রীদাম, সুন্দরানন্দ সুদাম, গৌরীদাস পণ্ডিত সুবল, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেবের বার জন ভক্তও এখন দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আবার কৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে যাহারা উক্ত দ্বাদশ গোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হন, ব্রজলীলায় তাঁহারাই দ্বাদশ গোপাল। অতএব এই পরিকল্পনাটি যে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগেই সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অন্য একটি পদেও কবি দ্বাদশ গোপালের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাদেব শিশু কৃষ্ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। নন্দের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি—

"তেজিয়া নন্দের মন্দির, হর সে
হইলা ব্রজের বালা।
কতি গেল তার সে শিঙ্গা ডম্বরু
করে শিশু সঙ্গে খেলা॥
দ্বাদশ গোপাল তার মুখ্য জন
ইহো সে সুবল সখা।
কৃষ্ণ অন্বেষণ জোগীর ভূষণ
গেছিল করিতে দেখা॥"
(৪৯ সং পদ)

কবি এখানে সুবলকেই দ্বাদশ গোপালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার আখ্যায়িকার সর্ব্বত্রই

সুবলকে কৃষ্ণের অতি বিশ্বস্ত সখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, অনেক সখাই তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে, তথাপি তিনি সুবলের স্কন্ধে হাত দিয়া চলিয়াছেন—

"সুবল সঙ্গেতে তার কাঁধে হাত
আরোপি নাগর-রায়।
(১০৪ সং পদ, দানলীলা)

অন্যত্র—

"ঐ যায় কানু রাম বাম পাশে
সুবলের করে ধরি।"
(১০৬ সং পদ, দানলীলা)

কৃষ্ণ দানলীলা করিবেন বলিয়া ছল ধরিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য সখারা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল—

"ইঙ্গিত জানিয়া সুবল বুঝিল
পাতিতে দানের ছলা।"
(১১২ সং পদ, দানলীলা)

নৌকালীলার পর কৃষ্ণ রাখালগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অন্য কেহই তাঁহার চতুরতা বুঝিতে পারিল না, এক মাত্র সুবল বলিলেন—

"সুবল বলিছে হাসিতে হাসিতে
কানুর পানেতে চেয়ে।
চোরা ধেনু বনে রাখিতে নারিয়া
বুলেছ অনেক ধেয়ে॥
আমি সব জানি তোমার চরিত
ইহারা বুঝিবে কে।"
(১৪৮ সং পদ, যজ্ঞপত্নীর অন্নগ্রহণ)

"রাই-রাখাল"-লীলা করিবেন বলিয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠে গেলেন না, শয্যাতেই শুইয়া রহিয়াছেন, তখন

"সুবল যাইয়া কানু জাগাইয়া
কহিছে মধুর বাণী।"

এবং কৃষ্ণের উত্তর শুনিয়া

"সুবল জানল কানুর চরিত
কহিতে লাগল তায়।"
(১৮৭ সং পদ, রাই-রাখাল)

মথুরায় যাইবার কালে কৃষ্ণ সখাগণের নিকট বিদায় লইতেছেন, তখন সুবলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"শুনহ সুবল মরম বেদন
তোমারে না দেখি যবে।
হিয়া জর জর করয়ে অন্তর
দেখিলে জুড়াই তবে॥"
(১৮০ সং পদ)

কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু সেখানেও স্বপ্নে সুবলের সহিত কথা বলিতেছেন—

"এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
কহিতে কাহিনী যত।
সুবল না দেখি নিশির সপন
সেহ ভেল অনুচিত॥"
(৪৫৬ সং পদ, মাথুর)

তৎপর সুবল যাইয়া কৃষ্ণের সহিত মথুরায় মিলিত হইয়াছেন।

"চণ্ডীদাস কহে সুবলের স্তুতি
দেখিয়া নাগর-রায়।
করেতে ধরিয়া নিল উঠাইয়া
আলিঙ্গন ভেল তায়॥"
(৫০৯ সং পদ)

ইহার পরে সমগ্র পূর্ব্বরাগের পালাটি সুবল-ঘটিত আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সুবলের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কবি কাব্যের প্রথম-ভাগে সুবলকে মুখ্য সখারূপে গ্রহণ করিয়া যে কল্পনার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র গ্রন্থেই তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে গ্রন্থের একত্বই সূচিত হইয়া থাকে। দ্বাদশগোপালের উল্লেখের সহিত এই কল্পনার সূত্র জড়িত আছে বলিয়া গ্রন্থ রচনার সময়-সম্বন্ধে ইহা অতি প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ প্রদান করে।

২। উজ্জ্বলনীলমণির সহায়ভেদ-প্রকরণে পাঁচ প্রকার সহায়ের উল্লেখ রহিয়াছে—যথা—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ ও প্রিয়নর্ম্মসখ (ঐ, ৪৯ পৃঃ)। পূর্ব্বরাগের পালাতেও সখাগণের পর্য্যায়-বিভাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

"নর্ম্মসখাগণ বসি পঞ্চজন
সুবল ত্রিবিট তথা।
এ মধুমঙ্গল বিদূষক-দল
কহেন মরম কথা॥
এ পীঠমদন তেঁই সে সুজন
কহিতে লাগিল তায়।"

(৬৮৫ সং পদ)

অন্যত্র—

"সুবল ত্রিবিট এ পীঠ-মদন
মধুমঙ্গলের সনে॥
কহে বিদূষক— 'শুনহে সুবল
নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।"

(৬২০ সং পদ)

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার সহায়ভেদের মধ্যে এখানে প্রিয়নর্ম্মসখ, বিট, পীঠমর্দ্দ ও বিদূষক এই চারি পর্য্যায়ের সখার উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এখানে বিটজাতীয় তিন জনের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের রসশাস্ত্রে বিটের উল্লেখ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহা রূপগোস্বামীই করিয়াছেন। অতএব ত্রিবিটের ধারণা যে চৈতন্যপরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী রসশাস্ত্রের মধ্যে কতক-গুলিতে পীঠমর্দ্দ, বিট ও বিদূষক এই তিন জাতীয় (দশরূপ, ২।১২-১৩, ইত্যাদি), এবং কোন কোন গ্রন্থে ইহাদের সহিত চেটক-জাতীয় সহায়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ)। উজ্জ্বল-নীলমণির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সহায়কগণ সখার পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং নর্ম্মসখাগণের সহিত তাঁহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিদূষক মধু- মঙ্গলের উল্লেখ এখানে বিশেষত্ব-সমন্বিত। বিদগ্ধমাধবাদি নাটকে মধুমঙ্গলের উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি সান্দীপনি মুনির পুত্র, পিতার আদেশে কৃষ্ণের সহচর হইয়াছিলেন। (বিদগ্ধ-মাধব, ২৮ পৃঃ)। রূপ গোস্বামীর গ্রন্থেই বিদূষক মধুমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের অন্য একটি পদেও মধুমঙ্গলের উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনান্তে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

"শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি॥"

(৯২৫ সং পদ)

মধুমঙ্গল যে ব্রাহ্মণ, গোপ নহেন, এই তত্ত্বও কবি অবগত আছেন। এই জন্যই তাঁহাকে ভোজন করাইয়া অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কারণে ইহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

৩। বিদগ্ধমাধবাদি নাটকে পৌর্ণমাসীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের "রাই-রাখাল" পালাতেও পৌর্ণমাসীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

"যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥"

(১৯০ সং পদ)

অন্যত্র—

"যোগমায়া তখন কহিছে বচন
রাখাল সাজহ রাই।"

(১৮৯ সং পদ)

বিদগ্ধমাধবে ইনি সান্দীপনি মুনির মাতা, এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা (ঐ, ১৯-২০ পৃঃ)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহাকেই যোগমায়া পৌর্ণমাসী বলা হইয়াছে (১৯০ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই জন্য এই পদেও চৈতন্য-পরবর্ত্তী প্রভাবে লক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

৪। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বন করিয়া গোস্বামিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব-সম্বন্ধে প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ১ı৶০-১৮৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এখানে তাহার সারমর্ম্ম সঙ্কলিত হইল :—

(ক) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা মাধুর্য্যময়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ। বৃন্দাবন-লীলা বলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধুররসাত্মক এই চতুর্ব্বিধ লীলাই বুঝিয়া থাকেন।

(খ) মধুররস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের হেতু চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই তত্ত্বরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

(গ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমমার্গীয় উপাসক। তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন যে, এই প্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি মহাভাবে, এবং শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী।

এই সকল তত্ত্ব নানাভাবে এই গ্রন্থমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-জন্মের হেতু নির্ণয় করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

"বৃন্দাবন-রস- রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।"

(প্রথম খণ্ড, ৫০ সং পদ)

ইহা "প্রেম-রস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন" এই কথারই পুনরুক্তি মাত্র। দ্বিতীয় "রস" শব্দটি "নির্য্যাসের" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুনরায় এই পদেই কবি বলিতেছেন :—

"ব্রজরস লাগি হইঞা বিভোগি
পুরুব বৃত্তান্ত কথা।
তার মর্ম্ম লাগি এই সে বিভোগি
জন্মি ব্রজেশ্বরি-যুগা।
সেই সে কারণে জনম এ স্থানে
এই সে গোকুল-লিলা।
মধু আস্বাদন করি পুন পুন
করিব জুগতি খেলা॥"

(ঐ)

গোপীগণের সহিত রসকেলিই যে গোকুল-লীলা এবং ইহা যে মাধুর্য্য-ভাবাত্মক, আর ইহাই যে ব্রজরস বা বৃন্দাবন-রস নামে অভিহিত হয়, এই তত্ত্বও কবি অবগত আছেন।

অন্যত্র :—

"বালক করিয়া সঙ্গে চরাইব ধেনু॥
ব্রজলীলা……………ব বিস্তার।
তথির কারণে এই কৃষ্ণ অবতার॥"
করিব বালক-খেলা শ্রীবৃন্দাবনে।
আনন্দে বে ……..গোপিনির সনে॥

এইমত ব্রজলীলা করিব সদায়।
এই লীলা কৃষ্ণলীলা চণ্ডিদাস কয়॥
(প্রথমখণ্ড, ৮৭ সং পদ)

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণজন্মের দুইটি মুখ্য হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) প্রেম-রস-নির্য্যাস-আস্বাদন, (২) রাগমার্গীয় ধর্ম্মপ্রচারণ। এই দুই প্রকার কার্য্যই এখানে কৃষ্ণাবতারের কারণরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আর মাধুর্য্যের অন্তর্গত সখ্য ও মধুরের উল্লেখ করিয়া কবি এখানে কৃষ্ণলীলা বা ব্রজলীলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যত্র শুদ্ধ মাধুর্য্যেরও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে—

ব্রজবাসী-বালা ভাল পেয়ে মেলা
কানাই সঙ্গেতে খেলে।
ভাই, ভাই, বলি কাঁধে করে লয়ে
চরায় ধেনুর পালে॥
না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
বিহরে গোলোকপতি।
নয়ন ভরিয়া চাঁদমুখ দেখে
আনন্দে এ দিবারাতি॥
স্নেহভরে সেই নন্দযশোমতী
করিয়া বালক-ভাব।
পতিভাবে গোপী পীরিতি করিয়া
তার শেষে হরি লাভ॥
কানাই রাখাল করিয়া মানল
গোকুলপুরের লোক। ইত্যাদি
(প্রথমখণ্ড, ২০৫ সং পদ)

শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবের বর্ণনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন, যথা—

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)

পূর্ব্বোদ্ধৃত উল্লেখে ঈশ্বরভাব-বর্জ্জিত প্রীতির বর্ণনায় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের এই শিক্ষার প্রভাব পড়িয়াছে। শুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের প্রীতির যে সকল বিশেষত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ১৮৶ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আর রাধার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য যে কৃষ্ণ গোলোক ছাড়িয়া বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ এই গ্রন্থমধ্যে অনেক পদেই স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যথা—

গোলোক-বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥
(প্রথমখণ্ড, ১৪১ সং পদ)

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
(ঐ, ১১২ সং পদ)

তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়ে ধেনুর পাল।
গোলোক তেজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল॥
(ঐ, ৪০৯ সং পদ)

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিয়া
আইলুঁ তথাই ছাড়ি॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি॥
(প্রথম খণ্ড, ৪১০ সং পদ)

রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা।
গোকুলে জনম তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া দেহা॥
(দ্বিতীয়খণ্ড, ৪৪৩ সং পদ)

আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন।
লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে
রাই দরশন-আশ হেন॥
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু। ইত্যাদি
(ঐ, ৫৪১ সং পদ)

এই জাতীয় বিবৃতি কেবল যে পৃথক্ পৃথক্ পদেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে, চণ্ডীদাস ইহা লইয়া একখানি আখ্যায়িকাও রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভেই মাথুরের ভূমিকারূপে (৪২২-৪৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণ-জন্মের এই নূতন হেতু নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গোলোকের কল্পবৃক্ষে উৎপন্ন অমৃতফল আনিবার কালে ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া যায়। দেবগণ সমুদ্র-মন্থনে পী-রি-তি রূপে ইহার উদ্ধার সাধন করিয়া ভগবানকে অর্পণ করিলে তিনি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলেন ; তৎপরে বলেন যে, এই প্রেম রাধার সম্পত্তি, রাধাই ইহার মর্ম্ম অবগত আছেন, যথা -

সেই সে কিশোরী জানয়ে পীরিতি
আর সে জানব কতি।
(৪৩৯ সং পদ)

এবং—

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
আর না জানয়ে কেহ।
(৪৪০ সং পদ)

অতএব তাঁহাকেই আমি পীবিতি সমর্পণ করিলাম—

সেই সে জানয়ে পীরিতি-মরম
তারে কৈল সমর্পণ।
(৪৩৯ সং পদ)।

এখন-

চল সবে মর্ত্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
বসুদেব দৈবকী-উদরে।
(৪৪১ সং পদ)

তখন এই রসের আস্বাদন আমরা গ্রহণ করিতে পারিব। অন্য অবতারে আমি রসতত্ত্ব জানিতে পারি নাই, এখন এই তত্ত্বের জন্য আমি গোকুলে জন্মগ্রহণ করিতেছি (পূর্ব্বোদ্ধৃত উল্লেখ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রজরসসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্বই কবি অবগত ছিলেন।

৭। উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য ভেদে বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ বলা হইয়াছে, কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রসশাস্ত্রেই প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিবর্ত্তে করুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব বুঝা যায় যে, করুণ-বিপ্রলম্ভের স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিকল্পনা

করিয়াছেন। পরে ইহা হইতেই যে আক্ষেপানুরাগের ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা যুগল-মধুররসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৫৭১-৫৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থেও প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং কবি এই উভয় পর্য্যায়ভুক্ত পদই রচনা করিয়াছেন। মথুরা হইতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। একটি সখী ভুল করিয়া রাধাকে গিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ আসিয়াছেন। উৎফুল্ল হইয়া আসিয়া রাধা উদ্ধবকে দেখিয়া বড়ই বিষাদিত হইয়া পড়িলেন, এবং নানা প্রকারে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহারই উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন --

আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা-দরশ-বশে।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ ঝরে॥
সেই সে বৈচিত্র রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবের রস। ইত্যাদি
(দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৭২ সং পদ)

অতএব কবির উক্তিতেই দেখা যায় যে, তিনি প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণনা করিতেছেন; ইহার ব্যাখ্যাও তিনি উদ্ধৃত উল্লেখে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়া অনুভূত হয়, তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য (উজ্জ্বল-নীলমণি, ৯১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যেমন—

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর॥
(তরু, ৭৬৬ সং পদ)

এখন প্রশ্ন এই যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উপস্থিত নাই, অতএব প্রেমবৈচিত্ত্য কি প্রকারে হয়? ইহার উত্তর স্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পদে কবি নিজেই বলিয়াছেন—

নেত্রের গোচর না হয়ে গোচর
গোচর দেখিল যবে।
হরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে॥
(৪৭০ সং পদ)

অর্থাৎ চক্ষে না দেখিলেও কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া হর্ষের উৎপত্তিতে তাঁহাকে দেখার কাজই হইয়াছে, কিন্তু আসেন নাই দেখিয়া পুনরায় বিষাদিত হওয়াতে বিরহদশা উপস্থিত হইল। কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অনুপস্থিতিও কল্পনা করা যায় না, কারণ—

বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে
নাগর আছয়ে ইথি।
(৪৭০ সং পদ)

অতএব এখানেও "ভাবনা-দরশ-বশে" অর্থাৎ কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, প্রথমে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পরে তাঁহার অদর্শনে যে বিরহদশার উদ্ভব হইল, তাহা প্রেমবৈচিত্ত্যের "ক্ষেণেক দরশে, ক্ষেণেক পরশে, ক্ষেণেক বিরহ ঝরে" অবস্থারই অনুরূপ। এই জন্যই কবি এই বিরহানুভূতিকে প্রেমবৈচিত্ত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা-দরশ-বশে। ইত্যাদি
(৪৭৪ সং পদ)

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞাও কবি অবগত ছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির পরবর্ত্তী কালেই ইহা সম্ভবপর।

তারপর যুগলমধুররসের প্রবেশিকায় আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, প্রেমবৈচিত্ত্য হইতেই পরবর্ত্তীকালে আক্ষেপানুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। কবি এই গ্রন্থ-মধ্যে আক্ষেপানুরাগেরও সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

আর কি এমন হইব মিলন
সে হেন পিয়ার সনে।
তাহার কারণে পীরিতি-আক্ষেপ
করিল আপন মনে॥
(দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪৬ সং পদ)

অর্থাৎ বিরহাবস্থায় আপন মনে যে পীরিতি (বা অনুরাগ)-ব্যঞ্জক আক্ষেপ করা হয়, তাহাই আক্ষেপানুরাগ। এখানে "পীরিতি-আক্ষেপ" আক্ষেপানুরাগের সমনাম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, কবি শুধু সংজ্ঞা দিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, না এই জাতীয় পদও রচনা করিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগ বিপ্রলম্ভের পর্য্যায়ভুক্ত। প্রচলিত পদাবলীতে মুদ্রিত আক্ষেপানুরাগের পদের সুর, এবং ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য মাথুরপালার অন্তর্ভুক্ত অনেক পদেই লক্ষিত হইয়া থাকে (৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮০ ইত্যাদি সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ১৯৯৯-২০০২ সংখ্যক যে চারিটি পদ রহিয়াছে (৭৫৪-৭৫৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) তাহাতে রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপ বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আক্ষেপানুরাগের অন্তর্গত একটি বিভাগের বিষয়ীভূত। অতএব চণ্ডীদাস যে, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।

প্রচলিত পদাবলী লইয়া আলোচনা করিলেও এই সম্বন্ধীয় যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। পদকল্পতরুতে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে ১৭৪টি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৬৩টি অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। সমগ্র তরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতার পদ ১১৮টি, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার অর্দ্ধাধিক পদই আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ভুক্ত, এবং ইহাতে ইহার অন্তর্গত আট বিভাগের পদই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রেমের প্রতি (প্রকৃত পক্ষে পীরিতির প্রতি) আক্ষেপ বিভাগে তরুতে যে ২৯টি পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে (ঐ, ৮৭০-৮৯৮ সং পদ দ্রষ্টব্য), তন্মধ্যে তিনটিমাত্র পদে জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ২৬টি পদেই চণ্ডীদাস-ভণিতা দৃষ্ট হয়। যে কবি পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা রচনা করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, এবং যাঁহার গ্রন্থে সর্ব্বত্রই প্রেম পীরিতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে, তাঁহার রচনায় যে পীরিতি-বিষয়ক পদের আধিক্য থাকিবে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ইহাও দ্রষ্টব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকবার পীরিতি, শব্দটি প্রীতি বা সন্তোষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু নিগূঢ় প্রেমের অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব এই সকল পদ বড়ু চণ্ডীদাসকেও আরোপ করা যায় না। এই কবি যে, চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগে অবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৬। ললিতমাধব নাটকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমনকালীন ঘটনার সাদৃশ্য এই গ্রন্থেও লক্ষিত হয়। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন— "সখি, কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছি, ঐ স্বপ্নেই আমার চৈতন্য-সম্পাদনী জাগ্রদ্দশা আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বপ্নে দেখিলাম, একজন দুরাত্মা রাজদূত বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রথের দ্বারা (এই বলিয়া অর্দ্ধোক্তি করিলেন) (ললিতমাধব, ১৭৭পৃঃ)।

এই গ্রন্থেও এইরূপ স্বপ্নবিবরণ রহিয়াছে। রাধা বলিতেছেন—

আজুর নিশির স্বপন দেখিল
অতি অদভুত বাণী।
শুনহ সজনী তোমরা চেতনী
কি হয়ে নাহিক জানি॥
নিশি-অবশেষে ঘুমে অচেতন
হেনক সময় কালে।
রথ-আরোহণ করি একজন
আইল গোকুলপুরে॥
কহিতে লাগিল সব বিবরণ
অক্রূর আমার নাম।
কৃষ্ণ বলরাম আনিতে যতনে
এ কংসরাজার ধাম॥
এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে।
চণ্ডীদাস বলে নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে॥

(প্রথম খণ্ড, ২০৭ সং পদ)

এখানেও রাধার কথা সমাপ্ত হয় নাই, ললিত-মাধবেও ইহা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়াছেন, সেই সময়ে রাধা "ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে রথাগ্রে গমন করিয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন! ক্ষণকাল বাষ্পাকুললোচনে হরিমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন" (ললিতমাধব, ১৪৩ পৃঃ)। এই গ্রন্থেও আছে—

এত বলি বিনোদিনী রাই।
ক্ষেণে ক্ষেণে ধরণী লোটাই॥
অচেতন চেতন না হয়।
শ্যামপানে নয়ন থাপায়॥

অন্যত্র—

দু'বাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।

(ঐ, ২৯৫ সং পদ)

ললিতমাধবে আছে—"রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে শ্রীরাধার খেদান্বিত বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া, পদ্ম হইতে যদ্রূপ মকরন্দপাত হয় তাহার ন্যায় স্বীয় নয়নযুগল হইতে ঘন ঘন অশ্রুবিন্দু মোচন করিতে লাগিলেন।" (ঐ, ১৪৫ পৃঃ)

এই গ্রন্থে আছে—

রমণীমোহন ছলে সে নয়ন
গলয়ে প্রেমের ধারা।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহিয়া সে ভিতে
পড়িয়া রহল সারা॥

(ঐ, ২৯৯ সং পদ)

এবং—

রাই-মুখ হেরি নাগর মুরারি
রোদন বেদন পেয়া।
রাধার বেদন হেরিয়ে সঘন
রথের উপরে রয়া॥

(ঐ, ৩০০ সং পদ)

৭। রাসের পরে গোপীগণ কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে
সেবন করিছে গাঢ়া।
এ অষ্ট রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া॥

অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আর্ত্তিক
মোক্ষ লক্ষ অষ্ট লিখি
এ কুঞ্জ-কুটীর র ভিতর
বেকত আছয়ে সখি ॥
(৫৮৯ সং পদ)

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥
(ঐ, মধ্যের অষ্টমে)

অর্থাৎ—সখীগণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা সেবাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃতে রাধাকে সেচন করেন। এই ধারণার উদ্ভব চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগেই হইয়াছে, এবং ইহারই সারমর্ম্ম উদ্ধৃত উল্লেখের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তারপর সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখী যে যূথেশ্বরী বলিয়া মুখ্যা, এই তত্ত্বও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই প্রচারিত হইয়াছিল (ঐ, ৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি।
রাধাসাধ্য কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায় ॥
(ঐ, মধ্যের অষ্টমে)

এই তত্ত্বই উদ্ধৃত উল্লেখের শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

৮। উজ্জ্বলনীলমণির চতুঃষষ্টি রসবিবৃতিতে পূর্ব্বরাগাদি প্রধান আট রসের প্রত্যেকটি পুনরায় অষ্টবিধ করিয়া ৬৪টি রসের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। ইহার উল্লেখ এই গ্রন্থেও রহিয়াছে, যথা—

অষ্ট রস অষ্টগুণে ইহা লাগি আস্বাদনে
আর যত উপরস পিছু।
প্রধান এই অষ্টরস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি।
(৪৪১ সং পদ)

আটরস চৌসট তরতম নির্ণট
আট আট বস্তু বেদে।
(৪৪২ সং পদ)

এই আট রস প্রধান মানহ
আট আট গুণ পৈশে।
যে করিল ইহা পদের বর্ণনা
চৌষষ্টি আছয়ে রসে ॥
(৫১০ সং পদ)

অষ্ট অষ্ট মোক্ষ রসে রসে রস
ত্রিগুণ গুণের গুণে।
(প্রথম খণ্ড, ১৬৬ সং পদ)

৯। রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্যাখ্যাত রসের ধারাই যে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে অনুসৃত হইয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের পদ-ব্যাখ্যায় যাঁহারা উজ্জ্বল-নীলমণিকেই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী যুগে স্থাপন করিবার নির্দ্দেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন না!

১০। চণ্ডীদাসের "দীন" ভণিতা লক্ষ্য করিয়া হয়ত কেহ বলিতে পারেন—'বৈষ্ণব কবিরা অনেক

সময় দৈন্য বুঝাইতে "দাস," "দীন," "দীনহীন" প্রভৃতি উপাধি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে পদকল্পতরুর "দীন বামনদাস," "দীন গোবিন্দদাস," "দীনহীনদাস," "দীনহীন রামানন্দ দাস," "পাপী রাধামোহনদাস," "দীন কৃষ্ণদাস," * * * প্রভৃতি বহু পদে দৈন্যব্যঞ্জক উপাধির বৃষ্টি দৃষ্ট হয়।' এখন দ্রষ্টব্য এই যে, যে সকল কবির নাম এখানে করা হইল তাঁহারা সকলেই ত চৈতন্যপরবর্ত্তী, অথবা সমসাময়িক এবং তাঁহার প্রভাবান্বিত। ইহা দ্বারা পদাবলীর অন্তর্গত "দীন" ভণিতা কোন্ যুগের বিশেষত্বজ্ঞাপক তাহা বুঝিতে পারা যায় না কি? আর পদকল্পতরুর দৃষ্টান্তই যদি অবলম্বনীয় মনে করা হয়, তাহা হইলেও ঐ গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের রচয়িতা কোন কবিকে চৈতন্যদেবের প্রভাববিমুক্ত করিয়া চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় কি? প্রচলিত বাঙ্গালা পদাবলীর উৎপত্তি কত দিনের এই প্রশ্নও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পদকল্পতরুতে যে সকল কবির বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী যুগের কবি। অতএব ঐ সকল পদের সমধর্ম্মা প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীও চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় না।

উপরে কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা হইল, তাহাদের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়াই চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বরাগের পালাতেও অনেকগুলি কবিত্বময় পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিদগ্ধমাধবের শ্লোকের ভাবানুবাদের পদও রহিয়াছে। সেগুলি সন্দেহজনক বলিয়া এখানে আলোচিত হইল না। নতুবা ইহাও বলা যাইত যে, যে কবি বিদগ্ধমাধবের শ্লোক-অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন, তিনি কখনও চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হন নাই। কিন্তু যাঁহারা সন্দেহের অবকাশে চণ্ডীদাসকেই ঐ সকল পদের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কবি রূপ গোস্বামীর পরবর্ত্তী যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পদাবলীর রচয়িতা কে?

এখন কবির সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, কোন্ কবি এই পদাবলী রচনা করিয়াছেন? মহম্মদ ঘোরীর সিংহাসনারোহণের একদিন পূর্ব্বে (প্রবাসী, ১৩৪২, ৩১৭ পৃঃ) যে চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার বিদ্যাপতির সহিত এক চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহাও বলা হয়, এবং তিনিই নাকি জীবনের প্রথম ও শেষ ভাগে দুই প্রকার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের কথা, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন দীর্ঘ জীবন কেহই লাভ করিতে পারে না, যাহার ফলে বিদ্যাপতির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উজ্জ্বল-নীলমণি রচিত হইবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে জীবিত থাকা এবং পদ-রচনা সম্ভবপর হয়। অতএব সেই চণ্ডীদাস যে এই পদাবলী রচনা করেন নাই, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে কিনা চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে যে, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল পদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ কোন গ্রন্থেই

পাওয়া যায় না।* এই অবস্থায় হারান জিনিষের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শে রচিত পদাবলীকে সেই চণ্ডীদাসের সম্পত্তি বলিয়া চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। আবার এইরূপ স্থলে পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার না করিয়া কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না, যেমন গোবিন্দ-লীলামৃতের শ্লোক মহাপ্রভু পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন গ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও, ইতিহাস ইহা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিতে পারে যে, ঐ উক্তির মূলে কোনই সত্য নিহিত নাই। সে যাহাই হউক, চৈতন্যপরবর্ত্তী চণ্ডীদাসই আমাদের আলোচনার বিষয়, পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসগণের সংবাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। অতএব ঐ সকল চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়া আমরা পদাবলীর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছি। পদাবলীতে বড়ু, আদি, কবি, দ্বিজ, ও দীন ভণিতাযুক্ত পদ রহিয়াছে। এই সকল ভণিতার মূল্য কি, এবং প্রচলিত পদাবলীতে এই সকল পদের স্থান কতটুকু তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই প্রকৃত কবির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর সহিত ইহার ভাব, ভাষা, আদর্শ ও রসবিশ্লেষণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যে মিল নাই, তাহা এ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অতএব বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু ইহাই দেখিতে চাই, প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন পদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে কি না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী বলিয়া ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে। তথাপি নানা কারণে এইরূপ অদলবদল হইতে পারে। প্রথমতঃ প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত অনেকগুলি পদ আমরা বিবিধ সংগ্রহ-গ্রন্থের সাহায্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ আহৃত থাকিতে পারে, এবং তাহা হইতে প্রচলিত পদাবলীতেও স্থান লাভ করিতে পারে, যেমন "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি রূপান্তরিত আকারে পদাবলীতে পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এক কাব্যের অনুকরণে রচিত পদ অপর কাব্যেও সন্নিবিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অনুকরণ মাত্র, মূল পদরূপে ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। দানলালার পালা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং পদাবলীতেও পাওয়া যায়। হইতে পারে, এক গ্রন্থ অবলম্বনে অপর গ্রন্থে পদ রচিত হইয়াছে, আবার ইহাও সম্ভবপর যে, উভয় গ্রন্থেই কোন প্রাচীন আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহাই দ্রষ্টব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্যান্য অংশের সহিত সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই এই পালাটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আবার প্রচলিত পদাবলীতেও ইহার অন্তর্ভুক্ত

* "হা হা প্রাণ-প্রিয় সখি, কি না হৈল মোরে" ইত্যাদি পদটি পরবর্ত্তীকালে চণ্ডীদাসের ভণিতায় এক টুকরা কাগজে আবিষ্কৃত হইয়াছে! ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় (ঐ, ৯৬-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই পদের ভণিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহাই হউক এই পদটি যখন কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই, এবং প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও পাওয়া যায় না, তখন ইহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে।

অন্যান্য পালার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই দানলীলা রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মূল রচনাই হউক, কি অনুকরণই হউক যে গ্রন্থের মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট থাকে, সেই গ্রন্থের বিশেষত্ব রক্ষিত করিয়াই ইহা স্থাপিত হয়। এই জন্য দুইখানি গ্রন্থ পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী হইলে একগ্রন্থের কোন পদের ভাষা বা ভণিতা পরিবর্ত্তিত করিলেই ইহা অপর গ্রন্থের পদে পরিণত হয় না, যেমন "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" ইত্যাদি পদটির "সই" স্থানে 'বড়াই' এবং "শ্যাম" স্থানে "কাহ্নু" বসাইয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদে পরিণত করিতে চেষ্টা করা বৃথা, কারণ এইরূপ পরিবর্ত্তনেও ভাব ও বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভবপর হয় না। তৃতীয়তঃ ইহাও হইতে পারে যে, দুইটি কাব্য সাধারণে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি পদ রচনা করিয়াছেন, তৎপরে যে কোন কারণেই হউক ঐ সকল পদ এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদ-সম্বন্ধে বিচার করিবার কালে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ঐ সকল পদ সঙ্কলিত, না অনুকরণ-জাত, না অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা রচিত। এইরূপ ক্ষেত্রে ভণিতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে।

"প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি পদাবলীতে সঙ্কলিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ইহা পাওয়া যাইতেছে, এবং ঐ গ্রন্থে একটা পালার মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধযুক্ত অবস্থায় পদটি রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় যে, ঐখানেই ইহা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু পদাবলীতে ইহা সঙ্কলিত পদ মাত্র। অতএব সংগ্রহগ্রন্থের সাহায্যে যে ইহা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতে আহৃত হইয়া পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

বাসকসজ্জা-পর্য্যায়ে তরুতে "বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ" ইত্যাদি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ২৮২ সং পদ; এই গ্রন্থের ৯৩৭ সং পদ)। পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, রাধা গহন বনে কোন কুঞ্জ সাজাইয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এবং সঙ্গে কোন সখী রহিয়াছে। এইরূপ কোন্ আখ্যায়িকার কল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোথাও ছিল বলিয়া ধারণা করা যায় না। বিশেষতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত সখীসম্বোধনের পদমাত্রই সন্দেহজনক

বাসকসজ্জার আর একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, যথা—"সে যে বৃষভানু-সুতা" ইত্যাদি (তরু, ৩৩১; এই গ্রন্থের ৯৩৮ সং পদ)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ হইলে "সাগর-দুহিতা," এবং "শ্যাম" স্থানে "কাহ্নু" ইত্যাদি থাকিত। এইপ্রকার অসঙ্গতি উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। এই পদের পাদটীকায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছি, এই পদ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত গীতগোবিন্দের ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা যে কোন সময়ে যে কোন কবির দ্বারা রচিত হইতে পারে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশেষত্ব কিছুই নাই।

তরুর ৫৭৫ সং পদটিও (এই গ্রন্থের ৯৩৬ সং পদ) বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। ইহা মানের পদ। সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে আনাইয়া রাধা মান করিয়াছেন, এবং কোন সখী তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কল্পনার বহির্ভূত

তরুর ১৯৬৬ এবং ১৯৯৩ সং পদদ্বয়েও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। এই দুইটি পদ প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে ২ ও ৩ সংখ্যক পদরূপে টীকা সহ মুদ্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, রাধা

এক সখীকে দূতীরূপে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছেন। তৎপরে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া মাতাপিতা এবং সখাগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। পরে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের বন্যা বহিয়াছে। ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কল্পনার বহির্ভূত। ১৩৪৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডাক্তর শহীদুল্লাহ্ আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন (ঐ, ৩৫-৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই জাতীয় পদে ভণিতা অপেক্ষা বর্ণিত বিষয়ের মূল্যই বেশী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ অনুকৃত হইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোন পালার মধ্যে অপরিবর্ত্তিত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের খাঁটি পদ সংগৃহীত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে। ভাষার জন্য নহে, কারণ পদাবলীতে ব্রজবুলি ও মৈথিলী ভাষায় রচিত পদের অভাব নাই, অতএব শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা অবিকৃত রাখিয়াও পদ সংগৃহীত হইতে পারিত। আসল কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবধারা ও বর্ণনারীতিই বিভিন্ন ধরণের। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুকরণে আধুনিক ভাবধারায় রচিত পদগুলি লইয়া টানা হিঁচড়া চলিতেছে! ইহা সমস্যা নহে, কাল্পনিক সমস্যা-সৃষ্টি মাত্র। প্রচলিত পদাবলীর অঙ্গে এই জাতীয় কতকগুলি পদ আগাছার ন্যায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এক একটি পালার মধ্যে দুই একটি করিয়া পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ মাত্র, ইহাদের বিলোপেও মূল আখ্যায়িকার কোনই অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই জন্য আমরা বড়ু চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি সাধারণতঃ পরিশিষ্টে স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাহাতে পদাবলীর অঙ্গচ্ছেদ হয় নাই। অতএব ইহারা মূল পদাবলীর অঙ্গ নহে। বস্তুতঃ দ্বিজ বা দীন ভণিতার পালাবদ্ধ পদাবলীর মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ যাহা আছে, তাহা যে সঙ্কলিত পদমাত্র ইহা অতি সহজ সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায় এই সকল অসম্বদ্ধ কয়েকটি পদের রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করিলেও, শত শত পালাবদ্ধ পদের রচয়িতা-হিসাবে তাহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এখন আদি ও কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই সকল পদ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রাচীন পুথির উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আদি চণ্ডীদাস-ভণিতার দুইটি, এবং কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার তিনটি পদ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন পুথিতে এই সকল ভণিতার কিছুই স্থিরতা নাই (ঐ, ।৶০—।৵০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তারপর এই কয়টি পদ প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত রহিয়াছে, কোন পালাবদ্ধ রচনার পক্ষে ইহারা অপরিহার্য্য নহে। সুতরাং মূল পদাবলীর রচয়িতৃ-সম্বন্ধীয় বিচারে ইহাদের দাবী উপেক্ষণীয়।

অতএব একমাত্র অবশিষ্ট রহিলেন দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস। প্রত্যেক পালার মধ্যে এই সকল ভণিতাযুক্ত পদের প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়, এবং আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, দীন চণ্ডীদাস যে এই সকল পালা রচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্দেশও তিনি কাব্যমধ্যে স্পষ্টভাবেই দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একই পালার মধ্যে দ্বিজ এবং দীন এই উভয় প্রকার ভণিতাই দৃষ্ট হয়। ঘটনাপরম্পরায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদসমন্বিত এক একটি পালা যে একই কবির রচিত তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব

এইরূপ একই পালার মধ্যে বিভিন্নজাতীয় ভণিতা থাকিতে পারে না। যদি থাকে তাহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী যোজনা, এ জন্য কবি দায়ী নহেন। এই সকল বিষয় প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ৸৵০-৸৶০ সং পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, প্রথম .-১০২ সং পদের মধ্যে যেখানে কবির বিশেষত্ব-জ্ঞাপক ভণিতা আছে, তথায় সর্ব্বত্রই দীন, একটি পদেও "দ্বিজ" পাওয়া যায় না। ইহার পরেই গোষ্ঠলীলা। তন্মধ্যে পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি ৬টি পালা (১০৩-১৯২ সং পদ দ্রষ্টব্য) পর পর সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (প্রথমখণ্ড ১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী অক্রূরাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবসম্মিলন পর্য্যন্ত পালাগুলিও পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ। অতএব ইহারা যে একই কবির রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যেও ভণিতার ধারা এইরূপ:—১১১ সং পদে নী-তে দ্বিজ, কিন্তু এই পদেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৯৫, ২৩৯৪ সং পুথিদ্বয়ে দীন ভণিতা রহিয়াছে। অতএব এই দ্বিজ বা দীন বিশেষণে যে একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর ১১৫ সং পদে দ্বিজ, কিন্তু সেই পালাতেই ১৩৪ সং পদে নী-তে দ্বিজ, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৫ ও ২৩৯৪ সং পুথিদ্বয়ে দ্বিজ, বা দীন কোন ভণিতাই নাই। আবার ১৩৮ সং পদে ২৯৭ সং পুথিতে আছে দীন, ২৩৯৪ সং পুথিতে দ্বিজ, কিন্তু নী-তে দ্বিজ বা দীন কিছুই নাই। তৎপরে ১৪৬, ১৪৯(ক), ১৫২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৯৯, ২০৯, ২৩৫, ২৮৯ প্রভৃতি সংখ্যক পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু ১৬৩, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২০৬, ২২৩, ২২৯, ২৪২, ২৮৮, ২৯১ প্রভৃতি সংখ্যক পদে দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়।

এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা প্রথম-খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম —"প্রথমখণ্ডের চারি শতাধিক পদের মধ্যে এমন একটি পদও নাই, যাহা হইতে দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে।"

পদকল্পতরুর ভূমিকায় আমাদের এই সিদ্ধান্ত অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া সতীশ বাবু লিখিয়াছেন—'দীন চণ্ডীদাসের পুথিতে ক্বচিৎ কোনও পদে "দ্বিজ" চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বলিলে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ভণিতার সকল পদই "দীন" চণ্ডীদাসের রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না; কেন না, উহাতে Undistributed Middle নামক একটা fallacy হইয়া পড়ে।' (ঐ, ৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সতীশবাবু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ২১৮৯ সংখ্যক পুথির বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, আমরা পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভণিতা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এরূপ করিলে অবশ্যই প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইতে হয় যে, সর্ব্বত্রই দ্বিজ স্থানে দীন রহিয়াছে, নতুবা Undistributed Middle নামক fallacy হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা ত পদগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করি নাই, এক একটা পালা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। একটা পালা যে একই কবির রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না, অতএব তন্মধ্যগত ভণিতার বিভিন্নতার জন্য প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয় না। দীন চণ্ডীদাসের পালার মধ্যে যদি কোন পদে দ্বিজ ভণিতা থাকে, তাহা হইলে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, ঐ পদ দীন

চণ্ডীদাসই রচনা করিয়াছেন, দ্বিজ ভণিতা পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র। এ জন্য দ্বিজ ভণিতার প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয় না। এখানে কেবল পালাবদ্ধ রচনার কথাই বলা হইয়াছে, বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ-সম্বন্ধেই Undistributed Middle নামক fallacy-র কথা উঠিতে পারে।

এখন দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহার ৪১২ হইতে ৫১১ সংখ্যক ৯০টি পদের সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা রহিয়াছে, কোথাও দ্বিজ নাই। তৎপরে গোষ্ঠবাসের পালা। ইহার ভণিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা ৩৮২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৫১২, ৫১৫, ৫৩৬ ও ৫৩৭ সংখ্যক পদে দীন ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ৫১৯, ৫২২, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩১ ও ৫২৫ সংখ্যক ছয়টি পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়, এবং ৫৩২ ও ৫৩৪ সংখ্যক দুইটি পদে বাশুলী ও ধোবানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৯ এবং ৫৩৩ সংখ্যক পদদ্বয়ের পাঠান্তরে দ্বিজ ভণিতা নাই, এবং ৫২৭ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে দ্বিজ স্থানে দীন রহিয়াছে। তৎপর মহারাসের পালা। ইহার প্রবেশিকায় তদন্তর্গত পদগুলির ভণিতা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে (৪১৬-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পালার ৫৭৮, ৬০০, ৬০১, ৬০৭, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৭০, ৬৭২, ৬৭৩ ও ৬৭৪ সংখ্যক ১২টি পদে দীন ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু ৫৪১, ৫৪৬, ৫৮৭, ৫৫৬, ৫৭৪, ৫৮৩, ৫৯৩, ৫৯৬, ৫৯৭, ৬২১, ৬২৭ ও ৬৫৯ সংখ্যক ১২টি পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ইহার পরে পূর্ব্বরাগের পালা। ইহার প্রথমাংশ নীলরতনবাবুরসম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া গিয়াছে (৫০৭-৫০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সমগ্র পালাটির মধ্যে ৬৭৭, ৬৯৫, ৬৯৮, ৭০০, ৭০৩, ৭০৮, ৭০৯ এবং ৭২৯ সংখ্যক ৮টি পদে দ্বিজ, এবং ৭১৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪১, ৭৪৩ ও ৭৫৫ সংখ্যক ৬টি পদে দীন ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। ইহাই মূল আখ্যায়িকার অবস্থা। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, পালার প্রথমাংশে দ্বিজ ভণিতাই রহিয়াছে, এবং ইহার মধ্যেই চৈতন্য-পরবর্ত্তী বিশেষত্বজ্ঞাপক দ্বাদশ-গোপাল, মধুমঙ্গল, ত্রিবিট প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং বিদগ্ধমাধবের প্রভাবজাত "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" এই উৎকৃষ্ট পদটিও পাওয়া যায়। কিন্তু শেষের অংশে সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। তবে কি দুই কবি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া একই পালা রচনা করিয়াছেন, না একই পালাতে, যে কোন কারণেই হউক, দুই প্রকার ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে? পালাটি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যায় যে, দ্বিজ ভণিতাযুক্ত প্রথমাংশে সূর্য্যপূজাছলে আনিয়া রাধা-কৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইবার উক্তি রহিয়াছে (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য), আবার দীন ভণিতাযুক্ত ঐ পালারই শেষের অংশে পূজার ছলেই রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত করাইয়া পালার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। উভয়ার্দ্ধেই কৃষ্ণ-সুবল ঘটিত এক আখ্যায়িকারই ক্রমিক পরিণতি দৃষ্ট হয়। অতএব এই দুই অংশ-সমন্বিত সমগ্র পালাটি যে একই কবি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন কবি কে? দ্বিজ, না, দীন? ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যখন দেখা যায় যে, এই পালারই শেষের অংশ দীন চণ্ডীদাস রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এবং কৃষ্ণ-সুবল-ঘটিত পূর্ব্ব-রাগের পালা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া

নির্দ্দেশ কবি ঐ কাব্যের মধ্যেই দিয়া গিয়াছেন, তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, পালাটি প্রকৃত পক্ষে দীন চণ্ডীদাসই রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে মাত্র।

ইহার পরে যুগলমধুররসের পালা। তদন্তর্গত বিপ্রলম্ভ-পর্য্যায়ে আক্ষেপানুরাগের পদগুলিই কবিত্বের হিসাবে উৎকৃষ্ট। এই পর্য্যায়ে ধারাবাহিক পালা রচনা করিবার সুযোগ নাই। কবি রসশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিষয়টিকে আটভাগে ভাগ করিয়া বিচ্ছিন্নভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই সুযোগে এই পর্য্যায়ে নানা প্রকার ভণিতাযুক্ত পদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা যাইবে। উপরে এই যে ভণিতার ধারা প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসই মূল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ এই দুই বিশেষণে একই কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিজ ভণিতা জাতি-বাচক, আর দীন ব্যক্তিত্ব-সূচক। যিনি দীন, তিনি দ্বিজও হইতে পারেন। এ জন্য এই দুই প্রকার বিশেষণে একজনকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু কবি নিজে যে এক প্রকার ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, কবির নিজের ভণিতা কি ছিল সেই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কোন নির্দ্দেশ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় কি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৮৯ সংখ্যক পুথিতে দুই সহস্রাধিক পদ-সমন্বিত যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত যাবতীয় পালাই কবি নিজে রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা রহিয়াছে, একটি পদেও দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি প্রকৃতপক্ষে নিজেকে দীন বিশেষণেই প্রচার করিয়াছিলেন, কখনও দ্বিজ ভণিতা গ্রহণ করেন নাই, দ্বিজ পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র। এই জন্য এই গ্রন্থ "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী" আখ্যায় অভিহিত হইয়া মুদ্রিত হইল। তথাপি কেহ যদি কবিকে দ্বিজ চণ্ডীদাস আখ্যায় অভিহিত করিলে সন্তুষ্ট হন, আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি—"মহাশয়, যাঁহাকে বামুন বলি, তাঁর গায়েই ঐ নামাবলি।"

অতএব মূল পদাবলীর রচয়িতা-হিসাবে অন্য কোন চণ্ডীদাসের কল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন পালার সমষ্টিতেই প্রচলিত পদাবলী গঠিত হইয়াছে; ইহার শাখা-প্রশাখায় স্থানে স্থানে দুই-একটি অন্যপ্রকার ভণিতাযুক্ত পদ সন্নিবিষ্ট থাকিলেও তাহা দ্বারা মূল পদাবলীর রচয়িতা নির্ণীত হইতে পারে না, বরং ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মূল আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল পদ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহারা পদাবলীর অঙ্গ নহে, অঙ্গজ কুসুম মাত্র। এখন আমরা এই সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কবিত্বময় কতকগুলি পদের রচয়িতা-হিসাবে অন্য এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা হইয়া থাকে। এই ধারণা সঙ্গত কি না, সেই সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য প্রথমতঃ পূর্ব্বরাগের পালাটিই গ্রহণ করা হইল। ইহার মধ্যে রূপ-বর্ণনার পদগুলিই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ পদের সংখ্যা ১৩টি (৬৭২-৬৮৪, ৭৩০-৭৩৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। নী-তে ৪ হইতে ১৬ সংখ্যায় চিহ্নিত হইয়া ইহারা মুদ্রিত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে ইহাদের ৬টি মাত্র পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ১৯৮, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২১০ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

নানা কারণে এই পদগুলি সন্দেহজনক বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। প্রথমতঃ রূপ বর্ণনার পদে কৃষ্ণ বক্তা, এবং সুবল শ্রোতা। পালার প্রারম্ভেই অর্থাৎ ৬৭৬-৭৮ সংখ্যক তিনটি পদে (নী, ১-৩ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণ সুবলের নিকট রাধার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ৬৮৫ সং পদে (নী, ১৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণের কথা শুনিয়া সুবল প্রত্যুত্তর দিতেছেন। অতএব কৃষ্ণ এবং সুবলকেই যে বক্তা ও শ্রোতৃরূপে গ্রহণ করিয়া কবি পালাটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় রূপ-বর্ণনার এই সকল পদে "সখী" বা "সই" জাতীয় সম্বোধন রহিয়াছে কেন? কৃষ্ণ ত কোন সখীর নিকটে এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছেন না, অথচ দেখা যাইতেছে যে, পালার অন্তর্গত আঙ্গিনায় দেখার ঘটনা অবলম্বনেই পদগুলি রচিত হইয়াছে, কিন্তু রচয়িতা সুবলের কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন! ইহা পালা-রচয়িতা কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ পালার প্রথম দুইটি পদে (৬৭৬-৬৭৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) রাধার রূপ-বর্ণনার পরে তৃতীয় পদে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগিল তাই।
যেই সে দেখিল তখন হইতে
কিছু না সম্বিৎ পাই॥
ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
সুনত সুবল সখা। ইত্যাদি
(৬৭৮ সং পদ)

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রূপ-বর্ণনা শেষ করিয়া এখন নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পরে ৬৮৫ সংখ্যক পদটি পাঠ করিলেই আখ্যায়িকার ক্রম রক্ষিত হয়। অতএব মধ্যবর্ত্তী রূপ-বর্ণনার ৬টি পদ এই পালার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে। আবার এই সকল পদই সখী-সম্বোধনে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে "সুবল" ছিল, পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ কোন পুথিতেই এই সকল পদে সুবল-পাঠ পাওয়া যায় নাই। ইহা এই ধারণার অনুকূল নহে। তৃতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, একই কবি একই বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়া এই ভাবের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না। এই সকল পদ-রচনায় যে মৌলিকত্ব নাই, তাহা আমরা পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছি, কারণ সংস্কৃত কাব্যনাটকাদিতে নায়িকার রূপ-বর্ণনায় এই জাতীয় উপমার প্রয়োগই লক্ষিত হইয়া থাকে। ৫১৫ পৃষ্ঠায় অন্য এক কবির রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই গতানুগতিক রীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। অনেকে এই পদগুলির অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, চণ্ডীদাসের অনন্যসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন এই সকল পদে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, যিনি এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন, তিনি অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র, সংস্কৃত কাব্য-ভাণ্ডার যথেচ্ছ লুণ্ঠন করিয়া মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কল্পনার মৌলিকত্ব নাই, কিন্তু অনুকরণের কৃতিত্ব রহিয়াছে। অতএব কবিত্বের কথা মনে হইলেই প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে, কাহার কবিত্ব? পদ-রচয়িতার, না পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের? এই সকল ধার করা জিনিষের মোহে অভিভূত হইবার কোনই কারণ নাই।

চতুর্থতঃ—এই পদগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না। আমরা ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতেছি না, কারণ অনেকে হয়ত বলিবেন যে, যুগে যুগে গায়ক ও লিপিকরদিগের

দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাষা বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পদবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। রাধাকে আঙ্গিনায় বা স্নানের ঘাটে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বড়াইর মুখে রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া (চক্ষে দেখিয়া নহে) কৃষ্ণের হৃদয়ে অভিলাষ জাগরিত হয়। অতএব এই সকল পদের স্থান শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। উক্ত গ্রন্থের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ছিল, কল্পনা করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, কারণ তাহা সম্পূর্ণই "হয়ত" পর্য্যায়ভুক্ত।

পঞ্চমতঃ ভণিতাদি লইয়া আলোচনা করিলেও সন্দেহ গাঢ়তর হয়—

"থির বিজুরি সম যে গৌরী" ইত্যাদি পদটি (৮৩২ সং পদ দ্রষ্টব্য) রসকল্পবল্লী গ্রন্থে গোপাল-দাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস যে সংযম ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। স্নান করিতে যাইবার সময় রাধার সহিত যখন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল, তখন উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়াছিল মাত্র, এবং রাধা কৃষ্ণের রূপ মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ সাবধানী কবির পক্ষে রাধাকে স্নানের ঘাটে বসাইয়া নানাপ্রকার চঞ্চলতার পরিচয় প্রদান করান সম্ভবপর নহে। ইহা যে অন্য কোন কবির উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুদক্ষ শিল্পী আদর্শকে নানা প্রকার কৃত্রিম ভঙ্গীতে সুদৃশ্য করিয়া যেমন স্বায় শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করেন, এই পদেও সেইরূপ কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ ভঙ্গী বর্ণনার পদ, মনে হয় যেন সিনেমার চিত্র গৃহীত হইতেছে। অতএব ইহার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হইলেও ইহাকে দীন চণ্ডীদাসের পদরূপে আমরা চিহ্নিত করিতে পারি না (উক্ত পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৩৩ সং পদটি তরু এবং নী-তে "সজনি" সম্বোধনে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতেই রহিয়াছে—

শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা?

অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পদের মধ্যেই কৃত্রিমতার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। সুবল-সম্বোধনের এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, অথচ ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিলে ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ থাকিত না, কারণ এই জাতীয় ভণিতার ধারা তিনি কখনও অবলম্বন করেন নাই। অতএব ইহা কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত নহে। প্রকৃত পক্ষে পদটি জগন্নাথ ও লোচন-দাসের ভণিতায় অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে! ইঁহারা কেহ ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন।

"হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা" ইত্যাদি পদটি (৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হয় নাই, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীর সাহায্যেও কৃষ্ণলীলা অনুষ্ঠিত হয় নাই, অতএব এই পদটিকে উক্ত গ্রন্থের কোথাও স্থাপন করা যায় না। আবার বিশাখা পট দেখাইয়া রাধার মনে পূর্ব্বরাগ জাগরিত করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন আখ্যায়িকার আভাসও প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব্বরাগের পালাতে নাই, কিন্তু বিদগ্ধমাধবে রহিয়াছে। ইহা যে উক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদের পদ মাত্র, তাহা ঐ

পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, অন্য কোন লোক কর্ত্তৃক রচিত এই পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে।

"সোনার নাতিনী, এমন যে কেনি" ইত্যাদি পদটিও (৭২৩, ৭২৩ ক সংখ্যক পদদ্বয় দ্রষ্টব্য) কোন চণ্ডীদাসের রচিত নহে। পাদটীকায় ইহা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি (৫৫৬-৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার পূর্ব্বে ১৩৩৬ সালের প্রবাসী-পত্রেও আমরা ইহাকে জাল পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। তথাপি নচ-তে এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের পদরূপে প্রথমেই স্থাপিত হইয়াছে! ইহার ভণিতা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ১৩৪৩ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডাক্তর শহীদুল্লাহ্ সাহেব লিখিয়াছেন—'বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সহিত মিল নাই। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের বিপরীত। * * অধিকন্তু প্রমাণ "বড়ু"র পাঠান্তর "এই" আছে।' কিন্তু আমাদের প্রদত্ত পাঠান্তরে দুইখানি পুথিতে "বড়ু" বা "এই" কিছুই নাই। উত্তরে সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বরাগ এই পর্য্যায় আখ্যা আমাদের দেওয়া। উহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ডের পদের সহিত সামঞ্জস্য বিদ্যমান।" যে কবি রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহার ভণিতাযুক্ত একটা বিচ্ছিন্ন পদ তাঁহাকে আরোপ করিতে পারা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। নায়িকার পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিতে হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই পদটিকে প্রথমে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার সে ব্যতিক্রমও সম্ভবপর তাহা ৫১০-৫১১ পৃষ্ঠার টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব্বরাগের পালায় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যখন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগই আগে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন একটা মামুলী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই পদটিকে প্রথমে স্থাপন করিবার কোনই কারণ নাই। বংশীখণ্ডের পদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিবার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বংশীখণ্ডের সমগ্র পালাটিই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই পদটি নাই। আর যদি ভাবসাদৃশ্য থাকিয়াই থাকে. তবে তাহা অনুকরণই বলা যাইতে পারে, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। "বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা" এই অংশটিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যুগের আদিমতার পরিচায়ক বলা হইয়াছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি আমার ছাত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, শ্রীহট্টে সংগৃহীত একখানি পুথি হইতে দ্বিজ গুরুদাস ভণিতাযুক্ত একটি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে আছে—

রাই, এমন কেন বা হলে।
ঘরে আসি নাহি খায় সদা মেঘপানে চায়
কোথায় বা কিবা দেখে এলে॥
একে কুলবতী নারী তাহে তোর কুল বৈরী
সদা মরে গুরুজন-ডরে।
সুনিলে এসব কথা বাড়িয়া ভাঙ্গিবে মাথা
তবে কি থাকিতে দিবে ঘরে॥ ইত্যাদি

ইহার সহিত আলোচ্য পদটির (৭২৩ ক সংখ্যক পদের) ৯-১৪ পঙ্‌ক্তির ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। এই ভাবের পদ যে কোন কবি যে কোন সময়ে রচনা করিতে পারেন। এ জন্য বড়ু চণ্ডীদাসকে বিশেষরূপে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার পদের শেষভাগে রাধাকে "বড়ুয়ার বধূ" বলা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বরাগের পালাতে রাধা সর্ব্বত্রই বৃষভানু-দুহিতা, অভিমন্যুর সহিত যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, ইহার আভাসও এই পালাতে পাওয়া যায়

না। অতএব এই উক্তিও অতীব সন্দেহজনক। (পদটির পাদটীকাও দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠতঃ—পূর্ব্বরাগের পালায় দুইবার যমুনা-স্নানের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। প্রথমবার যমুনা-স্নানের সময়ে রাধার সঙ্গে একজনমাত্র সখী ছিল, যথা—

তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
যমুনা সিনান লাগি।

৭১১ সং পদ

কিন্তু ইহার পরেই কবি বলিয়াছেন—

সূর্য্যপূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥

৭১৩ সং পদ

অবশেষে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পরে রাধা সখীগণের সঙ্গে পুনরায় যমুনায় স্নান করিতে চলিয়াছেন—

চলল যমুনা-সিনান-আশে।
সহচরিগণ রাধারে পুছে॥

৭৪৩ সং পদ

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী পদেই পালাটি শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব এই পালাতে স্নানের আর কোন প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং রাধার স্নান-কালীন রূপ-বর্ণনার পদ পালার মধ্যে যাহা কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা প্রথম স্নানের প্রসঙ্গেই রহিয়াছে, দ্বিতীয় স্নানের প্রসঙ্গে নহে। অথচ ৭৩৪ সং পদে আছে

সখীগণ সঙ্গে ধায় কত রঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।

আবার ৭১৭ সং পদেও আছে—

"আজু গিয়াছিলুঁ যমুনা-সিনানে
দুই চারি সখী সঙ্গ।

কিন্তু অন্যত্র—

সঙ্গে কেহো নাই শুন ওরে ভাই
মদনে করিল ভোর।

৭৩০ সং পদ

এখন, যে কবি রাধাকে একজনমাত্র সখীর সঙ্গে যমুনা-স্নানে পাঠাইয়াছেন, তিনি পুনরায় নিজেই "সখীগণের" অথবা "সঙ্গে কেহো নাই" এই প্রকার বিরুদ্ধ ভাবাত্মক উক্তি করিতে পারেন কি? এই সকল পদে যে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অর্থাৎ পালার অন্তর্গত ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া অন্য কেহ এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে স্থাপিত ৭১৪ সং পদের অনুরূপ একটি পদ জ্ঞানদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যায়, এবং ইহাতে বিদগ্ধমাধবের প্রভাবও লক্ষিত হয় (টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭১৫ সং পদে বিদগ্ধ-মাধবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না (টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭১৬ সং পদেও বিদগ্ধমাধবের প্রভাব পড়িয়াছে। অতএব এই সকল পদ চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না

৭২৭ সং পদের প্রথম দুই পঙ্ক্তি এই—

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন।

অর্থাৎ বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার সংবাদ লইয়া এক সখী রাধার নিকট যাতায়াত করিতেছে। এই কল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, দীন চণ্ডীদাসের

পূর্ব্বরাগের পালাতেও নাই। ৭২৮ সং পদেও সখীর উক্ত প্রকার উক্তি রহিয়াছে, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পদটি রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৪৬ সং পদেও বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা দৃষ্ট হয়। বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যে অবস্থা হইয়াছে তাহাই এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ হয়তঃ ইহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ডের পদ বলিয়া মন্তব্য করিতে পারেন। কিন্তু বংশীখণ্ডের সমগ্র পালাটিই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই পদটি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ইহা যে বিদগ্ধমাধবের প্রভাব-জাত তাহাও পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পদটীকে সন্দেহজনক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ৭৪৭ সং পদেরও এই অবস্থা (ইহার টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বরাগের পালায় সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ কবিত্বময় পদ লইয়া এখানে আলোচনা করা হইল। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মূল আখ্যায়িকার সহিত ইহাদের নানা প্রকার অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এইজন্য পদগুলিকে অতীব সন্দেহজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। বস্তুতঃ মূল আখ্যায়িকার সহিত পদবর্ণিত বিষয়ের তুলনা করিলেই নকল ধরা পড়ে। ইহা নকল ধরিবার এক প্রধান সূত্র। কিন্তু খাঁটি পদে ভাব-বৈষম্য থাকে না, অতএব সেই সকল পদ-বিচারে নকলের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। আবার নকলকারী যদি ভাবের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিয়া পদ রচনা করেন, তাহা হইলে সেই নকল ধরাও কষ্টকর হয়, যেমন প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে স্থাপিত ৯ সং পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট ১০ সং পদটিও (নিষেধ নিলজ বনমালি, ইত্যাদি, ৭৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) যে এই জাতীয় তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক নকলকারী এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে না, অতএব তাহাদের পদে সাধারণতঃ ভাব-বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভণিতা এবং কবিত্বই এই সকল স্থলে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে।

এখন আক্ষেপানুরাগের পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই অধ্যায়টি পালার আকারে রচিত হয় নাই। রসশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী বিষয়টিকে আট ভাগে ভাগ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি, রাধার নিজের প্রতি প্রভৃতি পর্য্যায়বিভাগে পদগুলি রচিত হইয়াছে, এবং সমগ্র অধ্যায়টিতে রাধার আক্ষেপই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলি কবিত্বে উৎকৃষ্ট স্থানীয় বটে, কিন্তু আখ্যায়িকামূলক পালার আকারে রচিত হয় নাই বলিয়া এক এক পর্য্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত রহিয়াছে। অতএব এই পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে ইহাদিগকে পালার মধ্যে স্থাপন করিয়া বিচার করা চলে না, বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে ইহারা কি রূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াই আমাদিগকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। নিম্নে পদগুলির টীকা হইতে সঙ্কলিত করিয়া ইহাদের ভণিতার বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৫৮-৭৬৮ সংখ্যক ১১টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩টি পদে দ্বিজ ভণিতার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের দুইটির ভণিতা পাঠান্তরে কিরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ৭৫৯ সং পদে (কি মোহিনী জান বঁধু ইত্যাদি) নী এবং তরুতে বাশুলীর উল্লেখ করা দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু নী-র পাঠান্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ সং পুথিতে দ্বিজ

ভণিতা দৃষ্ট হয় না, আবার তরুর পাঠান্তরেও বাশুলীর উল্লেখ নাই। ইহা ব্যতীত কোন কোন পুথিতে ভবানন্দ, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতির ভণিতাও মিলিতেছে। ৭৬১সং পদে (যখন পীরিতি কৈলা, ইত্যাদি) নী-তে দ্বিজ, তরুতে "কবি", এবং উক্ত ২৯২ সং পুথিতে ধোবানী-চরণ ধ্যানকারী চণ্ডীদাস রহিয়াছে। ৭৬৬ সংখ্যক পদটি নী ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহার দ্বিজ ভণিতার পাঠান্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পর্য্যায়ে স্থাপিত অধিকাংশ পদের ভাবসাদৃশ্য যে প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদেও দৃষ্ট হয়, তাহা টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বংশীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৬৯-৭৭৬ সংখ্যক ৮টি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫টি পদে দ্বিজ ভণিতার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৭৭০ এবং ৭৭১ সং পদদ্বয় তরু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খানি পুথিতে একই পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। যদি ইহাই পদের আদিরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ৭৭০ সং পদের ভণিতা পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র। আবার ৭৭১ সং পদের দ্বিজ ভণিতা নীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনখানি পুথিতে, এবং নচ'র দুইটি পাঠান্তরেও পাওয়া যায় না, অথচ একখানি পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাও রহিয়াছে। ৭৭৬ সং পদে বড়ু, দ্বিজ, ও দীন এই তিন প্রকার ভণিতাই পাওয়া যায়। ৭৭৪ এবং ৭৭৫ সং পদদ্বয় নী ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া দ্বিজ ভণিতার স্বরূপ বুঝা যাইতেছে না।

নিজের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৭৭-৭৯১ক সংখ্যক ১৬টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, এবং ৭৯১ক সং পদে বড়ু, আর ৭৮৭ সং পদে তরুতে "ইথে চণ্ডীদাস বড়", নী-তে "ইথে চণ্ডীদাস কবি", এবং পাঠান্তরে—"কবি—বড়", ২৯১ সং পুথিতে "চণ্ডিদাস মার্ত্ত", ২৯৮ সং পুথিতে "চণ্ডীদাস তবে", ২৯২ এবং ২৯৩ সং পুথিতে "বড়ু চণ্ডীদাস", অন্যত্র "দ্বিজ চণ্ডীদাস" প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়। আবার পদটি যদুনাথ দাস, জ্ঞানদাস ও নরহরির ভণিতাতেও মিলিতেছে। ৭৮৩ সং পদে দ্বিজ, দীন, এবং বড়ু এই তিন প্রকার ভণিতাই পাওয়া যায়। ৭৮৪ সং পদের একটি পাঠান্তরে বড়ু ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ৭৯১ক সং পদের দুইটি পাঠান্তরে বড়ু ভণিতা পাওয়া যায় না, আবার পয়ার ছন্দে রচিত এই পদের অনুরূপ আর একটি পদেও বড়ু ভণিতা নাই (৭৯১ সং পদ ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭৮০ এবং ৭৮১ সং পদদ্বয়ে বড়ু ভণিতা থাকিলেও ভাবে যে ইহারা প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদের সহিত সাদৃশ্যসমন্বিত তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ৭৮৭ সং পদে দ্বিজ এবং বটু ভণিতা পাওয়া যায়, আবার কোন কোন পাঠান্তরে ঐরূপ বিশেষত্বজ্ঞাপক কিছুই দৃষ্ট হয় না (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

সখীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৯২-৮৪০ সংখ্যক ৪৯টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৭৯২ সং পদে নী এবং তরুতে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খানি পুথিতে দ্বিজ নাই। নচ'র অনেক পাঠান্তরেও "দ্বিজ" পাওয়া যায় না। এবং একটি পাঠান্তরে দ্বিজ শ্যামদাসের ভণিতা রহিয়াছে।

৮০১ সং পদে তরুর পাঠান্তরে "বড়ু", ৯৮ সং পুথিতে "দ্বিজ", এবং তরু, নী ও অন্য দুই

খানি পুথিতে শুধু "চণ্ডীদাস", আবার অন্যত্র রাজীবলোচনের ভণিতা পাওয়া যায়।

৮১১ সং পদে নী এবং তরুতে "দ্বিজ", দুই খানি পুথিতে "কবি", একখানি পুথিতে কেবল "চণ্ডীদাস", এবং অন্যত্র "কবি দ্বিজ" ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত "বাশুলী" সহ "দ্বিজ" ভণিতাও মিলিতেছে।

৮১২ সং পদে নীতে বাশুলী সহ "কবি", তরুতে "দ্বিজ", এবং তিনখানি পুথিতে কেবল "চণ্ডীদাস" ভণিতা দৃষ্ট হয়।

৮৩২ সং পদটি তরুতে জ্ঞানদাসের পদরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

৮৩৪ সং পদটি একমাত্র নীতেই পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৮২১ এবং ৮৩৮ সং দুইটি পদে বাশুলী সহ চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৪১টি পদে সর্ব্বত্রই কেবল চণ্ডীদাস।

দূতীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে মাত্র একটি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে (৮৪১ সং পদ), তাহাও দ্বিজ ও দীন ভণিতায় পাওয়া যায়।

বিধাতার প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৮৪২-৮৪৭ সংখ্যক ৬টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

৮৪২ সং পদে "কবি", "দ্বিজ", এবং শুধু চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৪৩ সং পদে বাশুলীর সহিত দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। পদটি বোধ হয় তরু হইতে নীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল, কারণ অন্যত্র ইহা পাওয়া যায় নাই।

৮৪৫ সং পদে বাশুলীসহ চণ্ডীদাস ভণিতা রহিয়াছে।

৮৪৬-৭ সং পদদ্বয়ে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" আছে।

কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে একটিমাত্র পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাও কেবল "চণ্ডীদাস" ভণিতায় পাওয়া যায়।

গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৮৪৯-৮৫৪ সংখ্যক ৬টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে—

৮৫১ সং পদে তরুতে "দ্বিজ", পাঠান্তরে "কবি", নীতে বাশুলী ও চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৫২ সং পদের পাঠান্তরে যদুনাথ দাসের ভণিতা মিলিতেছে।

৮৫৪ সং পদে "দ্বিজ", এবং পাঠান্তরে বলরাম দাসের ভণিতা রহিয়াছে।

প্রেমের প্রতি আক্ষেপ

ইহার পরে পীরিতির প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে ৮৫৫-৮৯৬ সংখ্যক ৪২টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৫৮ সং পদে বাশুলী ও চণ্ডীদাস, ৮৫৯ সং পদে "দ্বিজ" ও পাঠান্তরে কেবল চণ্ডীদাস পাওয়া যায়।

৮৬২ সং পদে বাশুলীকে নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে স্থাপন করা হইয়াছে।

৮৬৩ সং পদে বাশুলী ও চণ্ডীদাস।

৮৬৪ সং পদে বাশুলীর চরণ বন্দনা করিয়া কবি রজক-নারীর উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন।

৮৭০ সং পদে বাশুলী ও চণ্ডীদাস।

৮৭২ সং পদে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৭৫ সং পদে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" আছে।

৮৭৬ সং পদে চণ্ডীদাস ও নরহরির ভণিতা রহিয়াছে।

৮৮২ সং পদে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

৮৮৫ সং পদে "বড়ু" ও "বড়ু দ্বিজ" চণ্ডীদাস পাওয়া যায়।

৮৮৮ সং পদে "দ্বিজ" "দীন" এবং জগদানন্দনের ভণিতা রহিয়াছে।

৮৯০ সং পদে "দ্বিজ", ৮৯২ সং পদে "বড়ু", এবং ৮৯৪-৯৬ সংখ্যক তিনটি পদে "দ্বিজ" ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই পদগুলি নী ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

উপরে এই যে ভণিতার বিশৃঙ্খলতা প্রদর্শিত হইল, ইহা সংঘটিত হইবার কারণ কি? যেখানে দ্বিজ ও দীন পরস্পর অদল-বদল হইয়া বসিয়াছে, সেখানে এইরূপ পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, কারণ পালাবদ্ধ রচনাতেও ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত একই পদের পাঠান্তরে কবি, বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়, সেখানেই সন্দেহের উদ্রেক হয়, কারণ বড়ু কখনও নিজেকে দ্বিজ বা দীনরূপে প্রচারিত করেন নাই, আবার দীনও বাশুলীসংযুক্ত বড়ু ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য পালাবদ্ধ রচনার সাক্ষ্যই গ্রহণ করিতে হয়, অতএব বাশুলীর উল্লেখ করা দ্বিজ বা দীন ভণিতায় যে বড়ুর আংশিক বিশেষত্ব সংক্রামিত রহিয়াছে, তাহা প্রামাণিক ভণিতার ধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার জন্য কবিকে দায়ী করা যায় না, কারণ প্রত্যেক কবিই তাঁহার নিজের স্বাতন্ত্র্য সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, নতুবা ভণিতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত। পরবর্ত্তী কালে যখন লোকে দ্বিজ, দীন, বড়ু এবং বাশুলীর সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তখন তাহাদের অসাবধানতা বা খেয়াল বশতঃ এই সকল মিশ্র ভণিতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বিভিন্ন প্রাচীন পুথিতে ইহারা বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কবি ভণিতাই ধরা যাউক। এক এক পুথিতে ইহার বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। কোথাও "কবি", কোথাও "দ্বিজ", আবার কোথাও কেবল চণ্ডীদাস! আদি ভণিতাও এই জাতীয়। ইহাতে কবির সন্ধান মিলে না, কেবল কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। তৎপর দ্বিজ ভণিতা। পালাবদ্ধ রচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, "দ্বিজ" ও "দীন" দ্বারা একই কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়েও বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত যে সকল পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, উপরে ইহাদের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রায় সর্ব্বত্রই এই সকল পদের পাঠান্তরে নানা প্রকার অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব এই জাতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এখানেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। দ্বিজ কখনও ধোবানীর চরণ ধ্যান করিতেছেন, কখনও বাশুলীর আদেশের দোহাই দিয়াছেন, কখনও বড়ুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কখনও "কবি"র সহিত মিতালী করিয়াছেন, কখনও অন্যান্য কবির প্রতিভূ সাজিয়াছেন, আর অধিকাংশ স্থানেই দীনের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ইহা তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে। ১৩৪১ সালের "বিচিত্রায়" শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রাচীন পুথির

ভণিতার ধারা আলোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেও ভণিতার এই জাতীয় বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয় (ঐ, ৬৬৭-৮ পৃঃ)। অতএব সর্ব্বঘটে বিরাজিত বহুরূপী এই ভণিতা সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। প্রচলিত পদাবলীতে ইহাই দ্বিজ ভণিতার স্বরূপ! দীন ভণিতার সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই ইহার অসারতা উপলব্ধি হইবে।

পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—"মণীন্দ্র বাবু 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতার পদে যখন লিপিকরদিগের ভ্রম-প্রমাদ মানিতে সম্মত নহেন, তখন 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের পদগুলিতেই কি জন্য লিপিকরদিগের ভুল বলা যাইবে?" (ঐ, ৯৪ পৃঃ)। উল্লিখিত আলোচনা পাঠ করিলেই ইহার সন্তোষজনক উত্তর মিলিতে পারে।

অবশেষে বড়ু ভণিতার পদগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আক্ষেপানুরাগের নিশানা দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পদ রচিত হয় নাই। আক্ষেপানুরাগের ধারণার উৎপত্তিও বহু পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে। যাঁহারা বড়ু চণ্ডীদাসকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই পর্য্যায়ভুক্ত পদের রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করাও সঙ্গত নহে। কবিত্বের হিসাবে যে সকল পদ "অবিসংবাদিত ভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের" বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, তাহাদের অধিকাংশই এই আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ভুক্ত। ভাবমুখর বিরহের এই পদগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও পাওয়া যায় না। আবার এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরেও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার কল্পনা করিতে যাওয়া যে সম্পূর্ণই অনাবশ্যক, তাহা "কানু নাহি আইল মোর ঘরে" ইত্যাদি পদটি লইয়া আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার—

"চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়য়ে গো"
(৪ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে"
(কৃঃ কীঃ, ৩৭৮ পৃঃ)

অথবা—"ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্" (গীতগোবিন্দ, ৪.৭)

এবং—"বিষ লাগে মলয়েরি বাত"
(৫ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"গরল সমান মানে মলয় পবনে"
(কৃঃ কীঃ, ৩৭৯ পৃঃ)

অথবা—"গরলমিব কলয়তি মলয়সমারম্"
(গীতগোবিন্দ, ৪।২)

এবং—"সরস চন্দন ঘন আগুন লাগয়ে গো"
(৬ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"সরস চন্দন-পঙ্কে, আল,
দেহে বিষম শঙ্কে"
(কৃঃ কীঃ, ৩৭৮ পৃঃ)

অথবা—"সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।"
(গীতগোবিন্দ, ৪।১২)

এবং—"ফুল হেরি ফুল শরাঘাত"
(৭ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে"
(কৃঃ কী, ৩৭৯ পৃঃ)

অথবা—"কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলা-কমনীয়ম্"
(গীতগোবিন্দ, ৪।৪)

এবং—"বক্ষের পঞ্জরে মোর আগুন লাগয়ে গো
দারুণ কুহু কুহু রা"
(৮-৯ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"ডালে বসি কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।"
(কৃঃ কীঃ, ৩৪২ পৃঃ)।

এইরূপ ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা সঙ্গত, না, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা গীতগোবিন্দের অনুকরণজাত বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ছিল এই পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত পদটিকে অনুকরণজাত বলিয়া সনাক্ত করা যাইতে পারে। অনুকৃত এবং মূল পদের বিভিন্নতা এইরূপে ধরা যায়। আর একটি পদ লইয়াও এখানে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে স্থাপিত ৬ সংখ্যক পদটিতে বড়ু ভণিতা পাওয়া যায়। ইহার পাদটীকায় আমরা পদটিকে সন্দেহজনক বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার শেষ আট পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

যাও সহচরি মথুরামণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা ॥
বিধুমুখী-বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর-পাশ।
সহচরী সনে ভণয়ে ভর্ৎসয়ে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

সম্প্রতি শ্রীহট্টে প্রাপ্ত একখানি পুথি হইতে একটি পদ আমার ছাত্র শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রথম ৪ পঙ্‌ক্তি এইরূপভাবে আছে—

জাহ সহচরি মথুরা নগরে
আমার বচন শুন।
বন্ধুয়া এ দেশে আসে কি না আসে
বারেক বারতা জান ॥

এবং শেষ ৪ পঙ্‌ক্তি—

বিধুমুখী বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরি সাথে ভঙ্গিয়া কহিতে
চলে ধনঞ্জয় দাস ॥

এই ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। ধনঞ্জয়ের ভণিতা না পাওয়া গেলেও প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত উক্ত পদটি নানা কারণেই সন্দেহজনক। প্রথমতঃ পদটি সখী-সম্বোধনেই আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ রাধা কোন সখীকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। ইহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাব-বিরুদ্ধ, কারণ সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, একমাত্র বড়াই দূতার কার্য্য করিয়াছেন। তারপর, মুদ্রিত পদের ভণিতার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি অর্থহীন, অথচ শ্রীহট্টে প্রাপ্ত পুথির পাঠ সহজবোধ্য। কিন্তু সম্পূর্ণ পদটি অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে না। এমনও হইতে পারে যে একাধিক পদের খণ্ডিতাংশ লইয়া মুদ্রিত পদটি গঠিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, পদটি পূর্ব্বেই সন্দেহ-জনক পর্য্যায়ে আমরা স্থাপন করিয়াছিলাম, এখন এই সমস্যা-সমাধানের কিছু সূত্রও পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত বড়ু ভণিতার পদগুলি লইয়া এই ভূমিকার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে এবং প্রত্যেক পদের পাদটীকায় আলোচনা করিয়া আমরা প্রদর্শন

করিয়াছি যে, নানাকারণেই ঐ সকল পদ সন্দেহ-জনক। বস্তুতঃ দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস-রচিত প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে বড়ু ভণিতার পদের স্থান নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশেষত্ব লইয়া বিশেষজ্ঞগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখিয়াছেন—"বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় 'কহে' 'ভণে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই, তিনি 'গাইল', 'গাএ' এই দুইটি ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। রাধার পিতামাতার নাম সাগর গোয়ালা এবং পদুমিনী, রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী, রাধার পূর্ব্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে, রাধার কোন সখীর নাম নাই, কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩ সাল, ২৭ পৃঃ)। আর একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থে কৃষ্ণ নাই, শ্যাম নাই,- এই গ্রন্থে নাই সে রাধা, যিনি রাধা-নামে সাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণে উন্মাদিনীপ্রায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতেন, নাই সে রাধার প্রেম-তন্ময়ী-ভাব। এই গ্রন্থে ব্রজের রাখাল নাই, সুবল সখা নাই, অন্তরঙ্গ প্রাণপ্রিয়া নর্ম্মসখী নাই, ললিতা-বিশাখা নাই", ইত্যাদি। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পরবর্ত্তী রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, প্রভৃতি রস-পর্য্যায় নাই। শ্রীরাধার শাশুড়ী-ননদী জটিলা-কুটিলার নাম নাই, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখী নাই" ইত্যাদি। (তরুর ভূমিকা, ৯১ পৃঃ)।

অতএব কেবল ভণিতার বিভিন্নতার জন্য নহে, কিন্তু ভাবে, বর্ণনা-রীতিতে এবং ভাষা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত পদাবলীর বিভিন্নতা অতি স্পষ্টভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রচলিত পদাবলীর শাখা-প্রশাখায় বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদমাত্রই সন্দেহের উদ্রেক করে। আবার ঐ সকল পদে যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কিছু কিছু ভাবসাদৃশ্যও থাকে, তবে তাহা যে উক্ত "কানু নাহি আইল মোর ঘরে" ইত্যাদি পদের ন্যায় অনুকরণজাত, কিন্তু মূল পদ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। অতএব প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের দাবী উপেক্ষণীয়।

উপসংহার

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই—

১। প্রচলিত মূল পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে একমাত্র দীন (ভণিতান্তরে দ্বিজ) চণ্ডীদাসকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়া দুই সহস্রাধিক পালাবদ্ধ পদে ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

৩। প্রচলিত পদাবলীর শাখা-প্রশাখায় বড়ু, আদি, কবি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহা মূল পদাবলীর অঙ্গ নহে, অঙ্গজ কুসুম মাত্র। পদগুলি কবিত্বে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় হইলেও তাহাদের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মূল পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করা যায় না।

দীন চণ্ডীদাসের পরিচয়

দীন চণ্ডীদাসের পরিচয় কি, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। আমরা ইহাই মাত্র বলিতে পারি যে, কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে। কালিদাসের পরিচয় আমরা কতটুকু জানিতে পারিয়াছি? কিন্তু তাঁহার গ্রন্থগুলিই বলিয়া দেয় যে, কালিদাস নামে এক কবি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। সেইরূপ দীন চণ্ডীদাসের কাব্যই তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। "চণ্ডীদাস" নাম বা উপাধিধারী একাধিক লোকের অস্তিত্বের কথা সুবিদিত। দ্বারবঙ্গ জেলার উচ্ছৈথ্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া নাকি এক চণ্ডীদাস সরস্বতীর আরাধনা করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। জনৈক আলঙ্কারিকের নাম ছিল চণ্ডীদাস। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ ভাবচন্দ্রিকা রচয়িতা আর একজন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায় (কৃঃ কীঃ, ভূমিকা, ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তা এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণেতার নাম ছিল অনন্ত, এবং উপাধি ছিল চণ্ডীদাস, যথা—

অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে।

(ঐ, ২১৩ পৃঃ)।

নরোত্তমবিলাস হইতে নিম্নলিখিত দুই পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন—

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥

এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা ১৩৩৬ সালের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে লিখিয়াছিলাম—"এই স্থানে আমরা যে চণ্ডীদাসকে পাইতেছি তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তার্কিক, এবং দীনবন্ধু ছিলেন, ইহাই মাত্র জানা যায়। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের মত একজন কবিকে উল্লেখ করিতে যাইয়া লেখক যে তাঁহার কবিত্বশক্তিজ্ঞাপক বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই, ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কবি দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তম-শিষ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না।" (ঐ, ৫৬৭ পৃঃ)। প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসেও এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

ধরু চৌধুরী শাখা আর চণ্ডীদাস।

(পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৬, ১৩৮২ পৃঃ)

এইজন্য ইঁহাকেও নান্নুর বা ছাতনার এক চণ্ডীদাস বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কি? আবার নরোত্তম বন্দনার পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বাল্মীকির শিষ্য বলা যাইতে পারে না। নরোত্তম-বন্দনার পদটি খাঁটি হইলে, একমাত্র ঐ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাই বলা যাইতে পারে যে, দীন চণ্ডীদাস নরোত্তমের পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে দীন চণ্ডীদাস নান্নুর না ছাতনার ইহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে যে, বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থ, এমন কি চৈতন্য-চরিতামৃত বঙ্গদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত হইবার পরে দীন চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কারণ পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, এই সকল গ্রন্থের প্রভাব তাঁহার পদাবলীতে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সিদ্ধান্ত করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ একটিও পাওয়া যায় না।" (তরু, ভূমিকা, ১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তারপর প্রাচীন সংকীর্ত্তনামৃতেও চণ্ডীদাসের একটি

পদও সঙ্কলিত হয় নাই। ইহারই উল্লেখ করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয়, যে চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।" (তরুর ভূমিকা, ৫ পৃঃ)। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, দীন চণ্ডীদাসের পদ ঐ সময়ে তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। তৎপর পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল পদের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহজনক হইলেও দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্য হইতে যে পদকল্পতরু-গ্রন্থে পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এই অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ১৭০০ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ প্রচলিত পদাবলীতে আহরিত হইবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া সংগ্রহকারগণ বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ঐ গ্রন্থের প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না।

স্থানাভাব বশতঃ সহজিয়া পদগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত যাবতীয় সহজিয়া পদ লইয়া এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, গ্রন্থমধ্যে এবং নাম-সূচীতে গ্রন্থশেষে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইল। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সর্ব্বদা উৎসাহদানে আমাকে এই কার্য্যে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এ জন্য তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয় বলিয়াই মনে করি। সূচীপত্রগুলি আমার ছাত্র শ্রীমান বিনয়েন্দ্র সরকার এম, এ, এবং মুহম্মদ্ ইদ্রিস আলি বি, এ, প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মঙ্গল হউক, ইহাই কামনা করি।

আমার অসাবধানতাবশতঃ গ্রন্থমধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংশোধন সন্নিবিষ্ট হইল—

৩৭১ ায় ৪৪২ সংখ্যক পদের "দ্রষ্টব্য" অংশে "দুই জাতীয়" স্থানে "এই জাতীয়" হইবে।

৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫-১০ পঙ্ক্তির টীকার—"অথবা প্রেমের বিচিত্রতা (স্বপ্নে) দর্শনে, স্পর্শনে এবং তদন্তে বিরহে বর্ণিত হইয়াছে" এই উক্তি অনাবশ্যক।

৫৬৩ পৃষ্ঠায় ১০ম পঙ্ক্তির টীকার সহিত যোগ করিতে হইবে—"কিন্তু পদের শেষভাগে দেখা যায় যে, কবি স্নানের ঘাট হইতে ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তখন সখী সঙ্গে ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।"

৫৬৭ পৃষ্ঠার ১৭ পঙ্ক্তির ২১১ সংখ্যা ৭১১ হইবে।

৫৬৮ পৃষ্ঠার ১১-১৩ পঙ্ক্তির টীকায় "করিকর" "করিকর" হইবে।

৬০৫ পৃঃ—"পীরিতি শব্দটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হয় নাই" লিখিত আছে। ইহা "অধুনা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই" এইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

৬১১ পৃঃ—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯ সং পুথি হইতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত পদটি আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম" লিখিত আছে। ঐ পুথির

যাবতীয় পদ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কি কারণে যে ঐ পদটি ইহাতে মুদ্রিত হয় নাই, তাহা এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই।

প্রথম খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠার ১৬ পঙ্‌ক্তির "নাথে" শব্দে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব প্রদত্ত টীকা সঙ্গত হয় নাই।

যবনিকা

এই গ্রন্থ-সম্পাদনের সহিত আমার অনেক বিষাদস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা আমি জীবনে একদিনও ভুলিতে পারি নাই, তাহার উল্লেখ না করিয়া আজ সমাপ্তির যবনিকা টানিয়া দিতে পারিতেছি না।—"স্নেহের মণ্টু, গ্রন্থ যখন মুদ্রিত হইতেছিল, তখন সুর-সংযোগে তুমি পদগুলি পাঠ করিতে, এবং জিজ্ঞাসা করিতে—'বাবা, কবে ছাপা শেষ হইবে?' এখন আর তোমাকে দেখিতে পাই না, তোমার সেই কণ্ঠস্বরও কর্ণে প্রবেশ করে না। কিন্তু যেখানেই থাক আমার তৃপ্তির জন্য একবার ইহা পড়িয়া দেখিও, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অশ্রুবিন্দুগুলিও গণিয়া দেখিতে চেষ্টা করিও।"

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

[পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা]

১। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

প্রবেশিকা

গ্রন্থারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ, গুরু ও বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বৃন্দাবনে নন্দগৃহে প্রতিপালিত হন। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকালে তিনি পুনরায় মথুরায় গমন করিয়া কংসের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বাল্যলীলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার প্রারম্ভ এইরূপে সূচিত হইয়াছিল। পুরাণাদিতে সমগ্র কৃষ্ণচরিত্র বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এদেশীয় বৈষ্ণবগণ একমাত্র তাঁহার বৃন্দাবনলীলার প্রাধান্যই স্বীকার করিয়াছেন। এজন্যই বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এবং পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘটনাই নানাভাবে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাপতির পদাবলী, এবং গোস্বামিগণের গ্রন্থাদিতে কৃষ্ণচরিত্রের বাল্য-পরবর্ত্তী অংশ বর্ণিত হয় নাই। দীন চণ্ডীদাসও উক্ত কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ঘটনা অবলম্বনে নাতিদীর্ঘ পালাগান রচনা করিয়াছেন। এই সকল পালাগান বা পদগুচ্ছের অন্তর্ভূর্ত পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এবং প্রত্যেক পালাগানে ধারাবাহিকরূপে কৃষ্ণ-লীলার এক একটি অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা উক্ত কবির রচিত বাল্যলীলার অন্তর্ভূর্ত এইরূপ একটি পালাগান।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, ভূভারহরণার্থে কংসাদি দৈত্যগণের বধের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে "প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে এবং রাগ-মার্গীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে" (স্বরূপদামোদরের কড়চা, চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) তিনি পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নূতন মতবাদের ফলে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে কৃষ্ণাবতারের দুইটি হেতু প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথমতঃ পৌরাণিক নির্দ্দেশানুযায়ী কংসবধের হেতু—যাহা প্রধানতঃ ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলাকেই ভিত্তি করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতানুযায়ী রাগমার্গীয় ধর্ম্ম-প্রচারের হেতু—যাহা মধুরভাবাত্মক। দীন চণ্ডীদাস এই দ্বিবিধ

মত অবলম্বন করিয়াই পদরচনা করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক হরি।
এ কথা অনেক কহিব বিস্তার
যে লীলা যখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলীলারস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
যে রসে যে হয় বশ॥

(পদ সং ৫০)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পদগুলি এখানে যে মধুর রসকে ভিত্তি করিয়া বর্ণিত হয় নাই, তাহা কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, এবং ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তিনি ইহার পরে এই মধুররসাত্মক বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন। বস্তুতঃ "কৃষ্ণের জন্মলীলা" নামক পালাগানে তিনি পৌরাণিক আখ্যায়িকাই অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ৪৬ সংখ্যক পদে কবি নিজেও বলিয়াছেন যে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ, ভাগবতের দশমস্কন্ধ, এবং আগম ইত্যাদি গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াই তিনি ইহা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা মূলের এতই অনুরূপ হইয়াছে যে অনেক স্থলে আখ্যায়িকার অংশবিশেষ, উপমাদি এবং ভাষা পর্য্যন্ত পুরাণ হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই সকল সাদৃশ্য পাদটীকায় যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল। দীন চণ্ডীদাস যে একজন সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। মূল পুরাণগুলি যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া কবি বাল্যলীলা-বর্ণনায় কবিত্ব-প্রকাশের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন নাই, বরং অনেক স্থলেই ইহা পুরাণের ভাবানুবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় সরলতার নিদর্শন সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে।

জন্মলীলার আখ্যায়িকা এই :—বসুমতী ভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মা ও শিবের শরণাপন্ন হইলেন; তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন নারায়ণ অনন্তশয়নে যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। বসুমতীর প্রার্থনা শুনিয়া লক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নারায়ণ জাগরিত হইলে বসুমতীর দুঃখের কথা অবগত হইয়া বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ভূভারহরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। এই সময়ে নারায়ণ এক নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে মায়ার জন্ম হইল। লক্ষ্মীর পরামর্শানুসারে তিনি স্থির করিলেন যে মায়াকে মহাদেবের হস্তে অর্পণ করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মা এবং শিব নারায়ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ মায়াকে শিবের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি দৈবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন যেন মায়া যশোদার উদরে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব গোকুলে যাইয়া কৃষ্ণকে যশোদার নিকটে রাখিয়া মায়াকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তৎপরে তিনি দেবতাদিগকে গোপবালকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন মায়াপ্রভাবে প্রহরিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িল, বসুদেবের শৃঙ্খল খুলিয়া গেল। বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া গোকুলে

গেলেন এবং মায়াকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দৈবকীর অষ্টম গর্ভে সন্তান জন্মিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া কংস কারাগারে উপস্থিত হইলেন এবং যশোদার কন্যারূপিণী মায়াকে শিলার উপর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। মায়াদেবী ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বলিয়া গেলেন যে, কংসের বিনাশকারী গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুনিয়া কংস চানুর, মুষ্টিক প্রভৃতি দৈত্যগণকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাহাদের পরামর্শ-অনুসারে কৃষ্ণকে বিষস্তন্য পান করাইবার জন্য পুতনাকে গোকুলে পাঠান হইল, এবং সেখানে কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিলেন। এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিতে কবি মূলতঃ ভাগবতের আখ্যায়িকাই অনুসরণ করিয়াছেন।

পুঁথির পরিচয়

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সংখ্যক পুথি হইতে জন্মলীলার পদগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুথিখানা খণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ২৮, তন্মধ্যে ১২শ এবং ১৮শ-২১শ পত্রগুলির একদিক্ ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাতে ৬২টি পূর্ণ পদের এবং ৬৩ সংখ্যক পদের প্রথমাংশের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পুতনাবধ পর্য্যন্ত বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

পুথির লিপিকর সাধারণতঃ বাঙ্গালা-উচ্চারণ-রীতি অনুসরণ করিয়া শব্দের বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন। মাগধী-প্রাকৃতের প্রকৃতি এই যে শব্দের আদিস্থিত য উচ্চারিত হয় জ-কারের মত (বররুচি, ২।৩১; ১১।৪)। বর্ত্তমান কালেও আমরা সংস্কৃতের অনুকরণে লিখি " যদি," কিন্তু শব্দটি উচ্চারণ করি "জদি"। এই জাতীয় বর্ণবিন্যাস সর্ব্বত্রই লিপিকরের অজ্ঞতা-সম্ভূত নহে, কিন্তু প্রাকৃত-প্রভাব এবং আমাদের উচ্চারণের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক। পুথির প্রায় সর্ব্বত্রই এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। শ, ষ, স-এর প্রয়োগে, বিভক্তি এবং যুক্তবর্ণগঠন ইত্যাদি বিষয়েও প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন—অশুর (=অসুর), শহিতে (=সহিতে), পৃথ্থি (=পৃথ্বী), (১ম পদে); শ্রীজন (=সৃজন), শ্রীষ্টি (=সৃষ্টি), (২য় পদে); মন্নন্তর (=মন্বন্তর), বির্ত্তান্ত (=বৃত্তান্ত), ভ্রিঙ্গারের (=ভৃঙ্গারের), (৬ষ্ঠ পদে), ইত্যাদি। আবার কখনও 'হইয়া' স্থানে হঞা, হয়া এবং হআ; আমি অর্থে মুঞি, এবং মুই; কান্দে অর্থে কান্তে, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দেবনাগরী বর্ণমালায় একমাত্র 'অ' বর্ণকে অবলম্বন করিয়া চারিটি স্বরবর্ণ লিখিত হয়, যেমন—অ, আ, ও, ঔ। ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশের বর্ণমালায় একমাত্র "অ"বর্ণকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া যাবতীয় স্বরবর্ণ লিখিত হইয়া থাকে। এই রীতির নিদর্শন এই পুথিতেও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যেমন—অেথাই, অোই, সমঅে (১০ম পদ); তাঅে, অভিপ্রাঅে, (১১শ পদ); অোহে, দুঅোর, (১৯শ পদ), ইত্যাদি। ইহা যে অনেক স্থলে প্রাকৃত-প্রভাব-জাত তাহা শব্দগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। যেমন, অব-ধি হইতে ওহি হইয়া ওই > (অউ) ই > অোই—অই ইত্যাদি। পদমধ্যে পুথির বর্ণবিন্যাস রীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে; যেখানে ইহার ব্যতিক্রম

ঘটিয়াছে, সেখানে পাদটীকায় পুথির পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ
নারায়ণপরা মুক্তি নারায়ণপরা গতিঃ।

[১]

রাগশ্রী

কংসরাজ নরপতি জনম লভিয়া ক্ষেতি
অসুর [১]-দলন কৈল ভার।
বসুমতী[২] ভারাক্রান্তে ভাবিতে লাগিলা আন্তে—
"কিসে মোর হইব নিস্তার[৩] ॥
সাহতে[৪] না পারি বল কবে জাই রসাতল"—
এইমত ভাবে বসুমতী।
চিন্তিত হইলা মনে— "জাইব কাহাঁর স্থানে[৫]
কাঁহা গেলে ঘুচিব দুর্গতি ॥
অসুরের[৬] বড় বল ভারে হই টলবল[৭]
কোথা জাব কি করি উপায়।"
ভাবে তায় বসুন্ধরা মনেতে করিল সারা[৮]—
"জাব মেন ব্রহ্মার সভায় ॥
ব্রহ্মা রুদ্র দুই দেবা তাহার করিব সেবা," [৯]
এই মনে চিন্তিত উপাএ।
এই মনে দড়াইয়া চলল আনন্দ হঞা
গেলা সেই দেবের সভাএ ॥
গেলা পৃথ্বী[১০] স্বর্গপুরে[১১] ব্রহ্মা রুদ্র একেশ্বরে
বসিয়া আছেন দুইজনে।
হেনকালে বসুমতী অনেক করিল স্তুতি—
"মুঞি প্রভু আইল দরশনে ॥"
কহে ব্রহ্মা মহেশ্বর— "কেন আইলে সুগোচর[১২]
কহ শুনি[১৩] কোন বিবরণ।"
কহে তবে করপুটে দুইদেব সন্নিকটে[১৪]—
"মোরে রক্ষা কর দুইজন ॥"
"কোন্ প্রয়োজন[১৫] আছে কহ কহ মোর কাছে
শুনি তার করিব বিচার।"

* * * *

কহে তবে বসুন্ধরা হইআ কাতর পারা
শুনি দেব ধরণীর[১৬] কথা।
শ্রবণ পরশি[১৭] শুনি ব্রহ্মা দেব শূলপাণি
চণ্ডীদাস বড় পায় বেথা ॥

পুথির পাঠ :—

অশুর	২	বসুমতি	৩	নিশ্তার	
শহিতে	৫	শ্থানে	৬	অসুরের	
ষ্টলবল	৮	শারা	৯	শেবা	
পৃথ্থি	১১	সগ্গপুরে	১২	সুগোচর	
স্বনি	১৪	সনিকটে	১৫	প্রীয়োজন	
ধরনির	১৭	পরশা			

টীকা

নান্দীশ্লোক :—তু°—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
নারায়ণপরো ধর্ম্মো নারায়ণপরা গতিঃ।
হরিবংশ, ১।৪০।৪১-৪২।

পং ১। কংস :—ভাগবতের ১০।১।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"জগদ্ধিংসয়া কংসনাম্না প্রসিদ্ধোঽপি কসিধাতোঃ শাতনার্থত্বাৎ," অর্থাৎ—"কসি ধাতুর অর্থ হিংসা করা, অতএব হিংসার স্বভাবেই কংসের জন্ম; হিংসার স্বরূপই কংস" (খগেন্দ্র শাস্ত্রি-কৃত অনুবাদ)। ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র। পূর্ব্বে কালনেমি নামক দৈত্য বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল, সেই কালনেমিই পুনরায় কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল (বিষ্ণুপুঃ, ৫।১।২২; ভাঃ, ১০।১।৪৮)। উগ্রসেনের আর

এক ভ্রাতার নাম ছিল দেবক, তাঁহারই কন্যার নাম দেবকী বা দৈবকী। শূরবংশীয় বসুদেবের সহিত ইনি পরিণীতা হন (ভাঃ, ১০।১।২০)। ভাগবতে বসুদেব ও দেবকীর পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বসুদেব ছিলেন সুতপা নামে প্রজাপতি, এবং দেবকী ছিলেন পৃশ্নি নামে তাঁহার পত্নী। তপস্যা করিয়া তাঁহারা নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন। নারায়ণ তাঁহাদিগকে সেই বরই প্রদান করেন। পরজন্মে তাঁহারা কশ্যপ ও অদিতি রূপে জন্মগ্রহণ করিলে নারায়ণ বামনরূপে তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, (ভাঃ, ১০।৩।২৮-৩৪)। তৎপরে বরুণের যজ্ঞে দিতি ও সুরভি নামে দুইটি গাভীর অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া কশ্যপ তাহাদিগকে আত্মসাৎ করেন। এজন্য ব্রহ্মার শাপ-প্রভাবে কশ্যপ বসুদেব রূপে, এবং ঐ কামধেনুদ্বয় দেবকী ও রোহিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন (হরিবংশ, ১।৫৫।২১-৩৮)।

২। অসুর-দলন কৈল ভার:—ভার অর্থ কষ্টকর; তু°—"জীবন ভেল অতি ভার" (জ্ঞানদাস)। কংস এতই ক্ষমতাশালী হইয়াছিল যে দেবগণের পক্ষেও অসুরগণকে দমন করা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। এক সময়ে কংসের মন্ত্রিগণ তাহাকে বলিয়াছিল—"দেবতাদিগকে ভয় করিবার কোনই কারণ নাই। আপনার ধনুকের টঙ্কার-শব্দ শুনিয়াই তাহারা উদ্বিগ্নচিত্ত হয়। আপনার নিক্ষিপ্ত শরজালে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল, কেহ-বা বলিয়াছিল—'আমি ভীত ও শরণাগত, আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন,' ইত্যাদি (ভাঃ, ১০।৪।২২-২৪)।

৩। বসুমতী ভারাক্রান্তে ইত্যাদি:—ভাগবতে আছে "আক্রান্তো ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ" (১০।১।১৮)। তু°—বিষ্ণুপুঃ, ৫।১।১২-১৩; ব্রহ্মবৈঃ, ৪।৪।২-৩, ইত্যাদি। আন্তে=অন্তরে; তু°—"জে পুনি অধম জন আন্তরে কপট" (কৃঃ কীঃ, ৩৯৭ পৃঃ)। মারাঠি ভাষায় অভ্যন্তর অর্থে "আন্ত", "আন্তচা" ব্যবহৃত হয় (বীমস্, ২।১১০ পৃঃ)। সং অন্তে (শেষে অর্থে) হইতেও আকার আগমে আন্তে হইতে পারে, যেমন প্রাচীন বাঙ্গালায় "অক্ষর" স্থানে "আখর" (কৃঃ কীঃ, ২৯৪ পৃঃ), অর্থ অবশেষে।

৪। কিসে:—সং কিম্ শব্দের ষষ্ঠীর রূপ কস্য—প্রাঃ-কিস্‌স (=পালি কিস্‌স) হইতে প্রাকৃত অপর রূপ কীস (=মাগধী কীশ; বররুচি, ৬।৬; হেমচঃ, ৩।৬৪)। ইহা হইতে প্রাচীন হিন্দী কিস্ (বীমস্, ২।৩২৪ পৃঃ), এবং বাঙ্গালায় কিসে (তৃতীয়াযুক্ত) রূপের উৎপত্তি হইয়াছে (চা, ৮৪৩ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য)। তু°—"বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে" (কৃঃ কীঃ, ৪৫ পৃঃ)।

মোর:—ষষ্ঠীর একবচনের মম+কর (কোন কোন প্রাকৃতে ব্যবহৃত ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন, যেমন আপনকার, আজিকার, এথাকার, ইত্যাদি)=মহ (মম শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্ভাবিত রূপ মহ্য হইতে জাত)+অর=(মোহ—) মো+র=মোর। কোন সময়ে মো মূল শব্দ রূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহার সহিত বিভক্তি যোগে মোকে, মোর ইত্যাদি পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। মতান্তরে—ষষ্ঠীর বহুবচনের সং অস্মাকম্—প্রাঃ অম্হ+পূর্ব্বোক্ত কর জাত অর= অম্হর—মহর—মোর—আমার। (বীমস, ২।৩১২-৪; চা, ৮০৭-১৬; শূঃ পুঃ, ১০, ২৯ পৃঃ; এবং শব্দকোষ দ্রষ্টব্য)।

৭। কাহাঁর:—সং কিম্ শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনের রূপ কানি। ইহা সংক্ষিপ্ত হইয়া নকার লোপের চিহ্ন স্বরূপ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত কাঁ হইয়াছে। কাঁ+আহা (সংস্কৃতের ষষ্ঠীর এক বচনের—অস্য হইতে আ+সপ্তমীর—ইধ—ইহ হইতে হ+বিশিষ্টার্থক আ, অথবা সং—খলু হইতে হ বা হা)=কাঁহা। ইহাই পরবর্ত্তী কালে মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়া পুনরায় তৎসঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাচীন কের-জাত র যোগে কাঁহার। মতান্তরে—কিম্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ সংস্কৃতে কেষাম্—প্রাঃ কাণম্। ইহাই সংক্ষিপ্ত হইবার কালে ণকার লোপে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত কাহাঁ হইয়া মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে ষষ্ঠীর র-যোগে কাহাঁর। (চা, ৭৫২, ৭৫৭, ৮৪৩ পৃঃ; ভাষাতত্ত্ব, ১০৫ পৃঃ)।

৮। কাঁহা:—সপ্তম্যন্ত প্রশ্নার্থক সর্ব্বনাম=বাং কই বা কোথা; তু°—হিন্দি—কাঁহা বা কহাঁ। প্রঃ—"কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ" (চৈঃ চঃ,৩।১৭)।

১১। সারা:—সং স্থ ধাতু ণিচ সারি হইতে, স্থিরাংশ অর্থে, যেমন—প্রণয়ের সার প্রীতি (শব্দকোষ)। অসার (সংসার)=অস্থায়ী। এজন্য এখানে—স্থির সিদ্ধান্ত অর্থই গ্রাহ্য। তু°—

এভোঁহো সুন্দরি রাধা মনে কর সার।
ও পার জাইবেঁ কিবা থাকিবেঁ এ পার॥
(কৃঃ কীঃ, ১৫৬ পৃঃ)।

১২। মেন:—প্রাচীন বাঙ্গালায় "কিন্তু," "তবু" অর্থে এবং কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"মোর বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দানে" (কৃঃ কীঃ, ৩১৪ পৃঃ, এবং ৬৩২-৩ পৃষ্ঠার টীকাও দ্রষ্টব্য)।

১৩। এখানে ব্রহ্মা ও রুদ্র এই দুই দেবতার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতে (১০।১।১৪) আছে—"ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন;" বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।১২-১৩) আছে—"ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ।" বস্তুতঃ ধরণী সুমেরু পর্ব্বতস্থিত দেবগণের নিকটে গিয়াছিলেন, সেখানে ব্রহ্মার সভায় দেবতাগণও উপস্থিত ছিলেন। ভাগবতে আছে যে তিনি গোরূপ ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন (১০।১।১৫), কিন্তু কবি এখানে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, পরে বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে বসুমতী ব্রহ্মার নিকটে গিয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মা দেবগণসহ শিবের নিকটে গিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুর নিকটে গিয়াছিলেন। তু°—

সন্ধেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ।
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে॥
(কৃঃ কীঃ, ১ম পৃঃ)।

১৪। চিন্তিত=চিন্তির=চিন্তিল। পণ্ডিতগণের মতে সং ক্ত প্রত্যয়, মাগধী "ড" বা "ল" (=প্রাচীন বাঙ্গালায় র) হইতে বাঙ্গালায় অতীত কালের বিভক্তি লকারের উৎপত্তি হইয়াছে (যোগেশ রায়ের "বাঙ্গালাভাষা, ১।১৩৫ পৃঃ, এবং কৃঃ কীঃ টীকা ৪০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অন্ত্য র যুক্ত অতীত কালের প্রয়োগ, যথা—"সব মন্ত্রিপাত্র লআঁ চিন্তির হীত" (কৃঃ কীঃ ৭৩ পৃঃ)।

১৪। উপাএ:—বীম্‌সের মতে সং ষষ্ঠীর—অস্য হইতে অস্‌স—অসি হইয়া—অহি—হি—ই—এ বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে (বীম্‌স, ২।২২১-২; হের্ন্‌লে, ২১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। মতান্তরে তৃতীয়ার বহুবচনের ভিঃ হইতে হিম্ হইয়া হি—এ বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। মতান্তরে—পালির সপ্তমী বিভক্তি—অ—ধি—হইতে—হি—হইয়া—ই—এ বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে (চা, ৭৪৫-৪৯)। এই এ পরবর্ত্তী কালে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থীতে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে উপাএ দ্বিতীয়া বিভক্তিতে একার, তু°—

এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ
(কৃঃ কীঃ, ৩ পৃঃ)।

১৫। দড়াইয়া=স্থির করিয়া, দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়া। দৃঢ় অর্থে দড় শব্দের প্রয়োগ, তু°—"ভিতরেতে দড় ভাত" (শব্দকোষ) (১৭শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬। দেবের সভায়:—বিষ্ণুপুরাণে আছে যে তিনি দেবসমাজে গিয়াছিলেন (৫।১।১২)।

১৭। স্বর্গপুরে:—বিষ্ণুপুরাণের নির্দ্দেশমত সুমেরু পর্ব্বতে, যাহা ভূস্বর্গ বলিয়া কথিত হয়।

১৯। হেন:—সং ইদম্ শব্দের তৃতীয়ার রূপ অনেন—এন+শক্তিবর্দ্ধক হ=হেন (ভাষাতত্ত্ব, ১১০ পৃঃ; এবং ৬ষ্ঠ ও ১৪শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২০। মুঞি:—সং অস্মদ্ শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের রূপ ময়া। ইহার সহিত তৃতীয়া বিভক্তি জ্ঞাপক-এন যোগে (যেমন, গজেন, ইত্যাদি) ময়েন—মোএঁ—মুঞি—মুই (বীম্‌স, ২।৩০৩; চা, ৮০৮-১১ পৃঃ)।

২৬। ২৬শ পংক্তির পরে দুই পংক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

২৭। পারা:—সং—প্রায়—পরাঅ—পারা (চা, ৬৯৬ পৃঃ)।

[২]

বারাড়ি

করি করযোড়[১]   কহিতে লাগিল—
"শুনহ[২] বচন মোর।
কংস দুরাচার   করে অবিচার
ভারেতে হইল ভোর ॥
দুষ্ট দুরাচারে   সকলি সংহারে
তোমার যতেক[৩] সৃষ্টি[৪]।
সংহারে সকল   হইয়া বিকল
দেখিল আপন দৃষ্টি[৫] ॥

তোমার সৃজন,[৬]
যজ্ঞ তপদান   সবো করে আন
হিংসাতে সকলি নাশে।
বেদ অধ্যয়নে   কিছুই না মানে—,
বড়ই পাইয়া ত্রাসে ॥

তোমার সৃজন   এ সব ভুবন
সে সব করএ দূর।
গোব্রাহ্মণ   করএ হিংসন
দুর্জ্জন বড়ই অসুর[৭] ॥

এতেক সংসার   আর পারাপার
মোর দুঃখ কর দূর।"
একথা শুনিঞা   ব্রহ্মা শূলপাণি
কহেন উত্তর বোল ॥

"ইহার উপায়   আছএ কারণ
কহিব বচন ওর ॥"
কহে শূলপাণি[৮]   "শুনহ[৯] ধরণি,
তোর ভার হব দূর।
অসুর সংহারি   ভার দূর করি
কহিমু ইহার ওর ॥"
চণ্ডীদাস বলে—   "শুন দুইজনে
ইহার উপায় বল।
যেমত ধরণী   মনে সুখ[১০] মানি
সকল হইএ ভাল ॥"

পুথির পাঠ :—

১ করোজোড়   ২ যুনহ   ৩ জতেক
৪ শ্রীষ্টী   ৫ দৃষ্টী   ৬ শ্রীজন
৭ অযুর   ৮ যুলপানি   ৯ যুনহ
১০ সুখ

টীকা

পং ৪। ভারেতে হইল ভোর :—সং ভৃ ধাতু (পূরণে) হইতে ভর, ভোর; অর্থ—পূর্ণ। তু°—"পীরিতি রসেতে ভোর" (শব্দকোষ)। ভারে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহাই অর্থ; তু°—"বসুমতী ভারাক্রান্তে" ইত্যাদি (১ম পদ)।

৫। দুরাচারে :—প্রাচীন মাগধী ভাষায় অকারান্ত বিশেষ্যের (পুং-ক্লীবলিঙ্গে) কর্ত্তৃকারকে একার বিভক্তি-চিহ্নরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন এবং আধুনিক বাঙ্গালাতেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"লক্ষ্মীক বুঝিল দেবগণে" (কৃঃ কীঃ,৬ পৃঃ); বাঘে খায়, মানুষে বলে, ইত্যাদি আধুনিক প্রয়োগ। এই এ তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত এন (যেমন, নরেণ, ইত্যাদি) হইতে—এণ—এঁ—এ পর্য্যায়ে উৎপন্ন (বীম্‌স, ২৬৬; চা; ১৬২, ৭৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) হইয়া কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইতেছে। ণ লোপে এণ হইতে এঁ প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—"সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে" (কৃঃ কীঃ, ১ পৃঃ)।

৮। দেখা যায় যদ্দারা এই অর্থে দৃশ্+করণে ক্তি=দৃষ্টি, অর্থ চক্ষু। নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, ইহাই বক্তব্য।

১৩। আমি বড়ই ভীত হইয়াছি।

১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে

ভগবান্ বলিয়াছেন—"যাহারা আমার ভক্তগণের, ব্রাহ্মণদিগের ও গোদিগের দ্বেষ করে, এবং যজ্ঞ ও দেবতাদিগের নিয়ত হিংসা করে, তাহারা বহ্নিতে তৃণ-পতনের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়" (পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ)। ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে কংসের অনুচরগণ ব্রাহ্মণ, গাভী, বেদ, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতির হিংসা করিয়াছিল (ভাঃ, ১০।৪।২৮)। পদমধ্যেও এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৮-১৯। পার হইয়াছে অপার (সীমাহীন) যাহার, এই অর্থে পারাপার=অসীম। আমার অসীম দুঃখ দূর কর, ইহাই বক্তব্য।

২৩। সং পার=আর=ওর, অর্থে সীমা; তু°—হিন্দী ওর=সীমা। প্রঃ—"কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর" (চৈঃ চঃ, ২।৩)। সীমা অর্থে শেষ নির্দ্দেশ, অতএব বচন ওর=নিদান কথা। অথবা, বৈদিক—অবর (অব+তুলনামূলক র) হইতে প্রাকৃত ওর (অব=ও) (গুণের ভাষাতত্ত্ব, ১৯৮ পৃঃ)—হি° এবং বাঙ্গালা—ওর।

২৭। কহিমু:—সং তব্য প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালায় ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি—ইব হইয়াছে, যেমন, কহিব, করিব, ইত্যাদি (উত্তম পুরুষে)। এই অন্ত্য ব, উচ্চারণের বিশিষ্টতার দরুন বো, বু, মু ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া কহিমু, করিমু ইত্যাদি রূপের সৃষ্টি করিয়াছে (চা, ৯৬৫-৬৭ পৃঃ)।

[৩]

জয়শ্রী

করযোড়ে আছে বসুমতী দেবী
কহেন কাতর বাণী।
"কিরূপে আমার পরিত্রাণ হএ
কহত ঠাকুর তুমি॥"
ব্রহ্মারুদ্র[১] দুই বসি এক ঠাঞি
যুগতি হইল সারা।
সত্যযুগ পরে বেদে নাম ধরে[২]
দ্বাপরেঁ আছয়ে ধারা॥
পূর্ণ সনাতন নিখিল পূরণ
কৃষ্ণবর্ণ অবতার।
বেদে যে কহিল তাহাই হইল
শুনহ বচন পার॥
দুইজন ইহা করিল রচন[৩]
কহিয়া বেদের বাণী।
শুক্ল রক্ত পীত বরণ বিভিন্ন
কৃষ্ণ অবতার গুণি॥
তেই সে উৎপতে অসুর ভাবেতে
ধরণী রহিতে নারে।
অতএব নানা বেদ-অধ্যয়ন
ঠেলয়ে অসুরাসুরে॥
চণ্ডীদাসে কহে "সেই সে দেখহে
তার সে তোমরা মূল।
কেমতে এসব পরিণাম হয়ে
ইহ দুঃখ কর দূর॥"

পুথির পাঠ:—

[১] ব্রহ্মরুদ্র, দুইবার আছে [২] ধর [৩] বচন

টীকা

পং ১। আছে:—বৈদিক আস্তি হইতে পালি অচ্ছতি—অচ্ছই—আছে। মতান্তরে—সং আস্তে—আচ্ছে—আছে (শূঃ পুঃ, ১০১ পৃঃ)। মতান্তরে—সং অস্তি—(অন্ত্য ত লোপে এবং পূর্ব্ব স্বর গুরু হইয়া) আসে—আছে (ভাষাতত্ত্ব, ১৬০ পৃঃ)।

এই শব্দের মূল-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বররুচির (১২।১৯) "অস্তেরচ্ছ" সূত্র হইতে লাসেন প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে (৩৪৬ পৃঃ, এবং পরিশিষ্ট ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অস

ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি, কিন্তু বীম্‌স ইহাকে স্বতন্ত্র মূলরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী (৩।১৮০ পৃঃ)।

২। কহেন:- সংস্কৃতে বর্ত্তমানকালবাচক প্রথম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি—অন্তি হইতে প্রাঃ—অন্তে—এন্ত—এন। এই -এন সম্ভ্রমার্থক বিভক্তিরূপে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। কহ+এন=কহেন; ইহারই প্রাচীন রূপ কহন্তি, যেমন—"হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞি" (কৃঃ কীঃ, ৮৭ পৃঃ)। মতান্তরে, সম্ভ্রমার্থক বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের অন্ত্য ন, বিশেষ্যের ষষ্ঠীর বহুবচনে ব্যবহৃত -ন হইতে ক্রিয়াপদে সংক্রামিত হইয়াছে (চাঃ ৭২৫-৬)।

৩। হএ:—সং-অস্‌ ধাতুজাত অস্তি—অসতি হইতে হয়—হএ (চাঃ, ১০৩৯ পৃঃ)।

৫। ঠাঞি:—সং-স্থান—প্রাঃ—ঠাণ (যেমন—কহ জননীর ঠান—জ্ঞানদাস)—ঠাঞি—ঠাই (শুদ্ধ প্রয়োগ) (শব্দকোষ)। তু'—"তিলোত্তমা হেতু দুঈ মরিলা এক ঠাই" (কৃঃ কীঃ, ৬৭ পৃঃ)।

৬। সারা:—(প্রথম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। শেষ হইল অর্থে, যেমন—"রামাই পণ্ডিত টীকা সারিল আপনি" (শূঃ পুঃ, ৫১ পৃঃ)।

১২। বচন পার:—নিদান কথা। তু'—"ওর" (২য় পদের ২৩শ পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭-১৬। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন অবতারের বর্ণসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেব ছিলেন পীত বর্ণ; তিনি যে ভগবানের অবতার তাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নারায়ণ কলিকালে পীত বর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের যে শ্লোক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই—

আসন্‌ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গ মুনি কৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে নন্দ-সমীপে উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। ইহার সারার্থ এই—"তোমার এই পুত্রকে সামান্য বালক মনে করিও না। ইনি পূর্ব্বে শ্বেত, রক্ত, ও পীত বর্ণ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, অতএব ইঁহার নাম হইল কৃষ্ণ।" এই উক্তি দ্বারা কৃষ্ণ যে ভগবান্‌ তাহাই নির্দ্দেশ করা হইল। এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বৈষ্ণবগণ নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে ভগবান্‌ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত বর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত উক্ত শ্লোকের টীকায় দৃষ্ট হইবে। চরিতামৃতকারও (আদির তৃতীয় পরিচ্ছেদে) ভাগবতের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

শুক্ল-রক্ত-পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম॥

কৃষ্ণবর্ণ দ্বাপরে, এবং পীতবর্ণ কলিতে ইহাই বৈষ্ণবগণের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের কেশাবতার মাত্র, কিন্তু চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণবমতে তিনি পূর্ণাবতার। এই তত্ত্বও আলোচ্য পদটির নবম পঙ্‌ক্তিতে প্রচার করা হইয়াছে। ১৩শ পঙ্‌ক্তির "দুইজন" দ্বারা বোধ হয় ভাগবত-কার ব্যাসদেবকে, এবং বৈষ্ণবগণের অনুকূল-মত-প্রচারক শুকদেব বা অন্য কোন শাস্ত্রকারকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১৭-২০। দ্বাপরে যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় শাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত হইল, অতএব ব্রহ্মা এবং শিব স্থির করিলেন যে এই জন্যই কংস প্রভৃতি অসুর-ভাবেতে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে, এবং তাহা ধরণীও সহ্য করিতে পারিতেছে না। অসুরেরা এই জন্যই বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে অবহেলা করিতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে কৃষ্ণাবতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা

বিষ্ণুর নিকটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঠেলয়ে= সং-স্খল্ ধাতু হইতে ঠেল, অপসারিত করা অর্থে (শব্দকোষ)। এখানে অবহেলিত হয়। তু—"না ঠেলিহ ছলে, অবলা অখলে" (চণ্ডীঃ, ৩২৪ পৃঃ)।

২১-২৪। যদি তাহাই হয়, তবে তোমরাই কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পার। এখন যাহাতে তাহা হয়, এবং ধরণীরও দুঃখ দূর হয়, তাহাই কর।

[৪]

কানড়া

ব্রহ্মা মহেশ্বর কহেন উত্তর—
"শুনহ ধরণী, বোল।
নারীরূপ ধরি জাহ জথা বলি
ক্ষীরোদ[১]-সায়র কোল ॥
জথা ভগবান্ অনন্ত-শয়ন
সেখানে চলহ তুমি।
তোমারো গোচরে সব বিবরণ
কহিতে কহিব আমি ॥"
এ বোল শুনিতে বসুমতী চিতে
আনন্দ হইলা বড়ি।
দুইজন কাছে বিনতি করিঞা
চরণ ধরিয়া পড়ি ॥
দুই দেব যায় ক্ষীরোদের সায়
জথাই ঈশ্বর[২] আছে।
হোথা দুইজনে বসুমতী সনে
চলিলা তাঁহার কাছে ॥
গাভীরূপ ধরি চলিল ধরণী
দুহার পাছেতে গড়ি।
চলিলা জেখানে অনন্ত-শয়নে
সেখানে যাইয়া-পড়ি ॥
ক্ষীরোদ-সায়রে পরম ঈশ্বরে
বৈকুণ্ঠ-বৈভব তেজি।
অনন্ত-উপরে প্রভু ভগবানে
আছয়ে নিদ্রায় মজি ॥
লক্ষ্মীদেবী করে চরণ সেবন
নিদ্রায় বিভোল প্রভু।
হেনক সময় জাই বসুমতী
কাতর হইয়ে তভু ॥
লক্ষ্মীদেবী তারে পুছিতে লাগিল —
"কেনবা আইলে গাবি।
কি নিমিত্তে কাজ[৩] কহ না উত্তর
নিজের অন্তরে ভাবি ॥"
কহিতে লাগিল সেই গাভীবর
লক্ষ্মীর আদেশে কয়।
চণ্ডীদাসে বলে বড়ই অদ্ভুত
শ্রবণ পাতিয়া রয় ॥

পুথির পাঠ:—

১ খিরদ, এবং পরে ২ ইশ্বর, এবং পরে ৩ কজ

টীকা

পং—২। শুনহ :—সং শৃণুথ হইতে শুনহ (চা, ৯০৫-৬ পৃঃ)। সেইরূপ পরবর্তী যাহ, চলহ (চলথ হইতে) ইত্যাদি। বোল:—বিশেষ্য। সং বদ্ ধাতু—প্রাঃ বোল্ল, পরে বলহ, বল্ ধাতুও হইয়াছিল (শব্দকোষ)। মতান্তরে—সং—ব্রূ ধাতু হইতে বোল্ল হইয়া বোল (চা, ৮৭৩, ১০১৩ পৃঃ)।

৩-৪। ব্রহ্মা ধরণীকে নারীরূপ ধরিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু ১৭শ পঙ্‌ক্তিতে আছে যে তিনি গাভীরূপ ধরিয়া গিয়াছিলেন।

সং-সাগর—সাঅর—সায়র। সং-ক্রোড়—কোল। ক্ষীরোদ-সায়র:—পৌরাণিক নির্দ্দেশ এই যে প্রতি কল্পান্তে ভগবান্‌ যোগনিদ্রাগত অবস্থায় নাগ-পর্য্যঙ্কে শয়িত থাকেন। পরে প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় সৃষ্টি-কার্য্যে রত হন (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৬০; ১।৩।২২, ইত্যাদি)। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে ক্ষীরোদসাগরতীরে গমন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণ (৫।১।৩১), ভাগবত (১০।১।১৫), প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

৫। অনন্ত-শয়ন:—অনন্তই শয়ন (শয্যা) যাঁহার এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে পদটি ভগবানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। তোমারো—সংস্কৃতে মধ্যমপুরুষবাচক মূল সর্ব্বনাম শব্দ যুষ্মদ্‌, কিন্তু তাহার রূপে একবচনে ত্বম্‌, ত্বা ইত্যাদি পদ হয়. যদিও দ্বিবচন এবং বহুবচনে যুবাম্‌, যূয়ম্‌ ইত্যাদি পদ দৃষ্ট হয়। আবার এই যুষ্মদ্‌ শব্দ প্রাকৃতে তুম্হ রূপ ধারণ করিয়াছে। এজন্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে প্রাচীন কালে যুষ্মদ্‌ শব্দের ন্যায় তুষ্মদ একটি শব্দ ছিল; উভয়ে একই অর্থে মিশিয়া গিয়া প্রচলিত মিশ্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে; যেমন একবচনের ত্বম্‌ হইতে তুম্—তু—তো—তুই (ত্বয়া—ত্বয়েন—তই—তুই) প্রভৃতি পদের উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ যূয়ম্‌ প্রভৃতি বহুবচনের রূপগুলির মূল 'যুষ্মা'র অনুরূপ তুষ্মা হইতে তুম্হা—তুহ্মা—তুমা—তোমা পরবর্ত্তিকালে মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছিল। তোমা+(ষষ্ঠী বিভক্তির) র=তোমার+সং-অপি-জাত ও=তোমারো। (চা, ৮১৬-২০; শূ পুঃ, ৯-১০)।

১০। বড়ি—সং-বৃত—বট (তু°—সং-বড়্‌)—বড়+(নিশ্চয়ার্থক হি জাত) ই=বড়ই—বড়ি (চা, ৪৯৬ পৃঃ)।

১৩। সায়—সং-সো+ঘঞ্‌=সায়, শেষ। ইহা হইতে প্রান্তে বা ধারে অর্থে।

১৫। হোথা:—সং-অমুত্র—অউত্র—ওথা; ইহার সহিত শক্তিবর্দ্ধক হ যোগে (যেমন এথা—হেথা)=হোথা; সেই স্থানে (চা, ৫৫৬ পৃঃ; ভাষাতত্ত্ব, ১০৯ পৃঃ)।

১৬। কাছ.—সং-কক্ষ (পার্শ্ব অর্থে)—কচ্ছ—কাছ। নিকট (বাঁগস, ২।২৫৭; চা, ৪৫৫ পৃঃ; শব্দকোষ)।

১৭। গাভীরূপ ধরি—ভাগবতে (১০।১।১৫) বর্ণিত হইয়াছে যে ধরণী গাভীরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই রূপেই তিনি ক্ষীরোদ-তীরে গিয়াছিলেন।

১৮। কবির বর্ণনায় দেখা যায় যে শিব ও ব্রহ্মার সহিত এই পর্য্যন্ত আসিয়া ধরণী অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভগবানের সন্নিধানে গিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হন (১০ম পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব এখানে "পাছেতে" অর্থ "পশ্চাৎ হইতে" হইলেই অর্থসঙ্গতি হয়। সং-পশ্চাৎ—পচ্ছা—পচ্ছ—পাছ। ইহার সহিত সপ্তমীর তে যোগ করিলে হয় পাছেতে। কিন্তু শুধু—ত যোগে অপাদানার্থে প্রাচীন প্রয়োগও দৃষ্ট হয়, যথা তু°—"সেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন" (শূঃ পুঃ, ৭ পৃঃ); "আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মনে" কৃঃ কীঃ, ২৬৭ পৃঃ; এবং ভাষাতত্ত্ব, ১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গড়:—সং-ঘূর্ণিত হইতে (যে অর্থে গাড়ী হইয়াছে, চাঃ ৪৯৮ পৃঃ)। বাঙ্গালার গড় ধাতু (শব্দকোষ)। পশ্চাৎ হইতে ঘুরিয়া ধরণী অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিল, এই অর্থ।

২৪। মজি.—সং-মস্‌জ্‌ ধাতু+ক্ত=মগ্ন। এই মূল ধাতু হইতে মজ ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। মগ্ন হই, অর্থ।

২৭। যাই.—সং-যাতি—যাই। সমাপিকা ক্রিয়া, যেমন সং-ভবতি হইতে প্রাঃ—হোই (=হয়)। এই জাতীয় ক্রিয়ার প্রয়োগ এই পদে আরও আছে, যথা—পড়ি (২০শ পঙ্‌ক্তি)।

২৮। তভু.—সং-তর্হি, তদা হইতে দ স্থানে ব হইয়া তবে। তবে+(অপি-জাত) ও=তবেও—তবু (তু°—হিঃ—তভী)—তভু; তথাপি (শব্দকোষ)।

৩০। লক্ষ্মীর সহিত কথোপকথন কবির নূতন সৃষ্টি; ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে নাই।

[৫]

পুরবি-রাগ

কহে বসুমতী লক্ষ্মীর [১] আদেশে
শুনেন শ্রবণ ভরি।
"অসুরের ভার সহিতে নারিঞা
আইল এ সুরপুরী ॥
মুঞি নহু গাভী অবলা জনম
মোর নাম বসুন্ধরা।
অসুর দুর্গতি দেখি বিপরীতি
* আইলু ত্বরা [২] ॥
দুর্গতি নাশিতে আর কেবা আছে
গোলক-ঈশ্বর বই।
তেঞি সে আইলুঁ প্রভুর গোচর
সকল বেদনা কই।"
একথা শুনিতে লক্ষ্মী মহাদেবী
দয়া উপজিল তায়।—
"সকলি সফল করিব তোমার
কোনহুঁ না হব দায় ॥
প্রভু দয়াময় [৩] গুণের সাগর
এ তিন ভুবন-দাতা।
তেহ সে করিব তুমার তারণ
পতিত পাবন-কর্ত্তা ॥
চিন্তা না করিহ খেনেক থাকিহ
প্রভুর নিদ্রায়ে মন।
নিদ্রাভঙ্গ হলে সব নিবেদিবে"—
দীন চণ্ডীদাসে [৪] কন ॥

পুথির পাঠ:—

১ লক্ষির ২ তরা ৩ দয়াময়া
৪ দিন চণ্ডিদাস

টীকা

পং ৩। নারিঞা:—সং-পার্ ধাতু সামর্থ্য অর্থে। ন+পার=ন+আর=নার, অক্ষমার্থে। নার+অসমাপিকা (বৈদিক-ত্বান—সং-ত্বা এবং—য—প্রা—ইঅ-জাত) ইয়া প্রত্যয়=নারিয়া, বা নারিঞা (প্রাচীনরূপ) (চা, ৫২২, ১০১০; শূঃ পুঃ, ২৭)। তু'—আসামী নোবারি, চট্টগ্রামে—নারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—"আন কাম আহ্মে করিতেঁ নারী"—(১৯১ পৃঃ)।

৪। আইল:—সং-আ—য়া ধাতু আগমনে। অতীত কালবাচক ক্ত প্রত্যয়ান্ত আয়াত হইতে বাং—আইল। তু'—হিন্দী—আয়া (শব্দকোষ)। অথবা—আ—য়া ধাতু+ক্ত=আয়াত,+ইল=আইল (চা, ১০৪৬ পৃঃ)।

৫। নহু:—সং—ভূ ধাতুর লটের ভবতি স্থানে পালিতে হোতি; তাহা হইতে উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী এবং প্রাচীন বাঙ্গালায়, হো, বা হু, এবং আধুনিক হ ধাতু। সং-ন+বাং হো, বা হু=নহুঁ; অর্থ—আমি হই না; অথবা ন+হউঁ (অহম্—অহকম্—হকম্—হউঁ, চা, ৩১৩ পৃঃ)=নহুঁ; পুথিতে চন্দ্রবিন্দুর অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে—"পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উডী পড়ি যাওঁ" (৮১ পৃঃ)।

৮। আইলুঁ:—আইল+(উক্তরূপ হউঁ-জাত) উঁ=আইলুঁ (পুথিতে চন্দ্রবিন্দুর অভাব আছে)।

৯। আর:—সং—অপর—অঅর—আর।

১০। বই:—সং—ব্যতীত, প্রা'—বই-অ=বাং—বই।

১১। তেঞি:—সং—তদ্ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে পালি এবং প্রাকৃত রূপ তেহি, বা তেহিঁ; তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় তেঁই, তেঞি, বা তেই, আধুনিক তাই (শব্দকোষ)। অথবা সং-তেন+হি হইতে তেঁই (চা, ৮২৫ পৃঃ) অর্থ তজ্জন্য, সেহেতু।

১২। সং—কথ ধাতু হইতে থ স্থানে হ হইয়া বাং—কহ, এবং হ লোপে ক ধাতু। ক+উত্তম পুরুষে (-মি-জাত) ই=কই (চা, ৯৩৫; শব্দকোষ)।

১৪। তায়:—সং—তদ্ শব্দের বাঙ্গালা রূপ তা। ইহার সহিত ষষ্ঠী বিভক্তির (সং অ-স্য হইতে আ+খলু জাত নিশ্চয়ার্থক হ=) আহ যোগে তাহ—তাহা। ইহা মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়া তাহার সহিত দ্বিতীয়া বা

চতুর্থীর য় বিভক্তি যোগে তাহায়—তায় (চা, ৭৫১-৫২ ; ৮২২ পৃঃ)।

১৬। কোনহুঁ :—সং—কিম্ শব্দ (—জাত কিমপি, কস্মিংশ্চিৎ) হইতে হিন্দী কৌন, উড়িয়া কৌনসি—বাং কোন (শব্দকোষ)। অথবা —কঃ পুনঃ -কবণ—কোন (চা, ৮৪২ পৃঃ)। কোন+(সং—উম্ জাত) উঁ (যাহা হুঁ রূপে লিখিত হয়)=কোনহু (শব্দকোষ)। অথবা—কোন+(নিশ্চয়ার্থক খলু-জাত) হ+ অপি-জাত) ও= কোনহো—কোনহু—কোনহুঁ।

১৭। তেহ :—সং—তদ্ শব্দের বহুবচনে তে+(নিশ্চয়ার্থক) হ=তেহ (শব্দকোষ)। অথবা সং—তদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে তৃতীয়ার একবচনের তেন হইতে তেঁ বা তাঁ (যাহা হইতে বাঙ্গালায় তিনি আসিয়াছে)। যাবতীয় সর্ব্বনামে সম্ভ্রমার্থক চন্দ্রবিন্দুর উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে (ভাষাতত্ত্ব, ১০৫ পৃঃ)। হ-কারের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ষষ্ঠীর একবচনের—অ-স্য স্থানে প্রাকৃতে বিকল্পে—আহ-অগু পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ; তাহা হইতে হ-কারের উৎপত্তি হইতে পারে ; অথবা সপ্তমীর হ (যেমন—সং-ইধ-জাত ইহ) হইতে, অথবা তৃতীয়ার বহুবচনের ভিঃ (হি, হ) হইতে, অথবা—নিশ্চয়ার্থক খলু (খু—হু—হো—) হইতেও হ হইতে পারে (চা, ৭৫১-৫২ ; ৮২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই হ যাহা, তাহা, কাহা ইত্যাদি সর্ব্বনামের রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

[৬]

রাগ সুই

ঐছন ধরণী তিলেক দাণ্ডাই
ব্রহ্মার পলক-ছায়া।
চৌদ্দ মন্বন্তর [১] গেলা কত যুগ
জেমত বিশ্বক কায়া॥
হেনক সমএ প্রভু ভগবান্
নিদ্রাএ উঠিল পুনি।
আখি কচালিয়া প্রিয়া[২]পানে চায়া
কহেন মধুর বাণী॥
ভৃঙ্গারের [৩] জল আনি জুগাইল
সেই লক্ষ্মী দেবরাণী।
কর জোড় করি কহিতে লাগিলা
সেই সে গাভী রাণী॥
কটাক্ষ[৪] ইঙ্গিতে চাহি দয়াময়—
"কেনবা আইলে হেথা ?"
কহিতে লাগল সকল বৃত্তান্ত[৫]
পুরব কাহিনী-কথা॥
কহেন ধরণী— "শুন,—" চক্রপাণি
হাসিয়া মুদিলা আখি।
ধিয়ানে জানল সকল বৃত্তান্ত
পাইল অসুর সাখি॥
সত্য ত্রেতা গেল দ্বাপর হইল
তিন জন্ম গতি প্রায়।
কংস দ্বাপরে জন্ম, মুক্তি[৬] লাগি
আপন স্বভাবে[৭] ধায়॥
" 'পুন মুক্ত হব,' পুরুব কাহিনী
আমার বচন আছে।"
জানিঞা সকল প্রভু গদাধর
পুন সে কারণ পুছে॥
"কহ, বসুমতি কি তোর দুর্গতি
শ্রবণ ভরিয়া শুনি।"
কহে চণ্ডীদাস[৮]— "কহ, বসুমতি
পুরুব-বৃত্তান্ত বাণী॥"

পুথির পাঠ :—

১ চোদ্দ মন্নন্তর ২ প্রিয়্যা ৩ ভ্রিঙ্গারের ৪ কটাক্ষ্য ৫ বির্ত্ত্যান্ত এবং পরে ৬ মুক্ত ৭ সভাবে ৮ চণ্ডিদাষ

টীকা

পং ১-৬।—লক্ষ্মী কাল বিভাগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে এখন কৃষ্ণাবতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় সকল পুরাণেই এই জাতীয় আলোচনা দৃষ্ট হয় (বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার সারমর্ম্ম এইরূপে লিখিত হইয়াছে—

ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগ জানি।
এই চারি যুগে "দিব্য এক যুগ" মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
আদির তৃতীয়ে।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে পার্থিব বৎসরের গণনায় এক মন্বন্তরের পরিমাণ ত্রিংশৎ কোটি সপ্তষষ্টিলক্ষ বিংশতিসহস্র বৎসর; এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন হয় (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩।১৭-২০)। আবার, পঞ্চদশ নিমেষকে (পলককে) এক কাষ্ঠা কহে, তাহার ৩০ কাষ্ঠাতে ১ কলা, ৩০ কলাতে এক ঘটিকা, ২ ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ৩০ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয়। (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩।৭-৯)। অতএব ব্রহ্মার এক পলকে আমাদের অনেক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়। লক্ষ্মী বলিতেছেন যে এখন ব্রহ্মার এক পলক পড়িয়াছে, ইহা ভগবানের প্রকট বিহারের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে।

তিলেক।—তিল+এক=তিলেক নিপাতনে মতান্তরে অন্ত্য অকার বর্জ্জিত উচ্চারণের দরুন তিল্+এক =তিলেক, তু—বারেক, ক্ষণেক, ইত্যাদি)। তাম্রীর ছিদ্রপথে ৩২ তোলা জল প্রবেশ করিলে এক পল সময় হয়। অসংখ্য তিলে এক তোলা হয়; সুতরাং এক তিল সময় অত্যল্প সময় (শব্দকোষ)।

বিশ্বক কায়া।—সং-বিশ্ব—পরিমাণ বিশেষ, এক তিসীর ওজন; ২০ বিশ্বাতে ১ রতি (শব্দকোষ)। এই বিশ্ব+ক (ষষ্ঠী-বিভক্তি জ্ঞাপক)=বিশ্বক। সং-কার্য্য মতান্তরে কৃত হইতে প্রাচীন সম্বন্ধবাচক কেরক, কের, এর, ক প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন প্রয়োগে—'যমুনাক তীর' (কৃঃ কীঃ, ৩০৭ পৃঃ)। বিশ্বক অর্থ বিশ্বের; তাহার কায়া, অর্থাৎ বিশ্বক পরিমাণ, তিলমাত্রে। বীমস্ ২।২৮৬-৭; চা, ৭৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হেনক :—বৈদিক এনা—এইরূপ? অথবা, এমন—তেমন—হেন। কিংবা সে-মন্ত—সেমন—হেমন—হেন (শব্দকোষ)। অথবা—অপভ্রংশ প্রাকৃত হিম্মি, হেম্ম (এবং অনেন) হইতে; এই প্রকার; (কৃঃ কীঃ, টীকা ৪০৫ পৃঃ)। হেন+স্বার্থে ক=হেনক। ১ম ও ১৪ শ পদের টীকাও দ্রষ্টব্য)।

নিদ্রাএ :—সপ্তমীতে ব্যবহৃত—তে বিভক্তি প্রাচীন—অন্তঃ+-ধি হইতে অন্তহি হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। মতান্তরে, সং—তস (পঞ্চমীর) হইতে—তে। এই —তে পরে অপাদানার্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন,—আন্ধাতে চাহসি বাঁশী—কৃঃ কীঃ, ৩২৬ পৃঃ। এইরূপে নিদ্রাতে—নিদ্রাএ। বীমস্ ২।২৭৩; চা, ৭৫০-১ পৃঃ)। প্রাকৃতে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পঞ্চমীতে এ বিভক্তির প্রয়োগ আছে।

পুনি :—প্রতি কল্লান্তেই ভগবান্ এইরূপ নিদ্রাগত হন বলিয়া।

কচালিয়া :—সং—কচ্ ধাতু দীপ্তি পাওয়া অর্থে। ঘর্ষণে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া কচ্ ধাতু পরবর্ত্তী কালে ঘর্ষণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, যেমন, কচালন, এবং বর্ণ-বিপর্য্যয়ে চটকান। তু—"দুই হাতে কচালিয়া ওষধি করিল গুঁড়া (কৃত্তিঃ

১৯। ধিয়ানে :—সং-ধ্যান হইতে (অন্তস্থবর্ণ য স্থানে ইয় করিয়া) ধিয়ান।

জানল :—সং-জ্ঞা ধাতু হইতে বাঙ্গালায় জ্ঞাতার্থক জান ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে (শব্দকোষ) জান+অতীত কালবাচক—ল বিভক্তি যোগে জানল।

২০। সাখি :—সং—সাক্ষি শব্দজ। সহ—অক্ষি

প্রত্যক্ষদর্শনার্থে। ধ্যানে অসুরগণের বিবরণ প্রত্যক্ষ করিলেন, ইহাই অর্থ।

২১-২২। সং—গম্+(অতীত কালবাচক) ক্ত= গত ; গত+ই (অপি—বি—ই)=গতি, অর্থ গতই।

২৩। আমার জন্ম, এবং তাহার মুক্তি।

২৫-২৬। কালনেমিবধের পরে বিষ্ণু দেবগণকে বলিয়াছিলেন—"যৎকালে দানবগণ হইতে উৎকট ভয় হইবে, তখন আমি অবিলম্বে আসিয়া তাহা হইতে অভয় বিধান করিব" (হরিবংশ, ১।৪৮।৮২)।

অথবা—"যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব," ইত্যাদি (হরিবংশ, ১।৪১।১৪, ১৭)।

অথবা—"ভগবান্ বাসুদেব ভৃগুমুনির শাপচ্ছলে মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন" (লিঙ্গপু', ১।৬৯।৪৭)।

অথবা—কংস-কারাগারে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবান্ দেবকীকে বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্ব জন্মে তুমি পৃশ্নি এবং বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। কঠোর তপস্যায় আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করাতে আমি তোমাদের এই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি" (ভাঃ, ১০।৩।২৮-৩১)।

২৮। পুছে :—সং—প্রচ্ছ—প্রাকৃত—পুচ্ছ—বাং—পুছ। সং—পৃচ্ছতি—প্রা—পুচ্ছই—বাং—পুছে।

[৭]

শ্রীনট

কহে বসুমতি— "শুন প্রাণপতি,
অসুর প্রবল বড়ি।
ব্রহ্মার জতেক সৃষ্টি[১] আদি করি
সকল করএ ডেড়ি॥
যজ্ঞ দান ব্রত আর কত শত
সৃজন[১] করএ বাদ।
সিংহ বনে আন নাহি জানে কেন
পুরএ সিংহের নাদ॥
তপ ছাড়ি জোগী হইয়া বিয়োগী[২]
কানন ছাড়িয়া ধাএ।
দুষ্ট কংস হর্ষে[৩] বুলএ ফিরিয়া[৪]
দেখে মহাভয় পাএ॥
অসুরের ভয়ে জাই রসাতলে
শুনহ গোলোক[৫] হরি।
রাখ, প্রাণনাথ, জে হয় উচিত
এই নিবেদন করি॥
তুমি দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু
অগতিগতির পার।
তুমি পরাৎপর দিন নিশি কাল
খেচর-মুরতি[৬] সার॥
তুমি আদি অন্ত আকাশ-মণ্ডল
তোমাতে নাটক-ছায়া।
নিশানিশী জত কালমূর্ত্তি জত
তোমাতে পশিঅা মায়া॥
তুমি চন্দ্র সূর্য্য অনাদি পুরুষ
আকার মণ্ডলা কায়া।
তব লোম-কূপে যাওয়া আসা করে[৭]
কোটি[৮] ব্রহ্মাণ্ড-ছায়া॥
তুমি সে সৃজন— পুরুষ-ভূষণ[৯]
তুমি সে দেবের মূল।"
চণ্ডীদাসে বলে— "তার অবহেলে
অতি দুঃখ কর দূর॥"

পুথির পাঠ :—

১ শ্রীষ্টি, শ্রিজ্জন ২ বিওগি ৩ হর্ষ্যে
৪ ফিরিয়্যা ৫ গোলক ৬ মুরতি
৭ জাওা এস্যা করে ৮ কোটি কোটি ৯ ভূসন

টীকা

পং ২। বড়ি:—সং—বৃধ্ ধাতুজাত বৃদ্ধি হইতে বড়ি, অতিশয়ার্থে (শব্দকোষ)। অথবা—সং—বড্র (যাহা হইতে বড্র—বড্ড, বিপুলার্থে), কিন্তু সম্ভবতঃ বট (বটতি বেষ্টতে চিরং তিষ্ঠতি বা বটঃ—অমরকোষ, টীকা; যেমন বট গাছ = বড় গাছ), অথবা বৃত হইতে বড় (চাঃ ৪৯৬ পৃঃ, এবং শব্দকোষ)। বড়+ই (অপি-জাত)=বড়ি (৪র্থ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪। ডেড়ি—গ্রাম্যশব্দ, তু°-হি°-ঢোড়া—বৃথাদৃপ্ত: ঢোঁড়া সাপ—সাপ বটে, কিন্তু বিষহীন; ঢেড়ো হবে—কিছুই হবে না। বোধ হয় এই শব্দটির মূলরূপ ঢাঁড়য়া (শব্দকোষ)। তাহা হইতে ঢেড়+বিশেষণে ই=ডেড়ি, পণ্ড, নষ্ট এই অর্থে। তু°—"কুজ্ঞানী এই বুড়ী কার্য্য কৈল ডেড়ি"—(অন্নদামঙ্গল)।

৫-১২। কংসের আশ্রিত অসুরগণের উক্তিতে এইরূপ অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়—"দেবতাদিগের মূল বিষ্ণু, ঐ বিষ্ণু যেখানে অনাদিসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সেইখানে থাকেন। সেই ধর্ম্মের মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা, এবং দক্ষিণাসমেত যজ্ঞ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বেদবাদী তপস্বী এবং যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণদিগকে, তথা ঘৃতদোহনকারিণী গাভীদিগকে বধ করা যাউক" (ভাঃ ১০।৪।২৮)। পদ্মপুরাণে ধরণীর উক্তি—"রাক্ষসগণ জগতের সকল ধর্ম্মকর্ম্ম ধ্বংস করিতেছে," ইত্যাদি (উত্তর খঃ, ৬০।১৫)।

অন্যত্র কংস দৈত্যগণকে বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং যাগশীল আছে, দেবগণের অপকারের জন্য সর্ব্বদা তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।৪।১১)।

সিংহ বিনে আন, ইত্যাদি। তুলনীয়—কংসের বিশেষণ "সিংহবিস্পষ্টবিক্রমং" (হরিবংশ, ১।৫৪।৬৫); সতত সিংহবলদৃপ্ত ইত্যর্থ।

পূরয়ে:—চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করে।

বুলয়ে:—সং—বল্ ধাতু সঞ্চরণে। বোধ হয় সং—ব্রু ধাতু রূপান্তরে বল হইয়াছে (শব্দকোষ)। বুলয়ে=বিচরণ করে। তু°—"উড়িতে উড়িতে পক্ষ বুলে স্বচ্ছন্দভরে"—(শূঃ পুঃ, ৯ পৃঃ)। "সঙ্গে কেহে লঙ্কা বুল নাতিনিখানী"—(কৃঃ কীঃ, ১১ পৃঃ)।

১৩-৩০। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বসুমতী কর্ত্তৃক বিষ্ণু-স্তবের উল্লেখ নাই। উক্ত দুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মাই বসুমতী ও দেবগণের পক্ষে বিষ্ণুকে স্তব করিয়াছিলেন। বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত বিষ্ণুর স্তব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দীন চণ্ডীদাস এই স্তব রচনা করিয়াছেন।

অগতিগতির পার:—তু°—"নারায়ণঃ পরা গতিঃ," এবং —"পরায়ণং ত্বাং জগতামুপৈতি, ভারাবতারার্থমপারসারম্" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।১।৫৬), অর্থাৎ—"পৃথিবী অপারসার এবং জগতের একমাত্র গতি তোমার নিকট আগমন করিয়াছে।"

পরাৎপর:—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, যাহার পর আর কিছুই নাই। বিষ্ণুর পরাৎপর আখ্যা বিষ্ণুপুরাণের ৫।১।৩৯, ১।২।১০, প্রভৃতি শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

দিন নিশি কাল। "বিষ্ণুর যে রূপ কর্ত্তৃক প্রধান এবং পুরুষ এই উভয় রূপ সৃষ্টি-সময়ে পরস্পর সংযোজিত, এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হয় তাহার নাম কাল।" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।২৪)। এজন্য বিষ্ণুকে কালরূপ ভগবান্ বলা হয় (ঐ, ১।২।২৬-২৭)। ভাগবতেও বলা হইয়াছে—"তিনিই কাল-রূপে সকল বাহ্যজগতের মৃত্যুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন" (ভাঃ, ১০।১।৭)। "কল্পান্তে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে ভগবান্ নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া ব্রাহ্ম রাত্রি যাপন করেন। তদন্তে প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় সৃষ্টি করেন" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৬০-৬১; ১।৩।২২-২৩, ইত্যাদি)। অতএব ভগবানের ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপই দিবা এবং রাত্রি, ইহাই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সংজ্ঞক; তাঁহার কালরূপ প্রলয় কালেও বর্ত্তমান থাকে (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।২৭ ইত্যাদি)। এজন্যই বলা হয় যে "পরম ব্রহ্মের প্রথমরূপ পুরুষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এবং চতুর্থরূপ কাল (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।১৫)। এখানে দিন-রাত্রি কালদ্বারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি বুঝাইতেছে। খেচর শিবের এক নাম। বিষ্ণুই সৃষ্টিরূপে ব্রহ্মা, এবং প্রলয়-রূপে শিব নামে কথিত হন (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৫৭-৫৯)। এজন্য বিষ্ণুস্তোত্রে বলা হইয়াছে—"নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।২)। এখানে বিষ্ণুর প্রলয়-মূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আকাশ-মণ্ডল :—তু°—"এই অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত" (বিষ্ণুঃ, ১।৪।৩৭)।

তোমাতে নাটক ছায়া :—মায়ানাটকরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"তোমার রূপ অত্যন্ত নির্ম্মল, কিন্তু ভ্রান্তিদর্শনে তাহা দৃশ্যরূপে প্রকটিত হয়" (ঐ, ১।২।৬)। ইহাই শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব। তু°—"জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ যতঃ, তদ্ ব্রহ্মেতি" ইত্যাদি (ব্রহ্মসূত্র, ২৭৩ পৃঃ)।

তোমাতে পশিয়া মায়া। তু—"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ" (ভাঃ, ১০।১।২১), অর্থাৎ ভগবতী-রূপিণী বিষ্ণুমায়া দ্বারা সমগ্র জগৎ বিমোহিত হইয়া আছে। ইনিই মহামায়া বা যোগনিদ্রা বলিয়া কথিত হন (ভাঃ, ১০।২।৭-৯)। বিষ্ণুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইনি কন্যারূপে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (পরে দ্রষ্টব্য)। অথবা, ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী প্রকৃতি পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৪।৩৮)। পশিয়া=প্রবিষ্ট হইয়া (৮ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

তুমি চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি। তু—"সূর্য্যাদি গ্রহ, তারা নক্ষত্রময় অখিল জগৎ তুমি" (বিষ্ণু পুঃ, ১।৪।২৩)।

আকার মণ্ডলাকায়া। "মহদাদি বিশেষান্ত সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। বিষ্ণুর উত্তম সংস্থান-ভূত জলবুদ্‌বুদবৎ বর্ত্তুলাকার ঐ অণ্ডে বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্যবস্থিত হইলেন" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৫০-৫২)। তুমি ব্যক্তরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, ইহাই বক্তব্য। বাঙ্গালায় ছায়ার অনুকরণে কায়া শব্দটী আকারান্ত হইয়া গিয়াছে।

তবলোমকূপে ইত্যাদি। তু°—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় যাহার রোমকূপে গৃহের গবাক্ষের ন্যায় যাতায়াত করে" ইত্যাদি (ভাঃ, ১০।১৪।১১ ; এবং ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৮; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, জন্মখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ১১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এবং তু —

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥
(চৈঃ চঃ, আদির পঞ্চমে)

[৮]

শ্রীপটমঞ্জরি

এ কথা শুনিঞা হাসিআ শ্রীহরি
কহিতে লাগল শুনি।
"ইহার উপায় রচিব সকল
নিজস্থানে জাহ তুমি।"
ধরণীরে তুসি বৈকণ্ঠ-ইশ্বর
ছাড়িআ নিশ্বাষ নাসা।
তাহে উপজিল এক নিরমল
রূপসী সুন্দরী পাসা॥
অতি অনুপাম ভুবন-ভুবন [১]
নাহিক তোলনা দিতে।
লাখবান সোনা [২] তপত বরণা
দেব বিদ্যাধরা জিতে॥
নয়ন খঞ্জন ওষ্ঠ রাতাসম
দশন কুন্দের কলি।
তাহাই দেখিআ ফুলের ভরমে
উড়িআ পড়িছে অলি।
বিম্ব যুগ [৩] দেখি কির সুকপাখী
সে জে [৪] খাইতে চাহে।
উড়ি উড়ি ফিরে ফলের ভরমে
ওষ্ঠ ঠোকারিয়া জাএ।
নিবিড় নিতম্ব করি-অরি জিনি
কিবা সে নাহুর টাল।
চরণ যুগল যেমন তঙ্গুল
দিন চণ্ডিদাসে গান।

পুথির পাঠ :-

[১] "ভুলন" হইতে পারে [২] সনা
[৩] বিম্ব যুগ [৪] জ

টীকা

পং ৬। ছাড়িআ=ছাড়িলা, ত্যাগ করিলা। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণগুলি মধ্যযুগে অতীত কালবাচক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইত, যেমন অশোকলিপিতে "দ্বে চিকিছা কতা" (কৃতা)। এই -ত, বা -ইত পরবর্ত্তী কালে -অ, -ইঅ এবং অতীত কালবাচক বিভক্তি 'ল'তে পরিণত হইয়াছে। যেমন সং—দৃষ্ট=পাঞ্জাবী—দেক্‌খিঅ =হিন্দি দেখ্যা, দেখা=বাং দেখিল (চা, ৯৮-২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ সং—উৎ—সারি (দূরীকরণে)+ক্ত =উৎসারিত—ছাড়িঅ (ছাড়িল) + সমাপ্ত্যর্থে আ =ছাড়িআ।

৭-৮। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার নিবেদন শুনিয়াই ভগবান্ বৈষ্ণবীমায়াকে আহ্বান করিয়াছিলেন (ভাঃ, ১০।১।২১; বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭০)। এই মায়া সৃষ্টির আদিকালেই উদ্ভূতা হইয়াছিলেন, এখন কংসবধের হেতু উপস্থিত হইলে ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস এখানেই বিষ্ণুর নিশ্বাস হইতে তাঁহার জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় হরিবংশের (২।৪।১০) "বিষ্ণোঃ শরীরজাং নিদ্রাং", এইরূপ উক্তি হইতে কবির এই পরিকল্পনা।

পাসা:—সং—পশ্+ঘঞ্=পাশ; রজ্জু, দড়ি; যেমন, —বরুণের পাশ। কেশবাচক শব্দের পরে ইহা গুচ্ছ অর্থ প্রকাশ করে, যেমন,—কেশপাশ। এখানে বোধ হয় সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমষ্টি-গঠিত মূর্ত্তি (পরবর্ত্তী বর্ণনা দ্রষ্টব্য) বুঝাইতেছে। অথবা, সুন্দরীগণের ফাঁস স্বরূপিণী, অর্থাৎ সুন্দরীকুলগর্ব্বনাশিনী।

৯। ভুবন ভুবন। ভুবন-ভুলন কি? নতুবা, পুনরুক্তি বহুবচন-বোধক, অর্থ—সারা বিশ্বে।

১১। লাখবান সোনা। সং-বর্ণ—প্রাঃ বন্ন—বান দাহজনিত স্বর্ণের উজ্জ্বলতা। (তরু, শব্দসূচী, ৭৬ পৃঃ) সোনা গলাইয়া তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হয় এইরূপে লক্ষবার বিশুদ্ধীকৃত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট অথবা—সং-বর্ণ ধাতু বিস্তারে, উদ্‌যোগে; -ণিচ্— বনা। তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'বানাই' অর্থ প্রস্তুত করি। (শব্দকোষ)। লক্ষবারে প্রস্তুত হইয়াছে যে স্বর্ণ, এই অর্থে।

তু°—"লাখবান কাঞ্চন জিনি," (তরু, পদ-সং ২৬৭)।
"বরণ কাঞ্চন এ দশবান," (ঐ, পদ-সং ৪১)

তপত বরণা। উক্তরূপ লাখবান স্বর্ণ গলিত অবস্থায় যেরূপ দেখায়, সেইরূপ বর্ণবিশিষ্টা।

১৩। নয়ন খঞ্জন। গঠন-পারিপাট্য ও গমনভঙ্গীর জন্য কবিগণ খঞ্জন পক্ষীর সহিত সুন্দরীগণের চক্ষু ও গমনের তুলনা করিয়া থাকেন।

তু°—"নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরিটা" (তরু, পদ-সং ২৪৬৮)।
"খঞ্জন লোচন তার" (চণ্ডীদাস, ৮ পৃঃ)।

ওষ্ঠ রাতা সম। রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় অধর।

তু°—"রাতা উৎপল, অধর যুগল" (তরু, পদ-সং ২১)। রক্তোৎপল হইতে রাতা।

১৪। ভরমে। সং-ভ্রম—ভরম।

১৬-১৭। বিল্বযুগ ইত্যাদি। বিল্বযুগ=স্তনদ্বয়।

তু°—"অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর" (বিদ্যাপতি, পদ-সং ৮)।

কিরু সুকপাখী: সং-কীট হইতে কীড়, কিড়, কিড়া, কির, কীর (শব্দকোষ, এবং তরু), যেমন—"কিড়ারূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশ" (তরু, পদ-সং ৩০৯৬)। পদকল্পতরুর ব্যাখ্যায় টিয়াপাখী নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শুকপাখী অর্থও টিয়াপাখী, সংস্কৃতে কীর=শুকপাখী, অতএব এখানে দুইবার টিয়াপাখীর উল্লেখ কল্পনা না করিয়া, কীট, এবং টিয়াপাখী এইরূপ অর্থই গ্রহণীয়। অথবা, যেই কির সেই শুকপাখী, এই ভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

তু°—দাড়িম ভরমে পয়োধর উপরে
পড়লহুঁ কীর লোভাই।
(তরু, পদ-সং ২৪৪)।

সে জে। নির্দ্দেশার্থে, যেমন—"সে যে নাগর গুণধাম" (তরু, পদ-সং ৯৪)।

২১। নিবিড় নিতম্ব ইত্যাদি। তু°—"গুরু নিতম্ব" ইত্যাদি (বিদ্যাপতি, পদ-সং ৮) এবং—

মাজা যে ডম্বরু সিংহিনী আকার
নিতম্ব বিমান চাক। (চণ্ডীঃ, ৭ পৃঃ।)

জিনি:—সং—জিত শব্দ হইতে জিন। জিনি=পরাজিত করিয়া। তু°—"কে জিনিল কে হারিল." (মেঘনাদবধ)।

২২। টাল:—সং—নিস্তল হইতে নিটল, নিটোল (বর্তুলং নিস্তলং বৃত্তং—অমরঃ)। তু°—হি°- টোল, (সভা, মণ্ডলী)। এই অর্থে পণ্ডিতের টোল, এবং স্থানের নামে টুলী, বা টোলা ব্যবহৃত হয় (শব্দকোষ)। এখানে টাল শব্দে বাহুর বতু'লাকার গঠন-পারিপাট্য নির্দ্দেশ করিতেছে।

তু°—"আজানু-লম্বিত করিবর শুণ্ডিত
কনক ভুজ যে সাজে (চণ্ডী, ৭ পৃঃ।)

ইহাকেই "বিনোদ বলন" (তরু, সং-পদ ১৫৩২) বলে।

২৩। তু°—"চরণ যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
(চণ্ডীঃ, ১১ পৃঃ।)

এবং-
"চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিঙ্গুল দলিয়া যৈছে।
(ঐ, ১৯ পৃঃ।)

বারাড়ি

দেখিআ মুরুতি জগতের পতি
চাহেন লক্ষ্মীর পানে।
কর জোড় করি কহেন প্রেয়সী ¹—
"কহ প্রভু কোন্ কামে ?"
কহে ভগবান্- "শুনহ বচন
হইল নিশ্বাস এক।
তাহে উপজল এই সে রূপসী
আগে দেখ পরতেক॥
এমন রূপসী কাহে সমর্পিব
ইহাই ভাবিএ মনে।"
হাসি লক্ষ্মীদেবী সরস হইআ
চাহেন চরণ পানে॥
"ইহার উপায় এক নিবেদিএ
শুনহ কমল-আঁখি।
ইহার বরণ করিতে আছয়
সকল ভাবিএ দেখি।"
প্রভুর ইঙ্গিত পাইআ প্রেয়সী ²
জানল সফলী কাজ।
"ইহারে বরণ করাহ কারণ
আছে এক দেবরাজ॥
ভোলা মহেশ্বর কৈলাস-ঈশ্বর
ইহারে বরণ করি।"
লক্ষ্মীর বচন কমল লোচন
লইল মানসপুরি ³।
চণ্ডিদাস বলে "অদ্ভুত কথা
বড়ই বিষম কথা।
এ সব কাহিনী দশমে না পাবে
আনহু পুরাণে জাতা॥"

পুথির পাঠ :—

¹ পিঅসি ² পিঅসি ³ মনসপুরি

টীকা

পং ৪। কামে। সং-কর্ম্ম—কম্ম—কাম। কোন্ কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ ? অথবা—কামনা হইতে, যেমন পূর্ণকাম: অর্থ—কি অভিপ্রায়ে, কি জন্য ?

৬। নিশ্বাসে=কর্ত্তৃকারকে এ বিভক্তি।

৮। পরতেক=প্রত্যক্ষ।

১৯। করাহ-কারণ। করিবার জন্য। মাগধী এবং সৌরসেনী প্রাকৃতে সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নরূপে

—আহ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। (তু°—প্রাচীন বাঙ্গালায় তাহ, তাহা, ইত্যাদি)—এইরূপে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কর+আহ=করাহ (চা, ৭৫১-২ পৃঃ)।

২১-২২। এই বিষ্ণুমায়াই পরবর্ত্তীকালে শিবানী কার্ত্তিকেয়ের জননীরূপে জগতে পূজিত হইয়াছেন বলিয়া কবির এই পরিকল্পনা (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায়, এবং ২০শ পদের [illegible]শ পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৭-২৮। ধরণীর প্রার্থনার সময়ে যে মায়াদেবী জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, তাহা ৮ম পদব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। কবিও বলিতেছেন যে, তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে ইহা গ্রহণ করেন নাই, অন্য কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য।

আনহু :—সং—অন্য—অন্ন—আন। আন+হ+উ= আনহু (৫ম পদের টীকায় "কোনহু" দ্রষ্টব্য)।

কানড়া

সিদ্ধ পুরাণে ব্যাসের [১] বর্ণনে
এ সব কাহিনী আছে।
শ্রীভাগবতে না পাবে দেখিতে
এ কথা কহিব পাছে ॥

কমল লোচন জানিআ কারণ
মুদিল নয়ন দুটি।
হেনক সময়ে [২] ব্রহ্মা শূলপাণি
আইল নিকট লুটি [৩] ॥

ব্রহ্মারুদ্রে পহু বসাই হরষে
কহেন মধুর বাণী।
"ভাল হইল দুহে আইলে এথাই [৪]
শুন ব্রহ্মা শূলপাণি ॥

অই [৫] দেখ আগে আল্য বসুমতী
শ্রবন করিল অতি।
অসুরের ভার সহিতে নারিআ [৬]
ক্ষীরোদে [৭] আইলা ইথি ॥
কংস ধ্বংস করে সকল সৃজন [৮]
জন্তু ব্রত জত হিংসে।
অতি দুরাচার করে অবিচার
সেই সে অসুর কংসে ॥
নানা পীড়া পাএ ব্রতী ব্রত জত
সৃজন করএ বাদ।
নানা রূপে ফিরে অসুর-দলন
পুরিত সিংহের নাদ।"
চণ্ডিদাস বলে— "বড়ই বিপাক,
অসুর করএ বল।
ধরণী ধরিএ পশিএ পাতালে
জেন করে টল বল।"

পুথির পাঠ

[১] বাসের [২] সমত্তে [৩] লুটে
[৪] অেথাই [৫] আোই [৬] নারিঅ্যা
[৭] খিরদে [৮] শ্রীজন, এবং পরে

টীকা

পং ১। সিদ্ধপুরাণ। অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুরাণাদির নির্ঘণ্টের মধ্যে সিদ্ধপুরাণের নাম পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস যে সকল পুরাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আখ্যায়িকার অংশ-বিশেষ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের উল্লেখ তিনি প্রয়োজন-বোধে মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছেন। ৪৬ সংখ্যক পদেও এইরূপ বিবৃতি আছে। এই রীতি তাঁহার রচনার এক বিশেষত্ব। এখানে "সিদ্ধ" শব্দ কোন বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি?

৯। পহু=প্রভু। তু°—"জয় অদভুত, সো পহু অদ্বৈত" (তরু, পদ-সং ৬)।

১১। এথাই। সং—অত্র—অত্থ—এথা+(সং-হি, বা অপি জাত) ই=এথাই। এই স্থানেই।

১৩। অই :—সং—অদস্ সর্ব্বনামের অনুরূপ প্রাচীন মূল অব+সপ্তমীর—ধি হইতে জাত হি=ওহি—ওই—ওোই—অই (চা, ৮৩৮-৯ পৃঃ)।

১৬। ইথি। সং—এতদ (পালি—এত ; প্রাঃ-এদ) হইতে এত—এ—ই ইত্যাদি মূলের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের অধিকরণের রূপ ইথি বা এথি (তু'—তদ্ শব্দজাত তথি) (চাঃ, ৮৩৪ পৃঃ)। অর্থ, এই স্থানে। অথবা—সং-অত্র—প্রাঃ—এত্থ—ইত্থ—ইথ—ইথি।

১৯। অবেভার :—সং—ব্যবহার=বিঅবহার—বেভার (চা, ৩৫১ পৃঃ)। ন (অ)+বেভার=অবেভার : অর্থ—অনাচার। তু'—"কংস দুরাচার করে অবিচার" (২য় পদ, ৩য় পঙ্‌ক্তি)।

২৭। ধরিএ। সং-ধৃ ধাতু-জাত ধৃত্বা হইতে ধরিঅ—ধরিএ—ধরিয়ে। বাঙ্গালায় ধর ধাতু—"পীড়িত হই, ভারী হই" অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—মাথা ধরা, গলা ধরা, ইত্যাদি (শব্দকোষ)। এখানে এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পইসএ। সং-প্রবিশতি—পইসই—পইসএ। তু'—"মোহিঅ হি ন পইসই" (চর্য্যা, ৭ম)।

[১১]

রাগ সিন্ধুড়া

এ কথা শুনিআ বিরিঞ্চির [১] দেবা
কহিতে লাগিল তাএ [২]।—
"পুরুব কাহিনী অবতার ভেদ [৩]
সেই হল [৪] অভিপ্রায়ে [৫]॥
তিন বর্ণ ভেদ সেই সে আমার
দ্বাপরে লিখিল জেহ।
তার শেষ ভেল জানহ সকল
আসিআ মিলল এহ॥
সত্য ত্রেতা [৬] পরে দ্বাপর ভিতরে
কৃষ্ণ অবতার গণি।
চতুর্ভুজ [৭] জন্ম লখিব জননি
দ্বিভুজ হইব পুনি।
সেই সে লিখিল পুরাণ-কথন
দশম আখ্যান [৮] রাগে।
দ্বিভুজ, মুরলি— বদনে সদালে
করিব ব্রজের ভিতে।
বসুদেব-সুত দৈবকী-নন্দন
পুন সে নন্দের ঘরে।
বেহার করিব ব্রজশিশুসনে
আনন্দকৌতুক-সরে।
ব্রজলীলা যত করিব বেকত
এই অবতার গণি।
এই অবতার লিখি সারোদ্ধার [৯]
ব্যাসের কলম-বাণী॥
ভব বিরিঞ্চির দুহাঁর কথায়ে
পুরুব পড়িল মনে।
কৃষ্ণ-অবতার জনম লভিব
সেই ব্রজভূম-স্থলে॥"
এই সারোদ্ধার করিলা বিচার
কহিতে লাগল তায়।
অপরূপ কথা শুনহ শ্রবণে
দিন চণ্ডিদাসে গায়॥

পুথির পাঠ :—

[১] বিবিচির [২] তাঅে [৩] অবতারা বেদ
[৪] হল্য [৫] অভিপ্রাঅে [৬] সত্ত তেতা
[৭] চতুভুজ [৮] আক্ক্যান [৯] সাহ্নদ্ধার, এবং পরে

টীকা

পং— ; বিরিঞ্চির দেবা। বি—রচ (রচনা করা)+ ইন, কর্তৃবাচ্যে, যিনি সৃষ্টি করেন এই অর্থে সৃষ্টির দেবা (সম্ভ্রমার্থে আ) ; বিষ্ণু।

২। তাএ। ব্রহ্মা ও শিবের উপস্থিতি হেতু উভয়কেই বলিতেছেন বলিয়া কর্মকারকের বহুবচন বোধে তাহাদিগকে। সং—তদ্ শব্দের কর্তৃভিন্নরূপে বাঙ্গালায় তা+(৬ষ্ঠী বিভক্তিবোধক প্রাচীন)—আহ (অথবা সং-খলু—জাত—হ)—তাহ—তাহা (বিশিষ্টার্থে আ যোগে)। ইহাই পরবর্ত্তী কালে মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং বিভক্তি যোগে তাহাকে, তাহাতে, তাএ ইত্যাদি পদের সৃষ্টি করিয়াছে। চা, ৭৫১-২ ; ৮২২ পৃঃ)।

৩-৪। আমার বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্দেশানুযায়ী এখন আমি অবতীর্ণ হইব, এই ইচ্ছা করিয়াছি।

৫-৮। ৩ এবং ৬ সংখ্যক পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

তার শেষ ভেল ইত্যাদি। তু—"নবমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ" (হরিবংশ, ১।৪১।১৬১) ; এবং—

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥
(চৈঃ চঃ, আদির তৃতীয়ে।)

ভেল:—সং—ভূ ধাতু হইতে বাং—ভ ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে। পালিতে এই ভূ স্থানে হ হইয়া হোতি, হোমি ইত্যাদি পদ হইয়াছে ; তাহা হইতে বাঙ্গালায় বর্ত্তমানে হ ধাতু আসিয়াছে। (শব্দকোষ)। অথবা—সং—অস ধাতু হইতে হ, এবং ভূ ধাতু-জাত হো একই অর্থে পরবর্ত্তীকালে মিশিয়া গিয়াছে। ভ+অতীত—ইল=ভইল—ভেল ; অর্থ হ-ইল। (চা, ১০৩৮)।

এহ :—নৈকট্যবোধক নির্দ্দেশক সর্ব্বনাম। এই অর্থ জ্ঞাপক সং—এতদ হইতে বাঙ্গালায় এ ধাতু, এবং ইদম হইতে ই ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদের সহিত প্রাচীন ৬ষ্ঠী বিভক্তি জাত—হ যোগে এহ, বা ইহ, যেমন—সং—এতস্য—এদশ্শ—এঅহ—এহ (চা, ৫৫৫, ৮৩৩পৃঃ)।

১১-১২। দৈবকী দেখিবেন যে, আমি চতুর্ভুজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু পরে আমি দ্বিভুজ হইব। তু—"তৎকালে বসুদেবও সেই পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শ্রীবৎসবক্ষ, কৌস্তুভ মণিভূষিত .... অদ্ভুত বালক দর্শন করিলেন" (ভাঃ, ১০।৩।৮)।

তৎপর—"হরি জনক-জননীকে এইরূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদের সমক্ষেই স্বকীয় রূপ সংবরণ পূর্ব্বক প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করিলেন" (ভাঃ, ১০।৩।৩৬)।

লখিব: সং—লক্ষ্ ধাতু হইতে বাঙ্গালায় লখ ধাতু, এবং—ইতব্যম্-যুক্ত কর্মবাচ্যের ক্রিয়াবিশেষণ হইতে বাঙ্গালায় ভবিষ্যৎ কালবাচক—ইব বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে চা, ৯৬৫-৭ পৃঃ)। লখ+ইব=লখিব। জননী দেখিবেন ইত্যর্থ।

১৩-১৬। দ্বিভুজধারী, মুরলীবদন হইয়া (সখাগণের) দলবল সহ (যে লীলা) ব্রজভূমে করিব, সেই পুরাণ-কথা দশমস্কন্ধ-অনুযায়ী উক্তরূপে লিখিত হইল।

ভিতে :—সং—ভিত্তি হইতে ভিত ; প্রদেশ বা ভূমি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—"খলের কথায় পাথারে সাঁতারি উঠিতে নারিনু ভিতে" (চণ্ডী)। ব্রজভূমে—অর্থ ; তু—"ব্রজভূমস্থলে" (এই পদের শেষাংশে)।

১৭ সারোদ্ধার : -সার অংশের উদ্ধার=সারোদ্ধার। (তরু, ১১১ পৃঃ)। তু—"ভক্তভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার" ইত্যাদি (তরু, পদ-সং ১২৪১)

---

[১২]

মালব

কাঞ্চন গোলক শ্বর হরষে-
ন, বসুমাত, তুমি
দৈবকী-উদরে জাইআ সাদরে
জনম লভিব আমি ॥"

[এ] ¹ কথা জখন শুনিল শ্রবণে
আনন্দ হইলা চিতে।
কহেন জগৎ— ঈশ্বর বচন—
"তুমারে কহিল রীতে॥
কংস ধ্বংস করি ভার দূর করি
তুমারে করিব সুখী।
জাহ নিজ স্থানে সন্দেহ না মানে
পাইবে ইহার সাখী॥"
ধরণী বিদায় করি দেব হরি
বসিলা শয়ন-সাজে।
বসুমতী দেবী আনন্দ কৌতুকে
চলে নিকেতন মাঝে॥
পুন তুই দেবে কহেন ঈশ্বর—
"এই সে হইল সারা।
কৃষ্ণ অবতার হইব সদার ²
করিব কেমন ধারা॥
ব্রজ শিশুগণ দ্বাদশ গোপাল
কাহারে কহিব আগে
পশ্চাৎ আমার গমন হইব
যাইব পশ্চাৎ ভাগে।"
এ কথা শুনিঞা ভব বিরিঞ্চির
কহিতে লাগল তায়।
"বন্ধ্যার আদি দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালক ³ কায়।"
কহেন গোলোক- ঈশ্বর তখন—
"শুনহ আমার বাণী।
জন্ম লেহ গিয়া সভে আগে হয়া ⁴
জনম লবহ পুনি॥"
প্রভুর কথায়ে আনন্দ হইয়া
চলএ দেবতা জত।
গোপকুলে গিয়া জনম লভিল
হইয়া বালক মত।

তবে হলধর আপুনি অনন্ত
রোহিণী উদরে ⁵ জন্মে।
আন গোপকুলে আন দেবগণ ⁶
জনম লভিল মর্ম্মে॥
দ্বাদশ বালক আগে জনমিল
বাড়এ গোপের কুলে।
গোলোক-ঈশ্বর পাছু জনমিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

পুথির পাঠ :—

¹ বাদ	² সাদর	³ বাল
⁴ হয়্যা	⁵ ওদরে	⁶ দেবতা

টীকা

পং—৩। সাদরে=আদরের সহিত, অর্থাৎ আনন্দে।

৮। রীতে :—পৌরাণিক নির্দ্দেশ অনুযায়ী, শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে। তু°—"হামারি মরম তুহুঁ ভাল রিতে জানসি" (তরু, পদ-সং ৩৭৫)।

১৪। শয়ন-সাজে=শয়ন-সজ্জায়, অর্থাৎ শেষ-নাগ—রচিত শয্যায়।

১৯। সাদর :—৩য় পঙ্‌ক্তির "সাদরে" শব্দ তুলনীয়। শব্দটি সদার কি? তাহা হইলে সদার অর্থ দার অর্থাৎ পত্নী বা লক্ষ্মীর সহিত। তু—

লক্ষীক বলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার॥
(কৃঃ কীঃ, ৬ পৃঃ।)

২১। দ্বাদশ গোপাল। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সখাগণ গোপাল নামে অভিহিত হন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পশ্চিম বিভাগ, ৩ লহরী দ্রষ্টব্য) ইহারা ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন—১। সুহৃৎ, ২। সখা, ৩। প্রিয়সখা,

৪। নর্ম্মসখা। তন্মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বড়, এবং কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যরসবিশিষ্ট তাহারাই সুহৃৎ-পদবাচ্য। কনিষ্ঠকল্প এবং দাস্যরসবিশিষ্ট গোপালগণ সখা. সমবয়স্কগণ প্রিয়সখা. আর যাহারা "প্রাণের বন্ধু" তাঁহারা নর্ম্মসখা। এই প্রিয়সখা ও নর্ম্মসখাগণের মধ্যে প্রধান বার জনের নাম - শ্রীদাম. সুদাম. বসুদাম সুবল মহাবল. সুবাহু. মহাবাহু, স্তোককৃষ্ণ. অর্জ্জুন, লবঙ্গ দাম প্রবল ইঁহারা এবং পরবর্ত্তী কালে ইঁহারা বৈষ্ণব হইয়া যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন. সেই বার জন বৈষ্ণব দ্বাদশ গোপাল নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছেন। ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ "শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল" নামক গ্রন্থের অবতরণিকায়, এবং "বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনীর" ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

২৩-২৪। বিষ্ণু দেবগণকে নিজ নিজ অংশে তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।১।১৮; বিষ্ণুপুরাণ ৫।১।৬১. ইত্যাদি)। অধিকন্তু ভাগবতে ইহাও উক্ত হইয়াছে—"সুরসুন্দরীগণকেও তাঁহার সন্তোষার্থে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে" (ভাঃ. ১০।১।১৯)।

২৫। ভব-বিরিঞ্চির :—শিব এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ স্বরান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তিরূপে যে বিসর্গ দৃষ্ট হয়, তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া এই "র" এর সৃষ্টি করিয়াছে।

৩২। লবহ :—শব্দটি লভহ হইতে উৎপন্ন। সং—লভথ—বাং—লভহ, লভ। এইরূপে অনুস্বার হ বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে (চা, ৯০৬ পৃঃ)।

৩৭-৩৮। অনন্তদেব হলধররূপে দৈবকীর সপ্তমগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ভাঃ. ১০।১।২০, ২।৩)। মায়া কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া তিনি রোহিণীগর্ভে নীত হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল সঙ্কর্ষণ (ভাঃ, ১০।২।৫)।

আপনি :— সং— আত্মন্ — আপ্পন্ — আপ্পন্ — আপন (ভাষাতত্ত্ব, ১০৪ পৃঃ)। আপন+(সং—তি, বা অপি জাত) ই=আপনি. নিজে—ই: অথবা আপন+(তিনি, উনি ইত্যাদির সাদৃশ্য হেতু অন্ত্য) ই=আপনি (চা, ৮৪৯ পৃঃ)।

১৩

রাগ গড়া

প্রভুর নিশ্বাসে রূপসী জন্মিল
তাহার শুনহ বানি।
দেব সুরপুরে পুষ্পমাল্যগন্ধে
বরণ করিল আনি॥
দেব শূলপাণি আনি চক্রপাণি
থাপিল তাহার হাথে।
"ইহার পোষণ করিবে জতন
দিলাঙ তোমার হাথে।
জখন সপ্তম বালক ধরিব
সেই সে অসুর কংস।
মায়ের [১] বেদন বড় উপজিব,
করিব বালক ধ্বংস॥
এ সব আগেতে উৎপাত হইব,
অষ্টম গর্ভের [২] কালে।
এই সে রূপসী কাত্যায়না [৩] নাম
জন্মিলে নন্দের ঘরে॥
জসদা উদরে জন্মিব সাদরে
ভাণ্ডিব কংসেরে দিআ।
আমারে লইব বসুদেব পিতা
রাখিব তথাই লৈয়া [৪]॥
গোকুলে রাখিব নন্দের ভুবনে
ভবানী আনিব ইথে।
এই সব হব অষ্টম গর্ভেতে
কহিল পুরুব রাতে।"
গোলক-ঈশ্বর এ কথা কহিআ
ভব-বিরিঞ্চির আগে।—
"ব্রজ-গোপকুলে সুখে জন্ম গিআ
জাইব পশ্চাত ভাগে॥"

চণ্ডিদাস বলে— "দৈবকী-উদরে [৫]
জন্মিব গোলোক-হরি।
অষ্টম গর্ভেতে প্রভু ভগবান্
রাসলীলা-অবতারী॥"

পুথির পাঠ :—

[১] মাএের [২] গভের [৩] কাত্যাঅনি
[৪] লয়্যা [৫] অোদরে

টীকা

পং—২। বাণী=বিবরণ।

৩-৪। দেবগণ কর্তৃক সেই স্বর্গধামে তিনি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। দেবীর এই পূজার বিষয় বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু যখন মায়াকে যশোদার গর্ভে জন্মিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে কংস কর্তৃক শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনি আকাশমার্গে অবস্থান করিবেন, এবং দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইবেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭১-৮৫)। অন্যত্রও আছে—"দিব্য মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণ কর্তৃক সংস্তত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইলেন (ঐ, ৫।৩।২৯; তু°—ভাগবত, ১০।১।৬-৭)। পুষ্পমাল্যগন্ধ—তু°—"দিব্যস্রগ্-গন্ধ-ভূষণা" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।৩।২৯)।

৫-৬। শূলপাণি=শূলপাণিকে। থাপিল=স্থাপিল।

৮। দিলাঙ :—সং-দা ধাতু+(মাগধী প্রাকৃতের ইল্ল—জাত) ইল=দিল (চা, ৩৫১ পৃঃ)। দিল+(সং-অহম্—হম—) হুঁউ=দিলহু—দিলাঙ—দিলাম। (ঐ, ৯৭৪-৬ পৃঃ)

৯-২৪। এইরূপ বিবৃতিই বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।৭১-৭৭) এবং হরিবংশে (২।২।২৭-৩৮) রহিয়াছে। উক্ত দুই পুরাণমতে ভগবান্ এই সকল বিষয় দেবকীর প্রথম গর্ভ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মায়াকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগবতে (১০।২।২৩) লিখিত হইয়াছে যে সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হইলে বলিয়াছিলেন।

৯। ধরিবে=দেবকী গর্ভে ধারণ করিবেন। "বধিবে" পাঠে বাক্যটী সহজবোধ্য হয়। কংস দেবকীর সাতটী গর্ভ বিনাশ করিয়াছিল, (তু°—হরিবংশ ২।৪।৮) ১৪শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। "কংস দেবকীর ছয় পুত্র বিনাশ করিলে বৈষ্ণবাংশ অনন্তদেব সপ্তমগর্ভে প্রবেশ করিলেন। সেই গর্ভদর্শনে দেবকীর হর্ষ ও শোক উভয়ই যুগপৎ উদয় হইল" (ভা, ১০।২।৩)। এই পুত্রও কংস বিনাশ করিবে, এজন্য দুঃখ।

১৫-১৬। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে যখন অষ্টম গর্ভে নারায়ণ প্রবেশ করিবেন, তখন যেন মায়া যশোদার গর্ভে গমন করেন, (৫।১।৭৫), এবং অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে নবমীতে যেন মায়া ভূমিষ্ঠ হন (ঐ, ৫।১।৭৬)। (তু°—ভাঃ, ১০।৩।৩৭)। কিন্তু হরিবংশে (২।৪।১১, ১৩) লিখিত আছে যে দৈবকী এবং যশোদা সমকালে গর্ভ ধারণ এবং পোষণ করিয়াছিলেন।

১৮। ভাগিুবে :—সং-ভগ্ন ধাতু+ইবে; বঞ্চনা করিবে। তু°—"কংসো গচ্ছতু মৃত্যুতাম্" (হরিবংশ, ২।২।৩৮)।

[১৪]

অথ জন্মলীলা

মাসে ভাদ্র মাস জগৎ [১] -ঈশ্বর
পাইআ অষ্টম তিথি।
রোহিণী নক্ষত্র সুভক্ষণ দিন
জন্মিলা জগৎ [২] -পতি॥
কারাগারে আছে দৈবকী [৩] সুন্দরী
প্রহরী জাগিআ থাকে।
সেদিন নিদ্রাএ আকুল হইআ
চেতন নাহিক কাখে [৪]॥
প্রহরী সকল হইআ বিকল
ঘুমাএ [৫] আনন্দ ফুরে।
মাআতে আচ্ছাদি সকল শরীর
আপনা জানিতে নারে॥

প্রসবিআ সুত দেখিআ মোহিত
দৈবকী আনন্দ বড়ি।
"এমত ছাআলে দুষ্ট কংস আসি
এমনি লইব [এ]ড়ি ॥
সপ্ত পুত্র মারে দুষ্ট কংসাসুরে
সে শোক হিআতে জাগে।
নিরবধি তাহা পুড়িছে হিআএ
আর শোক আসি লাগে ॥
মুঞি অভাগিনী বড়ই দুঃখিনী
জনম ঐছনে গেল।
আনন্দ অন্তরে ছাআল দেখিয়া
কেমতে হইব ভাল ॥"
চণ্ডিদাস বলে— "চিন্তা না করিহ
ইহার আপদ নাই।
আনন্দ কৌতুকে পুত্রমুখ হের
কহিনু তুমার ঠাই ॥"

পুথির পাঠ :—

১ জগ	জগ	দেইর্বাকি
৪ (?)	ঘুমাএ	

টীকা

পং ১-৪। তু°—"প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি", ইত্যাদি (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭৬)। অর্দ্ধরাত্রে অভিজিৎ নামক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (হরিবংশ, ২।৪।১৪ ; ভা, ১০।৩।৬)। তু°—"রোহিণী অষ্টমী তিথিন। জরম লভিল কাহ্নাঞি ॥" (কৃঃ কীঃ, ৪পৃঃ)।

৭-১২। তু°—"সেই মহামায়ার প্রভাবে কংস-কারাগারের প্রহরী ও নিকটস্থ পুরবাসী সকল অচেতনপ্রায় হইয়া তৎকালে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল" (ভা, ১০।৩।৩৮)।

নিদ্রাএ :—নিদ্রা+অধিকরণের—অস্মিন্‌ হইতে—অস্‌হি—অহি—ই হইয়া এ, অথবা অধি—অহি—অই হইয়া এ (চাঃ, ৭৪৫-৯ পৃঃ)। তু°—হিঅহি (চর্য্যা, ৬৫)। মতান্তরে—মধ্যে—মজ্‌ঝে—মাঝে—মে—এ, যেমন—গ্রাম-মধ্যে—হিং-গ্রামমে—বাং গ্রামে।

ঘুম :—দেশজ শব্দ। তু°—আসামীয়া-ঘুমটি, ওড়িয়া-ঘুম। বোধ হয় সং-ঘূর্ণন হইতে বাং-ঘুম (শব্দকোষ)। অথবা ঝিম শব্দ সম্পর্কিত ঘুম (চা,৪৮০ পৃঃ)।

১৩-১৪। প্রসবের পরে মহাপুরুষের লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী উভয়েই আনন্দিত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৩।৯, ২০)।

১৫। ছাআলে :—সং-শাবক জাত ছা,+সং বালক জাত বাল—আল=ছাআল, ছাবাল, ছাওয়াল)। অথবা, সং-শাব (ক) হইতে ছাব,+আল=ছাবাল, শিশু। (শব্দকোষ)। তু°—"ওরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল" (ভারতচন্দ্র)।

১৬। এড়ি :—কাহারও মতে শব্দটী দ্রাবীড় ভাষা হইতে আসিয়াছে (চা, ৮৭৮ পৃঃ); কাহারও মতে সং-ইল, ইড়—ক্ষেপণে, নিক্ষেপ করা, ত্যাগ করা অর্থে (শব্দ-কোষ)। এড়ি=বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, ছিনাইয়া।

১৭-১৮। এই পদে এবং হরিবংশে (২।২।১০; ২।৪।৮) কংস কর্ত্তৃক দেবকীর সাতপুত্র বিনাশের কথাই লিখিত আছে, কিন্তু ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে ছয় পুত্র বিনাশের কথাই পাওয়া যায়। আর এই ছয় পুত্রও তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শাপ-প্রভাবে এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল। ঊর্ণার গর্ভে ব্রহ্মপুত্র মরীচির ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহারা কোন কারণে ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মার শাপে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে (ভা, ১০।৮৫।৩৮-৩৯)। বিষ্ণুপুরাণেও ইহাদিগকে হিরণ্য-কশিপুর পুত্রই বলা হইয়াছে (ঐ, ৫।১।৬৯)। ইহাদের নাম ছিল—স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক্ ও ঘৃণি (ভা, ১০।৮৫।৪১)। কিন্তু হরিবংশে এই ছয় জনকে হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমির পুত্র বলা হইয়াছে (ঐ, ২।২।১২)। তাহারা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ করিয়াছিল বলিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাদিগকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিল যে তাহারা ক্রমান্বয়ে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের পিতা (অর্থাৎ কংসরূপে

অবতীর্ণ) কালনেমি কর্ত্তৃক নিহত হইবে (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মায়া এই "ষড়্গর্ভ"গণকে একে একে দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৬৯ ; হরিবংশ, ২।২।২৮)। কূর্ম্মপুরাণের ২৪শ অধ্যায়ে দেবকীর এই ছয় পুত্র সুষেণ, মদ্রসেন, বজ্রদন্ত, ভদ্রসেন, কীর্ত্তিমান্ এবং ঋজুদাস (?) নামে অভিহিত হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রভাবে দেবকী পুনরায় তাহাদের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন (ভা, দশমের ৮৫ অধ্যায়)।

১৮। হিআতে :—সং-হৃদয়—হিঅঅ – হিআ – হিয়া। বাঙ্গালা সপ্তমী বিভক্তির তে কাহারও মতে সং-অন্ত (মধ্য) হইতে আসিয়াছে (চাঃ, ৭৫০ পৃঃ), আবার কাহারও মতে সং-তহি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ভাণ্ডারকর, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিভাষণ, ২৫৮ পৃঃ)।

২২। ঐছন :—ঐক্ষণ হইতে ঐছন (শব্দকোষ)। মতান্তরে—সং-এতাদৃশ+স্বার্থে ন=এতাদৃশন—(দৃশ্—দিশ—ইশ—ইস হইয়া) ঐসন—ঐছন (চা, ৫৫৫, ৮৫৩-৪ পৃঃ)। এইরূপে যাদৃশন হইতে যৈছন, তাদৃশন হইতে তৈছন, কীদৃশন হইতে কৈছন ইত্যাদি। ঐসন হইতে পুনরায় ঐছন—এহেন—হেন হইয়াছে (চা, ৫৫৫ পৃঃ)।

[১৫]

কামদ

পুত্র-মুখ হেরি দৈবকী সুন্দরী
কান্দিয়া আকুল বড়।
"এমত ছাআলে কিরূপে রাখিব
আমারে হইল পাড় ॥"
ভাবএ অন্তরে দৈবকী সুন্দরী
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
হরস অন্তর বিকল হইছে
আনচান করে বুক ॥—
"কি বুদ্ধি করিব কেমত উপায়ে
বাঁচএ এহেন[১] শিশু।"
মনে আনচান না পারে বলিতে
উপাএ না লাগে কিছু ॥
মনেতে চিন্তিল দেবকী সুন্দরী
"শুন বসুদেব পতি।
দেখিএ ছাআল এমত মুরতি
জগতে না দেখি কতি ॥"
কান্দে দুইজনে— "রাখিব কেমনে
দুর্জ্জন কংসের হাথে।"
এই বোল বলি দুহেঁ করাঘাত
হানিছে আপন মাথে ॥
শুনিলে জে বাণী আসিআ এখনি
শিলাতে আছাড়ি মারে।
এমত ছাআলে রাখিবার তরে
অনেক ভাবনা করে ॥
এই কালসোনা পাইছে বেদনা
দুহার জাতনা দেখি।
প্রভু বিশম্ভর দিআ মায়া-ডোর
মনেতে দিছেন সাখী ॥
আসি কহে কানে পবন গমনে
শ্রবণে কহেন কথা।—
"নন্দঘোষ-ঘরে রাখহ ছাআলে
ঘুচক হিআর বেথা ॥"
এ কথা শ্রবণে শুনি বসুদেব
ভাবিল জেমত ঘোর।
নিরমল বুদ্ধি পায় এই শুদ্ধি
চণ্ডিদাস কহে ওর ॥

পুথির পাঠ :—

[১] এহন

টীকা

পং ৪। পাড় :—সং-পীড়া শব্দজ হইতে পারে, যাহা হইতে ফাড়া (জ্যোতিষ গণনায় মৃত্যুযোগ), অর্থাৎ সাংঘাতিক বিপদ্ (শব্দকোষ)।

৮। আনচান :—আচ্ছন্ন শব্দ-জাত, অস্থির (তরু., শব্দসূচী, ১০ পৃঃ)। অথবা—আন (সং-অন্য—জাত)+চা (চাওয়া, দৃষ্টি ?); চাঞ্চল্য বা ব্যাকুলতা প্রকাশ (শব্দকোষ)। তু°—"সেই হইতে প্রাণ মোর, আনছান করে গো" ইত্যাদি (তরু, পদ সং ৬৯৭)।

১৬। কতি :—সং-কুত্র হইতে কতি, কোথা ; তু°—"বিহি পোহাইলে রাতি, মোরে ছাড়ি যাবা কতি" (তরু, ৬৭৬সং পদ)। "দেখ সন্ধে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী" (কৃঃ কীঃ, ২১৫ পৃঃ)।

২১-২২। ভাগবতে বর্ণিত আছে যে কংস এই সংবাদ শুনিয়া শিশু বন্ধনার্থও কাল বিলম্ব না করিয়া সূতিকাগৃহে আগমন করিয়াছিল (ভাঃ, ১০।৪।৩)।

২৩। তরে :—সং-অন্তরে হইতে উৎপন্ন, অর্থ—জন্য, নিমিত্ত। তু°—"তোহোর অন্তরে" (জন্য) (চর্যা, ১০); "এবে তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্নু" (কৃঃ কীঃ, ১২৭ পৃঃ)। (চাঃ, ৭৬৯ পৃঃ)।

২৭। ডোর :—সং-দোর হইতে, অর্থ—রজ্জু, (শব্দকোষ)। অথবা—সং-ডোরক হইতে (তরু, শব্দসূচী, ৪৩ পৃঃ)।

৩১। রাখহ :—সং-রক্ষথ—প্রাঃ রক্খহ—রাখহ। (চাঃ, ৯০৫ পৃঃ ; ভাষাতত্ত্ব, ১৩৭ পৃঃ)।

৩৪। ঘোর :—সং ঘুর্ ধাতু হইতে। মোহ, অচৈতন্য অবস্থা (শব্দকোষ)। তু°—"অর্দ্ধদশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান" (চৈঃ চঃ, ৩।১৮)।

৩৬। ওর :—সং-অপর—অবর — আঅর — আর—উচ্চারণ বিশিষ্টতায় আউর—ঔর, (তু°—হিং-ওর)। পুনর্ব্বার অর্থে—(শব্দকোষ)। তু°—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর" (চৈঃ চঃ, মধ্য অষ্টমে)

[১৬]

সুই সিন্ধুড়া

"শুন বসুদেব[১] রাঅ।
এমত ছাআলে[২] এ মহিমণ্ডলে
না দেখি কনহু ঠাই ॥

নব জলধর করে ঢল ঢল
বরণ অঞ্জন সম।
নীল জে মুকুর[৩] অতসীর ফুল
তেমতি দেখএ ভ্রম[৪] ॥

নয়ান খঞ্জন[৫] পাখীয়া[৬] সমান
চৌরস কপাল-পাটী।
তাহে নানা চিত্র বিচিত্র লিখন
বিহে[৭] সে লিখন কটী[৭] ॥

মুখ শশধর নাসা সে সুন্দর
জেমত কিরের চঞ্চু।
দশন কুন্দের কালিকা সমান
জেমত কুমুদ-বন্ধু[৮] ॥

রূপের ছটায়ে আন্ধার ঘরেতে
জ্বলিয়া[৯] জ্বলিয়া উঠে।
জেন কোটি[১০] চান্দ উদঅ করিল
রসের[১১] পশরা-হাটে ॥

কিবা বাহুজুগ জেমন মিলান
তৈছন গঠন-ভাতি।
কুম্ভস্থল জেন হস্তি-শির সম
দেখিয়া তাহার পাতি ॥

করি-অরি জিনি নিতম্ব বাখানি
চরণ রাতুল দেখি।
জেমন হিঙ্গুল দলিআ অনল
পাইয়ে তেমত সাখি ॥

চরণ-অঙ্গুলে দশ শশধর
উদঅ হইঞা আছে।"
দৈবকী[১২] কহেন— "শুন, বসুদেব,
আগে আসি দেখ কাছে॥
এমন মধুর মুরতি না দেখি
আপন গিআন কালে।
কোন দেব আসি জনম লভিল
অভাগী বৈদকীঘরে॥
দেবের দেবতা যেন এ মানুষ
এ সব লক্ষণ জার।"
চণ্ডিদাস বলে— "তোর ভাগ্যে ফলে,
সি ফল ফলয়ে কার?"

পুথির পাঠ :—

১ বষুদেব	২ ছালে	৩ মকুর
৪ ভূম	৫ অঞ্চল	৬ পাখিআ
৭-৭ ?	৮ কুম বন্ধু	৯ জলিআ ২
০ কটী	১১ রসে	১২ দইবকি

টীকা

পং ১। ঠাই :—সং-স্থান—প্রাঃ—ঠান—প্রাচীন বাং-ঠাঞি—ঠাঞি।

৪-৭। তু'—"সান্দ্রপয়োদসৌভগম্" (জলদ-শ্যামবর্ণ, ভা, ১০।৩।৮) এবং—"নীলোৎপলদলশ্যামম্" (নীলপদ্মপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।২২)। তু'—"অতসি কুসুমসম শ্যাম সুনায়র" (তরু, পদ সং ২৭৪)।

৮-১০। এইরূপ বর্ণনার রীতি কবিগণ সাধারণতঃ অনুসরণ করিয়া থাকেন। মায়ার রূপ বর্ণনায় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৮সং পদ দ্রষ্টব্য) কবি এই চিরাচরিত রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৪-১৬, ৫৬-৬৩ সংখ্যক পদে, এবং অন্যান্য কবিগণ কৃত রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় এই জাতীয় উপমার বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।

৯। চৌরস :—সং—চতুরস্র—চউরস্র—চউরস, চৌরস প্রশস্ত, বিস্তৃত।

পাটী :—সং—পট্ট, পট্টি হইতে। অর্থ—অল্প পরিসর ভূমিখণ্ড (শব্দকোষ)। এখানে কপাল-ফলক।

১০-১১। ১১শ পঙ্ক্তির পাঠোদ্ধার হয় নাই। ১০ম পঙ্ক্তিতে চিত্রবিচিত্র লিখনের উল্লেখ থাকাতে, মনে হয় নিম্নোদ্ধৃত পদাংশের ন্যায় অর্থযুক্ত কোন পাঠ হইবে—

(জনু) "উজর হাটক পাট কর গহি, লিখন লেখু পাঁচবাণরে" (তরু, ১০৮০সং পদ)।

১২-১৩। কীরের চঞ্চু—৮ম পদের পাদ টীকা দ্রষ্টব্য। তু'—তাপর কীর থির করু বাস" (বিদ্যাপতি, ৩৬ পৃঃ)।

মুখ শশধর :—তু'—"শারদ-বিধুবর, ও মুখ-মণ্ডল" (তরু, পদ সং ২৪)।

১৪। দশন :—দন্‌শ্‌+অনট্ করণবাচ্যে, দংশন করা যায় যদ্দারা, এই অর্থে দাঁত।

কুন্দ :—মল্লিকাদির ন্যায় শ্বেত বর্ণের এক প্রকার ফুল। শীতকালে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া গাছকে শাদা করিয়া রাখে, এই হেতু নাম কুন্দ (কু-পৃথিবীর শোভা করে বলিয়া) (শব্দকোষ)।

১৫। কুমুদ-বন্ধু :—কু (পৃথিবীকে)—মুদ্ (হৃষ্ট করে যে)+ক কর্তৃবাচ্যে, রাত্রে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া জলের শোভা বর্দ্ধন করে বলিয়া। শালুকপুষ্প, শ্বেতোৎপল, শাপলা। রাত্রে (চন্দ্র কিরণে) কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া চন্দ্রকে কুমুদ-বন্ধু বলে।

অর্থ :—আকৃতিতে এবং শুভ্রতায় দন্তগুলি কুন্দকলিকার ন্যায়, কিন্তু ঔজ্জ্বল্যে মনে হয় যেন তাহা চন্দ্রকিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। তু'—"মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে" (কৃঃ কীঃ, ২২৬ পৃঃ)।

১৬-১৭। "ইন্দ্রনীলমণি"-তুল্য শ্যামরূপে (তরু, ২৬৮ সং পদ) "আন্ধারে করিয়া আছে আলা" (তরু, ২৬৯সং পদ), এবং তাঁহার "অঙ্গে অঙ্গে মণি-মুকুতা-খেচনি, বিজুরী চমকে তায়" (তরু, পদ সং ৭৯১)।

১৮-১৯। শ্যামের প্রতি অঙ্গে অপরূপ লাবণ্যের সমাবেশ রহিয়াছে বলিয়া তাহা দেখিলে হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের উদয় হয়, এজন্য রসপূর্ণ পাত্রের সহিত তাহা

উপমিত হইয়াছে। অন্যত্র—"কিবা সে শ্যামের রূপ, সুধাময় রস-কূপ, ইত্যাদি" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

তু°—"কোটি মদন জনু, নিন্দিয়া শ্যামতনু, উদয়িছে যেন রবিশশী" (ঐ, ৩৫ পৃঃ)।

পসরা :—সং—প্রসার (বিস্তার, যাহা পণ্যার্থে প্রসারিত করিয়া রাখা হয়) হইতে পণ্যদ্রব্যের দোকান (তরু, শব্দসূচী, ৬৫ পৃঃ); অথবা—সং—পণ্যশালা হইতে পসার (চাঃ, ৫২৯-৩০ পৃঃ)। অর্থ—এমন হাট (সং—হট্ট) যেখানে রসের দোকান প্রসারিত রহিয়াছে। আনন্দের অনুভূতি হইতেই রস জন্মে, এজন্য আনন্দই রসের প্রাণ। কৃষ্ণের রূপে অপার আনন্দ জন্মে বলিয়া, তাঁহাকে কোটিচন্দ্র-সমন্বিত রসের পসরা বলা হইয়াছে

২০-২১। ভুজদ্বয় যেমন সমদৈর্ঘ্য তেমনি সুগঠিত। তু°—"করিকর-জিনি, বাহুর সুবলনি, আজানু-লম্বিত সাজে" (বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি, ৪৫ পৃঃ)।

তৈছন :—সং-তাদৃশ শব্দজাত (তরু, শব্দসূচী, ৪৭ পৃঃ); অথবা—তে—ক্ষণ হইতে (শব্দকোষ) (১৪শ পদের টীকায় "ঐছন" দ্রষ্টব্য)। তু°—"তৈছন নূপুর চরণে" (তরু, ৭৭২সং পদ)। ভাতি :—দীপ্তি।

২২-২৩। কুম্ভ অর্থ ঘট। গজকুম্ভ অর্থ গজের মস্তকস্থ কুম্ভাকৃতি স্থান। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে লক্ষ্মীর রূপ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"করি-অরি মাঝে, জিনি করিরাজে কুম্ভযুগল চারু উচ" ; এখানে নিতম্বদেশ বুঝাইতেছে।

পাতি :—সং-পত্রিকা হইতে—পত্তিআ—পাতি। পত্রের ন্যায় সরু, অতএব ক্ষুদ্র, যেমন পাতিহাঁস, পাতিলেবু ইত্যাদি (চাঃ, ১০৭৩-৭৪)। নিতম্বদ্বয় ক্ষুদ্রাকৃতি হস্তিকুম্ভের ন্যায় দেখাইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য।

২৪-২৫। নিতম্ব :—এখানে কটিদেশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাখানি :—সং-বাখ্যান হইতে, প্রশংসা করি। তু°—"বাখানি বীরপণা তোর, সৌমিত্রি" (মেঘনাদ-বধ)। রাতুল :—সং-রক্তোৎপল হইতে। ৮ম পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯। সি :—সংস্কৃতে প্রথম পুরুষ-জ্ঞাপক সর্ব্বনামের মূল ত (তদ্), তাহা হইতে পুংলিঙ্গে সঃ, স্ত্রীং—সা, এবং ক্লীং—তৎ হইয়াছে। এই সঃ হইতে মাগধী প্রাকৃতে সে হইয়াছে। এই 'সঃ'ই হিন্দী, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী প্রভৃতি ভাষায় সো, মারাঠীতে কখনও তো, গুজরাটিতে তে, এবং বাঙ্গালা ও উড়িয়াতে সে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালাতে কর্ত্তৃকারকের একবচনে এবং বিশেষণরূপে 'সে', (ক্লীবলিঙ্গে "তাহা") ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এবং অন্যান্য কারকের রূপ ত-মূল-জাত। আসামীতে সি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালাতে স, সো, সি, সৈ রূপ পাওয়া যায়, যথা—"সহজ সহাব স বসই হোই নিচ্চল" (চর্য্যা, ৯৯ পৃঃ)। "কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী" (কৃঃ কীঃ, ২৫৬ পৃঃ)। "বার বৎসরের তোত্রঁ সি বালী" (ঐ, ৬১ পৃঃ)। "সো-ই মথুরাপুরী আন্ধার ঘর" (ঐ, ১৭২ পৃঃ)। "যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ ছুয়ি আখী" (ঐ, ৩২২ পৃঃ)। (বীমস্, ২।৩১৪-৫ ; চা, ৮২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

[১৭]

নট নারাঅণ

মধুর মুরুতি দেখিআ দৈবকী
তটস্থ হইএ রএ।
তেন জন নাহএ মানুষের কায়া
আপনি হিআতে কয়ে॥

দেব-চিহ্ন জত দেখিল বেকত
চতুর্ভুজ রূপধারী।—
"শংখ চক্র হের দেখ গদা পদ্ম
এ জন দেবের হরি॥

বনমালা গলে হিআ মাঝে দোলে
মণি সে কস্তুভ মাঝে।
হাসিতে অমিঞা- রাশি বরিখয়ে"—
জননী লখল কাজে॥

দৈবকী দেখিয়া বসুদেব কহে—
"শুনেছি[২] পুরাণ-কথা।
জেই নারায়ণ পরম কারণ
তেহোঁ সে দেবের ধাতা॥
শুনেছি[৩] পুরাণে ব্যাসের বচনে
গোলোক-ইশ্বর জেই।
বুঝিল সে জন লইল জনম
মনেতে জানিল সেই॥
গোলোক তেজিঞা এখানেতে আসি
জনম লভিল[৪] আসি।"
আনন্দে দুজনে কহেন বচনে—
"সেই অভিপ্রাঅ বাসি॥"
কোলেতে লইয়া কহেন দড়িআ
পুত্র-মুখ পানে চাঞা[৫]।
"এখনি আসিঞা দুষ্ট কংসচর
শিলাতে মারিব ঠাএ॥"
স্তবন করেন হআ[৬] এক মন—
"তুমি কি দেবের হরি।
তুমি সনাতন পরম কারণ
আমি সে বুঝিনো রিত॥"
চণ্ডিদাসে বলে— "শুনহ জননি,
এ কথা অন্যথা[৭] নহে।
জগতের পতি জনমিল ইথি
সেহ সে নিশ্চঅ হএ॥"

পুঁথির পাঠ:—

[১] ততস্ত [২] সুন্যাছী [৩] যুন্যাছী
[৪] লভিলাম [৫] চাঞা [৬] হঅ্যা
[৭] অন্নথা

টীকা

পং ৩। তেন:—সং-তাদৃশ, + ন—তইসন—তেহেন—তেন, বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত সর্ব্বনাম। তু°—"যেন রূপ তেন গুণ, উত্তম বেভার" (কবিকঃ) (শব্দকোষ; চাঃ, ৩৫৫, ৮৫৩ পৃঃ)।

৪। আপনি হিয়াতে কয়ে=মনে স্বতই উদিত হইতেছে।

৫-১০ তু°—"বসুদেব চতুর্ব্বাহু ও বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্নাঙ্কিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন দর্শন করিলেন" (বিষ্ণুপু°, ৫।৩।৮)। ভাগবতে অধিকন্তু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কৌস্তুভ মণি এবং বিবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে (ভা, ১০।৩।৮)। এজন দেবের হরি:—তু°—"অবধার্য্য পুরুষং পরমং" অর্থাৎ শিশুকে পরম পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া (ভা, ১০।৩।১০)।

২৪। বাসি:—বোধ করি, জ্ঞান করি। তু°—"সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর, কেমনে বাসিব পর" (চণ্ডীদাঃ, ১৩৬ পৃঃ)। সেই অভিপ্রায় বাসি=এই মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

২৫। দড়িয়া:—সং-দৃঢ়—দঢ়—দড়, + ইয়া=দড়িয়া। স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া (১ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৮। ঠায়ে:—ঠাক (তু°—স্তকতি, আঘাত করা অর্থে, চা, ৪৯২ পৃঃ) হইতে ঠাঅ—ঠায়। প্রস্তরের উপর আঘাত করিয়া মারিবে।

২৯-৩২। বসুদেব ও দৈবকীকৃত স্তবের উল্লেখ বিষ্ণু-পুরাণে (৫।৩।১০-১৪) এবং ভাগবতে (১০।৩।১১-২৭) দৃষ্ট হয়।

[১৮]

বাগেশ্বরী

"তুমি হিতকারী দেবতা শ্রীহরি
গোলক-ইশ্বর হঞা[১]।
মুঞি অনাথিনী তুমা কিবা চিনি
আমার কিগুণ পাঞা[২]॥

দেবের দেবতা পরম ইশ্বর
তুমি সে সভার মূল।
পরাৎপর জার এ মহি-মণ্ডল
চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের পুর ॥
এসব জাহার বিভব অপার
অনন্ত স্তবন করে।
কোটি ব্রহ্মা জার কটাক্ষ [৩] নিমিখে
তিলেক গড়িতে পারে ॥
জোগি ফণী মণি জে পদ ধিআয়ে [৪]
কহিয়ে [৫] কহিতে নারে।
জার নাম শুনি চারু বেদ-ধ্বনি [৬]
নিরবধি নাম ধরে ॥”
মায়ের [৭] বচন শুনিআ ঈশ্বর [৮]
দিল মাআ-ডোর ফেলি।
জানিল জননী ইশ্বর বলিআ
জানে দেব বনমালী ॥
ইশ্বর গিয়ান জানিল-কারণ
দিলা সে মাআর [৯] ডোর।
দেব-জ্ঞান ছিল তাহা কতি গেল
পুত্র-জ্ঞানে ভেল ভোর ॥
'বাছা বাছা,' বলে অতি কুতূহলে
“নিছনি লইআ মরি।
তোমা হেন ধনে রাখিব কেমনে
বুক বিদরিআ মরি ॥”
চণ্ডিদাস বলে— “চতুর্ভুজ [১০] ছাড়ি
দ্বিভুজ হইলা পুণি।
অপার মহিমা রসের গরিমা
বড় অপরূপ বাণী ॥”

পুথির পাঠ :-

হএ্যা	পাএ্যা	কটাক্ষ্য
ধিআন্থে	কহিয়্যে	ধনি
মাএর	ইশ্বর	মাঝ্যার
চতুভুজ		

টীকা

পং ১-৪। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে কবি বলিয়াছেন যে জগতের পতি আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহারই উত্তরে দৈবকী বলিতেছেন—“তুমি গোলোক-ঈশ্বর হইয়া, আমার কি গুণ পাইয়া আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিলে?” ভাগবতে দৈবকীর স্তবে উক্ত হইয়াছে—“আপনি আমার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা নরলোকের বিড়ম্বনা মাত্র” (ভা, ১০।৩।২৭)।

[এই স্তবের সাদৃশ্য হেতু ৭ম পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

১৭-১৮। দৈবকীর স্তব শুনিয়া ভগবান্ তাঁহার উপর মায়া-ডোর নিক্ষেপ করিলেন,—উদ্দেশ্য,—যেন তাঁহার ঈশ্বর-জ্ঞান লোপ পায়। কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যশোদা যখন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপর স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে যশোদার ঈশ্বর-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, এবং তিনি পুত্রজ্ঞানে কৃষ্ণকে স্নেহ করিয়াছিলেন (ভাঃ, ১০।৮।৩৩-৩৪)।

১৯-২০। তাঁহার চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখিয়া জননী দৈবকী যে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, ইহা বনমালী বুঝিতে পারিয়াছেন।

২১-২২। জননীর ঈশ্বর-জ্ঞান হইয়াছে, এজন্য তাহা লোপ করিতে মায়ার ডোর প্রদান করিলেন।

২৬। নিছনি :—সং-নির্—মন্‌ছ ধাতু জাত নির্মঞ্ছন হইতে বাং-নিছন হইয়াছে। দেবদেবীর সম্মুখে আরতি করাকেও নির্মঞ্ছন বলা হয়। আরতি করিয়া দেবদেবীর অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া নির্মঞ্ছনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যেন যাবতীয় কালিমা দূরীভূত করা হইল, এই জন্য বিশেষ্য নিছনি শব্দ আপদ-বালাই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নিক্ষেপ করার ভাব থাকাতে নি—ক্ষিপ্ ধাতু হইতে নিছ ধাতু সহজে আসে (শব্দকোষ)। নিছনি—সং-নির্মঞ্ছনীয় (তরু, শব্দসূচী), বা নির্মঞ্ছনিকা-(চা, ৩২৪ পৃঃ)। বাং-নিছ, মার্জ্জনে (কৃঃ কীঃ, টীকা)। সুনীতিবাবু নিছ ধাতুর মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নি—ক্ষিপ, নি—ক্ষপ (উপবাসাদি

করা অর্থে), এবং অথর্ব্ববেদের 'নিশ্চাতয়' (দূরীভূত করা অর্থে) প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন (চা, ৫৫১ পৃঃ)। বস্তুতঃ নিছ ধাতুজাত ক্রিয়াপদে মুছিয়া ফেলা, নিক্ষেপ করা, উৎসর্গ করা, ইত্যাদি বুঝায়, আর বিশেষ্য রূপে অমঙ্গল, উৎসর্গীয় বা আরতির বস্ত ইত্যাদি বুঝায়। যেমন—"তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা" (তরু, পদ সং ২৮৫—উৎসর্গ করি—ক্রিয়া)। "দিতে চাই যৌবন নিছনি" (তরু, পদ সং ১২৫—উৎসর্গীকৃত বস্তর ন্যায়)। সেইরূপ—নিছনি লইয়া মরি—অর্থে—বালাই (সর্ব্ববিধ অমঙ্গল) লইয়া মরিতে ইচ্ছা করি।

২৯-৩০। দৈবকীর স্তবের পরেই কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দ্বিভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩।৩৬)।

[১৯]

মালব-রাগ

বসুদেব-কাণে কহে দেবগণে
"শুনহ আমার বানী।
এ হেন ছাআলে রাখহ গোকুলে
বিলম্ব না কর তুমি ॥
গোলক-বেহারী লঞা এই বেলি
গোকুলে লইআ জাহ।
বিলম্ব না কর ওহে,[১] বসুদেব,
কি আর চৌদিগে চাহ ॥
নন্দের ঘরেতে ছাআল রাখিআ
আনিবে জসদা-কন্যা।
পরম রূপসী জিনিআ উর্ব্বসী
সেই সে জগত-ধন্যা ॥
আজি[২] নিশা কালে জন্মিল গোকুলে
জসদা প্রসবে[৩] কন্যা।
সেই কন্যা লঞা তুরিতে আসিআ
দৈবকীরে দিবে আন্যা ॥"
এ কথা শ্রবনে কহিআ জতনে
দেবতা চলিআ গেল[৪]।
তবে বসুদেব ঘোর অন্ধকার
শুনিআ চেতন ভেল ॥
এই সে যুগতি মানল কি রীতি
ভাবে বসুদেব রাঅ।
"চৌদিগে সতলা জাইব কেমনে
নিশাচর জাগে তায় ॥
প্রহরী সকল আছএ সাদরে
ডাণ্ডুকা আমার পাএ।
কেমতে বাহির হইব দুয়ার[৫]"
ভাবে বসুদেব রাএ ॥
বিশ্বম্ভর হরি তারে কোলে করি
ভাবে বসুদেব তথি।
না পারে জাইতে পড়িল বিপাকে
জানিল জগত-পতি ॥
মাআ মোহ দিল প্রহরী সকল
নিদ্রাএ আকুল ভেল।
দ্বারের তসলা আপনি খসিল
চৌদিগে মুকুত হৈল ॥
চণ্ডিদাস বলে— বসুদেব-পায়
আপনি ডাণ্ডুকা খসে।
সুখী হঞা তবে বসুদেব রাঅ
লঞা জায় হৃষীকেশে ॥

পুথির পাঠ :—

[১] ওহে [২] আনি [৩] প্রবেস
[৪] গেলা [৫] দুআর

টীকা

পং ১। ভাগবতে (১০।৩।৩৭), বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।৭৭), হরিবংশে (২।৪।২৪) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (৪।৭।১০১) লিখিত

আছে যে শিশু কৃষ্ণকে নন্দগৃহে রাখিয়া আসিবার উপদেশ কৃষ্ণ নিজেই বসুদেবকে দিয়াছিলেন, কিন্তু কবি এখানে দেবতা আসিয়া অলক্ষ্যে বলিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। তু°—"দেবের প্রসাদেঁ তবে বসুল জানিল" (কৃঃ কীঃ, ৪ পৃঃ)। ভবিষ্যপুরাণেও আছে—"অভূদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়েঽপি চ।" (জন্মাষ্টমীব্রত-কথা)।

২১-২২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে সূতিকাগৃহে বিষ্ণুমায়ায় অভিভূত হইবার পরে বসুদেব বলিয়াছিলেন—"সূতিকাগৃহে স্বপ্নাবস্থায় কি দেখিলাম!" এবং এই বিষয় লইয়া তিনি দৈবকীর সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন (ঐ, ৪।৭।১০২-৩)।

২৩-২৪। হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভ সমুৎপন্ন হইলে কংস অতি সতর্কতার সহিত সেই গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ২।৪।৯)।

সতলা :—সং—তল (পৃষ্ঠ, নিম্নদেশ) হইতে বাঙ্গালায় তল-তলা শব্দ (যেমন—গাছের তলা) আসিয়াছে। অতল অর্থে সীমাহীন, যেমন অতল—অথৈ জল। পাত্রাদির তলদেশ না থাকিলে তাহার মধ্যস্থ জিনিষ সুরক্ষিত হয় না, এজন্য সতলা অর্থে এখানে সুরক্ষিত বুঝাইতে পারে। চতুর্দ্দিক্ সুরক্ষিত, বসুদেব তাহাই নির্দেশ করিতেছেন। অথবা—সং—তালক শব্দ হইতে তালা; কুলুপ অর্থে। অতএব সতালা, সতলা ইত্যাদি অবরুদ্ধ দ্বার অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। তাহা হইতে বর্ণবিপর্য্যয়ে তসলা শব্দ অর্গল অর্থে ব্যবহৃত হয় কিনা বিবেচ্য, যদিও উর্দু—তসলা শব্দই উক্ত অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। (শব্দ-কোষে, তলা, তালা, তসলা শব্দ দ্রষ্টব্য)।

২৫-২৬। সাদরে :—অতি যত্নের সহিত, অর্থাৎ সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছে। তু°—"আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর" (কৃঃ কীঃ, ৪ পৃঃ)।

ডাণ্ডুকা :—সং—দণ্ডবেষ্টিকা হইতে দাঁড়ুকা, ডাড়ুকা, ডাণ্ডুকা। অর্থ—তস্করাদির পদশৃঙ্খল। তু°—"কোমরেত তোপ দিল পাএত ডাণ্ডুক—" (শূঃ পুঃ ৯২ পৃঃ)।

২৭। দুয়ার :—সং-দ্বার—দুবার—দুআর—দুয়ার (চ, ৩৭৬ পৃঃ)।

২৯-৪০। ভাগবতে আছে :—"বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অভি-প্রায় অনুসারে স্থানান্তরিত করিবার মানসে পুত্র লইয়া যেমন সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন…অমনি মহামায়ার প্রভাবে কংস-কারাগারের প্রহরী সকল অচেতন-প্রায় হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। লৌহময় শৃঙ্খল ও অর্গলে দৃঢ় আবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ কবাটসমূহ আপনা হইতেই উন্মোচিত হইয়া গেল" (ভা, ১০।৩।৩৮-৩৯)।

তসলা :—পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

রাগ কামোদ

হরস হইঞা হরি জায়ে লঞা
মুখে পাছু পানে চাএ।
দুষ্ট কংস-ভয়ে হেন মনে লএ
জেমন পাছেতে ধাএ॥
"রক্ষ রক্ষ, প্রভু দেব হৃষীকেশ[১],
সঙ্কট না হএ জিছে।
গোকুল জাবত না জাই বেকত
খেমা কর প্রভু তৈছে॥"
এই মনে মনে ভাবিঞা নিদানে
রাশে চলিঞা জাএ।
গোলক-ইশ্বর ভাবিল অন্তর
মন্দ মন্দ বৃষ্টি গাএ॥
বসুদেব-কোলে প্রভু বিশ্বম্ভরে
প্রবেশি জমুনা কুলে।
জমুনা-তরঙ্গ দেখে বসুদেব
পরাণ[২] উঠিল হেলে॥
গদাধর কোলে দাণ্ডাই কুলে
ভাবে বসুদেব রায়।
"কি বুদ্ধি করিব পরিলুঁ সঙ্কটে"
ভাবিলা অভিপ্রায়॥

জমুনা-তরঙ্গ দেখি বসুদেব
বিস্মিত হইলা মনে।
"পার হঞা জাব কেমন প্রকার
এই জমুনার বানে॥"
চিন্তিত দেখিআ প্রভু ভগবান
ভয়া[৩] করিল ধ্যান।
জানিঞা অন্তরে শৈলসুতা দেখি
আসি হরি বিদ্যমান॥
কহিতে[৪] লাগল প্রভু ভগবান
"বসুদেব মোর পিতা।
নন্দঘোষ-ঘরে আমারে রাখিতে
লইঞা জাবেন ওথা॥
জমুনা-তরঙ্গ দেখি বসুদেব
আমারে লইঞা কোলে।
জাইতে না পারে রহি এই ধারে"
দিন চণ্ডিদাসে বলে॥

পুথির পাঠ :—

১ ঋষিকেশ ২ ডুইবার আছে
৩ অভয়া ? ৪ কহি

টীকা

জিসে :—সং—যাদৃশ—যাদিস-যাইস-যিস-জিস। অর্থ—যে প্রকারে, ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত যাইস হইতে যৈস—জৈছ হয়, তাহার সহিত স্বার্থে ন যোগ করিয়া জৈছন হইয়াছে (চা, ৪৭৪, ৮৫৩-৪ পৃঃ)। এইরূপে তাদৃশ হইতে তৈছে, তৈছন, এতাদৃশ হইতে ঐছন ইত্যাদি।
(১৪শ পদের টীকায় "ঐছন" দ্রষ্টব্য)।

পং ৭-৮। যে পর্য্যন্ত আমি গোকুলে যাইয়া উপস্থিত হইতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার এই পলায়ন যাহাতে ব্যক্ত না হয়, তাহাই কর।

খেমা :—সং—ক্ষমা হইতে উৎপন্ন ; নিরস্ত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন কথিত ভাষায় "খেমা দেও" অর্থে নিরস্ত হও বুঝায়। বেকত খেমা দেও=ব্যক্ত হওয়া প্রতিরোধ কর।

৯-১০। নিদানে :—মূল কারণকে। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান, সেই ভগবান্‌কে।

রাশে :—সং—রশ্মি-রশ্‌শ-রাশ ; অশ্ববল্গা (চা, ৫৪৮ পৃঃ)। রাশ-ভারী লোক, অর্থে ভারী, দৃঢ় বল্গাবদ্ধ লোক, অর্থাৎ সংযমী, ধীর (শব্দকোষ)। অতএব "রাশে" অর্থ—চিন্তাকুলচিত্তে, গাম্ভীর্য্যের সহিত।

১১। ইশ্বর=ঈশ্বরকে ; বিভক্তির চিহ্ন-বর্জ্জিত কর্ম্ম-কারক।

১৫। জমুনা-তরঙ্গ :—তু° "ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা, গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেণিলা" (ভা, ১০।৩।৫০) ; "নানা-বর্ত্তসমাকুলাম্" (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।১৮)।

১৬। হেলে :—সং-হিল্লোল, দোলন হইতে হিল, হেলা, (শব্দকোষ)। কাঁপিয়া উঠিল।

২০। অভিপ্রায়=উদ্দেশ্য, উপায় অর্থে। ভবিষ্যপুরাণে আছে—

"কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ।
কথমন্ত গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরং॥"
(জন্মাষ্টমীব্রত-কথা)।

২৬। ভয়া :—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মোহিত করেন, বিষ্ণুমায়া-রূপিণী সেই দেবী। অভয়া অর্থে।

২৭। শৈলসুতা :—কারণ এই দেবীই শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া ভূতলে দুর্গা, অম্বিকা প্রভৃতি নামে পরিচিতা হইয়াছেন (বিষ্ণুপু, ৫।১।৮০-৮৫ ; তু°—ভা, ১০।২।৭-৮ ইত্যাদি)।

৩৫। রহি :—সং—অস্ ধাতুর সমার্থক প্রাঃ—রহ ধাতুর মূল অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে রঘ্, রহ্, লঘ্ ধাতু ছিল, তাহা হইতে বাঙ্গালায় রহ হইয়াছে (চা, ১০৪০-৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অথবা—সং—অর্হ—অরহ—রহ।

[২১]

শ্রীরাগ

তুমি শিবারূপ হঞা।
আগে জাহ পার হঞা॥
তবে সে জানিব কাজ।
জাইব বসুদেব রাজ॥
শুনিঞা ইশ্বর-বাণী।
শিবারূপ হইল পুনি॥
চলিল জবুনা বাইআ।
বসুদেব দেখে চাআ॥
ঘুচিল মনের ধান্দে।
নাচিব লঞা যদু কান্দে॥
ধীরে ধীরে চলি জায়।
কোলে লঞা জদু রায়॥
মাঝ জমুনাতে গিঞা।
দাণ্ডাই চকিত হঞা॥
চণ্ডিদাস কহে তায়।
শুনহ বসুদেব [১] রায়॥

পুথির পাঠ

[১] বসুদে

টীকা

পং ১। একটি শৃগাল বসুদেবের পুরোভাগে যমুনা পার হইয়া গিয়াছিল, এইরূপ বিবৃতি হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠ-দিলীপ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতকথায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে।"

৬। পুনি :—সং—পুনঃ+(আপ জাত) ই=পুনই—পুনি ; ও—পুণি,হিং—পানি (শব্দকোষ)। পুনরায়।

৭। বিষ্ণুপুরাণাদিতে শৃগালের কথা নাই বটে, কিন্তু বসুদেব যে জানুপরিমিত জলে যমুনা পার হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।১৮ ; পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬০।৫০; ভাগবত, ১০।৩।৪০, "মার্গং দদৌ," অর্থাৎ যমুনা পথ প্রদান করিলেন)।

বাইআ :—বাহিয়া। সং-বাহ্ ধাতু যত্নে (শব্দকোষ)। বাহিত=যত্নপূর্ব্বক চালিত। সং-বাহয়তি হইতে বাহে (চা, ৮৭৭ পৃঃ)। সং—বাহয়িত্বা হইতে বাহিআ। চর্য্যাপদের ১৩শ পদে "বাহঅ" শব্দ টীকাকার "বাধাং কুরু" রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দাঁড় দ্বারা জলে বাধা প্রদান করিয়া নৌকা বাহিত হয়, এজন্য সং—বাধ্ হইতেও বাহ শব্দের উৎপত্তি ধরা যাইতে পারে।

[২২]

শ্রীগান্ধার

সূর্জ্জের নন্দিনী ধনী করপুটে কহে বাণী
"শুন, প্রভু জগত-ইশ্বর।
মুই হয় কন ছার কিবা জানি সুবেভার
জাহ তুমি গোকুল-নগর॥
হাম সত্য [১] ভাগ্যবতী সংসারে নাহিক কতি,
জার পদ ধিআনে না পায়ে।
সে জন আমার মাঝে গোকুল-নগরে সাজে
মোরে কৃপা করিতে জুয়ায়ে [২]॥
তুমি দীনবন্ধু নাম অশেষ সুখের ধাম
পতিতপাবন নাম ধর।
মোরো নীরে করি স্নান, জদি কর সুপয়ান
তিলেক আমার ভাগ্য কর॥"
জমুনার স্তব শুনি হরস হইআ পুনি
জলেতে পড়িলা জদুরায়।
"কি হ'ল [৩] কি হ'ল"-বলি চারুদিকে সুনিহালি—
"কোথা গেলা কি করি উপাঅ॥

নিমিখ দেখিতে মাত্রে গেলা শিশু কোন্ ভিতে
দেখিতে দেখিতে গেলা কতি।
ভাল মন্দ না জানিল বড়ই বেদনা দিল"—
কান্দে[৪] বসুদেব হআ নতি॥
"দেখা দিআ রাখ প্রাণ হিআ করে আনছান
বুক চাহে মেলিতে বিদরে।
কি কাজ করিলে তুমি কেমতে জাইব আমি,"—
চণ্ডিদাস কহে কিছু আরে॥

পুথির পাঠ:—

[১] সর্ত্ত [২] জুয়াত্রে [৩] হল্য
[৪] কান্তে

টীকা

পং ১। সূর্য্যের নন্দিনী:—ভাগবতেও যমুনা নদীকে "যমানুজা" বলা হইয়াছে (ভা, ১০।৩।৪০)। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের মনু ও যম নামে দুই পুত্র, এবং যমুনা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। যমুনা-সম্বন্ধীয় অনেক আখ্যায়িকা বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বিরজা নাম্নী গোপীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। রাধা এই সংবাদ অবগত হইয়া রোষভরে বিরজার আবাসে উপস্থিত হন। বিরজা ভয়ে দ্রবীভূত হইয়া নদীরূপে প্রবাহিতা হন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪৯তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবগণ এই বিরজাকেই যমুনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বৃন্দাবনকে বিরজার তীরে অবস্থিত বলা হইয়াছে, এবং পঞ্চম অঙ্কে "মিত্রপুত্রী" বা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আগমগ্রন্থে আছে—"বিরজা দ্রবিত যেই যমুনা আখ্যান।"

৫। হাম:—বৈদিক—অস্মে (=সং—বয়ম্)—অম্হে হইতে হাম; তু°—হিঃ—হম্ (বহুবঃ)। ইহা মূলে বহুবচন-বোধক পদ, কিন্তু একবচনে 'আমি' অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। (চা, ৮০৯-১৩ পৃঃ)।

:—যোগ্য হয় (শব্দকোষ)। তু°—"এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)।

১১। সুপয়ান:—সং—প্রয়াণ হইতে প্রস্থান অর্থে পয়ান (শব্দকোষ)। সু (শুভ)+পয়ান=সুপয়ান। তু°—"বিজয়া দশমী দিনে করিল পয়ান" (চৈঃ চঃ, মধ্যের ষোড়শে)।

১৩-১৪। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যমুনাজলে পতনের ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে আছে—"মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ" (ঐ, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতকথা দ্রষ্টব্য)।

১৫। সুনিহালি:—সং—নি—ভাল্ ধাতু (দেখা অর্থে) -জাত, নিভালয়িত্বা হইতে নিহারিআ—নিহারি—নিহালি (চা, ৫৪০, ৫৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুন্দররূপে নিরীক্ষণ করিয়া।

চারুদিকে:—সং—চত্বারঃ—পা°—চত্তারো-চারু। সং—চত্বারি—জাত চারি, চার প্রভৃতি পদই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে (চা, ৭৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৭। নিমিখ:—সং—নিমিষ হইতে। চক্ষুর পলক।

ভিতে:—সং—ভিত্তি হইতে, এখানে পার্শ্বে, দিকে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তু°—"দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে' ভারতচন্দ্র শব্দকোষ; চা, ৭৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২০। ভবিষ্যপুরাণে আছে—"তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে চ ব্যহনৎ করম্।"

নতি—অবনত।

২৩। কেমতে:—সং—কিম্-জাত বাঙ্গালার কে-মূল সহ (সংস্কৃত—বন্ত—মন্ত হইতে উৎপন্ন) মত যোগে কেমত (চা, ৮৫১-২ পৃঃ)।

তু°—"কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার" (কৃঃ কীঃ, ৩৪৮ পৃঃ)।

[২৩]

বেহাগড়া

"হাতে হইতে পিছলিআ কুথারে পড়িল গিআ
কোন খানে দেখিতে না পাই।"
আকুল হইআ চিত্তে— "গেলা শিশু কোন ভিতে
মাঝ পথে তুমারে হারাই ॥"
কান্দে উচ্চ স্বরএ— "পরাণ বেরাাতে চাএ
শিশু হয়া ১ এমত বঞ্চনা।
মোথুরা জাইতে সাধ ২ দিলে এত বিসম্বাদ
মাঝ দরিআতে দিলে হানা ॥
কি বলিব ঘরে গিআ হেন পুত্র হারাইআ
দৈবকীরে কি বোল বলিব।
মাঝ-পথ জমুনাতে শিশু এড়ি আই তাথে
শুনি হিআ কেমনে পত্যাব ॥
ভাল ছিল কংস-পতি জাইথ করিথ গতি
আমি সে করিল কোন কাজ।
আকাশ ভাসিল মুণ্ডে পড়ি জেন এক দণ্ডে
আচানচউক পড়ে বাজ ॥
পুন নৌকা আনি জলে ডুবাইল অবহেলে
কি লইআ জাব নিজ-ঘর।
হিআ হইতে নীলমণি কাড়িআ লইল জানি
পাঞ্জরে বিন্ধিআ লাখ শর ॥"
কান্দয়ে ৩ করুণা স্বরে হিআ বিদরিআ মরে
তিল মাত্র সোয়াস্ত ৪ না পায়।
চৌউদিকে খুঁজিআ বুলে না পাইআ সে চাআলে
বসুদেব কান্দে উভরায় ॥
বাপের করুণা শুনি দআ উপজিল পুনি
দআর দরিআ জড়বায়।
পুন হাতাড়িআ দেখি আসিআ করেতে ঠেকি
শিশু পায়্যা আনন্দ হিআঅ ॥
"ঘুচিল অশেষ তাপ কুথারে গেছিলে বাপ
অভাগারে বধিয়া পরাণে।"
চণ্ডিদাস কহে তায়— "শুন বসুদেব রায়
ঝাট লঞা করহ গমনে ॥"

পুথির পাঠ :—

১ হআ সাদ কান্দএ সুআস্ত

টীকা

পং ১। হাতে হইতে :—সং—অস্ ধাতু হইতে বাঙ্গালায় হ বা অহ ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে; হ+অন্ত-জাত-ইত=হইত; তাহার সপ্তমীর রূপ 'হইতে' (চা, ৭৭৫ পৃঃ); মতান্তরে সং—ভূ ধাতু হইতে হো হইয়া বাঙ্গালায় হ ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে (শব্দকোষ)। বস্তুতঃ সং—অস্ ও ভূ ধাতুদ্বয় পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালায় একই অর্থে মিশিয়া গিয়াছে (চা, ৭৭৬ পৃঃ) ইহার প্রাচীনরূপ হন্তে, হন্তেঁ, হনে ইত্যাদি। অপাদান কারকের বিভক্তিরূপে ইহা বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণতঃ ইহা মূল শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়, কখনও মূল শব্দের সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত ব্যবহৃত হয়, যেমন—মোত হন্তে। তু—"এবে হন্তে দৈবকীর যত গর্ভ হএ" (কৃঃ কীঃ, ৩ পৃঃ) এখানেও "হাতে হইতে" প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

পিছলিআ :—সং—পিচ্ছিল হইতে; ক্লেদ হেতু মসৃণতা (শব্দকোষ)।

৫। স্বরএ :—সংস্কৃতের তৃতীয়ার—এন হইতে বাঙ্গালায় তৃতীয়ার-এ আসিয়াছে। স্বর+এ=স্বরএ=সং—স্বরেণ। (চা, ৭৪৪ পৃঃ)।

৮। দরিয়াতে :—ফার্সি—দর্য্যা হইতে দরিয়া (চা, ৬০২ পৃঃ)। হানা :—সং—হান্ ধাতু-জাত হন্তি হইতে হানা। বিশেষ্যরূপে ইহা প্রতিরোধ, অবরোধ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় (শব্দকোষ)। এখানে বিপদ্ ঘটাইলে, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

১০। বোল :—সং—বদ্ ধাতু হইতে প্রাকৃতে বোল্ল, বাঙ্গালায় বোল, বল। বিশেষ্য বোল=কথা।

১৬। **আচানচউক** :—অকস্মাৎ অর্থে হিন্দীতে আচানক, আচানচক শব্দ ব্যবহৃত হয় (শব্দকোষ)। আচানচক হইতে আচানচউক হইয়াছে কি ? তু°—সং-অসম্ভাবিত হইতে আচম্বিত ; সং—চমৎকার হইতে আচমকা (জ্ঞানেন্দ্র)।

২২। **সোয়াস্ত** :—সং—স্বস্তি হইতে (শব্দকোষ, চা, ১২৭ পৃঃ)। তু°—"চিত থির নহে, সোয়াস্ত্য না রহে" (তরু, ৩১শ পদ)।

২৪। **উভরায়** :—সং—উর্ধ্বরাবে হইতে ; উচ্চশব্দে (শব্দকোষ)।

২৫। বাপ :—সং—বপ্র—বপ্তা—হইতে বাপ (শব্দকোষ, চা, ৫১০ পৃঃ)।

২৭-২৮। ভবিষ্যপুরাণে আছে—"জনকং ক্রন্দিতুং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ রূপয়ান্বিতঃ। জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ ॥"

৩২। ঝাট :—সং—ঝটিতি হইতে (শব্দকোষ)। শীঘ্র।

[২৪]

(* *)

শিশু কোলে করি বসুদেব রায়
গোকুলে প্রবেশে গিয়া।
নন্দের মহলে অতি কুতুহলে
গেলা সে আ [* *] হয়া ॥
পুত্র কোলে করি 'নন্দ, নন্দ' বলে
শুনিঞা বাহির হয়্যা।
দেখি বসুদেবে নন্দ কহে তবে
হ [* * * *] ১ ॥
"সপ্তম গর্ভেতে ২ পুত্র উপজিল
সকলি বধিল কংসে।
অষ্টম গর্ভে এই পুত্র হল্য
ই[হাকে করিবে] ধংসে ॥
এই পুত্র আমি তোমা সমর্পিল
তুমি সে পরম বন্ধু।
এই নিবেদন করিল তোমারে
এই সে [ ] কের ৩ সিন্ধু ॥
বহু তপ-ফলে এ ধন পাঞাছি
বহুত কামনা করি।
দেবতা দিয়াছে এ ধন-সম্পদ
[* *] ঈশ্বর হরি ॥
হরি দেব সাধি দিয়াছেন বিধি
এই সে বালক মোর।
ভয় মহাভয় পায়্যা [* *] ম
আইলুঁ তোমার ওর ॥"
নন্দ বলে -"আজি এই নিশা জোগে
হয়্যাছে রূপসী কন্যা।
সংসারে [* * * *]
[ ]মণি সুন্দরী ধন্যা ॥"
"ভাল ভাল"—বলি কহে বসুদেব
"চলহ দেখিব তারে।"
মনের আনন্দে [* * *]
প্রবেশে সূতিকা-ঘরে ॥
দেখিল সে কন্যা পরম রূপসী
রূপের তুলনা নাঞি।
বসুদেব বলে— "[* *] লেহ
দিলাঙ তোমার ঠাঞি ॥
লালন পালন করিবে ছাআলে
এই সে তোমার পুত্র।
মনের আনন্দে [* *] দিলাঙ
কহিল ইহার সুত্র ॥"
এ বোল শুনিঞা আনন্দে জসদা
বালক লইঞা কোলে।
লক্ষ লক্ষ চু[ম্ব দিল] সে বদনে
চণ্ডিদাস সুখী ভালে ॥

পুথির পাঠ :—

১ এই পত্রের এক দিক ছিন্ন বলিয়া এই পদের অনেক স্থানে পাঠ উদ্ধৃত করা গেল না।

২ গর্ব্ভেতে, পরেও।

৩ পুথিতে ইহার পরে একটি ব আছে।

টীকা

পং ৯। সপ্তম গর্ব্ভেতে :—প্রথম হইতে সপ্তম, এই সাত গর্ভ অর্থে। ১৩শ পদের ৯ম পঙ্ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। বিষ্ণুপুরাণে (৫।৩।২০-২২), ভাগবতে (১০।৩।৪১), হরিবংশে (২।৪।২৫-২৬) বর্ণিত হইয়াছে যে বসুদেব নন্দগৃহে প্রবেশ করিয়া যশোদার অজ্ঞাতসারে সন্তান পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যশোদা বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।২০; ভাগবত, ১০।৩।৪৩), এমন কি গোপগণও ইহা জানিতে পারেন নাই (ভা, ১০।৩।৪১)। বিষ্ণুপুরাণে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে বসুদেব যখন পুত্রকে লইয়া যমুনা পার হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনাতীরে সমাগত হইয়াছেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।১৯), কিন্তু তাঁহারা যোগ-নিদ্রা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন (ঐ, ৫।৩।২০)। অতএব বসুদেব ও নন্দের কথোপকথন কবির নূতন সৃষ্টি।

[২৫]

নটনারায়ণ

পুত্র কোলে করি জসদা সুন্দরী
    * * লোলে ভাসে।
প্রসব-বেদনা সব পাসরিঞা
    মনের সহিত হাসে ॥—
"পরম ঈশ্বর দেব হৃষীকেশ ১
    র [* *] আলরি।
তারা তুষ্ট হঞা অনুকুল পাঞা
    মোরে পুত্র দিল হরি ॥
এমত ছাআল হউক বলিআ
    [*] নে ছিল সাদ।
বিধাতা সাপক্ষ হই তার পক্ষ
    ঘুচিল মনের বাদ ॥"
পুত্র-মুখ হেরি জসদা সুন্দরী
    [আন]ন্দে নাহিক থেহা।
সুখের আবেশে নিরন্তর ভাসে
    ধরণ না জাএ দেহা ॥
"শিব আরাধিআ গো[বিন্দ সে]বিআ
    পাইল অমূল্য ধন।
এত দিনে মোর দুঃখ দূরে গেল
    সুস্থির হইল মন ॥
ঐছন পুত্রের আ[ছিল বা]সনা
    বিহি আনি দিল কোলে।"
হরস বদনে শ্রীমুখ-চুম্বনে
    করেন আনন্দ হেলে ॥
"শুন, ও[হে ন]ন্দ, কি আজু আনন্দ
    শুভ দিন হৈল মোর।
ধন্য করি মানি আপনার প্রাণী
    এ ধন পাইল [কোর] ॥"
এ নন্দ জসদা সুখে ভাসে সদা
    রাত্রি অবশেষ কালে ২।
গাভীর দোহন করল তখন
    আনি জোগাইল ভালে ॥
কোটরী পুরিত দুগ্ধ নিজোজিত
    পিআই বালক মুখে।
চণ্ডিদাস বলে দেখি ভেল সুখী
    ঘুচিল সকলি দুঃখে ॥

পুথির পাঠ :—

১ রিসিকেস ২ কৌলে

দ্রষ্টব্য :—বন্ধনি-মধ্যে যথাসম্ভব কল্পিত পাঠ বিন্যস্ত হইল।

টীকা

পং ১। নন্দ-যশোদা:—বসুপ্রধান দ্রোণ স্বীয় ভার্য্যা ধারার সহিত ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুতে যেন তাঁহাদের পরমা ভক্তি হয়। তদনুযায়ী ব্রহ্মার বরে দ্রোণ নন্দরূপে, এবং ধারা যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন (ভা, ১০।৮।৩৮-৩৯)।

১২। বাদ:—সং—বাধ হইতে; বাধা, প্রতিবন্ধক অর্থে।

১৪। থেহা:—সং—স্থিত হইতে থেহ—থেহা (তরু, শব্দসূচী)। মতান্তরে—সং—স্থল হইতে থই—থৈ; তল অর্থে (শব্দকোষ)। মতান্তরে—সং—স্থৈর্য্য হইতে (জ্ঞানেন্দ্র)। তল নির্দ্দেশে এখনও প্রাদেশিকতায় থৈ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন—অ—থৈ (অতল) জল। তু—"দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী" (চর্য্যা, ৫ম)। এখানে অসীম আনন্দ বুঝাইতেছে।

২৪। হেলে:—সং—হেলা; অবলীলা। প্রঃ—হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া (ভারতচন্দ্র)।

২৭। প্রাণী:—প্রাণ অর্থে। প্রঃ—কেমন করিছে প্রাণী—চণ্ডীদাঃ।

৩২। ভালে:—সং—ভাল, কপাল, ললাট। মস্তকের সম্মুখভাগ অর্থে, এখানে সম্মুখে।

৩৩। কোটরী:—সং—কট্ ধাতু আবরণে (অমরকোষ, টীকা), যাহা হইতে কোটা, কটুয়া ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। তু°—সং—কোট্টরী, ক্ষুদ্র কক্ষ।

[২৬]

রাগ কামোদ

বসুদেব কঅ করিআ বিনঅ—
"এই নিবেদন মোর।
সদা সাবধানে থাকিহ জতনে
কংসচর জত চোর॥
করিব সন্ধান অন্যের বন্ধান
চরে আরপিব দেশে।
জেমত বেকত না হএ সতত
সদাই থাকিবে কাছে॥
এই বোলো ঠার[১] হইল সকল,"—
কহে বসুদেব রায়।
"আমারে রহিতে না হএ উচিতে
মোর মনে হেন ভায়॥
পুরুবে দেবের আছএ বচন
কহিল কংসের পাশে।
দৈবকী-ওদরে অষ্টম গর্ব্ভেতে
সে তোমা করিব নাশে॥
এই পুত্র হৈল অষ্টম গর্ব্ভেতে
দেব-বাক্য নহে আন।
এ সব ফলিব দেব-সুবচন
বিপাক পড়িব জান॥
আর দেব-বাক্য সেই হব সাক্ষ্য
পুরুব কাহিনী আছে।
নন্দ-সুতা আনি কংসেরে[২] ভাণ্ডিব
সেই সে হইল কাছে॥
এই সুতা[৩] দেহ না কর সন্দেহ
তুরিতে মথুরা জাই।
বিলম্ব না সহে তিলেক বিআজে
কহিলাম তোমার ঠাই॥"
সেই কন্যা দিল বসুদেব-কোলে
তুরিতে লইঞা জাএ।
প্রবেশ করিল আপন মন্দিরে
দিন চণ্ডিদাসে গাযে॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] বোলোচার (?) [২] কংসের। [৩] সুত

টীকা

পং ৫। বন্ধান:—সং—বন্ধ হইতে; বন্ধন, বিঘ্ন অর্থে।

১২। সং—ভাতি হইতে ভায়, অর্থ—(বোধ) হয়; তু°—"মোব মনে আন নাহি ভায়" (তরু, ১২৪ পদ)।

১৩-১৬। তুলনীয় ভা, ১০।১।২৩; বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৬৩ ৬৪; ইত্যাদি।

১৮। আন:—সং—অন্য—প্রা—অণ্ন হইতে; অন্যথা, মিথ্যা অর্থে। তু°—"তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন" (কৃঃ কীঃ, ১১ পৃঃ)।

[২৭]

ধানসি

আপন মন্দিরে প্রবেসিবামাত্রে
দুআরে তসলা লাগে।
পুন বসুদেবে লাগিল শিকল
প্রহরী উঠিআ জাগে॥
সেই নন্দসুতা দৈবকীরে দিল
ভূতলে রাখিলে ফেলি।
কান্দিতে লাগিল— 'উ-মা-উ-মা—উ-মা'
এই সে শবদ বলি॥
রোদনের ধ্বনি শুনিঞা প্রহরী
জাগিআ উঠিআ বসি।
দৈবকি-ঔদরে পুত্র প্রসবিল ১
হেন মনএ ২ আসি॥
প্রহরী জাইঞা সূতিকা-মন্দিরে
দেখল একটি কন্যা।
কাড়িয়া লইল পরম রূপসী
এ মহীমণ্ডলে ধন্যা॥
সেই কন্যা লঞা প্রহরী ধাইঞা
চলিলা রাজার দ্বারে।
দ্বারি আদেসিআ ৩ কহিতে লাগিলা
প্রহরী যুড়িআ করে॥
ফুকুরি ৪ দুআরী কহে বেরি বেরি—
'শুন কংস নরপতি।
অষ্টম গর্ভেতে দৈবকী-ঔদরে
কন্যা হৈল একপাতি॥'
এ কথা জখন শুনিল শ্রবণে
চমকিত হৈল কংস।
অষ্টম গর্ভেতে কখন জন্মিল
আসিয়া কৌন ৫ বংশ॥
বাহির হইল কংস দূত মুখে শুনি—
"কহ, কন জন্ম হৈল।
কহ কৌন বাণী তুআ মুখে শুনি
অধিক হরস ভেল॥"
কর জোড়ে বলে দুআরি প্রহরী—
"শুনহ নৃপতি রাঅ।
অষ্টম গর্ভেতে কন্যা প্রসবিল"—
দিন চণ্ডিদাসে গাঅ॥

পুঁথির পাঠ:—

১ প্রবেসিল, বিপ, এবং পরে ২ মনে লএ, দীপু
৩ দ্বারিএাদেসিআ, বিপ ৪ স্নুন্দবি, বিপু
৫ কোন, দীপু

টীকা

পং ১-১২। ভাগবতেও আছে—"বসুদেব গৃহে উপস্থিত হইয়া……স্বীয় চরণে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া রহিলেন, এবং এদিকে যখন বহির্দ্দেশস্থ এবং অন্তঃপুরস্থ দ্বার সকল পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ হইল, তখন গৃহপালগণ ক্রমশঃ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া জাতমাত্র বালকের স্বভাবতঃ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিল।"

(ভা, ১০।৩।৪২, ১০।৪।১ ; তু°· পুঃ, ৫।৩।২৩-২৪ ; ইত্যাদি)।

প্রবেশিবামাত্র :— প্রবেশিব ইব—যুক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ; তৎসহ 'মাত্র' যোগে প্রবেশিবামাত্র ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (চা, ১০১৭ পৃঃ)।

১১। গর্ভ হইতে প্রসবিল, এই অর্থে এখানে অপাদানে সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, তু°—'আম্মাতে চাহসি বাঁশী' (কৃঃ কীঃ, ৩২৬ পৃঃ) ; চলিত ভাষায়—"তিলে তৈল হয়," এবং এই পদের ২৩-২৪শ পঙ্‌ক্তিতে—"দৈবকী-ঔদরে কন্যা হৈল এক পাতি"।

২১। ফুকারি :—সং—ফুৎকার হইতে (চা, ৪৩৮ পৃঃ, এবং শব্দকোষ)। তু°—হিন্দী—পুকার। অর্থ—উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করি। তু°—"চোরের মা যেন পোয়েব লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে" (চণ্ডী, ১৫৩ পৃঃ), এবং—"ফুৎ-কারহি ধনি তেজব দেহ" (তরু, ১৭২১ সং পদ)।

বেরি বেরি :—বার বার, পুনঃপুনঃ তু°—"নিরজনে উবজ হেরত কত বেরি" (তরু, ৬২ পৃঃ)।

২৮। কোন :—সং—কঃ পুনঃ হইতে কবণ হইয়া কোন (হি°—কৌন, পা°—কোণ, ইত্যাদি)। (বিমৃস, ২।৩২৩ ; চা, ৮৪২ পৃঃ)। তু°—"আন্ধেত করিব তথা কোণ পরকার" (কৃঃ কীঃ, ১২৩ পৃঃ)।

৩১। তুআ :—সং—তব হইতে তুব হইয়া তুঅ—তুআ—তুয়া (চা, ৮১৯ পৃঃ)। তু°—"অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয়" (তরু, ২৯ পৃঃ) তোমার।

২৮

সুই

এ কথা শুনিঞা বলে কংস রাঅ-
"দেবতার কথা মিথ্যা।
কহিলা [১] অষ্টম [১] গর্ভে পুত্র হব,
প্রসব হইল সুতা॥
দেব-বাক্য আন নহিল পুরিত
কি জানি এই সে সুতা।—
অষ্টম গর্ভের এই পুত্র রিপু
ইহারে বধহ তথা [২]॥"
রাজ-আজ্ঞা পাঞা প্রহরী যতেক
চলিলা সে কন্যা লঞা।
শিলায়ে মারিতে গেলা সে তুরিতে
অতি হরসিত হঞা॥
ধরি দূত পায়ে উঠাইঞা ঠাএ
শিলাতে আচারে জবে [৩]।
পিছলিআ হাথ আকাশে চলিল
কহিতে লাগিল তবে॥—
"মোরে কি ধরিবে আরে দুষ্ট কংস,
তোমারে বধিব জে।
তোমারে বধিব সেই সে পুরুষ
গোকুলে জন্মিল সে॥"
এ কথা কহিঞা চলিল ভবানী
আকাশ-মণ্ডল দিআ।
শুনি কংসাসুর তটস্থ [৪] হইল
কাষ্ঠের পুতলি কাআ॥
দেব-কথা কভু নাহি হয়ে আন
কহিআ চলিল সেই।
ভয়ে মহাভয় পাঞা কংস রায়
ভাবিতে লাগিলা তাই॥
ধরিল ধরণী এই বাক্য শুনি
তেজিল আহার পানি।
আনি দূতগণে সভারে চাপিল
চণ্ডিদাসে কহুঁ পুনি॥

পুঁথির পাঠ :—

[১,১] কহিলাম অষ্টট [২] তুথা [৩] জ্রাবে [৪] তটস্ত

টীকা

পং ৫-৮। অর্থ:—দেববাক্যের অন্য অংশ (অষ্টম গর্ভে পুত্র জন্মিবে) পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই অংশ (অষ্টম গর্ভের সন্তান আমাকে বধ করিবে) যদি পূর্ণ হয়, এই জন্য এই কন্যাকেই বধ কর। এখানে সন্তান **অর্থে**—"পুত্র" ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা—দেববাক্য অন্যথা হইয়াছে, পূর্ণ হয় নাই; তথাপি অষ্টম গর্ভের এই সন্তানই আমার শত্রু, অতএব ইহাকে সেই পাথরের উপরে বধ কর।

১১। তুরিতে:—সং ত্বরৎ—তুরন্ত হইতে, অর্থ—শীঘ্র।

১৩-১৪। ভাগবত, হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে কংস নিজে এই কন্যাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪।৬, ইত্যাদি)। চণ্ডীদাসের এই পরিকল্পনায় কংসকে সেই দোষ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।

১৭-২০। তু—ভাগবত, ১০।৪।৮; বিষ্ণু পুঃ, ৫।৩।২৭-২৮, ইত্যাদি।

২৩। তটস্থ:—তটেস্থিত, ইহা হইতে ভয়কাতর (শব্দকোষ)। তু°—"উদ্বিগ্নমনাঃ" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।৪।১)।

২৯। ধরণী ধরিল:—ভূতলে বসিয়া পড়িল, অত্যন্ত ভীত হইল।

৩১। চাপিল:—চপ্ + ঘঞ্ — চাপ, ভাব অর্থে। পীড়ন করিল, বা আদেশ করিল।

[২৯]

কানড়া

"কালি জে জন্মিল গোকুল-নগরে
তাহারে আনিবে হেথা।
অই অন্বেষণ [১] কর দূতগণ
* বিসম হইল কথা॥"

চর আদেশিআ ভেজিল গোকুলে
দূত করে অন্বেষণ।
চারিদিকে [২] খুজে গিঞা ঘরে ঘরে
রাজদূত চরগণ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গোপের নগরে *
ফিরি সে কংস-জনে।
না পাইঞা তত্ত চলিলা তুরিত
কহিতে কংসের স্থানে॥
গোচর করিছে প্রহরী সকল
কহিছে রাজার কাছে।—
"প্রতি ঘরে ঘরে খুজিআ বিকল
সভার নাচেতে নাছে॥
একটি সন্ধান পাইল রাজন
শুনিল লোকের মুখে।
কালি নিশাকালে একটি ছাআল
জসদা প্রসবে সুখে॥
ঘানাঘোনা শুনি না দেখি নআনে
গোচর করিলাম তোএ।"
এই নিবেদন করিল সদন
নন্দের ঘরেতে হএ।
শুনি কংস তবে চর আদেশিল—
"গোপনে জাইবে ত্বরা।
আনিবে ছাআলে নিবিড়ে কাড়িআ,
নাহিক জানএ কারা॥"
গেলা দূতগণ করে অন্বেষণ
গোকুল নগর-মাঝে।
প্রতি ঘরে ঘরে নগর-চাতরে
ফিরই আপন কাজে॥
চণ্ডিদাস কহে— "আরে, কংসচর,
অবোধ দেখিএ বড়।
নন্দসুত প্রতি কাহার শকতি!
এ কথা বিষম বড়॥"

পুঁথির পাঠ।—

১ অন্যাস ' চারিদিগে ' নগেরে, এবং পরে

টীকা

পং ৫। ভেজিল।—সং—ভিদ্‌ধাতু জাত ভেদয়তি, বা ভেস্থতে হইতে ভেজ, প্রেরণ করা অর্থে (বাম্‌স. ৩.৬৫-৬)। তু'—"তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান" (তরু, ৬৬ পৃঃ)।

১৬। নাছেতে নাছে:—বাড়ীর পশ্চাৎদ্বার, এবং প্রবেশদ্বার এই উভয় অর্থেই নাছ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সং—রথ্যা (পথ) হইতে, অথবা সং—নৃত্য হইতে নাছ, যেমন—নাছঘর, সাধারণতঃ বাড়ীর সম্মুখভাগে পথের পার্শ্বে থাকে বলিয়া "নাছ" শব্দে সম্মুখভাগ বুঝাইয়া থাকে, যথা— "পেয়াদা সভার নাছে, প্রজাবা পলায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা" (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)। অথবা সং—পশ্চাৎ জাত পাছ হইতে ভ্রমে নাছ, পশ্চাদ্‌ভাগ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন,—"নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে" (পশ্চাৎদ্বারে) (তরু, ৬৩৮ সং পদ)। এখানে, সকলের বাড়ীর সম্মুখে এবং পশ্চাতে সর্ব্বত্রই খুঁজিয়াছি, এই অর্থই ব্যক্ত করিতেছে।

২১। ঘনাঘোনা:—কানাঘোসা, কানে কানে ঘোষণা, এই অর্থে।

২২। তোএ—সং—ত্বং হইতে তো—মূলের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে কর্ম্মকারকে তোএ (চা, ৮১৭-৮ পৃঃ)।

[৩০

কামদ

দেখিল নঅনে এই সত্য বটে
জসদা প্রসবে পুত্র।
ফিরই সকল দূত-চরগণ
কহিছে সকল সূত্র

প্রহরী সকল কহিতে লাগল
হিতের বচন সারা।—
"শুন গো, জসদা, রিপু কংস ওথা
জানিল সকল ধারা॥

মো সভা ভেজিল এই অন্বেষণ ১
দেখিতে ছাআল তোর।
মূরতি দেখিআ শুন গো, জসদা,
মনেতে হইলুঁ ভোর॥

হিত কহি তোরে এমত ছায়ালে
বাহির না কর কভু।
ছায়ালে ধরিতে মো সভা ভেজিল
কংসরাজ তাহে রিপু॥"

চর-দূতগণ কহিল কারণ
চলি গেলা মধুপুরে।

* * *

গিআ মধুপুরে রাজাএ গোচরে—
"শুন, মহারাজা কংস।
গোকুল-নগরে খুজি ঘরে ঘরে
নন্দের হইল বংশ॥

দেখিল গোচর শুন নৃপবর
রাত্রে সে জন্মিল পুত্র।
নন্দের ঘরের ছায়াল দেখিল
কহিল এ সব সূত্র॥"

এ কথা শুনিআ কংসের পরাণ
উড়িল, চিন্তিত মনে—
"দেবতার বাক্য কভু নহে আন"—
জানিল মরম স্থানে॥

কহে বেরি বেরি— "কহ ফিরি ফিরি
দেখিলে কেমত শিশু।
উগারিআ ২ কহ ভয় না করিহ
কপট না রাখ কিছু॥"

তবে কহে দূত চরআদিগণ
"শুন, নৃপ মহারাজ।
দেখি[লুঁ] মুরতি যেন মিঘ-যুতি
জসদা-মন্দির-মাঝ ॥
আকর্ণ নয়ন কিবা সে বয়ান
অধর জেমত রাতা।
জেন কন আসি দেবতা প্রবেশি
জনম লভিল উথা ॥
কাড়িএ লইতে জবে মনে করি
আচম্বিতে হেদে আখি।
জেন ঘোরতর অন্ধকার সম
দেখিতে নাহিক দেখি ॥
গিয়া নন্দঘরে তাহার [দুয়ারে]
বাহির হইতে নারি।
সেই সে ছায়াল কিবা জানে তন্ত্র" [৩]
চণ্ডিদাস কহে ভালি ॥

পুঁথির পাঠ :—

[১] অন্যাসন [২] উগ্গারিআ [৩] তন্ত

টীকা

পং ৭। ওথা :- অমত্র হইতে ওথা—হোথা (চা, ৫৫৬, ৮৫৮ পৃঃ), সেখানে।

৯। মো-সভা :—সং-ষষ্ঠীর মম হইতে বাঙ্গালার কর্তৃভিন্ন কারকে ব্যবহৃত মো-মূলের উদ্ভব হইয়াছে (বাঁগস ২।৩০২ ; চা, ৮১১ পৃঃ)। ইহা বিভক্তিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হইত (যেমন, মোকে, মোর, ইত্যাদি) ; আবার স্বরূপেও ব্যবহৃত হইত, যেমন—"মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)। এখানে বহুবচন-বোধক "সভা" শব্দ যোগে, "আমাদিগকে" এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

১২। ভোর :—বিভোর (বিহ্বল) হইতে ভোর, ভোল। তু'—"দুহুঁ দেহি দুহুঁ ভেল ভোর" (তপ, ৩৮ পৃঃ)।

৩৩। উগারিয়া = উগ্গারিআ (পুঁথির পাঠ)। সং- উ-গৄ হইতে (তু'—সং—উৎগীর্ণ) উৎপন্ন হইয়াছে। উগারিয়া অর্থ—উৎগীর্ণ করিয়া, প্রকাশ করিয়া।

৪০। রাতা = রক্তোৎপল।

৪৪। হেদে :—সং—হার্দ—(স্নেহ) হইতে। অথবা, সং—হৃদ্‌বেদনা হইতে হ্যাদান—হেদা। স্নেহে বিহ্বল হওয়ার নাম হেদান।

[৩১]

জয়শ্রী

দূত-মুখে শুনি কংস ভয় মানি
চিন্তিত হইল ভারি।
সেই সে অস্টম গর্ভে জনমিআ
এই সে করিব গাড় ॥
কিসে নস্ট হএ [১] চিন্তিত উপাএ [১]
ধরণী ধরিআ বসি।
মনে মনে গুণে না দেখে নয়ানে
হেনক মরমে বাসি ॥
পাত্র-মিত্র-গণ আসিয়াছে আন
বসিলা অসুর কংসে।
"সেই রাতি কালে অষ্টম গর্ভেতে
জন্মিল নন্দের বংশে ॥
জন্মিল দৈবকীর ওদর [২] ভিতরে
আমারে ভাণ্ডিল এহ।
মনেতে জানিল কন্যা জে কহিল
ইহার উপায় কহ ॥"
পাত্র-মিত্রগণ কহেন কারণ
"ইহার উপায় আছে।"
কহে পাত্রগণে বিচার করিআ
"কহিব তুমার কাছে ॥

চিন্তা না করিহ শুন মহারাজা,
কাড়িআ আনিব শিশু [৩]
যাতে নষ্ট হএ [৪] চিন্তির উপাএ
বিস্ময় [৫] না ভব কিছু ॥
তুমি মহারাজ কংস ভূপতি
এতেক মহিমা জার।
আমরা থাকিতে কিসের দুর্গতি
কণ্টক রাখিব তার ॥
স্থখে [৬] মহারাজা কর সুখ-কেলি
বিলাস বৈভব জত।
আনন্দে ফিরএ জগত মণ্ডলে
চণ্ডিদাস কহে তত ॥”

পুথির পাঠ.—

১ হয়ে, উপায়ে	২ আোদর	৩ সিসু
৪ হয়ে	৫ বিস্বঅ	৬ মুখে

টীকা

পং ৫। চিন্তিত = চিন্তিল (১ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য
২৩। চিন্তির = চিন্তিল (১ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)

এথা নন্দ-ঘরে আনন্দ বাধাই
জতেক গোপের পাড়া।
আনন্দ-মগন জত গোপগণ
দিছে জঅ জঅ সাড়া ॥
দুন্দুভি [১] বাজনা কাংস্য করতাল
ভেউর মৃদঙ্গ ডম্ফ।
কাড়া সে দগড়ি ঢাক ঢোল আদি
বাজে আর জগঝম্ফ ॥
ভুরুঙ্গ মহুরী লাখে লক্ষ কত
বাজন শুনিএ সাড়া।
বাদ্যের শবদি [২] কিছুই না শুনি [৩]
শ্রবনে না শুনি বাড়া ॥
গোকুল-নগরে বাদ্যের শবদে
নাচএ [৪] ধরণী ধরা।
কেহো সে আপন আপনা না জানে
সুখেতে হইআ [৫] ভোরা ॥
কোলের বালক কান্দিআ [৬] বিকল
না খাএ [৭] মায়ের স্তন।
পরকান কিছু শুনিতে না পাএ [৮]
একদৃষ্টে [৯] রহে মন ॥
নিদ্রা গেল দূরে বাদ্যের শবদে
গোকুলে জতেক লোক।
আনন্দে মগন জত গোপগণ [১০]
নাহি জানে কিছু শোক ॥
সুখের সায়রে [১১] আহিরিণী জত
নাহি জানে দিবা নিশি।
জেমত ঢালিয়া কেহু সে আনিঞা
দিলেক অমিআ রাশি [১২] ॥
নন্দের মহলে আনন্দ বাধাই
লুটি ভাণ্ডার জত।
বিপ্র [১৩]গণে দেই দুগ্ধবতি গাভি
যুথে যুথে কত শত ॥
কনক রজত বস্ত্র অলঙ্কার
দিছেন বিপ্রেরে[১৪] দান।
জত বিপ্রগণ আশীষ [১৫]-করণ
করেন মঙ্গল গান ॥
মঙ্গল উঠান [১৬] করেন রসাল
শিরে দিএ দুর্ব্বাধান।
যুগে যুগে জিঅ না হঅ্য মাগু আউনিছ[১৭]
ইহাতে নাহিক আন ॥

নানা উপচার বিবিধ মিষ্টান্ন [১৮]
শাকর মিঠাই আদি।
নানা সে মধুর রম্ভা নারিকল
আনি জগাইল বিধি ॥
লাখ লক্ষ কত কোটি শত শত
ধেনু আনি নিজজিআ।

* * * * *

গিআ শিবালএ তাহার মন্দিরে
শিরেতে ঢালিছে দুগ্ধ।
পূজক ব্রাহ্মণ- পুত্র জত জন
মহাদেব হয় স্নিগ্ধ ॥
নানা দেবা দেবী সভাকারে সেবি
পূজল বিধান-মতে।
চণ্ডিদাস কহে কিবা সে আনন্দ
কি দেখিএ চাতুর্ভিতে ॥

পাঠান্তর : -

১	দুন্দুবি	২	দীপু, সবদে, এবং পবে
৩	স্থনি, এবং পরে	৪	নাচয়ে, দীপু
৫	হইএগ, দীপু	৬	কান্দিএগ, ঐ
৭	খায়ে, ঐ	৮	পাত্তে, বিপু
৯	দিষ্টে, বিপু	১০	গোপজন, দীপু
১১	সত্তরে, বিপু	১২	অমিএগ রাসি, দীপু
১৩	রিপু, দীপু এবং বিপু	১৪	রিপুরে, উভয় পুথি
১৫	আসিস, ঐ, এবং পবে	১৬	উঠার, দীপু
১৭	(?)	১৮	মিষ্টান্ন, উভয় পুঁথি

ভাগবতের দশমস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নন্দোৎসবের বর্ণনা আছে

পং ২। পাড়া:—সং—পাটক হইতে (তুং—পট্ট, পত্তন, পটী ইত্যাদি)। এখানে লক্ষণা অলঙ্কারে প্রতিবেশি-গণকে বুঝাইতেছে।

৪। সাড়া:—সং—স্বর, বা শব্দজ; অস্তিত্ব-জ্ঞাপক শব্দ।

৫-৯। দুন্দুভি:—দুন্দু (এক প্রকার অনুকার শব্দ) —ভা+ডি। বৃহৎ ঢক্কা, নাগরা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। তুং—ভা, ১০।৫।৪।

কাংস বা কাংস্য তাম্ররঙ্গমিশ্রিত এক প্রকার শব্দোৎ-পাদনকারী ধাতু, এবং তন্নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সাধারণতঃ কাঁসী নামে অভিহিত হয়।

করতাল:—কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, দুই খণ্ড দুই হাতে ধরিয়া বাজাইতে হয়। তুং—"কাংস্য করতাল ঘণ্টা ঘোর শব্দ কাসী" (ধর্ম্মমঙ্গল, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ৪১২ পৃঃ)।

ভেউর:—ভেরী হইতে, বৃহৎ বংশীবিশেষ। তুং—"করতাল ভেউড় মর্দ্দল বাজে ঠাঞি ঠাঞি" (মানিকচাঁদের গান)।

মৃদঙ্গ:—মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার। মাটির খোল-বিশিষ্ট পাখোয়াজ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সাধারণ সংজ্ঞা খোল।

ডম্ফ:—সং—দম্ভ হইতে কি? আনদ্ধ বাদ্য যন্ত্র বিশেষ।

কাড়া:—সং—কটাহ হইতে কি? মাটির একমুখা আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, দুই হাতে কাঠি দিয়া বাজাইতে হয়।

দগড়ি:—সং—দ্রগড় হইতে। মাটির ছোট নাগরা বিশেষ। তুং—"দগড় দগড়ী বায় শত শত জনা" (কবিকঃ চণ্ডী, ২৬৪ পৃঃ)।

জগঝম্প:—হয়ত জগৎ-ঝম্প হইতে। নীচের দিক্ গোল, এইরূপ একপ্রকার ছোট ঢাক। অঙ্গভঙ্গীর সহিত বাজাইতে হয়।

ভুরুঙ্গ:—ভড়ং, ভরঙ ইতি ভাষা। "বহিরঙ্গ" হইতে উৎপন্ন। এক প্রকার সামরিক বাদ্যযন্ত্র। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের ন্যায় ইহার মধ্যে নল স্তবকে স্তবকে সজ্জিত থাকে (জ্ঞানেন্দ্র)। তুং—"রণশিঙ্গা ভোরঙ্গ বাজয়ে ভেঙ ভেঙ" (ধর্ম্মমঙ্গল, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ৪১২ পৃঃ)।

মহুরী:—তুং—"হাথে মোহারী বাঁশী" (কৃঃ কীঃ, ৮৬ পৃঃ); "মৃদঙ্গ মুহুরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল" (চৈঃ ভাঃ)। ভাগবতে আছে—"অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে" (ভা, ১০।৫।১০)।

২৩। গোপগণের উৎসবের বর্ণনা ভা, ১০।৫ [illegible] শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৫-২৬। গোপীগণের বিবরণ, তুং—ভা, [illegible] শ্লোক।

৩১-৩২। ভাগবতে আছে যে নন্দরাজ [illegible] অলঙ্কৃত ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন (ভা, [illegible])।

৩৩-৩৪। নন্দরাজ স্বর্ণখচিত [illegible] তিলের পর্বতও দান করিয়াছিলেন (ভা, [illegible])।

৩৫-৩৬। ভাগবতে আছে যে বিপ্রগণ মঙ্গলসূচক স্বস্তিবাচনে প্রবৃত্ত হইলেন (ভা, [illegible])।

৩৯-৪০। ভাগবতে আছে [illegible] সকলে কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন (ভা, [illegible])।

৬

---

[২৩]

ধানশী

নানা অঙ্গ সহ ১ জনেক রমণী
লইআ ২ কাঞ্চন থালা।
তাহাতে কাঞ্চন আর দূর্বাধান
আশীষ ৩ করেন তারা॥
গোপের রমণী এ বৃদ্ধ ৪ ব্রাহ্মণী
আশীষ করেন চিতে—
"তোমার বালকে রাখুক দেবতা
দশ দিক্‌পাল ৫ সুতে॥
হরি নারায়ণ পরম কারণ
অচ্যুত ৬ অনন্ত আদি।
এ সব দেবতা রাখল তোমাএ
এই সে আশীষ-বিধি॥"
দেখিএগ ৭ বালকে এক দিঠে থাকে
নয়ন ৮ পালট নহে।
দেখিআ ৯ সৌন্দর্য ১০ কেহো নহে ধৈর্য ১১
সবনে মরমে কহে॥
কহে জসদায় ১২— "তোমার বালক
দেখিআ হইল সুখী।
কোথা [illegible] কি দেব পূজিলে
কথা কহি তোরে লিখি ১৩॥
এমত [illegible] [illegible], জসদা
নিছনি লইআ মরি।
[illegible] দেখি [illegible] ১৪
দেখিএ ১৫ নাগর [illegible]॥"
এই সে কহিলা [illegible] যুবতী
[illegible] মনে।
এমন [illegible] না দেখি গিআনে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

পাঠান্তর:—

১ অধাসুত, বিপ্র ২ লইআ, দাপ্র
৩ আশিস, এবং পরে, বিপ্র ৪ বিদ্ধ, ঐ
৫ দিগপাল, দাপ্র ৬ অচুত, বিপ্র
৭ দেখিএ, বিপ্র ৮ নএন, দাপ্র
৯ দেখিয়া, দাপ্র ১০ সুন্দরতা, বিপ্র
১১ ধৈর্য, ঐ ১২ যসোদাএ, বিপ্র
১৩ লোখ, দাপ্র ১৪ মুরতি, বিপ্র
১৫ দেখিয়া, দাপ্র

টীকা

[illegible] ইহার সংক্ষেপে, সম্বোধনে

২৭। গিআনে।—জ্ঞানে।

[৩৪]

রাগ সুই

দধি ভারে ভারে আনি গোপবরে
হলিদ্রা ফেনাএ তাত [১]
আনন্দ করিআ [২] নন্দঘোস আনি
দিছেন সভার গায় ॥
এ দধি-হলিদ্রা পিচক ভরিআ
ভিজল জতেক জনে।
জেমত নদীর সিনান করএ
তেমত হইল সেনে ॥
গোকুল-নগরে দধি-হলিদাএ [৩]
ভাসল নগর গলি।
উঁচ্চ ডবু করে জতেক নগরে
কহিছে ভালিরে ভালি ॥
নানা উপচার বিবিধ সাকর
মিঠাই পুরিছে চিনি।
দিআ সব জনে অখিল ভরিআ
চিনিচাপাকলা ফেনি ॥
তইল হলদি দুখিত জনেরে
দেই সে আচল ভরি।
চণ্ডিদাস বলে কি আজু আনন্দ
গোপের নগর পুরি ॥

পাঠান্তর —

১ তাং, দাম্র ২ করিআ, ঐ ৩ হলিদাএ

টীকা

পং ১-৮। ভাগবতে আছে যে গোপগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল লইয়া পরস্পর সেচন ও নবনীত দ্বারা বিলেপন করিয়া ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন (ভা, ১০।৫।১০)।

২। হলিদ্রা = হরিদ্রা।

১৩। সাকর = শর্করা।

যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, নন্দ তাঁহাদিগকে বহু বসনভূষণ এবং গোধনাদি প্রদান করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৫।১১)।

[৩৫]

নবনত্তা ভেল সকল নগর
আনন্দ হইলা বড়ি।
সুখের সায়রে সভাই ভাসিল
নিজ গৃহ [১] সবে ছাড়ি ॥
গৃহের বাসনা তেজে সব জনা
দিবা নিশি নাহি জানে।
শ্রীমুখ-মণ্ডল নিরখিআ রএ
দুখ জ্বালা [২] নাহি জানে ॥
এইমত সবে আনন্দ উচ্ছব
নন্দের মহল পানে।

* * * * * *

নব নব রামা দেখি তার প্রেমা
কহিছে সভার আগে।
"এমত ছায়ালে কখন না দেখি
সভার হিয়াতে জাগে ॥
বড় ভাগ্যবতী এ নন্দ-জসদা
তপের নাহিক ওর [৩]।
তপের মহিমা দিতে নাহি সীমা [৪]
এমত ছায়াল কোর ॥"
নব নব রামা এসব বচনে
হেরই বালক-মুখ।
গিহ-কাজে চিত না রএ বেকত
দূরে জাউক জত দুঃখ ॥

নন্দের আনন্দ— তুষি সব জন
দিছেন অনেক দান।
ধেনু লাখ শত দুগ্ধবতী কত
ইহা না করেন আন॥
সব সমাধান করিলা করন
এ নবনত্তার বিধি।
বহু ধন দিআ সভারে তুষিল
চণ্ডিদাস বলে সিদ্ধি[৫]॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ:—

[১] গ্রিহ, পরেও [২] বালা (?) [৩] স্মোর
[৪] সিমা [৫] সিদ্ধে

টীকা

পং-১। নবনত্তা:—সং – নব-নক্তক, অর্থ নবম রাত্রি; নবজাত শিশুর নবম রাত্রিতে করণীয় উৎসব।

---

[৩৬]

কাফি

সভারে বিদাঅ করি নন্দঘোস
জতেক গোপের নারী।
যথাযোগ্য[১] লোক তেন দিআ সুখে
বস্ত্র অলঙ্কার ভারি॥
গোপগণ জত লাখ লক্ষ কত
সভারে বিদাঅ করি।
আনন্দ-সায়রে ভাসেন সভাই
বিহরে গোলোক-হরি॥

এই মত দিন দিনে দিনে বাড়ে
নন্দ-দুলালিআ কানু।
হরস বদনে নন্দরাণী মুখ
হেরয়ে শ্যামল তনু॥
জেমত অমিআ সায়রে ভাসল
আনন্দে নাহিক ওর।
পুত্র-মুখ হেরি গৃহ কৃত্য[২] করি
বালক করিএগা কোর॥
এক দিন রাণী নন্দ-দুলালিআ
রাখিল আঙ্গিনা-মাঝ।
দোলার[৩] উপরে সুতাইএগা রাণী
করেন গৃহের কাজ॥
নব ঘন রূপ তাহাতে স্বরূপ
আঙ্গিনা করিছে আলা।
কর পদ নাড়ি গোলোক-ইশ্বর
করেন আনন্দে খেলা॥
খেনে গৃহ-কর্ম্ম করে নন্দ-রাণী
খেনেক দেখএ মুখ।
পুত্র হেরি হেরি জসদা সুন্দরী
বাড়এ মনের সুখ॥
কোন গুআলিনি আহির রমণী
আসিএগা করিল কোলে।
মুখে মুখ দিআ বদন ভরিআ
চুম্বন করেন হেলে॥
শ্রীঅঙ্গ-পরশ জবে পাঅ রামা
বাড়এ আনন্দ চিত।
কত সুখ পায়ে আপনা আপনি
কহে চণ্ডিদাস রীত॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ:—

[১] জথাজজ্ঞ [২] কিত্তি [৩] দুলার (?)

টীকা

পং-৩। তেন:—সং—তাদৃশন — তেহেন — তেহ্ন — তেন। তু°—“যেন রঘুরাজা তেন পালে প্রজা” (কবিকঃ)।

১০। দুলালিয়া:—দুল ধাতু দোলা অর্থে। দুল+আল, দোলে যে এই অর্থে দুলাল; অত্যন্ত আদরের পুত্র। তু°—আলালের ঘরের দুলাল। দুলাল+(সং—ইক প্রত্যয়জাত) ইয়+নিশ্চয়ার্থক আ=দুলালিয়া (চা, ৬৭৪ পৃঃ)।

কানু:—সং—কৃষ্ণ—কণ্হ — কান্হ — কান—কানু—কানাই, ইত্যাদি।

২৯। আহীর:—আভীর হইতে ভ স্থানে হ হইয়া। কৃষ্ণ বাল্যকালে যাহাদের সমাজে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আভীর গোয়ালা নামে পরিচিত। এজন্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে শ্রীরাধাকে আহীরিণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এক সময়ে নন্দ নিজের পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—“আমরা যাযাবর জাতি, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই,” ইত্যাদি (হরিবংশ, ৩৮০৮ শ্লোঃ; তু°—বিষ্ণুপু, ৫।১০।২৬); এবং কংসের ভয়ে তাহারা ব্রজ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিলেন (তু°—বিষ্ণুপু, ৫।৬।২৫; হরিবংশ, ৩১৬১-৩)। মহাভারতেও আভীরদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হরিবংশ ধ্বংসের পরে অর্জ্জুন যখন যাদব রমণীগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথমধ্যে তিনি দস্যু ও ম্লেচ্ছ নামে বর্ণিত আভীরগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন (বিষ্ণুপু, ৫।৩৮।১২-৩০; মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, ৭ম অধ্যায়)। বিষ্ণুপুরাণে আভীরগণকে পঞ্চনদের অধিবাসী বলা হইয়াছে (বিষ্ণুপু, ২।৩।১৮). বরাহ-মিহির বৃহৎ-সংহিতায় (১৪, ১২) ইহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবত ও হরিবংশ পাঠে জানা যায় যে কৃষ্ণের জন্মকালে আভীরগণ মথুরা ও বৃন্দাবনের নিকট বসবাস করিতেছিলেন। গোপালকৃষ্ণের উপাখ্যান ইহাদের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন (ডাঃ ভাণ্ডারকরের শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, ৩৭ পৃঃ)। তু°—“পরভাগভাগধেয়াভিরাভীর-ভামিভিঃ প্রবর্ত্তিতং” ইত্যাদি, অর্থাৎ—“আভীর রমণীগণ তাদৃশ প্রেমতত্ত্ব প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।” (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৬৪ পৃঃ)।

[৩৭]

সুহই রাগ

তবে কহে সেই গোপের রমণী—
“শুন গো, জসদা রানি,
বড় অপরূপ শুন কহি কথা
[* * *]
অনেক ছায়ালে কোলে করি কত
চুম্বন করিএ মুখ।
তোমার নন্দনে চুম্বন করিতে
বাড়এ অনেক সুখ॥
[* * *]হ লাগিল মরমে
ছুইতে বালক-অঙ্গ।
জেমত গোলোক— বৈভবেতে সুখ
পাইলাম তেমন রঙ্গ॥
অঙ্গনিজ [* * *]তি ভেল
এ কন বুঝিতে নারি।
কোন দেব আসি জনম লভিল
তোমারে কহিলাম ভালি॥
এমন ম[* * * *] শকতি
দেখিআ দেবতা-চিহ্ন।
সরস কপাল নয়ন যুগল
চরণের চিহ্ন[১] ভিন্ন॥
কিবা কোন দেব [* * *]
বুঝিতে নাহিনু এহ।
দেবতা-অকৃতি দেখিল প্রকৃতি[২]
না হএ মানুষ-দেহ॥

দেখি তোর পুত্র হেন [* *]
উদ্ধারিব বংশ।
জানিলু হৃদয়ে[৩] নাহিক সংশয়ে[৪]
কোন দেবতার অংশ ॥”
চণ্ডিদাস কহে— “এই পুত্র হইতে
[* *] গারি।
কত কোটি বংশ উদ্ধারিব অংশ
এই শিশু[৫] দেব-হরি ॥”

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ চিন্ন ২ প্রিকৃতি ঋিদয়ে
৪ সংশয়ে ৫ সিসু

[৩৮]

কানড়া

খেলাতে আগিনা মাঝে [* * *
* য়ের[১] আনন্দ অতি।
খেনে গৃহ[২] কর্ম্ম করেন জসদা
স্থির চিত্ত নহে মতি ॥
হেনক সমএ ভোলা মহেশ্বর
* * * র বেশ।
মাথাঅ জটা ভার মনোহর
বিভূতি মাখিআ কেশ ॥
ভালে আধচন্দ দেখিতে সুন্দর
* * * *।
গলায়ে[৩] শোভিছে ভুজঙ্গ-পইতা
তাহে হাড়-মালা ছর ॥
করেতে শোভএ[৪] এ শঙ্গা ডম্বুর
বিভূতি [ভূষিত অঙ্গ]
* * মধুর অতি সে সুস্বর
করি কত রঙ্গ ভঙ্গ
দেখিআ জসদা অপূর্ব্ব কাহিনী
কটিতে[৫] বাঘের ছাল।
* * * আপনা আপনি
সদাই বাজাএ গাল
কহে নন্দরাণী— “কেবা বট তুমি
কেন বা আইলে এথা[৬]।
* * * * * *
* * * * ॥”
“* * * গি এমন বিআগি
ভ্রমণ দেশেতে[৭] দেশে।
শুনিল তুমার একটি নন্দন
দেখিতে আছএ আশে ॥
* * রিতে আইল এথাই
শুনহ, জসদা মাই।
আমারে দেখাহ তুমার নন্দন
যেন অতি সুখ পাই ॥”
* * * হে ভোলা মহেশ্বর
আইলা দরশন আশে।
সব দেবগণ আনন্দ-মগন
পাঠাইল যোগী[৮]-বেশে ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :-

১ অের ২ গ্রিহ গলাঅে
৪ শোভএে ৫ কোটিতে এথা
৭ ইহার পরে পুঁথিতে “দেতে” আছে যগি

টীকা

পং-৩। খেনে :—সং—ক্ষণে হইতে।

৫। ভোলা :—সং—বিহ্বল হইতে; “ভোলো কামাদি-বিহ্বলে”—মেদিনী। শব্দটি পরে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, যেমন—ভোলানাথ।

৫-১৪। তু°—

গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতা-ভস্ম গায়।
* * * * *
অতি দীর্ঘ জটাজুট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার ফণিময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত॥
ইত্যাদি, (অন্নদামঙ্গল)।

১১। পইতা:—সং—পবিত্র হইতে। যজ্ঞসূত্র। পবিত্র সূত্রধারণ ব্রাহ্মণের এক লক্ষণ।

১৩। শিঙ্গা:—সং—শৃঙ্গ হইতে, মহিষাদির শৃঙ্গনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

ডম্বুর:—ডমরু; ডুগ্‌ডুগি।

২১। বট:—সং—বৃত ধাতু বিদ্যমানতায়, হওয়া অর্থে। তু°—"একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি" (ভারতচন্দ্র)।

২৫। বিআগী:—বিরাগী, বিরক্ত সন্ন্যাসী

[৩৯]

আনন্দে জসদা জুগিরে লইআ
চলিল মন্দির পানে।
জয় জয় ধ্বনি করি শূলপাণি
জাএন [১] আপন মনে॥
* * * নন্দন খেলাএ
কর পদ দুটি নাড়ি।
দেখি মহাদেব হরস বদনে
শিঙ্গা শবদ এড়ি॥
দেখি সন * * * * * রণ
ভ্রুকুটি করিআ নাচে।
দেখিআ নর্ত্তন নন্দের নন্দন
মুচুকী হাসিলা কাছে
জানি * * * * সে হরি
আল্যা সে কৈলাস ছাড়ি।
আমারে দেখিতে আসি এই ভিতে
মনেতে আ * * ॥
ভ্রুকুটি নাচনে দেখিআ নয়ানে [২]
দেবের ইশ্বর হরি।
উলসিত হএ [৩] হিয়ার [৪] ভিতরে
মনেতে জানিল * ॥
* * গিলা জগিরে দেখিআ
এ কথা না জানে কেহ।
দুঁহে দোঁহা জানে দুঁহার মরম
বালক জানিল [এহ]॥
* * ন্দনা পাইঞা বেদনা
সেই জগি নিল কোলে।
শ্রীঅঙ্গ-পরশ পাঞা সেই জগি
ডুবিল আনন্দ * * ॥
* * আকুল নঅন জুগল
খেনে বোধ নাহি মনে।
এ সব মাধুরী কেহো নাহি জানি
দিন চণ্ডিদাস ভণে॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ:—

[১] জাএেন নঞানে [২]
[৩] হএে হিআর [৪]

টীকা

পং-১২। মুচকী:—বোধ হয় সং—মুচ্, মুষ্ ধাতু শাঠ্য চৌর্য্য হইতে; শঠের ঈষৎ হাস্য। তু°—হি°—মুসকানা, মুচকানা—নিমেষ ফেলা; আসা°—মুচকিয়া হাঁহি; ও°—মুড়কী হাসি (শব্দকোষ)। আদ্য অক্ষর ম বোধ হয় সং—√স্মি হইতে আসিয়াছে, কিন্তু স

স্থানে চ আগম অবোধ্য (চা, ৫৩০, ৪৬৭ পৃঃ)। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায় ; তু°—"তোঞঁ মু চুকে হাসী" (কৃঃ কীঃ, ৩২৫ পৃঃ)।

[৪০]

দেখিআ রোদন পাইঞা বেদন
কোলেতে করিল শিশু।
বসিল আঙ্গিনা ১ কোনেতে * *
কহিতে লাগল কিছু॥
"না কান্দ না কান্দ নন্দের নন্দন"
বাজায়ে ডম্বুর শিঙ্গা।
ভ্রুকুটী করিঞা নাচেন * *
* শোভে ভুজঙ্গা॥
বসি মহেশ্বর কহেন উত্তর—
"না কান্দ না কান্দ আর।
ধুতুরার ফুল লহ দুলালিয়া
গ * * * ॥"
এ কথা শুনিঞা নন্দের নন্দন
চাহিলা শিবের পানে।
চুমকি হাসিঞা আকুল কান্দিঞা
স্বরূপ * * *॥
কহেন জসদা— "উহে জগিবর
কিছুই ঔষধি জান।
আমার ছাআলে কিছু বান্ধি দেহ
কান্দিএ * * *॥"
কহে তবে জগি— "শুন নন্দরাণি
ছাআলে ঔষধ মোর।
গলে বান্ধি দিলে এমন ঔষধ ২
কিছু ভয় নাহি *॥"
শুনি নন্দরাণী হরস বদনে—
"দেহত ঔষধ খানি।
বান্ধিলে এ টোনা তবে সুখী হব
এই ত মায়ের ৩ প্রাণী॥"
* * * গোলোক-ঈশ্বর
হাসিল আপন মনে।
করি সূত্র * বান্ধিল ঔষধ
দিন চণ্ডিদাস ভণে॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :-

১ আগিনা ২ ঔসধ্য, পরেও
৩ মাএের

টীকা

পং-২৭। টোনা :—সাধারণতঃ তুক বলা হয়। তন্ত্র হইতে কি ? কুহক ; মন্ত্রপূর্ণ ঔষধবিশেষ। ভাগবতে বর্ণিত আছে যে পুতনাবধের পরে গোপীগণ কর্তৃক এইরূপ রক্ষাবন্ধন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল (ভা, ১০।৬।১৬)।

[৪১]

বান্ধিয়া ঔষধ গলার উপরে
অতি হরষিত হঞে।
হরের মহত্ব ১ রাখিতে ঈশ্বর
তবে সে কান্দ * *॥
কহে "শুন বাণী শুনহে, জোগিআ
জদি জান কিছু মন্ত্র।
ঝাড়হ ছাআলে ওহে জগিবর
জেবা জান * *॥

এই নিবেদন করিয়ে[২] জতন
তুমি সে জগিআ সিদ্ধা।
তেই সে জতন করিএ এমন[৩]
তন্ত্র মন্ত্র * * ॥"
শুনিঞা বচন করএ জতন
কোলেতে গোকুল-পতি।
তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়ে সেই জগিবর
ঝাড়ে "নম * *
* * নারাঅণ পরম কারণ
বামে[৪] সেবায়ন পতি[৪]।
পদ্মনাভ[৫] ঋষি- কেশব অচ্যুত[৫]
অনন্ত মুরারি[৬] * * ॥
* * বগর্ভ শ্রীমধুসূদন
বাসুদেব জনার্দ্দন[৭]।
বরাহ নৃসিংহ[৮] আর প্রজাপতি
আর সিংহ নারাঅণ ॥"
* * ঝাড়ি সেই যোগিবর
হাসেন সে চক্রপাণি।
মাআর আনন্দ বিহরে আনন্দ
চণ্ডিদাস * * * ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :-

[১] মহত্য [২] করিঅে [৩] অেমন
[৪-৪] (?) [৫-৫] পদ্মনাভ ঋসিকেসব অচ্যুত
[৬] মুরার [৭] জনাদ্দান [৮] নসিংহ

টীকা

পং-৭। ঝাড়ই—সং—ঝট, জট, ধাতু সংঘাতে, রাশীকরণে; ইহা হইতে ঝাট মার্জ্জনে। এখানে মন্ত্রদ্বারা ভূতপ্রেতাদি অপসারিত করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তু°—"মন্ত্র আরোপিয়া প্রকার প্রবন্ধে ঝাড়ি" (চণ্ডীদা, ২৫ পৃঃ)।

১৪-১৬। পুরাণাদি গ্রন্থোক্ত বিবিধ প্রকার বিষ্ণুর স্তব হইতে সঙ্কলন করিয়া রচিত হইয়াছে; তু°—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার স্তব (বিষ্ণুপু,—১।৯।৩৯, এবং পরবর্ত্তী শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য)।

নারায়ণ:—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
(বিষ্ণুপু, ১।৪।৬; তু°—ভা, ২।১০।১১)।

"অপকে নার কহা যায়, যেহেতু অপ (জল) নর (পুরুষোত্তম) হইতে উৎপন্ন; সেই নার তাঁহার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়), এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত।"

এবং চৈতন্যচরিতামৃতে:—

'নার' শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। ইত্যাদি।
—আদির দ্বিতীয়ে।

পরম কারণ:—তু°—"যঃ কারণঞ্চ কার্য্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্" অর্থাৎ—"যিনি কারণ ও কারণেরও কারণ" ইত্যাদি (বিষ্ণুপু, ১।৯।৪৬)।

এবং—"সর্ব্বকারণকারণং" (ভা, ৩।১২।৫২)

পদ্মনাভ:—ভগবানের নাভি-সরোবর হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তিনি পদ্মনাভ (ভা, ৩।১১।৩৬, ইত্যাদি)।

তু°—"মহাভাগং মহাদেবমনন্তং নীলমব্যয়ং। পদ্মনাভং হৃষীকেশং লোকানামাদিসম্ভবম্" (হরিবংশ, ২।১২৬।১১৫-৬)

হৃষীকেশব:—বোধ হয় হৃষীকেশ এবং কেশব শব্দদ্বয়ের মিলিত রূপ। 'হৃষীকেশম্ ইন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকং', এই অর্থ।

কেশব:—প্রশস্ত কেশ যাঁহার (পাণিনি, ৫।২।১০৯; অথর্ব্ববেদ, ৮।৬।২৩)।

অচ্যুত:—ন (অ)—চ্যুত (ক্ষরণ) যাঁহার; অক্ষর, অবিনশ্বর। তু°—"প্রণম্য সর্ব্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্" (বিষ্ণুপু, ১।২।৫)।

অনন্ত:—তু° "জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো" (বিষ্ণুপু, ১।৪।২১)।

মুরারি:—মুর নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া। তু°—ভা, ৩।৩।১১ ইত্যাদি।

মধুসূদন:—মধু নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া। (তু°—হরিবংশ, ১।৫২।২১-৪০)।

বাসুদেব:—বসুদেবের পুত্র বলিয়া; অথবা—

"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈঃ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥"
বিষ্ণুপু, ১।২।১২।

"তিনি এই জগতে সর্ব্বত্র, এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে, এজন্য বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব কহিয়া থাকেন।"

জনার্দ্দন.—জনগণ যাঁহাকে যাচ্ঞা করে, অথবা যিনি জনাসুরকে পীড়ন করিয়াছেন (মহা°, ৩।৮১০২; ৫।২৫৬৪; হরিবংশ, ১৫৩৯৭ শ্লোঃ)।

বরাহ.—তিনি বরাহ-অবতারে দন্তদ্বারা ধরণীকে ধারণ করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া (ভা, ৩।১৩।৩৯, ইত্যাদি)।

নৃসিংহ—নৃসিংহমূর্ত্তিতে তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া (ভা, ২।৭।১৪; বিষ্ণুপু, ১।২০।৩২, ইত্যাদি)।

[৪২]

রাগশ্রী

মায়ের [১] আনন্দ দেখিআ বড়
গোলক-ইশ্বর জানিল দড়॥
জত ঝাড়ে তন্ত্র মন্ত্রের সার।
জসদার সুখ বাড়হি বাড়॥
কহে জোগি তবে ঝাড়এ মন্ত্র
"রাখহ * * * *॥
সব দেবগণ হরস হঞা।
রাখহ ছাআলে এ বর দিঞা॥
সভাই সহায় হইবে ইথে।
আশীস করহ * * ॥"
এই মন্ত্র ঝাড়ি যুগিআ হরে।
বিনতি করি সে গোচর তরে॥
এই মন্ত্র দিল ছাআল অঙ্গে।
চণ্ডিদাস * *

বিঃ—পুঁথির পাঠ:—

১ মাএর

[৪৩]

জতিশ্রী

এইরূপে হর ভোলা মহেশ্বর
করিল দরশ স্নেহে।
নন্দরাণী কহে— "মোর ভাগ্য *
* * গৃহে [১]॥
কিছু ভিক্ষা [২] লহ ওহে [৩] যুগিবর
এই মোর মনে ভায়ে [৪]।
হেন জনে তেজি আনে বিনা *
* * আমি কায়ে [৫]॥
তবে কহে জোগি- "শুন, নন্দরাণি,
কি আছে ভিক্ষার ফলে।
কোটি কোটি যুগ ফল * * *
পাইলে আপন কোলে॥
তোমার নন্দনে দেখি মোর মন
হরস হইল বড়ি।
ইহারে দেখিতে বড় সাধ * *
* * না পারি ছাড়ি॥

ইহার দরশে কত হয়[৪] ফল
কহনে নাহিক যায়ে[৫]
এজন তুমার মন্দিরে বিহরে
❋ ❋ ❋ তায়ে[৮] ॥

জবে তুমি হর— গৌরী[৯] আরাধনে
বহুক[১০] তপের ফলে।
কিছু কিছু তাহা মোর মনে পড়ে
❋ ❋ ❋ ❋ ॥

তাহে হর-গৌরী[১১] কৃপাবান হয়া[১২]
দিলা সে তুমারে বর।
সেই ফল ইথে[১৩] এমন সম্পদ
পাইলে ❋ ❋ ॥”

এ কথা জখন শুনি জোগি-মুখে
সন্দেহ পাইল রাণী।
চণ্ডিদাস কহে আগম জখন
সে কথা ❋ ❋ ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ গ্রিহে ২ ভিক্ষ্যা ৩ হোতে
৪ ভাঅে ৫ কাঅে ৬ কন্ঠা
৭ জাঅে ৮ তাঅে গোউরি
১০ বাহুকা গোরি হৈয়া
১৩ ভিথে

[৪৪]

রাগ নট

“রাণি, তুমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
এমত ছায়াল আসি তব গৃহে পরকাশি
দিতে নাহি জাহা[রি উপমা]

❋ ❋ মানুস নহে জানিবে সে সুহৃদয়ে[২]
দেবের দেবতা এই জনা।
গোলোক-বৈভব তেজি গোপের কুলেতে ❋
❋ ❋ ❋ নিয়া[৩] দেহ সনা[৩] ॥

দেখিল সকল চিহ্ন দেখি চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন
সকল লক্ষণ দেব-শক্তি।
❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋
❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ॥

তোমার ❋ ❋ ❋ ❋ ভক্তি গঙ্গাজল
তথির কারণ হেন পুত্র।
তোমা সম ভাগাবতা সংসারে নাহিক কতি
কহি নহে এই ❋ ❋ ॥

❋ ❋ রুদ্র জত দেবা জাহার চরণ-সেবা
দেবের গোচর নহে জেহ।
সে জন তোমার ঘরে আনন্দে বেহার [করে]
❋ ❋ সম্পদ জান এহ ॥”

জোগির বচন শুনি হরসিত নন্দরাণী
কহেন জোগিরে কর জোড়ি।
“দেখ দেখি দুটি ❋ ❋ ❋ তেক ধরে
এ কথা কহিবে মোরে দড়ি ॥”

শুনি তবে যুগিবরে ছাআলের করে ধরে
পাইল লক্ষ তেজ ❋ ❋।
❋ ❋ শ চক্র দশ ধ্বজ পদ্ম রথ শেষ
মৎস্য ❋ জম্বুফল তায়।
পুটুট রেখ উর্দ্ধরেখা কি তার ক[হিব কথা]
❋ ❋ দাস কিছুই সুধায় ॥

বিঃ—পুথির পাঠ :—

১ তবে গ্রিহে প্ররকাসি ২ সুহৃদঅে
৩-৩ (?)

টীকা

পং-১৩। তথির :—সং—তত্র শব্দজাত তথ—তথি। ইহা মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়া ষষ্ঠীর র যোগে তথির, অর্থ, তাহার (চা, ৮২৫ পৃঃ)।

১৪। কতি :—সং কুত্র—কুথ—কথি —কতি; অর্থ —কোথায়। তু°—"মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি গেলা কতী" (কৃঃ কীঃ, ২৩২ পৃঃ)।

২৮। পুটুট : সং—পুষ্ট হইতে;

[৪৫]

গড়া

তুমার তুলনা[১] তুমি কিছু নিে
কন সে লক্ষণ দেখি * * * ॥
* * ন যুগিআ তবে হরস হইআ।
কহিতে লাগিলা জোগি হাসিআ হাসিআ ॥
"সুন্দরি জসদা, শুন * * * ।
তোমার পুত্রের দেখি অনেক লক্ষণ ॥
দীর্ঘমায়ু[২] চিরজীবা[৩] এই সে দেখিল।
শুক্র[৪] স্থানে কেতু আছে প্রণাম * ॥
* * * তর সেই মরিব তখনি।
পঞ্চমে সে বৃহস্পতি[৫] ফল অনুমানি ॥
ইহার সংসার কেহো পীড়া না করিব।
* * * সব রিপু সমারিব ॥
চণ্ডিদাস কহে শুন, জসদা সুন্দরি।
অতি সুলক্ষণ দেখি জোগিআ ভিখারী[৬] ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ তোলনা	২ দিঘমায়
৩ চিরিজিবি	৪ শুক্রুস্তা
৫ বিহশপতি	৬ ভিক্ষ্যারি

টীকা

পং-১২। সমারিব :—বোধ হয় 'সম্বরিব' হইতে; অর্থ—দমন করিবে। তু°—'কে সম্বরে স্মরশরে এ তিন ভুবনে" (ব্রজাঙ্গনা)।

[৪৬]

একথা কহিল আগম পুরাণে
লিখিল ব্যাসের সূত্র।
অষ্টাদশ গ্রন্থ কন খানে আছে
ফুটকে কহি * * ॥
* * বৈবর্ত্তে[১] লিখল পুরাণে
নবম অধ্যাত্রে পাবে।
মহাদেব যুগি আইলা গোকুলে
কৃষ্ণ-দরশন লোভে ॥
* * * * এ লিঙ্গ-পুরাণে
লেখিয়াছেন[২] ব্যাসবরে।
লিঙ্গের পুরাণে পঞ্চম অধ্যায়
পাইবে মনের সরে ॥
এ স * * কৃষ্ণ-দরশন
আইলা জে শূলপাণি।
আগমে পাইবে এ সব বচন
জে কথা কহিল আমি ॥
দশমে * * * * ন ব্যাস
নহে ভাগবতে[৩] লেখা।
অন্য উপদেশ পুরাণ কহিল
শিবে কৃষ্ণে হল[৪] দেখা ॥
* * * * ভক্তগণ মেলি
ভাগবতে[৫] কেনে নাহি।
অন্য[৬] উপদেশ কহিএ[৭] এসব
আগে জে কহিল তাহি ॥

দশ * * * নহে দরশন
অন্য উপদেশ বাণী [৮]।
চণ্ডিদাস কহে মধুর বচন
ফুটকে কহিল আমি ॥

বি.—পুঁথির পাঠ :—

[১] বেবস্তে [২] দেখিআছেন [৩] ভাগবত
[৪] ইস (?) [৫] ভাগবত [৬] অন্ত (?)
[৭] কহিত্তে [৮] বানি

টীকা

পং-৪। ফুটকে :—সং—স্ফুট হইতে বিকশিত হওয়া অর্থে। বোধ হয় অষ্টাদশ পুরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া স্পষ্টরূপে লিখিলাম, এই অর্থ।

৫-২০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নবম অধ্যায়ে, এবং লিঙ্গপুরাণের পঞ্চম অধ্যায়ে এই সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় না।

[৪৭]

তবে কহে সেই যুগিআ ভিখারী
"শুনহ জসদা মাতা।
এমত ছাআলে নিবিড়ে রাখিহ
* * * ॥
ইহ সে হয়েন পুরুষ উত্তম
ইহার আপদ নহে।
তথাপি গুপতে [১] রাখিবে ছাআলে
কহিল কিছুই তোহে ॥
পুরুবে * * * ন নন্দরাণী,
জে কালে এ কথা হয়ে।
সে দিনে দেবের সুরপুর মুঞি
গেছিলাম আমি তায়ে
বসু * * * গেছিলা আর জে
জথাহ বৈকুণ্ঠ-নাথ।
কংসের ভারেতে টল বল মানি
কহিতে লাগল সাথ ॥
' * * * পাতালে প্রবেশি [২]
শুনহ গোলক-হরি।
প্রবিশি পাতালে দুষ্ট কংস লাগি
তুমি সে এ সৃষ্টিধারী [৪] ॥'
* * * কহিলা উত্তর—
"জাহত ধরনি, তুমি।
মধুপুরে গিআ দৈবকী-উদরে
জনম লভিব আমি ॥
* * * উৎপত্তি [৫] হঞা
বধিব সে কংসাসুর।
বধিআ কংসেরে তুমারে তুষিব
সব ভার করি দূর ॥
* * * হইব জতন
কহিব জগত-জনে।
নন্দগৃহে গিআ করিব বেহার"
দিন চণ্ডিদাস ভণে ॥

বি:—পুঁথির পাঠ :—

[১] সুপথে [২] তাএ [৩] প্রবেশী
[৪] স্রীষ্টীধারি [৫] উতপত্তি

টীকা

পং-৮। তোহে :—সং—তব হইতে তো বা তু মূলের উদ্ভব হইয়াছে। তো+খলুজাত (অথবা— অন্ত-জাত) হ=তোহ; কর্ম্মকারকে তোহে, অর্থ তোমাকে। (চা, ৭৫১-২; ৮১৬-৯ পৃ:)।

১৪। যথাহ :—সং—যত্র হইতে; অর্থ—যে স্থানে।

৮-৩১। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ে, এবং হরিবংশের ৫১-৫৩ শ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

২৩। মধুপুর :—বর্ত্তমান মথুরা। মধুবন নামক স্থানে রামানুজ শত্রুঘ্ন সমরে লবণ দৈত্যের বধ সাধন করিয়া মথুরা পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন (হরিবংশ, ১।৫৪।৫৬)।

দ্রষ্টব্য :—কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে এখানে পুরাণ-বর্ণিত কংস-বধের হেতুই নির্দ্দেশিত হইয়াছে, কিন্তু শেষ দুই পঙ্ক্তিতে ব্রজলীলার আভাস পাওয়া যায়।

---

[৪৮]

কামদ

"এই বলি তবে গোলক-ইস্বর
ধরনি বিদাঅ দিআ।
গোলোক তেজিআ জনম লভিআ
দৈবকী ঔদর * * ॥
* * ভগবান তোমার নন্দন
জানহ কারণ কথা।
তথির কারণে রাখিহ গোপনে
শুন, জসমতি মাতা ॥
* * খুজিব দুষ্ট কংসাসুর
পাঠাব অসুরগণে।
অষ্টম গর্ভেতে জনম লভিল
ইহা দুষ্ট কংস * ॥"
তত্ত্ব কথা জত শুনি নন্দরাণী
চিতে ভেল বড় ভয়ে [১]।
আদর করিআ পুছে বেরি বেরি—
"কেমতে রাখিব তায়ে [২] ॥"
কহে জোগি তবে— "শুনহ, জসদা,
ইহার আপদ নাঞি।
ইহারে কে করে আনহ সঙ্কট [৩]
কহিল তোমার ঠাঞি ॥
ত্রিজগত [৪]-ধাতা জনমিল এথা
কি করিতে পারে কংস।
এই সে পুরুষে হইআ হরস
অসুর করিব ধ্বংস ॥"
তবে সে কহিল —"সাবধান [হয়ে]
পালন করহ বালা।"
চণ্ডিদাস কহে— "জার পরাক্রমে
কিছুই জানেন ভোলা ॥"

পাঠান্তর :—

১ ভএ, বিপু ২ তাএ, ঐ
৩ সংকট, ঐ ৪ ত্রি°, ঐ

---

[৪৯]

রাগশ্রী

এ কথা সকল শুনিতে জসদা
চাহিআ বালক-পানে।
বৈকণ্ঠের সুখ কতেক মানল
হইল আনন্দ মনে ॥
তবে নন্দ-সুত মধুর হাসিআ
পিয়েন মায়ের স্তন।
জোগী-পানে বালা কটাক্ষ করিলা
দুহে দুহা ভেল মন ॥
কটাক্ষ ইঙ্গিতে হর সে জানল
সেই ছায়ালের বানি।
'হরি হরি' বলি নাচেন আনন্দে
দিলা সে শিঙ্গার ধ্বনি ॥

তেজিআ নন্দের মন্দির, হর সে
হইলা ব্রজের বালা।
কতি গেল তার সে শিঙ্গা ডম্বরু
করে ১ শিশু সঙ্গে খেলা॥
দ্বাদশ বালক তার মুখ্য ২ জন
ইহো সে সুবল সখা।
কৃষ্ণ অন্বেষণ ৩ জোগীর ভূষণ ৪
গেছিল করিতে দেখা॥
অপার মহিমা দেবতার কথা
এ লীলা কহিল তত্ত্ব।
চণ্ডিদাস কহে ব্রজলীলা-গীত ৫
যম * লভিলা সত্য ৬॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ করি ২ মোক্ষ ৩ অন্যাসন
৪ ভুসন ৫ °লিলাগিত ৬ সত্ত

টীকা

পং-১৭-১৮। দ্বাদশ বালক :—১২শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য। দ্বাদশ গোপালের পরিকল্পনা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এখানে বলা হইয়াছে যে মহাদেব সুবল-সখার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

[৫০]

১ মধুর সখ্যাক নহয়েনমর ১
মিতা সনে হইল ২ মেলা।
তেজিআ গোলক- বৈভব সম্পদ
করিতে বালক-খেলা॥
ব্রজরস লাগি হইঞা বিজোগি
পুরুব বৃত্তান্ত ৩ কথা।
তার মর্ম্ম লাগি এই সে বিজোগি
জন্মি ব্রজেশ্বরি যুথা॥
সেই সে কারণে জনম এ স্থানে
এই সে গোকুল-লিলা।
মধু আস্বাদন করি পুন পুন
করিব জুগতি খেলা॥
বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
জে লীলা জখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলিলা-রস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
জে রসে জে হয় বশ॥
মধুর লালসা মধুর কারণে
জানল সকল রাণি।
অকথা কথন না হয়ে ৪ কারণ
পুরিত করিয়া ৫ ছেনি ৬॥
এবে কহি শুন বাল্যলিলা কিছু
শ্রবণ পরশি শুন।
চণ্ডিদাস কহে রসলিলা সার
সংসারে নাহিক হেন॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১-১ মধুরসর্খ্যাক নহঅেনমর, বিপু; মধুরসখাক নহএ-নমর, দীপু ২ হৈল, দীপু ৩ বির্ত্তান্ত, বিপু ৪ হয়, বিপু ৫ করিঞা, দীপু ৬ ছানি, দীপু

টীকা

পং-১-১২। এই পদটিতে সংক্ষেপে বিবিধ তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা দুর্ব্বোধ হইলেও

প্রথম বার পঙ্‌ক্তি হইতে এই অর্থ স্পষ্টই গ্রহণ করা যায় যে ব্রজের মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ গোলোক ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বরীগণ সহ বিহার করিতে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে পুরাণ-বর্ণিত কংসবধের হেতু উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু ‘প্রেমরস নির্য্যাস’ আস্বাদন করিবার হেতুই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রের প্রচারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।" ইত্যাদি
—আদির চতুর্থে।

এই নূতন তত্ত্ব চৈতন্যের সঙ্গে গোস্বামিগণ-দ্বারা প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। তাহারই প্রতিধ্বনি এই পদ-মধ্যে পাওয়া যাইতেছে।

পং-১-৪। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি অনেকটা দুর্ব্বোধ, কিন্তু পদগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যেন নিম্নলিখিত প্রকার অর্থ ইহারা প্রকাশ করিতেছে—‘অমরগণ মধুররস আস্বাদন করিবার অধিকারী নহেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বালকভাবে লীলা করিবার জন্য ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।’ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্য্যভাবমূলক উপাসনার পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলাত্মক উপাসনাই অবলম্বন করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ, তন্মধ্যে আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলিতে সখাগণের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত খেলা করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সখ্য-রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই কৃষ্ণাবতারের এক হেতু রূপে এখানে নির্দ্দেশিত হইল।

মধুররস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাও তত্ত্বপূর্ণ উক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রেমমার্গের উপাসক; ‘আমি মানুষ’, আর ‘তুমি দেবতা’ এইরূপ ছোটবড় ধারণা লইয়া প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না, কারণ—

পীরিতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয়।
(চণ্ডীদা, পদ সং ৭৮৩)।

এই জন্যই কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)।

যেহেতু—

‘জীবে ঈশ্বরে ইহার নাহি উপাদান’

অর্থাৎ মানুষ ও দেবতার ধারণা লইয়া প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। অতএব বৈষ্ণবগণ ভগবানকে বৈকুণ্ঠের আসন হইতে নামাইয়া মানব পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যে প্রেমের রাজ্য গড়িয়াছেন, তাহাই মাধুর্য্যভাবের উপাসনার মূল ভিত্তি। এজন্য বৈষ্ণব মতে ভগবানের বৃন্দাবন লীলাই শ্রেষ্ঠ লীলা। চরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
(মধ্যের একবিংশে)

কারণ—

প্রাকৃত নরলীলাতে মাধুর্য্যের সার।
অপ্রাকৃত দেবলীলা ঐশ্বর্য্য অপার॥
(বিপুঃ, নং ৫৭২)।

এই জন্য মাধুর্য্যভাবের উপাসনার পরিকল্পনায় মানুষের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। চণ্ডীদাস বলেন—

সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।
(চণ্ডীদা, পদ সং ৮০৯)

এবং—

ঈশ্বর না হয় কভু জীবের সমান।
যার লোভে ঐশ্বর্য্য ছাড়িল ভগবান॥

মানুষ যেই জগতের সার।
লোচন কহে মহাবিষ্ণু না জানে
কেমনে জানিবে জীব ছাড় ॥
(বিপুঃ, নং ২৩৮৩)

ইহাও প্রচারিত হইয়াছে যে রস আস্বাদন করিবার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে।

রসের মাধুরী সভা হতে ভারি
বুঝিতে শকতি কার।
এ রস বিরল অদ্ভুত সকল
ইহাতে মানুষ অধিকার ॥ ঐ

কারণ—জনম নহিলে নহে লীলার আস্বাদ।
—বিবর্ত্তবিলাস।

এই জন্যই বলা হইয়াছে যে মধুররস আস্বাদন করিবার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে, অমরগণের নাই।

৫। ব্রজরস :—মাধুর্য্যরস, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাতে যে রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তুং—

ব্রজের মাধুর্য্য রস পরকিয়া হয়।
অন্যত্র—পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে।

এবং—
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাহার চরণ। ইত্যাদি।
(চৈঃ চঃ, মধ্যের নবমে)

১৩-১৪। ১-১২ পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য। তুং—

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি ॥
রসতত্ত্ব খানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি ॥
(চণ্ডীদা, ৭৫১ সং পদ)।

এবং—

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
(ঐ, ৭৫৩ সং পদ)।

ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বপূর্ণ উক্তি, অতএব এই ভাব চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচনায় থাকিতে পারে না, কারণ সেই সময়ে এই মত প্রচারিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

[৫১]

রাগ জয়শ্রী

চিন্তিত হইঞা রাজা কংসে তবে
ধরনি ধরিঞা বসি।
চানুর মুষ্টিক আর জত বীর
ডাক দিতে সভে আসি—

"শুনহে চানুর মুষ্টিক অসুর,
শুনহ বৃত্তান্ত [১] কথা।
মোরে জে বধিবে প্রবল প্রতাপ
শ্রীহরি জন্মিল ওথা॥

গোকুলে জন্মিল জসদা-উদরে
ভবানী বলিআ নাম।
তাহারে আনিয়া আমারে ভাণ্ডিলা
সুনিয়া তাহার ঠাম॥

তাহারে বধিতে শিলার [২] উপরে
জবে আহাড়িব লঞা।
হাত পিছলিআ গেলা এহি কয়া [৩]
আকাশ-মণ্ডল দিআ॥

সেই সে ভবানী কহে এক বাণী—
'মোরে সে বধিবে কি [৪] ?
তোরে জে বধিবে [৫] গোকুল-নগরে
তাহাই কহিআ [৬] দি॥'

'গোকুলে জন্মিল তোর রিপু হঞা' [৭]
এ কথা সুনিল কাণে।
চিন্তিত হইআ [৮] কহে কংস রাজা
দিন চণ্ডিদাস ভণে॥

পুঁথির পাঠ :—

১ বিত্তান্ত, বিপু ; বৃতান্ত, দীপু
২ সিলার, বিপু
৩ কআ্যা, বিপু ; কয়্যা, দীপু
৪ কে, বিপু
৫ বধিব, দীপু
৬ কহিঞা, ঐ
৭ হআ্যা, বিপু
৮ হইঞা, দীপু

টীকা

পং ১-৪। তু'—

"কংসস্ততোদ্বিগ্নমনাঃ প্রাহ সর্ব্বান্ মহাসুরান্।
প্রলম্বকেশিপ্রমুখানাহূয়াসুরপুঙ্গবান্॥"
(বিষ্ণুপু°, ৫।৪।১)

"অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া যোগমায়া কর্তৃক কথিত যাবতীয় বৃত্তান্ত কংস তাহাদিগকে বর্ণনা করিল" (ভা, ১০।৪।২০)।

চাণুর-মুষ্টিক :—পূর্ব্বজন্মে ইহাদের নাম ছিল বরাহ ও কিশোর; পরে তাহারা কংসের মল্লরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধের পূর্ব্বে ইহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন (হরিবংশ, ১।৫৪।৭৬ ; ২।৩১।৪৬-৫০, ইত্যাদি)।

১২। ঠাম :—সং—ধামন্—ধাম হইতে; 'ধামে দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্মপ্রভাবয়োঃ' (মেঃ)। তু°—হাম নাহি যাওব সো পিয়াঠাম" (বিদ্যা°)। স্থানে।

এ [১২] বোল সুনিআ [১৩] হরস অন্তর
কহেন এ কংস রাঅ।
নানা চর আনি পাঠল সকলি
দিন চণ্ডিদাসে গাঅ [১৪] ॥

পুঁথির পাঠ :—

১ স্বরিরে, বিপু, পরেও
২ হআ বিপু; হয়্যা, দীপু
৩ বিশ্মিত বিপু; বিস্বিত, দীপু
৪ বিত্তান্ত, বিপু
৫ নৃিপ°, বিপু
৬ মহিসের, বিপু
৭ গভ্ভে, বিপু
৮ বেইভব, বিপু
৯ অে, বিপু
১০ সত্ত, ঐ
১১ অে, ঐ
১২ অো, ঐ
১৩ শুনিতে, ঐ
১৪ গায়, দীপু

[৫২]

সুহই

কহে কংসাসুর— "শুনহ অসুর,
সে নহে মানুষ-কাআ।
মনের শরীরে [১] হইলা উৎপত্তি
দেবের দেবতা হআ [২] ॥
দেব ভগবান ইথে নহে আন
জন্মিলা গোকুল-পুরে।
দেবীর কথাএ বিস্মিত [৩] অন্তরে
বৃত্তান্ত [৪] কহিল তোরে ॥"
শুনিঞা চানুর মুষ্টিক কহেন—
"শুন কংস নৃপপতি [৫]।
মনিষ্যের [৬] গর্ভে [৭] জন্মিল জে জন
কে বলে গোলোক-পতি ॥
গোলোক-বৈভব [৮] তেজিআ সে জন
কিসের কারণে জন্ম।
জত শুন রাজা সব অবিচার
এ [৯] নহে দেবতা-ধর্ম্ম ॥
আনন্দ করিআ রাজ-কাজ জত
করহ আপন মনে।
জদি সত্য [১০] হঅে এ [১১] সব বচন
তাহারে বধিব বাণে ॥
কি করিতে পারে মানুস-শরীরে
চিন্তা না করিহ তুমি।
কটাক্ষ পলকে সেই শিশু, রাজা,
আমি দিব তারে আনি ॥"

টীকা

পং-৩। মনের শরীরে :—ভাগবতে আছে—"বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন, জীব সকলের ন্যায় তাঁহার ধাতু-সম্বন্ধ হয় নাই, এবং দৈবকীও তাহা আপনার মনোদ্বারাই ধারণ করিয়াছিলেন।" (ভা, ১০।২।১১-১৩)।

---

[৫৩]

গড়া

গোকুল-নগরে পুত্রৎসব করি
ভাবে নন্দঘোস রাঅ।
রাজার মেলানি করিতে ঘোসের
মনে হইল অভিপ্রাঅ ॥

দধি দুগ্ধ জত শকটে পুরিত
আজবাজ কর লআ [১]।
সাজিল আনন্দে মনের সানন্দে
অতি হরসিত হআ [২] ॥
গিআ রাজদ্বারে [৩] দুআরি গোচরে
মেলিআ কংসের ঠাম।
দধি দুগ্ধ ঘৃত [৪] দিআ নিজজিত
কহে সব পরিণাম ॥
কহেন কংসেরে— "শুন, নৃপবরে, [৫]
একটি ছায়াল হল [৬]।
তথির কারণে তোমারে মেলানি
রাজকর আনি দিল ॥"
"ভাল, ভাল" বলে রাজা কংসাসুর
"আনন্দ শুনিল বড়।
ভাল হইল, [৭] পুত্র হইল বৃদ্ধকালে [৮]
শুনিল শ্রবণে দড় ॥"
বিদায় [৯] হইআ [১০] নড়ি নন্দঘোস
মিলি বসুদেব-ঘরে।
কোলাকলি করি আনন্দ হইল,
পরম পিরিতি সুরে ॥
দুজনে কহেন সরস বচন
অন্য উপদেশ বাণি।
চণ্ডিদাস বলে দোঁহার মিলনে
কত সুখ হইল জানি ॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] লআ্যা বিপু; লয়া, দীপু [২] হআ্যা, বিপু
[৩] দ্যারে ঐ [৪] ঘ্রিত, ঐ
[৫] নৃপ°, ঐ [৬] হর্লা, দীপু
[৭] হইল্য, বিপু [৮] বিদ্ধ, বিপু
[৯] বিদাই, ঐ [১০] হইয়া, দীপু

টীকা

পং ২-৩। তু°—একদিন নন্দরাজ রাজা কংসকে বার্ষিক কর প্রদানার্থ স্বয়ং মথুরাতে গমন করিলেন" (ভা, ১০।৫।১৩; বিষ্ণুপু:, ৫।৫।৩; ইত্যাদি)।

১৫। মেলানি :—উপহার দ্রব্য, ভেট।

১৯। বৃদ্ধকালে :—"বার্দ্ধকোঽপি সমুৎপন্নস্তনয়োঽয়ং তবাধুনা" (বিষ্ণুপু:, ৫।৫।২; তু°—ভা, ১০।৫।১৪, ইত্যাদি)।

২২-২৪। ভাগবতে আছে যে, বসুদেব নন্দের ঘরে গিয়াছিলেন (ভা, ১০।৫।১৪; তু°—বিষ্ণুপু: ৫।৫।১, ইত্যাদি)।

[৫৪]

বারাড়ি

কহে বসুদেব— "শুন, নন্দঘোস,
বালক দিআছি তোহে।
বুঝিআ জা কর তুমারে সপিলু
কি করে আমার মোহে ॥
বংশ-রক্ষা [১] জদি পারহ রাখিতে
তবে সে বড়াই বড়।
ইহাকে অধিক আর কি বলিব
তোমারে কহিল দড় ॥
জাহ নিজ ঘরে এখানে না থাক
শুন, নন্দঘোস রাঅ।
বহুত আপদ বালক-উপরে
তোমারে কহিল তায় ॥"
নন্দঘোস নড়ে তুরিত গমনে
চলিলা গোকুল-পুরে।
গিআ নিজ ঘরে অতি কুতুহলে
বালক করিল কোলে ॥

লক্ষ লক্ষ চুম্ব বদন-কমলে
ভাসএ আনন্দ-সরে।
গাভী বৎস জত মেনে লাখ শত
ঘোস গেলা আন ঘরে ॥
আনন্দে বিহরে নন্দের কুমার,
মায়ের [২] আনন্দ দেখি।
চণ্ডিদাস বলে এক দিঠি রাণি
নাহি সে পালটে আখি ॥

বি-পুঁথির পাঠ :—

[১] রক্ষ্যা মাএের

টীকা

পং ১-৪। বালক দেওয়ার কথা ভাগবত (১০।৫।১৮), বিষ্ণুপুরাণ (৫।৫।৫) ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়।

৬। বড়াই—গর্ব্ব।

৯-১২। তুং—ভা, ১০।৫।২২; বিষ্ণুপুঃ, ৫।৫।৩-৪, ইত্যাদি।

২৪। পালট :—সং—পর্য্যস্ত—পল্লট্ট—পালট।

[৫৫]

গড়াশ্রী

মধুপুরে কংস সভা [১] করি বৈসে
ডাকিএ [২] বান্ধবগণে।
মন্ত্রণা করেন চানুর মুষ্টিক
যুগতি করিছে মনে ॥
কহে তবে কংসে চানুর মুষ্টিক—
"শুনহ, অসুর-ধাতা।
একটি বচন মনেতে পড়িল
বড়ই আশ্চর্য্য [৩] কথা ॥
তোমার ভগিনী পুতুনা সুন্দরী
তাহা বলাইঞা [৪] আনি।
তাহারে পাঠাহ গোকুল-নগরে
এই সে ভালই মানি ॥
তাহার স্তনেতে বিস মাখাইঞা
জাউক মাআর ছলে।
নানা মাআবতি কত ছলা জানে
জাউক গোকুল-পুরে ॥
বিষ স্তন মাখি হইঞা রূপসী
গিআ সে নন্দের বাড়ী।
মাআ ছলা করি শিশু কোলে ধরি
করুন নিশ্বাস এড়ি।
এই সে যাইঞা বিস স্তন দিআ
মারুক ছায়াল-কোর [৫]।
বিস স্তন পানে বালক মরিব
কণ্টক ঘুচিব তোর ॥"
"ভাল, ভাল,"—বলি কংসাসুর অতি
হইলা সুখিত চিতে।
গিআ সে মহলে অতি কুতূহলে
পুতনা ডাকিল ভিতে [৬] ॥
আইল পুতনা রাজার সাক্ষাতে
দাণ্ডায়ে জুরিআ কর।—
"কোন্ আজ্ঞা হয়ে আইল সদএ
শুন, কংস নিপবর ॥"
"শুন গো ভগিনি, আমার কাহিনী
বড়ই বিপাক দেখি।"
চণ্ডিদাস বলে এখনি এমনি
মহাভয় কেনে লেখি ॥

পাঠান্তর :—

১ সোভা, দীপু	২ ডাকি, দীপু
৩ আচর্জ্য, বিপু	৪ বোলা°, দীপু
৫ ছানা°, বিপু	৬ তে, ঐ

টীকা

পং—২২। ছায়াল-কোর—সং—ক্রোড কোর। অতএব ছায়াল—কোর=কোলের শিশু

২৮। ভিতে; অর্থ একদিকে, নিভৃতে।

[৫৬]

শ্রীনারাঅণ

কহে তবে কংসে— "গোপকুল-বংশে
জন্মিল গোলোক-হরি।
নন্দ-ঘরে তার উৎপতি হইল
সে জন ১ আমার বৈরী॥
রিপু বলবান জে দেশে জন্মিল
তাহার কল্যাণ নাঞি।
কণ্টক থাকিতে জানিহ দুর্গতি
কহিল ২ তোমার ঠাঞি॥
সভা ৩ বলাইঞা এই সারদ্ধার
করিল অসুরগণে।
নন্দের কুমারে বিষস্তন পানে
বধিতে ৪ করিলা ৫ মনে॥
তুমি গিয়া ওথা মার নন্দ-সুত
বিষের ভোজন ৬ পানে।
এই সে কারণে আইল সদনে
ভাবিআ তোমার স্থানে॥
আমি সে থাকিলে সভা বর্ত্তা-দশা ৭
এ কথা কহিব ভালে।
কণ্টক মরিলে সুখে রাজা হয়ে
তোরে সে কহিএ হেলে॥"
"ভাল ভাল" বলি পুতুনা কহেন—
"জাইঞা গোকুল-পুরে।
বিষস্তন পানে বধিব বালক
নিশ্চয়ে ৮ কহিল তোরে॥
রাজ-আভরণ ৯ দেহত আনিঞা
উত্তম বসন ভাতি।
এ সব পরিআ মাআধারী হয়া
গোকুলে যাইব তথি॥"
নানা অলঙ্কার সুবস্ত্র সুন্দর
দিলা সে পুতুনা-কাছে।
কহে কংস তবে— "শুনহ, ভগিনি,
উখানী আস্যহ পাছে॥"
কহেন পুতুনা— "মোর আছে জানা ১০
জাহাই করিব আমি।
বালক বধিআ এক দণ্ড পরে—
নিশ্চয়ে জানিহ তুমি॥"
এ কথা শুনিয়া হরস রাজার
আনন্দে নাহিক ওর।
নিজ-নিকেতন কংসের গমন
সুখেতে হইলা ভোর॥
কহে গিআ তবে কংস নৃপবর
আপন বান্ধব ১১ পাশে।
কহিতে লাগল সকল বির্ত্তান্ত
সভার মনেতে বাসে॥
"পাঠাইল তাই শুন কহি, ভাই,
পুতুনা গোকুলে গেলা।
নানা অভরণে বিধির বিধানে
ভগিনী পুতুনা নিলা॥"

গমন করিল গোকুল-নগরে
কহিল সভার স্থানে।
অবোধ কংসের বচন শুনিঞা
দিন চণ্ডিদাস ভণে॥

পুঁথির পাঠ:-

১	জেন, দীপু	২	কহিলাম, বিপু
৩	সোভা, দীপু	৪	বধিত, বিপু
৫	করিলাম, ঐ	৬	ভোজনে, ঐ
৭	সভাবস্তদসা, দীপু	৮	নিশ্চয়, বিপু
৯	অভরন ঐ	১০	জনা ঐ
১১	বন্ধব ঐ		

টীকা

পং—৯। সারদ্ধার=সারোদ্ধার, সিদ্ধান্ত।

১৭। বর্ত্তাদশা—জীবিত অবস্থা, অর্থাৎ আমি বাঁচিয়া থাকিলে সকলে জীবিত থাকিবে।

৩২। উখানি:—সং—উৎক্ষিপ্ত অর্থে; ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসা। তু°—"শূলে ঠেকিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে" (কৃত্তিবাস)।

[৫৭]

বাড়ারি

অথ পুতুনা-বধ।

জায় পুতুনা [১] রিপুর ছলে
হরস হঞা মনে।
কিসের ছটা বান্ধা ঝটা
লোটন ফুলের সনে॥
চারি পাড়্যা তাথে এড়্যা
রাঙ্গা ফুলের মাল্যা।
সিতার [২] সিন্দুর দেখায় [৩] মধুর
কিবা করে আলা॥
নাসার বেশর কিবা সোসর
মন-হরণী পাখা।
বিমল দশন পরা ভূষণ
তাহে জাইছে দেখা॥
নয়ান-কনে হানে বাণে
তায়ে কাজলের রেখা।
ফুলের কাছে ভ্রমর নাচে [৪]
জেমত নাড়্যা পাখা॥
কাণের সোনা [৫] নাড়ে ঘনা
তার উপরে চাকি।
হৃদঅ মাঝে কাঁচুলি সাজে
পুন [৬] পুন [৬] তা দেখি॥
গলায় সাজে কনক মালা
তাহে মুক্তাপাতি।
মাথার বেণী ঝাপা খানি
তাহে পড়াছে গতি॥
বাহেটার হাথে শাঁখা তাহে
* কঙ্কন সাজে।
দেখি হেন রূপ রূপসী
দেবের মন মজে॥
আধ উড়নি মন-হরনি
চিত-হরণীর পারা।
দেখ্যা মদন করে মোহন
চেতন করে হারা॥
চলন গতি জেন হাসি
আধ নআনে চায়।
দেখা মদন করে বেদন
চণ্ডীদাস গায়॥

পুঁথির পাঠ :—

	পুতনা, দীপু	২	সিথার, ঐ
	দেখ্যা, ঐ	৪	নাছে, বিপু
	সনা ঐ	৬	ঘন ঘন, দীপু

টীকা

পুং—১। বকাসুরের ভগিণী, কংসের ধাত্রী, এবং ঘোররূপা কামচারিণী শকুনী বিশেষের নাম পূতনা ছিল। (হরিবংশ, ২।৬।২২-২৩)। রাত্রিকালে পূতনা যে শিশুকে স্তন্য প্রদান করিত, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার অঙ্গ সকল উপহত হইয়া যাইত (বিষ্ণুপু, ৫।৫।৮)। এজন্য তাহাকে "বালঘাতিনী" বলা হইত (ঐ, ৫।৫।৭; ভা, ১০।৬।১)। ব্রজের শিশুগণকে বধ করিবার জন্য সে কংস কর্ত্তৃক গোকুলে প্রেরিত হইয়াছিল (ভা, ১০।৬।১)।

ভাগবতে আছে—ঐ নিশাচরী যখন গুরুনিতম্বিনী, পীনোন্নতপয়োধরা, এবং তন্বঙ্গী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উৎফুল্ল মল্লিকা মালা কবরীতে বিন্যস্ত করত কর্ণাভরণ শোভায় দিক্ সকল আলোকিত করিয়া অলকাশোভিত বদনে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে মনোহর অপাঙ্গনিক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ব্রজবণিতাগণ তাহার রূপে মোহিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৬।৪-৫)। ভাগবতের অনুকরণেই কবি এই পদমধ্যে পূতনার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

৪। লোটন :—নিম্নমুখ কবরী। তু°—"লোটন লোটায় পিঠে" (তরু, ১৩৫৫ সং পদ)।

৯। সোসর :—সং—সদৃশ হইতে। তু°—"তুহু সে আমার প্রাণের সোসর" (তরু, ১০৯৪ সং পদ)।

২৫। বাহেটাড় :—সং—বাহু+সং—তাড়ঙ্ক (তারপত্র বা তালপত্র) হইতে টাড় (শব্দকোষ); বাহুর বলয়বিশেষ। তু°—"বিসাই দিলেন তামের টাড় বালা অঙ্গুরি গড়িআ" (শূঃ পুঃ, ২২৭ পৃঃ)।

[৫৮]

রাগ রামকেলি

চলিলা পুতুনা তবে গোকুল-নগরে।
প্রবেশ করিল গিআ নন্দের মন্দিরে॥
হরসে আপন স্তনে বিষ মাখে রাঙ্গি।
রিপুর স্বভাবে জাএ নন্দ-সুতে ভাণ্ডি॥
গিয়া সে নন্দের ঘরে পুতুনা রাক্ষসি।
মাআ ডোর দিআ সে গলায় দিল ফাঁসি॥
"শুন গো যশোদা রাণি, আইল এথাই।
শুনিল লোকের মুখে ১ সুখী ভেল তাই॥
নন্দের বৃদ্ধ বএসে হইল তার পুত্র।
ভাগ্যবতী বড় তুমি গোপকুল-গোত্র॥
দিআছেন বিধি তোরে হেনক ছায়াল।
শুনিঞা আমার চিত্ত আনন্দ বিশাল॥"
নন্দরাণী বলে,—"সেহ তোমার আশীর্ব্বাদে
এ ধন পাইনু আমি দশের প্রসাদে॥"
"তোমাকে দিআছে নিধি বিধি বড় রাঙ্গী।"
উকি পাড়ি দেখে পুত্র করি রঙ্গ ২ ভঙ্গী॥
জশদার কোলে শিশু জানিল তখনি।
বিষ স্তন মাখিয়া সে আইলা এখনি॥
হৃদয়ে জানিল ইহ নন্দের কুমার।
জননীর কোলে শিশু কান্দএ অপার॥
কহেন পুতুনা তবে—"শুন, নন্দরাণি।
বালক ৩ বোধহ আগে মুখে স্তন টানি॥"
দুগ্ধ পিয়ায়ে আগে বালকের মুখে।
চণ্ডিদাস বলে রাঙ্গি হরস হঞা বুকে॥

পুঁথির পাঠ :—

১ মুকে, বিপু ২ রঙ্গি, ঐ ৩ বাল, ঐ

টীকা

পং-৩। রাণ্ডি:—বিধবা অর্থে।
৪। ভাণ্ডি:—প্রতারণা করি।
২২। বোধহ:—প্রবোধ দান কর।

[৫৯]

তুড়ি

কহে তবে পুন পুতুনা রাক্ষসী—
"না কান্দ, না কান্দ আর।
মুখ ভরি আগে দুগ্ধ পান কর
বহিছে পএর ধার॥"
মাআ রূপে তবে পুতুনা রাক্ষসী
করিছে কতেক ছলা।
নন্দরাণী তবে পুতুনার মোহে
মাআতে ভুলিয়া গেলা॥
"শুন গো যশোদা, কোথা আরাধিলা
পাইলে এমত শিশু।
ফলের কারণে এ হেন নন্দন
কহনে না জাএ কিছু॥
এমত ছাআলের হেদে গো জসদা,
বালাই লইঞা মরি।
এমন সুন্দর মদন-মোহন
বদন গঠন [১] চারি [২]॥
গোকুল-নগরে গোপ-ঘরে ঘরে
আছএ কতেক বালা।
এমন সুন্দর না দেখি কোথাহ
বরণ চিকন কালা॥
তুমার ভাগ্যের ফল সে সুফল
পাইলে এমন নিধি।
অনেক তপের ফল আরজিতে
দেখিঞা দিয়াছে বিধি॥"
এ বোল বলিআ পুতুনা রাক্ষসী
কতেক করিছে মায়া।
মায়ের সমান স্নেহ অতিসয়
তেমতি করিছে দয়া॥
"আহা মরি মরি" কহে বেরি বেরি
"তুমার বাছনি ধনে।"
ইহাই বলিআ কোলে লহে শিশু
মুখে দিয়া বিষ স্তনে॥
জানিলা [৩] তখন নন্দের নন্দন
সফল করেন তার।
চণ্ডিদাস বলে শিশু করি [৪] কোলে
কান্দএ বারহু বার॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] গটন, বিপু, (?) [৩] জানিল, বিপু
[৪] কোরি, দীপু

টীকা

পং-২০। চিকণ কালা:—তেলুগু চক্কনি (সুন্দরী) হইতে সুন্দর, এবং অর্থ সম্প্রসারণে দীপ্তিশালী (জ্ঞানেন্দ্র)। অথবা—সং—চিক্কণ হইতে মসৃণ, চক্চকে অর্থে (শব্দকোষ)।

চিকণ (সুন্দর) কালা = কৃষ্ণসুন্দর। তু°—"চিকণকালা গলায় মালা" ইত্যাদি (গোবিন্দদাস)।

[৬০]

রামকেলি

কান্দিআ আকুল দুগুণ হইল
নন্দের নন্দন হরি।
হরষে পুতুনা দেখিয়া কান্দনা
মুখে স্তন দিল ভরি ॥
জুড়িল চমক পাইল ধমক
ননাড়ি (?) বেড়িল বোটা।
“একি, একি”—বলি কান্দএ রাক্ষসী,
“কি করে নন্দের বেটা !
উহু, মরি মরি”— কহে বেরি বেরি
তত সে শুষেন [১] বালা।
নিবিড় করিঞা কর আরপিল
স্তনের উঠিল জ্বালা ॥
“ছাড় ছাড়, বালা, স্তনে উঠে জ্বালা
বুক বিদরিআ জাএ।
হেন [২] মনে [২] মোর জল [৩] স্তন পান[৩]”
“বাপু বাপু,” বলে মাএ ॥
আস্তম্ভ পজান্ত শরীর [৪] সকল
শুষিতে [৫] দুগ্ধের সনে।
“রাখ, রাখ, বাপ,”— জনক-জননী
ইহাই বলেন ঘনে ॥
পরিত্রাণ সবে গোকুল-নগরে
কম্পিত হইল সব।
বলে-“বাপ, বাপ, রাখ, রাখ, বলি
কে এত করিছে রব ?”
নন্দের নন্দন করে দুগ্ধ পান
আপন জতেক শক্তি।
তেজিল শরীর পুতুনা রাক্ষসী
তার ভেল তাএ মুক্তি ॥
পড়িল পুতুনা ছয় ক্রোশ জুড়ি
ভাঙ্গিআ [৬] কতেক গাছ।
গোকুল-নগরে কত ঘর ভাঙ্গে
কেহোত না লাগে কাছ ॥
অতি ভয়ঙ্কর দেখিতে দুষ্কর
দ্বাদশ ক্রোশের প্রস্থ।
একেক জোজন পড়িআ রহিল
পুতুনার দুই হস্ত ॥
মস্তক ডাগর মেউর [৭] মন্দার
নাসিকা শিখর দুই।
দন্ত সারি হেন লাঙ্গল-প্রমাণ
শ্রবণ পুখুর সেই ॥
উদর ডাগরি দীঘল পুখুরি
চরণ এ দুই কহি।
জেমন ক্রোশ সম এ দুই চরণ
চণ্ডিদাস কহে এহি ॥

পুথির পাঠ:—

১। সুসেন, দীপু
২-২। হল্য মেনে, দীপু
৩-৩। (?)
৪। স্বরির, দীপু
৫। সুসিতে, ঐ,
৬। ভাঙ্গিঞা, ঐ
৭। মোউর, বিপু

টীকা

পং—৬। বোটা:—সং—বৃন্ত—বোণ্ট—বোটা ; স্তনাগ্র।

৮। বেটা:—সং—বেত্র (তুং—বংশ, পরিবার অর্থে) বেট্ট—বেটা (চা, ৩২৮ পৃঃ)। অথবা—সং—বীত, প্রসূত—অর্থে (শব্দকোষ) ; অথবা—সং-বটু (বালক, কুমার অর্থে—জ্ঞানেন্দ্র)।

১৩। ছাড় ছাড় বালা:—তুং—“মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী” (ভা, ১০।৬।১০)।

১৭। আস্তন্ত পর্য্যন্ত:—ভাগবতে আছে—"অখিল-জীবমর্ম্মণি," সমস্ত জীবনের আশ্রয় স্থানে (নিপীড়িত হইয়া)। (ভা, ১০।৬।১০)।

২৬। মুক্তি ভেল:—তুং—"সা স্বর্গমবাপ" (ভা, ১০।৬।২৬)।

২৭। ছয় ক্রোশ যুড়ি:—ভাগবতে আছে—"তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্" ইত্যাদি, অর্থাৎ তাহার দেহ ষট্‌ক্রোশ-মধ্যাবর্ত্তী তরু সকল চূর্ণ করিয়াছিল (ভা, ১০।৬।১৩)।

৩৭-৪৪:—ভাগবতে আছে—"তাহার সেই লাঙ্গল-দন্তের ন্যায় তীব্র দন্তপঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট করাল বদন, পর্ব্বত গুহার ন্যায় নাসারন্ধ্র, গিরিশিখরের ন্যায় উন্নত স্তনদ্বয়, অন্ধকূপের ন্যায় গভীর নেত্রদ্বয়, নদীতট তুল্য জঘনদ্বয়, শূন্যজলহ্রদের ন্যায় উদর" ইত্যাদি (ভা, ১০।৬।১৪-১৫)। কবির বর্ণনা মূলের অনুরূপ হইয়াছে। মেউর=মেরু।

[৬১]

গড়া

গোকুল-নগর ভেল চমৎকার
দেখিআ শরীর তার।
ভয়ে মহাভয় পাইল সকল
দেখ অদ্ভুত আর॥
রাক্ষসীর বক্ষ- স্থলেতে বসিয়া
নন্দের নন্দন শিশু।
একি পরমাদ বিষম সম্বাদ
চরিত বুঝিব কিছু॥
সভে এই বালা তিন দিন হৈলা
ইহার কৌতুক এত।
এমত রাক্ষসী কেমতে বধিল
এ কথন [১] কব কত॥
সন্দেহ লাগিল সভার অন্তরে
'একি একি হল্য' বলে।
গিআ নন্দরাণী 'বাছা, বাছা' বলি
ছাআল করিলা কোলে॥
'মরি বালাই লঞা নিছনি লইঞা
এ কোন ধরন তোর।'
পুত্র কোলে করি জসদা সুন্দরী—
'কিমোন হইল মোর॥'
শুনি নন্দঘোষ ধাইঞা আইল
'পুত্র পুত্র' করি বলে।
"ও মোর দুলাল, বাছনি," বলিয়া
তুরিত করিলা কোলে॥
"দেব হৃষিকেশ [২] অচ্যুত, মাধব,
গোবিন্দ বাউল হরি।
এ সব দেবতা রাখহ ছাআলে
মারিল এ হেন বোরি॥"
পুত্র কোলে করি জসদা সুন্দরী
চুম্বন করিছে মুখে।
হরস হইঞা এ নন্দ-জসদা
শিশু সুতাঅল সুখে॥
দুগ্ধ পিআছিল জসদা জননী
সন্দেহ লাগিল মনে।
এমত ছাআল এ হেন রাক্ষসী
মারিল আপন মনে॥
এ মেনে মানুষ- শরীর না হএ
দেবের শকতি জানি।
গোলোক-ঈশ্বর জানিল অন্তরে
চণ্ডিদাস ইহা জানি॥

পুথির পাঠ:—

১ কথন, বিপু ২ হৃসিকেস, ঐ

টীকা

পং—১-২। তু°—"সংতত্রসুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরং" (ভা, ১০৷৬৷১৬)।

৫-৮। তু°—"বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ং" (ভা, ঐ ; বিষ্ণুপু°, ৫৷৫৷১১)।

২১-২৪। তু°—

"নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥
(ভা, ১০৷৬৷২৭)।

২৫-২৮। পূতনাবধের পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের শরীরে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া রক্ষা-কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন। তু°—"ইন্দ্রিয়াণি হৃষিকেশঃ,...অচ্যুতঃ কটিতটং,...ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ" ইত্যাদি (ভা, ১০৷৬৷ ১৯-২২)। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে ইহা নন্দ করিয়াছিলেন (ঐ, ৫৷৫৷১৪৷২২)।

[৬২]

শ্রীকানড়া

রাজা পরিক্ষিত কহিতে লাগল
সন্দেহ হইল মনে।—
"শুনহ গোসাঞি, ব্যাসের নন্দন,
পুছিএ তোমার স্থানে॥
কহ বিচারিঞা শুনিয়ে শ্রবণে
কহিএ তোমার কাছে।
কি গতি পাইল পুতুনা রাক্ষসী
এ কথা সন্দেহ আছে॥"
কহিতে লাগল ব্যাসের নন্দন—
"শুন শুন, মহারাজা।
কোনহ সন্দেহ হইল তোমার
কহ কহ, মহাতেজা॥"
কহে পরিক্ষিত— "শুন, সুকদেব,
এই সে সন্দেহ মোর।
রিপু-ছলে আসি হৈল সগ্‌গবাসী
শুনিতে হইলুঁ ভোর॥
এ জন মুকুতি হৈল তার গতি
কেমত ধরণ এহ।
রিপুর স্বভাবে প্রাণ তিআগিয়া
ধরিল উত্তম দেহ!"
তবে সুকদেব কহিতে লাগল—
"শুন, নৃপবর তুমি।
না কর সন্দেহ সকল বিত্তান্ত
বিচারিআ কহি আমি॥
দেহের স্বভাব কন দেব পায়
এ কীট পতঙ্গ জত।
এক দেহ ইহা নহে ভিন্ন ভিন্ন
কহিএ বেদের মত॥
এক দেহ ধরে শূকরের কায়া
করএ বিষ্ঠার পান।
তথাপি সে দেহে পরম পুরুষ
তাহে [১] আছে ভগবান॥
ইহাকে অস্পৃশ্য [২] নহে কোন জীব
সকল জীবেতে হীন।
ইহার ঘটেতে পরম পুরুষ
তাহাতে পাইবে চিন॥
সব ঘটে রহি প্রভু ভগবান
কীট পতঙ্গাদি জত।"
চণ্ডিদাস কহে সুকদেব বাণী
এই হএ বিধিমত॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] তাথে, দীপু [২] অস্প্রেশ্য, ঐ

পং-১-২। ভাগবতেও পরীক্ষিৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া শুকদেবের মুখে কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস পদরচনায় সেই রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা চিহ্নিত করিবার এক অতি প্রয়োজনীয় সূত্ররূপে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

[৬৩]

বিহির নির্ম্মান এ দেহ-গঠন
ধরিল উত্তম কায়া।
তখনি সে দেহে পরম পুরুস
ঘটেতে করেন দয়া॥
সর্ব্বত্র দেহের মূল ভগবান
দেহে দেহে আছে স্থিতি।
স্থাবর জঙ্গম এ কিট পতঙ্গ
সভাতে আছয়ে গতি॥
পুর্ব্বে অনেক তপফলার্জিত
ধরিয়া এমত দেহা।
তাহাতে মরএ আপনা আপনি
বান্ধয়ে মায়ার গেহা॥
আপনি মরএ বিসভাণ্ড খায়া
আনের কি দোস আছে।*
আপনা আপনি মরএ ভ্রমিএগ্রা
দেখহ আপন কাছে॥
জে জন মরএ বিসপান খাএগ্রা
না জানে আপনপর।
মায়া কায়া দেহ কিছুই না জানে
মায়াতে বান্ধয়ে ঘর॥
এ দেহ-সাধন পূজন ভজন
সেই সে সাধক-দেহা।
কৃপা পরে জত বেড়ায় বেকত
করেন কৃষ্ণের নেহা॥
সাধন সাধক কহিল তাহাকে
নিত্যসিদ্ধি কোন জন।
জোগসিদ্ধ সার ক্রিয়াসিদ্ধি[১] তার
* * * কন॥
চণ্ডিদাস কহে— 'কহিলাঙ এহ
দেহের গতিক ভাব।
জেমত ভাবিবে তেমত পাইবে
জাথে জার হয়ে লাভ॥'

পুঁথির পাঠ:—

১। কৃয়া

* পরবর্ত্তী অংশ রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

টীকা

পং ১-৮। প্রাচীন শাস্ত্রাদি অনুসরণ করিয়া এখানে সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তু'—"স্বয়ং জ্যোতি-স্বরূপ এই এক আত্মা স্বীয় সৃষ্ট-গুণ দ্বারা উৎপাদিত দেহসকলে বহু প্রকার হয়েন" (ভা, ১০।৮৫।২২); এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত (বিষ্ণুপু°, ৬।৭।৬০); ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন (ব্রহ্মসূত্র, ১।২); "ভিন্নের ন্যায় স্থিত হইলেও দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ" (বিষ্ণুপু°, ১।১৯।৪৭); সকল দেহেই নিত্য আত্মা অবস্থিতি করেন (গীতা, ২।৩০); ইত্যাদি।

পং ৯-২০। "অনাত্মে আত্মবুদ্ধি, এবং যাহা আপনার নহে তাহা আপনার বলিয়া বোধ করা, এই দুইটিই অবিদ্যা-তরুর বীজ। কুমতি জীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া দেহেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে।" (বিষ্ণুপু°, ৬।৭। ১১-১২)।

পং ২১-২৮। নিত্যসিদ্ধ জড়ভরত রাজা সৌবীরকে বলিয়াছিলেন—"তোমার বা আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে হস্ত বা পদ তুমি বা আমি নহি,......আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত" (বিষ্ণুপু°, ২।১৩।৯১-৯৯)। মহামতি খাণ্ডিক্য রাজা কেশিধ্বজকে "যোগসিদ্ধি" এবং "ক্রিয়া-শুদ্ধি" সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্য নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন করিবেন, এবং মনকে সতত পরব্রহ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত করিবেন...... এইরূপে যোগ অভ্যাস করিতে হয়" (বিষ্ণুপু°, ৬।৭।৩৬-৩৯); তু°—গীতা, ৬।১০ ; ইত্যাদি। আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা ছান্দোগ্য উ° (৭।১।৩) ; কঠউ° (২।২।১২) ; সাংখ্য, (১।১০৪) ; যোগ, (২।২৬) প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

[৬৪]

"আর এক বানি শ্রবণ করহ,"
কহেন এ স্নক মুনি।
"নিষ্ঠার আকৃতি স্নহ প্রকৃতি
স্নহ তাহার বানি ॥

এক ভৃঙ্গ কিটে ধরে আর পোকে
তাহারে লইঞা ঘরে।
বিন্ধিয়া মারএ সেই সে পোকারে,
স্নন রাজা নৃপবরে ॥

বিন্ধিতে বিন্ধিতে সেই পোক মরে
চাহিয়া ভৃঙ্গের পানে।
তেজিলে পরানে চাহি তার পানে
টানয়ে আপন স্থানে ॥

আপন স্বভাব সেই সে পোকের
হয়েন ভৃঙ্গের কায়া।
সুজন-সঙ্গতি নিষ্ঠার আকৃতি [১]
পাইল আপন ছায়া ॥

তেমত পুতনা সাক্ষাত ইশ্বর
করিতে দুগ্ধের পান।
দেখিয়া গোচরে প্রভু ভগবান
সে জন তেজিল প্রাণ ॥

ভৃঙ্গের সমান কায়া পুন পায়
জারে জে ভাবিয়া মরে।
সেই গতি তার বৈকুণ্ঠ চলল
স্নন রাজা নৃপবরে ॥

সুজন-সঙ্গতি ঐছন এ রিতি
কহিল ঐ সব বানি।
সাক্ষাত দরসে পরান তেজল
পাইল মুকুতি খানি ॥"

চণ্ডিদাস বলে— "এই হেতু, রাজা,
পুতনা পাইল মুক্তি।
সাক্ষাতে পাইঞা পরসতকর [২]
উত্তম হইল গতি ॥"

থর পাঠ:—
[১] অকৃতি [২] (?)

টীকা

পং ৫-১৯। কাচপোকার এইরূপ স্বভাবের বর্ণনা অন্যান্য পদেও পাওয়া যায়—

সে সাধু কেমন স্বভাব যেমন
জানিবে কুমার-পোকা ॥
অন্য কীট ধরি নিজ গৃহে পূরি
আপন বরণ করে।
তেমতি জানিবে সাধু মহাজন
স্বভাব ছাড়াতে পারে ॥

সহজিয়া-সাহিত্য, ৬৩ পৃঃ

অন্যত্র—

তেমতি নায়িকা হইলে রসিকা
হীনজাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায় স্বজাতি ধরায়
যেমন কাচপোকা করে॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৩৪২ পৃঃ

২১-২৪। তু°—

যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে
সে জনে অবশ্য পায়।
ত্রিভঙ্গ পোক দেখ আন জীব মাঝে
সে হয় ভৃঙ্গের কায়॥

(ঐ, ৬১৮ সং পদ)

[৬৫]

রাগশ্রী

"আর সুন, রাজা, ইহার উপায়
কহিএ একটি বানি।
রিপু-ভাবে মনে বিস মাখি স্তনে
আইল এ কথা জানি॥
জদি রিপু-ভাব পাইল স্বভাব
তার তরতম আছে।
মাতৃভাব করি দুগ্ধ পিল হরি
বসিঞা তাহার কাছে॥
আর কহি সুন তাহা দেহ মন
রাম অবতার কালে।
রাবণের বংস সব করি ধ্বংস
বধিলা এ রঘুবিরে॥
শ্রীরাম ধনুকি সঙ্গেতে জানকী
দোসর লক্ষন ভাই।
সিতা চুরি করি লঞা গেলা হরি
* * তাই॥
রাজা দশানন পুত্র-ভ্রাতৃগণ
শ্রীরাম সমুখে যুঝি।
পাইল বৈকুণ্ঠ সমুখে দেখিয়া
দেখ দে * * রাজ ঝি॥
রিপুভাবে মন রাজা দশানন
চলিলা মুকুত হঞা।
তেন রিপুভাবে তারএ ই সবে[১]
চলে প্রেমরস পায়্যা॥
আর সুন, রাজা, এ কিট পতঙ্গ
স্থাবর জঙ্গম আদি।
জত চরাচর মুরুতি খেচর
জত আছে নদ নদি॥
সভার ঘটেতে রহি ভগবান
সেই সে জতেক কায়া।
বিসের ভাণ্ডার গলাএ বান্ধএ
জানিহ নটের ছায়া॥
সব জিবে কৃষ্ণ আছে য়াচ্ছাদিয়া
কহিল তোমার পাসে।
তরি গেলা তাহে পুতনা রাক্ষসি"—
কহেন এ চণ্ডিদাসে॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] লবে (?)

টীকা

পং ১-৮। ভাগবতে আছে—"হত্যা করিবার বাসনাতেও ভগবান্ হরিকে স্তন্য দিয়া পুতনা সদ্গতি প্রাপ্ত হইল" (ভা, ১০।৬।২৬)।

১৪। দোসর :—দ্বি+সং-স্থ ধাতুজাত সর=দোসর; দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে সঙ্গে গমন করে; সহযাত্রী।

[৬৬]

শ্রীকানড়া

"আর সুন, রাজা, পুরুব কথন
বিপ্র অজামিল-কথা।
নানা দুষ্টমতি করিল বেভার
সে পায় গোবিন্দ ওথা॥
পাপি দুষ্টাচার কতেক পাসণ্ডি
নামেতে তরিয়া গেল।
রিপুভাব তাএ মাতৃ [১] ভাব তারে
বৈকুণ্ঠ তরিয়া নিল॥
আর সুন, রাজা, রিপুভাব আর
করিছেন কংসাসুর।
নিকটে পাইব ফল দুখ-ভাসা
অহঙ্কার হব চুর॥"
সুনি মহারাজা কহে পরিক্ষিত—
"সুনিল উত্তম গতি।
আগে কি করিল পুতনা বধিয়া
কহত তাহার রিতি॥"
কহিতে লাগল ব্যাসের নন্দন
হরস হইঞা চিতে।
বসি মঞ্চ'পরে সুনে মহারাজা
কহেন শ্রীভাগবতে॥
আগে জে * * কথা বিচারিয়া কহি
ব্যাসের নন্দন সুকে।
এক চিত্ত হঞা শ্রবণ পরসি
কহে সুকদেব মুখে॥
"আইল এক সে অসুর মুরুতি
সকট তাহার নাম।
গোকুল-নগরে নন্দের মন্দিরে
প্রবেসি হইল ঠাম [২]॥
জত গোপ-নারি জমুনা-কিনারে
করে চন্দ্রায়ন-ব্রত।
নন্দরানি লঞা ব্রতের আরম্ভ
গোয়ালা-রমনি জত॥
ফল পুষ্পদল ঝুনা নারিকল
বিবিধ মিষ্টান্ন জত।
রম্ভাফল আদি করি নানাবিধি
দধি দুগ্ধ লঞা কত॥
প্রভাতে উঠিয়া সব জন গেল
জমুনা-তটের মাঝ।
জনে জনে সভে হরস হইঞা
লইল পূজার সাজ॥
নন্দরানি জাএ ছায়াল এড়িয়া
এ শূন্য [৩] মন্দির এড়ি।
নন্দের নন্দন খেলাএ জতন
জগত ইস্বর হরি।
শূন্য [৪] ঘর পায়া [৫] বালক দেখিয়া
আল্যা সে অসুর-কায়া।"
চণ্ডিদাস দেখি বেথিত হিয়াএ
সকট আইল ধায়্যা॥

পুঁথির পাঠ :—

১ মতৃ ২ (?) ৩ সন্য
৪ সন্য ৫ পয়্যা

টীকা

পং ১-৪। অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ নিজ পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এক দাসীর প্রেমে আবদ্ধ হন। ঐ রমণীর গর্ভে তাঁহার দশটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যুকালে যমদূতের ভয়ে ভীত হইয়া অজামিল পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়াছিলেন, এজন্য বিষ্ণুদূতের

কৃপায় তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়াছিল। (ভা, ৬।১।১৯—৬।২।৪১)।

১৪-২০। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পুতনাবধের পরে পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনা করিতে শুকদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।৩)।

২৫-৩০। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বয়স মাসত্রয় অতীত হইলে যশোদা ও ব্রজের পুরস্ত্রীগণ মিলিত হইয়া বালকের অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসবাভিষেক করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গৃহমধ্যস্থ এক শকটের নীচে শ্রীকৃষ্ণকে দোলনায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। কৃষ্ণ রোদন করিতে করিতে হঠাৎ পদদ্বয় উর্দ্ধে সঞ্চালন করিয়া সেই শকট বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শকটভঞ্জনের ইহাই মূল আখ্যায়িকা (ভা, ১০।৭।৪-৮)। শকট যে অসুর ছিল, একথা ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, এবং হরিবংশে নাই, অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—"সকট আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে" (৯৫ পৃঃ)। ভাগবতে আছে যে, এই ঘটনা কৃষ্ণের অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসবের সময়ে ঘটিয়াছিল, হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন যশোদা যমুনাতে স্নান করিতে গেলে ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেখানেও চান্দ্রায়ন ব্রতের উল্লেখ নাই।

[৬৭]

রাগ ধানসি

সকট অসুর দেখি প্রবেসি মন্দিরে।
একেলা পাইয়া তবে চলে ধিরে ধিরে ॥
অসুর দেখিয়া হরি হাসিতে লাগিলা।
দেব চক্রপাণি ইহা মনেতে জানিলা ॥
বালক-লিলাতে [১] খেলা করে জদুরায়।
মারিতে আইল ইহা জানিল হিয়াত ॥
দেব দামুদর হাসি খেলায় হরিসে।
হেন বেলে সকট অসুর গেলা শেষে [২] ॥
উঠিল অসুর দর্পে উচ্চ পদ দিয়া।
গায় পড়ে এই ভরে মারিব চাপিয়া ॥
জানিঞা সে চক্রপানি অসুরের রিত।
পাএ ঠেলি সকটারে ফেলিল বিদিত ॥
বিস্বম্ভর রূপ হঞা নন্দের নন্দনে।
পদাঘাতে সকট করিল দুইখানে ॥
সকটের ঘাতে ভাঙ্গে দধির মোহনা।
দধি দুগ্ধ ভাসি চলে এ কিয়ে জাতনা ॥
ঘৃতভাণ্ড তথি ছিল জাএ গড়াগড়ি।
গোকুলনগর-পুরে শব্দ [৩] হইল বড়ি ॥
হেন বেলা শব্দ সুনি জসদা জননি।
কি কি বোল বোলে রানি নাহি ফুরে বানি ॥
দেখিল সকটাসুর পড়িল সেখানে।
জাদুরে করিঞা কোলে হরস বদনে ॥
চণ্ডিদাস বলে—'আগে জাদু কর কোলে।
বিপাক দেখিএ বড় গোকুল-নগরে' ॥

পুঁথির পাঠ :-

ইহার পরে পুঁথিতে "খেলাতে" আছে
সেসে
৩ সব্দ।

টীকা

পং-৭। দামোদর:—যশোদা দাম (রজ্জু) দ্বারা বালক কৃষ্ণের উদরে বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের এক নাম দামোদর হইয়াছিল (বিষ্ণুপু°, ৫।৬।১১)।

৮। বেলে:—বেলিকা হইতে বেল বা বেলা; ৭মীতে বেলে, অর্থ সময়ে, কালে।

৯। উঠিল ইত্যাদি। যে শকটের নীচে কৃষ্ণ শায়িত ছিলেন, তাহার উপরে উঠিয়া কৃষ্ণকে চাপিয়া মারিবে, এই উদ্দেশ্যে।

১৫-১৮। ভাগবতে আছে—"নিকটে নানা রসপূর্ণ যে সকল পাত্র ছিল, তাহারা ভগ্ন হইয়াছিল," (ভা, ১০।৭।৭ ; তু°—বিষ্ণুপু°, ৫।৬।২)।

---

[৬৮]

কানড়া

"ভাঙ্গিল সকটখান দেখি এহ বিদ্যমান
এ নহে মানুস-তনু দেহ।
বধিল পুতনা আগে দেখি বঞ্চ ডর লাগে
সমুখে জাইতে নারে কেহ॥
পুন এ সকটাসুর প্রচণ্ড-শরীর ¹ সুর ²
দেখিয়া বড়ই লাগে ভয়।
বধিয়া চরণ'ঘাতে ইহা বধে আচম্বিতে
অদভূত তোমার তনয়॥"
দেখিয়া কহেন রানি— "ও মোর বাছনি ধনি,
মরিএ তোমার বালাই লয়্যা।"
উদুরে করিঞা কোলে ভাসে রানি অশ্রুজলে—
"কেনে গেলুঁ জমুনাতে দিয়া॥
ই কি পরমাদ হএ দেখিয়া লাগএ ভয়ে
ভাগো জাদু না মাল্যা অসুরে।
দেখিলেন চক্রধর রহিল আমার ঘর
সুহাএ ³ হইল দামুদরে॥"
বদন চুম্বন করি স্নান করাইলা হরি
মুখে ⁴ দিএ খির লবনি।
"কত না পায়াছ শ্রম হইল কতেক ভ্রম
মরি জাই তোমার নিছনি॥"
কোলে বসাইয়া রানি আনি এক ⁵ গোয়ালিনি
রক্ষা বান্ধে মন্ত্র করি সার।
'তিন মুণ্ডে তিন ⁶ মুড়ি ⁶ সাএ দিসা মানস মুণ্ডি ⁷
এই মন্ত্র ঝাড়ে বার বার॥
'মুঞি বান্ধে রক্ষাসার হংসগর্ভ চন্দ্রাকার
দিবাকর দেব মহেশ্বর।
ই তিন দেবতা লঙ্গে মায় জাদুআর অঙ্গে
পদ দেই গুরুর উপর॥'
এই মন্ত্র বারম্বার ঝাড়ে গোয়ালিনি সার
আর মন্ত্রগুনে করি ভর।
'মাথা রাখেন ব্রাহ্মনি চক্ষু রাখেন চামুণ্ডিনি
কান রাখেন সেই কালেশ্বর॥
নাড়ি রাখে রমানাথ দেহ রাখে জগন্নাথ
পা তুলি রাখেন বসুমতি।
এই নিবেদন ভাএ ⁸ সভে হয় সুহাএ
রাখ তুমি ছায়াল-দুগ্‌গতি॥
দেহ বন্দো রমানাথ আর বন্দো জগনাথ
বন্দো দেব প্রভু জনাদ্দন।
বন্দো হরগৌরি আদি সভার চরণ সাধি"
চণ্ডিদাস কহে বেবরণ॥

পুথির পাঠ :—

¹ স্বরির ² পুর (?) ³ (?)
⁴ মথে ⁵ য়েক ⁶⁻⁶ তিনুড়ি
⁷ (?) ⁸ (?)

টীকা

পং—১। এহ :—সং—এতস্য — এদশ্‌শ—এঅহ — এহ। এই, এখানে।

৫। সুর=স্বর। বীর অর্থে।

১৩। ই—সং—এতদ্‌শব্দজাত, অর্থ—এই।

১৫-১৬। চক্রধর নারায়ণ এই বালকের প্রতি সুদৃষ্টি করিয়াছেন, এবং দামোদর ইহার সহায় হইয়াছেন।

২১-২২। ভাগবতে আছে যে, এই ঘটনার পরে দুষ্টগ্রহ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রাক্ষসবিনাশক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়নাদি করান হইয়াছিল (ভা, ১০।৭।১০-১৬)। এখানে

এক গোয়ালিনী দ্বারা এই কাজ করান হইয়াছে। পুতনা বধের পরে গোপীগণ এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া কৃষ্ণের শরীরে রক্ষা বন্ধন করিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৬।১৭-২২)।

[৬৯]

রাগ ধানসি

এই মন্ত্র ঝাড়ে গোয়ালা চেতনি
বান্ধেন রক্ষার টৌনা।
বুকে দিয়া কর ঝাড়ে নিরন্তর—
"রাখহ কালিয়া সনা॥
দেব ঋসিকেস মাধব মুকুন্দ
রাম দামোদর হরি।
জয় পদ্মনাভ বামন অচ্যুত
* * বনমালি॥
জয় প্রজাপতি চক্রিন মুরুতি
ত্রিবিক্রম [১] নারায়ণ।
জয়তি শ্রীধর আর বেদগর্ভ
এই সে * কন॥
সভাই সুহাএ ধরি তুয়া পাএ
রাখহ বালক মোর।
* * * *
দিয়া বর-ডোরি কানন সমুহে
আসুরে করহ পাত।
জাদুর উপরে জে করে আড়তি
তার মুণ্ডে পড়ু ঘাত॥
চাহিতে তাহার দেখে অন্ধকার
দেখিতে নাহিক দেখে
জেন কাল সাপে করএ দংশন
জাইয়া তাহার বুকে॥
জে করে আমার জাদুর হিংসন
তার মুণ্ডে পড়ু বাজ।
এই সে বিনতি করিয়ে আরতি
নহে দেবে পাবে লাজ॥"
নন্দের গৃহিনি করে স্তুতি-বাণি
সুনিতে দেবের মোহ।
আচম্বিতে বানি কহে দেবগন—
"চিন্তা না করিহ এহ॥
তোমার জাদুরে কেবা লজ্ঞিবারে
পারএ সকতি কার।
তোমার ঘরেতে এমত ছায়ালে
মহিমা নাহিক জার॥"
কহে চণ্ডিদাস— "ভয় না করিহ,
সুনহ জসদা রানি।
গোলক-সম্পদ কোলে আরপিত
এ ধন পাইলে তুমি॥"

পুথির পাঠ :—

[১] তৃবিক্রম

টীকা

পূতনাবধের পরে নন্দঘোষ হরি, নারায়ণ, বামন, ত্রিবিক্রম, জনার্দ্দন, বিষ্ণু প্রভৃতি নামসমন্বিত মন্ত্রপাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে রক্ষাবন্ধন করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপু°, ৫।৫।১৪-২১ ; তু°—ভা, ১০।৬।২০-২২)।

পং—১। চেতনি :—যে চেতন করায় ; দৈব-চিকিৎসা কারিণী।

২। টৌনা :—দেশজ ; রক্ষাকবচবিশেষ।

৯। চক্রিন্ :—চক্রধারী অর্থে।

১০। ত্রিবিক্রম :—ত্রি (ত্রি-পাদ) দ্বারা যিনি ত্রিলোক বিক্রম (আক্রমণ বা অধিকার) করিয়াছিলেন, বামনরূপী বিষ্ণু। ঋগ্বেদেও উল্লেখ আছে (তু°—ঐ, ১।২২।১৮ ; ৮।১২।২৭)।

শ্রীধর :—শ্রীপতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব বিলাসের অন্তর্গত চতুর্ব্যূহের প্রদ্যুম্ন হইতে জাত। ইনি শ্রাবণ মাসের দেবতা। দক্ষিণাধঃ হইতে হস্তচতুষ্টয়ে পদ্ম, চক্র, গদা,শঙ্খ-ধারী (চরিতামৃত, মধ্য, বিংশ পরিচ্ছেদে এই সকল মূর্ত্তির বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হইবে)।

১৭। জাদু :—সং—যাদব হইতে ; কৃষ্ণধন।

আড়তি :—অনিষ্ট করিবার আগ্রহ অর্থে।

২১-২২। তু°—"সাপে খাক্ তার বুকে" (চণ্ডীদাস, ১০০ পৃঃ)।

[৭০]

সুহই সিন্ধুরা

পড়িল অসুর তবে জায় গড়াগড়ি।
গোকুলনগর লোক ধায় বরাবরি ॥
'কি কি' বলি সব্দ করে গোকুল-নিবাসি
"এতদিনে আপদ বেড়ল সভে আসি ॥
নন্দের নন্দন সিসু ধরিতে বেড়াএ।
কংসচর চারিদিগে সতত বেড়াএ ॥
পুতনা রাক্ষসি মারে সেহেন নন্দন।
পদাঘাতে সকটারে বধিল জিবন ॥"
ধাইল জতেক লোক দেখিতে অসুরে।
তরাস লাগিল দেখি সভার অন্তরে ॥
"সিসু হঞা অসুর বধিল দুই জনে।
দেবমূর্ত্তি ধরে সেই জানিলাঙ মনে ॥
এ যেন মানুষ নহে নন্দের নন্দন।
সিসু বধি মারিলেক অসুর দুর্জ্জন ॥"
হা হা করি শব্দ হল্য গোকুল-নগরে।
"জসদার পুত্র ইহা দেখিল গোচরে ॥
জদি মোরা ঠেকি কন বিষম আপদে।
রাখিব বালক সিসু নহিব বিবাদে ॥
ভাল হৈল গোপকুলে ১ এমতি ছায়াল।"
ইহারে আসিস সভে করল বিসাল ॥
এমন আপদে সিসু বাচিল কেমনে।
ইহার আপদ নাঞি চণ্ডিদাস ভণে ॥

পুথির পাঠ :—

১ গোপকুল

টীকা

পং—৪-৮ ; ১১-১৪ ; ১৬-১৯ গোপগণের উক্তি।

১২-১৩। তু°—

এ জন নন্দের ভবনে জন্মিল
ধরিয়া মানুষ-কায়।
কেবল ঈশ্বর দেব দামোদর
নহিলে এমন হয় ॥

(চণ্ডীদাস ৮১ পৃঃ)

[৭১]

করুনাশ্রী

※ নেক লইঞা হরস হইয়া
পেয়াএ এ খির ননি।
"মরি মরি তোর বালাই লইয়া"
সদত কহিছে রানি ॥
"ভাগো তোরে রাখিল গোসাঞি
আমার তপের ফলে।
তোমারে মারিতে কংসের আরতি
আর কত হএ তোরে ॥

* দূরে ত্যজিয়া পাঠাএ সত্বরে
এই সে ভাবনা মোর।
দুষ্ট কংসাসুরে পাঠাএ অসুরে
দেখিতে হইল ভোর ॥
* * মতি কিবা হএ গতি
জা করে অসুর কংস।
বহু ভাগ্যফলে দিয়াছে বিধাতা
গোপকুলে এই বংস ॥
* * বাদ বিষম সম্বাদ
রাখিল ইশ্বর মোর।
কোন ভাগ্য ছিল বালক পাইল
পুনহি মিলল কোর ॥”
মনেতে * হইল জসদা
পুত্রেরে লইঞা কোলে।
বিহরে আপন মন্দির-ভিতরে
দিন চণ্ডিদাস বলে ॥

টীকা

পং—২। পেয়াএঃ—সং—পিবন্তি হইতে পেয়াএ (ণিজন্ত)।

৮। পাঠ সন্দেহজনক।

১২। ভোর :— বিভোর, বিহ্বল। তু°—“দেখিয়া হইলাম ভোর” (চণ্ডীদা, ৪ পৃঃ।)

[৭২]

* ড়া

কহে পরিক্ষিত... “কহ সুকদেব
আর কি করিলা লিলা।
সকট-ভঞ্জন সুনিল শ্রবণ
আর কন ভেল খেলা ॥

* মুনিবর ইহার উত্তর
আর কোন রস হএ।
অমৃত-সমান কৃষ্ণলিলা-কথা
কহ মুনি মহাসএ ॥
কহেন (?) কাহিনি * বড় কথা
অমৃত সমান বানি।
সুখি হউ চিত সুনি ভাগবত
বোলহ সুকদেব মুনি ॥”
একথা জখন কহি পরিক্ষিত
সুনেন পরম সুখে।
ভাগবত রাজা সুনএ হরিসে
সুকদেব-মুনি-মুখে ॥
কৃষ্ণলিলামৃত অতি অদভুত
বিস্তার বর্ণনা জত।
চণ্ডিদাস কহে, সুনি পরিক্ষিত
অশ্রুপাত হয়ে কত ॥

টীকা

রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছেন, এইরূপ মুখবন্ধ করিয়া দীন চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা চিহ্নিত করিবার ইহা এক প্রধান সূত্র। এই গ্রন্থমধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই শুকদেব বক্তা, এবং পরীক্ষিত শ্রোতা।

[৭৩]

রাগ নট

পুতনা মরিল সুনি কংসাসুর
চিন্তিত হইঞা আছে।
তার পরে সুনে সকট-ভঞ্জন
আসি দূত কহে কাছে ॥

"কি হল্য কি হল্য" বলে কংসরায়—
"দেখি পরমাদ এহ।
বিশ্বম্ভর হয়্যা মানুষের গর্ব্ভে
জনম লভিল সেহ ॥"

দেবতার বানি না হএ অন্যথা
সে সব ফলিতে চাহে।
পাত্রমিত্রগণ ডাক দিয়া আনি
সব বেবরণ কহে ॥

চানুর মুষ্টিক আর যত বীর
এ বন্ধু-বান্ধব জত।
সভে এক ঠাম বসিয়া সম্ভ্রমে
কহিতে লাগল কত ॥

কহে কংস তবে সব বেবরণ
এ বন্ধুবান্ধব-পাসে।
"বিপাক পড়িল এতদিন পরে
গোকুল-মথুরাদেশে ॥

বিসস্তন দিয়া আপন ভগিনি
গেলা সে বধিতে শিশু ১।
স্তনপানে মারে পুতনা ভগিনি
কহনে না জায় কিছু।

তবে গেলা পাছে সকট অসুর
তাহারে ভাঙ্গিলা পাএ।
সকট অসুরে নন্দের কুমারে
মারিল পদের ঘাএ ॥

সেহ সে মরিল গেলা জমপুর"—
কহিতে লাগল কংস।
"এই * পাত সুনহ তোমরা
মারিল নন্দের বংস ॥"

তবে পাত্রমিত্র জুগতি উপেখি
কহিতে লাগল তায়।
রচিল * এ কি করিব তাএ
দিন চণ্ডিদাস গায় ॥

পুথির পাঠ :—

১ সিসু

অথ তৃণাবর্ত্তবধ

[৭৪]

কানড়া

কহে পাত্রগণ বিচার ক * *
"সুনহ সভার বানি।
তৃনাবর্ত্ত বিরে আন ডাক দিয়া
সুন রাজ নৃপমুনি ॥"

তবেত কহিতে লাগল নৃ * *
"সুনহ বান্ধব জত।
ডাক দিয়া আন তৃনাবর্ত্ত বিরে"
আসিঞা হইল যুত ॥

রাজার সমুখে তৃনাবর্ত্ত *
নুঙাইল আসি মাথা।
"কি কারণে মোরে ডাক দিয়া আন
অসুর-কুলের ধাতা ॥"

কহে নৃপবর— "সুনহ * *
তোমারে ডাকিল আমি।
গোকুল-নগরে গিয়া নন্দ-ঘরে
ছায়ালে বধহ তুমি ॥

নন্দ-সুত তরে ঝড় বরিস *
উড়াইয়া নিবে ইথে।
এই সে কারনে তোমারে পাঠাই
সুন ২ তৃনাবর্ত্তে ॥"
এ কথা সুনিঞা হরস বদনে
চলি * গকুল দেসে।
মাএর কোলেত আছেন বসিঞা
সেই দেব ঋসিকেসে ॥
হেনক সমএ তৃনাবর্ত্ত জায়
আ * উঠিলে ধুলি।
আপনার সক্তি জত ছিল তেজ
জায় করি নানা কেলি ॥
গোকুলের লক্ষ গাছ ভাঙ্গি চুরি
ভা * ল যতেক ঘর।
ঝড়ের আঘাতে মরে পসু পাখি
কিছু না রাখিল আর ॥
ধুলার বাজনে জেন স * * *
সমর কিসে বা গনি।
ঘোর অন্ধকার কাহু না হেরিএ
উড়াএ রেনুর কিনি॥
গাভি বৎসগণ আকাসে ভ্রম *
হাম্বা রব করে তারা।
গোকুল-নিবাসে লাগিল তরাসে—
"এ কোন হইল ধারা ॥
এমন প্রলয় আপন গিয়ানে
কখন না দেখি ভাই।
ই কন বিপাক পড়িল সংশয়
কখন দেখিএ নাই ॥"
চণ্ডিদাস বলে— "বিসম গোকুলে
আইল অসুর এক।
দেখিবে নয়নে এক জন কায়া(?)
আইল্যা এক পরতেক ॥"

টীকা

তৃণাবর্ত্তের নিধন ভাগবতের দশমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পং—৮। যুত:—সং—যুক্ত হইতে মিলিত অর্থে।

১৭-১৮। কংস-প্রেরিত হইয়া তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতরূপে আসিয়াছিল (ভা, ১০।৭।১৮)।

২৩-২৪। ভাগবতে আছে যে, কৃষ্ণকে গিরিশিখরতুল্য গুরু বোধ করিয়া তখন যশোদা তাঁহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া ভূতলে স্থাপন করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।১৭)।

২৫-২৬। মুহূর্ত্তকালমধ্যে সমুদায় গোষ্ঠ ধূলি ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল (ভা, ১০।৭।১৯-২০)।

৩৫। কাহু:—:কাহাকেও।

৩৬। কিণি:—সং—কণিকা হইতে। তু°—"ধূলি দ্বারা সকলের দৃষ্টি রোধ হইয়াছিল, এবং কোন ব্যক্তিই আপনাকে বা অন্যকে জানিতে পারে নাই" (ভা, ১০।৭। ১৯-২০)।

---

[৭৫]

বাড়ারি

ঝড় অতিসয় অসুর-তনএ
প্রবেসে নন্দের ঘরে।
আনন্দে বিহরে জসদার কোলে
দেখ হরি দামোদরে ॥
হেনক সমএ মাএর কোলের
বালক উড়োএ হেলে।
জসদা এড়িয়া বালক লইয়া
আকাসমণ্ডলে তুলে ॥
প্রভু ভগবান জানিল কারণ
মোর রিপু এই জনে।
ধরিঞা গলাএ প্রভু জদুরায়ে
নিবিড় করিয়া টানে ॥

হাথাহাথি করি চতুর মুরারি
পড়িলা ধরনি-পানে।
গলাএ ধরিঞা মলিঞা দলিঞা
বৈঠল তাহার বুকে।
টিপুনির ¹ ঘায়ে তেজিল পরাণ
পরাণ বার্য্যাএ দুখে॥
গড়াগড়ি জায়ে ধুলাএ লটায়ে
বসি সিসু তার বুকে।
এথা নন্দরাণি ❋ দিয়া আকুল
বচন না ফুরে মুখে॥
"কোথাকারে গেল কোলের বালক
লইল হরিঞা কে।
কোলে হৈতে সি ❋ গেল কতিকারে
ধরিতে না পারে দে॥"
চণ্ডিদাস বলে— "তৃনাবর্ত্ত এক
আসিঞা গোকুল-পুরে।
ঝড় দি ❋ ❋ ❋ গেল লঞা পহুঁ
সেই সে অসুরবরে॥"

টীকা

পং—৬। হেলে=অবহেলে।

১১। বালক তাহার গলদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।২৪)।

১৫-১৬। মলিঞা :—মর্দ্দিত করিয়া।

বৈঠল :—উপবিষ্ট হইল।

[৭৬]

আসয়ারি

কান্দিতে লাগিলা রানি— "কোথা গেলে জা ❋ ❋ ❋
ছাড়ি নিজ অভাগির কোল।
দিয়া ঝড় অতিসয়ে কোথারে উড়াঞা লয়ে
ভাল মন্দ না জানিল আ ❋॥
আসিঞা অসুর-কায়া কোথারে চলিলা লয়্যা
কোন পথে করিল গমন।
পড়িয়া রহিল কতি কি হব আ ❋ ❋ গতি
কোথা গেলে পাব দরসন॥
কে নিল কোথারে গেল কি মোর বিপাক হল্য
নন্দঘোস গেছেন গোঠে রে।
খুজিব কোথা গিয়া" বড়ই বেদনা পায়্যা
নন্দরাণি কান্দে উচ্চস্বরে॥
গোঠে সুনে নন্দরায় তুরিত গমনে ধা ❋
গোকুল প্রবেসে আসি ঘরে।
"বাছা বাছা করি রব দু'জনে খুজিব সব
জমুনার ইধারে উধারে॥"
নন্দরানি বলে ❋ ❋ "আমি জে কহিএ হেন
খুজি চল পুর্ব্ব অংস দিয়া।
এই মুখে দিয়া রড় বহুতর দিয়া ঝড়
অসুরেতে নি ❋ ❋ ❋ রিয়া॥
খুজিতে খুজিতে সব পাইল জাদুর রব
দেখিল অসুর-বুকে বসি।
ধাঞা গিয়া নন্দরানি কো ❋ করে জাদুমনি
মুছাইল ও বদন-সসি॥
ঝাড়িয়া গায়ের ধুলা— "এ কোন কর্য্যাছ লিলা
অসুর-বুকেতে কেন বসি।"
❋ ❋ এ বালাই লয়্যা বদনের চুম্ব খায়্যা
হারাধন পাইল হরসি॥

মুখে দিয়া স্তন পানে করাইল জাদুধনে
অসুর দেখিঞা লাগে ভএ।
স্নান করাইল রানি সুদ্ধ করে জাদুমুনি
দিনহিন চণ্ডিদাস কএ ॥

টীকা

পং—১। ভাগবতে আছে যে, যশোদা কুত্রাপি সন্তান প্রাপ্ত না হইয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া করুণ-স্বরে রোদন করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।২১)।

[৭৭]

জতিশ্রী

সুনিল শ্রবণ ভরি গোকুল-নিবাসী।
ধাইঞা গোপের রামা সভে দেখে আসি ॥
বৃদ্ধ ১ বালক জুবা ধায় শত ২।
দেখিতে চলল সভে হএঞা একি জুত ॥
"কি বোল সুনিএ নন্দ, কি বোল সুনিয়ে
এমতি সংকট বলি মোরা * * * *।
ভাল হইল ছায়াল বাচিল দুষ্ট হাথে।
এই ভাগ্য করি মানি কহিল তোমাতে ॥
সিসুকালে পুতনারে বধিল পরাণে।
এ মেন মানুস নয় জানি এত দিনে ॥
তৃনাবর্ত্ত অসুর প্রচণ্ড মুর্ত্তি ধরে।
হেন জন বধিলেক নন্দের কুমারে ॥
চল রাণি ঘরে লএঞা নন্দের কুমার।
ভাল হল্য দুর গেল আপদ ইহার ॥"
কোলে করি নন্দরাণি গৃহ মাঝে জায়।
ছেনা ননি সর আনি ছায়ালে পেআয় ॥

হরসিত নন্দঘোস চলে গোঠ দিয়া
আনন্দে বেহার করে নন্দ-দুলালিয়া ॥
চণ্ডিদাস কহে—"রাণি, কর গৃহ বার।
সুখের সায়রে ভাসে * পাই সাঁতার ॥

পুথির পাঠ :—

বিদ্ধ

অথ নামকরণ

[৭৮]

রাগ জয়শ্রী

মধুপুরে বসু- দেব ভাবল,
কহেন দৈবকি-আগে।
"* কটি বচন আমার মরমে
সদাই ২ জাগে ॥
দুস্ট কংস লাগি সঙ্কট দেখিয়া
ভয় ভয়ানক চিতে।
সে * * *য়ান কংসের লাগিয়া
রাখিল নন্দের ভিতে ॥
বহু দিন ভেল এ নামকরন
জে হএ জজ্ঞের বিধি।
ত * * জানই বেভাব করন
জেন হএ সব সিধি ॥"
কহেন দৈবকি— "সুন বসুদেব
এ কর্ম্ম করাহ গিয়া।
নৃপ * * পনে জাইবে নিপুনে
জেনক নাজানে ইহা॥

কুলপুরহিত গর্গ মুনি ডাক
আনহ গোপথ স্থানে।
তা * * পাঠাই গোকুল (ন)গরে
কংস জেন নাহি জানে॥"
বসুদেব চলে গর্গমুনি-ঘরে
গোপথে বসিলা তোথা।
* * তে লাগল সব বেবরন
জে আছে হিয়ার বেথা॥
কহে নন্দ জত পুরুব বির্ত্তান্ত
বসিঞা মুনির পাসে।
"* * * ভেল এ নাম-করন
নাহি ভেল পরিতোসে॥"
একথা সুনিঞা গর্গ মুনি তবে
কহিতে লাগিলা নন্দে।
"ইহা * * * ত এ নাম-করণ
রাখিব বসি য়ানন্দে॥
জেন কংস ইহা জানিতে না পারে
জাইব গুপথ হয়্যা।
বেকত * * * কি জানি কি হয়ে
এ নাম রাখিব গিয়া॥"
কহে নন্দঘোস— "কি য়ার বলিব
সকল জানহ তুমি।
নাহএ * * * কংস ত্বরাচার
তারে অতি ভয় মানি॥
নানা সে অসুর পাঠাএ গোকুলে
ছায়াল ধরিবা তরে।
পুতনা * * সি তৃনাবর্ত্ত আসি
প্রবেসি গোকুলপুরে॥
আপনি মরিল ছায়ালের পাস
সে সব সুনিঞা চিতে।
আর কিবা হএ আপদ জতেক
কহিল তোমার ভিতে॥"
কহে তবে গর্গ— "সুন নন্দঘোস,
তাহার আপদ কিসে।
দেব ভগবান জনম লভিল"
কহেন এ চণ্ডিদাসে॥

টীকা

তৃণাবর্ত্ত বধের পরেই ভাগবতে নামকরণের বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পং—১২। সিধি>সিদ্ধি।

১৮। গোপথ :—সং—গুপ্ত—গুপত—গোপথ। তু°—"গুপথ," পরে।

২৫। এখানে দেখা যাইতেছে যে, বসুদেবের সহিত নন্দও গর্গমুনির নিকটে গিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা বর্ণিত হয় নাই। কোন প্রকার লিপিকরপ্রমাদ থাকাও বিচিত্র নহে। ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, বসুদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি নামকরণের জন্য নন্দভবনে গিয়াছিলেন। (ভা, ১০৷৮৷১; বিষ্ণুপু°, ৫৷৬৷৮)।

[৭৯]

ভাটিয়ালি

কহে তবে নন্দ পুনঃ পুনঃ বানি—
"কুলপুরহিত তুমি।
কিবা নিবেদিব তোমার চরনে
কি আর বলিব আমি॥
সকল গোচর আছে তুয়া পাসে
কংসের জতেক রিত।
ভয় পায়্যা চিতে নন্দের গৃহেতে
রাখি লঞা সেই ভিত॥

তাথে নাহি ক্ষেমা পাঠাএ অসুর
নষ্ট করিবার তরে।
নানা সে বিপাক করাএ সংসয়
এই সে গোকুলপুরে ॥”
নন্দেরে কহিল গর্গমুনি জত
সব বিবরন কথা।
নন্দঘোস তবে চলিলা ভবনে
জসদারে কহে তথা ॥
বসুদেব গেলা আপন মন্দিরে
কহেন দৈবকি লগে।
* * * * *
“গিয়াছিলু আমি গর্গমুনি-পাসে
রাখিতে করন-নাম।
গোকুলে গমন করিলা এখন
কহি সব পরিনাম ॥”
বিধির বিধান করি আয়োজন
জজ্ঞের সামগ্রি [১] জত।
ঘৃত কাষ্ট আদি যেবা আছে বিধি
করি * * বিধি মত ॥
নারিকল রম্ভা তাম্বুল মিষ্টান্ন
করিলা বসন ভাঁতি।
রজত কাঞ্চন জতেক ভূসন
করি * * কল রিতি ॥
তৈল হলদিক বিবিধ মোদক
মধুপর্ক [২] আদি করি।
কুসাসন কুস আনিল হরিস
না * * * ভার ভালি ॥
এ সব আনিঞা রাখি নন্দঘোষ
পরিতোস বড় মনে।
“এ নামকরন রাখিব জতন”—
* * * স ইহা ভনে ॥

পুথির পাঠ :—
১ সামগ্র ২ ০

[৮০]

কাফি

সুভ দিন করি পাঞ্জি-পুথি ধরি
আইল এ গর্গমুনি।
দেখি নন্দ * * হইল সন্তোস
বাহির হইলা রাণি ॥
মুনিরে দেখিয়া করিলা প্রণাম
ভূমেতে অষ্টাঙ্গ হয়া।
মধু * * * * কহে পুনঃ পুনঃ
দিলা কুসাসন লঞা ॥
বসি গর্গমুনি- — “সুন নন্দরাণি,
দেখিয়ে নন্দন তোর।
* * * * * কি দেখিএ কেমত
চিত সুখি হউ মোর ॥”
গৃহের ভিতর ঘুমাই বালক
জসদা লইঞা কোলে।
গর্গ * * * স সিসুরে আনিল
দেখি য়ানন্দ হেলে ॥
এক দৃষ্ট পানে বালক নেহালি
কহেন এ মুনিবর।
“কহ * * * য় তোমার তপস্যা
দেখি এই কলেবর ॥
কোথা আরাধিলে কন তপফলে
এ নিধি পায়াছ তুমি।
* * * * হমা কি তোরে কহিব
বলিতে না পারি আমি ॥

এ কিএ মানুস না হয়ে স্বরির
দেবের দেবতা এ।
* * র ঘরেতে জনম লভিল
ধরিঞা মানুস-দে ॥
দেব চক্রপাণি দেবের দেবতা
এ মেন মানুস নএ।
এমন আকৃতি দেখি জার রিতি
আমার হৃদয়ে [১] হএ ॥"
চণ্ডিদাস কহে— "লিলা প্রচারিতে
আইল নন্দের ঘরে।
বেদে দিতে সিমা জাহার মহিমা
কহিয়া কহিতে নারে [২] ॥"

পুথির পাঠ:—

[১]। হৃদয়ে লাগে

টীকা

পং—১৭। নেহালি:—সং—নিভালয়িত্বা হইতে নিহারি বা নিহালি—নেহালি। দেখিয়া।

২৮। দে=দেহ।

৩৩। লীলা প্রচারিতে:—এই লীলাসম্বন্ধে চরিতামৃতে আছে—

এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার।

আদির চতুর্থে।

কথিত হয় যে, কৃষ্ণ প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিতে এবং রাগমার্গীয় ভক্তি জগতে প্রচার করিতে নন্দঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

[৮১]

ধানসী

কহিতে লাগিলা গর্গমুনি তবে—
"সুনহ জসদা রাণি।
তোর ভাগ্যসম নাহি দেখি কন,
পাঞা(ছ) পরেস মুনি ॥
পরেস মুনির মুল সমতুল
ইঁহার গতিক আছে।
অমুল্য এজন জার ত্রিভুবন [১]
অঙ্কের নিমিখে আছে ॥
এমন অমুল্য [২] রতন পায়্যাছ
ইহাকে অধিক কি।
পরম জতনে লালন পালন
করিহ গোয়ালা-ঝি ॥"
এক দৃষ্ট পানে চাহে গর্গমুনি
চরণ হইতে অঙ্গ।
দেখিয়া লক্ষণ করে নিরক্ষণ
লাগিল পরম রঙ্গ ॥
উর্দ্ধরেখা আর জব চক্র সার
মৎস রথ জাম্বুফল।
পতকা [৩] সমুহ আর সররোহ
গদা সোভে জার কর ॥
সঙ্খ * * [৪] পরে নানা সে লক্ষণ
কুসের অগির [৫] দেখি।
কেবোল ইস্বর জানি বিস্বম্ভর
পাইল এ সব সাখি ॥
হৃদয়ে [৬] হৃদয়ে কেবোল সদায়
স্মরণ করেন মুনি।
জানিল তখন দেব নারায়ণ
মনের মানসে জানি ॥

কহেন—"ও নন্দ তোমার আনন্দ
হেনক ছায়াল তোর।
এ মহিমণ্ডলে এ চোদ্দ ব্রহ্মাণ্ডে
জার দিতে নাহি ওর ॥
জার হেন পুত্র জানি লএ সুত্র
ইহারে লজ্জিব কেহ।
* * যে অসুরে রাজা কংসাসুরে
ধরিএগ্রা অসুর-দেহ ॥"
চণ্ডিদাস কহে— "এমত ছায়াল
জাহার গৃহেতে স্থি(তি)।
* * কি আপদ এই সে কথন
সুনহ জুবতি সতি ॥"

পুথির পাঠ:-

ভূভু ২। অমুল ? । তপকা
(?) ৫। (?) ৮। ঋদয়

টীকা

পং—৩-৪। তোমার ভাগ্যের ন্যায় অন্য কাহারও ভাগ্য নহে, যেহেতু তুমি স্পর্শমণিতুল্য শ্যামচাঁদকে প্রাপ্ত হইয়াছ।

স্পর্শমণির উপমা দিয়া চৈতন্যদেবসম্বন্ধে বলা

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা ॥

(তরু, পদ ৬৭২)।

৫-৬। এই বালক স্পর্শমণির তুল্য মূল্যবান্।

বাঙ্গালায় গতিক শব্দ "অবস্থা" অর্থও প্রকাশ করে, যেমন দিনের গতিক ভাল নয় (শব্দকোষ)।

৭-৮। ত্রিভুবন যাঁহার চক্ষের নিমেষে অবস্থিতি করে, কারণ তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা।

১৭-২০। এই বালকের হস্তে উৰ্দ্ধরেখা, যব, চক্র, মৎস্য, রথ, জম্বু (জাম) ফল, পতাকা, পদ্ম ও গদা প্রভৃতি মহাপুরুষের চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২১-২৪। শঙ্খ, তারকা, অঙ্কুশ, বজ্র প্রভৃতি নানা প্রকার চিহ্ন দেখিতেছি; ইহাতে এই বালক যে একমাত্র ঈশ্বর তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কুসের = অঙ্কুশের ?

অগির = অগ্নি; বজ্রকে দিব্যাগ্নি বলে বলিয়া বোধ হয় এখানে বজ্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সামুদ্রিক শাস্ত্রে লিখিত আছে—"বামপদে অৰ্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠী মৎস্য ও শঙ্খ এই আটটি চিহ্ন, এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ বজ্র, জম্ব, উৰ্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার চিহ্ন, সমুদায়ে ঊনবিংশতি চিহ্ন যাঁহার পদতলে দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করেন" (বিশ্বকোষ, সামুদ্রিক শব্দ দ্রষ্টব্য)।

অন্যত্র রেখার বর্ণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"রেখাসকল রক্তবর্ণ হইলে লোক আমোদপ্রিয় এবং সদালাপী, পীতবর্ণ হইলে ক্রুদ্ধস্বভাব, এবং পাণ্ডুবর্ণ হইলে দাতা ও উৎসাহী হয়" ইত্যাদি (ঐ)।

৩২। পার—আর—ওর; সীমা অর্থে।

[৮২]

কানড়া

মনের মানসে কহেন হরসে
চা * * * * ক পানে।
স্তুতিপাঠ পড়ে নিশ্বাস জে এড়ে
প্রণাম করেন ঘনে ॥

"তুমি নারায়ণ পরম কারণ
দেবের * * * *মি।
পরম কারণ দেবের জিবন
কি বলিতে জানি আমি॥
নানা অবতার হঞা বারেবার
করিলে অ * * * *।
ইঁবে অবতার হঞা বিস্বম্ভর
হলে দেব জগন্নাথ॥
তুমি সর্ব্ব পর তুমি পরাৎপর
* * আর লো * * *।
* রু জুগে কত জুগ-অবতার
ধরলে পরম সুখে॥
তুমি দিবাকর এ চন্দ আকাস
নদ নদি আদি সি *।
* কহিতে পারে তোমার গতিকে
অপার তাহার লিলা॥
মুঞি কি জানিব তুমার সকতি
তুমার ম * * ন্ত
দেব-অগোচর নাহিক গোচর
কে লিলা জানিব এত॥"
এই স্তুতি করে গর্গ মুনিবরে
সুনি * * * * কথা।
জানিল কারণ দেব ভগবান
চণ্ডিদাস কহে ওথা॥

টীকা

পং—১৩। তু°—"যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, যিনি সর্ব্ব, যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার" (বিষ্ণুপু. ১।১৯।৮৪)।

এবং—"তুমি পর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), তুমি পরেরও আদি" ইত্যাদি (ঐ, ৫।৭।৫৯)।

[৮৩]

রাগ গড়া

ভাল ২ বলি তবে গ * * * * বর।
গোকুলে নন্দের ঘরে দেব গদাধর॥
মনেতে জানিল মুনি দেব নারায়ণ।
বসিলা রাখিতে * * * কিছু করণ॥
করিলা জজ্ঞের কুণ্ড কাষ্ট ফেলি তথি।
বেদ অধ্যায়ন পাঠ পড়েন সুকৃতি॥
ঘৃতের আহুতি দিলা নানা মন্ত্র পড়ি।
নানা উপচার দব্য দিলা সারি ২॥
রজত কাঞ্চন আর নানা সুত্র ডোর।
বিধি মত জজ্ঞ পুর্ন্ন হইল গোচর॥
জজ্ঞ পুর্ন্ন করি তাথে তাম্বুল রম্ভা ফেলি
দেব-স্তুতি-পাঠ পড়েন কতুহলি॥
জজ্ঞ-সেস-ফটা মুনি দিলা সে ছায়ালে।
নন্দ জসদার পুন আনি দিলা ভালে॥
রোহিনির কাছে মুনি চলিলা হরিসে।
জজ্ঞ-সেস-ফটা দোহে দিলা মনতোসে॥
সিসুর অগ্রজ কাছে গেলা মুনিবর।
জজ্ঞ-সেস-ফটা দিলা ভালের উপর॥
চণ্ডিদাস কহে দান দিল বিপ্রজনে।
গৌ-বস্ত্র দিল কত রজত-কাঞ্চনে॥

[৮৪]

রাগ কাফি

পুর্ব্ব কথা কহি সুন অপুর্ব্ব কথন।
দৈবকি-উদরে জন্ম হৈল সঙ্করসন॥
দেবের বাক্যতা আছে সেকথা বিস্তার
বসুদেবের ছয় পুত্র বধে বারে বারে॥

সপ্তম গর্ভে জন্ম হইলা সঙ্করসন।
গর্ভে হইতে আনিবারে করিলা গমন ॥
দেবতার আজ্ঞা হইল—"সুনহ ভবানি।
দৈবকির সপ্তম গর্ভ জানিল এ * * ॥
ছয় পুত্র নষ্ট করিলা জেই কংসাসুর।
এই পুত্র হইবেক, বধিব অসুর ॥
তুরিত গমনে জাহ দৈ * * * * * ;
সেই পুত্র জন্ম হব রুহিনি ওদরে ॥
দৈবকিরে কহ গিয়া সব বেবরন।
রোহিনির গর্ভে জে সঙ্করসন ॥
আইলা ভবানি তবে দৈবকির ঘরে।
কহিতে লাগিলা সব দেবের বাক্য সরে ॥
"তো * * সপ্তম গর্ভে জন্মিলা জেই পুত্র
রোহিনির গর্ভে জন্ম হব * সুত্র ॥"
সেই পুত্র ভবানি লইঞা গেলা * ।
রোহিনির গর্ভে থাপি চলিলা সর্ব্বথা ॥
রোহিনির গর্ভে জন্ম হইল সঙ্করসন।
চলিলা দেবের * হরস বদন ॥
কহিল সকল তত্ত অভয়া পার্ব্বতি।
দৈবকির গর্ভে পুত্র জনমিল তথি ॥
তাথে স * আগেতে হইল।
নন্দের ঘরেতে পুত্র রোহিনির হল্য ॥
পশ্চাতে অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ আসি জন্মে।
* * সা কহি এই মর্মে ॥
জসদা-নন্দন আর রোহিনি-নন্দন।
গর্গমুনি করি দুহে এ নামকরণ ॥
* নহ বড় অপরূপ কথন।
মন দিঞা মহারাজা করহ শ্রবন ॥

টীকা

পং—১। এই আখ্যায়িকা ভাগবত (১০।১।১৭-১৮; ১০।২।৫ ইত্যাদি), বিষ্ণুপুরাণ (৫।১।৭২-৭৫) প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

[৮৫]

রাগ শ্রী

আগেতে রাখিল * * ম
নামসুত্র ধরে বান্ধি
নাম রাখে মুনি হরস হইঞা
করিঞা বহুত বিধি ॥
বলরাম নাম অ * ম
রাখিল আপন চিতে।
সিরপানি পুন উঠিল রাস্তেতে
কালিন্দিভেদন রিতে ॥
আর রাম *, * লা * দ্ধ, বলি,
উঠিল একটি নাম।
নিলাম্বর আর রৌহিনে *, হ *
তালাঙ্ক মুসলি রাম ॥
পুন বলরা(ম) * * সে অনন্ত
অনন্ত সকতি জার।
অনন্ত ভাবিঞা এ নাম রাখিল
কত না কহিব তার ॥
আগেতে কহিল বলরাম নাম
সহস্র অনন্ত নাম।
কে কহিব ইহা গনন বিস্তার
কে কহয়ে পরিণাম ॥
চণ্ডিদাস কহে— "আগে বলরাম
নাম সে রাখিল মুনি।
তবে কৃষ্ণনাম রাখি অনুপাম
সাবধানে সুন তুমি ॥"

টীকা

পং—২। তু°—"নামসুত্রাবলি বান্ধিল গলাতে" পরবর্ত্তী পদ)।

৭-১৮। এখানে সীরপাণি, কালিন্দীভেদন, কামপাল, হলায়ুধ, বলী, নীলাম্বর, রৌহিণেয়, হলী, তালাঙ্ক, মুষলী, রাম, বলরাম, অনন্ত, প্রভৃতি বলভদ্রের বিভিন্ন নামের উল্লেখ কবি করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—"বেদে ইহার অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত, বলোদ্রেক হেতু বলদেব, হল ধারণ জন্য হলী, ইহার মুষল অস্ত্র আছে বলিয়া মুষলী, রোহিণীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া রৌহিণেয় নাম হইয়াছিল (ঐ, কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়)।

অন্যত্র—"রোহিণীর এই পুত্রটি নিজগুণে সুহৃজ্জনের মনোরঞ্জন করিবেন, এই কারণে ইনি রাম বলিয়া খ্যাত হইবেন, এবং বলাধিক্য হেতু ইহাকে লোকে বলও বলিবে" ভা, ১০।৮।৭)।

তালাঙ্ক :—তাল (তালচিহ্নিত) অঙ্ক (ধ্বজ) যাহার, এই অর্থে বলরাম।

সীরপাণি :—সীর (লাঙ্গল) আছে পাণিতে যাহার; এই অর্থেই হলায়ুধ এবং হলী।

কালিন্দী-ভেদন :—কলিন্দ নামক পর্ব্বত হইতে জাত বলিয়া যমুনার এক নাম কালিন্দী। কথিত আছে যে, বলরামের আহ্বানে উপস্থিত না হওয়াতে, বলরাম হল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া কালিন্দী নদীকে বৃন্দাবনে লইয়া আসিয়াছিলেন (হরিবংশ, ১০২ অঃ)।

[৮৬]

রাগ মঙ্গল

নামসুত্রাবাল বান্ধিল গলাতে
বিচার করিলা রাস্তে।
জে নামে জে উঠে রাখিল সত্তরে
জে নামে জে বর্ন আসে॥
প্রথমে উঠিল দেব দামুদর
দ্বিতিয়ে এ ঋসিকেস।
ত্রিতিয় হইল কেসব বলিয়া
এ নাম রাখিল সেস॥
মাধব বলিয়া চতুর্থে উঠল
দৈত্যারি বলিয়া নাম।
পঞ্চমে উঠিল পুণ্ডরিকাক্ষ
নাম সুন অনুপাম॥
সপ্টমে হইল গোবিন্দ বলিয়া
সপ্তমে গড়ুরধ্বজ।
অষ্টমে হইল পিতাম্বর নাম
পরিতোস ভেল স * *॥
* স্বাঙ্কি ১ বলি আর নাম হয়ে
বড় অপরূপ বানি।
দসমে উঠল বিস্বেকসেন
............সে বানি॥
একাদসে হএ জনা.........ন
সুনহ শ্রবণ ভরি।
দ্বাদসে উঠল উপেন্দ্র বলিয়া
অতি নাম মনহারি॥
ইন্দ্ররাজ নাম অতি গুন * *
* * নে জাহার নাম।
কোটি ২ পাপ নামেতে সুদ্ধতি
গেলা সে বৈকণ্ঠধাম॥
চক্রপানি নাম এ * * * *
চতুর্ভুজ এক হএ।
পদ্মনাভ বলি আর নাম উঠে
মধুরিপু নাম রএ॥
বাসুদেব বলিয়া এক না(ম) * *
* তে এ মুকতি হএ।
নামের মহিমা কে করু গননা
দিন চণ্ডিদাস কএ॥

১ (?)

টীকা

কৃষ্ণের বিবিধ নামের ব্যুৎপত্তি:—যশোদা রজ্জুদ্বারা উদরে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া দামোদর (বিষ্ণুপু, ৫।৬।৮), স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়া অচ্যুত; ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই তাঁহার অন্ত পায় না বলিয়া অনন্ত; শত কোটি কল্পেও তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া অব্যয়; নারেতে (জলে) অয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ; প্রতিযুগে পৃথিবী প্রনষ্ট হইলে তিনিই তাহাকে লাভ করেন বলিয়া গোবিন্দ; হৃষীকের (ইন্দ্রিয়গণের) ঈশ বলিয়া হৃষীকেশ, যাবতীয় ভূতবৃন্দ তাঁহাতে বাস করে বলিয়া বাসুদেব, (মৎস্য-পু, ২২২ অঃ)।

প্রলয়জলধিজলে শবাকারে শায়িত থাকেন বলিয়া কেশব; মা'র (লক্ষ্মীর) ধব (পতি) বলিয়া, অথবা যদুবংশীয় মধু নামক নৃপতির অপত্যার্থে মাধব: প্রতি অবতারে দৈত্য ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া দৈত্যারি, পুণ্ডরীকের (শ্বেতপদ্মের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ, বামন অবতারে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের অনুজ হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া উপেন্দ্র, পীতবাস পরিধান করেন বলিয়া পীতাম্বর, ধ্বজে গরুড় শোভা পায় বলিয়া গরুড়ধ্বজ প্রভৃতি বহুনামে কৃষ্ণকে অভিহিত করা হয়। (বিশ্বকোষ, ১৯।১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিষ্বক্‌সেন:—চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, রক্ত-পিঙ্গলবর্ণ, দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিত আনন, মস্তকে জটা বিরাজিত এইরূপ বিষ্ণুমূর্তি (কালিকাপু, ৮২ অঃ)।

---

[৮৭]

গড়ারাগ

দৈবকি * * * আর নাম কএ।
শ্রীপতি বলিয়া নাম হইল সদএ॥
পুরুসত্তম নাম আর বনমালি।
বলি ধ্বং * * * আর নাম ভালি॥
কংসারাতি নাম হইল আনন্দে।
কৃষ্ণ নাম অমৃতশ্রেনি উঠিল সানন্দে॥
কৃষ্ণ * * * * * * তার বেবরন।
পুর্ব্বকালে অবতারে লেখিল পুরান॥
সুক্লপিত রক্তবন্ন তিন অবতারে।
কৃষ্ণ অবতা............ব্যাস বরে॥
এবে এই অবতার সেই কৃষ্ণ তনু।
বালক করিঞা সঙ্গে চরাইব ধেনু॥
ব্রজলিলা রা............বে বিস্তার।
তথির কারনে এই কৃষ্ণ অবতার॥
করিব বালক-খেলা শ্রীবৃন্দাবনে।
আনন্দে বে.........গোপিনির সনে॥
এই মত ব্রজলিলা করিব সদয়।
এই লিলা কৃষ্ণ-লিলা চণ্ডিদাস কয়॥

টীকা

পং—৯-১১। শুক্লপীত ইত্যাদি।—ভাগবতে গর্গ নন্দকে বলিয়াছেন—"তোমার এই পুত্র প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন, ইঁহার শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইঁহার শ্রীকৃষ্ণ নাম হইবে" (ভা, ১০।৮।৯)।

অন্যত্র—"সত্যযুগে ইনি শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, এবং দ্বাপরে পীতবর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা কলিযুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইবেন" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়)

বৈষ্ণবগণ ইহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলিকালে পীতবর্ণ ধারণ করিবেন ভাগবতের উক্ত শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য) চরিতামৃতেও আছে—

শুক্ল-রক্ত-পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানিং দ্বাপরে তিঁহ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।

আদির তৃতীয়ে।

১২-১৮। আমি ব্রজবালকগণের সঙ্গে ধেনু চরাইয়া, এবং গোপরামাদের সহিত বিহার করিয়া ব্রজলীলা বিস্তার করিব, এই জন্যই কৃষ্ণ-অবতার গ্রহণ করিয়াছি। পুরাণের শিক্ষা এই যে, অসুর সংহার করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাহা বহিরঙ্গ হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার হেতুই "মূল-কারণ" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্ব চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহাও দ্রষ্টব্য যে, মাধুর্য্যভাবের উপাসনার চারিটি ক্রমের মধ্যে এই পদে স্পষ্টভাবেই সখ্য ও মধুর ভাবের উল্লেখ রহিয়াছে।

[৮৮]

* * * * কৃষ্ণ নাম রাখি গর্গমুনি।
আনন্দ নন্দের মন, হর্স নন্দরাণি॥
গোপাল রাখিল নাম সেস লগ্ন * *।
আনন্দে নন্দের বালা বিহরে গোকুলে॥
এই মত নাম-লিলা রাখি গর্গমুনি।
অনন্ত ইহার নাম বলিতে না জানি॥
অনন্ত সহস্র মুখে কহে কৃষ্ণনাম।
আজি জে কহিল কালি নোতন প্রমাণ।
পুনরূপি আর নাম করেন নিতি নিতি।
কত নাম হএ তাহা না জানল রিতি॥
এই মত চারি জুগ কহে কৃষ্ণ-নাম।
তথাপি নারিলা তেহোঁ করিতে প্রমাণ॥
এমত ইহার নাম নাহি পরিমাণ।
আমি কি জানিব নন্দ, গুণের আক্ষান॥
কিছু সক্তিমাত্র কৈল এ নাম-করণ।
আনন্দ হইঞা বড় চণ্ডিদাস কন॥

অথ মৃত্তিকা-ভক্ষণ

[৮৯]

রাগ শ্রী

বেনাঞা চাঁচর চুল তাহাতে সুগন্ধ ফুল
সনার ঝাঁপা দুলে চারুপাসে।
ভালে সে তিলকাবলি নব গোরচনা ভালি
মাএর মনেতে ভালবাসে॥

দসন মুকুতা-পাতি কি তার কহিব জুতি
অধর বান্দুলি-সমতুল।
নাসা যেন কির-সম সুকের হইছে ভ্রম
ফল বলি করয়ে আকুল॥

নয়নজুগল-কনে কাজল সাজল মেনে
নাসাএ মুকুতা দুল দুটি।
বাহুতে বলয়া সাজে রবি লুকাইছে লাজে,
করে সোভে সনার বাহুটি॥

চরণে মগ * রাজে রতন ঘুঁঘুর বাজে
আধ আধ বচন রসাল।
সনার পদক তায় স্যামঅঙ্গে সোভা পায়
জমুনাতে * * * * ভাল॥

জাদু চলে হামাগুড়ি জসদা আনন্দ বড়ি
করে দিল চাছির লাড়ুয়া।
খাইতে খাইতে দোলে * * * * * স বোলে
জসদার সুখি হএ হিয়া॥

"খেলাহ আগিনা-মাঝ আমি করি গৃহ-কাজ
তু মোর জাদ * * * * *।
এখানে বসিয়া খেল তবে সে বাসয়ে ভাল
আর দিব ই খির-লবণি॥"

সুনিঞা মাএর বাণি হর * * * বনি
চাঁছির লাড়ুয়া খাই সুখে।
বোলে আধ আধ বাণি দধি মথে নন্দরাণি
চণ্ডিদাস বসি তাহা * * ॥

টীকা

পং—১। বেনাঞা:—সং—(বর্ণাপণ) বিন্যাস হইতে বিনান, বেণীবন্ধন; বেনাঞা=বেণীবন্ধন করিয়া।

চাঁচর:—সং—চঞ্চল হইতে বক্র অর্থে।

২। ঝাঁপা:—সং—ঝম্প হইতে ঝুলিয়া পড়া অর্থে ঝাঁপটা; মাথার চুল হইতে লম্বিত অলঙ্কারবিশেষ।

চারুপাসে:—চতুষ্পার্শ্বে।

৫-৮। দন্তগুলি মুক্তাপঙ্‌ক্তির ন্যায় অদ্ভুত দ্যুতিসমন্বিত, অধর বাঁধুলী পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, তদুপরি টিয়াপাখীর চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা শোভা পাইতেছে, মনে হয় যেন শুক-পাখী অধরকে পক্ক বিম্বফল বলিয়া ভ্রম করিয়া প্রলোভিত হইয়াছে।

পাতি:—সং—পঙ্‌ক্তি; জুতি:—সং—দ্যুতি।

বান্দুলি:—সং—বন্ধুক, বন্ধুলী; রূপে চিত্তকে বাঁধে বলিয়া বন্ধুক। রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

কির:—সং—কীট হইতে, টিয়াপাখী।

ফল—বিম্বফল।

তু°—"তাপর কীর থির করু বাস" (বিদ্যাপতি)।

৯-১০। দুই চক্ষের কোণে কাজল, এবং নাসিকাতে (নাসারন্ধ্রের উপরের আবরণে) দুইটি মুক্তার হুল শোভা পাইতেছে।

কাজল সাজল:—তু°—"কাজরে সাজল মদন-ধনু" (তরু, পদ সং—৮০)।

হুল:—সং—হুড হইতে হুড় হইয়া হুল; গদাকৃতি রত্নের শলাকা (তু°—হুড়কা, কীলকবিশেষ)। শলাকার উপরিভাগে মুক্তা বসান ছিল।

১১। (স্বর্ণ) বলয় ঝিকমিক করিতেছে, মনে হয় যেন (অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে) লজ্জিত হইয়া সূর্য্য লুকোচুরি খেলিতেছে।

১২। বাহুটি:—বাহুভূষণবিশেষ। চলতি কথায় "বাউ"। মণিবন্ধে পরিহিত হয়।

১৭। হামাগুড়ি:—সং—হম্বা হইতে হামা (তু°—হামা অর্থে গাই)। গাই তুল্য গোড় (পদ) করিয়া, অর্থাৎ চতুষ্পদ তুল্য হস্তপদে চলন (শব্দকোষ)।

১৮। চাছির:—দুধ জ্বাল দিয়া কটাহ হইতে যাহা চাঁচিয়া লওয়া হয়।

লাড়ুয়া:—সং—লড্ডুকা হইতে।

[৯০]

বেলয়ার

খেলাএ জাদব লবনি মাগএ
মাএর পানেতে চায়া।
"দেহ দেহ"—বলে অতি কুতু(হলে)
* * * * দেন রায়্যা॥
"আর দেস নুনি, জসদা জননি,
কি কর মথন বেরি।
দেহ নুনি সর ভরি দুটি কর
খাইয়ে * * * * *॥"
* থন করিয়া দণ্ড পাএ ঠেলি ভাঙ্গে ভাণ্ড
দুগ্ধ গড়ি জায় চারুপাসে।
"একি একি" বলি রানি "কি কাজ করি * * *"
* * * * বলি রানি হাসে॥
পুন নিল জাদু কোলে বদন চুম্বন করে
কর ভরি দিল সর নুনি।
"জাকু দুগ্ধ ভা * * * * * ই লইঞা মরি
এখানে খেলহ জাদুমুনি॥"
পুন সে খেলাএ জাদু মদন-মোহন বিধু
রানি করে মথন * * *।
. ক সময় কালে হরি হাসি কুতুহলে
মায়ের সমুখে চলে ভাল॥

গিয়া নন্দরানি কাছে গোপাল হর * * *
আগে চলি হামাগুড়ি দিয়া।
করেতে মৃত্তিকা ধরি হরসে ভক্ষন করি
জাদব মাএর পানে চায়্যা॥
* * * দেখিতে পাএ গোপাল মৃত্তিকা খাএ
"একি একি" বলে নন্দরানি।
মুছাইল মুখ-সসি জাদুর নিকটে বসি
চণ্ডিদাস ইহ কথা জানি॥

টীকা

পং-৫। দেস:—দেহ।

মুনি:—সং—নবনী হইতে; দুগ্ধের বা দধির স্নেহ-পদার্থ। ভাগবতে আছে—"হস্তে মন্থন-দণ্ডধারণ করিয়া কৃষ্ণ যশোদাকে মন্থন করিতে বারণ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৯।২)।

৯। এখানে হঠাৎ দীর্ঘ ত্রিপদী আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় দুইটি পদ পরবর্ত্তী কালে মিশিয়া গিয়াছে। ভাগবতে আছে—"স্তন্যপানরত কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যশোদা চুল্লীর উপরে আরোপিত দুগ্ধ সংরক্ষণে গিয়াছিলেন, ইহাতে কৃষ্ণ ক্রোধে কম্পমান হইয়া লোড়া দ্বারা দধিমন্থের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন" (ভা, ১০।৯।৩-৪)।

১৫। জাকু:—সংস্কৃতে লোটের প্রথমপুরুষের এক-বচনে ব্যবহৃত—তু হইতে—উ আসিয়াছে। যা ধাতুর সহিত স্বার্থে ক যোগ করিয়া, তৎসহ উ যোগে জাকু (চা, ৯০৭ পৃঃ)। অর্থ—যাক্ বা যাউক।

১৬। খেলহ:—সংস্কৃতে লটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে ব্যবহৃত—থ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুজ্ঞার (লোটের) মধ্যম পুরুষের—হ উৎপন্ন হইয়াছে (চা, ৯০৫-৬ পৃঃ)। খেল+উক্তরূপ—হ=খেলহ; খেলা কর।

২৩। মৃত্তিকা-ভক্ষণের বিষয়ে ভাগবতের ১০।৮।৩৩-৩৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

[৯১]

কানড়া

জাদুরে পুছেন রানি— "কহত বাছুনি ধনি,
মৃত্তিকা খাইলে কি লাগিয়া।
কে হেন দিলেক বুদ্ধি তু মোর গুনের নিধি
কেনে খায় মৃত্তিকা লইয়া॥
কি নাই আমার ঘরে তাহাই দিথাঙ তোরে
দধি দুগ্ধ জাহার বাথার।
ছেনা মুনি আছে কত ভাণ্ডে ভাণ্ডে নিজজিত
ঘৃত কত আছে ভারে ভার॥
চিনি ফেনি চাঁপা কলা মণ্ডা মিশ্রি আছে ভরা
বিবিদ মিঠাই কত সত।
সুনি পুরি এ সাকর আছে ঝুনা নারিকল
আর উপহার আছে কত॥
এসব নাহিক চায় ধরিয়া মৃত্তিকা খায়
বল বাপু কিসের কারনে।
বুঝিতে না পারি এহ জননির আগে কহ
সুনি জেন জুড়াকু পরানে॥"
মাএর বচন সুনি কহিছেন জদুমনি—
"সুন মাতা আমার উত্তর।
মিছা মিছা কেনে বল * * ন মৃত্তিকা খাল্য
কবে তুমি দেখিলে গোচর॥"
তবে কহে নন্দরানি— "এখনি দেখিল আমি
খালে মাটি দেখিল (নয়নে)।
নন্দের ছায়াল হয়া ভুলাহ জননি পায়্যা
এই মাত্র দুগ্ধ খায় ঘনে॥"
মাএর বচনে জাদু দেখাইছে * * * *
"*খে দেখি মৃত্তিকার চিহ্ন।
কনখানে খাল্য মাটি দেখহ জননি উঠি"
চণ্ডিদাস কহে তাহে ভি *॥

টীকা

পং—১। ভাগবতে আছে যে, যশোদা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুই একান্তে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলি কেন?" (ভা, ১০।৮।২৫)।

৩। সং—ত্বম্ হইতে তু; অর্থ তুমি।

৬। বাথার:—সং—পাথোধর হইতে পাথার হইয়া (তু°—সিংহলী—বাতুরা) সমুদ্র অর্থে।

৭। নিজজিত:—নিয়োজিত।

১৭-২০। ভাগবতেও আছে যে, কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মা, আমি মৃত্তিকা খাই নাই, ইহা মিথ্যা অভিযোগ" (ভা, ১০।৮।২৬)।

[৯২]

গড়া

"মেল দেখি জাদু ও মুখমণ্ডল
দেখিএ বদন চাঞা।
তবে সে জানিএ পরতিত বানি
হরসে * * * * * ॥
বসাইঞা কোলে বদন নেহালে
না দেখি কনহুঁ চিহ্ন।
তটস্থ হইল নন্দরানি তবে
কহেন বচন * * ॥
" * * * দেখিল মৃত্তিকা খাইল
দেখিয়া না দেখি কেনে।"
রোহিনিরে ডাকি— "দেখ তুমি দেখি
সন্দেহ * * * * * ॥
দেখিল রোহিনি বদন চাহিয়া
নাহিক দেখিতে পাএ।
জসদার আগে কহিতে লাগল
"মিছা কথা * * * * ॥"
তবে কহে রানি, "সুন গো, রোহিনি,
মিছা নহে মোর বানি।
করে তুলি মাটি খাইল যাদব
দেখিল নয়(ন) * * ॥
দেখি জাদুধন মেলহ বদন
তবে সে জানিএ ভাল।"
মায়ের বচনে নন্দসুত তবে
বদন মেলিয়া দিল ॥ *
* * * * বদন ভিতরে
দেখিয়া বিস্মিত ভেল।
জগত সংসারে উদর ভিতরে
সকলি দেখিতে পাল্য ॥
দেখি * * * * * * চরাচর
খেচর-মুরতি কায়া।
দেখিল এ ঘর আপনাকে দেখি
নন্দগোপ আদি ছায়া ॥
দেখিল * * * * * ব রমনি
রোহিনি দেবির রূপ।
ব্রজ-সিসুগণ দেখিয়া নয়ন
কংস আদি জত ভূপ ॥
একটি * * * * * * জতেক
দেখিয়া লাগল ভয়ে।
ভাবিতে লাগিলা জসদা জননি
দিন চণ্ডিদাস কএ ॥

া

পং—১। ভাগবতে যশোদার বাক্য—"তবে মুখ প্রসারণ কর দেখি।" (ভা, ১০।৮।২৭)।

২৭-৩০। ভাগবতে আছে—"যশোদা তাঁহার মুখমধ্যে নিখিল বিশ্ব দেখিতে পাইলেন" (ভা, ১০।৮।২৮-২৯)।

[৯৩]

নড়া

জগত-সংসার এ মহিমণ্ডল
আপনাকে দেখে রানি।
বিস্মিত হইল দেখিয়া ওদর
কহিতে না পারে বানি॥
একি পরমাদ দেখিয়া আপদ
কহিতে না পারে কারে।
কি দেখিল বলি ভাবনা হইল
আপন মনের পরে॥
"আপন গেয়ানে এমন না দেখি
কিবা দেখিল ভ্রম।
কাহারে কহিব এ সব কারণ
কে জানে ইহার মর্ম্ম॥
গর্গ জে কহিল তাহ সে দেখিল
নিশ্চএ হইল তাই।
এ মেন দেবের দেবতা বটেন
ইহাতে অন্যথা নাঞি॥
মুনির কথন নাহএ খণ্ডন
সেই সে হইল সত্য।
দেব ভগবান ইথে নাহি আন
এবে সে জানিল নিত্য॥
দেব ঋসিকেস বল্যাছে মহেস
সে কথা পড়িল মনে।
ইহার সাক্ষাতে দেখিল গোচরে
আপন মনের সনে॥"
বিস্মিত হইল জসদা জননি
এ মেনে দেবতা-সক্তি।
ইহাই বলিয়া আপন নন্দনে
বড়ই হই ❊ ❊ ❊॥

"জগত-সংসারে এমত না দেখি
আপন গিয়ান-কালে।
না স্তনি শ্রবণে না দেখি নয়নে
দেখিল এ ❊ ❊ ❊ ❊॥
ওদর ভিতর এ ভব সংসার
দেখিল নয়ন-কনে।"
চণ্ডিদাস কয়- পুর্ন্ন সনাতন
জানিহ আপ(ন) ❊ ❊॥

টীকা

যশোদার এইরূপ ভাবনার বর্ণনা ভাগবতের ১০।৮।৩০-৩২ শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

স্তই বেলোয়ার

দেখিয়া বিস্মিত হয়ে জসদার চিত।
দেবের দেবতা বলি জানিল বিদিত॥
❊ ❊ ❊ ❊ দর পরে এ মহিমণ্ডল।
সে জন মানুস বলি কার এত বল॥
পুরূবে স্তনিলুঁ মোরা বেদ অধ্যায়নে।
❊ ❊ সনাতন বলি লেখিল পুরানে॥
দেব ভগবান-সক্তি বৈকণ্ঠেতে বৈসে।
দেব সনাতন তার বলে শ্য ❊ ❊ ❊॥
তার সক্তি অকৈতব কহনে না জাএ।
এ ভবসংসার জার দেখিল হিয়াএ।
এ জন মানুস বলি ❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊।
দেবতা শ্রীহরি ইহ জানিলাঙ ভাবে॥
আপনা আপনি রানি ভাবিতে লাগিলা।
কাহারে ❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊ লিলা

বালকের এত সক্তি কহনে না জাএ।
এত সক্তি বালকের দেখিল হিয়ায়ে।
ব্রহ্মা * * * * * * * চোদ্দ ভুবন।
ইঁহার সকতি জেন দেব নারায়ন ॥
মোর গৃহে অবস্থিতি হেনক ছায়াল।
চণ্ডিদাস কয় * * সকতি বিসাল ॥

[৯৫]

কামোদ

এ বোল বলিয়া বিস্মিত হইয়া
ডাকেন রোহিনি দেবি।
" * * * * * * * * লের গুন
মরিএ মরমে ভাবি ॥
আমার সাক্ষাতে মৃত্তিকা খাইল
দেখিল নয়ন-কনে।
* * * * * * মুখ মেল দেখি
দেখাইল মুখখানে ॥
মেলিয়া শ্রীমুখ কিবা দেখাইল
দেখিয়া বিস্মিত হ(লুঁ)।
কহিতে বিসম পরতিত নহে
মু মেন কি ফল পালুঁ ॥
সুন গো, রোহিনি, কহি এক বানি
কি জানি দেখিল খেদ।
দুধের ছায়াল কি বাদে খাইল
বুঝিতে নারিল ভেদ ॥
জবে মুখ বিধু— বদন মেলিলা
চাহিতে মুখের পানে।
ওদর ভিতর এ মহি-মণ্ডল
দেখিল নয়ন-কনে ॥
একি অদভূত সুন গো, রোহিনি,
এ কথা অন্যথা নএ।
একটি ভূবন দেখিল সদন
মোরে সে লাগিল ভএ ॥
তাহা(র) উঁপরে এ চোদ্দ্য ব্রহ্মাণ্ড
জেনক দেখিল আমি।
সুনিতে তরাস হইল হুতাস
সুনহ, রোহিনি, তুমি ॥
সাবধান হয়া সুনগো, রোহিনি,
একি পরমাদ দেখি।
হএ নএ ইহা তুমি দেখ 'সিয়া
তবে সে জানিবে সাখি ॥"
চণ্ডিদাস বলে— "সেই সে ছায়ালে
কে বলে মানুস-কায়া।
দেব ভগবান দেবের দেবতা
জনম লভিল 'সিয়া ॥"

টীকা

পং—১২। মু :—সং—মম হইতে মো—মু; অর্থ আমি। পালুঁ :—সং—অহম্-জাত হউঁ—উঁ যোগে, আমি পাইলাম অর্থে।
১৫। বাদে :—দুঃখে।
৩১। দেখ 'সিয়া—দেখ আসিয়া।

[৯৬]

বাড়ারি

কহেন ভগিনি তবে-"সুন নন্দরানি।
গোলক-ইস্বর বলি জানিল তখনি ॥
পুতনা রাক্ষসি মারে তোমার তনএ।
সকট দারুন দেখ ভাঙ্গিলেক পাএ ॥

তৃনাবর্ত্ত অসুরেত মারে জেই জন।
ইহাতে লভিল বোধ না জান কারন॥
তুমি ত অবোধ রানি জানিল কারন।
কেবোল ইস্বর হএ নন্দের নন্দন॥
এ সব জাহার সক্তি তাহার কি কথা।
* * * * * * সক্তি তুমি তার মাতা॥
একথা কাহার আগে আর না কহিয়।
মানুস-গিয়ান বলি তারে * * * * ॥"
(রো)হিনির কথা সুনি লাগল তরাস।
মানুস-গিয়ান ছাড়ি দেবের প্রকাস॥
বালক লইএগ্রা কোলে * * * * * *।
আনন্দে পেয়াঅ সর ই খির লবনি॥
"তুমি দেব চক্রপানি ইবে সে জানিল।
পুত্র ভাবে * * * * * * * * করিল॥
অপরাধ ক্ষেম মোর দেব সনাতন।"
ঋদএ নিবিড় ভক্তি করিলা তখন॥
ক * * * * * * * * স্নুন, নন্দরানি।
কেবোল পরম পদ এই জাদুমুনি॥

[৯৭]

"... ... ... কিমত
পরম ইশ্বর বলি।
দেব ঋসিকেস তুমি নারায়ন
তুমি দেব বনমালি॥
... ...
অচ্চুত অনন্ত কায়া।
তুমি মোক্ষ মার্গ তুমি হয় সর্গ
দেবের মুরতি-ছায়া॥
...
বেদ অধ্যায়ন জোতি।
তুমি দিবাকর এ চন্দ্র-মণ্ডল
তুমি সে দেবের গতি॥
.. ..
এ চোদ্দ ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা।

তুমি সেই জল স্থল সে নির্ম্মল
তুমি সে পরম বন্ধু।

তুমি সে করুনা-সিন্ধু
তুমি হিতকারি অনাথ-বান্ধব
তুমি সে কারন-কর্ত্তা।
... ... স
তুমি সে দেবের ধাতা॥
তুমি মহাবিষ্ণু তেজ সে বিজয়
স্থল জল আদি জত।

তাহা না কহিব কত॥"
এই সব স্তুতি করে জসমতি
ভক্তির বিধান করি।
... ...
জননিরে কিছু বলি॥
জানিয়া কারন নন্দের নন্দন
মাএর ভকতি সুনি।
ইস্বর ... ...
... দা নন্দের রানি॥
তবে বাল্য-লিলা না হএ পুষ্টিত
জানিল জাদব রায়।
মায়া ... ...
দিন চণ্ডিদাস গায়॥

ভাগবতেও আছে কৃষ্ণের মায়ায় যশোদার কৃষ্ণে ঈশ্বর-জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, তখন তিনি কৃষ্ণকে নিজের পুত্র ভাবিয়া স্নেহ করিতে লাগিলেন (ভা, ১০।৮।৩৩-৩৪)।

[৯৮]

গুজ্জরি

দিল মায়া-ডোর তবে জগত-ইস্বর
... ... দেখিল গোচর
ব্রহ্ম-জ্ঞান ছিল তবে হইল পুত্র তার
'বাছা বাছা' বলি রানি হইল স্বভাব
... ... সুন্দরি
গৃহে নিজ কার্য্য রানি করেন গোহারি
আপনার পুত্র বলি জানিল ... ...
... ... জানিল হৃদএ
কতি গেল ব্রহ্মজ্ঞান ধ্যান আচরনে
কে বোল আমার পু(ত্র) ... ...।
... ... ন স্বর্গ এ মহিমণ্ডল
অখণ্ড মণ্ডল দেখে ব্রহ্মাণ্ডসকল।
এ সব দেখিয়া ... ...
... ত বান্ধন হবে কতি গেল ধ্যান।
কেন দিল মায়া ফেলি নন্দের নন্দন।
ব্রজ ... ... ।
অতএব সিসু সঙ্গে নাচিব গাহিব
বালকের সঙ্গে রঙ্গে ধেনু চরাইব।
... ... কুমার
অতএব মায়া-ডোর হইল তাহার।
বিস্বম্ভর বিস্বরূপ দেখাই ... ।
... ... কহনে না জাএ।
চণ্ডিদাস কহে পহুঁ মায়ার ঠাকুর
নন্দের কুমার হএ ... ... ।

[৯৯]

এই মত সিসু সঙ্গে নন্দের নন্দন।
খেলাএ আনন্দ-খেলা ভুবন-মোহন॥
... ... মুনি।
শ্রীভাগবত কথা অমৃতের শ্রেনি॥
সুনিতে মধুর, পানে ওদর না পোরে।
... ... ॥
অন্য উপহার জদি করিএ ভক্ষন।
ওদর পুরিত হএ সুন তপোধন॥
কৃষ্ণর ... ... ।
... পান করি তত পিতে হয় ... ॥
সুনিতেই ইৎসা হএ কহ মুনিবর।
কহ কহ ... ... ॥
... ভক্ষন কথা সুনিল শ্রবনে।
ইহার উপরে কহ কন বেবরনে॥
কোন লিলা ... ... ।
... সুনিল কথা মৃত্তিকাভক্ষণ॥
ইহা বই কন লিলা কহ মুনিবর।
অপুর্ব্ব কথন ... ... ॥
... ... করহ শ্রবন।
সাবধান হয়্যা সুন রাজা দেহ মন॥
ইন্দ্র রাজা পুজা ... ... ।
... মিল সভে করে অয়োজন॥
দধি দুগ্ধ সকট পুরিত করি রাখে।
নানা উ ... ... ॥
ঘৃত মিশ্র ভারে ভার বস্ত্র অলঙ্কার।
নানা মত নানা বস্তু করেন সু ... ॥
... ... পুরবাসি।
ইন্দ্রপুজা করিতে মনের হরসি॥

অথ ইন্দ্রপূজা

[১০০]

শ্রীরাগ

"............ ....
এর আগেতে রয়্যা।
এ সব সাম্বৃগি জত গোপগনে
কোথারে জাইছে লয়্যা॥"
ত............ ....
"......রিতে ইন্দ্রের পুজা।
গোকুল-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
আছএ জতেক প্রজা॥
.........সনে ইঁ............জা
...ল জতেক গোপে।
পুজা-উপচার আনি গোপ জত
পুজএ হরস রূপে॥"
কহে জদু...... ....
................পুজা।
এত আয়োজন করে জনে জন
জত গোপগন পুজা॥
তবে কহে বানি মধুর.........
.....................।
"...পুজা পালো জত প্রজা পালে
দেবতা বরিসে ভালি॥
দেসে জল হএ বরিসে.........
..................।
......ধন সকল সুখে আরোপিত
খাএন চৌপর দিন॥

এই সে কারনে ইন্দ্র-পুজা.........
.......।"
কহে কিছু বানি
পাইল বচন ওর॥
"মুরুখ গোয়ালা জানিল এ ধারা
.... পুজ ইন্দ্র জন
মোরে মনে নাহি হএ॥
কুথা ইন্দ্র থাকে পুজহ কাহাকে
সু.................।
....পুজ জনে জনে
কহ দেখি বেবরনে॥"
কহে গোপগন সকল কারন —
"সুন নন্দ-সুত... ।
....আয়োজন
লঞা জাই জত ধেনু॥
তবে ইন্দ্র দৃষ্টি করেন কখন
সে কথা নাহিক জানি।

বরিসে মেঘের পানি॥
সে সব সামগৃ পুরহিত লেই
এ কথা আমরা জানি।"
....
.........গোয়ালা বানি॥

টীকা

ইন্দ্রপূজার আখ্যায়িকা ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

[১০১]

রাগ বাড়ারি

হাসিয়া কহেন তবে নন্দের নন্দন।
... ...॥
"* ইন্দ্র খাএ আসি দেখিতে কি পায়।
কেমত মুরুতি কায়া কারে সে খা * *॥
... ... মারে।"
কহেন গোয়াল—"কভু না দেখি তাহারে॥
পুজা করি আসি মোরা ... ...।
... ... বৎসরেক প্রতি॥"
একথা সুনিঞা তবে কহেন সভারে।
"কি কাজ ইন্দ্রের পুজা ... ...॥
... ... বা হএ কি করিতে পারে।
মিছা তারে পুজা কর গোয়ালা গুঙারে॥
অতি ... ...।
... ... খা ইন্দ্র কুথা তরা পুজ একেস্বর॥
আমার বচন সুন জত গোপগন।
... ...॥
গোবর্দ্ধন গিরি পুজ সাক্ষাত দেবতা।
মোর সঙ্গে চল গোপ দেখাইব তথা॥"
... ... ন।
"ভাল কহিলেক এই নন্দের নন্দন॥
বৎসরে বৎসরে পুজি কখন না দেখি।
... ... খি॥
ইহার বচন মোরা না করিব আন।
গোবর্দ্ধন গিরি দিয়া করহ পয়ান॥
... ...।
গোপালের কথাএ সভাই দেহ মন॥
ইহার সকতি মোরা দেখিল নয়নে।
... ... হরস বদনে॥
ইহা হৈতে আপদ নহিব কন কালে।
আনন্দে বঞ্চিব মোরা এই সে গোকুলে॥
... ... ব অ ...।
পুজার সামগৃ লঞা করহ পয়ান॥"
চণ্ডিদাস কহে জত সুন গোপগন।
এই ... ...॥

---

[১০২]

তুড়িরাগ

কহে জত গোপ কানুর গোচর—
"চলহ জাইব তোথা।
তোমার মু ... ...
... .. কথা॥"
কহেন গোপাল— "সুন গোপকুল
গোবর্দ্ধন এক দেবা।
নানা বিধি মত ... ...
... ... বা॥
মধুর মুরুতি গোবর্দ্ধন দেব
দেখিবে গোচর পরে।
মুর্ত্তিমান হঞা ... ...
... ... বরে॥
সাক্ষাতে জে দেখি সেই তার সাখি
এই সে দেবতা মানি।
অগোচর ... ...
... দেখহ জানি॥
ইন্দ্র কুথা আছে অমরপুরেতে
মিছা তারে কেনে পুজি।
... ...
... নাঞা খাইব আজি॥

জতেক সামগ্র কিছু না থাকিব
সকল খাইব বসি।
... ...
... বর দিব আসি ॥

সে সব হইতে পাবে পরিত্রান
দেবতা হইবে জল।
আন ... ...
... ... বলি-দল ॥

মূর্ত্তিমান দেবা তার কর সেবা
চলহ সভাই মেলি।"
ভাল ভাল বলে ... ...
... ... ॥

কেহো বলে—"ভাই, ছায়াল কানাঞি
নিসেধ ইন্দ্রের পুজা।
পাছে কন আসি ... ... " *
... ... ॥

* ইহার পরে পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে

গোষ্ঠলীলা

প্রবেশিকা

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রপূজার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাল্যলীলার অনেকগুলি ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ১০২ পদে বর্ণিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসরণ করিয়া যেভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাণবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের অন্যান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়াও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্ত নিম্ন-লিখিত ঘটনাবলী ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়—পূতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত-বধ, কৃষ্ণবলরামের নামকরণ, মৃদ্ভক্ষণব্যপদেশে জননীকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, যমলার্জ্জুন-বধ, গোষ্ঠলীলা, বৎসাসুর, অঘাসুর ও বকাসুর-বধ, ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎস ও গোপবালকগণের অপহরণ, ধেনুকাসুর-বধ, কালিয়নাগের বিষ হইতে বালকগণের উদ্ধার, কালিয়দমন, দাবানল হইতে গোপগণের উদ্ধার, প্রলম্ববধ, বস্ত্রহরণ, ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্ন-ভিক্ষা, ইন্দ্রযজ্ঞ-নিবারণ এবং গোবর্দ্ধন-ধারণ, রাস-লীলা, শঙ্খচূড়-অরিষ্ট-কেশি-ব্যোমাসুরাদির নিধন, অক্রূরাগমন, কৃষ্ণবলরামের মথুরাযাত্রা, রজক-বধ, কুব্জানুগ্রহ, ধনুঃশালাপ্রবেশ, কংসবধ, বসুদেব ও দৈবকীর মুক্তি, নন্দবিদায় ইত্যাদি। তন্মধ্যে পূতনা-বধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত-বধ, নামকরণ, মৃদ্ভক্ষণ, এবং ইন্দ্রপূজা-নিবারণের কিয়দংশ পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল পদে যেভাবে দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরাণ-বর্ণিত বাল্যলীলার অন্যান্য আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা এখন তাহাই বিচার করিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ সংখ্যক পদে (৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি বলিয়াছেন :—

এবে কহি শুন বাল্যলীলা-রস
পাছেতে মধুররস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
যে রসে যে হয় বশ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস বাল্যলীলা-বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া মধুররসাত্মক বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই মধুররস-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি ছিল, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ৫০ সংখ্যক পদে প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন—

বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
যে লীলা যখন করি॥

এবে কহি শুন বাল্যলীলা-রস
পাছেতে মধুররস। ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবন-রস (অর্থাৎ ব্রজের মাধুর্য্যরস) আস্বাদন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই কবি মধুররসাত্মক বর্ণনার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্‌-রচিত যে বিরাট কাব্যগ্রন্থের সন্ধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে, * তাহার ৪৮০ সংখ্যক পদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন রস আস্বাদনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কবি এইরূপ বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। † অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করিতে কবি ৪৭৯টি পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী তাঁহার বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে জন্ম, পুতনা, শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্ত-বধ, নামকরণ, মৃদ্ভক্ষণ, ও ইন্দ্রপূজা-নিবারণ আখ্যায়িকার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ১০২ পদে বর্ণিত হইল। সুতরাং বাল্যলীলার অন্যান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবি যে সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা ৪৭৯—১০২=৩৭৭ টি। এখন দেখিতে হইবে, এই সকল পদেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নীলরতন বাবু দ্বারা সম্পাদিত চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ৫২ পৃষ্ঠা হইতে ৯৬ পৃষ্ঠায় গোষ্ঠলীলার ১৮৫—৯৩=৯২টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আবার উক্ত গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩০ পৃষ্ঠায় অক্রুরাগমন ইত্যাদি পর্য্যায়ে ৭৬৩—৫২৫=২৩৮টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দানলীলার ভূমিকাস্বরূপ "শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস" পর্য্যায়ে ৯৪ হইতে ১০১ পর্য্যন্ত (১০১—৯৩=) ৮টি, দানলীলার ১০২ হইতে ১৪১ পর্য্যন্ত (১৪১—১০১=) ৪০টি, নৌকাখণ্ডে ১৪২ হইতে ১৪৮ পর্য্যন্ত (১৪৮—১৪১=) ৭টি, বনভোজনে (যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা) ১৪৯ হইতে ১৫৪ পর্য্যন্ত (১৫৪—১৪৮=) ৬টি, ধেনুবৎসশিশুহরণে ১৫৫ হইতে ১৭২ পর্য্যন্ত (১৭২—১৫৪=) ১৮টি, যশোদার বাৎসল্যে ১৭৩ হইতে ১৭৯ পর্য্যন্ত (১৭৯—১৭২=) ৭টি, এবং রাইরাখালে ১৮০ হইতে ১৮৫ পর্য্যন্ত (১৮৫—১৭৯=) ৬টি, মোট ৯২টি পদ পাওয়া যাইতেছে। অক্রুরাগমন-পর্য্যায়ের ২৩৮টি পদে অক্রুরাগমন, গোপী-যশোদা-রাখালগণের বিলাপ, কৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় গমন, রজকের বস্ত্রহরণ, কুব্জানুগ্রহ, কংসবধ, দৈবকী-বসুদেবের করুণা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পালা-গানেও দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে (১০২, ১০৬, ১২০, ১২৫, ১৩৭, ১৪১, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩, ১৭৭, ৫২৬, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৩৯, ৫৪২ প্রভৃতি সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য), এবং বর্ণিত ঘটনাগুলিও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিষয়ীভূত। অতএব ইহারা যে একই কবির রচিত এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে। * সুতরাং বাল্যলীলার ৪৭৯টি পদের মধ্যে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রপূজা নিবারণ পর্য্যন্ত ১০২টি, গোষ্ঠলীলায় ৯২টি, এবং অক্রুরাগমন প্রভৃতি বিষয়ক ২৩৮টি, মোট ৪৩২টি পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অবশিষ্ট প্রায়

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† ঐ, ২১৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

(৪৭৯—৪৩২) ৪৭টি পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। *

দীন চণ্ডীদাসের রচনা-রীতি অনুসরণ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সকল অনাবিষ্কৃত পদে বাল্যলীলার অবশিষ্ট আখ্যায়িকাগুলি, যথা—যমলার্জ্জুনপাত, জননীকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, বিষপান-হেতু মৃত রাখালগণকে পুনর্জ্জীবন-দান, অঘাসুরাদির নিধন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস যে এই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও তাঁহার কাব্যমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ছাওয়াল বেলাতে পূতনা বধিল
তার রীত আছে জানা।
(পসং, পদ সং ১২৩)

এইরূপ উক্তির সমর্থনযোগ্য পুতনা-বধের পালা যেমন আমরা পাইতেছি, সেইরূপ—

একদিন বনে সুরভি হারায়ে
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশরি নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি ॥

একদিন মায়ে পায়ে দড়ি দিয়ে
রেখেছিল উদুখলে।
* * * * * *
নবনী কারণে বাঁধিয়া যতনে
রাখল নন্দের রাণী।
(ঐ, পদ সং ১২১)

* এখানে একটা আনুমানিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইল; পদগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইতে পারে।

এবং—

বিষপান বেলা সবাই মরিলা
এই সে যমুনাতটে।
অমৃত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে
সকল বালক উঠে ॥

অঘাসুর আদি যতেক অসুর
সকলি করিলা ধ্বংস। ইত্যাদি
(ঐ, পদ সং ১৫৪)

অন্যত্র-

যখন করিলে বনে অতি সুখ
লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর বধিলে নিঠুর
হয়া বালকের মেলা ॥

যে দিন কালিন্দী- দহের সম্মুখে
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু তেয়াগিল ॥ ইত্যাদি
(ঐ, ৬১৫ সং পদ)

এই সকল উক্তি হইতেও এই ধারণাই করা যাইতে পারে যে, সুরভি হারাইয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়াছিলেন, যশোদা তাঁহাকে উদুখলে বাঁধিয়াছিলেন (ভা, দশম স্কন্ধ, দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), বিষপান-হেতু মৃত রাখালগণকে কৃষ্ণ পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন (ঐ, পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), অঘাসুরাদিকে বধ করিয়াছিলেন (ঐ, দ্বাদশ, একাদশ প্রভৃতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি ঘটনা অবলম্বন করিয়াও দীন চণ্ডীদাস পদ রচনা করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে এই সকল পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আখ্যায়িকা-বিন্যাসের পর্য্যায়

এই গ্রন্থমধ্যে দানলীলা-আখ্যায়িকার পরে নৌকাখণ্ড, যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা (যাহা "বনভোজন"প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে), ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধেনুবৎস-শিশুহরণ প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কারণ চণ্ডীদাস এই পর্য্যায়েই এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। দানলীলার শেষ পদে (নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ১৪১ সং পদ দ্রষ্টব্য) আছে যে, গোপীগণ যমুনা পার হইতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে কানু আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন; তখন—

আর এক লীলা পুনঃ উপজিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়।

ইহার পরেই নৌকালীলা (নৌকাখণ্ড) আরম্ভ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নৌকালীলার পুর্ব্বেই দানলীলা কবি বর্ণনা করিয়াছিলেন। আবার নৌকালীলার প্রথম পদটি পাঠ করিলেও জানা যায় যে এই দুইটি পালাগানের মধ্যে সংযোজক সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, কারণ দানলীলার শেষ পদের পরবর্ত্তী ঘটনা নৌকালীলার প্রথম পদে বর্ণিত হইয়াছে। নৌকালীলার পরেই "বনভোজন"। ইহার প্রথম পদের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

হেথা কানু যত পার করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন। ইত্যাদি।
(নীলরতন বাবুর "চণ্ডীদাস," ১৪৯ সং পদ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নৌকালীলার পরেই চণ্ডীদাস "বনভোজন" আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তৎপর "ধেনুবৎস-শিশুহরণ" নামক পালা। ইহার প্রথম পদের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বেলি। ইত্যাদি
(চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১৫৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে বন-ভোজনের পরেই ধেনুবৎস-শিশুহরণের পালা চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন। তৎপর "যশোদার বাৎসল্য"। তাহার প্রথম পদে আছে—

আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল। ইত্যাদি
(ঐ, ১৭৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)

ইহা হইতেও বুঝা যায় যে ধেনুবৎস-শিশু-হরণের পরেই "যশোদার বাৎসল্য" চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার রচনার রীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই এখানে দানলীলা, নৌকালীলা, বনভোজন, ধেনুবৎস-শিশুহরণ, যশোদার বাৎসল্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ পর পর সন্নিবিষ্ট হইল।

দানলীলার প্রাচীনত্ব

দানলীলার আখ্যায়িকা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে (৩৩-১৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য), ভবানন্দের হরিবংশে (৪৮-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য), কবি সুরদাসের পদাবলীতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জার্ণেলের ২২শ সংখ্যায় নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের প্রবন্ধের ৬১-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) মালাধর বসু-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কোন কোন পুঁথিতে, চৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রচারিত দানকেলিচিন্তামণি গ্রন্থে (*Vide* Notices of Sanskrit MSS. by R. L. Mitra, Vol. VII, No. 2528), দ্বিজমাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলে, এবং জীবন চক্রবর্ত্তীর

নৌকাখণ্ডে (বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, প্রথম খণ্ড, ৯১০-২০ পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে। মথুরায় দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার কালে রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাতের প্রসঙ্গ, এবং নৌকালীলার আভাস বিদ্যাপতির পদেও পাওয়া যায় (সাহিত্য-পরিষদের "বিদ্যাপতি"র ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৬, ১২৪-১২৭ প্রভৃতি সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত জ্ঞানদাসের পদাবলীতে (বৈষ্ণবপদলহরী, ২১১-২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য), গোবিন্দ দাসের পদে (ঐ, ২৯৮-৩০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য), পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে (বিচিত্রা, ১৩৩৯, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং পদ-সমুদ্র ও পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে দানলীলা-বিষয়ক পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামী "দানকেলিকৌমুদী" নামক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্যাবলীতে সঞ্জয়, কবিশেখর, জগদানন্দ প্রভৃতির দানলীলার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আর তাঁহার ভাই সনাতন গোস্বামী "বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী" নামক ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন—"কাব্যশব্দেন পরম-বৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি-প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" ইত্যাদি। চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (আদির একাদশে)। বাসু ঘোষের পদাবলীতেও নৌকা-খণ্ড ও দানলীলার উল্লেখ রহিয়াছে (পরিষৎ-সংস্করণ, ১৩ পৃঃ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলার প্রসঙ্গ প্রাক্-চৈতন্যযুগে ও অপরিজ্ঞাত ছিল না।

(গোষ্ঠলীলার অন্তর্গত)

দানলীলা *

[১০৩]

রাগ কাফি[১]

প্রভাত হইল সবাই জাগিল
গুরু-গরবিত[২] জনা।
গৃহ কাজ যত সব সমাধিয়া[৩]
আন[৪] পথে আনাগোনা ॥
গৃহমাঝে গিয়া[৫] দেখি এল[৬] ধেয়া[৬]
শ্যামের চূড়ার মালা।
নীল অতসীর[৭] ফুল তাহে ছিল
তা[৮] দেখি[৮] হইল[৯] জ্বালা ॥
আর কাল জাদ তা দেখি বিষাদ
উঠিল বিরহ-আগি।
নয়ন খঞ্জন[১০] ঝুরএ[১১] তখন
শ্যামের[১২] বিয়োগ-লাগি[১২] ॥[১৩]
খেনে[১৪] খেনে শ্যাম[১৪]- পথ[১৫]-পানে চায়[১৫]
গৃহ[১৬]-কাজে নাহি[১৬] মন।
কখন হরষ কখন বিরস
কি বলিতে কিবা[১৭] কন ॥
সময় হইল গোঠে যায়[১৮] পাল[১৮]
মনেতে[১৯] পড়িয়া[১৯] গেল।
পুরুব[২০] সঙ্কেত করিতে বেকত[২০]
তাহার লাগিয়া ভেল ॥
কলরব[২১] শুনি রাই[২২] বিনোদিনী
গবাক্ষে বদন দিয়া।
চণ্ডীদাস কহে[২৩]— কানু নীলমণি[২৪]
তুরিতে দেখহ গিয়া ॥

১ কাফি, পসং ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭
২ গুরুবিত, পসং ৩ সমাপিআ, ২৯৭
৪ য়াপন, ২৩৯৪ ; জান, ২৯৭
৫ জেয়্যা, ২৯৭ ; গিএ, ২৮৯
৬-৬ আনাইয়া, ২৯৫, ২৯৭ ; য়্যালাইয়া, ২৩৯৪ ; এল্যাইএ, ২৮৯
৭ অতিসির, ২৩৯৪ ; ২৯৫
৮-৮ দেখিআ, ২৯৭
৯ উঠিল, ২৩৯৪ ; বাড়িল, ২৮৯
১০ অঞ্জন, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫
১১ মুছিল, ঐ ১২-১২ হইয়া বিরহ রাগি, ঐ
১৩ এই ৪ পঙ্ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই

* নিম্নে পাঠান্তর দেওয়া হইল, তন্মধ্যে পসং অর্থে নীলরতনবাবু কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, এবং সংখ্যা দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির নম্বর বুঝিতে হইবে। এইরূপ পরেও।

১৪-১৪ খেলে শ্যামরায়, প ২; খেনে শ্যাম-পথ, ২৮৯; ক্ষেনে ২ রাই, ২৯৭

১৫-১৫ পানে চেএ কত, ২৮৯; °চাই, ২৯৭

১৬-১৬ গৃহে জে নাহিক, ২৩৯৪, ২৯৫

১৭ কিনা, ২৩৯৪

১৮-১৮ আরপিল, ২৮৯ ২৯৭; আগমন, ২৯৫, ২৩৯৪

১৯-১৯ সময় হইয়া, ২৯৭

২০-২০ পুরুষ রঙ্গেতে° °পসং; °বিনোদিনি রাধা, ২৩৯৪ ২৯৫; পুরুস সনেতে বেকত করিতে, ২৯৭।

২১ কল কল, পসং ২২ রাধা, ২৮৯

২৩ বলে, ২৩৯৪, ২৮৯

২৪ হেমমালা, পসং; হেনধন, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯

টীকা

এই পদটির পূর্ব্বে পূর্ব্বরাত্রির কোন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ আসিয়া রাধা-সহ রাত্রি যাপন করিয়াছেন, এবং পরদিন 'মথুরার পথে, বিকি অনুসারে' দান সাধিবার ছলে তাঁহারা গোষ্ঠে কেলি করিবেন (পসং, ২০২ সং পদ দ্রষ্টব্য) এইরূপ পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। ভবানন্দের হরিবংশে দানলীলার পূর্ব্বরাত্রে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ৪৩-৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দীন চণ্ডীদাসও যে এইরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এই পদে স্পষ্ট ভাবেই রহিয়াছে।

পং—২। গুরুগরবিত :—গুরুস্থানীয় পূজনীয় ব্যক্তিগণ। তু°—"গুরুগরবিত না মানিলুঁ" (তরু, ১৬২৮)।

৪। আনাগোনা :—সং—আগমনক-গমন (চা, ২৮১ পৃঃ), চর্য্যাতে অবণাগবণ (চর্য্যা, ৭ম), আধুনিক-আনাগোনা। অর্থ—গমনাগমন।

৯। জাদ :—বেণীর অগ্রভাগে গ্রন্থি দিবার জন্য এক প্রকার ফিতা। তু°—"বেনন পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী" (তরু, পদ সং ১৩৩৩)। কালবর্ণের বস্ত্র দেখিয়া রাধার কৃষ্ণের কথা মনে হইয়াছে। আগি—সং-অগ্নি হইতে।

১১। ঝুরএ :—বোধ হয় সং—অশ্রু হইতে অঞ্জ হইয়া অঝোর—ঝুর (চা, ৪৮১ পৃঃ, এবং শব্দকোষ)

[১০৪]

জয়শ্রী [১]

ব্রজরাজ-বালা রাজপথে[২] আইলা[২]
[৩] ধেনুর পাল ॥
সঙ্গে সখাগণ ভাই[৪] বলরাম
শ্রীদাম[৫] সুদাম ভাল ॥
সুবল সঙ্গাত[৬] তার[৭] কাঁধে হাত[৭]
আরোপি নাগর-রায়[৮]।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত-বাঁশীতে
এ দুই আঁখর গায়[৯] ॥
একথা আনেতে[১০] না পারে[১১] বুঝিতে[১১]
সুবল কিছু[১২] সে[১২] জানে।
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে ॥
গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ[১৩] করে।
দোঁহার[১৪] নয়নে[১৫] নয়ন[১৬] মিলল [১৬]
হৃদয়ে হৃদয়[১৭] ধরে ॥
হেরিয়া[১৮] শ্রীমুখ[১৯] মণ্ডল[২০] সুন্দর[২০]
বিভোল[২১] হইল রাধা।
"এ হেন সম্পদ[২২] বনে পাঠাইতে[২৩]
তিলেক[২৪] না[২৫] করে[২৫] বাধা ॥
কেমন যশোদা, মায়ের পরাণ—
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে[২৬] [২৭]গৃহ-মাঝে বসি[২৭]—"
চণ্ডীদাসে[২৮] কহে[২৯] ইহা ॥

১ শ্রীগান্ধার ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭

২-২ °পথ য়ালা, ২৩৯৪ ; °পথ আলা, ২৮৯, ২৯৫ ; °পথে আল্যা ২৯৭ ।

৩ লইতে, ২৩৯৪ ; লইএ, ২৮৯

৪ ভেয়্যা, ২৩৯৪ ; ভায়্যা, ২৯৫, ২৯৭ ;

৫ ছিদাম, পসং, ২৮৯

৬ সঙ্গাত, পসং ; সখার, ২৯৭

৭-৭ . কান্ধে হাথ দিয়া, ২৯৭

৮ রাজে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫ ; রাজ, ২৯৭

৯ বাজে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫ ; বাজ, ২৯৭

১০ ইঙ্গিতে, ২৯৭ ; আনে কি, ২৮৯

১১-১১ কিছুই না জানে, পসং ; কেহ নাঞি বুঝে, ২৯৭ ; বুঝিতে পারএ, ২৮৯

১২-১২ তা কিছু, ২৩৯৪, ২৯৫ ; কিছুই, ২৯৭

১৩ নিরঞ্জন, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৮৯

১৪ দুহার, ঐ

১৫ মিলন, ২৯৭ ; নয়ানে, ২৩৯৪, ২৯৫ ; নয়ান, ২৮৯

১৬-১৬ মিলন তখন, ২৮৯ ; নয়ানে মিলন, ২৩৯৪, ২৯৫ ; নয়ানে ২, ২৯৭

১৭ হৃদয়ে, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪

১৮ দেখিতে, পসং ; হেরিতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭

১৯ সুন্দর, ২৯৭

২০-২০ °বিদ্যুত, ২৩৯৪, ২৯৫ ; শ্রীমুখ মণ্ডল, ২৯৭

২১ বেথিত, পসং, ২৮৯, ২৯৭

২২ শ্বাম, ২৩৯৪ ২৩ চলিয়াছে, ২৯৭

২৪ কেহো, ২৯৭

২৫-২৫ নাহিক, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯ ; কর্য়াছে,২৯৭

২৬ রহিব, ২৯৭ ; রএছ, ২৮৯

২৭-২৭ সন্ত গৃহে বসি, ২৯৭ ২৮ চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯

২৯ বলে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭

টীকা

পং—১। ব্রজরাজ-বালা :—নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তু° —"উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা" (কৃঃ কীঃ, ১৭২ পৃঃ)।

৫। সাঙ্গাত :—সং-সঙ্গত হইতে ; সঙ্গী, মিত্র অর্থে (শব্দকোষ ; চা, ৩২২, ৩৬৩ পৃঃ)।

৮। দুই আখর :—রাধা

[১০৫]

পঠমঞ্জরি [১]

বদন হেরিয়া গদ গদ হৈয়া
কহে বিনোদিনী রাই।
শুনগো[২] সজনি[৩] হেন মনে গনি[৪]
আনছলে পথে[৫] যাই ॥
হেরি শ্যামরূপ নয়ন[৬] ভরিয়া
আঁখির নিমিখ [৭]নয়।
এক আছে দোষ গুরুজন-রোষ
তাহাই বাসি যে[৮] ভয় ॥
আঁখির পুতলি তার[৯] মাঝে মণি[৯]
যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম জিনিয়া[১০] কোমল[১০]
পাছে বা গলিয়া পড়ে ॥
ননীর অধিক শরীর কোমল[১১]
বিষম ভানুর তাপে।
জানি[১২] বা ও অঙ্গ[১২] গলিয়া[১৩] পড়িবে[১৩]
ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥
কেমন যশোদা নন্দঘোষ পিতা
হেনক[১৪] সম্পদ[১৪] ছাড়ি।
কেমনে[১৫] হৃদয় ধরিয়া আছয়[১৫]
এইত[১৬] বিষম বড়ি ॥
ছারে খারে[১৭] যাক[১৭] এ সব[১৮] সম্পদ
অনলে পুড়িয়া যাকু।
এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিয়া
পায় কত সুখ পাকু ॥"

চণ্ডীদাসে[১৯] বলে— "শুন ধনি রাধা,
সকল গুপত মানি।
কোন কোন ছলা কিসের[২০] কারণে
আমি সে সকল জানি॥"

[১] গুঞ্জরী, পসং; রাগ°, ২৩৯৪
[২] °লো, পসং
[৩] স্বজনি, পসং
[৪] শুণি, ২৩৯৪, ২৯৫
[৫] সদা, ২৩৯৪
[৬] নয়ান, ২৩৯৪, ২৯৫
[৭] নিমিষ, পসং
[৮] °য়ে, ঐ
[৯-৯] তারার মণি, ঐ
[১০-১০] দেখিএ কমল, ২৩৯৪, ২৯৫
[১১] কমল, ঐ
[১২-১২] তাহাতে যে য়ংঙ্গ, ২৩৯৪, ২৯৫ (°অংগ)
[১৩-১৩] গলি পানী হয়, পসং
[১৪-১৪] পুতলি দিয়াছে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৫-১৫] কেমনেতে য়াছে, গৃহমাঝে বসি, ঐ
[১৬] এ হিয়া, ঐ
[১৭-১৭] ছার খার হোক, ২৩৯৪, ২৯৫ (° হকু)
[১৮] হেন, ঐ
[১৯] চণ্ডীদাস, পসং
[২০-২০] জিসের, পসং

টীকা

পং—৩-৪। শ্যাম গোষ্ঠে যাইতেছে, তাহা দেখিয়া আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন প্রকার কারণ দর্শাইয়া আমিও পথে বাহির হইয়া তাহার সহিত মিলিত হই।

৫-৮। শ্যামের রূপ দেখিয়া চক্ষের পলক পড়ে না, কিন্তু ভয় হয় পাছে গুরুজনেরা দেখিয়া ক্রোধ করেন।

১১। শিরীষ কুসুম :—শৈর্য্যাতে সৌকুমার্য্যাৎ; শিরীষো মৃদুপুষ্পশ্চ। এই ফুলের কেশর মৃদু বলিয়া কোমলত্বের উপমাস্থল হইয়াছে। তু°—"শিরীষপুষ্পাধিক-সৌকুমার্য্যৌ" ইত্যাদি (কুমারসম্ভব, ১।৪১); "শিরীষকুসুম কোঁঅলী" (কৃঃ কীঃ, ৭ পৃঃ); "শিরীষ কুসুম জিনি, তনু অতি সুকোমল" (গোবিন্দদাস, বৈষ্ণবপদলহরী, ২৭৫ পৃঃ)

২৫-২৮। চণ্ডীদাস রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা গোপন রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কি জন্য কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইবার ছলে বাহির হইয়াছেন, তাহা আমি জানি।

[১০৬]

রাগ বড়ারি[১]

"সই, হের[২] রূপ দেখ'সিয়া[২]।
আমার নাগর রসের সাগর
করেতে মুরলী লয়া॥
ঐ যায় কানু রাম-বামপাশে
সুবলের করে[৩] ধরি।"
রাই সে[৪] নাগরে[৪] মরম[৫] সখীরে[৫]
দেখায়[৬] অঙ্গুলি ঠারি॥
"বিনোদ চূড়াটি ঝলমল করে
বেড়িয়া[৭] কুসুমদাম।
তার মাঝে মাঝে মুকুতা দু'সারি
সাজে অতি অনুপাম॥
ময়ূর-শিখণ্ড[৮] বিনি[৯] বায়ে উড়ে[১০]
হেলন দোলন করে।
দেখি[১১] মোর মন[১১] নয়ন-চকোর
পিতে চাহে সুধাকরে[১২]॥
কিবা ভুরু[১৩] দুই[১৩] নয়ান[১৪]-নাচনি[১৪]
কটাক্ষ ভঙ্গিমে চায়।
চপল পরাণ[১৫] স্থির নাহি[১৬] মানে[১৬]
সদা মন আছে তায়॥"[১৭]
চণ্ডীদাস বলে[১৮]— "মুর্ছিত[১৯] হইলে[১৯]
নটবর-বেশ[২০] দেখি।
হেন মনে করি রূপের মাধুরী
সদাই দেখিয়া থাকি॥"

১ বড়ারি, পসং; বাদ, ২৮৯

২ হেরনা দেখহসিয়া, পসং; হের দেখনা য়াসিয়া, ২৯৫, ২৩৯৪

৩ কর, পসং, ৪-৪ সুনাগরী, পসং, ২৮৯

৫-৫ মরমে সে মরি, ২৮৯

৬ দেখান, পসং, ২৯৫; দেখায়ে, ২৩৯৪

৭ বেড়িএ, ২৮৯

৮ সিখণ্ডি, ২৮৯, ২৯৫; সি(খ)ণ্ডি, ২৩৯৪

৯ মিনি, ২৯৫, ২৩৯৪ ১০ হেদে, ঐ, পসং

১১-১১ তা দেখে মো মেন, পসং

সসোধরে, ২৮৯

১৩-১৩ সে এ তুই, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫

১৪-১৪ নয়ান নাচুনি, ২৩৯৪ ১৫ পরাণে, পসং

১৬-১৬ নহে মন, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫

১৭ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই

১৮ হেরি, পসং; দেখি, ২৯৫, ২৩৯৪

১৯-১৯ মোহিত হইলা, ২৯৫, ২৩৯৪; পসং (হইল)

২০ রূপ, ২৮৯

টীকা

পং—১। দেখ'সিয়া:—দেখ+আসিয়া= দেখ'সিয়া। তু°-"সখি, হের দেখ'সিয়া বা" (তরু, পদ সং ১০৮৩)। "আইস সব গোআলিনী নাএ চড়, সিআ" (কৃঃ কীঃ, ১৪৬ পৃঃ)।

৪। রাম-বামপাশে:—তু°—"রাম-বামে চলু শ্যামর-চাঁদ" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৬ পৃঃ)।

৭। ঠারি:—ইঙ্গিত করিয়া।

৮। ঝলমল করে:—তু°-"ময়ূর-শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৬ পৃঃ)।

১২-১৩। ময়ূর-শিখণ্ড ইত্যাদি:—তু°—"তার মাঝ দিয়া, ময়ূরের পাখা, হেলিছে দুলিছে বায়" [চণ্ডী (পসং), পদসং ৫৬]।

২১। নটবর:—নর্তকশ্রেষ্ঠ, নটরাজ। কৃষ্ণের নটবর বেশের বর্ণনা, তরুর ৭৫ এবং ১২০ সংখ্যক পদে দৃষ্ট হইবে।

[১০৭]

গড়া[১]

"সই[২] কি আর বলিব মায়।
তিল[৩] দয়া নাহি তাহার শরীরে
একথা কহিব কায়॥
মায়ের পরাণ এমনি[৪] ধরণ[৪]!
তার দয়া নাহি চিতে।
এমন নবীন কুসুম-বরণ
বনে নহে পাঠাইতে॥
কেমনে ধাইব ধেনু ফিরাইব
এহেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন[৫]-ভানু॥
বিপিনে বেকত ফণী শত[৬] শত
কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিব
মোর মনে হেন ভায়॥
আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়া[৭] লয়।
সঘনে সঘনে লয় মোর মনে
সদাই[৮] উঠিছে ভয়[৮]॥"
চণ্ডীদাসে কয়— "না ভাবিহ[৯] ভয়
সে[১০] হরি জগতপতি।
তারে কোন জন করিব[১১] তাড়ন
এমন[১২] না[১২] দেখি কতি॥"

রাগ গড়া, ২৯৫; রাগ গোড়া, ২৩৯৪

বাদ, ২৯৫, ২৩৯৪ ৩ তিলে, পসং

৪-৪ এমতি ধরিল, ২৩৯৪, ২৯৫

গমন, ২৯৫, ২৩৯৪ ৬ কত, ঐ

ধরিয়ে, পসং; ধরিব, ২৩৯৪

৮-৮ সদা মোর মনে ভয়, ২৯৫, ২৩৯৪
বাসিবে, ২৩৯৪; বাসিহ, ২৯৫ ১০ যে, ঐ
করয়ে, ২৩৯৪, ২৯৫ ১২-১২ নাহি হেন, পসং

টীকা

পং—৪-৫। যে মাতা এমন সুকুমার সন্তানকে বনে পাঠাইতে পারেন, তাঁহার প্রাণে দয়া নাই।

১৬। আরতি—সং—আর্ত্তি হইতে ব্যগ্রতা বা আদেশ অর্থে।

[১০৮]

রাগ জয়ন্তি[১]

"শুন গো স্বজনি সই।
কেমনে রহিব কানু না দেখিয়া
নিশি দিশি হেদে রোই[২] ॥
হের দেখ রূপ নয়ান ভরিয়া
করেতে মোহন বাঁশী।
হাসিতে ঝরিছে প্রবাল[৩] মুকুতা[৪]
সুধা ঝরে কত রাশি ॥
হেন মনে করি আঁচল ঝাপিয়া[৫]
যতন[৬] করিয়া[৬] রাখি।
জানি[৭] কোন জন[৮] ডাকা-চুরি দিয়া
পাছে লয়ে যায় সখি ॥
এ রূপ-লাবন্য কোথাহ[৯] রাখিতে
মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যেখান[১০]
সেখানে করেছি ঠাঁই ॥
সবার গোচর নহেত[১১] বেকত[১১]
রাখিব যতন করি।
পাছে দিয়া[১২] সিঁদ যবে যাই নিঁদ
কেহ বা করয়ে চুরি ॥"
চণ্ডীদাস বলে[১৩]— "এহেন[১৪] সম্পদ
গোপনে রাখিবা বটে।
আছে কত চোর তার নাহি ওর[১৫]
জানি[১৬] সিঁধ দিয়া কাটে[১৬] ॥"

জয়শ্রী, পসং ২ রই, ২৯৫, ২৩৯৪
মতিম, পসং ৪ মাণিক, ঐ
থাপিয়া, পসং ৬-৬ আঁচলে ভরিয়া,' পসং
পাছে, পসং ৮ জনে, ঐ
কোথায়, ঐ ১০ যথায়, ঐ
নাহি করে কত, ঐ ১২ দেয়, ২৩৯৪
কহে, ২৯৫, ২৩৯৪ ১৪ হেনক, পসং
ঘোর, ২৩৯৪, ২৯৫
আমার পাঁজর কাটে, ঐ

টীকা

পং—১। স্বজনি:—স্ব (নিজ) + জন (আত্মীয়), স্ত্রীলিঙ্গে, সম্বোধনে। এখানে সখী অর্থে। পদ্যে সজনী শব্দেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৩। হেদে রোই:—সং—হার্দ্দ (স্নেহ) হইতে হেদা; হেদে—অনুরাগ বশতঃ পাইবার বা দেখিবার জন্য ব্যাকুলতার সহিত।

রোই:—সং—রোদন হইতে; রোই—রোদন করি।

৮। ঝাঁপিয়া:—সং—ঝম্প হইতে। উপর হইতে বেগে পতন। শ্যামকে অমূল্যবোধে ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহার উপর আঁচল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিজস্ব করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করি।

১০। ডাকা-চুরি :—ডাক (কোলাহল) বা চীৎকার সহ চুরি। তু—"দিবস দুপুরে হৈল সাত নায়ে ডাকা" (কবিকঃ)।

১৬-১৭। সকলের নিকটে যাহাতে ব্যক্ত না হয়, এইরূপভাবে (রত্নের ন্যায়) তাহাকে যত্ন করিয়া রাখিব।

১৮। সিঁদ:—সং—সন্ধি হইতে; চৌর্য্যাভিলাসে গৃহের ভিত্তিতে সন্ধি বা ছিদ্র।

নিঁদ :—সং—নিদ্রা—নিদ্দা—নিন্দ—নিঁদ। তু°—"নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো" (চর্য্যা, ১৩শ)।

[১০৯]

জয়শ্রী[১]

"শুন শুন শুন আমার বচন"—
কহিছে মরম সখী।
"আঁখি আড় কভু না কর[২] তাহারে[২]
শুনহ, কমলমুখি॥"
রাই বলে—"বড় আছে ওই[৩] ভয়
পরাণ[৪] না হয়[৪] স্থির।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা[৫]
এ বুক[৬] মেলয়ে চির॥
স্বতন্তরা[৭] নই গুরু[৮] পরিজনা[৮]
তাহার[৯] আছয়ে ডর।
যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে,
তেমতি আমার ঘর॥
নহিলে[১০] শ্যামেরে[১১] লয়া[১২] কুতূহলে
হেরি ও[১৩] বদন সদা।
সবার মাঝারে কুল[১৪]-কলঙ্কিণী
সব জন বলে[১৪] রাধা॥
সে[১৫] সব[১৫] কলঙ্ক পরিবাদ যত
অভরণ[১৬] করি নিলু[১৬]।
এতদিন যত পাড়ার পরশী
তাতে[১৭] তিলাঞ্জলি দিলু[১৮]॥"
চণ্ডীদাসে[১৯] কহে[২০]— "সে শ্যাম তোমার
তুমি সে তাহার প্রিয়া।
মিছাই রচন[২০] লোকের বচন[২২]
আমি ভাল জানি ইহা॥"

১ জথারাগ, ২৯৫, ২৩৯৪
২ হও তাহার, পসং
৩ য়োই, ২৩৯৪; ঐ, ২৯৫
৪-৪ পরানে নাহিক, ২৯৫, ২৩৯৪
৫ জন, পসং ৬ মুখ, ২৩৯৪
৭ স্বতন্তর, পসং
৮-৮ এ রূপ জোবন, ২৯৫, ২৩৯৪
৯ তাহারে, পসং ১০ নহে বা, পসং
১১ শ্যামের, ঐ ১২ অতি, ঐ
১৩ হেরিতাম, ২৯৫ ২৩৯৪,
১৪ সব জন বলে কুলকলঙ্কিণী, ২৩৯৪, ২৯৫
১৫-১৫ শ্যামের, ২৯৫, ২৩৯৪
১৬-১৬ সৌরভ করিয়া নিলু, পসং
১৭ তারে, ২৯৫, ২৩৯৪ ১৮ দিনু, পসং
১৯ চণ্ডিদাস, ২৩৯৪, পসং
২০ কয়, ২৯৫, ২৩৯৪,
২১ বচন, পসং ২২ সূচনা, ঐ

টীকা

পং—৩। আড় :—সং-অন্তরাল হইতে।

৮। চির :—সং-চীর্ণ (বিদীর্ণ) হইতে। আবদ্ধ জল আহরিত বেগ-প্রভাবে যেমন বাঁধ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয়, সেইরূপ আমার মনের বেদনার আধিক্য হেতু তাহা যেন বুক বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে।

তু°—"প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর" (কৃঃ কীঃ, ৪৮ পৃঃ)।

৯। স্বতন্তরা :—সং স্বতন্ত্রা হইতে; স্বেচ্ছাচারিণী।

তু°—"সামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর" (কৃঃ কীঃ, ২৪ পৃঃ)।

১১। তু°—"ধীবর কাল, হাতে লয়ে জাল, তুরিতে ঝাঁপয়ে তীরে" (চণ্ডীদাস, ১৫২ পৃঃ)।

১৮। তু°—"সে মোর চন্দন চুয়া" (ঐ, ১৩৪ পৃঃ)।

[১১০]*

শ্রীরাগ

ঘন শ্যাম শরীর কেলি-রস
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিনী ॥
ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল-ডাল
অঙ্গে গিরি-লাল কিয়ে চলনি।
লুফিছে পাঁচনি বাজিছে কিঙ্কিনী
পদ-নূপুর ঝুনু ঝুনু শুনি ॥
কত যন্ত্র সুতান কলারস গান
বাজায়ত মান করি সুমেলে।
যব বেণু পূরে মৃগ পাখী ঝুরে
পূলকে তরু পল্লব-পুষ্প-ফলে ॥
কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গায়ে
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডীদাস মনে অভিলাস
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥

টীকা

এই পদটি "পদসমুদ্র" হইতে সংগ্রহ করিয়া রমণী-মোহন মল্লিক মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাস" গ্রন্থে "গোষ্ঠ-বিহার" পদ-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। শুনিয়াছি নীল-রতনবাবু অনেক নবাবিষ্কৃত পুঁথি হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদের যে সকল পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে দানলীলার সকল পদই পাওয়া যাইতেছে, কেবল এই পদটিরই সন্ধান মিলিতেছে না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, নীলরতনবাবুর পুঁথিতে এই পদটি ছিল কি না, নতুবা বোধ হয় তিনি রমণীমোহন মল্লিকের সংস্করণ হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব এই পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এই পদটি সন্দিগ্ধ পর্য্যায়ের অন্তর্গত ভাবিয়া পদ-পরিচায়ক সংখ্যার পার্শ্বে তারকা-চিহ্ন স্থাপিত হইল।

পং—১। শরীর কেলিরস:—তু°—"শ্যাম চিকনিয়া দে, রসে নিরমিল কে, প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি" (জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২০৪ পৃঃ), এবং—"মূরতি রসকেলি" (গোবিন্দ-দাস, ঐ, ৩০১ পৃঃ)।

২-৩। যমুনাক=যমুনার। যমুনার তীরবর্ত্তী বনে যিনি বিহার করেন। তু°—"তপন-নন্দিনী-তীরে তালবনি ভুবনমোহন লাবণী" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ৩০১ পৃঃ)।

৪। কিঙ্কিনী:—জ্ঞানদাস কিঙ্কিনী গোপালের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"নীল পদ্মকান্তি জিনি কিঙ্কিনী গোপাল" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

৫-৬। শ্যামের কপাল গাঢ় চন্দন-লিপ্ত, কর্ণে পুষ্পদল এবং অঙ্গে গৈরিক বসন বিরাজিত। তিনি মধুর ভঙ্গীতে গমন করিয়া থাকেন।

ফুলডাল:—তু—"উপরে দুলিছে ফুল, অঙ্গে ফুল-ডাল" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

অঙ্গে গিরি-লাল:—তু°—"গায়ে রাঙ্গা মাটী, কটিতটে ধটি" (বৈ-প-ল, ১১১, পৃঃ)।

কিয়ে চলনি:—তু°—"মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৬ পৃঃ)।

৭। বাজিছে কিঙ্কিনী:—তু°—"কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুনু ঝুনু গান" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

৮। পদ-নূপুর ইত্যাদি:—তু°—"রুনু ঝুনু বাজে পায় সোনার নূপুর" (ঐ)।

৯। কত যন্ত্র সুতান.—"তু°—"শিঙ্গা বেনু লাখে লাখে বাজায় ব্রজবালকে" (বৈ-প-ল, ১৯৮ পৃঃ)।

কলারস গান:—"গাওত গমকে, গীত কীরি গুর্জ্জরী, গৌরী গোল গোপী গান্ধার" (ঐ, ২৯৬ পৃঃ)

১১। পুরে:—নিনাদ করে।

১২। পুলকে:—পুলকিত হয়।

১৩-১৪। কোন বালক কৃষ্ণের রূপ নিরীক্ষণ করে, কেহ বা তাঁহার গুণগান করে, আর কোন কোন বালক প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া কথা বলিতেছে। তু°—"কেহ নাচে গুণ-গানে" (পরবর্ত্তী, পদ সং ২০০)।

---

[১১১]

বড়ারি[১]

গদগদ[২] প্রেমে[২] রূপ নিরখিতে
প্রেমরসময়ই রাই।
কানুর মরমে[৩] রাধার নয়নে[৩]
পশিয়া[৪] রহিল[৪] দুই॥
ইঙ্গিত[৫] কটাক্ষে তরল চাহনি
দোঁহে দোঁহা দোঁহে রীত।
সঙ্কেত বেকত আন নাহি জানে
গোঠেতে চলিলা চিত[৫]॥
ইঙ্গিত[৬] কটাক্ষে[৬] কহিয়া চলিল
রসিক নাগর কান।
মথুরার[৭] পথে[৭] বিকি অনুসারে
সাধিতে চলিলা[৮] দান॥
দোঁহে ঠারাঠারি আঁখি ফিরাফিরি[৯]
গোঠেতে গমন কৈল[১০]।
হৈ[১১] হৈ[১১] বলি চলে বনমালী
ধেনু লয়া[১২] চলি গেল[১২]॥
সব ব্রজবালা করি নানা খেলা
গোঠমাঝে[১৩] চলি যায়।
কানু আন ছলে মথুরার পথে
দীন[১৪] চণ্ডীদাসে[১৫] গায়॥

১ রাগ°, ২৩৯৪, ২৯৫ ২-২ বিদগধ প্রেম, পসং
৩ মরমে, ২৯৫, ২৩৯৪ ৪-৪ সঁপিয়া পশিলা, পসং
৫-৫ বাদ, ২৩৯৪, ২৯৫ ৬-৬ সঙ্কেত ইঙ্গিতে, পসং
৭-৭ মথুরা নগরে, ২৩৯৪, ২৯৫
৮ রসের, ঐ ৯ ফিরি ফিরি, পসং
১০ কেলি, ঐ ১১-১১ হই হই, ঐ
১২-১২ লয়ে গেলা চলি, ঐ
১৩ গোঠে মাঠে, ২৩৯৪,২৯৫
১৪ দ্বিজ, পসং ১৫ চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

পঙ্—৭-৮। চক্ষে চক্ষে উভয়ের যে সঙ্কেত হইল তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, অন্যে ইহার কিছুই জানিতে পারিল না; তখন গোষ্ঠে যাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইল।

„ ৯-১২। শ্রীরাধা দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিবার ছলে মথুরার দিকে যাইবেন, আর কৃষ্ণ পথে তাঁহার নিকট হইতে দান আদায় করিবেন, ইহা পরস্পরের ইঙ্গিতে স্থির হইলে পর কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

১৭-১৯। অন্য বালকেরা গোষ্ঠের দিকে গেল, কিন্তু কানু ছল করিয়া মথুরার পথে চলিলেন।

---

[১১২]

সুই সিন্ধুড়া[১]

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
সুবল[২] চলিয়া[৩] গেলা[৩]।[৪]
ইঙ্গিত জানিয়া[৫] সুবল বুঝিলা[৬]
পাতিতে দানের ছলা[৭]॥
কদম্ব[৮]-কাননে চলিলা সঘনে
ধেনুগণ নিয়োজিয়া[৯]।
মথুরার[১০] পথে চলে যদুনাথে
রাজপথখানি বেয়া[১০]॥

দুসারি কদম্ব- তরুর[১১] মাঝারে[১১]
বসিলা রসিক রায়।
মধুর মুরলী পূরিলা তখনি
আন ছলে কিছু গায়॥
নটবর বেশ নাগর-শেখর
দানছলে আছে বসি।
ক্ষণেক[১২] ক্ষণেক[১২] রাই[১৩]-পথ চায়া[১৩]
পূরত[১৪] মোহন বাঁশী॥
চণ্ডীদাস কহে[১৫]— "তুরিত গমন
কর রসময়ী[১৬] রাধে।
তোমার কারণে বসি বিনোদিয়া
গোষ্ঠ[১৭]-রসের সাধে[১৭]॥"

১ বাদ, ২৮৯ ; সিন্ধুড়া, পসং ; সুইন্ধুড়া, ২৩৯৪
২-২ সুবলে বলিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫ ; সুবল চলিএ, ২৮৯
৩ গেল, পসং
৪ ইহার পরবর্ত্তী ৪ পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুঁথিতে নাই
৫ বুঝিএ, ২৮৯ ; বুঝায়্যা, ২৯৫
৬ জানিল, ২৮৯ ; সাঙ্গাতে, ২৯৫
৭ ছল, পসং ; ছলে, ২৮৯
৮ কুমুদ, পসং, ২৯৫
৯ নিজজিএ, ২৮৯ ; নিজজিয়া, ২৯৫
১০-১০ চলিলেন শ্যাম, অতি অনুপাম, রায়্যের পথে লাগিয়া, ২৯৫, ২৩৯৪
১১-১১ তরুবর মাঝে, পসং, ২৮৯
১২-১২ অলপ অলপ, ২৮৯
১৩-১৩ রহি পথ চেয়ে, পসং ; রাই পানে চেএ, ২৮৯
১৪ পুরিছে, ২৮৯
১৫ বলে, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
১৬ বিনদিনি, ২৮৯
১৭-১৭ গোঠ-রস করি বাধে, পসং ; গোঠ-রস করি সাধে, ২৮৯

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। অন্য বালকেরা ধেনু লইয়া কদম্ব-কাননে চলিল, আর কানু রাজপথে মথুরার দিকে চলিলেন

---

[১১৩]

জয়শ্রী[১]

রাই সুনাগরী প্রেমের[২] আগরি[২]
সঙ্কেত পড়িল[৩] মনে।
বড়ায়েরে[৪] ডাকি কহে চন্দ্রমুখী[৫]—
"যাইব মথুরা পানে॥"[৬]
আনি গোপীগণ যুথের মিলন
"চল চল যাব বিকে।
দধির পশরা সাজাহ তোমরা
বিলম্ব না সহে[৭] মোকে॥"
সব[৮] গোপীগণ চলিলা ভবন
সাজিলা[৯] পশরা লই[১০]।
ঘৃত ছেনা দুধ[১১] ঘোল[১২] নানাবিধ[১২]
ভাণ্ডে সাজাইল[১৩] দই॥[১৪]
সোনার গাগরি সাজায়ে[১৫] দুসারি
ওড়নি বিচিত্র তাতে[১৬]।
করে অতি শোভা জিনি[১৭] শশী-আভা
বসন[১৮] কালিয়া সেতে[১৯]॥
নানা আভরণ পরে[২০] গোপীগণ
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে— আসি[২১] রাধা[২১] মিলে
সব গোপীগণ[২২]-সাথে[২২]॥

১ রাগ জয়ন্তি, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯
২-২ প্রেমেতে গাগুরি, ২৩৯৪, ২৯৫ (প্রেমেতে°) ; °গাগরি, ২৮৯

৩ পড়ল, পসং ৪ বড়াইয়ে, ঐ

৫ চন্দ্রামুখি, ২৩৯৪, ২৯৫

৬ ইহার পরের ৪ পঙ্‌ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই

৭ কর, পসং ৮ আনি, ২৮৯

৯ সাজায়ে, পসং, ২৮৯

১০ ধোই, ২৩৯৪ ; তোই, ২৯৫

১১ দুগ্ধ, ২৩৯৪, ২৯৫ ; দুধি, ২৮৯

১২-১২ সে ঘোল বিবিধ, ২৩৯৪; ঘোল বিবিধ, ২৯৫, পসং

১৩ সাজাইছে, পসং

১৪ ইহার পরের ৪ পঙ্‌ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই

১৫ বসিয়া, ২৩৯৪ ; বসায়্যা, ২৯৫

১৬ নেত, পসং ; তাথে, ২৩৯৪

১৭ যেন, পসং ১৮ বরণ, পসং

১৯ সেত, ঐ ২০ পরি, ২৩৯৪, ২৯৫

২১-২১ সব গোপী, পসং

২২-২২ গোপী মিলে রাধে, ঐ

।

পঙ্—১। আগরি :—সং—আ-ক ধাতু পূরণে; তাহা হইতে স্ত্রীলিঙ্গে আগরি অর্থে পরিপূর্ণা (তরু, শব্দসূচী)। অন্যত্র—প্রাকৃত-সংস্কৃত "আগর" অর্থ অগ্রগণ্য (হরিবংশ, শব্দসূচী)। কিন্তু চর্য্যাপদে (১৮শ)—"ডোম্বিত আগলি" অর্থে—"ডোম্বীব্যতিরেকাৎ নান্যা" ইত্যাদি। এখানেও অগ্রণী, শ্রেষ্ঠা অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তু°—"লাস-লাবণ্যে বেড়াও রূপের আগল" (হরিবংশ, ১০২ পৃঃ)।

পাঠান্তরে "গাগরি" শব্দ ধৃত হইয়াছে। "প্রেমের ঘড়া" অর্থে—"গাগরি" হইতে "আগরি" কি ? অথবা—সং—আগার (আধার অর্থে) হইতে অপভ্রংশে স্ত্রীলিঙ্গে আগরী। প্রাদেশিকতায় "আগলি" অর্থে ধামা (জ্ঞানেন্দ্র)।

৩। বড়াই :—বড় আই = বড়াই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে "বুঢ়ীঅ মাই" (৭ম পৃঃ), অর্থাৎ বুড়ো মা, পিতামহী বা মাতামহীস্থানীয়া বৃদ্ধা। জ্ঞানদাসে—"বড়ি মাই, ভাল বিকি কিনি শিখাইলি" (বৈ-প-ল, ২৩৪ পৃঃ) কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়ায়ের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

> "আইহনের মাঅ গুণী মনে
> ঝাঁট গিআঁ পতুমার থানে ॥
> চাহি নৈল বুঢ়ীঅ মাই।
> তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ (৭ পৃঃ)।

অর্থাৎ—আয়ান ঘোষের মাতার পিসী, সম্পর্কে রাধার বড়ায়ি।

ভবানন্দের হরিবংশে—

> "হেন কালে আইল রাধার মাতামহী ॥
> অনেক কালের বুড়ী বয়সে অধিক।" ইত্যাদি

এবং—

> "বড়াই পুছিলা তান নাতিনের স্থানে।"
> (২১ পৃঃ)।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়ায়ের রূপ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

> "শ্বেত চামর সম কেশে।
> কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ॥
> ভ্রূহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি।
> কোটর বাটুল দুঈ আখি ॥
> নাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
> উন্নত গণ্ড কপোল খাঁনে ॥
> বিকট দন্ত কপট বাণী।
> ওষ্ঠ আধর উঠক জিনী ॥
> কাঠী সম বাহু-যুগলে।
> নাভি মূলে দুঈ কুচ লুলে ॥
> কুটিল গমন ঘন কাশে। (৮ পৃঃ)।

৭। পশরা :—সং—প্রসার হইতে ; যে পাত্রে পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাখা হয়।

১১-১২। তু°—"ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাঞা পসরা, প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৮ পৃঃ)।

১৩। সোনার গাগরি :—সং—কর্করী—গর্গরী হইতে গাগরি। অর্থ কলসী, ঘড়া। দানকেলি-কৌমুদীতে

গোপীগণের স্বর্ণঘটের উল্লেখ আছে (বহরমপুর সং, ১৬ পৃঃ)। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—"সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী। নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥" (১৪৩ পৃঃ)।

[১১৪]

আশোয়ারি [১]

রাধার বেশের[২] শোভা বনাইছে
চিকুরে[৩] আঁচরি-চুলে[৪] ।
তাহে সুগন্ধিত অগরু[৫] চন্দন
বেড়িয়া[৬] মল্লিকা[৭] ফুলে[৮] ॥
বেণীর সুছান্দে[৯] দৃঢ় করি বান্ধে[১০]
কি[১১] কব তাহার[১১] কথা।
অতি শোভা দেখি কাল[১২] জাদ-শিখা[১২]
দেখিতে হিয়াতে ব্যথা ॥[১৩]
চাঁদ ঝলমল শ্রীমুখ-মণ্ডল
ভালে সে[১৪] সিন্দূর-ফোঁটা।
তার মাঝে[১৫] মাঝে[১৫] চন্দনের[১৬] বিন্দু
অমল[১৭] বিধূর[১৮] ঘটা ॥
নয়নে[১৯] অঞ্জন শোভে বিলক্ষণ[২০]
অধর রাতুল দেখি।
গলে গজমতি লম্বিয়াছে[২১] তথি
কাঁচুলি তাহাতে[২২] সাথী[২২] ॥
নিতম্ব-মণ্ডলে[২৩] ঘাঘর কিঙ্কিণী
চলিতে বাজয়ে ভাল।
নানা আভরণ[২৪] বিবিধ[২৫] ভূষণ[২৫]
মোহিত সকলি[২৬] ভেল ॥ [২৭]
সোনার বরণ তাহে নীলাম্বর[২৮]
বসন শোভিত ভাল[২৮] ।
সোনার নূপুর চলিতে মধুর
বাজয়ে পঞ্চম তাল[২৯] ॥
রাধা[৩০] মাঝে করি চলে ব্রজনারী
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাসে[৩১] বলে-- রাই বিনোদিনী
চলিল[৩২] মথুরা-পথে ॥

[১] রাগ আসোয়ারি, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯
[২] বেশ, পসং [৩] চিকুর, ঐ [৪] চুল, ঐ, ২৮৯
[৫] য়গোর, ২৩৯৪ ; অগোর, ২৯৫
[৬] বেড়িয়ে, পসং ; বেড়িএ, ২৮৯
[৭] বোকুল, ২৩৯৪ [৮] ফুল, পসং, ২৮৯
[৯] সুছাঁদ, পসং [১০] বাঁধে, ঐ
[১১-১১] কি কহিব তার, ২৩৯৪, ২৯৫
[১২-১২] কাল জাদ সাথী, পসং ; কালজপ্রশিখী, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
[১৩] এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, ২৮৯
[১৪] সু, ২৩৯৪, ২৯৫ [১৫-১৫] ধারে ধারে, ঐ
[১৬] অলকার, ঐ
[১৭] আঙ্গুলি, পসং ; উত্তম, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৮] চান্দের, ২৮৯ [১৯] নয়ানে, ২৩৯৪, ২৯৫
[২০] বিচক্ষণ, ২৩৯৪
[২১] লম্বি আছে, পসং, ২৯৫ ; লাম্বিএছে, ২৮৯
[২২-২২] কি তার দেখি, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
[২৩] মণ্ডল, পসং [২৪] আভরনে, ২৯৫
[২৫-২৫] সাজে বিলক্ষন, ২৩৯৪, ২৯৫
[২৬] সকল, ঐ [২৭] এই ৪ পঙ্ক্তি বাদ, ২৮৯
[২৮-২৮] আরোপিত পীতের বসন ভালি, পসং ; আরপিত সোভে নিলবাস ভালি, ২৮৯ ;
[২৯] তালি, পসং, ২৮৯ [৩০] রাই, ২৩৯৪
[৩১] চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯
[৩২] চলিলা, পসং ; চলিলে, ২৮৯

টীকা

পঙ্—২। চিকুরে:—কেশে। তু°—"চামর জিনিআঁ চিকুর তোরে" (কৃঃ কীঃ, ৫৫ পৃঃ)।

আচরি:—সং—আ-চির ধাতু বিদারণে; আচরি চুলে= সুবিন্যস্ত চুলে।

৩। অগরু (অগুরু বা অগোর, অগৌর) কাষ্ঠ—বিশেষ। কাষ্ঠ আপীত এবং লঘু বলিয়া অগৌর বা অ-গুরু আখ্যা লাভ করিয়াছে (অগুরুত্বাদগুরুঃ, লঘুনাম চেতি) ইহার কাণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধ নির্য্যাস জন্মে, তাহাই অগুরু-চন্দন রূপে প্রসাধনে ব্যবহৃত হইত। অগুরু-চন্দন-নির্য্যাস দ্বারা রাধার চুল সুবাসিত করা হইয়াছে, ইহাই অর্থ।

৪। তু°—লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ
ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।
(কৃঃ কীঃ, ১৩১ পৃঃ)।

অন্যত্র—

"চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি।
মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥"

(বড়ু চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদ, সা-প-প, ১৩৩৯, ১৮৩ পৃঃ)।

৭। কালজাদ-শিখী:—ময়ূরের আকারে বেণীর অগ্রভাগে থোপনা বাঁধা হইয়াছে। জাদ—"বেণীর আগায় ঝুলাইবার জন্য থোপা" (তরু, শব্দসূচী) অথবা ফিতা।

৯। তু°—"শরত উদিত চান্দ বদন কমল" (কৃঃ কীঃ, ৫৭ পৃঃ)।

১০-১২। "তু°—শিশত শোভএ তোর কাম-সিন্দুর"
এবং—"ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা"
(ঐ, ৬৮ পৃঃ)।

১৪-১৫। তু°—"বন্ধুলী জিনিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমুতী"
(ঐ, ৯০ পৃঃ)।

[১১৫]

বড়ারি[১]

রাই বলে—"শুন, হেদে গো বেদনি[২],
ঘাটের জানহ পথ।"
বড়ায়েরে[৩] রাধা কহে রস[৪]-কথা—
"বড় দেখি অনুরথ[৫]॥
আর কত দূর আছে[৬] মধুপুর
কহনা বেদনী বুড়ি।
সহজ[৭] গমনে[৭] পথ নাহি চল[৮]
চলিয়া যাইতে নারি॥"
কানু-পরসঙ্গ অলপ ইঙ্গিতে
সুধাই[৯] যতন করি।
কহিতে কহিতে হইল[১০] মোহিত—
"কহ কহ আগো বুড়ি॥"
কহিছে বড়াই আপনি দড়াই[১১]—
"মাঝেতে[১২] যমুনা এ[১৩]।
ও পার হইলে যা চাহ তা পাবে[১৪]
এ পারে নাহিক সে[১৫]॥"
হাসি কহে রাধা বলে বাণী[১৬] আধা
"ও পারে কে আছে বল।"
বড়াই বলিছে "কহিলে কি[১৭] হয়[১৭]
আগে[১৮] দেখাইব[১৮] চল।"
হরষ বদনী রাই বিনোদিনী
পুনঃ[১৯] সে সুধায় তায়[১৯]—
"সে জন কেমন কিবা তার নাম"—
দ্বিজ চণ্ডীদাসে[২০] গায়॥

[১] রাগ বড়াড়ি, ২৩৯৪ [২] বিনদি, ঐ
[৩] বড়াইরে, পসং [৪] এক, ঐ
[৫] অনুগত, ২৩৯৪ [৬] বাদ, ২৩৯৪
[৭-৭] সহজে আগল, পসং [৮] চলে, ঐ

৯ সুধাইছে ২৩৯৪ ১০ হইলে, ঐ
১১ ডরাই, ঐ ১২ মাঝারে, ২৩৯৪
১৩ য়ে, ঐ ১৪ দিব, ঐ
১৫ সোয়ে, ঐ ১৬ আধা, পসং
১৭-১৭ কহিব, ২৩৯৪ ১৮-১৮ আগেতে দেখাই, পসং
১৯-১৯ পুলকে পুনু সুধায়, ২৩৯৪ ২০ চণ্ডীদাস, পসং

টীকা

পঙ্—১। বেদনি=দরদী (সম্বোধনে)।

৪। অনুরথ:—সং—অনর্থ (পরবর্ত্তী ১২৪, ১২৬, ৩১০ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য); বড়ায়িকে দ্রুত গমনে অশক্ত দেখিয়া বিরক্তির সহিত ইহা বলা হইয়াছে।

৭-৮। তু°—"আতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে।
জায়িতে নারোঁ ত্বরিত গমনে॥
(কৃঃ কীঃ, ১৩৬ পৃঃ)।

৯। পরসঙ্গ=প্রসঙ্গ

১৩। মনে মনে স্থির করিয়া।

[১১৬]

বড়ারি [১]

"শুন গো,[২] বড়াই, হেথা[৩]।
কহ কহ[৪] শুনি সে জন কেমন
তার পরসঙ্গ-কথা॥
কোন নাম তার সে কোন[৫] দেবতা
সে কেনে ঘাটেতে বসি।"
বড়াই কহিছে[৬]— "এখনি[৭] জানিবে
সঙ্গে আছে তার[৮] বাঁশী॥"
বাঁশীর নিশান জানিয়া[৯] তখন
হাসি বিনোদিনী রাধা।
"তা সনে কিসের পরিচয় মোর,
কি আর করহ[১০] বাধা॥"[১১]
"সে[১২] জন-চাতুরী তাহার মাধুরী,
তার নাম কালা কানু।
যা[১৩] চাহ[১৪] তা দেই ইথে[১৫] আন নাই[১৬]
অতি সে রসের তনু[১৭]॥"
রাধা বলে—"শুন, বড়াই বেদনী,
চলিতে না চলে পা।"
বড়াই বলিছে[১৮] রাই পানে চেয়ে[১৯]
"তোমার রসের গা[২০]॥
বুড়ীরে[২১] কি বল যে বল সে বল
বুড়ীর নাহিক লাজ।
যুবতী জনার পরশিতে তনু
চলই দানের মাঝ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "নিয়া দান-ছলে
ভেটই নাগর রায়।
শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
কদম্ব-তরুর ছায়॥"

১ তথা রাগ, ২৩৯৪ ২ হ, ঐ
৩ বায়গো হেথা, ঐ ৪ বাদ, ঐ
৫ কুন, ঐ ৬ বলিছে, ঐ
৭ এখুনি, ঐ ৮ জার, ঐ
৯ জানিএ, ঐ ১০ [illegible]হিব, ঐ
১১ রাধা, ঐ ১২ জে, ঐ
১৩ যে, ঐ ১৪ চাহে, পসং
১৫ এথে, ২৩৯৪ ১৬ নাহি, ঐ
১৭ তোনু, ঐ ১৮ কহিচে, ঐ
১৯ চেয়্যা, ঐ ২০ রা, ঐ
২১ এই স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত ২৩৯৪ পুঁথিতে নাই।

টীকা

পঙ্—১১। তাহার কথা কহিতে তোমার বাধে কেন?

[১১৭]

সিন্ধুড়া[১]

প্রেমে ঢল ঢল নয়ন[২]-কমল
প্রেমময়ী ধনী রাই।
শ্যাম-নাম[৩]-মালা জপিতে জপিতে
আনন্দে চলে[৪] তথাই[৪] ॥
রাই বলে শুন— "রসিয়া[৫] বড়াই
কত দূর[৬] মধুপুর।
নয়ান ভরিয়া[৭] তারে[৮] দেখি গিয়া[৯]
তবে মনোরথ পূর ॥"
হাসিয়া বড়াই কহিছে দড়াই[১০]
"ও পারে তোমার[১১] কাজ।
তোমার কারণে বসি[১২] দান[১২] ছলে
আছয়ে[১৩] রসিক-রাজ ॥"
ক্ষণে[১৪] বলে রাধা ক্ষণে করে বাধা
"তা সনে কিসের কাজ।
কেবা জানে তারে দানী বসিয়াছে
এই রাজপথ-মাঝ[১৪] ॥
আমরা কংসের যোগানী হইয়ে[১৫]
তারে বা কিসের ডর।"
চণ্ডীদাস বলে— "গিয়ে[১৬] মিল রাধে
সে হরি রসিকবর[১৬] ॥"

[১] রাগ সিন্ধুরা, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯
[২] নয়ান, ২৩৯৪, ২৮৯
[৩] মন্ত্র, ২৩৯৪ ; চাঁদ, পসং
[৪-৪] চলিয়া যাই, পসং
[৫] রসিক, ২৮৯
[৬] দূরে, ২৮৯
[৭] ভরিএ, ঐ
[৮] তাকে, পসং
[৯] গিএ, ২৮৯
[১০] ডড়াই, ২৩৯৪
[১১] দানের, পসং
[১২-১২] আছে°, ২৮৯ ; °আন, পসং, ২৩৯৪
[১৩] বসিএ, ২৮৯ ; দানি সে, ২৩৯৪
[১৪-১৪] বাদ, ২৩৯৪, ২৮৯
[১৫] হইয়া, ২৩৯৪
[১৬-১৬] ভেটহ তুরিতে, সেখানে নাগরবর, ২৩৯৪ ; বহু ভাগ্যে মিলে, সেই সে নাগরবর, ২৮৯

টীকা

পং—৪। তথাই:—বড়াই-দর্শিত পথে শ্যামের নিকটে।

১৩। একটু বলে, একটু বলে না, এই ভাবে।

১৭। যোগানী:—আহরণকারিণী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে। কংসের ঘৃত-দধি-দুগ্ধাদি যাহারা সরবরাহ করে। তু°—"জাকে দুধ যোগাও তারে কি বুলিবো" (কৃঃ কীঃ, ১৭৫পৃঃ)।

[১১৮]

তুড়ি[১]

শ্যাম-পরসঙ্গ বড়াই[২] সহিতে
কহিয়ে চলিয়া যায়[২]।
সব গোপীগণ[৩] হাসিতে হাসিতে
গমন করিছে তায় ॥
কোন সখী বলে[৪]— "নিকটে মথুরা
উপার[৫] চাহিয়া[৬] দেখ।
মেঘের বরণ দেখিয়া[৬] সঘন
ক্ষণেক এ পারে থাক ॥
বড় অদভুত দেখি যে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে।
কি হেতু ইহার বুঝিতে না পারি
ভাবনা হইল চিতে ॥"
তাহাতে বড়াই কহিছে—"ওথায়[৭]
মেঘের[৮] বরণ কেহ[৮]।
গোকুল[৯]-নন্দের নন্দন রয়েছে
তাহার বরণ দেহ[১০] ॥"

বড়াই বচন শুনি গোপীগণ
হরষ বদনে চায়।
চণ্ডীদাসে বলে— বিনোদিনী রাধে[১১]
আনন্দে ভাসল তায়॥

[১] তথা রাগ, ২৩৯৪
[২-২] কহিতে ২ সব ধনি চলি জায়, ঐ
[৩] সখিগণ, ঐ [৪] গণ, ঐ
[৫-৫] নিকটে চাহিয়ে, পসং [৬] দেখিলে, ২৩৯৪
[৭] দড়াই, ঐ [৮-৮] ও নহে দেবের মেহা, পসং
[৯] গোকুলে, পসং [১০] দেহা, ঐ
[১১] রাধা, ২৩৯৪

টীকা

পঙ্—১৫-১৬। কৃষ্ণের, বর্ণ দেখিয়া গোপীগণের মেঘ ভ্রম হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা দানকেলি-কৌমুদীতে আছে (বহরমপুর সং, ৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

[১১৯]

শ্রী[১]

কোন সখা[২] বলে— "শুন রসময়ী[৩]
আজু[৪] সে বিষম বড়ি।
মাঝ রাজপথে হেদে[৫] আচম্বিতে[৫]
কেমনে যাইব[৬] এড়ি॥
এত দিন মোরা করি আনাগোনা[৭]
জগাত[৮] নাহিক শুনি।
কেবা সিরজিল[৯] জগাত বলিয়া
আমরা নাহিক জানি॥"
বড়াই কহিছে— "ভয়[১০] দেখাইছে
এ বড় বিষম দানী।
এ দধি দুধের[১১] নহে সে কাঙ্গাল
ঐছন[১২] যাদুয়া[১৩] মণি॥
যার ঘরে আছে দুধের সাগর[১৪]
নন্দঘোষ যার পিতা।
তার কি লালসা ছেনা[১৫] লুনি দুধে[১৫]
যশোমতী যার মাতা॥"
চণ্ডীদাস কহে[১৬]— "শুন কহি[১৭] রাধা
এ বড়[১৮] বিষম দানী।
হাসিল লইতে রাজ-কর দিতে[১৯]
ঘাটে রহে যাদুমণি[২০]॥"

[১] জয়ন্তি, ২৩৯৪, ২৯৫ [২] গোপি, ঐ
[৩] মই, ঐ [৪] আজি, ঐ
[৫-৫] আচম্বিতে দেহে, পসং [৬] যাইবে, ২৯৫
[৭] গতায়াত, ২৯৫, ২৩৯৪
[৮] জাগাত, পসং. এবং পরে
[৯] সেবা জন, পসং [১০] তব, পসং
[১১] দুগ্ধের, ২৯৫, ২৩৯৪
[১২] অই সে, ২৩৯৪, ঐ সে, ২৯৫
[১৩] জাদব, ২৯৫, ২৩৯৪ [১৪] বাথার, পসং
[১৫-১৫] তার কিবা আশা, পসং [১৬] বলে, ২৩৯৪
[১৭] শুন, ২৩৯৪, ২৯৫ [১৮] বড়ি, ঐ
[১৯] ভিতে, পসং [২০] গুণমণি, ২৩৯৪, ২৯৫

টীকা

পঙ্—৩। হেদে :—হা দেখ, সংক্ষেপে।

৪। এড়ি :—সং—ইড়িত হইতে; পাশে রাখি, অতিক্রম করি (শব্দকোষ); তু'—"এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝি" (কৃঃ কীঃ, ১০০ পৃঃ)।

৬। জগাত :—শুল্ক আদায়কারী। আরবী "জকাৎ" হইতে (Moreland's "From Akbar to Aurangzeb," p. 284)।

৭-৮। তু°—"কে তোরে দিল দান কথাঁ তোর ঘরে (কৃঃ কীঃ, ১১২ পৃঃ)।

১২। যাদুয়া :—কাহারও মতে সং—যাদব হইতে, আদরে।

১৯। হাসিল :—আরবী শব্দ, অর্থ—লভ্য।

[১২০]

রাগ কৌ[১]

রাধা[২] বলে—"মোরা[২] জগাত[৩] না জানি[৩]
কতবার মোরা আসি।
দান সাধে ঘাটে ঘাটিয়াল[৪] হইয়া[৪]
কদম্ব-তলাতে বসি।
গোকুলে বসতি ইথে কি জগাতি[৫]
কংসের যোগানী মোরা।
রাজার হুজুরে আরজি করিয়া[৬]
ইহারে করিব তোরা[৭] ॥"
এই সব রচি[৮] দূর[৯] পথ হৈতে
বুড়ীরে কহিছে যত।
"গেলে[১০] তার পাশে[১১] দানী কিবা করে
কহিব তাহার মত ॥"
"অরাজ করিতে[১২] কংস-রাজপাটে[১৩]
অবিচার যদি করে।
তবে যাব মোরা রাজার গোচরে[১৪]"
চণ্ডীদাস বলে তারে ॥

[১] কৌ, ২৩৯৪
[২-২] রাধিকা বলেন, ২৩৯৪, ২৯৫
[৩-৩] জাগাত বলিয়া, পসং
[৪-৪] ঘাটিয়া লইয়া, ঐ
[৫] আরতি, ঐ
[৬] হইয়া, ২৩৯৪, ২৯৫
[৭] ভোরা, পসং
[৮] বটী, ঐ
[৯] দূরে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১০] দেখি, পসং
[১১] কাছে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১২-১২] অরাজ হইথ, পসং
[১৩-১৩] রাজা বটে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৪] গোচর, ঐ

টীকা

পঙ্—৩। ঘাটিয়াল :—সং—ঘট্টপাল (তু°—দানকেলি-কৌমুদী, ৭৬ পৃঃ) হইতে। যে ঘাটের দান সাধে। তু°—"পার কর মথুরাক ঘাটোআল কহী (কৃঃ কীঃ, ১৪৫ পৃঃ)।

৪। তু°—"বসিআঁ থাক কদমের তলে" (কৃঃ কীঃ, ১১৩ পৃঃ)।

৭-৮। তু°—
"রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী।
তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিক মুরারী ॥
(কৃঃ কীঃ, ১১২ পৃঃ)।

হুজুরে :—আরবী—হুজুর (মহিমা)। মান্যার্থে নিকটে।

আরজি :—আরবী—আরজ, অরাজ, আরজি। আবেদন।

তোরা :—সং—তুদ্ ধাতু পীড়নে। এখানেও পীড়ন অর্থে।

১৩-১৫। রাজদরবারের কর্ম্মচারিগণের নিকটে নালিস করিলে তাহারা যদি ইহার প্রতিবিধান না করে, তাহা হইলে আমরা রাজার নিকটে নালিস করিব।

[১২১]

কানাড়া[১]

"শুন, রসময়ই রাধা[২]।
চল সব গোপী বিলম্ব না কর
কেন বা করিছ বাধা ॥

দেখ[4] আগে হৈয়া[4] পশরা লইয়া[5]
দানী[6] কি বলে কি[6] চায়।
তবে সে সকল যা[7] জানি করিব[7]
যে[8] আছে মোর হিয়ায়[8] ॥"

বড়াই বচনে যত গোপীগণে
চলিলা কদম্বতলে।
"রহ রহ বলি শুন গোয়ালিনী"
দানী সে ডাকিয়া বলে ॥

"বহু দিন রাধে ছলায়াছ[9] সাধে[10]
আজু সে পেয়েছি[11] লাগি।
যত অনুতাপে[12] তাপিত আছিয়ে[13]
উঠিছে দারুণ আগি ॥"

চণ্ডীদাস বলে— "বিপাকে[14] পড়িলে[14]
ঠেকিলে[15] দানীর হাতে।
একে আছে তাই[16] সঙ্গেতে[17] বড়াই[18]
অপযশ তার[19] মাথে[19] ॥"

বাদ, ২৮৯ ২ রাধে, ঐ
সহে, ঐ
৪-৪ দেখহ আগেতে, ২৯৫, ২৩৯৪ ; °হুএ, ২৮৯
৫ লইএ, ২৮৯
৬-৬ দেখ দানি কিবা, ২৮৯ ; দানী আগে কিবা, পসং
৭-৭ °কহিব, ২৯৫ ; জানিব কহিতে, পসং, ২৮৯
৮-৮ হেন আছে অভিপ্রায়, পসং, ২৮৯
৯ পলাইছ, পসং ১০ মোরে, ২৯৫, ২৩৯৪
১১ পাইয়াছি, পসং ; পায়্যাছি, ২৯৫
১২ অনুতাপ, পসং, ২৮৯ ১৩ আছয়ে, পসং
১৪-১৪ বিপাক পড়ল, ২৯৫, ২৩৯৪ ; °ঠেকিলে, ২৮৯
১৫ পড়িলে, ২৮৯
১৬ ভাই, ২৯৫, ২৩৯৪ ; তায়, ২৮৯
১৭ সঙ্গি এ, ২৮৯ ১৮ সবাই, ২৯৫, ২৩৯৪
১৯-১৯ রাজপথে, ২৯৫, ২৩৯৪ ; °সাথে, ২৮৯

পঙ্—১০। তু°—"আগুহিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ" (কৃঃ কীঃ, ১২৪ পৃঃ)।

১২-১৩। তু°—

"এই মতে নিতি জাহ মোথুরার হাটে।
বহু দিন খুজীয়্যা পাইলুঁ দানঘাটে ॥"
(ঐ, সা-প-প, ১৩৩৯, ১৮৩ পৃঃ)।

এবং—

"বারেঁ বারেঁ যাহা দধি দুধ লআঁ
পালাইআঁ আন পথে।
দৈবযোগেঁ আসি এবার রাধা
পড়িলা আহ্মার হাথে ॥
(কৃঃ কীঃ, ৯১ পৃঃ)।

[১২২]

জয়শ্রী[1]

কানু কহে—"শুন গোপি, আমার বচন।
দান দিয়া[2] মথুরাতে করহ গমন ॥
রাজকর[3] বুঝিয়ে লইব কড়ি[3] কড়া।
রাজার হাসিল কড়ি নাহি যায় ছাড়া ॥
বহুদিন গেছ[4] সভে[5] দানী ভাণ্ডাইয়া।
আজি[6] সে লইব দান পশরা লুটিয়া ॥
যাবে যদি বিকি কিনি করিতে মথুরা।
রাজার হাসিল কড়ি দিয়া[7] যাহ তোরা[7]
চণ্ডীদাস কহে[8]—"শুন, রাধা বিনোদিনী
কতদিন গেচ[9] পথে তাহা আমি জানি[9]।

১ গুরজরি রাগ, ২৮৯ ২ দিয়ে, ২৮৯
৩-৩ কড়ি নিব আজি বুঝি কড়া, পসং
৪ গেছে, ২৮৯ ৫ তোরা, পসং

৬ আজু, ২৮৯ ৭-৭ দায় জে তোমরা, ২৮৯

৮ বলে, ২৮৯

৯-৯ গেছে তাহা আমি নাহি জানি, ২৮৯

[১২৩]

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিল [২] তায়।
"কে জানে কিসের দানের বিচার
মোর মনে নাহি ভায় ॥
এই পথে মোরা করি আনাগোনা [৩]
কে জানে দানের কথা।
আচম্বিতে শুনি দানের বিচার
কেবা কড়ি দিবে [৪] হেথা [৫] ॥
রাজকর [৬] মোরা,— গোকুলে দিয়াছে [৭]
মো সবার পতি জনা।
কখন [৮] এ পথে তরুণী যাইতে
কেহ নাহি করে মানা ॥" [৮]
দানী [৯] কহে বাণী— "শুন বিনোদিনী,
কে তোমা রাখিতে পারে।
আজু সে লইব পশরা লুটিয়া [১০]
দেখি [১১] কংস কিবা করে" ॥[১১]
চণ্ডীদাসে[১২] কহে[১৩]— "শুন ধনী রাধে,
সুখে[১৪] কর কিনি বিকি[১৪]।
সরল বচন [১৫] অমিয়া-রচন [১৬]
বিকি কর সুধামুখি [১৭] ॥

১ রাগ জয়ন্তি, ২৯৫, ২৩৯৪; বাদ ২৮৯

২ লাগিলা, পসং ৩ গতায়াত, ২৩৯৪, ২৯৫

৪ দিব, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

৫ য়েথা, ২৯৫ ৬ রাজকড়ি, ২৮৯

৭ দিয়াছি, পসং; দিএছি, ২৮৯

৮-৮ কখন এ পথে, আসিতে জাইতে°, ২৮৯; এখন এ পথে তরুণি জাইতে, তারে সে করহ মানা, ২৯৫, ২৩৯৪

৯ তাহে, পসং, ২৮৯

১০ লুটিব, পসং; লুটিএ, ২৮৯

১১-১১ কে কিবা করিতে পারে, পসং; সুধিব রাজার করে, ২৯৫, ২৩৯৪

১২ চণ্ডিদাস, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

১৩ বলে, ২৮৯

১৪-১৪ সুখেতে করহ বিকি, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

১৫ বচনে, ২৯৫, ২৩৯৪

১৬-১৬ আনিয়া মাখনে, ঐ ১৭ রসমুখী, ২৮৯

[১২৪]

তুড়ি[১]

রাধা[২] বলে—"শুন, বেদনী[৩] বড়াই
বড়ই[৪] বিষম শুনি।
এ পথে জগাত[৫] ঘাটে ঘাটিয়াল
কখন নাহিক জানি[৬] ॥
যে হয় সে হয় কারে[৭] নাহি ভয়
কহিব কংসেরে গিয়া।
'তোমার যোগানী[৮] তার হেন গতি'
রাখিবে[৯] ধরিয়া[১০] লয়া[১১] ॥"
বড়াই বলিছে[১২]— "শুন বিনোদিয়া[১৩]
তরুণী আগল[১৪] পথে।
এ কোন বিচার কোন[১৫] ব্যবহার
বড় দোষ[১৬] পাবে ইথে[১৬] ॥

একে সে অবলা[১৭] তাহে[১৮] সে[১৮] গোয়ালা[১৯]
ছুইলে[২০] কুলের ভয়।
জাতি কুলশীল মজিবে[২১] সকল[২১]
এ তোর[২২] উচিত নয়॥"
কানু কহে—"ভাই,[২৪] শুনহ বড়াই,
রাজকর নিব[২৫] বুঝি
যা[২৬] হয় তা[২৭] দিয়া তুমি যাহ লয়া
যতেক গোপের[২৮] ঝি॥"[২৯]
চণ্ডীদাসে কয়— "শুন রসময়,
এবার ছাড়হ[৩০] সভে[৩০]।
পুন[৩১] বাহুড়িয়া[৩১]— এ[৩২] পথে আসিলে[৩২]
যা[৩৩] হয় উচিত লবে[৩৩]॥"

১ তথা রাগ, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৫
২ রাই, ২৮৯ ৩ বিনোদ, পসং
৪ এ বড়ি, ২৩৯৪, ২৯৫ ৫ জাগাত, পসং
৬ শুনি, ২৩৯৪, পসং, ২৯৫
৭ কাহে, পসং ৮ জগানি, ২৩৯৪
৯ রাখিব, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯
১০ ধরিএ, ২৮৯
১১ নিয়া, ২৩৯৪ ; লএ, ২৮৯
১২ কহিচে, ২৩৯৪ ; কহিছে, ২৮৯
১৩ বলি কানু, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বিনদিএ, ২৮৯
১৪ আগুলি, পসং ; য়াগুল, ২৩৯৪ ; আগুল, ২৮৯
১৫ নহে, পসং, ২৮৯
১৬-১৬ হব অনুরথে, পসং, ২৮৯
১৭ গোয়ালা, ২৩৯৪ ; গুয়লা, ২৯৫
১৮-১৮ তাহাতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯
১৯ য়বলা, ২৩৯৪, ২৯৫ ২০ হইল, ২৮৯
২১-২১ সকলি মজিব, পসং
২২ তুমার, ২৩৯৪ ; তোমার, ২৯৫
২৩ এই দুই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৮৯ পুঁথিতে আছে—
"এ লাজ পাইবে, তবে সে ছাড়িবে, উচিত কহিতে হয় "

২৪ তাই, পসং ২৫ লব, ২৩৯৪
২৬ যে, পসং ২৭ সে, ঐ
২৮ গোয়ালা, পসং
২৯ এই চারি পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৮৯
৩০-৩০ ছাড়িয়া দেহ, পসং ; ছাড়িএ দেহ, ২৮৯
৩১-৩১ পুনর্ব্বার মোরা, ২৩৯৪, ২৯৫
৩২-৩২ ফিরিয়া যাইলে, ২৩৯৪ ; ফিরিয়া আইলে, ২৯৫ ; আইলে, ২৮৯
৩৩-৩৩ যে হয় বুঝিয়া লিহ, পসং, ২৮৯

টীকা

পঙ্‌—৩-৪। তু°—"কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞি দানী এহা বাটে।" (কৃঃ কীঃ, ৫৯ পৃঃ)।

৬-৮। তু°—"রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী। তবে কাহ্নু লআঁ যাবোঁ ধরী॥" (ঐ, ৪৭ পৃঃ)।

১০। আগল:—সং—অর্গল হইতে; বাধা দান কর অর্থে। তু°—"ছাওয়াল কাহ্নাঞি, গোঠ রাখোআল, পশু বিরোধসি কিকে। (ঐ, ৩৩ পৃঃ)।

২৩। বাহুড়িয়া:—সং—ব্যাবৃৎ বা ব্যাঘুট হইতে। ফিরিয়া।

[১২৫]

রাগ জয়ন্তি[১]

সই[২] ঠেকিনু দানীর হাতে।
বহুদিন এই পথে আসি যাই
পশরা লইয়া মাথে॥
যে বলে জগাতি[৩] তাহে[৪] যায়[৪] জাতি
কুলেতে[৫] বজর পড়ি।
যত[৬] করে নাট আসে এই বাট[৬]
এই সে বড়াই বুড়ি॥

বুড়ির বচনে এ পথে আসিয়া
ঠেকিলু[৭] দানীর ঠাঁই।
কেমনে ও পারে গেলে সে আমরা
আর যে[৮] আসিব নাই ॥[৯]
কে জানে এমন হবে পরমাদ[১০]
তবে কি[১১] আসিতাম মোরা।
হেন বুঝি কাজ কুলে[১২] শীলে বাজ[১২]
এ দানী দিবেক[১৩] পারা ॥
দূরে[১৪] যাকু বিকি ভালয়ে বড়াই[১৪]
ওপারে[১৫] লইয়া যা।
দানীর বচন শুনি হিয়া কাঁপে
থর থর করে[১৬] গা" ॥[১৭]
চণ্ডীদাসে বলে— "শুন ধনী রাধে,
কেন[১৮] বা করহ ভয়।
আদর পিরিতি কর বিকি কিনি
হেন মোর মনে লয় ॥"

[১] রাগ যতি, পসং
[২] বাদ, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪
[৩] জাগাতি, পসং
[৪-৪] যায় তার, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪ [৫] কুলের, পসং
[৬-৬] অবলা দেখিয়া, জত নাট করে, ২৯৫, ২৩৯৪
[৭] ঠেকিল, পসং [৮] সে, ঐ, ২৮৯
[৯] এই চারি পঙ্ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে পরবর্ত্তী ৪ পঙ্ক্তির পরে আছে।
[১০] পরিনাম, পসং, ২৮৯ [১১] না, পসং
[১২-১২] কুল শীল লাজ, পসং, ২৮৯ (°লাজ)
[১৩] নিবেক, পসং
[১৪-১৪] ভালে ভালে বড়াই, দূরে আওবিকি, পসং
[১৫] উপারে, ২৯৫, ২৩৯৪
[১৬] কাপে, ২৯৫, ২৩৯৪
[১৭] এই চারি পঙ্ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই
[১৮] কারে, ২৮৯

পং—২-৩। তু°—
"এত কাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞিঁ দানী এহা বাটে ॥"
(কৃঃ কীঃ, ৫৯ পৃঃ)।

৪-৫। দানী কৃষ্ণ আমার যৌবন দান চাহিতেছে, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমার জাতিকুল নষ্ট হয়।

৬-৭। নাট :—সং—নাট্য—প্রা°—নট্ট—বা°—নাট। দানকেলি-কৌমুদীর টীকায়—"কৌটিল্যনাট্যম্"। রঙ্গ, কৌতুক।

তু°—"ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে ॥"
(কৃঃ কীঃ, ২৯৩ পৃঃ)।

বাট :—সং—বর্ত্ম হইতে ; পথ। তু°—"নিমেষেক গেলা সাধু যোজনেক বাট" (কবিকঃ)।

কানু অনেক রঙ্গরস করে, তথাপি এই বুড়ী এই পথ দিয়াই যাতায়াত করে।

১০-১১। তু°—
"এবার ভাণ্ডাআঁ যবে কাহ্নাঞিঁক জাইএ।
আরবার তবে বড়ায়ি মথুরা না জাইএ ॥"
(কৃঃ কীঃ, ১২৪ পৃঃ)।

[১২৬]

বড়াড়ি[১]

"বেরাইতে[২] রাধা নাহি[৩] প'ড়ে[৩] বাধা
পশরা লইয়া[৪] মাথে।
তবে কি এ পথে বিকি[৫] করিবারে[৫]
আসিথু[৬] বড়াই সাথে ॥"

সব গোপীগণ বিরস বদন
কহিছে কানুর পাশে[৭]।
"বিকি গেল বয়ে[৮] বেলা সে উচর[৯]
দোষ[১০] পাব গেলে বাসে[১০] ॥

অবলা দেখিয়া পথের মাঝারে[১১]
এত পরমাদ কর।
তোমার চরিত বুঝিতে না পারি
কুবুদ্ধি ছাড়িতে নার ॥"
রাই বলে—"জানি[১২] গোকুলে[১৩] বসতি
শুনেছি তোমার রীত[১৩]।
যমুনার জলে কেহ যেতে নারে
তাহার[১৪] হরহ[১৪] চিত ॥

কদম্ব-কাননে বসিয়া থাকহ
পরিয়া কদম্ব-ফুল।
অবলা দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া
সবার[১৫] হরহ[১৫] কুল ॥"
চণ্ডীদাসে[১৬] বলে— "শুন বিনোদিনী
কানুর চরিত[১৭] বাঁকা।
যমুনা যাইয়া কে ধনী আসিব
তাহার যৌবনে ডাকা ॥

১ রাগ°, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯
২ বেরাইত, ২৮৯ ৩-৩ না পড়িল, ২৩৯৪, ২৯৫
৪ লইতে, ঐ, ২৮৯
৫-৫ পশরা লইয়া, পসং ; পসরা লইএ, ২৮৯
৬ আসিতাম, ২৯৫ ; য়াসিতাম, ২৩৯৪
৭ কাছে, পসং, ২৮৯ ৮ বয়া, ২৩৯৪, ২৯৫
৯ উচ্চর, ২৩৯৪ ; উচুর, ২৯৫, ২৮৯
১০-১০ অনুরথ হয় পাছে, পসং, ২৮৯
১১ মাঝেতে, ২৩৯৪, ২৯৫
১২ তুমি, পসং, ২৮৯
১৩-১৩ গোকুল নগরে, তোর রংগ বুদ্ধিরীত, ২৩৯৪, ২৯৫
১৪-১৪ থর ২ তাহার, ২৩৯৪
১৫-১৫ হরহ তাহার, ২৩৯৪, ২৯৫
১৬ চণ্ডিদাস, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯
১৭ চরিত্র, ঐ

টীকা

পঙ্—১-৪।

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥
(কৃঃ কীঃ, ১১৬ পৃঃ)।

পশরা মাথায় লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার কালে রাধার এই জাতীয় কোন প্রকার অমঙ্গলকর বাধা উপস্থিত হয় নাই, তাহা হইলে তিনি বিকি করিবার জন্য বড়ায়ের সহিত কখনও এই পথে আসিতেন না।

তু°—কমণ আসুভক্ষণে বাঢায়িলোঁ পা।
হাছী জিঠা তাত কেহো নাহি দিল বাধা ॥
(ঐ, ১০০ পৃঃ)।

৭-৮। তু°—"বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর" (ঐ, ৭৭ পৃঃ), "পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী" (ঐ, ৮২ পৃঃ)। এবং—"সাশু ভুরুবার ঘরে পাড়িব গালী" (ঐ, ৯২ পৃঃ)।

-১০। তু°—"পর নারীকে কেহ্নে করহ আরতী" (ঐ, ৮৪ পৃঃ

১২। তু°—"ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ সুণ মোর বোল" ঐ, ৭০ পৃঃ)।

১৭-২০। তু°—
"কদম তলাতে বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।"
এবং— "পাপে মন দিআঁ নটক কাহ্নাঞিঁ
গোকুল-কুল বিনাশে।" (ঐ, ৮০ পৃঃ)।

২২। বাঁকা :—সং—বক্র—বঙ্ক হইতে; কুটিল অর্থে।

২৩-২৪। যে যুবতী যমুনা হইতে ফিরিয়াছে, তাহার যৌবনে ডাকা-চুরি হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কানুর ব্যবহারে যমুনা হইতে কেহই কুলমান লইয়া ফিরিতে পারে না।

[১২৭]

বড়াড়ি[১]

"শুনহ নাগর কানু।
কেবা[২] সে তোমারে করিয়াছে দানী[২]
ধরিয়া মোহন বেণু॥
হাসি হাসি কহ[৩] কুল নিতে চাহ
আপন বড়াই রাখ।
তিলেকে ভাঙ্গিব ঠাকুরালি-পনা
আপনি[৪] দাঁড়ায়ে দেখ[৪]॥"
কানু বলে—"আগে যাহাই[৫] করিবে[৫]
তাহা আগে তুমি কর।
তবে[৬] সে তোমারে ছাড়ি দিব আমি[৬]
কাহার[৭] ভরসা কর॥
কংসের যোগানী বলিয়া তোমার
বড় অহংকার দেখি।
কোটী কোটী কংস করিয়াছি ধ্বংস
শুনহ[৮] কমলমুখি[৮]॥"
রাই বলে—"ভালে জানিয়ে তোমারে
রাখাল হইয়া[৯] এত।
গরু না রাখিতে হাতে[১০] বাড়ি করি[১০]
তবে[১১] বা[১১] হইত কত॥"
কানু বলে—"মোর এই[১২] ব্যবহার
গোধন[১৩] রক্ষণ সার[১৩]।
গোপের গোধন ভূষণ চন্দন
যেমন[১৪] জীবিকা যার॥"
"পরিয়াছ গলে[১৫] তুলি গুঞ্জাফল[১৫]
গাঁথিয়া পরম[১৬] মালা।
এ[১৭] বেসে[১৭] এদেশে রমনী ভুলিব
যাহার[১৮] বরণ কালা॥
বন-ফুলে[১৯] তুমি চুড়াটি বেঁধেছ[১৯]
এই সে নাগরপনা।
যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ
এবে সব[২০] গেল[২০] জানা" ॥
চণ্ডীদাসে বলে— "শুন গুণনিধি,
অবলা[২১] না দিহ[২১] দুখ।
মথুরা যাইতে দেহ[২২] আন ভিতে[২২]
করিতে বিকির সুখ॥"

১ তথা রাগ, ২৯৫, ২৩৯৪
২-২ কে তোমা এ মাঠে, দানী করিয়াছে, পসং
৩ চাহ, পসং
৪-৪ ঐখানে দাণ্ডায়্যা থাক, ২৯৫, ২৩৯৪
৫-৫ জে করিতে চাহ, ঐ
৬-৬ তোমারে এ ঘাটে তবে ছাড়ি দিব, ঐ
৭ যাহার, পসং
৮-৮ সুন রাই বিধুমুখি, ২৯৫, ২৩৯৪
৯ হইয়ে, পসং
১০-১০ বাড়ি ধরি হাতে, ২৯৫, ২৩৯৪
১১-১১ নহে, ২৯৫, ২৩৯৪ ; তবে সে, পসং
১২ ঐ, ২৯৫ ; য়োই, ২৩৯৪
১৩-১৩ রাখি যে ধেনুর পাল, পসং
১৪ তাহার, পসং
১৫-১৫ মালা, গুঞ্জা আছে গলা, পসং
১৬ পরহ, ২৯৫, ২৩৯৪
১৭-১৭ ইবে সে, ঐ
১৮ যাহাই, পসং
১৯-১৯ ফুল তুলি, চুড়া বান্ধিয়াছ, ২৯৫, ২৩৯৪
২০-২০ সে গেলহ, পসং
২১-২১ আর যে নাহিক, ২৯৫, ২৩৯৪
২২-২২ দেখা হব পথে, ঐ

টীকা

পঙ্—৫। বড়াই :—বড়+আই, বড়তা, গর্ব্ব।

৬। ঠাকুরালিপণা :—সং—ঠক্কুর হইতে ঠাকুর+আলি +(সং—প্রায় হইতে পারা হইয়া) পানা—পনা। ঠাকুর তুল্য ব্যবহার, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ন্যায় কথাবার্ত্তা।

তু°—"কতেক করসি দাপ, সহিতেঁ নারিবি চাপ" (কৃঃ কীঃ, ৮৩ পৃঃ)।

১৪। তু°—মারিবোঁ কংস আসুর, তোর দাপ করোঁ চুর" (ঐ, ১০৭ পৃঃ)।

১৬-১৯। তু°—"হুঅ গরু রাখোআল, বোল আকাশ পাতাল, তা সুনি কেবা পাতিআএ" (ঐ, ১০৭ পৃঃ)।

২৪। গুঞ্জাফল :—কুঁচ। তু°—"বান্ধিয়া মোহন চূড়া গুঞ্জার আটনি" (তরু, পদ সং ১১৯৩)।

পরম :—সুন্দর।

২৬-২৭। তুমি গলে গুঞ্জাফলের মালা পরিয়াছ সত্য কিন্তু তোমার বর্ণ কাল, তোমার বেশ ভূষায় এদেশের রমণীরা ভুলিবে ইহা মনে করিও না।

[১২৮]

সুই[১]

কালিয়া বরণে এত[২] পরমাদ[২]
না ছুইও রাধার অঙ্গ।
কালিয়া[৩] হইবে[৪] সোনার[৫] বরণ
পরসে[৬] তোমার অঙ্গ[৬] ॥
লাখবান সোনা মোর নিজ দেহ[৭]
তুমি[৮] ছুলে কাল হব[৮]।
দূরেতে থাকহ কাছে না আসিহ
মাথে[৯] দধি ঢালি দিব ॥"
"কালিয়া বরণ নহে[১০] কোন জন,
কালিয়া না[১১] বল[১১] রাধে।
কালিয়া সায়রে সিনান করিয়া
কালিয়া হয়েছি[১২] সাধে ॥
কালিয়া বরণ এ তিন ভুবন
সবাই[১৩] কালিয়া ভাবে।
কালা জপমালা কালা করে আলা
জগত-যৌবন[১৪] লোভে[১৪] ॥
কালা[১৫] দু আখর জপে ফণীবর[১৫]
যোগীর ধিয়ান[১৬] কালা।
যোগ অনুরাগ রাগের[১৭] অন্তরে[১৭]
সকলে কালিয়া সারা ॥
ভব বিরিঞ্চির ভজে নিরন্তর
কালিয়া বরণ খানি।
চণ্ডীদাসে বলে— কাল[১৮] রূপখানি
যতনে পরহ ধনি[১৮] ॥

[১] রাগ সুই, ২৩৯৪, ২৯৫
[২-২] বাদ, পসং [৩] কালি সে, ২৯৫, ২৩৯৪
[৪] হইব, পসং [৫] সনার, ২৩৯৪, ২৯৫
[৬-৬] তোমার কালিয়া রঙ্গ, পসং
[৭] অঙ্গ, ২৩৯৪, ২৯৫
[৮-৮] কালিয়া হইয়া যাব, পসং
[৯] শিরে, পসং [১০] নাহি, ঐ
[১১-১১] বল্য না, ২৩৯৪, ২৯৫
[১২] হইনু, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৩] এ সব, পুসং ; [১৪-১৪] জীবন লবে, পসং
[১৫-১৫] কাল দু আঁখির, ভাও ভঙ্গিনীর, পসং
[১৬] ধেয়ানে, পসং, [১৭-১৭] রাগীর অন্তরে, পসং
[১৮-১৮] ডাকি কুতূহলে, পরিহর কালা ধনি, পসং

টীকা

পঙ্—১-৪। তোমার বর্ণ কাল, তথাপি তুমি এত প্রমাদ ঘটাইতেছ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তুমি রাধাকে স্পর্শ করিও না, কারণ তোমার স্পর্শে তাহার সোণার বর্ণ কাল হইয়া যাইবে।

লাখবান :—সোণা গালাইয়া তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়, অতএব লাখবান শব্দ "লক্ষবহ্নি" শব্দ হইতেও হইতে পারে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) লক্ষবার পরিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় আমার বর্ণ উজ্জ্বল, তুমি স্পর্শ করিলে তাহা কাল হইবে।

৯-১২। আমার প্রকৃত বর্ণ কাল নহে। তোমার প্রেমে বিভোর হইয়া আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়া আছি, সেই জন্যই আমার বর্ণ কাল হইয়াছে; অতএব রাধে, তুমি আমাকে কাল বলিও না।

১৩-১৪। তু°—"কৃষ্ণতাং সাক্ষান্নারায়ণতাং রূপগুণাদি-ভিস্তত্তুল্যতামেব" ইত্যাদি (ভাগবতের ১০।৮।৯ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা), এবং—"নারায়ণসমো গুণৈঃ" (ভা, ১০।৮।১৩)। কৃষ্ণের বর্ণ নারায়ণের বর্ণের ন্যায় বলিয়া, রাধার পরিহাসের উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, যেহেতু নারায়ণ সমস্ত জগৎময়, অতএব কাল বর্ণই জগৎ ব্যাপিয়া আছে, এবং নারায়ণকে সকলেই ধ্যান করে। তু —"সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ" (চরিতামৃত, আদির দ্বিতীয়ে)।

১৫-১৬। জপমালা—নিত্যস্মরণীয় বস্তু। কালা করে গালা—তু°—"শ্যামের বরণছটার কিবা ছবি। কোটি মদন-জনু, নিন্দিয়া শ্যাম-তনু, উদইছে যেন রবি-ছবি" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)। ভুবন-আলো-করা এই রূপের প্রভাবে কৃষ্ণ "সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন" (চরিতামৃত, দ্বিতীয়ের অষ্টমে)। কৃষ্ণ শব্দের নিরুক্তিতে বলা হয়—"কর্ষতি আত্মসাৎ করোতি" এজন্য কৃষ্ণ। "যৌবন" শব্দে রাধার যৌবনের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সকলের যৌবনের লোভেই যেন তিনি ভুবন-মোহন।

[১২৯]

কানড়া[১]

"কালিয়া বরণ ধরিলে[২] যতনে[৩]
মোহন[৪] নয়ন'পরে[৪] ।
পুতলি[৫] উপরে ধর[৬] কাল তারা[৬]
কাটিয়া[৭] ফেলহ দূরে[৭] ॥
লোটন[৮] বন্ধান[৮] কুন্তল[৯] কালিয়া[৯]
তাহা ধরিয়াছ[১০] রাধে।
কালজাদ কাল তাহা কেনে[১১] ধনি[১১]
পরিয়াছ নিজ সাধে ॥
নয়নে[১২] পরিলে কাজল[১৩] কালিয়া[১৪]
মুছিয়া করহ দূরে[১৫] ।
হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ
কেন বা পরহ[১৬] তারে[১৬] ॥
ভাঙ[১৭] ভুরু[১৮] দুটি উপরে ধরিলে
অঙ্গের যে[১৯] বলি[১৯] কাল।
নিরবধি ভর যমুনার নীর—
তাহা নিতি[২০] আন ভাল[২০] ॥
তোমার অঙ্গের নীল নব বাস
তাহা বা পরিলে কেনে।"
এ সব চাতুরী অপার রচনা[২১]
চণ্ডীদাস[২২] ইহা জানে[২২] ॥

১ রাগ কানড়া, ২৩৯৪, ২৯৫
২ ধরিলা, ২৯৫ ৩ যতন, পসং
৪-৪ মেলহ নয়ান দুটি, পসং, °নয়ানোপরে, ২৯৫
৫ পুথলি, পসং; পুতুলি, ২৯৫
৬ ধরহ কালিয়া, পসং
৭-৭ তার তেন মুছি দুটি, পসং
৮-৮ নোটন°, পসং; °বন্ধন, ২৯৫, ২৩৯৪
৯-৯ কুণ্ডল করিয়া, পসং ১০ বা পরেছ, পসং
১১-১১ কি কারণে, ২৩৯৪, ২৯৫
১২ নয়ানে, ২৩৯৪, ২৯৫
১৩ কাজর, ২৯৫ ১৪ কালি, পসং
১৫ দূর, পসং ১৬-১৬ ধরেছ ওর, পসং
১৭ বাঁকা, ২৯৫ ১৮ ভুজ, পসং
১৯-১৯ বসন, পসং
২০-২০ হত্যে আন কাল, ২৩৯৪, ২৯৫
২১ বচন, পসং ২২-২২ দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে, পসং

টীকা

পঙ্‌—১-৪। রাধে, আমার বর্ণ কাল বলিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছ, কিন্তু তুমি নীল-উৎপল-তুল্য নয়নদ্বয়, ভ্রমরকৃষ্ণ তারা, এবং তন্মধ্যে কাল মণি ধারণ করিয়াছ, তাহা কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ কর।

তু°—"কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী" (কৃঃ কীঃ, ৯৩ পৃঃ)।

এবং—"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ-আকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার॥"
(তরু, পদ সং ৮০)।

৫। তু°—"কালা সে কেশ কালা সে বেশ
লোটন বান্ধিয়া রাখি।"
(তরু, পদ সং ৯৩১)।

লোটন :—সং—লুট্ ধাতু হইতে; ঘাড়ের দিকে ঝুলান নিম্নমুখ খোঁপা।

৭। তু°—"কেশে বান্ধি রাখি করি কালা পাটের জাদ" (ভবানন্দের হরিবংশ, ২৯ পৃ:)।

জাদ :—কেশ-বন্ধন ডোরী।

১৩। ভাঙ :—সং—ভঞ্জ্ ধাতু ভঙ্গে; বঙ্কিম অর্থে; তু°—"ভৌহ বিভঙ্গ-বিলাসা" (বিদ্যাপতি, ২৩ পৃ:)।

ভাঙ ভুরু=বঙ্কিম ভ্রূ। কুমারসম্ভবে—

"তস্যাঃ শলাকাঞ্জননির্মিতেব
কান্তিভ্রু্বোরানতলেখয়োর্যা।
তাং বীক্ষ্য লীলাচতুরামনঙ্গঃ
স্বচাপসৌন্দর্য্যমদং মুমোচ॥ (১।৪৭)

"তাঁহার বঙ্কিম ভ্রূ-যুগলের শোভা দেখিয়া মনে হইত যে তাহা তুলিকা দ্বারা কজ্জলে নির্ম্মিত হইয়াছে। কামদেব লীলা-নিপুণ সেই ভ্রূ-যুগলের শোভা দর্শন করিয়া স্বকীয় ধনুর অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

১৪। বলি:—সং—বল্ ধাতু জীবনে; পুষ্টতা অর্থে। ঈষৎ স্থূলতা হেতু শরীর-মধ্যস্থ থাক (স্তবক); সাধারণতঃ গ্রীবাতে এবং নাভীর নিম্নে পড়িয়া থাকে। দুই থাকের মধ্যবর্ত্তী রেখা ঈষৎ কাল দেখায়। তু°—"বলি বসে নাভিতলে" (কৃঃ কীঃ, ২৭৫ পৃঃ)।

[১৩০]

সুই

"তুমি সে যেমন[১] জানিয়ে[২] আমরা
রাখাল হইয়া[৩] বনে।
গোপের গোধন করহ[৪] রক্ষণ[৪]
বুলহ[৫] রাখাল[৫] সনে॥
একদিন বনে ধেনু[৬] হারাইয়া[৬]
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশর[৭] নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি॥
একদিন মায়[৮] বান্ধিল[৯] তোমায়
দড়ি দিয়া[৯] উতুখলে।
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
তাহা মনে[১০] পাশরিলে[১০]॥
নবনী কারণে বাঁধিয়া যতনে
রাখিল[১১] নন্দের রাণী।
দেখেছি[১২] বিকলি শুন[১৩] বনমালি,[১৩]
তাহা সে সকলি জানি॥
ইবে[১৪] ঘাটে বসি হয়েছ জগাতি
তরুণী আগুলে রাখ।[১৪]
এবে[১৫] সে জানিব যত বড় দানী
কখন[১৬] নাহিক ঠেক॥"
চণ্ডীদাসে বলে— "শুন বিনোদিনি,
সুখেতে করহ বিকি।
যে হয় উচিত দান সমাধিয়া[১৭]
চলি[১৮] যাহ[১৮] যত সখী॥"

[১] তেমন, ২৩৯৪ [২] জানিয়া, ঐ
[৩] হইয়ে, পসং [৪-৪] রাখহ বাগাল, ঐ
[৫-৫] বোলহ বালক, ঐ [৬-৬] সুরভি হারায়ে, ঐ
[৭] পাশরি, পসং [৮] মায়ে, ঐ

৯-৯ পায়ে দড়ি দিয়ে, রেখেছিল, ঐ; বান্ধিয়া রাখিল, ২৯৫
১০-১০ বা পড়য়ে মনে, পসং
১১ রাখল, ঐ ১২ দেখিয়া, ঐ
১৩-১৩ হইছ পাগলি, ঐ
১৪-১৪ বাদ, ঐ ১৫ হবে, ২৩৯৪, ২৯৫
১৬ এখন, ঐ ১৭ দিয়া সভে, ঐ
১৮-১৮ চল যাই, ২৯৫; ল জাব, ২৩৯৪

টীকা

পঙ্‌—৪। বুলহ=সং—বল্ (সঞ্চরণে) ধাতুজ। ভ্রমণ কর, পর্য্যটন কর। তুং—"গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে" (কৃঃ কীঃ ২৬৫ পৃঃ)।

১০। উদুখলে=উদ্ (উপরে) উখ্ (গমন করা) ল (অস্ত্যর্থে)—নিপাতনে। যাহার মুখ উপরের দিকে গিয়াছে। সং—উৎখল, প্রা—উক্‌খল, হি—উখলী। তুং—"উদুখলে গোপালে যশোদা লয়ে বাঁধে"—শিবায়ন।

২০। ঠেক=প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হও। তুং—"এই ঠেকে ঠেকিল ঠাকুর অশ্বত্থামা"—ঘনরাম।

[১৩১]

শ্রীপটমঞ্জরী

"শুন ধনী রাধা, রূপের গরব
না কর[১] আমার পাশে[২]।
গুণ নাহি যার কিবা রূপ তার
সে[৩] রূপ গুনি যে কিসে[৩]॥
দেখিতে সুন্দর সোনার[৪] বরণ
যেমন[৫] সোণের ফুল।
রূপ আছে তার[৬] গুণ নাহি আর[৭],
ফেলায় করিয়া দূর॥
কেহ নাহি পরে নাহিক[৮] সুগন্ধ[৮]
তাহার[৯] ঐছন রীতে[১০]।
নির্গুণে কি[১১] করে, গুণকে[১২] আদরে[১২]
বুঝহ আপন চিতে[১৩]॥
তালফল যেন দেখিতে[১৪] সুন্দর
খাইতে লাগয়ে তিতা।
কটার বরণ নহে সুশোভন
কি কহ রূপের কথা॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,[১৫]
দোঁহার আরতি-রীত।
কে ইহা বুঝিব[১৬] কাহার শকতি
দোঁহে সে[১৭] দোঁহার চিত॥"

১ কহনা, পসং ২ কাছে, ঐ
৩-৩ শুন কহি তোর কাছে, ঐ; °শুনিয়া°, ২৩৯৪
৪ সনার, ২৯৫, ২৩৯৪
৫ উত্তম, পসং ৬ তাথে, ঐ
৭ তার, ঐ ৮-৮ নাহি বাস গন্ধ, ঐ
৯ তার বা, ঐ ১০ রীত, ঐ
১১ কে, ঐ ১২-১২ গুণকে আদর, ঐ
১৩ চিত, ঐ ১৪ দেখি যে, ঐ
১৫ বিনদিএ, ২৩৯৪; বিনোদিয়া, ২৯৫
১৬ বুঝব, ২৩৯৪ ১৭ স্থা, ঐ

টীকা

পঙ্‌—৪। গুণহীনের রূপের কোন মূল্য নাই।
১১। লোকে গুণীকে আদর করে, নিগুণকে করে কি?
১৫। কটা—লাবণ্যহীন পিঙ্গল বর্ণ।
১৮। আরতি-রীত=প্রেমের রীতি।

[১৩২]

রাগ জয়ন্তি[১]

"শুন[২] গোয়ালিনি, কংসের উপমা
আমারে দেখাহ কেনে।
ছাওয়াল কালেতে পূতনা বধিল
তাহা জানে সর্ব্বজনে[২] ॥

কি করিতে পারে তোর কংস রাজা
পূতনা বধিল যবে।
ভয়[৩] কি দেখাহ[৪] যোগানী[৫] বলিয়া[৬]
তাহারে বধিব কবে ॥

কি[৭] করিতে পারে তোর কংস রাজা
আমি যে লইব দান।
আপন ইচ্ছাতে দেহ যদি ভাল
নহে পাবে অপমান[৭] ॥"

চণ্ডীদাসে[৮] বলে— "দোহার পীরিতি
অমিয়া-রসের সার।
দুহে[৯] রসসিন্ধু দানছলা[১০] রস[১০]
অপার[১১] মহিমা যার[১১] ॥"

[১] শ্রীপটমঞ্জরী, পসং

[২-২] শুন গোয়ালিনী উপমা দিয়াছ
কংসের আরতিপনা।
ছাওয়াল বেলাতে পূতনা বধিল
তার রীত আছে জানা॥ পসং

[৩] তারে, পসং [৪] দেখাসি, পসং

[৫] জোগারি, ২৯৫ [৬] হইয়া, ২৯৫, ২৩৯৪

[৭-৭] বাদ, পসং [৮] চণ্ডীদাস, ঐ

[৯] দুঁহু, ঐ [১০-১০] বাদ, ২৩৯৪

[১১-১১] দুহু না রসের সার, ২৩৯৪ ; °সার, পসং

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—"কত দাপ দেখাসসি মোরে।
মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কেবা পড়িঘাএ তোরে॥
(কৃঃ কীঃ, ১০৭ পৃঃ)।

১৫-১৬। দানের ছলে আনন্দের সৃষ্টি হইতেছে, যাহ

[১৩৩]

যতিশ্রী[১]

রাধা বলে —"তুমি হইয়াছ[২] দানী[২]
বলহ কি নিতে চাহ।
যা চাহ[৩] তা দিব আন[৪] না করিব[৪]
সবারে ছাড়িয়া দেহ[৫] ॥"
কানু বলে—"ভাল বলিলে আমারে
বুঝহ আমার কাছে।
উচিত হইলে তাহা দিয়া[৬] যাবে,
আন কথা হয় পাছে ॥
অমূল্য রতন নিব ত এখন
বেণীর যে[৭] হয়[৭] দান।
এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে নাহিক[৮] আন ॥
সিঁথার সিন্দুরে দুই লাখ নিব
নাসার বেশরে, রাই,
তিন লাখ নিব মুকুতার[৯] দান[৯]
যাহার[১০] উপমা নাই ॥
হাসির সে[১১] রসে[১১] পাঁচ লাখ নিব[১২]
নিব[১৩] সে এখনি গণি[১৩]।
যাহার হাসির মিশালে পড়য়ে
মণি[১৪] মাণিকের কণি ॥"

কহে চণ্ডীদাস— "শুন রসময়,
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইবে[১৫] দেখা॥"

তথা রাগ, ২৩৯৪, ২৯৫
২-২ কত চাহ দান, পসং
নিবে, ঐ ৪-৪ নাহি ভাঙ্গাইব, ঐ
দিহ, ঐ ৬ দিএ, ২৩৯৪
৭-৭ এই ত, ২৩৯৪, ২৯৫ ৮ না হয়, পসং
৯-৯ মুকুতা বেসরে ২৯৫ ; °বেসর, ২৩৯৪
১০ বেশের, পসং
১১-১১ সোসর, পসং; সরসে, ২৩৯৪
১২ পর, পসং
১৩-১৩ এখুনি লব সে গুণি, ২৩৯৪, ২৯৫
কত, পসং ১৫ পাইব, পসং, ২৩৯৪

টীকা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরূপ দান-নিরূপণের বিবৃতি আছে। ঐ গ্রন্থে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ মালার জন্য এক লক্ষ, চিকুরের জন্য দুই লক্ষ, সিন্দুরের জন্য তিন লক্ষ, মুখের জন্য চারি লক্ষ, ইত্যাদি পর্য্যায়ে দান চাহিয়াছিলেন (৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দীন চণ্ডীদাসের রচনা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পঙ্—৪। অন্য গোপীগণকে যাইতে দাও।

৬। তু°—"আইস ল রাধা লেখা করি দান" (কৃঃ কীঃ, ৫৪ পৃঃ)।

২১-২৪। তুমি যদি এইভাবে দান দাবী কর, তাহা হইলে এই ঘাটে আর কোন রমণীর দেখা পাইবে না।

[১৩৪]

বড়ারি

"কাঁচুলির কড়ি[১] দশ লাখ[২] নিব[৩]
হারের[৪] বিংশতি লক্ষ।
যত [৫] দান চাই— মনে মনে রাই
ভাবিয়া করহ ঐক্য[৫]॥
নিতম্ব-মণ্ডলে[৬] শতলক্ষ[৭] নিব[৮]
নূপুরে[৯] সহস্র'পর[১০]।
বচনের[১১] নিব[১১] অমূল্য রতন
যাহার[১২] নাহিক ওর[১২]॥
নীল বাস পর, শোভিত[১৩] সুন্দর
ইহা[১৪] বা[১৪] কিসের লেখা।
দশ লাখ নিব, কে তোমা রাখিব,
পেয়েছি তোমার দেখা॥
কিঙ্কিনী নূপুর কোটি লাখ নিব[১৫]
যাহার উপমা নাই।
যত হয়[১৬] লেখা নাহি যায় রাখা
লইব তোমার ঠাঁই॥"
এত শুনি রাধা কহে বাণী[১৭] আধা
রসিক[১৮] নাগর পাশে—
"এত কিবা সহে দানের বিচার"
কহে[১৯] দ্বিজ[১৯] চণ্ডীদাসে॥

১ লব, ২৯৫, ২৩৯৪ ২ লক্ষ, ২৯৫, ২৩৯৪
৩ টাকা, ২৯৫, ২৩৯৪ ৪ ফলের, ঐ
৫-৫ নয়ানের কোণে, আছে কত ধন, বঙ্কিম যার কটাক্ষ, পসং
৬ °মণ্ডল, পসং ৭-৭ সাত লাখ, পসং
৮ পাব, ২৯৫, ২৩৯৪ ৯ নূপুর, পসং
১০ পরে, ২৯৫, ২৩৯৪ ১১-১১ বাদ, পসং
১২-১২ বিন্দুলক্ষ সসোধরে, ২৩৯৪, ২৯৫

১৩ নোপুর, ২৩৯৪

১৪-১৪ ইহার, ২৩৯৪; ইহায়, ২৯৫

১৫ পর, ২৯৫, ২৩৯৪ ১৬ হব, ২৯৫, ২৩৯৪

১৭ আধা, পসং ১৮ বসিয়া, পসং

১৯-১৯ কহেত, ২৩৯৪; কহে তাহে, ২৯৫

টীকা

পঙ্—৬। সহস্র-পর—সহস্রের উপর (অধিক)।

৮। যাহার সীমা নাই।

৯-১০। তুমি নীল বসন পরিয়াছ, তাহা সুন্দর শোভা পাইয়াছে, ইহার দান আর কি নির্দ্দেশ করিব !

[১৩৫]

আসোয়ারি[১]

হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া
ধরিল[২] রাধার করে।
হাসনি[৩] রসিয়া[৩] রাই পানে চায়্যা[৪]
হরষে কহিছে তারে—
"কত সুধা নিধি আমার আঁচলে
করে সে পরশি লহ[৫]।
কিবা চাহ দান রসাল মিশাল[৬]
আসি ভাঙ্গাইয়া লহ[৭] ॥
এক শত[৮] লাখ[৮] হাতে গণি পাবে
বচন আমিয়া-কণি।
আর লক্ষ লক্ষ চাহনি মধুর
লেহত আসিয়া গণি ॥
আর কোটী লক্ষ অধর[৯] মধুর
দেখই সুন্দর ফলে[৯]।
জগতে[১০] নাহিক যার সমতুল
দিতে নাহি যার মূলে[১০] ॥
অমূল্য ভাণ্ডার যে[১১] পায় জগতে
সে বুঝে আপন লাভ।"[১১]
চণ্ডীদাসে কয়[১২] "যে বল সে হয়
কেমতে বুঝিব ভাব !"

১ বাদ, পসং ২ ধরিয়া, ঐ

৩-৩ হাসি নিরখিয়া, ২৯৫, ২৩৯৪

৪ চেয়ে, পসং; চেয়্যা, ২৩৯৪

৫ লেহ, পসং, ২৩৯৪ ৬ মিশালে, পসং

৭ লেহ, ঐ ৮-৮ লক্ষ সত, ২৩৯৪, ২৯৫

৯-৯ লেহত অধর, সুন্দর কনক ফুলে, পসং

১০-১০ যার নাহি তুল, তার সমতুল, যার নাহি দিতে মূলে, ঐ

১১-১১ লেহত জাগাত, বুঝিলে যে হয় লাভ, ঐ

১২ বলে, ঐ ১৩-১৩ এ কত বুঝিয়ে, ঐ

টীকা

পঙ্—৩। হাসনি রসিয়া—সুহাসিনী, এবং রসিকা।

১৪। যাহা বিম্বফলের ন্যায় সুন্দর দেখায়। তু—"বিম্বফল তুল তোর আধরে।" (কৃঃ কীঃ, ৫৫ পৃঃ)।

১৬। যাহা অমূল্য।

[১৩৬]

বাড়ারি[১]

"কি[২] চাহ নাতিয়া, বচন শুনহ,[২]
নাগর[৩] রসিয়া[৩] নাতি।
নাতিনি[৪] মিলাব[৪] ধন বিলায়ব[৫]
নেহত আঁচল পাতি।"
হাসিয়া হাসিয়া বড়াই[৬] তখন[৬]
কহিছে রাধার ঠাঁই।
"কি বলে[৭] নাতিয়া দেখহ[৮] চাহিয়া[৮]
শুনহ[৯] সুন্দরী[৯] রাই ॥

কুলশীলপনা শুনহ [১০] নাতিনা,[১০]
নিতে [১১] চাহে ওনা [১১] দানী।
তার কিবা ভয় কিসের সংশয়
এই কর বিকি-কিনি ॥

অমূল্য রতন যাহার বচন
কি [১২] তারে [১২] লোকের ভয়।
যে চাহে তা দিয়ে ইথে [১৩] আন নহে [১৩]
এই [১৪] মোর মনে লয় [১৪] ॥"

রাই পানে চায়্যা [১৫] বুড়ি কোন ছলে
কাণে কাণে কহে কথা।
বাড়ি [১৬] হাতে করি শ্যাম বরাবরি
যাইয়ে নাড়য়ে মাথা ॥

"নাতিনী নাতিয়া দিব [১৭] সে মিলায়ে [১৭]
এই [১৮] সে ভাবিয়ে [১৮] ভালি।
রসের [১৯] পরশে সুখের লালসে
করহ রসের কেলি ॥"

চণ্ডীদাস [২০] সুখী এ কথা শুনিয়া
শ্যামের বাজারে বিকি।
হরষ বদনে পশরা মাথায়ে [২১]
হাসি মুখে [২২] সব সখী ॥

[১] যথারাগ, ২৯৫, ২৩৯৪
[২-২] বাদ, পসং [৩-৩] শুনহে রসিক, ঐ
[৪-৪] জাতি মিলায়ব, ঐ [৫] বিলাইব, ২৯৫, ২৩৯৪
[৬-৬] রসিয়া বড়াই, পসং [৭] শুন, পসং
[৮-৮] বচন সচন, ঐ [৯-৯] কেমনে শুনহ, ঐ
[১০-১০] নিতি নিতে চাহ, ২৯৫, ২৩৯৪
[১১-১১] শুনহ নাতিয়া, ঐ
[১২-১২] কিবা সে, পসং [১৩-১৩] এই আন লয়ে, ঐ
[১৪-১৪] হেন সে মনেতে ভায়, ঐ
[১৫] বলে, ঐ [১৬] বারি, ঐ
[১৭-১৭] ছুই সে মিলন, ঐ
[১৮-১৮] করিয়া দিব সে, ঐ [১৯] সে রস, ২৯৫, ২৩৯৪
[২০] চণ্ডীদাসে, পসং [২১] মাথায়, ঐ
[২২] বসে, ঐ

পঙ্‌—১৯। বাড়ি=যষ্টি

[১৩৭]

সূই[১]

"পশরা নামাও[২] রাধা।
এ[৩] নব[৩] বয়সে বিকে পাঠাইতে
তিলেক নহিল[৪] বাধা ॥

তোর নিজ পতি তার[৫] হেন রীতি[৫]
তোরে[৬] পাঠাইয়া[৭] বিকে।
কেমনে ধৈরয ধরিয়া আছয়ে
সেহেন[৮] পাষাণ বুকে ॥

তার[৯] যত ধনে বজর পড়ুক[৯]
এহেন সম্পদ ছাড়ি।
তার[১০] দেহে নাহি[১০] মায়া দয়া মোহ
সে অতি কঠিন[১১] বড়ি ॥

বৈস বৈস রাধে[১২] রসের মোহিনি,
বসনে করি যে বায়।
সোনার বরণ রবির কিরণে
পাছে মিলাইয়া যায় ॥

ভয় অতি মনে উঠিছে সঘনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
চাঁদমুখখানি মলিন হয়েছে"
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

[১] সুই রাগ, ২৩৯৪, ২৯৫

[২] মাথায়, ২৩৯৪ ; নাবায়, ২৯৫

[৩-৩] এমন, ২৩৯৪, ২৯৫ [৪] নাহিক, ঐ

[৫-৫] কেমন চরিতি, ঐ

[৬] তুমা, ২৩৯৪, তোমা, ২৯৫

[৭] পাঠাইল, পসং [৮] এ বড়ি, ২৩৯৪, ২৯৫

[৯-৯] যাউক তাহার, ধনে পড়ু বাজ, পসং

[১০-১০] তাহার নাহিক, ঐ [১১] বিসম, ২৩৯৪

[১২] রাধা, ২৩৯৪, ২৯৫

টীকা

পঙ্‌—৪-৭। তু°—

"আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপজাতী ধনের কাতরে।
যার ঘরে হেন নারী সে কেহ্নে ধন-ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥"
(কৃঃ কীঃ, ১০৬ পৃঃ)।

---

[১৩৮]

বড়ারি[১]

"সোনার বরণখানি মলিন হয়াছ[২] তুমি
হেলিয়া পড়িছে[৩] যেন[৪] লতা।
অধর বান্ধুলী তোর নয়ান চাতক মোর[৫]
মলিন হইল[৬] তার পাতা ॥
সরুয়া[৭] বসন তায় ঘামেতে[৮] ভিজিল গায়[৮]
চরণে চলিতে নার পথে।
উত্তাপিত রেণু তায় কত না[৯] পুড়িছে পায়
পশরা সাজিলে[১০] তায় মাথে ॥
রাখহ পশরাখানি নিকটে বৈঠহ[১১] ধনি[১২]
শীতল চামরে[১৩] করি বায়[১৩]
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
মুখে তোর[১৪] না নিঃস্বরে রায়[১৪] ॥"
কহে দীন[১৫] চণ্ডীদাসে— "শ্যাম ধরি রাই-হাথে
বসায়ল তরুর ছায়ায়।
দধির পশরা আনি[১৬] লয়া[১৭] তার ছানা লুনি[১৭]
আদরে বদনে দিতে[১৮] চায়[১৮] ॥"[১৯]

[১] তথারাগ, ২৩৯৪ ; জথারাগ, ২৯৫

[২] হইয়াছ, পসং ; হয়েছ, ২৩৯৪

[৩] পড়েছ, পসং [৪] তরু, ২৩৯৪, ২৯৫

[৫] ওর, পসং

[৬] হয়েছে, ২৩৯৪, হয়্যাছে, ২৯৫

[৭] বরণ, পসং

[৮-৮] ঘামে ভিজে এক ঠায়, পসং

[৯] বা, ২৩৯৪, ২৯৫ [১০] বাজিলে, পসং

[১১] বৈসহ, ২৩৯৪, ২৯৫ [১২] তুমি, পসং

[১৩-১৩] চামর দিয়ে বা, পসং

[১৪-১৪] না নিঃস্বরে এক রা, পসং

[১৫] দ্বিজ, ২৩৯৪ [১৬] লয়্যা, ২৯৫

[১৭-১৭] ছেনা লুনি আনিঞা, ২৯৫

[১৮-১৮] দিছে তায়, ২৯৫

[১৯] এই চারি পঙ্‌ক্তির স্থানে পসং-তে নিম্নলিখিত পাঠ আছে—

বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুটিয়া তায়
হাসি রাধা বলিছে বড়াইয়ে।
চণ্ডীদাস শুনি দেখি শুনহ কমলমুখি
বৈস ক্ষেণে কদম্বের ছায়ে ॥

---

[১৩৯]

কানড়া

“আজু দান মোর হইল সফল
পাইল তোমার সঙ্গ।
বিহি মিলাইল ভাল ঘটাইল
বিকি কিনি হল রঙ্গ ॥
তোঁমার কারণে দান সিরজিল
বসিল কদম্বতলে।
দিনে কত বেরি বুলি ফেরি ফেরি
থাকিয়ে কতেক ছলে ॥
বাঁশীতে সঙ্কেত সদা নাম নিয়ে
গোঠেতে গোধন রাখি।
তোমার কারণে এ পথে ও পথে
সদাই ছলেতে থাকি ॥”
আদর পিরিতে রাই মন তুষি
নাগর রসিক রায়।
দধির পশরা লয়ে দধি দুগ্ধ পিয়ল
চণ্ডীদাসে ভেল তায় ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই

[১৪০]

রাগ আসোয়ারি [১]

“আইস [২] ধনী রাধা, তুমি তনু আধা
অন্তরে [৩] বাহিরে ভাবি। [৩]
ভব বিরিঞ্চির [৪] তারা [৫] নিরন্তর [৫]
যে পদ-পঙ্কজ [৬] লভি [৬] ॥
শুক সনাতন পরম কারণ
যে [৭] পদ-পঙ্কজ [৭] আশে।
ব্রজপুরে [৮] হেতা [৮] হয়ে গুল্মলতা [৯]
ইহাতে [১০] করিয়ে [১০] বাসে ॥
কেন [১১] তরু লতা হইব দেবতা
কিসের কারণে হেন ?
সো [১২] পদ-পঙ্কজ- রেণুর লাগিয়া
এ হেতু তাহার শুন [১৩] ॥
ধিয়ানে [১৪] না পায় যাঁহার চরণ
সে জনা [১৫] দানের ছলে।
আজু শুভদিন অতি [১৬] সুলক্ষণ [১৬]
তোমারে পেয়েছি কোলে [১৭] ॥
তুমি সে আমার [১৮] পরম [১৮] মরম
তোমারে ভাবিয়ে সদা।
ভাবিয়ে [১৯] তোমারে হৃদয়-ভিতরে [১৯]
সদাই আছত [২০] বাঁধা ॥
কত ছলাকলা তোমারি [২১] কারণে
দানের [২২] আরতি তাই [২২]।”
চণ্ডীদাস বলে— “ঐছন পিরিতি
খুঁজিয়া পাইতে [২৩] নাই ॥”

১ কানড়া, পসং; আসোয়ারি, ২৯৫
২ এস্থ, ২৩৯৪; আস্থ, ২৯৫
৩-৩ অনন্ত ভাবিয়া ভাবে, পসং; অন্তর°, ২৯৫
৪ বিরিঞ্চি, পসং ৫-৫ বাদ, ২৩৯৪
৬-৬ °পল্লব লবে, পসং ৭-৭ ও পদ, পসং
৮-৮ °পুর যত, ২৩৯৪, ২৯৫
৯ গুণমত, ২৩৯৪, ২৯৫
১০-১০ ইহতে করহ, ২৩৯৪, ২৯৫
১১ কেনে, পসং ১২ ও, পসং
১৩ স্থান, ২৩৯৪, ২৯৫
১৪ ধেয়ানে, পসং, ২৩৯৪
১৫ জন, ২৩৯৪, ২৯৫ ১৬-১৬ পেয়ে দরশন, পসং

১৭ কোড়ে, পসং ১৮-১৮ পরম আমার, পসং

১৯-১৯ হৃদয় ভিতরে ভাবিয়ে তোমারে, পসং

২০ আছয়ে, পসং, ২৩৯৪ ২১ তোমার, পসং, ২৯৫

২২-২২ যত্তে দান সে চাই, ২৩৯৪, ২৯৫

২৩ পাইবে, পসং, ২৩৯৪

টীকা

রাধা কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ, এবং রাধার পাদপদ্ম লাভ করিয়াই ভব-বিরিঞ্চি স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, আর শুক, সনাতন প্রভৃতি তাঁহার পদরেণু লাভ করিবার জন্য ব্রজপুরে লতাগুল্ম হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল উক্তিতে রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মূল প্রকৃতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

[১৪১]

সূই[১]

"রাধে,[২] আন জন[৩] যত বলে।
সে সব বচন[৪] এ চুয়া-চন্দন
লেপন[৫] করেছি[৫] হেলে ॥
তুমি মোর ধনি, নয়ন[৬]-অঞ্জন
তুমি[৭] মোর দু'টি[৭] আঁখি।
যবে তিল আধ তোমারে[৮] না দেখি[৮]
মরমে মরিয়া থাকি ॥
শয়নে ভোজনে ভাবি[৯] মনে মনে[৯]
আঁখি[১০] অগোচর[১০] যবে।
তবে কি পরাণে স্থিরতর[১১] রহে[১২]
পরাণ না রহে তবে ॥
তেজি আন পথ যো[১৩] পথ আরোপি[১৩]
সকল গোচর[১৪] পায়।
নিরন্তর মন সঁপেছি[১৫] চরণে[১৫]
কমলে[১৬] মধুপ প্রায়[১৬] ॥
গোলোক-বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ[১৭] অঙ্গ[১৭] পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে ॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি
শুনহ কিশোরী গৌরী।"
চণ্ডীদাসে কয়— "হেন মনে লয়
নাহি[১৮] আঁখি[১৮] আড় করি ॥"

১ তথারাগ, ২৩৯৪, ২৯৫

২ বাদ, পসং ৩ ছলে, ২৩৯৪, ২৯৫

৪ সৌরভ, পসং

৫-৫ সোভন কর্য়াছি, ২৯৫ ; করিয়া লইয়াছি, পসং

৬ নয়ান, ২৩৯৪, ২৯৫ ৭-৭ দুটি সে আঁখির, পসং

৮-৮ তুমা না দেখিএ, ২৩৯৪ ; তোমা না দেখিয়, ২৯৫

৯-৯ নয়নে নয়নে, পসং

১০-১০ আঁখির গোচর, পসং ১১ জীবই, পসং

১২ নহে, ২৩৯৪ ; জীবনে, পসং

১৩-১৩ গোপত আরোপি, পসং ; °আরপি, ২৩৯৪ ; °আরুপি, ২৯৫

১৪ তোমার, পসং

১৫-১৫ সঘন সঘন, পসং; স্বপ্যাচি°, ২৩৯৪ ; স্বপ্যাছি°, ২৯৫

১৬-১৬ তুয়া পথ পানে চায়, পসং; °মধুর°, ২৯৫

১৭-১৭ আশ বাস, পসং ১৮-১৮ কাহে, পসং

টীকা

এই পদটি বিবিধ তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদের (৭৭০ সং পদ দ্রষ্টব্য) প্রতিধ্বনি ইহাতে মিলিতেছে। যেমন—

পঙ্—৪-৭। তু°—

"তোমা বিনে মোর সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।

যে দিন না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥"
(চণ্ডীদাস, পদ সং ৭৭০)।

১৪-১৫। তু°—
"যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি ॥" (ঐ)

যেন চণ্ডীদাসের "ধোপানী-চরণ সার," এই তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে।

১৬-১৯। তু°—
"রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি ॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি ॥" (ঐ, ৭৫১)।

প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চৈতন্য-পরবর্ত্তী-যুগে প্রচারিত এই তত্ত্বের আভাস এখানে মিলিতেছে। দীন চণ্ডীদাসের সময় নির্ণয় করিবার পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

[১৪২]

কানড়া

"তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমেখে কত শতবার
তিলে[১] তিলে হই[১] হারা ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইনু[২] কদম্ব-তলে।
বৈস বৈস রাধে[৩] কত না বেজেছে
ও রাঙ্গাচরণ-তলে ॥
বিষম[৪] রবির কিরণ-ছটাতে[৪]
মলিন হয়েছে মুখ।
আহা মরি মরি মাথায়[৫] পশরা[৫] !
কত না পেয়েছ দুখ ॥"
আপনার[৬] পীত[৬] বসন আঁচলে
রাই মুখ মুছে শ্যাম।
বসন-বাতাসে শ্রম দূরে গেল
মিটিল অঙ্গের ঘাম ॥
নীপ[৭] সে কদম্ব- তরুয়ার তলে[৭]
সহচরী গোপীগণে।
রস-সরসিজ সরস বচনে
চাহিয়া[৮] শ্যামের পানে ॥
বসিয়া বড়াই কহিছেন—"ভাই,[৯]
শুনহ রমণী যত।
প্রেম-রস-দান কর সমাধান
তাহা বা[১০] বুঝাব[১০] কত ॥"
কহিয়া[১১] ইঙ্গিতে রহে[১২] এক ভিতে
সেই[১৩] সে[১৩] চতুর বুড়ি।
উগি দিয়া রহে[১৪] আনপথে চাহে[১৫]
পড়িল হাতের বাড়ি[১৬] ॥
কানু করে লই ছেনা দুধ দুই
বদনে ঢালিয়া দেয়।[১৭]
কার বা বসন লইল যতন
কার অঙ্গে হার লয় ॥
ঐছন কি রীতি ধরিয়া পীরিতি
ধরিয়া রাধার করে।
নীপ-[১৮] তরুবর কদম্বের[১৯] তলে
বৈঠল নাগরবরে[১৯] ॥.
চণ্ডীদাসে বলে[২০]— "তুহুঁ রূপখানি
মনেতে লাগিল ভাল।
একুল উকুল[২১] যমুনা-কিনার
সকলি করিল আলো ॥"

১-১ নিমিখে হইয়ে, পসং ২ পাইল, পসং
৩ রাধা, পসং
৪-৪ শিরীষ শরীর, ছটায় রবির, পসং
৫-৫ বিষম গমনে, ঐ ৬-৬ আপনা পীতের, ঐ
৭-৭ নিপ সে তরুয়া কদম্বতলায়ে, ২৩৯৪, ২৯৫
৮ চাহিল, ঐ ৯ তহি, পসং
১০-১০ না বুঝয়ে, ঐ ১১ ইঙ্গিতে, ঐ
১২ কহে, ঐ ১৩-১৩ সে হয়, ২৩৯৪, ২৯৫
১৪ চাহে, পসং ১৫ রহে, ঐ
১৬ বারি, ঐ
১৭ ইহার পরে ৪ পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪, ২৯৫ পুঁথিতে নাই
১৮ গুপ, পসং
১৯-১৯ তলায় বৈঠল, নাগরি নাগর রায়, ২৩৯৪, ২৯৫
২০ দেখি, পসং ২১ দুকুল, ঐ

টীকা

পঙ্‌—১৬। নীপকদম্ব :—"নানাপ্রকার কদম্বের মধ্যে নীপকদম্ব (সাধারণ), ধারাকদম্ব, এবং মহাকদম্ব, এই তিন প্রকার প্রায় দেখা যায়।"

২৬-২৭। উগি :—বা উকি। উৎ-ঈক্ষণ বা অক্ষি (কেবল অক্ষি-মাত্র বাহির করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিয়া দর্শন) হইতে (জ্ঞানেন্দ্র) ; গুপ্তদৃষ্টি।

[১৪৩]

বড়াড়ি

বড় অদভুত দেখিল বেকত
নব ঘন আসি নামে।
সে জন জলদ— পুঞ্জ ঘোর অতি
বসিয়া কুসুম-দামে॥
মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে
হের না আসিয়া দেখ।
এই সব গোপী প্রেমের নবরূপী
কেমনে জলদ রেখ॥
মেঘে চাঁদ ফলে নাহি কোন কালে
নাহি তার পাতা ফুল।
চারু শাখা তায় দেখিল তথায়
মেঘের গঞ্জন দূর॥
শাখায় শাখায় তার সরু ডালে
বিংশতি চাঁদের খেলা।
আর চারু মূলে বিশ শশধর
চাল্লিশ চাঁদের মেলা॥
মেঘের উপর নাচিছে ময়ূর
তাহার গর্জ্জন শুনি।
সহস্র গো— ভূষণ মুখেতে
নাচত একহি ফণী॥
ফল যুগল তাহে শশধর
বেড়িয়া রহেছে ওই।
এ রস-মাধুরী চতুর চাতুরী
বুঝিতে না পারে কই॥
কুলিশ যুগল তার পরে ফুল
তাহে সে চাতক আশে।
চাতক বাদর মেঘ রসালিয়া
সে জন আছয়ে শেষে॥
এ দুই আদর পাইয়া বাদর
দেখিয়া গোপের নারী।
চণ্ডীদাস বলে— "আন কি বুঝিবে
বেকত বুঝিতে পারি॥"

দ্রষ্টব্য :—এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদটিতে রাধা-মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এই পদটি অনেক

স্থলে দুর্বোধ বটে, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের রচনার বিশেষত্ব এই যে মধ্যে মধ্যে তিনি এইরূপ প্রহেলিকাময় পদ সন্নিবিষ্ট করেন। পরে এই জাতীয় পদ আরও দৃষ্ট হইবে।

পঙ্‌—১। বেকত—ব্যক্ত, প্রকট।

তু°—"বড় অদভুত দেখি যে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে॥" (১১৮ সং পদ)

৩। সে জন=কৃষ্ণ। তু°—"জলদপুঞ্জ জিনি বরণ" (গোবিন্দদাস)।

৪। পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া।

তু°—"মালতী বকুল বলিতে অতি আকুল
মৌলি মিলিত বনমাল।"
(ঐ, বৈ-প-ল, ৩০৭ পৃঃ)।

৫। যেহেতু কৃষ্ণের "শরদ শশধর হাস" (ঐ, ৩০৪ পৃঃ), অথবা—"চাঁদ বিরাজিত ভালে" (ঐ, ১৯৭ পৃঃ)। কিন্তু এখানে যুগলরূপ বর্ণিত হইতেছে বলিয়া "ইন্দুবদনী রাধিকা" (ঐ, ২২৩ পৃঃ) শ্যামের কোলে আরোপিত আছেন (পরবর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য) ইহাই বোধ হয় লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৭-৮। গোপীগণ নিত্য নূতন প্রেমলীলায় নিপুণা। তাঁহারা জলদরূপী কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই অর্থ কি?

৯। জলদসমাবৃত আকাশে চন্দ্র বিরাজ করে না।

১১-১২। কিন্তু এই যে কৃষ্ণরূপ মেঘে রাধার দেহ-চন্দ্রিকা শোভা পাইতেছে, তাহাতে চারিটি শাখা অর্থাৎ বাহু দৃষ্ট হইতেছে, এবং তাহাতে কৃষ্ণ বর্ণের ঘোর মালিন্য অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তু°—"গিরির উপরে এ দুই তমাল চারি শাখা আছে ধরি" (ঐ, ১৯৭ পৃঃ)। সং—চতুর্ হইতে চউর হইয়া চারু; চার।

১৩। সরুডালে—অঙ্গুলিতে।

১৪। নখচন্দ্রকে "বিংশ শশধর" (ঐ,) বলা হইয়াছে। তু°—"অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে" (চণ্ডীদাস, ৩ পৃঃ)।

১৫। চারু মূলে—চারি পদে।

১৭-২০। কৃষ্ণের মাথার উপরে ময়ূরপুচ্ছ; তাহ "হেলিছে দুলিছে বায়" আর সেই সঙ্গে যেন সহস্র গো (রত্ন, হীরকাদি)-ভূষিত সর্পাকৃতি রাধার শিরো-ভূষণ নাচিতেছে। তু°—"তা'পর ময়ূর অহি"—(ঐ)।

২১-২২। ফলযুগল—কুচদ্বয়। শশধর—স্নিগ্ধজ্যোতি-বিশিষ্ট অলঙ্কার বিশেষ। তু°—"কুচযুগে শোভিত হারে" (বৈ-প-ল, ২২৩ পৃঃ)।

২৫। কুলিশ যুগল—বজ্রাকৃতি সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট রাধা-কৃষ্ণের নাসিকাদ্বয়।

তারপরে ফুল—তাহার উপরে নীলপদ্মের ন্যায় চক্ষু।

২৭-২৮। নয়নের কোণে অর্পিত বর্ষাকালের সজল মেঘের ন্যায় কজ্জল দেখিয়া চাতক বারির আশায় প্রলুব্ধ হয়।

[১৪৪]

"আগো বড়াই, কি দেখ কদম্বতলে!
দেখি অদভুত, নয়নে না ধরে॥
কিরূপ করিল আলো।
দেখাইয়া দিব চল॥
মেঘে উপজল চাঁদ।
না জানি কেমন ছাঁদ॥"
হাসিয়া বড়াই কহে।
"ও মেঘ ও চাঁদ নহে॥
চাঁদ আরপিব হে।
দুই তনু একই দেহে॥
কো কহু আনন্দ ওর।
ওরা মনমথ ভেল জের॥
আজু যুগল-কিশোর।
কালিন্দী-কূলে উজোর॥
দেখ রাধা বিনোদিনী রায়।
কদম্ব-তরুর ছায়॥
দুহুঁ তনু আনন্দ-বিভোর।"
চণ্ডীদাস দেখি ওর॥

টীকা

পঙ্—২। তুং—
"দেখিতে দেখিতে হইল মোহিত
যতেক ব্রজের রামা।"
(চণ্ডীদাস, ২০৪ পৃঃ)।

৫। তুং—"যেমন জলদ সোনার বিজুরী
তেমতি দেখিয়ে আভা।" (ঐ)।

৯। তুং—"নবীন নাগরী নাগরের কোলে
আছে আরোপিত হৈয়া।"
(ঐ, ২০৫ পৃঃ)।

[১৪৫]

জয়শ্রী

রাই বলে—"শুন, বেদনী বড়াই,
মোর ঘরে গিয়া বল।
কানুর চরণে শরণ পশিল
মনের মানস ভেল॥

ব্রহ্মা-আদি দেবে যেই পদ সেবে
ধেয়ানে নাহিক পায়।
হেনক সম্পদ অলসে পাইল
* * * *॥

কি করিব কুল সব যাও দূর
যাহারে দেখিলে জি।
এ সব ছাড়িয়া কি আর *
* * * * কি॥

যায় জাতি কুল সেও মোর ভাল
ছাড়ে ছাড়ু গুরুজনা।
ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইলাম
কি আর কুলের পণা॥

শুন সব সখি তোমরা যাইয়া
কহিও রাধার ঘরে।
শ্যামের বাজারে দিল সে রাধারে"
চণ্ডীদাস জানে ভালে॥

[১৪৬]

"যে পদ যোগীরা জপে নিরন্তর
অনন্ত না জানে রীতি।
মুনি-অগোচর যে সুখ-সম্পদ
তাহা না পাইল ইতি॥

আর কি ইহাকে আছে কত ধন
বিকাল পশরা মোর।
ও রাঙ্গা চরণে দধি-দুগ্ধ যত
বিকাইল সব মোর॥

কামনার ফল এই নীপ-মূলে
সকল হইল বিকি।
আমার করমে এই সে সকলি
তোরা যাহ যত সখী॥"

গদ্‌গদ বাণী কহে বিনোদিনী
নয়নে গলয়ে ধারা।
কুম্‌কুম চন্দন যে ছিল লেপন
ভাসিয়া চলিল তারা॥

মোহে লোহে আঁখি পুলক-কদম্ব
যেমন যমুনা বহে।
তেন আঁখি ভরি লোর বহি চলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে॥

টীকা

শ্রীরাধা সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এই পদে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দানলীলার শেষের পদগুলিতে দেখা যায় যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান নাই। দীন চণ্ডীদাস দানলীলা বর্ণনায় সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনুসরণ করিলেও রাধার পরবর্ত্তী ব্যবহার বর্ণনায় এই নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। এখানে শ্রীরাধার কৃষ্ণসর্ব্বস্ব ভাব স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং প্রীতির আতিশয্যে তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। পরবর্ত্তী পদেও এই ভাব পরিলক্ষিত হইবে।

পঙ্—১৭। লোহ—লোর=অশ্রু।

[১৪৭]

"শুনগো বড়াই মোর।
আজু শুভদিন হইল আমার
বঁধুয়া পাইনু কোড় ॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
সে সব সফল মানি।
মনের বাসনা পূরিল আমার
বাটে পানু যদুমণি ॥
আয়ানে যাইয়া এই কহ গিয়া
'রাধারে সুঁপিল শ্যামে।'
রাধা বটে রাধা তার রাঙ্গা পায়ে
পশিল মনের সনে ॥
আর কিবা মোর এ ঘর-করণে
ধরম সরম কাজ।
কুলশীল মোর যে হকু সে হকু
পড়িয়া যাউক বাজ ॥
বহু পুণ্য-দশা পাই ফল ভাসা
সফল করিয়া মানি।"
চণ্ডীদাস সুখী দোঁহার পিরিতি
এমন নাহিক শুনি ॥

টীকা

পঙ্—৭। বাটে :—সং—বর্ত্ম হইতে; পথে।
১৪। হকু :—হউক।

[১৪৮]

সিন্ধুড়া

হাসি-মুখ ধনী রাধা বিনোদিনী
চাহিয়া শ্যামের পানে—
"পূর্ণ হল কাম যতেক কামনা
যে সুখ আছিল মনে ॥
তাহা বিধি আনি ভালে মিলায়ল
কামনা পূরল আজি।
প্রেম পরশিয়া লালস পাইয়া
পশরা আনিতে সাজি ॥
বিকি কিনি হল কদম্ব-তলাতে
মনোরথ হল সিধি।
বেলা সে হইল ঘরে সে যাইতে
কহি শুন গুণনিধি ॥
পুনঃ কালি মোরা পশরা সাজায়ে
আসিব মথুরা-পথে।
গৃহ দূর পথ আছে অনুরথ
গুরুজনা বলে তাতে ॥

হরষ বদনে কহ না সদনে
যাইতে গোকুলপুর।”
চণ্ডীদাস বলে— “চলহ তুরিতে
পথ আছে বহু দূর॥”

টীকা

পঙ্—১০। সিধি :—সিদ্ধি।

১৫। অনুরথ :—সং—অনর্থ হইতে (তু°—বৈদিক মনোর্থ হইতে মনোরথ)।

[১৪৯]

শ্রীকানড়া

কহিছে বড়াই— “শুন ধনী রাই,
বেলা যে উচর হল।
তোলহ পশরা অতি রবি খরা
তুরিত করিয়া চল॥
গৃহপতি তারা অতি সে মুখরা
গঞ্জিব কতেক গালি।
শুনি উঠে তাপ বিষম সন্তাপ
গমন তুরিতে ভালি॥
লোক-চরচাতে হেন মনে করে
সকল বুড়ির দোষ।
আমি না আইলে কেবা লয়ে যায়
কাহারে করিব রোষ॥”
রাধা বলে তায়— “কিবা আছে ভয়
যে করু সে করু পাছে।
এহেন সম্পদ্ পাইয়া আমরা
আর কি জগতে আছে॥
শুন গো, বেদনি, বড়াই চেতনি,
তুমি সে নাটের নাট।
গোপনী যে রস করিলে বেকত
পাতালে রসের হাট॥
এখন কেন বা ভয় পরিসর
তখনি ভরসা বাঁধ।
কানুর চরণে ভেজাতে যতনে
যতনে তাহাই চাঁদ॥”
চণ্ডীদাস বলে— “চলহ তুরিতে
বিলম্ব নাহিক, ধনি।
বহুদূর পথ গোকুল-নগরী
সাজাহ পশরা খানি॥”

টীকা

পঙ্—২। উচর :—সং—উচ্ছ্রিত হইতে, (তু°—উচ্চণ্ড—“উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা”—জ্ঞানদাস), অধিক অর্থে। তু°—“উছর হয়েছে বেলা” (ধর্ম্মমঙ্গল—মাণিক)।

৩। খরা :—সং—খর হইতে। খরঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণঘর্ম্ময়োঃ—মেদিনী। তীক্ষ্ণ।

১৭-১৮। বেদনী=দরদী। চেতনী :—যে চেতন করায়, স্ত্রী; অদ্ভুত যাদুবিদ্যাসম্পন্না স্ত্রীলোক।

নাটের নাট :—এই রঙ্গনাট্যের প্রকৃত অভিনেত্রী।

১৯। গোপনী :—গোপনীয়।

[১৪৯ ক]

শ্রীকানড়া

সব গোপীগণ আহীর-রমণী
পশরা তুলিয়া মাথে।
মাঝে সুনাগরী প্রেমের আগরি
আনন্দে চলিল পথে॥

হাসি-রসখনি রাই বিনোদিনী
বড়াই পানেতে চায়।
"আর কত দূর গোকুল-নগর"
ক্ষণেক সুধায় তায়॥

বড়াই কহিছে— "আগে সে যমুনা
ও পারে সবার ঘর।
বড় দেখি রাধা সব দেখি বাধা
যমুনা বাড়ল জল॥

কেমনে সকলে পার হৈয়া যাব
ইহার উপায় বল।
কিসে পার হবে কেমনে যাইবে
ফিরিয়া সবাই চল॥

সেই সে কদম্ব- তলাতে চলহ
সেখানে রসের কানু।
সেখানে যাইয়া মিনতি করিয়া
নিব সে রসের তনু॥"

এ বোল বলিতে কানু আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায়।
আর এক লীলা পুনঃ উপজিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়।

দানলীলা সমাপ্ত।

টীকা

দীন চণ্ডীদাসের দানলীলা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলা অনুসরণ করিয়া ইহা লিখিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই ভাবের আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শেষের কয়েকটি পদে রাধাভাবের বর্ণনায় কিছু নূতনত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত হইয়াছে যে, মথুরায় দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার পথে কৃষ্ণ রাধিকার নিকট হইতে মহাদান আদায় করিয়াছিলেন, তৎপরে রাধা সেই স্থান হইতেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নৌকা-লীলায় তৎপরবর্ত্তী অন্য এক দিনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। রাধাকে পার করিবার কালে নৌকা নিমজ্জিত করিয়া কৃষ্ণ জলমধ্যে রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং বিহারান্তে রাধা সখীগণের সহিত মথুরার হাটে গমন করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় পার হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের বর্ণনায় দেখা যায় যে, দানলীলার পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে গোপীগণ যমুনার জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ নৌকা লইয়া উপস্থিত হন, এবং সকলকে পার করিয়া দেন। এই সময়েই নৌকালীলা সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনায় দানলীলা যমুনার অপর পারে (মথুরার নিকটবর্ত্তী তীরে) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তথায় যাইবার কালে যমুনা পার হইতে গোপীগণের নৌকার প্রয়োজন হয় নাই। দীন চণ্ডীদাসের নৌকালীলা দানলীলার পরিশিষ্ট মাত্র। ভবানন্দের হরি-বংশেও নূতনত্ব আছে। মথুরায় যাইবার পথে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হইয়া এক দ্বীপের মধ্যে রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে পঞ্চরত্ন উপহার প্রদান করিয়া গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থেও দানলীলা ও নৌকা-লীলা পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উক্ত কবিগণ এই সকল লীলা-বর্ণনায় অনেকটা স্বাধীন-ভাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাগবতাদি পুরাণে দানলীলাদির কোন প্রসঙ্গ নাই, পরবর্ত্তী কবিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুসারে ইহা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ইহা কাব্য, এবং এই নূতনত্বের প্রবর্ত্তন-কারিগণের একজন বোধ হয় বড়ু চণ্ডীদাস, এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ বৈষ্ণবতোষিণীকার কাব্য শব্দের ব্যাখ্যায় চণ্ডী-দাসাদির দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

২। নৌকালীলা

[১৫০]

করুণা রাগ

দেখিয়া যমুনা- নদীর তরঙ্গ
উঠিছে দারুণ ফেনা।
দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী
লাগিল বিস্ময়পনা॥
"কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব
মোর মনে হেন লয়।"
তরঙ্গ অপার বহিছে দুধার
হইছে সবার ভয়॥
কোন গোপী বলে, কোন গোয়ালিনী,—
"এ বড়ি বিষম দেখি।
ইহার উপায় কি বুদ্ধি করিব
বলহ সকল সখি॥
কোন বা সাহসে যদি জলে নামি
ডুবিয়া মরিব তবে।
উপায় হইলে তবে সে যাইব
নহে বা কি আর হবে॥
কিসে পার হব না জানি সাঁতার
কেমনে যাইব পার।
* * * * * *
* * * * *॥"

বড়াই কহিছে চাহি রাধা-পাশে—
"শুনগো আমার বাণী।
কানুর চরণে বিনতি করহ
পার করে গুণমণি॥"
চণ্ডীদাস দেখি যমুনা-তরঙ্গ—
"ইহার উপায় কই।
এই দরিয়াতে আনের শকতি
নাহিক কালিয়া বই॥"

[১৫১]

বড়ারি

"হেদে হে নাগর, চতুর-শেখর,
সবারে করিবে পার।
যাহা চাহ দিব ওপার হইলে
তোমার শুধিব ধার॥
মনে না ভাবিহ তোমার মজুরী
যে হয় উচিত দিয়ে।
তবে সে গোপিনী যত গোয়ালিনী
যাব ত ওপার হয়ে॥"

হাসি কহে কানু   করে লয়ে বেণু—
"শুনহ সুন্দরি রাধা।
তোমা পার করি   দিতে সে আমার
তিলেক নাহিক বাধা॥
তবে করি পার   ওপারে রাখিব,
শুন গোয়ালিনী যত।
ওপার হইলে   কত দান নিব?
লইব সবার মত॥"
বুটী কহে তাতে—   "কিবা নিতে চাহ
কহ না বেকত করি।
তাহাই করিব   যাহা চাহ দিব
শুনহ পরাণ-হরি॥"
চণ্ডীদাস বলে—   "নাগর চতুর
শুন রসময় কান।
রাধা পার কর   বিলম্ব না কর
ইহাতে নাহিক আন॥"

চ।

পঙ্—১৭। বুটী=বুড়ী, (বৃদ্ধা)। এই অর্থে প্রয়োগ বিরল। এখানে বড়াইকে বুঝাইতেছে।

[১৫২]

কানড়া

হাসিয়া নাগর   চতুর-শেখর
যতনে আনল তরি।
চাপায়ে রাধারে   সবারে সুধায়—
"খেয়া দেয়া আছে ভারি॥
একে একে করি   সবে পার করি
আমার এ না'টি ভাঙ্গা।
পাছে দরিয়াতে   ডুবহ বেকতে
মোটা আছে কার গা॥
ক্ষীণ যার গায়   চড়'সিয়া নায়
সবারে করিব পার।
মোর কাছে থোহ   বচন শুনহ
যত আভরণ ভার॥"
রাধা বলে—"ভাল   দানের বিচার
বিষম দানীর লেঠা।
কুজন-সংহতি   কুবচন অতি
বড়াই কণ্টক কাঁটা॥
বড়াই-চরিত   অতি বিপরীত
যা কহে তা শুনে দানী।
আভরণ মাগে   এ বড়ি বিষম
কি হেতু নাহিক জানি॥"
ভয়ে মনোদুঃখ   সবাই বিমুখ
হইল বিষম বড়ি।
"ইহার উপায়   কহ কহ দেখি
শুন গো বড়াই বুড়ি॥"
নৌকার উপরে   সবা চড়াইয়া
চালাতে লাগিল তাই।
কেরয়াল বাহি   যায় আন পথে
কহে বিনোদিনী রাই—
"ও পথে বাহিছ   চলে তরিখানি
এ দিকে রহয়ে পথ।
এত দিনে জানি   তোমার চরিত
বড় কর অনুরথ॥
দরিয়া যে দিকে   বাহ কেরয়াল
মাঝারে মকর ভাসে।"
"ফের কেরয়াল   শুন নন্দলাল,"—
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—
"রাধার বচন শুনি ঘাটিআল হাসে।"
এবং—"বোলেন্ত কাহ্নাঞিঁ নাঅ কুলত চাপাআঁ।"
(কৃঃ কীঃ, ১৪৫-৪৬ পৃঃ)।

৫-৬। তু°—"একে একে পার হঞাঁ যাইব মথুরা।
সভাই চড়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা॥"
(ঐ, ১৪৫ পৃঃ)।

এবং—"ঝাঝর নাঅ মাঝত লএ পানী।"
(ঐ, ১৫৬ পৃঃ)।

৯। তু°—"আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ।"
(ঐ, ১৪৬ পৃঃ)।

১১-১২। তু°—"যবে তোহ্মা করিবো মো পার।
বান্ধ দেহ সাতেসরী হার॥"
(ঐ, ১৪৮ পৃঃ)।

১৩-১৪। তু°—"ঘাটে দানা হঞাঁ তোএ করসি সংঘট।" (ঐ, ১৫৬ পৃঃ)।

২৭। কেরয়াল—সং — কৈবর্ত্ত — কেবট্ট — কেওট— কেড়ু+আল (ক্ষেপণী)=কেড়ুআল—কেরয়াল। দাড়।

তু°—"কেণিপাতঃ কোটিপাত্রমরিত্রে"—হেমচন্দ্র, অভিধানচিন্তামণি, ৩।৫৪৩।

কানু কহে তাহে— "তখনি বলেছি
ভাঙ্গা নৌকাখানি মোর।
তোমরা গোয়ালী ছেনা দুগ্ধ খেয়ে
আছে অঙ্গ ভারি তোর॥

মোর ভাঙ্গা নায়ে এত কিবা সহে
না'খানি ডুবিতে চায়।
মোর কিবা দোষ মোরে কর রোষ
সকলি চাপিলে নায়॥"

"মকর কুম্ভীর ভাসে শত শত
তাহার নাহিক লেখা।
পরাণ উড়িছে তাহারে দেখিয়া
কার সনে আর দেখা॥"

কানু বলে—"শুন, বিনোদিনী রাধা,
আমার কি আছে দোষ।
ভাঙ্গা নৌকাখানি দরিয়াতে ঘুরে
আমার কি আছে দোষ॥"

চণ্ডীদাস কহে— "শুন সুনাগর,
অবলা কি জানে রীত।
তোমার চাতুরী কিবা সে বুঝিব
কে জানে তোমার চিত॥"

[১৫৩

জয়শ্রী

রাধার কাকুতি করিছে আরতি
"শুনহ নাগর রায়।
বুঝি হেন মন লইবে পরাণ
হেন বুঝি অভিপ্রায়॥
এবার বাচাহ জীব যতকাল
ঘুচিব তোমার গুণে।
কিসের কারণ এত অপমান
করহ আপন মনে॥"

টীকা

পঙ্—১। কাকুতি—কাকুক্তি; কাতর বাক্য।

৫-৬। তু°—"একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন।" (কৃঃ কীঃ, ১৫৯ পৃঃ)।

৯-১০। তু°—"নিষধিতেঁ আল রাধা চড়িলা নাএ।"
(ঐ, ১৫৮ পৃঃ)।

[১৫৪]

বেলা

"টল টল করে অঙ্গ মোর ঘুরে
চাইতে যমুনা-নদী।
নানা জন্তু আছে তারা জলে ভাসে
দেখহ পরাণ-নিধি।
হেন মনে করে এবার কি জীব
কেন বা আইনু বিকে।
ভাল দূরে যাউ জীবন সংশয়
কি আর বলিব কাকে॥
এমন জানিলে তবে কি বাহির
আহীর-রমণী হয়ে।
এ কোন বিচার না জানি আচার
পরাণ লইতে চাহে॥
সব গোপীগণ হয়ে এক মন
পড়হ নেয়ার পায়।
সরস বচন করহ যতন
ওপারে রাখিয়া যায়॥
এবার ওপারে লইয়া চলহ
হেদে হে রসের কানু।
তোমার চরণে শরণ লইয়াছি
দিয়াছি আপন তনু॥
প্রাণের দোসর এ নব কৈশোর
তোমারে করিল দান।
এবার ওপারে লহ সবাকারে
শুনহ নাগর কান॥"
হাসি বিনোদিয়া কহে সবা আগে—
"তবে সে করিব পার।
এ নব যৌবন কর অরপণ
তবে লাগাইব ধার॥"
চণ্ডীদাস কহে— "আকুল পরাণ
রাধার বিনতি দেখি।
অবলা-পরাণ দেখি ভয় লাগে
শুনহ কমলআঁখি॥"

টীকা

পং—১-২। তুং—

"যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠা মোর প্রাণ জাএ॥"

(কৃঃ কীঃ, ১৫৯ পৃঃ)।

এবং—"ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা।"

(ঐ, ১৬০ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্যান্য গোপীগণকে পার করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে সর্ব্বশেষে পার করিয়াছিলেন, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পদে দেখা যায় যে, তাহারা সকলে এক সঙ্গে পার হইয়াছিলেন।

[১৫৫]

জয়শ্রী

হাসি কহে তবে সব গোপনারী
"আর কিবা দিতে আছে।
এ নব যৌবন কুল সমাপন
দিয়াছি তোমার কাছে॥
কায়মনচিতে বিধির বিধান
শরণ লইয়াছি।
আর কিবা চাহ আগে তাহা লহ
আমরা জানিয়াছি॥

তুমি তরু-লতা মোরা ফল-পাতা
তুলিয়া লইতে কি।
নহে অতি দূর বড় পরিশ্রম
তোমারে বলিব কি ॥
এ তিল-তুলসী তোমার চরণে
সঁপিয়াছি জাতি-কুল।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
তুমি সবাকার মূল ॥
তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
আর বা বলিব কেহ।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
দিয়াছি আপন দেহ ॥
যে কর সে কর আপন বড়াই
আমরা কুলের নারী।
আমরা জানিয়ে তুমি প্রাণপতি
শুনহ প্রাণের হরি ॥
ঘরে পরিবাদ কলঙ্ক ডুসারি
তোমার কারণে এত।
গুরুর গঞ্জনা লোকের তুলনা
এ সব সহি সে কত ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুনহ চতুর
রসিক নাগর কান।
পার কর পুরি আগে লেহ তরি
ইহাতে নাহিক আন ॥"

টীকা

পঙ্‌—৩-৪। তু°—
"এ নব যৌবন পরশ-রতন
সঁপেছি চরণ-তলে।"
(চণ্ডীদা°, ৭৪৩ সং পদ)।

৫-৬। তু°—
"জাতিকুল দিয়া আপনা নিছিয়া
শরণ লইয়াছি।"
(ঐ, ৭৩৪ সং পদ)।

১৫-১৮। তু°—
"তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়।"
(ঐ, ৭৪৬ সং পদ)।

১৯-২০। তু°—
"মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।"
(ঐ, ৭৩৯ সং পদ)।

২১-২২। তু°—
"যে কর সে কর তোমার বড়াই
এ দেহ সঁপিয়াছি।"
(ঐ, ৭৩৪ সং পদ)।

[১৫৬]

পটমঞ্জরী

হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
না'খানি উজান বাহে।
দরিয়া হইতে ওপার করিলা
নৌকা কূলে গিয়া রহে ॥
জনে জনে সবে আনন্দ হইলা
ওপার হইল রাধা।
জনে জনে ঘরে চলিলা হরষে
আন নাহি কিছু বাধা ॥
এত বলি সবে গেলা নিজ-গৃহে
আহীর-রমণী যত।
পশরা এলায়ে গৃহ সমর্পিয়া
গৃহপতি বলে কত ॥

"এতক্ষণ কেনে বেলি অবসানে
আইলা গৃহের মাঝ।
ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ॥
কুল কুলটিনী তোরা কলঙ্কিনী
আনের রমণী ভাল।
এ ঘরে কিরূপে কেমনে বঞ্চিব
বাহির হইয়া চল॥"
গৃহপতি কহে, সবে কহে তাহে-
"যমুনা দু'ধার বহি।
তে কারণে মোরা পার হতে নারি
বিলম্ব গমন রহি॥"
চণ্ডীদাসে বলে- "এই মিথ্যা নহে
যমুনা-তরঙ্গ বড়ি।
হয় নয় ডাকি সুধাহ তোমরা
বিদ্যমান আছে বুড়া॥"

নৌকালীলা সমাপ্ত।

চতুর মুরারি মনেতে ভাবিলা
ইহার উপায় এই।
করিল সৃজন কমল-লোচন
চোরা বলি দুটি গাই॥
সেই গাই সনে চলিলা সঘনে
কানাই চতুর-মণি।
গাভীর পুচ্ছেতে বাম কর দিয়া
করিলা একটি ধ্বনি॥
হৈ হৈ রব শুনি ব্রজশিশু
তুরিতে আইলা ধেয়ে।
"কোথা কার ভাবে গিয়েছিলে তুমি
কহিবে কানাই ভেয়ে॥"
ভাণ্ডীর-কাননে দিলা দরশন
মিলিলা ব্রজের বালা।
কানুরে বালক কহিছে সকল—
"তুমিহ কোথায় ছিলা॥"
চণ্ডীদাস বলে— "কিবা সে বুঝিব
অপার যাহার লীলা।
কে পারে বুঝিতে কাহার শকতি
মুরতি রসের কালা॥"

৩ যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণের পত্নীর নিকট হইতে অন্নগ্রহণ

[১৫৭]

কানড়া

হেথা কানু যত পার করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন।
"কেমনে তা সবা কিরূপ কহিব"
চলিতে বচন কন॥

টীকা

এই উপাখ্যানের পূর্ব্বে ভাগবতে গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এখানে দানলীলা ও নৌকালীলা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নৌকালীলার পরেই যে অন্নভিক্ষার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন এই পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

পঙ্‌—২-৩। তা সবা :—অন্যান্য গোপবালকগণকে। শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণকে তাঁহার অনুপস্থিতির কি হেতু প্রদর্শন করিবেন, তাহাই চলিতে চলিতে ভাবিতেছেন। দানলীলার প্রথম পদের শেষ চারি পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় যে, ব্রজ-

বালকগণ যখন গোষ্ঠের দিকে চলিয়াছিলেন, তখন "কানু আন ছলে মথুরার পথে" দান সাধিতে গমন করিয়াছিলেন।

৮। চোরা গাই :—যে গাভী গোপনে পাল হইতে পলাইয়া যায়।

১৭। ভাণ্ডীর-কাননে :—যে বনে ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষ ছিল (পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৬২।১৩)। হরিবংশের ৬৭ম অধ্যায়ে এই বৃক্ষের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

[১৫৮]

সারঙ্গ

সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া
কানুর পানেতে চেয়ে।
"চোরা ধেনু বনে রাখিতে নারিয়া
বুলেছ অনেক ধেয়ে॥
আমি সব জানি তোমার চরিত
ইহারা বুঝিবে কে।
অপার মহিমা লহনি গরিমা
কেহ সে জানয়ে কে॥
গোপত পিরিতি কেহ না জানয়ে
ব্রজ-শিশুগণ যত।
এ কথা মরম তোমার গোচর
আনে কি জানিবে এত॥"
এ কথা কহিয়া ব্রজ-শিশু লয়া
গোধন রাখয়ে বনে।
কানাই-আগেতে বলরাম তায়
কহিতে লাগিলা মনে॥
"তোমারে খুঁজিয়া আকুল হইয়া
না পাই তোমার দেখা।
কাঁদিয়া আকুল সবে বেয়াকুল
তোমার যতেক সখা॥"
চণ্ডীদাস কহে বলরাম আগে—
"ধেনু হারাইয়াছিল।
চোরা ধেনু সনে ফিরি বনে বনে
তেঁই সে বিলম্ব হল॥"

টীকা

পদ—৫-৬। দানলীলার দ্বিতীয় পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, কানু যখন দানের ছলে চলিয়া গিয়াছিলেন তখন তাহা সুবল বুঝিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সকল আখ্যায়িকা একই কবির রচিত।

৪। বুলেছ :—ভ্রমণ করিয়াছ।

৭। লহনি :— সং-লোভনায়—লোহনিঅ—লোহনি ;

১৯। বেয়াকুল :—ব্যাকুল, বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত।

[১৫৯]

সারঙ্গ

বলরাম আগে কহিছে কানাই—
"বড় দিল মনে দুখ।
চোরা ধেনু হেদে বনেতে হইতে
গেছিল মথুরা-মুখ॥
তাঁহা ফিরাইতে তেঁইসে বিলম্ব
শুন বলরাম দাদা।
তোমা ছাড়া হয়ে তবে কিবা থাকি
পরাণ এখানে বাঁধা॥"

"ভাল হৈল ভাই আসিয়া মিলিলে
বল কি খেলাবে খেল।
তুরিত করিয়া খেলিয়া ঢুলিয়া
ঘরে রে যাইব চল॥
আজি যবে আসি গোঠেতে সাজিয়া
দেখেছি বনেতে ভয়।
কংস-চর আসি সবারে ধরিয়া
লয়েছে মনেতে লয়॥
কানাই থাকিতে তার ভয় নাহি
শঙ্কট-তারণ তুমি।
কত কত কংস সৃজিতে পারহ
তাহা সে আমরা জানি॥
তুমি কোন দেব দেবের দেবতা
আমরা আহীর-বালা।
কি জানি তোমার মহিমা অগম্য
অপার যাহার লীলা॥"
সব শিশু বলে কানাই গোচরে—
"শুনহে কমল-আঁখি।
আজু সে ক্ষুধায়ে ক্ষুধিত হইয়া
ভোগ কিছু নাহি দেখি॥
এই বনে যদি অন্ন আনি দেহ
সকল বালকে খাই।
এই বড় মনে ক্ষুধার কারণে
শুনহ কানাই ভাই॥"
বালক-বচনে হরষ-বদন
গোপাল হইলা বড়ি।
বলরাম-পানে কমলনয়ান
চাহিলা নয়ন জুড়ি॥
কানু কহে—"শুন বলরাম দাদা,
ক্ষুধায় বালক দুখী।
চল চল যাব যজ্ঞপত্নী-স্থানে"
চণ্ডীদাস তাহে সুখী॥

টীকা

পঙ্—২৭-২৮। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোপ-বালকেরা বলিয়াছিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! আমাদিগকে ক্ষুধায় অতিশয় ক্লেশ দিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিতে যোগ্য হও।" (ভা, ১০।২৩।১)।

শেষ দুই পঙ্ক্তি:—ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বালকগণকে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজে যান নাই। (ভা, ১০।২৩।২)।

---

[১৬০]

কানড়া

কৃষ্ণ-বলরাম চলিলা তুরিতে
যথা যজ্ঞপত্নী রহে।
তথা দুই ভাই চলিলা সঘনে
দুয়ারে যাইয়া রহে॥

দেখিলা ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ-বলরাম
পুলকে পূরিত অঙ্গ।
গদগদ ভাবে কহিতে লাগিলা—
"কিবা শুভদিন রঙ্গ॥

আজু বড় শুভ করম ফলিল
ভাগ্যের নাহিক সীমা।
নয়ন ভরিয়া দেখিলাম আঁখে
রামকৃষ্ণ দুই জনা॥

কহ কহ কেনে এলে দুই জনে
কি হেতু ইহার শুনি।"
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণবলরাম—
"ক্ষুধায় আকুল প্রাণী॥

অন্ন দেহ মোরে ইহার কারণে
আইল তোমার আশে।
ক্ষুধায় আকুল বালক সকল
অন্ন মাগে মোর পাশে॥"
এ কথা শুনিয়া তখনি ব্রাহ্মণী
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন।
সুবর্ণের থালি ভরি করি পূর
চলিলা কতেক বর্ণ্য॥
চণ্ডীদাস দেখি বিস্ময় মানিল
বনে কোথা হতে ভাত।
রাখাল মণ্ডলী করি বনমালী
বিছাইল বটপাত॥

[১৬১]

কানড়া

সবে অন্ন খায় মাঝে যদুরায়
দিছেন সবার মুখে।
খাইয়া খাওয়ায় সুখে সুখে তায়
তিলেক নাহিক দুখে॥
কৃষ্ণ-বলরাম শ্রীদাম-সুদাম
সুবল যতেক সখা।
বসিয়া বালক রাখাল মণ্ডল
তার কিছু নাহি লেখা॥
কেহ বলে—"ভাই, কানাই বলাই
বড়ই দয়াল হয়ে।
কোথা হতে অন্ন আনিল নবান্ন
সকল বালক খায়ে॥

এ বড়ি মহিমা যার নাহি সীমা
এ মহীমণ্ডল-মাঝ।
বনের মাঝারে এ অন্ন-ব্যঞ্জন,
কে বুঝে তোমার কাজ॥
বুঝিল কানুর চরিত অদ্ভুত
এ মেনে মানুষ নয়।"
চণ্ডীদাস বলে— "জানি অনুমানে
গোলোক-ঈশ্বর হয়॥"

বড়ারি

বিস্ময় ভাবিলা বালক সকল
কহিতে লাগিলা তায়।
"এ জন নন্দের ভবনে জন্মিল
ধরিয়া মানুষ-কায়॥
কেবল ঈশ্বর দেব দামোদর
নহিলে এমন হয়।
নানা সে আপদ্ সঙ্কট নিকট
ঘুচায় সবার ভয়॥
বিষপান বেলা সবাই মরিলা
এই সে যমুনাতটে।
অমৃত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে
সকল বালক উঠে॥
অঘাসুর-আদি যতেক অসুর
সকলি করিল ধ্বংস।
বুঝিল সাক্ষাতে এমন সম্পদ্
কেবল দেবের অংশ॥

আজি হৈতে ভাই, সকল রাখাল
কানাই-কাঁধেতে না চড়।
উচ্ছিষ্ট ভোজন মুখে মুখে দিতে
এ মেনে সবাই ছাড় ॥”
চণ্ডীদাস বলে— “শুন সখাগণ,
অপার যাতার লীলা।
রাখাল-মণ্ডলে রাখালি করিয়া
করে নানা মত খেলা ॥”

পদ—৯-১৪। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিষপানহেতু মৃত রাখালগণের পুনর্জ্জীবন দান, এবং অঘাসুরাদির নিধন লীলাও দীন চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই পদগুলি পাওয়া যাইতেছেনা।

১৭-২০। মাধুর্য্যলীলা-বর্ণনায় চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক? তুমি আমি সম। ইত্যাদি
(আদির চতুর্থে)।

শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ না ভাবিয়া, রাখালগণ নিজেদের সখারূপেই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন, ইহাই শুদ্ধ সখ্যভাব। এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। ধেনুবৎস-শিশু-হরণ

[১৬৩]

বড়ারি

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বেলি।
নিজগৃহ যেতে ধেনুর সহিতে
দিয়া উঠে জয়তালি ॥
হেন কালে কানু মনে পড়ে ধেনু
শাঙলী ধবলী কোথা।
ভোজন বিশেষ করি অভিলাষ
লইয়া চলিল তথা ॥
সেখানে না দেখি শাঙলী ধবলী—
“কোথা গেল দু'টি গাই।
এখানে আছিল, কোথা তা'রা গেল,
শুনহে রাখাল ভাই ॥”
“আয়, আয়, আয়”— ডাকে যদুরায়
অঞ্জলি ভরিয়া দুটি।
“ধেয়ে এস বনে দেহ দরশনে
ত্বরায়ে আগল ছুটি ॥”
ডাকিতে ডাকিতে না দেখি সে ভিতে
শাঙলী ধবলী গাই—
“কোন্ পথে গেল কিছু না জানিল
খুঁজিব কোনবা ঠাঁই ॥”
বিকল হইয়া বনে বনে ধেয়া
না দেখি ধবলী গাই।
এ রস-মাধুরী ধেনু-বৎস-চুরি
দীন চণ্ডীদাস গাই।

টীকা

পদ—১। ভাগবতের দশমস্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ে ধেনু-বৎস ও শিশুহরণ, এবং ২৩শ অধ্যায়ে অন্নভিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস অন্নভিক্ষার পালা রচনা করিয়া তৎপরে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস ও শিশুহরণ বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবতে আছে যে, একদিন বেলা শেষ হইয়াছে দেখিয়া বালকগণ শিক্যা মোচনপূর্ব্বক খাদ্যগ্রহণ করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, এই অবসরে বৎসগণ দূরবর্ত্তী এক বনে প্রবেশ করিয়াছিল। বালকগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ভোজনে বিরত হইতে নিষেধ করিয়া খাদ্যসামগ্রীর গ্রাসহস্তে একাই বৎসগণের অনুসন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মা বৎসগণকে হরণ করাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সন্ধান করিতে না পারিয়া ভোজন-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, বালকগণও অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি মায়াবলে বৎস ও বালকগণ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার এক ত্রুটি কাল, অর্থাৎ পার্থিব এক বৎসর কাল বিহার করিয়াছিলেন।

৬। এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, একমাত্র শ্যামলী ধবলী গাভীদ্বয়ের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৭-৮। তাহাদের ভোজনার্থে তাহাদের প্রিয় আহার্য্য-বিশেষ তথায় লইয়া চলিলেন।

১৬। আগল—অগ্রবর্ত্তী হইয়া আইস।

[১৬৪]

কানড়া

ইহার বিস্তার ভাগবতে আছে
কহিয়ে একটি বাণী।
সে যে অগোচর গোচর না হয়
কি হেতু ইহার শুনি॥
মধুর মধুর এক পথ আছে
গন্ধ আমোদিত তায়।
পদ্ম বিকসিত এ মহীমণ্ডল
একহি একাদশ কায়॥
তার রন্ধ্রে চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া
উঠিল কোন্‌বা খানে।
পুনঃ এক রন্ধ্রে কোটী কোটী যুগ
গতায়াত নাহি জানে॥
এক রন্ধ্রে * * আর নাহি তার
বেনিত আঁধারে মানি।
কোন কোন খানে তার এক ফুটে
ব্রহ্ম গতায়াত জানি॥
এক রন্ধ্রে পুনঃ শত কোটী যুত
বিংশতি কলার ফুটে।
তার তিন কলা * * * *
সহস্র পূরিত উঠে॥
তার শত কলা কলার অংশ
কিছু সে জানিয়াছে।
চণ্ডীদাস বলে— "বেহুবে হুকুম
এক রন্ধ্র তার আছে॥"

টীকা

পদ—১-২। ভাগবতের দশমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই পদের অধিকাংশ, এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয় প্রহেলিকাময়।

[১৬৫]

গৌরসারঙ্গ

আর কহি শুন অদ্‌ভুত কথা
কহিতে নহিলে নয়।
মহা অম্বুরন্ধ্র আট সে প্রবন্ধ
কেহ কেহ জন কয়॥
একটি কমল তার তিন দল
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া আছে।
আর এক দল এ মহীমণ্ডল
ব্যাপিত হইয়া আছে॥
আর এক দল ফণি লোক ভরি
তিন দল তিন লোকে।
এক এক দলে সহস্র বিংশতি
তাথে রেখ এক থাকে॥

সে রেখ গণিতে কাহার শকতি
রেখেতে পলক হয়।
একেক রেখেতে লাখেক নিমিখ
এই বড় অতিশয় ॥

কোটী পলকে সহস্র বিংশতি
ক্ষণেক পলক হয়।
নব কোটী শত পলক বেকত
কলার সহস্র কয় ॥

লক্ষ কলাপর অংশ যেই হয়
তাহে ভবিষ্যতি কাল।
তিন তিন কলা অংশের একলি
রেখে করে দোলমাল ॥

এক নিমিখ তার এক রেখ
পলটি অলসে থাকে।
ব্রহ্মার পলক কলা অংশ ভরি
সে কেনে এইরূপে রাখে ॥

কলার গরিমা রেখের মহিমা
ব্রহ্মার এমন দিন।
চণ্ডীদাস কহে— "এ রেখ গণিতে
শকতি সবার হীন ॥"

১৬৬

আর এক শুন পরম নির্গুণ
তিনের উপরে তিন।
সাতের উপরে এক জ্যোতির্ম্ময়
পুরুষ-ভূষণ-চিহ্ন ॥

এক পদ্ম তার মুদিত বেকত
তা'পরে মণ্ডল চারি।
তা'পরে বসতি এক সে পুরুষ
নয়নে মুদিত টারি ॥

সেই ষোল কলা তিগুণ করিতে
তাহার কলার কলা।
কলার যে অংশ সেই শত গুণ
তাহাতে নয়ের মেলা ॥

নয় নয় গুণ গুণ মিশাইলে
তাহাতে যে গুণ হয়।
তাপর যে রহে সেই গুণ দর
জগতে সে গুণ নয় ॥

অষ্ট অষ্ট মোক্ষ রসে রসে রস
ত্রিগুণ গুণের গুণে।
সে গুণ গাইতে বড় অভিলাষ
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

এই পদে সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাসের কোন কোন রাগাত্মিক পদে ইহার আভাস পাওয়া যায়, যথা—

পং—৩। সাতের .—তু —"সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে, পরশ-পাষাণ হয়" (চণ্ডীদা', ৮০৪ সং পদ ; এবং, ঐ, ৮১২ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

১৪-১৯। আট ও নয়ের সমন্বয়ের বিষয় চণ্ডীদাসের ৭৬৪ সংখ্যক পদেও পাওয়া যায়, যথা—"বসুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নিতি।"

[১৬৭]

জয়ন্তী

শাঙলী ধবলী বনে না পাইয়া
আকুল হইলা কানু।
বেণু বাঁশী পূরি সঘনে সঘনে
তবু না মিলিল ধেনু ॥
আকুল হইল নন্দের নন্দন
ধেনু হারাইয়া বনে।
আন নাহি চিতে চাহি চারি ভিতে
আন সে নাহিক মনে ॥
"কি বোল বলিব যশোদা মায়েরে
বনে ধেনু হল হারা!"
এ বোল বলিতে ফুকরি ফুকরি
নয়নে গলয়ে ধারা ॥
"হায় হায় আজি বনের ভোজনে
বড়ই পাইল তাপ।
কি বোল বলিব মুখে না নিঃসরে
ভোজন হইল পাপ ॥
এমন কে জানে নিব গাই বনে
শাঙলী ধবলী গাই।
আজু আচম্বিতে গেল কোন্ ভিতে
কিছু না জানিল তাই।
কেমনে গৃহেতে যাইব সাক্ষাতে
সেই নন্দঘোষ-পাশে।"
"ধেনু-বৎস বনে হরে কোন জনে"—
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

[১৬৮]

কাফি

"আর বা কেমনে ঘরে যাব মেনে
ধেনু হারাইয়া বনে।
সেই ঘোষ নন্দ বলে কত মন্দ
মোরে পরতীত জানে ॥
ধেনু না পাইলে গৃহে না যাইব
শুনহ রাখাল ভাই।
নহে এই বনে রহিল যতনে
শুন হলধর ভাই ॥
অতি বড় স্নেহ যশোদা মায়ের
পরাণ পুতলি গাই।
তাহার কারণে এ পঞ্চ ব্যঞ্জন
রাখি যশোমতী মাই ॥
আগে দুই গাই গেলে সে সুধাই
তবে সে আনের কথা।
এই পরমাদ উঠিছে বিষাদ
মরমে হইল ব্যথা ॥"
রাখাল যতেক কহিল সকল—
"শুনহে কানাই ভাই।
আগে চল গিয়া খুঁজিব যাইয়া
শাঙলী ধবলী গাই ॥"
কানুর বেদনা দেখি সব জনা
খুঁজিতে লাগিল বনে।
ধেনু না পাইয়া বিফল হইলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পং—১৯। এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালকগণও কানুর সহিত বৎস-অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন।

[১৬৯]

বড়ারি

"শুনহে বলাই দাদা।
আজি বন-ভোজনে কি হইল কাননে
সকল হইল বাধা॥

এমন কে জানে না শুনি শ্রবণে
শাঙলী ধবলী হারা!"
এ বোল বলিতে হেদে আচম্বিতে
যুগল নয়নে ধারা॥

"কি বলিব কায় যশোমতী মায়
হারাল শাঙলী গাই।
মোরে কি বলিবে এ মন্দ কহিবে
সেই যশোমতী মাই॥"

বলিছে রাখাল— "শুনহে গোপাল,
আমরা কহিব গিয়া।
আচম্বিতে গাই হারাল তথাই
রাখি পরবোধ দিয়া॥

যশোদা রাণীরে কহিব তাহারে
কানুর নাহিক দোষ।
কালি খুঁজি বনে বালক সকলে,
কানুরে না কর রোষ॥"

সকল বালক খুঁজি একে একে—
"আজু না মিলল তাই।
কালি আনি দিব শাঙলী ধবলী"—
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

[১৭০]

"দেহ দরশন করহ ভোজন
শাঙলী ধবলী"—বলি।
দুটি কর ভরি এ অন্ন-ব্যঞ্জন
ডাকিছেন বনমালী॥

"কোথা আছ তোরা দেখা দেহ মোরে
হৃদয় পরাণ কাঁদে।
তোমার বিহনে জানি এ পরাণে
মোর বুক নাহি বাঁধে॥"

কাঁদে যদুনাথ বুকে দিয়া হাত
ফুকরি ফুকরি রোই।
"তোমা না দেখিলে এই বনভিতে
শাঙলী ধবলী গাই"—
এ বোল বলিতে ফুকরি রোইতে
নন্দের নন্দন কান।

* * * * * *

"না যাব গৃহেতে রহি বনভিতে
তোমরা চলিয়া যাও।
ঘরে গিয়া কহ মায়ের সাক্ষাতে
আমার শপথি খাও॥

ধেনু হারাইয়া না পাইল খুঁজিয়া
কানাই রহিল তথা।"
শুনি সখাগণ বিরস বদন
হৃদয়ে পশিল ব্যথা॥

কাঁদিয়া আকুল বালক সকল
কানুর বদন চায়।
দেব-অগোচর সে জন মোহিত
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

"কোথা ব্রজবালা রাখালের মেলা
সে হেন সুন্দর গাই।
কোথায় রহল কিছু না জানল"
দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই॥

টীকা

পঙ্‌—১০। রোই :—রোদন করে।

২৫। যাঁহার মহিমা দেবতাগণও জানিতে পারেন না, সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও গাভী হারাইয়া অভিভূত হইয়াছেন।

[১৭১]

পূরবী

পুনঃ শিশুগণে করল হরণ
রাখিল গোপন করি।
ব্রহ্মার মনেতে করি কিছু চিতে
'ইহ কি গোলোক-হরি?'
এই দড়াইয়া ধেনু-বৎস লয়া
বুঝিতে আপন মন।
তেঁই সে হরিল বালক সকল
বুঝিবে কোন বা জন॥
হেথা বনমালী খুঁজিয়া বিকল
না পাই ধেনুর লাগি।
কমল-লোচন না স্ফুরে বচন
উঠত বিরহ-আগি॥
আসি সেইখানে ভোজনের স্থানে
না দেখি বালকগণে।
হইয়া বিরস— "এ কি পরমাদ
এমন হইল কেনে!"
বদনে না স্ফুরে একটি বচন
নয়নে গলয়ে বারি।
কে হেন করিল বিপদ্ আপদ্
বিরহ দেওল ঢারি॥

[১৭২]

সুহা

"কেথা আছ ভাই ছিদাম সুদাম
বসুদাম আদি যত।
দেহ দরশন না রহে জীবন"—
ফুকরি ডাকত কত॥
"কোন বনমাঝে আছ কোন্ কাজে
উত্তর না দেহ কেনে।"
'ভাই, ভাই'-বলি করিয়া বিকলি
বুলত বনহি বনে॥
কাঁদিয়া আকুল নন্দের নন্দন
বচন না সরে মুখে।
"আজি সে দুর্দ্দিন হইল মিলন,
পাইল ভোজন-দুখে॥
প্রাণের দোসর রাখালসকল
তারা বা চলিল কোথা।
হৃদয় বিদারি কাটিয়া লইল
মরমে হানিয়া ব্যথা॥"
কানুর রোদন বেদন দেখিয়া
চণ্ডীদাস বলে তাথে—
"এ কথা যে জন করিল তখন
জানিয়াছি অনুরথে॥"

ভাই বলি কেনে দয়া নাহি মনে
সকল পাশরিবে ॥
আমার যাতনা দেখিয়ে বেদনা
বড় পরমাদ হবে ॥"
কহে চণ্ডীদাস— "কানুর চরণে
এক নিবেদন করি।
এ ব্রহ্মাণ্ডেয়ানে দেখহ ধেয়ানে
কে হেন করিল চুরি ॥"

টীকা

পঙ্—৮। বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১১-১২। আজ দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; ভোজনের জন্য দুঃখ পাইলাম।

১৯-২০। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, এই কাজ কে করিয়াছে, তাহা আমি তখনই (করিবার সময়েই) জানিতে পারিয়াছি (১৬৭ সংখ্যক পদের শেষ দুই পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য)। অনুরথে :—বোধ হয় অনুরক্ত হইতে আসক্তি বা ভক্তি-বশতঃ জানিতে পারিয়াছি অর্থে। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

[১৭৩]

সূহা

"এস ভাই সখা দেহ মোরে দেখা
পরাণ কেমন করে।
কোথা আছ ভাই খুঁজিতে না পাই
একি পরমাদ মোরে ॥
আর কার সনে খেলিব যতনে
বনে ফিরাইব পাল।
আর না শুনিব মধুর বচন
বেশ না করিব ভাল ॥"
কানুর বিষাদ রোদন-বেদন
শুনি পশুপাখিগণে।
পাষাণ গলিত শাখিকুল যত
লম্বিত চরণ পানে ॥
"আয় আয় ভাই"— ডাকয়ে মাধাই—
"উত্তর না দেহ কেনে।
দিয়া দরশন রাখহ জীবন
এত নিদারুণ কেনে ॥

[১৭৪]

শ্রী

কমল-নয়ন ধেয়ান স্মরণ
মুদিয়া নয়ান দুটি।
ব্রহ্মজ্ঞানেতে দেখি হৃদয়েতে
ব্রহ্মার হেনক কুটি ॥
আমায় ছলিতে আসি বনভিতে
ঐছন তাহার কাজ।
মোর তথ্য কিছু জানিতে নারিয়ে
বুঝিব শকতি আজ ॥
আমি কি বটিয়ে জানিতে নারিয়ে
পাইয়ে মরমে ব্যথা।
তেঁই শিশু-বৎস হরিয়া লইল
জানিল এ তথ্য-কথা ॥"
"ভাল ভাল"—বলি জানিয়ে অন্তরে
নন্দের নন্দের কান।
সৃজিল রাখাল যত ধেনুপাল
ইথে সে নাহিক আন ॥

সেই ব্রজবালা তখনি সৃজিলা
শাঙলী ধবলী গাই।
তা দেখি ব্রহ্মার ভাঙ্গিল সংশয়
ভাবিতে লাগলা তাই ॥
"ইঁহ দেব হরি দেবের দেবতা
ইহাতে নাহিক আন।"
ফাঁফর হইয়া ধেনু-বৎস লয়া
আইল কানুর স্থান ॥
করপুট করি ধরিয়া চরণ
পড়িল ধরণী-তলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া
কাতরে কিছুই বলে ॥
চণ্ডীদাস বলে— "ব্রহ্মার আরতি
ধরিয়া চরণ দুই।
বহু স্তব করে কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
অঝর নয়নে রোই ॥"

টীকা

পঙ্—৩-৪। ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মার ছলনার বিষয় হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের বোধগম্য হইয়াছিল (ঐ, ১০।১৩।১৪) কুটি :—কুটিলতা, ছলনা।

২৫-২৬। ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা কনকদণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া (ঐ, ১০।১৩।৫৭) শ্রীকৃষ্ণের স্তবপাঠ করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।১৩।৫৯)।

[১৭৫]

শ্রী

"তুমি দেব হরি দেবের দেবতা
তুমি হিতকারী হও।
তুমি চন্দ্র দিবা তুমি মহাতেজা
তুমি ত তারণ হও ॥
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ-শকতি
তুমি সে জগৎ-সিন্ধু।
তুমি দয়াবান্ এ নব বৈভব
অনাথ জনার বন্ধু ॥
তুমি জল স্থল তুমি দিবাকর
তুমি সে ঐশ্বর্য্য-লীলা।
তুমি তরুলতা তুমি ফল শাখা
তুমি সে দরিয়া-ধারা ॥
যার অগোচর এ মহীব্রহ্মাণ্ড,
তোমারে জানিতে পারে ?
ক্ষেম অপরাধ বিষম বিপাক
প্রভু দয়া কর মোরে ॥
আমার হৃদয়ে তম উপজিল
পাইনু তাহার চিহ্ন।
অপরাধ ক্ষেম প্রভু দয়াবান্
আমি কি জানিয়ে বর্ণ ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "এ রীত আকুতি
কে তুয়া বুঝিতে পারে।
চতুর্ব্বেদ যাঁর মহিমা চাতুরী
কহিয়া কহিতে নারে ॥"

টীকা

পঙ্—২। হিতকারী—যেহেতু তুমি বিশ্বের হিতার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ (ভা, ১০।১৪।৭)।

৩। কারণ, তাঁহার দীপ্তিদ্বারা সমুদায় চরাচর জগৎ প্রকাশমান হইতেছে (ভা, ১০।১৩।৫০)। অথবা—তিনি 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়া (ভা, ১০।১৪।২২)।

৪। যেহেতু আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের প্রসাদ লাভ না করিতে পারিলে কেহই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না' (ভা, ১০।১৪।২৮)।

৫-৬। পুরুষ-ভূষণ-শকতি :—পুরুষই ভূষণ যে শক্তির, অর্থাৎ যিনি পুরুষাদির আশ্রয়।

যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে—

যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥
আদির দ্বিতীয়ে।

জগৎ-সিন্ধু :—যেহেতু সমস্ত জগৎ তাঁহার কুক্ষিতে প্রকাশ পায় (ভা, ১০।১৩।১৭)।

১০। যেহেতু এখানে আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন (ভা, ১০।১৪।২০)।

১৩-১৪। ভূতময় যে ব্রহ্মাণ্ড, যখন তাহারই মহিমা জানা যায় না, তখন গুণাতীত যে ভগবান্, তাঁহার মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? (ভা, ১০।১৪।২)।

১৭-২০। ভাগবতে আছে—"আমি রজোগুণে উৎপন্ন হইয়াছি, এ কারণে অজ্ঞ, সুতরাং আমার নেত্রদ্বয় অন্ধীভূত হইয়াছে, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন" (ভা, ১০।১৪।১০)।

[১৭৬]

বড়ারি

বেদ বেদ বর্ণ চারু সে পূরিত
এক চক্রবর্ত্তী সাই।
সপ্ত সপ্ত শত সহস্র মেদুল
মন্যাহি পল্লব যাই ॥
তাহে শশধর দীপ্ত নবপর
দশমী দয়র অংশে।
কর্দ্মিশ মানগ তিপর যাকর
ওখল ভেল আতংশে ॥
পট কি টাটক ফণী মণি দশপর
সে দশ যাকর আগি।
মেখল খগতি তদুপর যো রীতি
বেণী বেনীক লাগি ॥
মমিস আসপাশ তারপর যো রয়া
সুরস যাঁহাকে লাগে।
* * * * * *
বারহি অক্ষর চৌদহি যে রহে
সোবহি গেলহি ধন্ধ।
চণ্ডীদাস কহে— যাকর আশপর
বেড়ল সাতহি ধন্ধ ॥

[১৭৭]

বড়ারি

মোর অপরাধ ক্ষেম যদুনাথ
করিনু এমন কাজ।
তুমি দয়ানিধি দয়া না করিলে
পাব অতি বড় লাজ ॥
না জানিয়া যদি কেহ করে দোষ
রোষ পরিহর তুমি।
অহঙ্কার হেতু না জানি বেকত
কি আর বলিব আমি ॥
যে জন এ তিন ভুবন-ঈশ্বর
এবে সে জানিল দঢ়।
কপট নিকট ছাড়হ সঙ্কট
আমারে হইল গাঢ় ॥
ব্রহ্মাণ্ড অগাধ বহু বৈদগধ
যাহার ইহাতে গতি।
গুণ শত শত অতি অনুমত
চারি চারি গতি রীতি ॥
প্রণয় দুর্ল্লভ সাত গুণ গুণ
চক্র সাই যার হয়।
নব নব রেখ রেখের উপমা
তাহার যে রস হয় ॥

সে রস এ চারু প্রকার আরতি
তুমি সে মুরতি কায়া।
তার এক কলা কলার অংশ
ত্রিকুটি কুটির ছায়া॥

ছায়ার বিম্বুক সামগ্রাহিপর
তাপর জ্যোতিক হেম।
গূঢ় অতিতর তাহার ঈশ্বর
কে জানে ঐছন প্রেম॥

প্রবাহ পল্লব যোগী ফণিবর
মুনির মানস সেই।
এ রস-চাতুরী মধুর পঙ্কজ—
চণ্ডীদাসে মাগে এই॥

টীকা

পঙ্—৫-৮ তু°—"জননীর ন্যায় আপনাকে আমার অপরাধ সহ্য করিতে হইবে" (ভা, ১০।১৪।১২), কারণ আমি ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে অভিভূত হইয়া আপনার প্রকাশ জানিতে পারি নাই।

১১-১২। আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া যে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা সম্বরণ করুন, কারণ আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া এখন আমি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

১৩-১৪। তু°—"অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুসকল গবাক্ষের ন্যায় যাঁহার রোমবিবরে পরিভ্রমণ করে" (ভা, ১০।১৪।১১)। অগাধ=অসংখ্য। বৈদগধ=বৈদগ্ধ, বৈচিত্র্য-পূর্ণ। তু°—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ধাম" (চৈঃ চঃ, মধ্যের বিংশে)।

---

[১৭৮]

বড়ারি

"প্রভুর আরতি কি জানি কাকুতি
তুমি সে পরম পতি।
অপরাধ করি ক্ষেম দেব হরি
তুমি অগতির গতি॥
দেব ভগবান্ ইথে নাহি আন
ইবে সে জানিল ইহা।
বহু স্তুতি করি ধরিয়া চরণে
ধরণী পড়িয়া দেহা॥
যাহার মহিমা নাহি পায় সীমা
বেদে অগোচর যেই।
কি বলিতে জানি যার যেন রীত
বুঝিতে নারিল এই॥"
বহু স্তুতি করে পড়িয়া ভূতলে
চরণ-কমল ধরি।
চণ্ডীদাস বলে— "এ রস-মাধুরী
কেবা জানিবারে পারি॥"

টীকা

পঙ্—১। কাকুতি :—কাকুক্তি, কাতর বাক্য।

১৩-১৪। ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের পাদপদ্মে পড়িয়া রহিয়াছিলেন (ভা, ১০।১৩।৫৭-৫৯)।

---

[১৭৯]

নট নারায়ণ

"মোর অপরাধ ক্ষেম।
এ দেহ ধরিয়া হেন না করিব
হেনক না হয় যেন॥

প্রভু ভগবান্ আকার কারণ
করণ প্রবণ ধাতা।
নিশা তর তম চন্দ্র দিবাকর
ব্রহ্মাণ্ডেতে গতায়াতা॥

তুমি চরাচর তুমি সে সত্যর
ভৈবর আগম সার।
যার নাহি পায় গমন বিচার
যাহাতে না পায় পার॥

ক্ষেম ক্ষেমতম অন্ধকার ভূম
অথির নিবিড় গতা।
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ-শকতি
তুমি সে দেবের ধাতা।
যার লোমকূপে লক্ষ শত কোটি
এ চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড জাতা॥

তার এক কুট শত শত অংশ
এক ধূম রেণু বৈসে।
ধূমস পলক পালটি কটাক্ষ
নিমিখ গণিয়ে কিসে॥

নিমিখ গণিতে কাহার শকতি
এক পল কুটি শতে।
তাহার অঙ্কুর তাহাতে যে হয়
তাহার পালটি যাতে॥

জানু জানু ভানু কিরণ-ছটায়ে
তাহার কিরণ এক।
কোটি পলক দেখি যে অনেক
তাহার অনেক রেখ॥

এ জন যাহার বৈভব নায়েক
সে জন ব্রজেতে স্থিতি।
তাহার মহিমা আগম গরিমা
কেবা সে জানিব গতি॥"

চণ্ডীদাস কহে— "এ মহীমণ্ডলে
জনম লভিয়াছে।
গোপ গোপিনী নয়ন-অঞ্জন
করিয়া রাখিয়াছে॥"

[১৮০]

কহেন কারণ নন্দের নন্দন—
"তুমি কি জানহ মোরে।
কোটি ব্রহ্মা আছে কিবা তার কাছে
গণনা আছয়ে তোরে॥

মুদহ নয়ান দেখহ গেয়ান
দেখাব কতেক ব্রহ্মা।
এক সে পলকে দেখহ টাটকে
জানহ কতেক জনা॥

শতমুখ দেখ সহস্রমুখ দেখ
দশমুখ আছে কতি।"
এ সব দেখল মুদিত নয়ন
কে জানে ঐছন গতি॥

মন বিচারিয়া দেখল বেকত
হইল ফাঁফর মনে।
চরণে পড়িয়া স্তুতি করে শত—
"কে তোমা-মহিমা জানে॥

ক্ষেম অপরাধ কর পরসাদ
শুনহ গোলোক-হরি।
আমি না জানিয়ে অপার অগাধ
এ রস-মহিমা-কেলি॥"

চণ্ডীদাস কহে— "দয়ার সাগর
ধরিয়া এ দুই বাহে।
উঠ উঠ বলি কহে বনমালী
পাইয়া কিছুই মোহে॥"

টীকা

পঙ্—৩-১০। চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ আছে—"একদিন দ্বারকাতে ব্রহ্মা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে দ্বারপাল কৃষ্ণকে তাঁহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ ব্রহ্মা?" ব্রহ্মা এই প্রশ্নের হেতু জানিতে অভিলাষ করিলে—

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মারগণ আইল ততক্ষণে॥
শত-বিশ-সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ-মুখ কারো নাহিক গণন॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা। ইত্যাদি।
(ঐ, মধ্যের একবিংশে)

২২। বাহে :—বাহুতে।

৫। যশোদার বাৎসল্য

[১৮১]

সিন্ধুড়া

কানু কহে—"শুন রাখাল যতেক
হইল উছর বেলা।
শ্রীদাম সুদাম ভাই বলরাম
আর কি করহ খেলা॥
ধেনু কর জড় আর খেলা ছাড়
কালি সে খেলিহ খেলা।
আজু চল ঘরে যাব কুতূহলে
ধেনুগণ কর মেলা॥
আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল।
ধেনুগণ লয়া হৈ হৈ রব দিয়া
আজুকার মত চল॥"
পথে চলি যায় মাঝে যদুরায়
মুরলী-বদনে গায়।
শিঙ্গা-বেনু-রবে আনন্দে চলয়ে
গোকুল-মুখেতে ধায়॥
যমুনা-পুলিন প্রবেশ হইয়া
নিজ গৃহে চলি যায়।
ধেনুগণ গৃহে রাখিয়ে গোপনে
যশোমতী মুখ চায়॥
কোলেতে লইয়া নন্দের নন্দন
বদন চুম্বল রসে।
কত শত শত আসিয়া পাইয়া
রসের আনন্দে ভাসে॥
"এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধড় গৃহ মাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।"
চণ্ডীদাস বলে— "ক্ষণেক নেহালে
ও মুখবদন-শশী॥"

পঙ্—৯-১০। এখানে ধেনু-বৎস-হরণের ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,

ঐ পালার পরেই দীন চণ্ডীদাস যশোদার বাৎসল্যের পালা তাঁহার কাব্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

২৭। খড় :—শরীর

[১৮২]

পূরবী

"তুমি মোর প্রাণ— পুথলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ-হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি॥
শুনহ কানাই, আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।
আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কতবার হই হারা॥
মরু মেন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে।
কালি হৈতে বাপু ধেনু গোঠ-মাঠ
না পাঠাব বন দিয়ে॥
কি বলিব নন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে॥
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দূল ভুজঙ্গ রহে।
জানিবা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে॥
আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥"
চণ্ডীদাস বলে— "অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায়॥"

পঙ্—১৩-১৪। মরু—মৃত হউক, মরুক। মেনে—মণাক্ হইতে; তু°—প্রা°—মণং, মণঅং ইত্যাদি। তোমার আপদ্ বালাই লইয়া গাভীগণ মরুক, ইহাও সহ্য হইবে, তথাপি তোমাকে ধেনুরক্ষার্থে বনে পাঠাইতে ইচ্ছা হয় না।

১৭-১৮। নন্দ যে কোন্ যুক্তিতে কানুকে বনে পাঠান, তাহা বলিতে পারি না।

[১৮৩]

শ্রীসূহা

বদন নেহারি ঢর ঢর বারি
ও অঙ্গ বাহিয়া পড়ে।
নিশ্বাস হুতাশ ঘন ঘন দেখি
অতি সে করুণা-স্বরে॥
এ ক্ষীর-নবনী ছেনা সর আনি
দেওলি কানাই-মুখে।
যতন করিয়া পিয়াইছে রাণী
দূরে গেল যত দুখে॥

"কহ দেখি বাপু, আজু কোন্ বনে
চরাইলে সব ধেনু।
আজু কেন বাপু, শুনিতে না পাই
তোমার মোহন-বেণু॥

আন দিন শুনি বেণু-রবখানি
আজু না শুনিতে পায়ে।
মনে উঠে কত বিষম সন্তাপ
শুনিলে থাকিয়ে জীয়ে॥

তখনি বলেছি যমুনা-নিকটে
রাখিও ধেনুর পাল।
আপনি যাইয়া তোরে দেখি গিয়া
তবে সে জুড়াই ভাল॥

এ ক্ষীর নবনী শাকর সেবনি
রাখিল যতন করি।
কোন শিশুগণে নিবার কারণে
না আইসে যতন করি॥

এই বড় দুখ নাহি হয় সুখ
উঠিল আগুন বড়।"
চণ্ডীদাস বলে— "রাণীর করুণা
বড়ই দেখিল দড়॥"

টীকা

পঙ্—২১-২৪। ক্ষীর, ননী, শর্করা প্রভৃতি সেবনীয় দ্রব্য আমি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু (অন্যান্য দিনের ন্যায়) কোন বালক আসিয়া তাহা লইয়া যায় নাই।

[১৮৪]

কামোদ

বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন করায়ে
নন্দরাণী কিছু বলে।
"আজি কেন ধেনু উছর গমন
আনিলে যতেক পালে॥"
মায়ে কিছু বলে গমন-বিলম্ব—
"শুনহ বেদনী মাই।
চোরা ধেনু সনে যাইতে যাইতে
বনে বনে বুলি তাই॥

বিষম বিপাকে চোরা ধেনু সনে
পাইয়ে যাতনা বড়ি।
একলা কত না ফিরাব বাছুরি
কাননে যাইয়া পড়ি॥

যদি কিছু বলি ভাই বলরামে
ফিরাইতে ধেনুপাল।
শীতল ছায়াতে বসিয়া থাকেন
কোপেতে লোচন লাল॥

আর শিশুগণে আপন কাজেতে
তাদের এমনি রীতি।
কেবা করে কার নিজ কাজে দড়
সবার সমান মতি॥

আর বনে আমি না যাব জননি
এত কি বেদনা সয়।"
শুনি নন্দরাণী করুণ হৃদয়
কাঠের পুথলি রয়॥

"কত না ক্ষুধায় পীড়িত হয়েছ
বাছনি যাদুয়া মোর।"
চণ্ডীদাস বলে— শুনিয়া যশোদা
দুখের নাহিক ওর॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। আজি কেন ধেনুর পাল অনেক দূরে লইয়া গিয়া চরাইয়া আনিলে ?

৫। মায়ে—মাকে।

৮। বুলি—ভ্রমণ করি।

১১। বাছুরি :—সং—বৎসতর, অথবা—বৎসরূপ হইতে, ক্ষুদ্রার্থে বা আদরে ই ; গোবৎস।

২৪। পুথলি :—সং—পুত্তলি (প্রতিমূর্ত্তি) হইতে।

[১৮৫]

সূহ-সিন্ধুড়া

"আহা মরি মরি পরাণ-পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥
এ দুঃখে না জীব নন্দে কি বলিব
এ শিশু পাঠায়ে বনে।
এ ঘর-করণে আনল ভেজাব
কিবা সে করয়ে ধনে॥
ইহাকে অধিক আর কিবা ধন,
যারে না দেখিলে মরি।
কালি আর গোঠে না পাঠাব মাঠে
কেবা কি করিতে পারি॥"
মধুর বচনে কহে নন্দরাণী
মরমে পাইয়া ব্যথা।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলিছে হিয়ায়
শুনিয়া পুত্রের কথা॥
"তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়াছে মোরে॥
কত কত বার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।
কটোরা ভরিয়ে রাখিয়ে থাপিয়ে
রাখিয়ে যাহার লাগি॥
এ জন কেমনে এই ধেনু সনে
ফিরিবে বনেতে বনে।
অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণে কত উঠে মনে॥"
মায়ের রোদন বেদন দেখিয়া
কহিছে কানাই তায়।
"পরিবোধ চিতে বেদনী জননি,"
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

[১৮৬]

সূহ

চিবাইতে দিল কর্পূর তাম্বূল
স্নেহে সে যশোদা মা।
ধরিয়া চরণ জাতিয়া দিছেন
শীতল পাখার বা॥
বদন নেহালে যশোদা সুন্দরী
ঘুমল কমলআঁখি।
গৃহকাজে মন করিল গমন
আন আন কাজ দেখি॥
"শুন নন্দঘোষ পাছে কর রোষ
কহিয়ে তোমার কাছে।
শুনিল বনের দুখের বিচার
কহিতে কি আর আছে॥

চোরা ধেনু সনে বহু দুখ মেনে
পাইল যাদব মোর।
শুনিতে শুনিতে পরাণ বিদরে
দুখের নাহিক ওর ॥
বল দেখি তুমি এমন ধবলী
কেনবা পাঠাও বনে।
রাজকর লাগি এমন বয়সে
বঙ্কিল ধেনুর সনে ॥"
নন্দ কহে—"শুন, এমন সম্পদ্
আর না পাঠাব তারে।"
চণ্ডীদাস বলে— "ঐছন আরতি
এ লীলা বুঝিতে পারে ॥"

টীকা

পঙ্—১৪। যাদব :—সং—জাত (শিশু) হইতে আদরে। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনকে যাদব নামে ডাকা হইয়াছে (শব্দকোষ)।

২০। বঙ্কিল :=বক্রিম হইতে (?) বাঁকা, দুষ্ট অর্থে।

৬। রাইরাখাল

[১৮৭]

সূহ

এই মত নিতি বনে বিহরয়
অপার যাহার লীলা।
নিতি নিতি নব এ নব কৈশোর
কে হেন জানিব খেলা ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোঠে আরোহণ
আইলা যতেক শিশু।
"ভাই ভাই" বলি ডাকে কত জনা
শ্রীদাম আছয়ে পাছু ॥
সুবল যাইয়া কানু জাগাইয়া
কহিছে মধুর বাণী—
"গোঠেতে যাইতে শিশু চারি ভিতে
কিনা যাবে ইহা শুনি ॥
বল দেখি ভাই, মোরা শুনি তাই"—
দু' আঁখি কচালি করে—
"আজিকার মত কহিয়ে বেকত
আজি সে রহিব ঘরে ॥"
সুবল জানল কানুর চরিত
কহিতে লাগল তায়।
"আজুকার বড় শ্রমেতে আগল
* কিছু সুখ চায় ॥
চল সব গণে ধেনুবৎসগণে
ক্ষেতে চরাইব ধেনু।"
শুনি সব জন সুবল-বচন—
"আজু না চলব কানু ॥"
আপনার ঘরে সব জন চলে
ধেনুগণ করে মেলা।
নিকট আটনে চরে ধেনুগণে
চণ্ডীদাস তথা গেলা ॥

টীকা

পঙ্—১৯। আগল :—অলগ্ন হইতে অভিভূত অথবা—অধোরার্থক আগোর হইতে, যেমন—"পরশে নাগরী, হইলা আগরী, পড়িলা বেণানী কোড়ে" (চণ্ডীদাস, ৪৭ পৃঃ)।

২৭। আটনে :—আবৃত বা অবরুদ্ধ স্থানে।

[১৮৮]

ধানশী

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেঁধে যাব চল যেথা কমলআঁখি ॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম-জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে ॥
চূড়াটি বাঁধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধরা পর সবে আনন্দিত মন ॥
চণ্ডীদাস বলে—"শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়নে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি ॥"

টীকা

কোন নূতন লীলা করিবার জন্য যে কানু গোষ্ঠে গেলেন না, ইহা সুবল বুঝিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য)। এখানে দেখা যাইতেছে যে নিজে বাড়ীতে থাকিবেন বলিয়া রাখালগণকে গৃহে পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশধারিণী গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, এই পালাটি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কারণ কোন্ ছলে যে কৃষ্ণ পুনরায় গোষ্ঠে গিয়াছিলেন, তাহা যে পদে বর্ণিত হইয়াছিল তাহা এই পদের পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অতএব পরস্পর সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে।

[১৮৯]

সুহই

"কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম
সুবলাদি যত সখা
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা ॥
পর পীত ধড়া মাথে বাঁধ চূড়া
বেণু লও কেহ করে।
'হারে রে রে'-বোল কর উচ্চরোল
যাইব যমুনাতীরে ॥
পর ফুলমালা সাজাহ অবলা
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম সাজ বলরাম
যাইতে হইবে সবে ॥"
যোগমায়া তখন কহিছে বচন—
"রাখাল সাজহ রাই।"
চণ্ডীদাস ভণে— "দেখিগে নয়নে
আমি তব সঙ্গে যাই ॥"

[১৯০]

ধানশী

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া ॥
সাজল রাখালবেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম, কানাই আপনি ॥
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু ॥
চণ্ডীদাস বলে—"যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী ॥"

টীকা

প০—১। যোগমায়া:—গোস্বামিগণের গ্রন্থে এবং চৈতন্যপরবর্ত্তী পদাবলীতেও ইহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। তু°—"যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী" (তরু, পদ সং ১১৩৫)। বৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকায় ইহাকে অবন্তীপুরবাসী

সান্দীপনিমুনির মাতা, এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, ও বৃন্দাবনস্থা বৃদ্ধা তপস্বিনী বলা হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে বড়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সংঘটন করাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে যোগমায়া পূর্ণিমা দেবীর সাহায্যেই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই পদটি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছিল।

৫। হেলে :—বক্র।

[১৯১]

বিভাষ

গায়ে রাঙ্গা মাটি
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর বাজে সবাকার
গলে গুঞ্জ-মালা বেড়া॥

সবাকার কুচ হইয়াছে উচ
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল গাঁথি শতদল
সবাই গাঁথিল মালা॥

ঠারে ঠারে চূড়া গলে দিল মালা
নাসিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে কুচ ঢাকা গেল
চলিল পরম সুখে॥

কেহ পীত ধটী কেহ লয়ে লাঠী
গর্জ্জন শবদে ধায়।
চণ্ডীদাস ভণে— গহন কাননে
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥

টীকা

পঙ্—১। ধটী :—ধড়া।
১০। নাসিয়ে :—ঝুলিয়ে।
১৬। ভেটিবারে :—মিলিত হইতে

[১৯২]

বিভাষ

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
"কোন গ্রামে বসতি রে, কোন গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা, সত্য করি বল।"
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥
রাধা-অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদমস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে—"শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥"
চণ্ডীদাস বলে—"শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী॥"

টীকা

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, এই লীলার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই।

অক্রূরাগমন

[১৯৩]

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরুচন্দ্র।
মুখ শশীখানি সুবাসিত জলে
ধোয়ল গোকুলচন্দ্র॥
স্নেহে যশোমতী আদর স্বভাবে
এ ক্ষীর নবনী আনি।
কানাই-বদনে দিয়া সে যতনে
কহেন মধুর বাণী—
"আজু বনে তুমি যাবে যাদুমণি,
শুনিতে লাগয়ে ডর।
লোক-মুখে শুনি বিষম কাহিনী
থাকয়ে কংসের চর॥"
কানু বলে—"মাতা না কর সংশয়
তোমার চরণ-আশে।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংসচরে
তারে বা গণয়ে কিসে॥"
মায়ের করুণ বচন শুনিতে
সেহেন যাদব রায়।
মধুর বচন করিয়া ছন্দন
আরতি কহিছে মায়—
"কোটি কংস তারে কটাক্ষ নিমিষে
করিতে পারয়ে ধ্বংস।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংস মোরে
আমি যদুকুলবংশ॥"
মায়েরে তুষিতে চতুর কানাই,
"শুন গো বেদনী মায়।
বেশের রচনা করহ রচনি"—
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

টীকা

গোষ্ঠলীলার অন্তর্গত কোন এক রাত্রির পরবর্ত্তী (রাসলীলার পরবর্ত্তীও হইতে পারে) ঘটনা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

পঙ্—২। শ্যামরুচন্দ্র :—শ্যাম-রূপ-চন্দ্র।

১১-১২। তু'—

"আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়ে লয়।"
(পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ সংখ্যক পদ)

১৪। আশে :—আশীর্ব্বাদ।

১৯-২০। ছন্দন :—ইচ্ছানুরূপ রচনা। আরতি :—(আরত্যবরতি বিরতয় উপরামে—অমর) বিরতি, নিবৃত্তি অর্থে ভয় পরিত্যাগ করিবার জন্য সান্ত্বনা বাক্য।

[১৯৪]

বেলয়ার

বেশ বনাইছে মায়।
চাঁচর চিকুর বনাই সুন্দর
চূড়াটি বাঁধিল তায়॥
বেড়িয়া মালতী আনি জাতি যূথি
কুন্দের কলিকা দিয়ে।
তাহার উপরে মুকুতার মালা
প্রবাল মাঝারে দিয়ে॥
সোনার দু থরি মালা দিয়া ফেরি
মানিক খোপনি সাজে।
পরশ পাথর গাঁথি থরে থর
কি শোভা দেখ না মাঝে॥

ময়ূর-শিখণ্ড দিয়া তারপর
বিনি বায়ে দেখ উড়ে।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
উড়িয়া উড়িয়া পড়ে॥
দুদিকে দুকানে কদম্বের ফুল
কি শোভা পেয়েছে দেখি।
নীলমণি যেন হেন লয় মন
নব ঘন কিসে পেখি॥
কপালে মলয়— চন্দন-তিলক
তাহে গোরোচনা-ফোঁটা।
শ্রীমুখ ঝলকে যেমন অলকে
পূর্ণিমা চাঁদের ঘটা॥
অধর বান্ধুলী যেন রাতাগুলি
কি জানি হিঙ্গুলে দলি।
নয়ন চাতক তাহাতে কাজল
আতি সে শোভন ভালি॥
বাহুটোর বালা গলে বনমালা
কটিতে ঘুঙ্গুর বায়।
করেতে মুরলী শোভে দেখ ভালী
রতন নূপুর পায়॥
চণ্ডীদাসে কয়— "নটবর-রূপ
সদাই দেখিয়ে থাকি।
হেন মনে হয় নীল নবঘন
হিয়াতে ভরিয়া রাখি॥"

টীকা

পঙ্—২। চাঁচর :—সং—চঞ্চল শব্দ-জাত, কুঞ্চিত। চিকুর :—কেশ। বনাই :—বর্ণাপন (বিন্যাস) হইতে "সজ্জিত করিয়া" অর্থে।

৮-৯। দু'থরি :—দুইস্তর ফেরি :—আবেষ্টন। খোপানি :—বোধ হয় সং—স্তূপ হইতে (ঝোপের আকার বলিয়া) খোঁপা (শব্দকোষ)। মাণিক :—মাণিক্য হইতে বহু মূল্য অর্থে, অতিশয় সুন্দর।

১০-১১। তু°—
"তার মাঝে মাঝে মুকুতা দু'সারি
সাজে অতি অনুপাম।"
(চণ্ডীদাস, ৫৪ পৃঃ)।

১১-১৩। তু°—
"ময়ূর-শিখণ্ড বিনি বায়ে হেদে,
হেলন দোলন করে।" (ঐ)

১৮-১৯। তু°—
"লোকে তারে কাল কয় সহজে সে কাল নয়
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।"
(তরু পদ সং ১২০)

এবং—তু°—"জলদ-বরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু"
(ঐ, ৩৫ পৃঃ)।

২১। গোরোচনা :—গো (গরুর মস্তক) হইতে যাতা রোচনা, পীতবর্ণ দ্রব্য-বিশেষ। তু°—"ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরোচনা কাঁতি, তার মাঝে পুনিমক চাঁদ" (তরু, পদ সং—১২০)।

২৪। রাতাগুলি :—রক্তোৎপল-সমূহ।

২৬। নয়ন চাতক :—তু°—"রাঙ্গা দীঘল দুটি আঁখি।" (ঐ, ১২২)।

২৯। বায় :—বাদিত হয়।

৩২। নটবর :—নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ।

১৯৫]

বেলয়ার

"দেখ দেখ নন্দরায় কি আনন্দ শোভা পায়
বিধু যেন ঢল ঢল দেখ যমুনায়।
নব নীল ঘন চাঁদ মন্মথ জিনি ফাঁদ
অমিয়-সাগর সুখ-সায়রে ভাসায়॥"

দেখিয়া আনন্দ বড়ি নন্দঘোষ রূপ হেরি
ধরণে নাহিক মেন যায়।
কোলে লয়ে নন্দরাণী— "ও মোর যাদুয়ামণি"
চুম্বন করিয়া কাঁদে মায়॥

"এ বেশে কেমনে বনে যাইবে ধেনুর সনে
পদযুগ অতি সে কোমল।
বিষম ভানুর তাপ লাগিবে সে উততাপ
জানিবা গলিয়া হয় জল॥

এই বড় উঠে ভয় হেন মোর মনে লয়
তৃণাঙ্কুর বাজে বা চরণে।
ঘরে বসি থাক বাপু তোমা না পাঠাব কভু"—
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

টীকা

পঙ্—২। যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় সিগ্ধ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট।

৩। মন্মথ জিনি ফাঁদ:—তু°—"কোটি মদন জনু. নিন্দিয়া শ্যাম তনু" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

৪। তু°—"কিবা সে শ্যামের রূপ, সুধাময় রসকূপ" (ঐ)।

৬। অপরিমিত আনন্দ যেন হৃদয়ে ধারণ করা যায় না।

৯-১২। তু°=
"ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম ভানুর তাপে।
জানিবা ও অঙ্গ গলি পানি হয়
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥ (ঐ, ৫৩ পৃঃ)।

[১৯৬]

রামকেলি

হেন বেলে যত রাখাল বালক
আইল কানাই নিতে।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
বাঁশী শিঙ্গা বেনু গীতে॥

"চল ভাই কানু কি কাজ বিলম্বে
হইল উছর বেলা।
এখন কি কাজে আছ গৃহমাঝে
করহ ধেনুর মেলা॥

ধবলী শাঙলী অতি চোরা গাভী
যদি বা উচর হয়।
দূর বনে গিয়ে কোথা পড়ে ধেয়ে
এই উঠে মনে ভয়॥

ত্বরিত গমন কি আর বিলম্ব
রাখাল আঙ্গিনা ভরা।"
কহে হলধর যশোদা গোচর
"তুমি সে করহ ত্বরা॥"

এ কথা শুনিতে যশোদা-হৃদয়ে
উঠিল বেদনা বড়।
"কেমনে পাঠাব এহেন ছাওয়াল
তুমি সে হইও দড়॥"

বলরাম করে ধরি কিছু বলে—
"শুন হলধর তুমি।
তোমারি করেতে সঁপিল যাদুরে
কি আর বলিব আমি॥

কত শত বেরি কটোরাতে ভরি
রাখয়ে এ ক্ষীর সর।
নিশিতে পিয়াই তার নাহি লেখা
ভরিয়া এ দুটি কর॥"

কহেন বচন বলরাম হেন-
"এ হরি সবার প্রাণ।
আমি সে থাকিতে কিবা ভয় কর"-
দীন চণ্ডীদাস গান॥

টীকা

পঙ্—১০। উচর :—বোধ হয় উচ্চণ্ড হইতে উদ্দাম, দুর্দ্দমনীয় অর্থে।

২৫। বেরি :—বার অর্থে, তু°—"মরণক বেরি" (বিদ্যাপতি)।

[১৯৭]

রামকেলি

পুনঃ পুনঃ কহিরে।
শুন বাপু হলধরে॥
কেবল আঁখির আঁখি।
তারার পুতলি সাখী॥
তুমি তো প্রবীণ বট।
আমার যাদুয়া ছোট॥
আপনার ক্ষুধার বেলে
যাইতে দিও ত ভালে।
সম্মুখে রাখিও কানু।
তুমি চরাইবে ধেনু॥
কানুর ধরাতে বাঁধি।
ক্ষীর ছেনা ননী চাঁছি॥
যাদুরে করিয়া কোলে।
আপনি খাইবে বলে॥
দুখিনী অভাগী আমি।
কেবল ভরসা তুমি॥
তিলে না দেখিলে মরি।
এই নিবেদন করি॥
এ কথা যশোদা বলে।
চণ্ডীদাস কহে ভালে॥

[১৯৮]

বেলোয়ার

চলিলা রাখাল— সকল মণ্ডল
লইয়া ধেনুর পাল।
'হৈ হৈ'—বলি দিয়ে করতালি
নন্দের নন্দন ভাল॥
কেহ নাচে গায় কেহ বেণু বায়
কেহ বেণু দেয় সাড়া।
কেহ তাল মান করে অতি গান
কেহ নাচে অতি গাঢ়া॥
কেহ বলে—"ভাই কোন্ বনে যাবে
কহত বোলত ভেয়ে।
সেই বন পানে চলে ধেনুগণে
তবে যাই ধেনু লয়ে॥"
বলরাম তায় কাহিছে সবহি—
"কানাই যাহাই বলে।
সেই দিক পানে চলহ রাখাল,
আমি সে কাহিয়ে ভালে॥"
যতেক রাখাল কহে বারে বারে—
"শুন হে রাখাল কানু।
আজু কোন্ বনে বলহ বচনে
কোথারে চালাব ধেনু॥"

কানু বলে—"আজু চালাহ সঘনে
ভাণ্ডীর-কানন-বনে।
সেই বন-মাঝে চালাইবে পাল"
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

জড় কর পাল সকল রাখাল
সিঙ্গাতে দেহত সান।"
চলি যায় সব রাখাল-মণ্ডল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

পঙ্‌—৯-১০। অক্রূরাগমনের জন্য। এখনও রাখালেরা ইহা জানে না।

[১৯৯]

বেলোয়ার

ভাণ্ডীর কাননে চলে ধেনুগণে
সকল রাখাল মেলি।
নানামত খেলা সকল রাখালে
দিয়ে উঠে করতালি ॥
আর যত লীলা বিস্তার আছয়ে
ভাগবত-সুখ-কেলী।
সংক্ষেপ রচনা কিছু কিছু আছে
কেবল ফুটক বলি ॥
আর পরমাদ পড়িল সংশয়
গোকুলে নন্দের ঘরে।
এ কথা না জানে কৃষ্ণ বলরাম
গোঠের লীলাতে ভোলে ॥
নানামত খেলা সকল রাখাল
খেলয়ে মনের সনে।
অবসান কাল আসিয়া হইল
জানিল বালকগণে ॥
"আজিকার মত খেলা সমাধিয়া
চলহ গোকুল-পুরে।
কালি আসি বনে খেলাব যতনে
শুন ভাই হলধরে ॥

[২০০]

পূরবী

চলত নাগর কান।
রাখাল চলিয়া যান ॥
কেহ নাচে গুণ-গানে।
যমুনা সরস মানে ॥
উঠিল বেণুর সান।
ধেনু চলে আগুয়ান ॥
মুরলী সুসর রবে।
পাষাণ হইছে দ্রবে ॥
কানুর বাঁশীর গানে।
যমুনা উজান পানে ॥
চলি যায় নানা রঙ্গে।
নবীন রাখাল সঙ্গে ॥
গোকুল-মুখেতে চলে।
হৈ হৈ রব বলে ॥
কোঁ কঁহু চলিল পথ বাই।
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

[২০১]

গৌরী

শিঙ্গা বেণু শুনি যশোদা রোহিণী
নাহিক স্থখের ওর।—
"ঐ শুন শুন মধুর মুরলী-
মাধুরী কানুর জোর ॥
সোনার পুতলি বনে পাঠাইয়া
আছিল চেতন হরি।
মরা তরু যেন বরিষ পাইলে
সে যেন মঞ্জরী সরি ॥
কতক্ষণ হেরি সে চাঁদ-বদন
তবে সে জুড়াই-প্রাণ।
আঁখির তারাটি খসিয়া গেছিল
পুন সে বৈঠল ঠাম ॥"
এই সে আশ্বাস যশোদা রোহিণী
কহয়ে মধুর বাণী।
দূর হইতে দুহুঁ শুনে একরস
শিঙ্গার মুরলী-ধ্বনি ॥
আনন্দ-মগনে দুহুঁ সে ভাসল
স্থখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বড় স্থখী হয় চিতে
দেখিয়ে দোঁহার প্রেমা ॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। কানুর মধুর বংশীর স্থমিষ্ট উচ্চ রব।

১২। ঠাম :—স্বস্থানে।

১৫। একরস :—এক (অখণ্ড, পরিপূর্ণ) রস (আনন্দ); পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত একাসক্তচিত্তে।

১৭। আনন্দ-মগনে :—আনন্দে আত্মহারা হইয়া; তু°—"যোগমগন হর" (হেম)।

অক্রূরের গোকুল-যাত্রা

[২০২]

স্থহই

কংস নরপতি করিল আরতি
যজ্ঞ আরম্ভণ-কাজে।
বহু নরপতি নিমন্ত্রণ তথি
ভেজল সমাজ মাঝে ॥

"গোকুল-নগরে ভেজব কাহারে
কৃষ্ণ বলরাম কাছে ?"
লাগিল মনেতে নৃপতি ভাবিতে
মথুরাতে জিসে আসে ॥

মনেতে পড়িল অক্রূর বলিয়া
ডাকিয়া আনিল তথি।
কহে নরপতি— "যাহ শীঘ্রগতি
কৃষ্ণ বলরাম প্রতি ॥

ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করি আরম্ভণ
তুমি সে গোকুলে গিয়া।
কৃষ্ণ বলরামে আনহ স্বজনে
ত্বরায় আসিবে লয়া ॥"

এ কথা শুনিয়া গদ্গদ হৈয়া
কহেন অক্রূর রায়।
রথ আরোহণে বিদায় হইয়া
কৃষ্ণ আনিবারে যায় ॥

পথে যেতে যেতে আনন্দ-সহিতে
ভাবিতে লাগিল কত।
চণ্ডীদাস বলে— "ভাবের পুলকে
উঠিল বিভাব যত ॥"

টীকা

পঙ্—১৫। স্বজনে :—নন্দাদি গোপগণের সহিত (ভা, ১০।৩৬।২৪)।

১৮। ভাগবতে আছে যে কংসের কথা শুনিয়া অক্রূর তাহাকে ভবিতব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন (ভা, ১০। ৩৬।২৮-২৯)।

২৪। বিভাব :—রসের স্থায়িভাবের কারণভূত বিবিধ প্রকার ভাব।

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—"অদ্য রজনীপ্রভাতসময়ে ভূরি শুভ দর্শন হইয়াছিল (ভা, ১০।৩৮।১৩)।

৫-১২। তু°—"তাঁহাদের চরণে প্রণত হইব, তাঁহারা করপদ্ম আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন" ইত্যাদি (ভা, ১০।৩৮।১৪)।

---

[২০৩]

গড়া

"আজু বড় মোর শুভ দিন দিল
নিশি পোহায়ল মোর।
গদ্‌গদ হৈয়া ভাবে আবেশিয়া
সুখের নাহিক ওর ॥

আজু [সে] দেখব চরণ দু'খানি
লোটায়ে পড়িব তায়।
প্রেমে কত শত প্রণাম করিব
সে দু'টি কমল-পায় ॥

তবে যদুনাথ ধরি দু'টি হাত
পরশ করব মোরে।
আলিঙ্গন-রসে গদ্‌গদ হব
ও নব নাগরবরে ॥

পাইয়া পরশ হইব হরষ
ভাসিব আনন্দ-জলে।"
এ সব কাহিনী কহিতে চলল
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

[২০৪]

গড়া

এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে
অক্রূর চলিয়া যায়।
প্রেমের স্বভাবে রসে আবেশিয়া
পুলক হইছে গায় ॥
যেমন কদম্ব- কেশর ফুটল
তৈছন অক্রূর-দেহা।
প্রেম-অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
বিসরল নিজ-গেহা ॥
স্বেদবিন্দু অতি ক্ষেণেক চেতন
ক্ষেণেক অবশ হয়।
ভাবের বিকারে আপনা পাশরে
আপনার বশ নয় ॥
"কংস রাজা হইতে আমার হইল
ও পদ-দর্শন-লেহ।
সে রাঙ্গা চরণে লোটায়ে পড়িব
নিজ আপনার দেহ ॥
কিবা সুখদশা সুখে নাহি সীমা
জনম সফল মানি।
প্রভুর চরণ দেখিব নয়নে
কহিব বচন-বাণী ॥

যে পদ-পরশ- আশে অবিরত
ব্রহ্মাদি যতেক দেবা।
বৃন্দাবনে আসি তরুলতা হয়ে
থাকিয়া করয়ে সেবা॥
দেব শূলপাণি অবিরত গুণি
গাইতে পরম সুখে।
মুনি ঋষিগণ করয়ে স্তবন
অতি সে পরম সুখে॥
গোকুল-ঈশ্বর গোকুলে আসিয়ে
জন্মিলা নন্দের ঘরে।"
চণ্ডীদাস বলে— "হেনক সম্পদ্
হেরিব মনের সরে॥"

টীকা

পঙ্—৩-৮। শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ দর্শনে অক্রূরের যে আহ্লাদ জন্মিল, তাহাতে প্রেমহেতু তাঁহার গাত্রলোম অঙ্কিত হইয়া উঠিল, এবং অশ্রুকণায় লোচনদ্বয় আকুল হইল। (ভা, ১০।৩৮।২৫-৩২।)

১৩-১৪। সং—স্নেহ হইতে নেহ > লেহ, এখানে অনুগ্রহ অর্থে। তু°—"কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি হরির পাদপদ্ম দেখিতে পাইব; অতএব সে অদ্য আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিল" (ভা, ১০।৩৮।৬)।

২১-২৬। ব্রহ্মামহেশ্বরাদিও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন (ভা, ১০।৩৮।৭), এবং তাঁহার পদরেণু অখিল লোকপালগণ স্বস্ব কিরীটে ধারণ করেন (ঐ, ১০।৩৮।২৪)। দেবতাগণের তরু-লতা হইয়া জন্মিবার কথা অন্যত্রও পাওয়া যায়, যথা—

"ব্রজপুরে হেতা হয়ে গুল্ম-লতা
ইহাতে করিয়ে বাসে।"
(চণ্ডীদাস, ১৩১ সং পদ)।

[২০৫]

সিন্ধুড়া

মুনিগণ যারে ভাবে নিরন্তরে
অনন্ত সহস্র মুখে।
সে জন না পায় মহিমা অপার
আন কি জানিব লোকে॥
ধন্য সে গোকুল- নগর সকল
সদাই দেখয়ে কানু।
ধন্য সে যশোদা ধন্য সে গোপিনী
সঁপিল আপন তনু॥
ব্রজবাসী বালা ভাল পেয়ে মেলা
কানাই সঙ্গেতে খেলে।
'ভাই, ভাই'—বলি কাঁধে করে লয়ে
চরায় ধেনুর পালে॥
না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
বিহরে গোলোকপতি।
নয়ন ভরিয়া চাঁদ মুখ দেখে
আনন্দে এ দিনরাতি॥
স্নেহভাবে সেই নন্দযশোমতী
করিয়া বালক-ভাব।
পতিভাবে গোপী পীরিতি করিয়া
তার শেষে হরি লাভ॥
কানাই রাখাল করিয়া মানল
গোকুলপুরের লোক।
কৃষ্ণরূপ হেরি আনন্দে বিহরে
নাহি কোন দুখ শোক॥
চণ্ডীদাস আশ করে পদতল
তাহার কণিকা পেতে।
মন নহে ভাল চিত্ত নহে দঢ়
কেমনে পাইবে তাথে॥

টীকা

পঙ্‌—২-৩। অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করেন (ভা, ২।৭।৪০)। তু°—"অনন্ত সহস্রমুখে।

বলিতে বলিতে না পারে বদনে
আন কি জানিব মোকে॥"

(পরবর্ত্তী ২১৫ সং পদ)।

৭-১০। মাধুর্য্যভাবের প্রীতির মধ্যে এখানে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে।

তু°—"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।" ইত্যাদি (চরিতামৃত, আদির চতুর্থে)।

১৭-১৮। তু°—

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন-পালন॥" (ঐ)

[২০৬]

শ্রী

গদ্‌গদ প্রেমে পথে যায় চলি
আনন্দ হইয়া বড়ি।
অশ্রুজলে অঙ্গ তিতিল সকল
রথের উপরে পড়ি॥
এই মত কত ভাবের উদয়
অক্রূর মহা সে মতি।
"শুভ দশা মোর আজি সে ফলিল
দেখিব গোলকপতি॥
যে পদপল্লব যোগীর ধেয়ান
করিলে নাহিক পায়।
সে জন দেখিব নয়ন ভরিয়া
দু' আখি জুড়াব তায়॥"
এই সব কথা, ভকত-বিচার
করি গেলা মনে মনে।
বিষম পড়িল গোকুল-নগরে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

শ্রীরাধিকার স্বপ্ন

[২০৭]

ভৈরবী

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদিনী রাধা
কহিতে লাগিলা কথা—
"তোমরা জানিলে এ সব কাহিনী
হিয়ায় পাইবে ব্যথা॥
আজুর নিশির স্বপন দেখিল
অতি অদভুত বাণী।
শুনহ সজনি তোমরা চেতনি
কি হয়ে নাহিক জানি॥"
সব সখী বলে— "কহ কহ রাধা,
কি হেতু ইহার শুনি।"
রাই কহে সব নিশির স্বপন
কহিতে লাগিল বাণী॥
"নিশি অবশেষে ঘুমে অচেতন
হেনক সময়কালে।
রথ-আরোহণ করি একজন
আইল গোকুলপুরে॥
আমি যেন বিকে বড়াইএর সাথে
গেছিল গোকুলপুরে।
হেন বেলা দেখা হইল আমার
কহিতে লাগিল তারে॥

'রথ আরোহণে কোথারে গমন
এ পথে যাইছ তুমি।
কি নাম তোমার কহিবে গোচর'
তাহারে কহিল আমি ॥
কহিতে লাগিল সব বিবরণ—
অক্রূর আমার নাম।
কৃষ্ণ বলরাম আনিতে যতনে
এ কংস রাজার ধাম ॥
এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে।"
চণ্ডীদাস বলে— "নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে ॥"

[২০৮]

ভৈরবী

এ কথা কহিতে সব সখীগণ
কহিছে রাধার কাছে।
"স্বপন আপন না হয় কখন
শয়ে এক সাচা আছে ॥"
"হেন বেলে মোর নিঁদ দূরে গেল
হিয়ায়ে হইল দুখ।
সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে
অঙ্গেতে নাহিক সুখ ॥"
কোন সখী বলে— "অনুভবে দেখি
ঐছন করিয়া হিয়া।
কি জানি স্বপন কি না হয়ে পুন
গণাহ গণক লয়া ॥"
"ভাল না কহিলে মরম সখি হে,
মনেতে লাগল মোর।
দেয়াশীর ঘর যাহ একজন
বুঝহ ইহার ওর ॥"
এক গোপনারী দেয়াশীর ঘর
গেল সে বিরস মতি।
"গৌরীর মাথায়ে ফুল চড়াইয়া
বুঝহ একাজ-গতি ॥"
ফুল চড়াইল গৌরীর মাথায়ে
দেয়াশী কহিছে ভালে—
"যে কারণে গোপী আরাধল আসি
দিবে সে মাথার ফুলে ॥"
ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে
দেয়াশী কহিল তায় —
"অতি অমঙ্গল পড়ল গোকুল
না জানি কি জানি হয় ॥"
চণ্ডীদাস বলে- "শুন গোপনারি,
সকল মিছাই নয়।
কখন কখন কাজের গোচর
কিছু কিছু সত্য হয় ॥"

টীকা

পং—৪। শতকরা একটি সত্য হইতে পারে।

৫। নিঁদ :—সং—নিদ্রা হইতে। তু —"দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে" (কৃঃ কাঃ, ৩৯০ পৃঃ)।

৭। ইহার যথার্থতা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

৯-১২। তোমার মন যখন ঐরূপ করিতেছে, তখন মনে হয় স্বপ্ন সত্যও হইতে পারে, অতএব গণকের নিকটে ইহার ফলাফল জানা উচিত।

১৩। না :—এখানে কথার মাত্রা রূপে ব্যবহৃত।

১৫। দেয়াশীর :—সং=দেববাসিনী শব্দ হইতে। কোন দেবতার দৈবশক্তিসম্পন্না উপাসিকা। ওর—পার, সীমা, ফলাফল।

১৯-২০। কপালকুণ্ডলাতে বর্ণিত হইয়াছে যে কালীর পাদপদ্মে ফুল অর্পণ করিয়া নবকুমার ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন।

২৯-৩২। সকল স্বপ্নই মিথ্যা হয় না, কার্য্যগতিকে কখনও কিছু কিছু সত্য হইয়া থাকে।

[২০৯]

ভৈরবী

সেই গোপ-নারী রাধার গোচর
কহিতে লাগিল গিয়া—
"সেই গৌরী-শিরে পুষ্প চড়াইতে
দেয়াশী বিনয় হৈয়া ॥
না পড়ল তার শিরে এক ফুল
শুনহ সুন্দরী রাধা।
অমঙ্গল যেন অনেক অন্তর
সকল দেখিল বাধা ॥"
একথা শুনিয়া সবার চিত্তেতে
বিস্ময় ভাবিল বড়ি।
"গণক আনিয়া তারে গণাইব"
সেজন পাড়িয়ে খড়ি ॥
আসিয়া গণক বসিলেন তথি
লিখিল ষোলই ঘর।
তাতে আঁক রাখে বেদ পরিমাণ
খড়ি দিল তার পর ॥
প্রথম বামের ঘর ছাড়াইয়া
তার পাশে পড়ে খড়ি।
সীতার ঘরেতে খড়ি বসাইল
একথা কহিল 'ডেড়ি' ॥
"সীতার ঘরেতে বহুতুখ বোলে"—
গণক কহিল তায়।
* * * * * *
* * * * ॥
"মনে করি কিবা"— কহে খড়ি দিয়া
গণক কহিল পুনঃ।
"এই মনে কর রহে গিরিধর
মথুরা না যায় যেন ॥"
"সীতার ঘরেতে এ খড়ি উঠল
'সামাল' কহল তায়।"
এ কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল
দ্বিজ চণ্ডিদাস গায় ॥

।

পংক্তি—৭-৮। সুদূর ভবিষ্যতে অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি, বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

১৫। তাহাতে চারিটি সংখ্যাপাত করিল।

২০। "বিপদ" এই কথা বলিল। তুঃ—"খড়িপাতি বলে খুড়া, যে কিছু বাড়ার ডেডী, খড়িপাতি বুঝিনু বিস্তর" (ঘনরাম)।

২৮। সামাল :—সাবধান হও।

[২১০]

শ্রী

আসিতে অক্রুর দেখি অদভুত
পথের মাঝারে চিহ্ন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সে পতাকা
রহিছেন অন্য অন্য ॥

দেখি সে চরণ পড়িয়া সঘন
লোটাইয়া পড়ে অঙ্গ।
প্রেমে গদ্গদ সুখের আমোদ
উঠিল আনন্দ-রঙ্গ ॥
প্রদক্ষিণ করি অষ্টাঙ্গ প্রণাম
সহস্র সহস্র করে।
নয়নের জলে অঙ্গ বহি যায়
যেমন যমুনা-নীরে ॥
অচেতন পেয়ে পড়ে মুরছিয়ে
চেতন নাহিক হয়।
বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়ে
উঠিল সে মহাশয় ॥
যমুনা দেখিয়া প্রণাম করিলা—
"তুমি সে সুধন্য মানি।
তোমার তীরেতে বিহরি খেলয়ে
সে হরি গোকুল-মণি ॥
এ বোল বলিয়া গেল পার হইয়া
প্রবেশে গোকুল-পুরে।
নন্দের দুয়ারে রথ আরোপিয়া
চলিলা মন্দির-পরে ॥
দেখি নন্দঘোষ হইলা সন্তোষ
বসিতে আসন দিয়া।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাহারে তুষিল
অতি সে আনন্দ হয়া ॥
নানা-আয়োজন বিবিধ ব্যঞ্জন
রন্ধন করায় তথি।
ঘৃত দুগ্ধ তথি মিষ্টান্ন সাকরি
বিবিধ ভোজন রীতি ॥
চণ্ডীদাস বলে— "নন্দের সনেতে
দোঁহে করে কোলাকুলি।
আনন্দ-মগন ভেল দুইজন
কথার চাতুরী মেলি ॥"

টীকা

পঙ্—৪। পৃথগ্‌ভাবে রহিয়াছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল চিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজভূমি শোভিত করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩৮।২৮)।

২৫-৩২। অক্রূরকে পাদ্য-অর্ঘ্য এবং বহুতর ব্যঞ্জনসহ পবিত্র অন্ন দেওয়া হইয়াছিল (ভা, ১০।৩৮।৩৫)।

[২১১]

গৌরী

বিচিত্র আসনে বসিলা সঘনে
রন্ধন করিলা তায়।
ভোজন করিল অতি বিলক্ষণ
আচমন করি তায় ॥
আচমন করি বিচিত্র পালঙ্কে
শুতল অক্রূর রায়।
কর্পূর তাম্বূল আনল মধুর
নন্দ যোগাইল তায় ॥
তবে পুছে বাণী— "কহ কহ শুনি,
কেন বা আইলে ইথে।
কহ সমাচার কি হেতু বেভার"
অক্রূর বলেন তাথে ॥
"ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
শুন নন্দঘোষ রায়।
কৃষ্ণ বলরাম দু'জনে লইতে
আইল, আরতি তায় ॥
মোরে পাঠাইল গোকুল-নগরে
লইতে এ দুই ভাই।"
শুনিতে নন্দের হিয়া দরদর
আঁধার মানিল তাই ॥

'কি বোল বলিলে !' যেমন বজর
পড়িল নন্দের মুণ্ডে।
যেমন আকাশ কুলিশ পড়ল
শুনিতে তাহার তুণ্ডে ॥
চণ্ডীদাস বলে— "আর কি বাঁচিব
গোকুলে গোপীর প্রাণ।
বিফল করল সকল অথির
ছাড়ব নাগর কান ॥"

টীকা

পঙ্—১১। বেভাব :—সং—ব্যবহার হইতে আগমন-রূপ আত্মীয়তা অর্থে।
২৭। অথির—অস্থির।

[২১২]

ধানশী

এ কথা যখন শুনিল যশোদা
কহিতে লাগিল তায়।
"কি বোল, কি বোল আর আর বল"—
ঘন ঘন পুছে তায় ॥
কাঁদি কহে নন্দ — "ঘুচিল আনন্দ
অক্রূর আইল নিতে।
কৃষ্ণ বলরাম লইতে দু'জন
এই সে কংসের চিতে ॥"
এ কথা শুনিয়া নন্দ-পানে চেয়ে
পড়িল ধরণীতলে।
"কি হল, কি হল, গোকুল-নগরে"
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে ॥
যেমন কুলিশ ভাঙ্গিয়া পড়িল
তেমন যশোদা-মাথে।
"কি শুনিল মুই দারুণ বচন
অক্রূর আইল নিতে ॥
যাহার ভয়েতে বেথিত অন্তর
নিতি পাঠাইত চর।
যাদু ধরিবারে গহন কাননে
আছে কত হায় ডর ॥
তাহে কংস-ঠামে যাবে দুই জনে
নাজানি কি জানি করে।
মায়ের অন্তর যাবে জর জর
এ মন নাহিক সরে ॥"
চণ্ডীদাস বলে — "শুন নন্দরাণি,
যেজন গোকুল-পতি।
কি করিতে পারে কংস নৃপবরে
সেজন রহিব কতি ॥"

টীকা

পঙ্—২০। ডর :—ভয়।
২১। যাব—যাইবে।
২৪। তাহাদিগকে পাঠাইতে আমার মন সরে না।

[২১৩]

গৌরী

হেন বেলে সিঙ্গা বেণু বাজাইয়া
রাখাল আসিছে পথে।
কৃষ্ণ বলরাম মাঝারে করিয়া
ধেনুপাল লয়ে যেতে ॥

হৈ হৈ রবে প্রবেশ করল
গোকুল-নগর-পুরে।
নিজ গৃহে গৃহে গেলা ব্রজবালা
লইয়া ধেনুর পালে॥
নিজগৃহে গেলা কৃষ্ণ বলরাম
যশোদা আনন্দ বড়ি।
ধেনুগণ যত সব সমাধিয়া
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি॥
কোলে লয়ে কানু এ ক্ষীর নবনী
পিয়ায় মনের সুখে।
বিবিধ শাকর চিনি ছেনা সর
দিছেন ও চাঁদমুখে॥
কানাই পুছল— "শুনগো জননি,
দ্বারে বা কিসের রথ ?"
কহেন যশোদা কানাই-গোচর—
"বড় হল অনুরথ॥"
"কহ কহ শুনি যশোদা জননি,"
হাসিয়া মায়ের কোলে—
"কিসের কারণে কহগো জননি,
শুনি কি তাহার বোলে॥"
"কংস পাঠাইয়ে অক্রূর আসিয়ে
কৃষ্ণ বলরাম নিতে।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
সেই সে তাহার চিতে॥"
হাসি যদুনাথ বচন ভারতী
কহেন মায়ের পাশে—
"তার কিবা ভয় না কর সংশয়"—
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

টীকা

পঙ্—১১। সমাধিয়া—সুব্যবস্থার সহিত শেষ করিয়া
১২। শ্রমহেতু।

[২১৪]

কানড়া

হেনক সময় অক্রূর দেখল
আয়ল অক্রূরপতি।
চরণ-কমলে পড়ল তৈখনে
করেন আরতি-রীতি॥

কৃষ্ণ বলরাম ধরি দুই জন
করিল তাহারে কোড়।
আলিঙ্গন দিয়া বচন মধুর
সুখের নাহিক ওর॥

"কহ কহ দেখি কিসের কারণে
আইলে গোকুল-পুরে।"
"তোমা লইবারে আমার গমন
শুনহ বচন ধীরে॥

'বলরাম আর দেব দামোদর'
কহিল নৃপতি মোরে।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
আয়ল গোকুল-পুরে॥

'কৃষ্ণ বলরাম আনহ দু'জনে
ত্বরিত গমনে গিয়া।
রথ আরোহণে করহ গমনে
ত্বরিতে আসিবে লয়া'॥"

একথা শুনিয়া অক্রূরে তুষিয়া
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
কৃষ্ণমুখ চেয়ে গদগদ হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

[২১৫]

অক্রূর চরণে পড়িয়ে করয়ে
স্তবন স্মরণ ধ্যান।
পরশ করিতে তাহার হৃদয়ে
লইল ব্রহ্মহি জ্ঞান॥
"তুমি চক্রপাণি তুমি বেদধ্বনি
তুমি সে পরম কায়া।
যেজন স্তবনে না পায় ধেয়ানে
বুঝিতে না পারি মায়া॥
তুমি চন্দ্র আদি দিবাকর সিদ্ধি
তুমি ত ভুবনধাতা।
তুমি চরাচর তুমি সে আকাশ
তুমি সে দেবের কর্ত্তা॥
তুমি হুতাশন তুমি সে কারণ
তুমি সে করুণাসিন্ধু।
এ ভব-সায়র করম ধরম
তুমি সবাকার বন্ধু॥
বেদে দিতে নারে যাহার সীমা (?)
অনন্ত সহস্রমুখে।
বলিয়া বলিতে না পারে বদনে,
আন কি জানিব মোকে॥
তুমি বাসুদেব তুমি নারায়ণ
অচ্যুত অনন্ত হরি।
তুমি হৃষীকেশ তুমি দামোদর
তুমি হও বনমালী॥
* * * * * *
* * * *
তুমি সে মাধব তুমি পদ্মনাভ [১]
তুমি পুণ্ডরীকধারী॥
তুমি জনার্দ্দন তুমি পুরুষোত্তম
কি জানি মহিমা তায়।
দেব অগোচর না হয় গোচর"—
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

[১] আদর্শে—'পুণ্যলাভ'।

[২১৬]

বড়ারি

করপুট হইয়া গদ্‌গদ ভাবে
এ সব কহিলা যবে।
হরষ বদন মদনমোহন
কহিতে লাগিল তবে॥
"তুমি সে পরম পবিত্র মানল"—
কহেন গোলকপতি।
হাতে ধরি তবে উঠায়ল হরি
করল পীরিতি-রীতি॥
কহেন অক্রূর বচন মধুর—
"আজু শুভদিন মোর।
তোমার পরশে এতদিন মুই
পবিত্র করল কোড়॥
জন্ম শুভ দিন হইল আমার
পাইল পরম পদে।
কি কহব আমি কহন না যায়
ও পদ পাইল সাধে॥"
করে ধরি হরি বসাইল বেরি
আনন্দ-রসের কথা।
নানা উপচার বিবিধ বিধানে
পূজল সে নন্দ তথা॥

কহে নন্দ ঘোষ ঘোষণা সকল
ডাকিয়া আনিল গোপে।
"দধি দুগ্ধ ঘৃতে সাজাই শকটে
আরতি হইল ভূপে ॥

শকট লইয়া ঘৃত দধি লয়া
সাজাহ তুরিত করি।
প্রভাত হইলে যাইব মথুরা
রাম হলধর ধরি ॥"

চণ্ডীদাস বলে— "বিষম হইল
আকুল গোকুলবাসী।
সুখ গেল দূর দুখ অবশেষ
উঠল দুখের রাশি ॥"

টীকা

পঙ্—২১-২৮। নন্দ গোপদিগকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দিয়াছিলেন—"তোমরা ক্ষীরাদি সর্ব্ববিধ গোরস গ্রহণ কর, কল্য আমরা মধুপুরী গমন করিব।" তিনি ব্রজনগর-রক্ষাধিকারীর দ্বারা সর্ব্বত্র ঐরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৩৯।৯-১১।)

[২১৭]

রামকেলি

পড়িল ঘোষণা নগর চাতরে
যত যত গোপগণে।
শকটে শকটে পূরিল সকলে
দধি দুগ্ধ ঘৃত সনে ॥

বাজায় বাজনা নন্দের দুয়ারে
পড়িয়াছে ধায়াধাই।
এ কথা শুনল ব্রজরামাগণ
'কিসের বাজনা ওই ॥'
এক নব রামা রাধা পাঠাওল—
"বুঝহ কি হেতু কাজ।
তুরিত গমন করহ এখন
যাইয়া নন্দের মাঝ ॥"
সেই গোপ-নারী তুরিত গমন
করল নন্দের ঘরে।
যাইয়া দেখল বুঝল সকল
বজর পড়িল শিরে ॥
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ বলরাম
যাইব মথুরাপুরে।
এ কথা শুনিয়া সেই নবরামা
তুরিতে গমন করে ॥
রাধারে কহিতে বলে সেই সখী—
"শুনহ আমার বাণী।
কহিলে কি হয় হেন মনে লয়,
শুনহ রমণী ধনি ॥"
'কহ কহ, শুনি, কি হৈল',- 'গেছিল—'
কহিতে লাগল বাণী।

* * * * * *

* * * *

"অক্রূর বলিয়া একজন আইল
কৃষ্ণ বলরাম নিতে।
রথ আরোহণ করিয়া আইল
এবে সে দেখিল ভিতে ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "নিশ্চয় যাইব
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
মূরছিত হয়ে পড়িল গোপিনী
এতদিনে গেল এই ॥"

টীকা

পঙ্ ১। চাতর—সং চত্বর হইতে, জনসমাগম স্থান, চাতাল।

৬। ধায়াধাই:—ধেই ধেই রবজনিত গোলমাল।

২৩। আমার ভয় হয়, এই সংবাদ জানিলে তোমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে।

৬। বিছা—বিছান, পাতা, বিস্তারিত।

৭। তুলিকা তুলা দ্বারা নির্ম্মিত শয্যা, তোষক। আমার হৃদয়স্থিত রত্নপালঙ্কে অনুরাগের তোষকের উপরে শ্যামচাঁদ নিদ্রামগ্ন রহিয়াছেন।

১৬। হৃদয়মন্দিরে আবদ্ধ শ্যামচাঁদ হৃদয় বিদীর্ণ না করিয়া বাহির হইতে পারিবেন না।

[২১৮]

ধানশী

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
"আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই ॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর-মন্দিরে গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তূলিকায় বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে ॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন,
কোন পথে বধু পলাইবে ॥
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥"
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল মাথুরের ভয় ॥

টীকা

পঙ্—১। রাধা যে গোপীকে সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার নাম ললিতা। সখীগণের নামকরণ বৈষ্ণব গোস্বামিগণ করিয়াছেন।

[২১৯]

বেলয়ার

অতি আনাগোনা বিষম বাজনা
শুনিয়া গোপিনী যত।
হিয়া চট্ ফট্ অতি সে ব্যথিত
তাহা না সহিব কত ॥
"অব কি করব পরাণে কি জীব
কি শুনি দারুণ বাণী।
যে দেখি স্বপনে সেই ফলে আসি!
নিশ্চয় স্বপন মানি ॥
দেয়াশী জানল, গণক কহল,
মিছা নহে কোন কথা।
তাহা সে দেখল মনে বিচারল
বিফল নহিল হেথা ॥"
কাঁদে গোপীগণ হইয়া বিমন—
"উপায় কহ না সখি।
কিসে বৃন্দাবনে রহে বনমালী
সেহেন কমল-আঁখি ॥
প্রভাত হইলে যাবে মধুপুরে
ঘোষণা শুনি যে বড়ি।
গোপগণ করে দধির আটন
শকট সাজিল সারি ॥

নন্দের দুয়ারে বিষম বাজনা
※ বাজত নাকড়ি।"
চণ্ডীদাস বলে— "প্রভাত হইলে
যাইব গোলোক হরি॥"

টীকা

পঙ্—১। আনাগোনা—আগমন-গমন। তু—অবণাগবণ (চর্য্যা)—আনাগোনা, অর্থ—যাতায়াত।

৫। অব—এখন।

৭-১০। স্বপ্নের বৃত্তান্ত, এবং দেয়াশিনী ও গণকের উক্তি ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই পদে তাহার উল্লেখ থাকাতে এইসকল পদ যে একই কবির রচিত, তাহা বুঝা যাইতেছে।

১৯। আটন:—সাজন।

২২। নাকড়ি:—আরবী-নাকারা হইতে; নাগারা, গব।

[২২০]

পটমঞ্জরী

"গগনে দারুণ নিশি।
প্রভাত হইল হেন বাসি॥
নিশি তোরে করিয়ে মিনতি
ঐছন থাকয়ে তুমি নিতি॥
প্রভাত না হও তুমি চাঁদ।
বেকত-রহিত গতি ছাঁদ।"
কেহ বলে—"শুন ধনী রাই
উপায় করিতে আছে তাই॥
আঁচলে ঢাকিব নিশি-চাঁদে।
যেন মতে অন্ধকার বাঁধে॥"
কেহ বলে—"হব রাহু বাসি।
চাঁদে যেন থাকিয়ে গরাসি॥
যেমনে নহত পরভাতে।
তবে রহে প্রভু জগন্নাথে॥"
কেহ বলে—"হব জিঠি বাধা।
অমঙ্গল উচারু সমাধা॥"
কেহ বলে—"হইব শৃগালী।
দক্ষিণে চলিয়া যাব ভালি॥"
কেহ বলে—"সমুখে যোগিনী।
বাধা মানি রহে গুণমণি॥"
কেহ—"হব বজর কুলিশে।
বধিব অক্রূর করে জিসে॥
তবে সে রহেন গুণমণি।"
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাণী॥

টীকা

পঙ্—২। বাসি—মনে হয়।

৪। ঐছন—ঐরূপ।

৫-৬। চন্দ্র, তুমি আবর্ত্তন-পথে অগ্রসর হইয়া প্রভাতের সূচনা করিও না, যাহাতে প্রভাত না হয় এইরূপ গতি ছাঁদ (ছন্দ হইতে) ইচ্ছা কর, অবলম্বন কর।

১০। যাহাতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া থাকে।

১৫। আদর্শ গ্রন্থে "দিঠি" আছে, ইহা লিপিকর-প্রমাদজাত। সং-জ্যেষ্ঠী হইতে জিঠী, টিকটিকী। তু—"আছো জিঠী তাত কেহো নাহি দিল বাধা" (কৃঃ কীঃ, ১০০ পৃঃ)। টিকটিকীর ডাক অমঙ্গলজনক বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

১৭-১৮। তু—"বাঅঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ" (কৃঃ কীঃ, ৩১৮ পৃঃ)।

২২। জিসে—সং-যাদৃশ হইতে, যে প্রকারে।

[২২১]

পটমঞ্জরী

এই অনুমান করে গোপীগণ
আকুল হইয়া প্রাণ।
"কেমনে রহিবে কহ কহ দেখি
রসিক নাগর কান॥"
কহে গোপীগণ— "শুনহ বচন
এই সে ভালই মানি।
কৃষ্ণ ছাড়ি গেল কি আর করিব
তবে সে তেজিব প্রাণী॥
যে জনা না দেখি আঁখির পলকে
তবে সে মরিয়া থাকি।
দেখিলে জুড়াই এ পাপ পরাণ
শুনগো মরম সখি॥
তিলেক কখন যা সনে বিরোধ
যদি বা কখন হয়।
লাখ যুগ মানি কি হয় না জানি
এমত গতিকে কয়॥
সে জন বিহনে বাঁচিব কেমনে
তবে কি পরাণে জীব।
আঁখি আড় হৈলে অবলার প্রাণ
তখনি মরিয়া যাব॥
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়াছি ডোর।
গুরুগরবিত এহেন বেথিত
যত জন প্রাণ মোর॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন ধনী রাধে
ঐছন পীরিতি তার।
এমতি পীরিতি ছাড়িব কেমনে
যমুনা হইব পার॥"

টীকা

পঙ্—৩। রহিবে—বৃন্দাবনে অবস্থান করিবে।

৮। প্রাণী—প্রাণ।

১৬। এইরূপ অবস্থা হয়।

২২। ডোর :—সং—ডোর হইতে, সরু সূত্রগুচ্ছ। গলায় দড়ি আত্মনাশ; কুলে দড়ি—কুলনাশ।

২৩২৪। গুরুজন, সম্মানার্হ ব্যক্তি, আমার দরদী এবং প্রীতিভাজন সকলকেই পরিত্যাগ করিয়াছি।

[২২২]

পটমঞ্জরী

হেনক সময় প্রভাত হইল
সাজল সকল লোক।
দধি দুগ্ধ সর শকটে পূরল
পাইল দারুণ শোক॥
রথের সাজন করিতে তখন
সেই সে অক্রূর মতি।
'চল, চল' বলি পড়ে হুলাহুলি
পরমাদ পড়ে তথি॥
নন্দ বলে "বাপু, কৃষ্ণ হলধর
করহ বেশের সাজ।
মধুপুর-ঘর যাইতে হইল
ভূপতি কংসের মাঝ॥
নানা পরিপাটি নীল ধড়া আঁটি
বাঁধল বিনোদ চূড়া।
নানা ফুলদাম বেশ অনুপাম
তাহে মালতীর বেড়া॥

হেম মুকুতার বেড়ি তার মালা
কি তার গাঁথনি পাশে।
তা দেখি সকল নাগরী ভুলল
ভুলল গোকুল-দেশে ॥

তাহা সুশোভন অতি বিলক্ষণ
নব ময়ূরের পাখা।
যেমন আকাশে আসিয়া বেড়ল
ইন্দ্রধনু দিল দেখা ॥

চন্দনে লেপিত শ্রীঅঙ্গ-শোভন
এ তাড় বলয়া সাজে।
সোনার ঘুঙ্গুর বাজয়ে মধুর
সোনার নূপুর বাজে ॥

দুই এক বেশ সমান সাজল
কি তার কহিব কথা।
করেতে মোহন বাঁশীটি শোভন
দেখিতে হৃদয়ে ব্যথা ॥

হলধর-হাতে শিঙ্গাটি সাজল
দুহুঁ সে মায়ের কাছে।
চণ্ডীদাস বলে— "দেখিয়া জননী
পরাণ তেজয়ে পাছে ॥"

টীকা

পঙ্‌—৪। কৃষ্ণ বিরহের কল্পনায়।
১২। মাঝ :—মধ্যে, স্থানে অর্থে।

যশোদা-বিলাপ

[২২৩]

তুড়ি

"কোথায় রে সাজিয়েছ।
কাহার জনম সফল করিতে
এ বেশ বনায়েছ ॥"
চাঁদমুখ চেয়ে যশোদা জননী
পড়ে মূরছিত হয়ে।
"কেমনে বাঁচিব তিলেক না জীব
দেখহ বেকত হয়ে ॥
কিসের কারণে এ ঘর-করণে
আগুনি ভেজায়ে দিয়া।
তোমার বিহনে মরিব সঘনে
যাব সে বাহির হয়া ॥
কেবল নয়ন- তারার পুতলি
তোমা না দেখিলে মরি।
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদন
তবে সে চেতন ধরি ॥
যবে যাহ গোঠে ধেনুগণ লয়ে
যেখানে থাকয়ে প্রাণ।
যবে সে শুনিয়ে কুশল-বারতা
শুনিয়ে বেণুর সান ॥
অনেক তপের ফল পরশনে
পাই যে তোমা সে ধনে।
বিহি নিকরুণ এবে সে জানল—"
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

[২২৪]

শ্রী

"আর কি পরাণে জীব।
তোমা ধন ছাড়ি কেমনে বঞ্চিব
এখনি পরাণ দিব॥"
যশোদা রোহিণী চাঁদ-মুখ চেয়ে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে।
হিয়া আনচান কি যেন করিছে
পরাণ কেমন করে॥
মায়ের পরাণ ধৈরজ না রহে
বিষম বেদনা পেয়া।
অচেতন তনু পড়িয়া ভূতলে
হলধর পানে চেয়া॥
"আর যে কাহারে আনিয়া নবনী
সে চাঁদ-বয়ানে দিব।
ঘনে ঘনে মুখ— দূরে যাবে দুখ
এ শোকে কেমনে জীব॥
শুন নন্দ ঘোষ, আমার বচন
গোপালে বিদায় দিয়া।
এ ঘর-দুয়ারে আনল ভেজায়ে
যাব সে বাহির হয়া॥
আঁখি গেলে তার কি ছার জীবনে
বাঁচিতে কি আর সাধ।
অনেক তপের ফল-পরশনে
বিহি যে করিল বাদ॥"
* * * * * *
* * * *
চণ্ডীদাস কহে "শুন গো জননি,
এই সে ভালই মানি॥"

[২২৫]

কানাড়া

কানাই করিয়া কোলে।
যশোদা কিছুই বলে॥
"তুমি কি ছাড়িবে মায়।
শুনহে যাদব রায়॥
কি দোষ পাইয়া মোর।
কিছু না জানিল ওর॥
মায়ের কি দোষ ধরি।
দোষ-গুণ না বিচারি॥
তোরে উদূখলে বাঁধি।
কি দোষ তাহার সাধি॥
সে দোষ পাইয়া যদি।
ছাড়ি যাবে গুণনিধি॥
অনেক তপের ফলে।
পাইল তোমারে কোলে॥
মুই অভাগিনী নারী।
ছাড়হ অনাথ করি॥"
মায়ের করুণ শুনি।
হেঁট মাথে গুণমণি॥
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
কিছু না কহয়ে মায়॥

টীকা

পঙ্‌—৯-১০। যশোদা যে কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এই পদে রহিয়াছে। বোধ হয় চণ্ডীদাস এই ঘটনাও বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন।

[২২৬]

যতি

"কি শুনি দারুণ কুলিশ যেমন
মাথায় পড়িয়া গেল।
আচম্বিতে হেরি এই সে অক্রূর
কোথা বা হইতে এল ॥
পরাণ লইতে এই তার চিতে
স্ত্রী-বধ পাতকী লাগি।
এ সব গোকুল আকুল করল
সবার বধের ভাগী ॥
কিবা দেখ নন্দ ঘুচিল আনন্দ
বেড়ল আপদ আসি।
সুখ গেল দূর দুখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি ॥"
দর দর দর হিয়া জর জর
নন্দ যশোমতী মায়।
যাদুর সে মুখ- চাঁদ নিরখিয়া
দোঁহে কাঁদে উভরায় ॥
চণ্ডীদাস কাঁদে বুক নাহি বাঁধে
যেমন বাজল শেল।
বুকেতে পশিয়া পিঠে পার হয়া
বাহির হইয়া গেল ॥

---

[২২৭]

নটরাগ

যশোদা বলেন— "শুনগো রোহিণি,
আর কি দাঁড়ায়ে দেখ।
কৃষ্ণ বলরাম ছাড়িয়ে চলিল
আর কি পরাণ রাখ।
অনেক যতনে পাইয়া রতনে
বিধি দিয়াছিল মোরে।
পুন হরি নিল কোন্ অপরাধে
আমার করম-ফলে ॥
দেব আরাধিয়া যখন পূজিল
যবে দিয়াছিল বর।
গৌরীর দুয়ারে অপরাধ-ফলে
না পূজিলা তাতে হর ॥
সেই দোষে রোষ দেবের হইল
তাহাতে এ দশা ভেল।
কোলের বালক রাখিতে নারিল
এবে সে ছাড়িয়ে গেল ॥
দেবী-রঙ্গ-বুদ্ধি বুঝিতে না পারি
ঐছন কাজের গতি।
দেব তুষ্ট হলে তাহে ফল ধরে
শুনহ ইহার রীতি ॥
যখন ক্ষীরোদ- বালুকা উপরে
করিল অনেক তপ।
দেবা সে সাধিতে বিধি বহু মতে
করিল অনেক তপ ॥
যখন নৈবেদ্য সব সাজাইয়া
ঘরের হইতে যাই।
পূরপ (?) এক গোটা গরুড়ের বেটা
উড়িয়া লইল তাই ॥
সেই সে নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট হইল
সেই অপরাধ ফলে।
তাহার কারণে আনন্দ ছাড়ল
এই যে জানিয়ে ভালে ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুনহ জননি
একটি কহিয়ে বাণী।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ভাগ্যবতী
তেজিবে গোকুল-মণি ॥"

টীকা

পঙ্‌—৯-১০। নন্দযশোদার পূর্ব্বজন্মের তপস্যাসম্বন্ধে ভাগবতের ১০।৩।২৯ শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭। রঙ্গবুদ্ধি :—লীলারহস্য।

[২২৮]

সুহই

"আরে মোর বাছনি কানাই।
এ বেশে সাজিলা কোন ঠাঁই ॥
এ নব বরণ তনুখানি।
আতপে মিলায়ে হেন জানি ॥
যখন যাইতে দূর বন।
রবিরে করিনু সমর্পণ ॥
বন-দেবে পূজিথু হেথাই।
ভাল রাখ কানাই বলাই।
পবনে মিনতি বহু সাধি।
মন্দ মন্দ বাতাস সুসাধি ॥
দিনমণি না জানি কি করে।
পাছে নাহি অঙ্গে ছায়া ধরে ॥
অগোচর গোচর না হয়।
সেই সে বাসিয়ে মনে ভয় ॥
নয়ন ভরিয়া দেখ আগে।
বদন চুম্বন কর ভাগে ॥
তবে কর যে আছে উচিতে।
গোপালেরে নারিল রাখিতে ॥"
চণ্ডীদাস ধূলায় লোটায়।
এত কি সহিতে পারে মায় ॥

টীকা

পঙ—১৩। ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিতেছি না।

[২২৯]

সুহই

"শুন শুন বাছা, জীবন-কানাই,
তুমি কি ছাড়িবে মায়।
স্ত্রীবধ-পাতক ভয় নাহি মান
এই সে তোমাতে ভায় ॥
তাহাতে অকাল আঘাত বচন
আসি ঘুচায়ল সাধ।
* * * * * *
* * * *
কে জানে আনন্দ দুখ দিবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি।
মথুরা-গমন একথা শুনিতে
ফাটয়ে মায়ের প্রাণী ॥
এ শোক পড়িল যখন হিয়ায়
তখনি জানিল ইহা।
তোমা না দেখিলে আর কি বাঁচিব
তেজব আপন দেহা ॥
এ ঘরে আনল ভেজায়ে এখনি
মরিব যমুনা-জলে।
এত পরমাদ তোমার কারণে"—
দান চণ্ডীদাস বলে ॥

টীকা

পঙ্‌—৮। তোমার ব্যবহারে ইহাই প্রতিভাত হয়।

৫-৬। অধিকন্তু অসময়ে তোমার মথুরায় গমনের অনুরোধের ফলে আমাদের সকল সাধ ধ্বংস হইয়া গেল।

[২৩০]

শ্রীনট

কোলে লয়ে যাদুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেম-বারি।
ধরিয়া গোপাল-করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি॥
শ্রীমুখমণ্ডল দেখি তাহাতে নয়ন রাখি
পড়ে রাণী মূরছিত হয়ে।
যশোদা রোহিণী কাঁদে স্থির নাহিক বান্ধে
গোপী রহে চাঁদমুখ চেয়ে॥
গোপের রমণীগণ সবে হৈয়া একমন
ধূলায় ধূসর কলেবর।
"কে আর করিবে খেলা হইয়া বালক মেলা
কারে দিব ছেনা ননী সর॥
কে আর যাইয়া ঘরে মহটা লইয়া করে
এ সর নবনী দিব মুখে।
এ সব ছাড়িয়ে মায় কোথারে যাইতে চায়
মায়ের অন্তরে দিতে দুখে॥
কহে কত নন্দঘোষ কারে কত দিব দোষ,
আমার করম হীন বড়ি।
'নয়ন ছাড়িয়া গেলে কি কাল জীবনে'—বলে
উচিত মরিতে হয় ভারি॥"
নন্দ বলে—"শুন রাণি এই মনে অনুমানি
চল যাব বাহির হইয়া।
কিবা আছে ঘরে সাধ ঘুচিল সেদিন বাদ"-
চণ্ডীদাস পড়ে মূরছিয়া॥

টীকা

পঙ্—১৩। মহটা:—মন্থন+টাট, মন্থনজাত দ্রব্যরক্ষার জন্য পাত্রবিশেষ।

১৮। আমি অতিশয় ভাগ্যহীন।

[২৩১]

শ্রী

"একবার চাহ মায়ের পানে।
কে তোরে যুকতি দিল নিশ্চয় আমারে বল
এই সে আছিল তোর মনে॥
গোকুলের যত লোক পাইয়া দারুণ শোক
তখনি মরিব তুয়া গুণে।
ব্রজশিশু যত জনে ভাবিতে তোমার গুণে
তারা এবে তেজিব পরাণে॥
গোঠে মাঠে ধেনু সনে কে আর ফিরিবে বনে
কে আর করিবে নানা খেলা।
আর না শুনিব বাণী মধুর বচনখানি
কে আর করিবে পাল মেলা॥
শ্রীবদন মুখ মেলি দিব ছেনা দুধ ননী
কে আর ডাকিবে মা বলিয়ে।"
কাঁদে নন্দঘোষ রায় অবনীতে গড়ি যায়
কাঁদে রাণী গলায় ধরিয়ে॥
চণ্ডীদাস মূরছিতে পড়ে কাঁদি এক ভিতে
যশোদার ধরিয়া চরণে।
এ সকল কথা শুনি আহীর-রমণী ধনী
ধাইয়া আইল সেইখানে॥

টীকা

শেষ দুই পঙ্ক্তি। ইহাই গোপী-বিলাপের সূচনা। পরবর্ত্তী পদগুলির সহিত ইহার সম্বন্ধ এইরূপে সূচিত হইতেছে।

গোপী-বিলাপ

[২৩২]

কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন
যেনক বাজল শেল।
বুকে পশি গসি (?) মরম ভেদিয়া
পিঠে পার হৈয়া গেল ॥
যেমন হরিণী বিন্ধল বেয়াধি
লইয়া ধেনুক শর।
আচম্বিতে বাজে পড়ে বনমাঝে
খাইয়া বিষম শর ॥
তেমন ধাওল হরিণীর প্রায়
সে জন চৌদিকে চায়।
কাষ্ঠের পুতলি রহে দাঁড়াইয়া
চিত্তের কায়ার প্রায় ॥
কেহ বলে—"কোথা হইতে আইল
অক্রূর কহিয়া নাম।
অরি হৈয়া আসি হিয়া দিয়া ফাঁসি
সাধিতে আপন কাম ॥
এতদিন মোরা সুখের সাগরে
নাহিনু মনের সুখে।
এখন দুখের সায়রে সিনহি
বেড়ল আপদ্ দুখে ॥"
চণ্ডীদাস আশ করিতে আছিল
দেখিতে নয়ন ভরি।
অক্রূর আসিয়া লয়ল কাড়িয়া
হিয়ার হইতে চুরি ॥

টীকা

পঙ্‌ক্তি—৫। বেয়াধি :—ব্যাধ।
১২। চিত্তের কায়ার :—চিত্রের (চিত্রিত) মূর্ত্তির (ন্যায়)।
১৮। নাহিনু :—স্নান করিলাম।
১৯। সিনহি :—স্নান করি।

[২৩৩

সুহই সিন্ধুড়া

"শুনহ নাগর, গুণের সাগর
এই সে মহিমা তোর।
অবলা অখলে ফেলাইলা জলে
কে আর আছয়ে মোর ॥
তোমার শীতল চরণ দেখিয়ে
দেখি এ কুলের বালা।
ছায়ার কারণে শীতল বলিয়া
তাহে ভেল এত জ্বালা ॥
সিন্ধু দেখি মোরা তৃষ্ণা পাই ভোরা
পিয়াস যাইব দূর।
অধিক বাড়ল পিয়াস অন্তর
মনমথ নাহি পূর ॥
ছায়ার কারণে তরুরে সেবিনু
তাপ হইল বড়ি।
চন্দন-সৌরভ দূরে কতি গেল
কেশাই লহল পড়ি ॥
ফলের কারণ করিনু যতন
সেবিনু অমিয়া-লতা।
ফল ধরি মেনে শাখা গেল দূরে
উড়ি গেল লতাপাতা ॥

নব জলধর সেবিনু তাহারে
পাইতে রসের বারি।
বিন্দু না পরশি গরলের রাশি
বরিখে গোকুলপুরী ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "এ কথা নিশ্চয়
শুনহ সুন্দরী রাধা।
আছিল সম্পদ্ বেড়িল আপদ্
এ সুখে করল বাধা ॥"

টীকা

পং—৩। অবলা :—চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঁই সে অবলা নাম" (পদ সং ৭৪০)। অখল :—যাহারা খল নহে, সরল।

৭-৮। তু°—"শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি" (জ্ঞানদাস)।

৯। ভোরা :—বিভোরা।

১২। মনমথ :—অভিপ্রায়, বাসনা অর্থে।

১৬। কেশাই :—বোধ হয় কেশরাজিয়া হইতে। এক-প্রকার কর্কশ গাছ, যাহার রস মসী কালীতে ব্যবহৃত হয় (শব্দকোষ)।

২১। তু°—"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু" (জ্ঞানদাস)।

[২৩৪]

সুহই-সিন্ধুড়া

"শুন হে নাগর গুণমণি।
সায়রে ফেলিব বিনোদিনী
একূল ওকূল নাহি তাথে।
ভাসাইলা মাঝ দরিয়াতে ॥
এত যদি ছিল তোর মনে।
তবে প্রেম বাঢাইলা কেনে ॥
পরিহর কি দোষ দেখিয়া।
তবে তুমি যাইবে ছাড়িয়া ॥
কে তোমা লইয়া যেতে পারে।
স্ত্রীবধ-পাতকী দিব তারে ॥
সেই জন দেখিব কেমন।
পরবধ করিতে যতন ॥
দোষ-গুণ আগেতে বিচারি।
তবহি যাইবে মধুপুরী ॥
তুমি যাবে মধুপুর দেশ।
গোপীগণে দিয়া অতি ক্লেশ ॥
যত কৈলে লহরী রসিয়া।
সে সকল রহ পাসরিয়া ॥
যে দিন মাধবীতরু-ছায়।
কি বোল বলিলে যদুরায় ॥
করে দিল শুকতি (?) সুন্দর।
অনেক করিল ছন্দ বন্দ ॥
সঙ্গেতে আছিল এবে।
কোন সাহসে ছাড়ি যাবে ॥
দেখ দেখি মনে বিচারিয়া।
সত্য মিথ্যা দেখহ ভাবিয়া ॥
তখন করিলে তুমি পণ।
এবে কর এখন এমন ॥
কহিলে যথারে যাবে তুমি।
কহিলে -'তোমারে নিব আমি' ॥"
চণ্ডীদাস কহে তাহে পূরি।
নিদান কহিছে নবগৌরী ॥

টীকা

পং- ৬। বাঢাইলা :—উৎপত্তি ও বর্দ্ধিত করিলা

১৭। লহরী রসিয়া :—সরস লীলা-লহরী।

তুমি জলনিধি   দরিয়া অথাই
আমরা ইহার মীন।
তুমি যদি বট   ষট্‌পদ হও
আমরা পাখাহ চিহ্ন॥
তুমি যদি হও   মনমথ-দেবা
আমরা হইব কাম।"
এ রস বিরহ   ব্রজশিশু লাগি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

১৯-২০। মাধবীতরুর তলে (বা কুঞ্জে) রাধাকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বরাগের পদে বর্ণিত হইয়াছে (চণ্ডীদাস, ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আবার রাসলীলার কালেও রাধা মান করিয়া মাধবীতলায় বসিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ সেখানে গিয়া তাঁহার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন (ঐ ১৮৪, ১৯৫, ১৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সকল পদ একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত, অতএব একই কবির রচিত।

২৫

"পাষাণ-নিশান   তোমার পীরিতি
ইথে কি করহ আন।
তোমার বচন   ছাড়িব কেমনে
এ নব নাগরা-প্রাণ॥
তুমি জলহরি   আমরা শফরী
তুমি চাঁদ মোরা সুধা।
তুমি তরুবর   মোরা তাহে ফল
তাহাতে আছিয়ে বাঁধা॥
তুমি নব ঘন   আমরা চাতক
শুষিব তাহার রসে।
তুমি বিধুবর   আমরা চকোর
সুধার লালস-রসে॥
তুমি কায়া যদি   আমরা বিজলী
বেড়িয়া রহিব তাথে।
তুমি সে নয়ন   মোরা কামঘন
বেড়িয়া রহিব নাথে॥
তুমি দিবাকর   আমরা কিরণ
কভু না ছাড়িব তোরে।
তুমি চন্দ্র যদি   আমরা সুধায়ে
রহিব আনন্দ হেরে॥

ণ

পদ—১। পাষাণ-নিশান :—পাষাণবৎ দৃঢ়। তু—"তাহার পীরিতি, পাষাণে লেখতি, মুছিলেও নাহি ঘুচে।" (চণ্ডীদাস, ১৩৫ পৃঃ)।

৫। জলহরি :—পুষ্করিণী; তু—"খিড়কি উত্তরভাগে জলহরি তার আগে, প্রতিবাড়া কূপের সঞ্চয়" (কবিকঃ)।

১৫। কামঘন :—কামোদ্দীপক ঘন অর্থাৎ কজ্জল (এক প্রকার কজ্জলকে 'লালমেঘ' বলে)। তু—"নয়নে সজল, স্নিগ্ধ মেঘের, নীল অঞ্জন লেগেছে" (রবীন্দ্রনাথ)।

১৬। নাথে :—সং—নস্ত (নাসিকা) হইতে। নাকের সান্নিধ্যে বিলেপিত হয় বলিয়া।

২১। অথাই :—অতল, সুগভীর।

২৩-২৪। বট :—সং—বৃৎ ধাতু বিদ্যমানতায়; তাহা হইতে কথার মাত্রারূপে বা নিশ্চয়ার্থে।

পাখাহ :—প্রাকৃত ষষ্ঠীর আহ যোগে পাখাহ—পাখার।

২৫-২৬। এখানে কাম প্রকৃতি, এবং মন্মথ বা মদন পুরুষ। তু—"কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ" (চণ্ডীদাস, পদ সং ৭৭৫)।

[২৩৬]

শ্রী

“তোমারে ছাড়িতে নারিব কালিয়া
যে বল সে বল মোরে।
তোমার কারণে পরাণ তেজিব
গিয়ে যমুনার তীরে ॥
মরিলে তরিব মূরতি হইব
নন্দের নন্দন কান।
দেখিবে বেকত নহে আনমত
এ কথা না হবে আন ॥
নন্দের নন্দন হইব যখন
তোমারে করিব রাই।
বিরহ বেদন দিব সে ঐছন
যেমন বেদনা পাই ॥
পরের বেদন না বুঝ এখন
পরিণামে পাবে সাখী।
আনজন-দুখ পানু কত সুখ
শুন হে কমল-আঁখি ॥
তোমার কারণে সব তেয়াগিল
কুলের গৌরবপনা।
শাশুড়ী ননদী বাসিত অবধি
যেমন কাণের সোণা ॥
এখন বাসয়ে যেন কালকুটী
নয়নে আছয়ে মিশি।
কথায়ে ছেদনা বড়ই যাতনা
দিছয়ে এ দিন রাতি ॥
সকল ছাড়িল জিসের কারণে
তাহার এমনি রীতে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রেম বাড়াইলে
ভাঙ্গিলে গৃহের ভিতে ॥
এখন এমন কেমন ধরণ
মথুরা যাইতে চাহ।
সব গোপীগণ করিয়াছি পণ
সবারে সংহতি লহ ॥
যদি বা পরাণ- পুতলি ছাড়িল
কি আর নয়ান দুটি।”
চণ্ডীদাস বলে— “কি হৈল গোকুলে
ঘেরল আপদ্ কোটী ॥”

টীকা

পং—৭-৮। বেকত—ব্যক্ত, স্পষ্ট। আনমত—অন্যরূপ। আন—অন্যথা। তু —“মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন” ইত্যাদি (জ্ঞানদাস)।

১০। তু —“তোমারে করিব রাধা” (ঐ)

১১-১২। তু—“তখনি জানিবে, পীরিতি কেমন জ্বালা” (ঐ)।

১৫-১৬। পূর্ব্বে আমি কত সুখেই ছিলাম, আমার সুখ দেখিয়া অন্যে দুঃখ অনুভব করিত, অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত হইত।

১৯-২০। শাশুড়ী ননদী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। লোকে স্বর্ণালঙ্কার যেরূপ যত্ন করিয়া পরে, তাঁহারা আমাকে সেইরূপ যত্ন করিতেন।

২১-২২। বিষম যন্ত্রণাদায়ক তৃণখণ্ড চক্ষে পড়িলে লোকে তাহা যেমন বিরক্তিকর মনে করে, এখন তাঁহারা আমাকেও সেইরূপ ভাবেন। কাল (যন্ত্রণাদায়ক) কুটি (তৃণখণ্ড); অথবা কালকূট-বিষজাত কোন দ্রব্য।

২৮। বড়ই ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলে!

[২৩৭]

কানাড়া

“স্বপনে কালিয়া নয়নে কালিয়া
চেতনে কালিয়া মোর।
শুইতে কালিয়া বসিতে কালিয়া
কালিয়া-কলঙ্ক কোর॥
ভোজনে কালিয়া গমনে কালিয়া
কালিয়া কালিয়া বলি।
কালা হাইবাসে কালিয়া মূরতি
ভূষণ করিয়া পরি॥
গগনে চাহিতে কালিয়া বরণ
দেখিয়ে মেঘের রূপ।
তবে সে জুড়ায়ে এ পাপ পরাণ
উঠয়ে রসের কূপ॥
নীলঘন শ্যাম যে দেখি সম্মুখে
তাহাই দেখিয়া রই।
* * * * *
* * * *
বেণী করি পরি নীল জাদখানি
কুন্তলে বাঁধিয়া রাখি।
কস্তুরী কালিয়া বরণ ভালিয়া
তাহে সে যতনে মাখি॥
সুগন্ধি কুসুম হার বনাইয়া
রাখিয়ে আপন পাশে।
* * * * * *
* * * *॥
তোমার বরণ ধরয়ে সঘন
ময়ূর পাখীর গায়ে।
তোমার বরণ না দেখি যখন
এ চিত রাখি যে তায়ে॥
নব নীলপদ্ম লইয়া করেতে
হেরি যে নয়নভরি।
অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি॥
এ সব যাকর বেদন উঠয়ে
সে জনে ছাড়িতে চায়।”
চণ্ডীদাস কহে— “এতেক বিরহে
কো ধনী বাঁচিবে তায়॥”

টীকা

পঙ্—৪। কালার কলঙ্ক আমি (শশাঙ্কের ন্যায়) অঙ্কে ধারণ করিয়াছি।

৭। হাইবাসে:—সহবাসে। তু°—“তার হাইবাসে রব তোমারে পাসরি” (গোবিন্দচন্দ্রের গীত)।

২৭-২৮। যখন তোমাকে দেখিতে পাই না, তখন ময়ূরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৃপ্ত হই।

৩৩। যাকর:—যাহার জন্য।

[২৩৮]

যতি

“তুমি নিদারুণ নও।
তুমি ছাড়ি যাবে উচিত কহিবে
নিশ্চয় করিয়া কও॥
তখন করিলে অনেক যতন
সে সব বিসর এবে।
নাহি পড়ে মনে কদম্ব-কাননে
কি বোল বলিলে তবে॥

তোমার বচন পাষাণ-নিশান
এবে সে রাঙ্গের পারা।
পুরুষ-বচন নহে নিবারণ
এ দেখি যেমন ধারা॥
কুন্দ্র দরশন বেড়ায় যখন
এ নাহি লুকয়ে আর।
যেমন বচন সুচল সুচন
দেখহ এ গতি তার॥
তোমার পীরিতি ঐছন নহিব
কিসের রসের রীত।
এমতি পীরিতি জানহ আরতি
সরল যাহার চিত॥
তোমার কালিয়া বরণখানি যে
দেখিতে রূপস বড়।
উপরে মধুর দেখি মনোহর
অন্তরে আছয়ে গাঢ়॥
পরের পরাণ হরিতে সঘন
ঐছন তোমার রীত।
এত যদি ছিল তোমার মনেতে
তবে কেন কৈলে প্রীত॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদারুণ হ'য়া
যাইবে মথুরাপুর।"
চণ্ডীদাস বলে— "আকুল করিল
গোকুল অনেক দূর॥"

৮-৯। রাঙ্গের পারা :—সং—প্রায় হইতে পারা রাঙ্গের ন্যায় নিকৃষ্ট।
১০। নহে নিবারণ :—প্রত্যাহৃত হয় না।
২১। রূপস :—সুন্দর।

[২৩৯]

শ্রীকানাড়া

"বঁধু, উলটি কহত এক বোল।
নিশ্চয় মথুরা যাবে কিনা পারা
দয়া কি নাহিক তোর॥

হৃদয় কঠিন যেমন পাষাণ
তার কি আছয়ে মোহ।
তোমার কারণে এত পরমাদ
তেজিল আনন্দগৃহ॥

কুবচন বোল তোমার কারণে
চন্দন করিয়া নিল।
পাড়ার পড়সি আপন রহসি
তারে পরিহার দিল॥

যে বোলে সে শ্যাম- পরসঙ্গ কথা
তাহারে বাসি যে ভাল।
শ্যাম-নাম নিতে যে করে নিষেধ
তারে তেয়াগল দিল॥

আপন যে জন তারে কৈল পর
পরেরে করিল ঘর।
তোমার কারণে এত পরমাদ
শুনহে মুরলিধর॥

অনেক যাতনা গুরুর গঞ্জনা
তাহা না কহিব কত।
পরিবাদ বলে তোমার ঘোষণা
তাহা না কহিল যত॥"

চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,
বড় পরমাদ দেখি।
তুমি না হইও নিঠুরহি পনা
বিমুখ ও রাঙ্গা আঁখি॥"

টীকা

পঙ্—৫। মোহ—মায়া, মমতা। তু°—"কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে" (কবি কঃ)।

৮-৯। তু°—"সে সব কলঙ্ক, পরিবাদ যত, সৌরভ করিয়া নিনু" (চণ্ডীদাস, ৫৫ পৃঃ)।

১০-১১। প্রতিবাসীরাও আপনার জনের ন্যায় স্নেহ করিত, তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছি। তু°—"এত দিন যত পাড়ার পড়শী, তাতে তিলাঞ্জলি দিনু" (ঐ, ৫৫ পৃঃ)।

২২। তোমার নাম জড়িত হইয়া আমার অপবাদ রটিয়াছে। তু°—"লোকমুখে শুনি, ইহা বলে লোক, কানু সনে রাধা আছে" (ঐ, ১৪৭ পৃঃ)।

---

[২৪০]

বড়ারি

"জাতি কুল শীল সকল মজিল
ও রাঙ্গা চরণতলে।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
নিদানে ডারিলে জলে॥
তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা
অনেক কহিলা মোরে।
'তোমা না ছাড়িব সঙ্গে করি নিব'—
বলিলে মাধবীতলে॥
এবে কোথা যাহ ছাড়িয়া রাধারে
সংহতি করিয়া লহ।
বিষম দারুণ শেল বুকে বাঁধি
এবে কেন তুমি দেহ॥
আঁখি আড় হলে এখনি মরিব
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় এই দেখ তবে যাই
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক॥
একটি বচন কহ কহ শুনি
জুড়াক রাধার প্রাণ।"
রাই করে ধরি এক গোয়ালিনী
কহিতে লাগিল আন॥
"এমন কুমারী নবীন কিশোরী
রাখিয়া যাইবে কোথা।
অলপ বয়সে প্রেম বাড়াইয়া
এবে দিয়া হিয়া-ব্যথা॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন সুনাগরি,
ও চাঁদবদনী রাধা।
কেমনে বঞ্চিব এ গোপ-নাগরী
ইহা না করিহ বাধা॥"

টীকা

পঙ্—৪। ডারিলে:—পরিত্যাগ করিলে।

৭-৮। দানলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী রাধাকৃষ্ণের প্রথম পরিচয়-সম্বন্ধীয় পদগুলি পাওয়া যাইতেছে না। সেই সকল পদে এই ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছিল, ইহা এই উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

[২৪১]

সূহই

"আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে
বঞ্চিব কেমন করি।
সব পাসরিয়া চলিলে ছাড়িয়া
আঁধার গোকুল-পুরী॥
এ নব যৌবন কুলের কামিনী
রমণী এ রস-বালা।
কোথা রাখি লেহ বাঁচাইয়া যাহ
দিয়া যাহ এত জ্বালা॥

কি করিব আর রস পরিপূর
নিবিড় রসের প্রেম।
তা ত্যজ এমন নবীন কিশোরী
যেন লাখবান হেম ॥
তেজিয়া গোকুল- নাগরী সকল
মথুরা গমন এবে।
তা সভা তোমার মনেতে পড়িল
সে নব কৈশোর-লোভে ॥
নিঠুর না হও, এ গোপ গোপিনী
মরিব তোমা না দেখি।
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয় না গণহ
শুনহ কমল-আঁখি ॥
যে জনা না জীয়ে যাঁহা না দেখিলে
কেমনে জীবই সে।"
চণ্ডীদাস বলে— "কাতর হইয়া
এ কথা জানয়ে কে ॥"

টীকা

পঙ্—১-২। রাধা অতিশয় সরলা, তুমি চলিয়া গেলে সে কিরূপে কাল কাটাইবে।

৭-৮। তোমার স্নেহ (লেহ) হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া (বাঁচাইয়া) এত দুঃখ দিয়া কোথায় যাইতেছ?

[২৪২]

কানাড়া

শ্রীমুখ-পঙ্কজ চাহি গোপীগণ
নয়নে বহয়ে লোর।
যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি
ভিজিল বসন জোর ॥
গাগরি গাগরি যেন বারি ঢারি
লোচন-কমল তায়।
চিত্রের পুথলি সে নব কিশোরী
কাষ্ঠের পুথলি প্রায় ॥
স্বপনে না জানি লোকমুখে শুনি
ছাড়িব গোকুল-পুরে।
মনমথ কাম ভেল সেই ঠাম
এ সব করিয়া দূরে ॥
"তুমি কি যাইবে মধুপুর দূর
কেমনে জীবই মোরা।
কেবল রাধার পরাণ-পুথলি
কেবল নয়ান-তারা ॥
এখনি মরিব গরল ভখিয়া
সায়রে তেজিব প্রাণ।"
রাধার মিনতি আরতি শুনিতে
দীন চণ্ডীদাস গান ॥

টীকা

পঙ্—২। লোর:—অশ্রু।

৭। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায়।

১১-১২। তুমি মধুপুর যাইবে এই সংবাদ অবগত হইয়া কামদেব বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ছত্রিশ অক্ষরের করুণা

[২৪৩]

কানড়া

"কেন তুমি যাবে কামিনী তেজিয়া
কাতর করিয়া কান।
কেমনে বাঁচিব কহ কহ শুনি
কাতর হইল প্রাণ ॥

করমের ফল কি করল বিধি
কোন কোন ফল মানি।
কার কত ফল করি অপরাধ
কখন নাহিক জানি॥
কেন বা করিলে কামিনী সহিত
কঠিন পীরিতি-লেহা।
কামনা-রতিক কখন হারাব
কাতর কঠিন দেহা॥
কুলে দিলে কালী করিলে কুলটী
কলঙ্ক হইল সারা।
কেমন করিয়া কামিনী বঞ্চব
কুলশীল হব হারা॥
কানন নিকুঞ্জে করিলে কালিয়া
কামিনী সহিতে রাস।
কামে মত্ত হয়ে কালিন্দীর তীরে
করিলে কঠিন রাস॥
কত কত ভেল কানন-বিরহ
করিলে কপটপনা।
কুলবতী শত করিলে বেকত
ছাড়িয়া কুলের বামা॥
কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা॥"
কহে চণ্ডীদাসে— "কাতর হইয়া
কানুর চরণে বাণী।
করে কর ভরি না জানি কখন
বিষ পান করে ধনী॥"

টীকা

পঙ্—৭-৮। অপরাধ করিয়া কে কিরূপ ফল পায় তাহাও জানি না।

১০। পীরিতি সহজ কথা নয়, কারণ—"পীরিতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে। পরকে আপন করিতে পারিলে, পীরিতি মিলয়ে তারে॥" (চণ্ডীদাস, ১৬৫ পৃঃ)

১১-১২। কামনারতিক্লিষ্ট দুর্ব্বলতার আধার ক্ষিত্যাদি ভূতময় দেহের মোহ কখন্ লোপ পাইবে, এবং প্রেম জন্মিবে? তুং—"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার নাম কাম" (চৈতন্য-চরিতামৃত, আদির চতুর্থে)। প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে "শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয়" এবং "জীয়ন্তে না মরিলে" প্রেম জন্মে না (চণ্ডীদাস, ৩৪৩, ৩৩৭ পৃঃ)।

১৩। কুলটী :—কুলটা।

২১-২৮। ভাগবতের ১০।৩৫।৩২-৩৫ শ্লোকে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

[২৪৪]

শ্রীকরুণা

খলপনা ছাড় খল খল কহ
ক্ষেণেক খসাহ বোল।
খলসান খলে খরতর দুখ
খনিক ক্ষেমহ ওর॥
ক্ষেমা তব নাহি, ক্ষীণ তনু ভেল
খসল নয়নতারা।
ক্ষেণেক ক্ষেণেক বিষম ক্ষেণেক
ক্ষেণেক পরাণ সারা॥
খাইতে না রুচে খঞ্জন-নয়নী
খোঁজত সে নব লেহ।
খল খল খল সে মৃদু হাসিয়া
ক্ষেণেক দণ্ডাহ সেহ॥

খুঁজিতে এমন নাগর সুন্দর
খোয়ল খঞ্জনী রাই।
ক্ষিতিতলে ক্ষীণ ক্ষীণ হি অন্তর
পড়িয়া রহল তাই॥
খসল কবরী ক্ষীণ চাঁদমুখ
ক্ষেমা সে নাহিক চিত।
ক্ষেপল যতেক ক্ষীণ তনুখানি
চণ্ডীদাস সে দুঃখিত॥

টীকা

পঙ্—১। খলপনা:—খল-ত্বন হইতে। খল খল কহ—সরল ভাবে উত্তর দেও।

৩। খলসান:—খরশাণ হইতে, অতিশয় চতুর অর্থে। তোমার এই চতুরতা হেতু গোপীগণের অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।

৪। ওর:—অববেষ্টন বা আবরণ হইতে। ক্ষণ-কালের জন্য তোমার কপটতার আবরণ ছাড়।

৫-৮। তুমি এখনও কুটিলতা পরিত্যাগ কর না। তোমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তনু ক্ষীণ হইয়াছে, চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, এবং প্রতিক্ষণে প্রাণান্ত হইতেছে।

৯-১২। রাধার আহারে রুচি নাই, তিনি নিত্য নূতন প্রেমলীলা আকাঙ্ক্ষা করেন; তোমার মধুর হাসিটি লইয়া একবার দাঁড়াও।

১৩-১৪। তোমার ন্যায় ভুবনমোহন নাগরের অনুসন্ধান করিতে আসিয়া রাধা জ্ঞানহারা হইয়াছেন। পরবর্ত্তী ২৯৫-৬ সং পদদ্বয়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয় যে, তাহারই উল্লেখ করিয়া কোন সখী কর্ত্তৃক কৃষ্ণকে অনুনয় করা হইতেছে—এইভাবে এই পদটি রচিত হইয়াছে।

১৮। তথাপি তাঁহার চিত্ত তোমাকে কামনা করিতে বিরত হয় না!

১৯-২০। কৃষ্ণের জন্য রাধা তাঁহার ক্ষীণ তনু যেভাবে নিক্ষেপ বা উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া কবি দুঃখিত হইতেছেন।

[২৪৫]

কানাড়া

গুণিত গোপত পীরিতি * *
গাইতে তোমার গুণে।
গুমরি গুমরি শুনিতে শুনিতে
পঞ্জর জারিল ঘৃণে॥
গরবিত গুরু গঞ্জনা যে দিল
গৌরব-গরিমাপনা।
গাখানি গরজি গরজি জারল
গুরু-পরিবার-পনা॥
গোকুলে গোপের গরিমা যতেক
গেল সে গাই সে গুণে।
গোপবালাগণ যত সখাগণ
তা সব পাসর কেনে॥
গোধন লইয়া গভীর কাননে
গোচার করিবে কে।
গোকুল হইয়া গোধন লইয়া
গাইয়া জুড়াব সে॥
গৌরী আরাধিয়া গোবিন্দ পাইয়া
গোপিনী রসের লেহ।
গোপত পীরিতি গাইতে গাইতে
কালিয়া হইল সেহ॥
গৃহে যত কাজ গহন সমান
গরল সদৃশ ভেল।
গোধন দোহন গহন কানন
গোরস বাধক দিল॥
গোপীগণ যত মথুরা গমন
মাথায় পসরা গোরা।
গাইতে গাইতে সে গুণ-মাধুরী
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

টীকা

পঙ্‌—১-৪। মনে মনে তোমার প্রীতির কথা চিন্তা করি এবং তোমার গুণগান করি, তথাপি আমাকে যে সকল কুবচন শুনিতে হয়, তাহাতে আমার জীবনান্ত হইতেছে। তু°—"যাইয়া নিভৃতে, বসি এক ভিতে, সদা ভাবি কালা কানু" (চণ্ডীদাস, ১৪৫ পৃঃ); এবং—"ননদী-বচনে, দগধে পরাণে, পাঁজর বিঁধিল ঘুণে," এইজন্য আমি—"গোপতে গুমরি মরি" (ঐ, ১৪২, ১৪৭ পৃঃ)।

৫-৮। গুরুজনেরা যে গঞ্জনা দেন, তাহাতেও আমি গৌরব অনুভব করি; আর "কুলের ধরম, ভরম সরম গেল" বলিয়া তিরস্কারে আমার শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে। তু°—"গুরু দুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন-চুয়া" (ঐ, ১৩৪ পৃঃ)। অন্যত্র—"কুবচনে ভাজা দেহ" (ঐ, ১৪৬ পৃঃ)।

৯-১২। গোকুলবাসী গোপগণের কুলগর্ব্ব যাহা ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে, কারণ গোপ-রামারা কৃষ্ণের গুণই গান করে। যাহারা তোমাকে এত ভালবাসে, সেই গোপী ও গোপবালকগণকে ভুলিয়া যাইতেছ কেন?

তু°—"মদনে দগধ চিত্ত যুবতী সমাজ।
স্বামীরে ছাড়িয়া ভয় খণ্ডিলেক লাজ॥"
(শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ৪২ পৃঃ)

২৩-২৪। গোপীগণের বনের দিকেই মন পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহারা আর গো-দোহনে, এবং দধি দুগ্ধাদি প্রস্তুত কার্য্যে মনোযোগ করে না।

[২৪৬]

নটনারায়ণ

ঘেরল আপদ্ ঘুচিল বিবাদ
ঘরের ঘোষণা-জাতি।
ঘুষিতে ঘুষিতে ঘোষণা সেচনা
ঘনয়া ঘোষণা মতি॥
ঘুনে যেন ঘর সদা করে জর
ঘেরিয়া ঘেরিয়া কাটে।
ঘুষিতে ঘুষিতে গুণ ঘর মর
* ঘন কাটি উঠে॥
ঘোষ নন্দ ঘোষ ঘরের বাহির
ঘন ঘন শ্যাম করে।
ঘোষ ঘটা করি ঘৃত দুগ্ধ ঘটে
পূরিয়া * * ধরে॥
ঘোষণা নগরে এ ঘৃত-পসারে
ঘরের হইতে আনে।
ঘন ঘটে পূরি ঘেসাঘেসি করি
রাখয়ে এ ঘট পানে॥
ঘোরতর ঘন নন্দঘোষ মন
ঘন বেশ করি দেই।
ঘরে নন্দরাণী ঘুষে গুণমণি
ঘরেতে লইয়া যাই॥
ঘৃত ঘোল সব রাখি কর পূর
ঘুচল ঘেরল বিধি।
ঘন নব ঘুন ঘন ঘন ঘন
ঘুনায়ে হেরব নিধি॥
ঘর ছাড়ি যাব অক্রূর ঘেরল
জানিল এ ঘরখানা।
ঘোষণা ঘুনায়ে ঘরে রথ লয়া
ঘরেতে আইল তারা॥
ঘর যে আঁধার ঘর যে দীঘল
অক্রূর আইল যবে।
শুন নবঘন ধাউল হইল
ঘরের বাহির এবে॥
ঘট গলে বাঁধি তোমার অবধি
মরিলে তবে সে যেও।
ঘোষণা রহিল এই ঘোরতর
চণ্ডীদাস বলে রও॥

টীকা

পঙ্—১-২। অক্রূরাগমনে বিপদ্ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এখন কৃষ্ণ মথুরায় গেলে আমার গৃহের যাবতীয় যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে।

৯। এই স্থান হইতে বোধ হয় অক্রূরাগমনের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। নন্দ ঘোষণা দিয়াছিলেন, গোপেরা দধিদুগ্ধ লইয়া সমবেত হইয়াছিল, তৎপরে কৃষ্ণ বলরাম বেশ বিন্যাস করিয়াছিলেন, এবং যশোদা নানা প্রকার খেদ করিয়াছিলেন প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী ২১১ সংখ্যক পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ঐ সকল ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

---

[২৪৭]

সূহই-বড়ারি

উ কি এ তোমার উনমত চিত
উচিত তোমার নয়।
উ সব আচার বিচার না লয়ে
উচিত কহিতে হয় ॥
উ রাঙ্গা চরণে উ সব নাগরী
উনমত হয়ে মন।
উরল উপরে উ দুটি চরণ
রাখল করিয়া পণ ॥
উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
উপরে শুনি এ তান।
উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ ॥
উপরে দুগ্ধের খুরি আবর্ত্তন
উনানে রহল তাহা।
উনমত বালা ভ্রমে কেনি গেলা
উমা উমা রবে রহা ॥
উ মুখ চলল বরজ-নাগরী
উ পরে নাহিক মন।
উনমত্ত হৈয়া ভুজঙ্গ দংশল
কিছুই নাহিক কন ॥
উরজ উপরে নিজ পতি করে
বসায়ে আছিল সুখে।
উ ধনী মধুর মুরলী শুনিয়া
উছটি ফেলিল তাকে ॥
উ গুণ গাহিতে উ সব নাগরী
বেশের উ নহি চিত।
উচিত কহেন চণ্ডীদাস তাহে
উঠল বিরহ চিত ॥

টীকা

পঙ্—১-৪। তুমি মথুরায় যাইতেছ ইহা তোমার কিরূপ পাগলামী বা খেয়াল? ইহা তোমার সাজে না। এইরূপ ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত নহে (বিচারে টিকে না), ইহা আমাদিগকে বলিতেই হইতেছে।

৫-৮। গোপরমণীরা পাগল প্রায় হইয়া তোমার রাঙ্গা চরণ বক্ষের উপরে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া রহিয়াছে। 'উরল' স্থানে বোধ হয় 'উরস' হইবে।

৯-১২। ইহাতে রাসলীলার রাত্রির ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। উজাগর—কোজাগর, বা আশ্বিনী পূর্ণিমা। সেই রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া গোপীগণ পাগলিনী হইয়া বনে ছুটিয়াছিলেন (চণ্ডীদাস, ১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তু°—"শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি" (ঐ)। বাসি—বোধ হয় বংশী অর্থে। উঠানি (সং—উচ্চাটন হইতে) চঞ্চল।

১৩-১৬। তু°—"কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে" ইত্যাদি (ঐ)। 'ভ্রমে কেনি' না "ভূমে ফেলি"?

১৭-১৮। তু°—কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া, সব বিসরিত ভেল" (ঐ)। উমুখ—কৃষ্ণের অভিমুখে। উ-পরে—অন্য কোন বিষয়ের প্রতি।

২১-২৪। তু°—"কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে, ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ" (ঐ)।

[২৪৮]

কানটি

চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া
কহিতে পরাণ ফাটে।
চিত বেয়াকুল চমকে অন্তর
চাঁদ ছাড়ে কোন নাটে ॥
চাঁদ সে বয়ানে চন্দ্রমুখী রাই,
না শুন আমার বাণী।
চাঁচর চিকুর চূড়া না বাঁধব
চাঁপার সে ফুল আনি ॥
চন্দন-চর্চ্চিত সে অঙ্গে লেপিত
চূড়ার সঙ্গেতে মিশা।
চপল রমণী সে চাঁদবদনী
চলিব করিয়া দিশা ॥
চাঁদমাল চাঁদ- মুখ নিরখিয়া
চড়াইব উরু 'পরে।
চিনি চাঁপাকলা ছেনা চাছি সর
দিব সে আনন্দে কারে ॥
চাঁদ-মুখ পর চর্চ্চিত কর্পূর
চাহিয়া মাগিব কারে।
চপল রমণী চেতন করিয়া
চলিলা আপন বশে ॥
চাহিব কা পানে চামর ঢুলাব
দিব সে শ্রীঅঙ্গে বা।
চিত্রের বসন করিব শয়ন
চর্চ্চিত সোণার গা ॥
চারিদিক্ দিব চাঁপা নাগেশ্বর
চামেলী চম্পকলতা।
এ চন্দ্রমল্লিকা চূয়া মিশাইয়া
আসন করিব হেথা ॥
চণ্ডীদাস কহে— "চেতন হরিয়া
চাহিল গোপিনী পানে।
চিরকাল রহ চাঁদমুখ দেখি
জুড়াক সবার প্রাণে ॥"

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—৪। কোন্ রসজ্ঞ লোক সুধাময়ী রমণীগণকে পরিত্যাগ করে? তু°—"রসিক হইলে, রস কি ছাড়য়ে, মুখর চতুর জনা" (চণ্ডীদাস, ১৯২ পৃঃ)।

৫-৮। রাধার সৌন্দর্য্য চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল, তাহার বদন শশধরতুল্য, তুমি রসিক হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইও না। যদি আমার এই কথা না শুন তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আর রাধা চাঁপাফুল দিয়া তোমার চূড়া বাঁধিবে না।

৯-১২। চূড়া-সমন্বিত এবং চন্দনলিপ্তদেহ তোমাকে উদ্দেশ করিতে ব্যাকুল হইয়া আর চন্দ্রবদনী রাধা পূর্ব্বের ন্যায় যাইবে না। দিশা—উদ্দেশ।

১৩। চাঁদমাল—চন্দ্রাবলী বা চন্দ্রশ্রেণীর শোভাযুক্ত (দানকেলিকৌমুদী, ১৯ পৃঃ, বঃ সঃ)।

২১-২৪। তু°—"বিরলে তু নিয়া ঘর, দেখা শুনা নিরন্তর, শীতল চামরে দিব বা। কুসুম-শয়ন শেযে, বিচিত্র পালঙ্ক সাজে, জাতি জাতি দিব ছুটি পা॥"
(চণ্ডীদাস, ২৭৫ পৃঃ)।

২৫-২৮। রাসের সময়ে গোপীগণ বিবিধ কুসুম চয়ন করিয়া রত্নবেদিকা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তু°—"কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর" ইত্যাদি (ঐ, ২১২ পৃঃ)। এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

[২৪৯]

নটশ্রী

ছট্ ফট্ করে ছায়া গেল দূরে
ছাপিতে নাহিক ঠাঁই।
ছলা করি ছট বেশ না করিব
ছলা সে করিব নাই॥
ছেনা ননী ঘৃত দধির পসরা
ছান্দিব পসরা 'পরে।
ছন্দবন্ধ ছাঁদে ছলা যে করিব
শাশুড়ী-ননদী-বোলে॥
ছাঁদিয়া চরণ ছাঁদে দান সাধি
ছেনা দধি নিব ছলে।
ছল ছল ছল গোপিনী সকল
ছি ছি ছি লো বলি বলে॥
ছলা করি তবে বড়াই যাইয়া
ছন্দ করি কথা কয়ে।
ছাপিয়ে রাধারে বসনের ছায়
সে নব কিশোরী লয়ে॥
ছটা-বেশ দেখি ছটার উপমা
ছাতিতে করিয়ে ঠাঁই।
ছলা দানঘাটে সিরজিব কেবা
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে আর দানলীলা হইবে না, তাহারই উল্লেখ করিয়া শ্রীরাধা এই পদে আক্ষেপ করিতেছেন।

পঙ্‌—১-২। তু°—"প্রভাত হইল, সবাই জাগিল, গুরুগরবিত জনা", তখন রাধার—"উঠিল বিরহ আগি" (পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৩ সং পদ দ্রষ্টব্য); দানলীলার ঐ প্রথম পদটিতেই বর্ণিত হইয়াছে যে প্রভাতে কালজাদ দেখিয়া রাধার বিরহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি হৃদয়ের ব্যাকুলতা গোপন করিতে পারেন নাই। ছায়া—অন্ধকার।

৩-৪। তখন মথুরায় বিকি করিতে যাইবার ছলে তিনি যে বেশভূষা করিয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণ মথুরায় গেলে আর সেইরূপ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৫-৬। তু°—"ঘৃত ছেনা দুধ, ঘোল নানাবিধ, ভাণ্ডে সাজাইল দই" (ঐ, ১১৩ সং পদ)।

৭-৮। বড়াই রাধার শাশুড়ীর নিকটে যাইয়া নানা ছলে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া রাধার মথুরায় গমনের অনুমতি লইয়াছিলেন (কৃঃ কীঃ, ৩১ পৃঃ)।

৯-১০। তু°—"রহ রহ বলি, শুন গোয়ালিনী, দানী সে ডাকিয়া বলে" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ১২১ সং পদ)। এবং—"কানু করে লই, ছেনা দুধ দই, বদনে ঢালিয়া দেয়" (ঐ, ১৪২ সং পদ)।

১৩-১৬। এই ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৬ সং পদে বর্ণিত হইয়াছে।

[২৫০]

বড়ারি

"জর জর জর জারিল অন্তর
জবে সে শুনিল ইহা।
যাইতে মথুরা নাগর চতুরা
জারল রাধার দেহা॥
যার লাগি যাই নিকুঞ্জ-ভবনে
বোলাতে জাইব ভালে।
যমুনা-কিনারে যশোদা-নন্দন
রহিব কদম্ব-তলে॥
যাচিয়া যাচিয়া যতন করিয়া
কে দিব কদম্ব-ফুল।
* * * * * *
* * * *॥

যবে সে জানল যবে আইল রথ
যবে সে পড়ল সারা।
যাই একজন বুঝল কারণ
জারল বিরহ গাঢ়া ॥
যে জন যাইব তোমারে লইয়া
যমুনা হইলে পার।
জীবনে তেজিব যতন করিয়া
জানিবে বিচার ভার ॥”
জানে চণ্ডীদাস — যাইব মথুরা
যবে সে শুনিল কাণে।
জর জর তনু জারল অন্তর
ধৈরজ নাহিক মানে ॥

টীকা

পঙ্—১-২। জারিল—জর্জ্জরিত করিল। কৃষ্ণের মথুরায় গমনের সংবাদ শুনিয়া।

৫-১০। অতীত প্রেমলীলার উল্লেখ।

১৫-১৬। এই ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৭ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে।

[২৫১]

নটনারায়ণ

ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি
ঝামরু নয়ন দুটি।
ঝলকে ঝলকে ঝর ঝর ঝর
বিরহের বারি উঠি ॥
ঝাঝর পাঁজর ঝরঝর ভেল
ঝটকে পরাণ যায়।
ঝট করি জিউ ঝমরু ঝমরু
ঝটকে ব্যথাটি পায় ॥
ঝন্ ঝন্ করে কঙ্কণ ঝটকি
মরমে হানয়ে ধ্বনি।
ঝিয়ের করুণা ঝট করি আসি
বৃষভানু রাজারাণী ॥
ঝক্ ঝক্ পাটে ঝলক আয়াটে
ঝরে ঝর ঝর আঁখি।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝলক ঝলক
ঝলকি রথের ঠাটি ॥
ঝাঝরি মহরি ঝট্ ঝট্ বাজে
ঝটকে নাচয়ে নাট।
* * * * * *
* * * * ॥
ঝল মল করে ঝলকে কুণ্ডল
ঝাপটে মুরলি করে।
ঝাঝর হিআয়ে ঝট্ ঝট্ হেে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে ॥
ঝামরু তলায়ে ঝটকি পড়িল
সে হেন সুন্দরী রাধা।
ঝাঁঝরি করিল গোপীগণ যত
ঝটসে করল বাধা ॥
ঝট্ চণ্ডীদাস ঝামরু হইয়া
পড়িয়ে রহয়ে পায়ে।
ঝট্ করি দেহে ঝট্ ঝট্ করি
লইয়ে যাইতে চাহে ॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, এই সংবাদ পাইয়া রাধার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাই এই পদে বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—২। ঝামরু :—সং—ঝামারূপ হইতে পোড়া ইটের ন্যায়। অজস্র অশ্রুবর্ষণে চক্ষের যে অবস্থা হয়।

৫। ঝাঁঝর :—সং—জর্জ্জর হইতে ; বহুছিদ্রবিশিষ্ট।
পাঁজর :—সং—পঞ্জর হইতে ; অস্থি।
ঝরঝর :—অতিশয় জীর্ণ।
৬। ঝটকে :—(তু°—সং-ঝটিতি, ঝটিকা) হেঁচকা টানে।
৭। জিউ :—জীবন। জীবন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।
৯-১২। রাধা ছট্‌ফট্ করিতেছেন, কঙ্কণের শব্দ হইতেছে, ইহা শুনিয়া বৃষভানু রাজা এবং রাণী মেয়েকে দেখিতে আসিয়াছেন।
১৩। ঝক্‌ঝক—উজ্জ্বল। পাটে :—পট্টবস্ত্রে।
ঝলক—অশ্রুস্রোত।
আয়াটে :—নিরোধ করে। এদিকে রাধার এই অবস্থা, ওদিকে যে কৃষ্ণ মথুরায় যাইবার জন্য সাজসজ্জা করিতেছেন, তাহারই বর্ণনা পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে করা হইয়াছে।
১৬। ঠাটি :—সাজসজ্জা।
১৭। ঝাঝরি :—ঝর্‌ঝর্ শব্দকারী কাংস্যময় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

[২৫২]

নটনারায়ণ

এ কি মথুরা এ কি চতুরা
এ কি পরের বশে।
এ কি নিদান এ কি পাষাণ
এ কি ছাড়িব বাসে॥
এ কি গোধন তেজিয়া সদন
এ কি তেজিব মায়ে।
এ কি বালক তেজিব সকল
এ কি মথুরা যায়ে॥
এ কি গোপিনী তেজিব এখনি
এ কি নিদয়া হয়া।
এ কি গোকুল তেজিব সকল
এ কি এ শোক দিয়া॥
এ কি পাষাণ হৃদয় নিদান
এ কি মথুরা যাব।
ঞিহার কারণে ইঙ্গিতে আকারে
এখনি পরাণ দিব॥
এ কি মথুরা- নাগরী-বিলাসে
এ কি বঞ্চিব তথা।
এ কি সেখানে বঞ্চিব সঘনে
এ কি ছাড়িব হেথা॥
এ কি রাধার মরণ দেখিয়া
যাইব মথুরাদেশ।
এ কি অক্রূর সঙ্গেতে যাইব
দিয়ে অতি বড় ক্লেশ॥
এ কি সুখের লালস তেজিয়া
গোপিনী ছাড়িব পারা।
এ কি বঞ্চিত করব সকল
চণ্ডীদাস বুকে ধারা॥

টীকা

পঙ্—১-৪। এ অর্থে এই, ইহা, এবং বিশেষার্থে কৃষ্ণ ইত্যাদি। তু°—"ঞিহ, ঞিহার" (প্রাচীন বাঙ্গালায়)।

কৃষ্ণ কি চাতুরী করিয়া মথুরায় যাইতেছে, না সে সত্যই পরবশ হইয়া যাইতেছে ? এই কি প্রেমের পরিণতি হইল ? কৃষ্ণের হৃদয় কি পাষাণবৎ কঠিন ? সে কি বৃন্দাবনের বাস পরিত্যাগ করিবে ? এইভাবে অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

[২৫৩]

যতিশ্রী

টল বল করে টল টল দেহে
টেরা সে বিষম বাঁশী।
টানিলে না টলে বুকে টেরা হয়া
হৃদয়ে রহিল পশি ॥
টাটক হইয়া সুধামুখী ধনী
টেরা সে নয়ানে চেয়া।
টারিয়া যাইবে তটস্থ রমণী
টুটিল বিরহ দিয়া ॥
টানাটানি করে টেরেতে লইয়া
মরিতে টাকর দিয়া।
টান টোন করি টাকাই তা সনে
টের দূর দিকে রয়া ॥
টিপটাপ করে টেটালির পারা
টিকাদিনি-পারা রাধা।
টলটল করে অবলা পরাণ
সকল করিল বাধা ॥
টাটক হইয়া টানিয়া রাখিব
আপনার নিজ পতি।
টেরেতে থাকিয়া টেট্‌কারি দিয়া
অক্রূর মহা সে মতি ॥
চণ্ডীদাস কহে— "টাটক হইয়া
টারল গোকুলনাথ।
টিপানে জানিল টেরা হয়ে নাথ
ছাড়ব গোপীর সাথ ॥"

টীকা

পঙ্‌—১-৪। তু°—"সই, পশিল বিষম বাঁশী। বাহির করিতে যতন করিনু, মরমে রহিল পশি ॥"

(চণ্ডীদাস, ১২৪ পৃঃ)।

"বাঁশী" স্থলে আদর্শে "গাঁসি" আছে। টেরা—সং—তির্য্যক হইতে বক্র অর্থে। কৃষ্ণ চলিয়া গেলে এইরূপ বাঁশীর স্বর আর শ্রুত হইবে না, ইহাই লক্ষ্য।

তু°—"আর না শুনিব শ্রবণ পূরিয়া
মধুর বাঁশীর তান।"

(পরবর্ত্তী ২৯৬ সং পদ)।

৫-৬। টাটক:—তপ্ত হইতে ব্যথিত অর্থে কি? ব্যথিত হইয়া রাধা তোমার দিকে আড়চক্ষে চাহিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। টেরা সে নয়ানে—তু°—"তেরছ নয়ানে" (চণ্ডী° ১২৪ পৃঃ)।

তু°—"ধরণী উপরে চিত্রের পুথলি, বরজ রমণী ধনী" (পরবর্ত্তী ২৯৬ সং পদ)। এবং এইরূপে পড়িয়া—"শ্যাম পানে নয়ন থাপায়।" (ঐ, ২৯৮ সং পদ)।

৭-৮। টারিয়া—টালিয়া, বিচলিত করিয়া। তটস্থ—বিরহভয়-ভীত। টুটিল—হৃদয়বিদীর্ণকারী।

৯-১০। মরিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গোপীগণ যমুনার তীরে রথ লইয়া টানাটানি করে। টেরেতে—তীরেতে; টের=তীর (শব্দকোষ)। তু°—"কেহ বা যমুনা কিনারে পড়ল, যেখানে উঠিল রথ" (ঐ, ২৯৬ সং পদ)। এবং—"কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে" (ঐ)। টাকর—সং-তর্ক ধাতু দীপ্তিতে, জ্ঞানে। তু°—"মরণ তেকে (টেকে) বসিয়া আছে" (শব্দকোষ)। অর্থ—স্থির করি, লক্ষ্য করি। যেমন—"মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া" (শব্দকোষ)। গোপীগণও বলিয়াছিলেন—"বধ করি যাহ, এ সব গোপিনী" (ঐ, ২৯৫ সং পদ)।

১১-১২। তু°—"রথের উপর, যখন বৈঠল, রসিক নাগর ধারী। অঙ্গুলি তুলিয়া, দেখায় রসিয়া, বসিএ কহেন ঠারি ॥" (ঐ, ২৯৫ সং পদ)।

টাকাই—তাকাই। টের—ঠার।

[২৫৪]

বেলয়ার

ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল
ঠারা ঠারি করে তা'রা।
ঠাট করি রথ ঠেলা ঠেলি যত
ঠালিল রমণ সারা॥
ঠান বেশ ধরি ঠমকে যাইবে রথে।
ঠকের ঠাকুর ঠকমকি সারা
ঠাকুর বলিয়ে তারে।
ঠাকুর হইলে ঠাকুরালি পনা
ঠমক সেজন করে॥
ঠকাইয়া এবে ঠমকে যাইবে
ঠানিল গোপের রামা।
ঠার নাহি চিতে অবলা বধিতে
ঠারে ঠেলিব তোমা॥
ঠানিল মরণ ঠাকুর তখন
ঠারে যোগাইব রথ।
ঠারে চণ্ডীদাস হয়ে এক মন
ঠারে যোগাইব রথ॥

টীকা

পঙ্—১-২। ঠালল:—ঠার হইতে ইসারা করিল অর্থে। রমণ—বল্লভ, কৃষ্ণ। ঠমকে—ভঙ্গীর সহিত। তু°—

"রথের উপর, যখন বৈঠল, রসিক নাগর ধারী।
অঙ্গুলি তুলিয়া, দেখায় রসিয়া, বসিএ কহেন ঠারি॥"
(পরবর্ত্তী ২৯৫ সং পদ)।

তা'রা—কৃষ্ণ এবং অক্রূর।

৩-৪। গোপীগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতই উদ্যম করুন না কেন, কৃষ্ণ রথ চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ঠাট করি—ভঙ্গি করি। তু°—"ঠাকুরের ঠাট দেখে জলে যায় গা" (মাণিক)। পরবর্ত্তী ২৯৬ সং পদে ইহার বর্ণনা আছে।

৫-৯। তুমি (সু-ঠাম—ঠান, অথবা ঠাকুরান্ হইতে কি?) সুন্দর বেশ পরিধান করিয়া আড়ম্বরের সহিত রথে চড়িয়া মথুরায় যাইবে! তুমি ধূর্ত্তের শিরোমণি, তোমার বাহ্যাড়ম্বরই সার, তোমার ন্যায় লোককে আমরা দেবোপম ভাবিয়াছি! তুমি যদি মহৎ হইতে, তাহা হইলে তোমার মধ্যে মহত্ত্ব থাকিত; মহৎ লোকেরা কখনও এইরূপ চাল্‌বাজি (ঠমক) করে কি?

১০-১২। এখন গোপীগণকে প্রতারিত করিয়া তুমি গর্ব্বের সহিত চলিয়া যাইবে, ইহা গোপীরা স্থিররূপে জানিতে পারিল। অবলা বধ করিতে তোমার চিত্তে কোন প্রকার সঙ্কোচ নাই।

[২৫৫]

বেলয়ার

ডাহিনে শৃগালী ডাকে একজনা
ডাহিনে কাটিয়া যাব।
ডর পেয়ে মনে অশুভ দেখিয়া
ডরে ডরাইয়া রব॥
ডোর দিলে ঘরে ডোর দিলে পরে
ডাগর হইল বাণী।
ডরে ডরাইয়া ডরেতে ডরিয়া
ডাহিন নাহিক গণি॥
ডারিলে দরিয়া ডহর দেখিয়া
পড়িল সকল জলে।
ডোর দিলে বড়ি অতি তড়াবড়ি
এমন কে জন জানে॥
ডাগর দেখিয়া বামেতে ডারিয়া
ডাগর কদম্ব ফুল।
ডগ মগ ডগ উড়ে শিখিচূড়া
বাঁধিয়া চাঁচল চুল॥

ডাহে চণ্ডীদাসে পড়িল চরণে
ডারিলা সাগরজলে।
ডহ ডহ ডহ ডহয়ে অন্তর
হৃদয়ে আনলে জ্বালে॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মথুরায় যাইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কোন গোপী ইহা বলিতেছেন।

পঙ্—১-৪। দক্ষিণে শৃগাল ডাকিলেও আমি অমঙ্গলের ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

৫-৮। তোমার জন্য আমরা কুলত্যাগ করিয়াছি, পর-নিন্দায় কর্ণপাত করি নাই, এবং আমাদের অপযশ শতকণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে। আমরা যখন এই সকল অপবাদে ভয় পাই নাই, তখন এই ডাইনের শিয়াল দেখিয়াও ভয় পাইব না। তু°—

"কেহ বলে ভাল, মোরা যাব চল, মথুরানগর পুনু।
কিবা কুলভয়ে, হেন মনে লয়ে, ধরিয়া রাখিব কানু॥
যাহার লাগিয়া কত পরমাদ, হল সে লোকের হাসি॥"
(পরবর্ত্তী ২৯৭ সং পদ)।

৯-১০। সং—দ্রাহ হইতে ডার, নিক্ষেপার্থে। সং—দর হইতে গর্ত্ত অর্থে ডহর।

তু°—"নিদানে ডারিলে জলে" (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪০ সং পদ)।

১১-১২। তু°—

"প্রেম বাড়াইয়া, নিদান করিয়া, মথুরা সাজল এবে।
এত কিবা সহে, অবলা পরাণে, কেমন তাহার ভাবে॥"
(ঐ, ২৯৭ সং পদ)।

ডোর—প্রেমডোর।

১৩-১৬। শ্রীকৃষ্ণের সাজসজ্জার বর্ণনা। তু°—"দুদিকে দু'কাণে কদম্বের ফুল" (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪ সং পদ)।

১৯। ডহ—দহন হইতে, দাউ দাউ করিয়া।

ডাহয়ে—দহয়ে, জ্বলে।

---

[২৫৬]

বড়ারি

ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার
ঢরকি ঢরকি লোর।
ঢলিয়া পড়য়ে ঢাকিলে না রহে
নাহি ডোর দিলে ওর॥
ঢারিয়ে অমিয়া বহু ঢারি দিলে
ঢল ঢল করে অঙ্গ।
ঢারি পুন দিলে ঢারি আগর
ঢারে ঢারিলে সঙ্গ॥
ঢোর পরিবশে ঢাকির ঢোরসে
ঢাপন বিরহ কোর।
ঢোকল ঢাবলে ঢারির ঢাপনে
ঢিবব ঢঙ্গ সুঢোর॥
ঢর ঢর ঢর গোপ সুনাগরী
ঢরল বিরহ সবে।
ঢারিলে বিরহ আনল দ্বিগুণ
ঢালি চণ্ডীদাস ঝুরে॥

টীকা

পঙ্—১-২। ঢর ঢর :—ঢল, ঢল। ঢরকি ঢরকি :—ঝলকে ঝলকে।

৪। বাধা দিলেও শেষ হয় না।

---

[২৫৭]

শ্রী

আনন্দ ছাড়িয়া আনল জারল
আন কি পরাণে সয়ে।
আনহ গরল হইয়া সরল
আন কি পরাণে সয়ে॥

আন আন ছলে আন কুতূহলে
করিথু আনহি খেলা।
আন জনা কত কহিথু বেকত
আন দিথ অতি জ্বালা ॥
আনপানা সব থান কি দিয়াছে তোর।
আন সত করি তোমার কারণে
আন করি যাই ভোর ॥
আনল জ্বালিলে আনন্দের ঘরে
আন কি জানিয়ে ইহা।
* * * * * *
* * * * ॥
আন আন যত আন আন মত
আনহু বায়ন ভালে।
আন আন লাগি এত পরমাদ
চণ্ডীদাস আন বলে ॥

টীকা

পঙ্—১-৪। সুখ চলিয়া গিয়াছে, এখন আমরা দুঃখের অনলে জর্জ্জরিত হইতেছি। আমাদের সরল প্রাণে ইহা আর সহ্য হয় না, অতএব বিষ আন।

৫-৮। আমরা নানা প্রকার ছল করিয়া কৃষ্ণের সহিত আনন্দে কত খেলাই খেলিয়াছি। অন্য লোকে তাহা ব্যক্ত করিয়া দিত, এবং অন্যে (অর্থাৎ আত্মীয়গণ) অত্যন্ত যন্ত্রণা দিত।

তরল সরল তো বিন্দু গরল
তখনই খাইব আমি।
তবে তাপ যাবে তখনি মরিব
তবে সে জানিবে তুমি ॥
তোমার কারণে তেজি গুরুজনে
তাহা সে সকলি জান।
তুমি নিদারুণ তাহে কর হেন
তাহা তুমি যদি জান ॥
তোমার পীরিতি হৃদয়ে পূরিতে
তাহা না কহিব কত।
তাপেতে তাপিত তাহা কব কত
তোমার কারণে যত ॥
তাপেতে তাপিত গঞ্জয়ে সতত
তাপিনী বড়ই আমি।
তোমার চরণে সকলি গোচর
তাহে নিদারুণ তুমি ॥
তাহে চণ্ডীদাস তাপিত হৃদয়
তনু জর জর ভেল।
তাপে যত সখী তাহা মুখ দেখি
হৃদয়ে বাজয়ে শেল ॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। পূর্ব্বে জানিতে পারিলে সরলপ্রাণা আমরা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতাম।

[২৫৮]

ভাটানিমঙ্গল

তুমি কি নিদান তাহা সে না জানি
তবে কি এমন করি।
তার তর তম তখন করিথু
অখলা কুলের নারী ॥

[২৫৯]

সুহই

থাকি থাকি থাকি বেথিত অন্তর
কান্দিয়া কান্দিয়া উঠে।
থির নাহি চিতে থাকিয়া বেথিত
যেমন আনল ছুটে ॥

থোর দরশন থাকিত থোকিত
থির থির নাহি মান।
থাপিল তোমার যুগল চরণ
থল সে নাহিক জান ॥
থির করি চিত থর থর করে
থাকি থাকি যেন কাঁদে।
থাকুক থাকুক তোমার পীরিতি
থির আর নাহি বাঁধে ॥
থল না রাখিলে থুইবে খেয়াতি
থাকুক তোমার লেহা।
থির থির তাহে কহে বিনোদিনী
থাহি না রহল দেহা ॥
থির করি চিত থাকহ গোকুলে
থায়ী সে হইয়া থাক।
চণ্ডীদাস কহে— "থল রাখ নাথ
গোপীর গুমান রাখ ॥"

টীকা

পঙ্—৫-৮। তোমার সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা হইত বটে, কিন্তু স্থির বা স্থায়ী ভাবেই যে সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতাম তাহা হয়ত তুমি মানিবে না বা বিশ্বাস করিবে না, কারণ তোমার পদদ্বয় যে কোথায় (অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে) স্থাপন করিয়াছি, তাহা তুমি জান না।

তু°—

"যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে, না দেখি নয়ন-কোণে।
তবু সে সজনী, দিবস রজনী, সদাই পড়িছে মনে ॥"
(চণ্ডীদাস, ১৫৪ পৃঃ)।

১২। আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না।
১৩। অখ্যাতি রাখিবার আর স্থান (থল) রাখিলে না।
১৬। দেহ ধ্বংস হইতে চলিল।
১৮। থায়ী—স্থায়ী।
২০। গুমান—গরিমা, অভিমান, গর্ব্ব।

[২৬০]

সুহই—সিন্ধুড়া

দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন
দেখিল বিপদ্-দশা।
দিয়া সে দেবতা দেবীরে পূজিতে
দেখল আপদ্-ভাষা ॥
দেবতা উপরে দিয়া ফুলদল
দেয়াশী জুড়ল কর।
"দেহ মাতা দেবী দরিয়া হইয়া
ঘরে রহে দামোদর ॥"
দেবী সে না দিল মাথার সে ফুল
তাহাতে জানল মনে।
দিব বহু দুখ দুখের সাগরে
ফেলাব নাগর কানে ॥
দেখিয়া দয়াল গুণের সাগর
দর দর দুটি আঁখি।
দয়াতে মোহিত দেবের দেবতা
শ্রীমুখ বঙ্কিমে রাখি ॥
দোষ গুণ যদি দেখিয়া রাধার
ছাড়িয়া যাইতে চাহ।
দেখিব—লও দোসর নাহিক
চণ্ডীদাস গুণ গাহ ॥

টীকা

পঙ্—৫-১২। এইরূপ ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৮-৯ সংখ্যক পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

[২৬১]

কানাড়া

ধরম করম সকলি মজিল
ধাধসে পরাণ রাখি।
ধেয়ান তোমার ধনী সে আকার
শুধু দেহ আছে সাখী॥
ধন জন যত সে সব বেকত
ধরম ভরম তুমি।
ধরিয়া চরণ লইনু শরণ
তোমা না ছাড়িব আমি॥
ধরিব যেমন ধরে মীনগণ
ধাধসে শফরী যত।
ধনী বিনোদিনী ধাধসে তেমনি
ধৈরজ ধরিব কত॥
ধক্ ধক্ ধকি পরমাদ দেখি
ধরিতে না পারি হিয়া।
চণ্ডীদাস কহে ধরিয়া ছলয়ে
বচন চরণ সেয়া॥

টীকা

পঙ্‌—২। সং—সাধ্বস হইতে ধাধস, ভয়, সম্ভ্রম, চিত্ত-চাঞ্চল্য অর্থে।

৩-৪। ধনী (রাধিকা) তোমার মূর্ত্তি (আকার) ধ্যান করেন, তাঁহার (রাধিকার) দেহের অবস্থাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৯-১২। বড় বড় মৎস্য আবেগের সহিত যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আয়ত্ত করে, রাধার মনও কৃষ্ণের জন্য প্রেমাবেশে সেইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না।

[২৬২]

শ্রীনট

নবীন নাগরী নবীন লোরেতে
দেখিতে নাহিক পায়।
নীরস বচন নাহিক কথন
মতিকে কেমন ভায়॥
নব নব রামা না ফেল পাথারে
নাহিক আপন কেহ।
না জানি পীরিতি না জানি কি রীতি
কেবল সুঁপিল দেহ॥
নয়নে নয়ন মিলিল যে দিন
সে দিনে আছিলে ভালে।
নাগরী আগরি যমুনা নাগর
সেই সে কদম্বতলে॥
নানা রঙ্গ তথা নানা রস-কথা
আন আন ছলে কয়া।
নীর আনি ছলে নানা বেশ ধরি
কহিনু বদন চেয়া॥
নাগরীর প্রেম পাসর কেমন
কেমন তোমার প্রীতি।
নাহি গণ এবে সে সব আরতি
চণ্ডীদাস কহে রীতি॥

টীকা

এই পদটিতে প্রধানতঃ নূতন প্রেমের গভীরতা বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্‌—৯-১৬। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বর্ণনায় এবং দান-লীলাদিতে এইরূপ ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে।

২০। আরতি—সং-আর্ত্তি হইতে প্রীতি, প্রেম অর্থে।

[২৬৩]

বড়ারি

পরবশে তুমি পরের কথায়ে
পহিলে এমন কর।
প্রেম বাড়াইয়া পরশ-রতন
গলায়ে গাঁথিয়া পর॥
পরে দিয়া জ্বালা পর ঘর-ঘালা
পলাহ পরের বোলে।
পতি দুরমতি তাহার পীরিতি
তেজিনু অবহি হেলে॥
পাথারে ফেলহ পরিহরি যাহ
পাসর পরম লেহা।
পাতি জাতি কুল পহিলে সকল
পরিহার দিল গেহা॥
পথে কত শত পাওল বেদনা
পহিলে বিকের ছলে।
পরিয়া কদম্ব- মালা মনোহর
পাইথে কদম্বতলে॥
পরিহাস-রসে প্রেমে রহাইসে
পাইয়া পসরা জতি।
পথে লুটে নিতে দধি দুগ্ধ যত
সে সব তেজিলে কতি॥
পরশ-রতন পাইয়া সঘন
পরাণে মিশিয়াছিল।
প্রেম দিয়া ইবে ছাড়ি কার বোলে
চণ্ডীদাস দুখী ভেল॥

টীকা

পং—১-২। পরবর্তী ২৯৫ সংখ্যক পদে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিয়াছেন—"পরবশ হয়া যাইতে হইল, পুন সে আসিব ধনি।" তাহারই উত্তর-স্বরূপ এই পদ রচিত হইয়াছে।

৫। ঘরঘালা:—সং—ঘাত হইতে ঘাল, বধ। পরের ঘর ভাঙ্গন।

১১। পাতি:—সং—পত্র হইতে পাতলা অর্থ গ্রহণান্তর ছোট, তুচ্ছ অর্থে।

১৩-১৪। দানলীলার ঘটনার উল্লেখ। পরেও।

১৮। জতি:—সাকল্যে, সমূহ অর্থে।

[২৬৪]

কাফি

ফিরিয়া না চাহ ফিরি কথা কহ
ফের দিয়া কোথা যাবে।
ফসল পাইয়া ফাঁফর করিয়া
ফিরিয়া চলহ ঘরে॥
ফিরাইতে যবে ফিরিয়া ফিরিয়া
শাঙলী ধবলী গাই।
ফেনাতে চাহিলে ফাঁফর হইলে
ফিরিয়া কাঁদয়ে মাই॥
ফটল যখন ফণী বিষধর
ফুয়ল শ্রীঅঙ্গখানি।
ফের ফিরি ফিরি গোপিনী দুসারি
ফুয়ল অনেক বাণী॥
ফাটয়ে পরাণ ফাটয়ে হৃদয়
ফেলাহ দরিয়া মাঝে।
ফুরল সকল ফাঁফর গোকুল
চণ্ডীদাস সঙ্গে সাজে॥

টীকা

পঙ্—২। ফের :—সং—বেষ্ট হইতে, গা-ঢাকা দিয়া অর্থে।

৩। ফসল পাইয়া—প্রেমের ফসল।

৭-৮। ফেনাতে :—বোধ হয় "ফেরাতে" অর্থে, প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে। গাভী ফিরাইয়া আনিতে যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে। এই ঘটনার উল্লেখ "যশোদার বাৎসল্য" প্রকরণে ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে।

৯-১২। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

ফটল :—সং—স্ফট হইতে বিস্তারিত করা অর্থে। কালীয়নাগ যখন ফণা বিস্তার করিল।

ফুয়ল :—সং—স্ফুট হইতে বিদীর্ণ করা অর্থে, দংশন করিল।

১১-১২। তু°—ভাগবত, ১০।১৬।১৯।

[২৬৫]

সুহই

বল বল দেখি বিকল পরাণ
বুক বিদরিয়া মরি।
বেদনা জানব বরজ-রমণী
বিকল হইয়া বড়ি॥
বলরাম হৈতে বড় যে জানিয়ে
বড় সে করিয়ে প্রেম।
বিদূর যেমন বহু রত্ন ধন
লাখে লাখে পায় হেম॥
বড় যেন দুখ বহু গেল দুখ
বড়ই আনন্দ তার।
বহুমূল্য ধন তুমি সে তেমন
ভুবন করিল সা'র॥
বটে কিবা নয় বুঝ রসময়
বলিল গোচর পায়।
বেণী কালজাদ বসিয়া বিরলে
রূপ নিরখিয়ে তায়॥
বেশ পরিপাটি বেশের বন্ধান
বেলি অবসান কালে।
বলি 'রাধা রাধা' বাজাও মুরলী
তখনি যাইথু জলে॥
বৃন্দাবন-বন্ধান সঙ্কেত মুরলী
শ্রবণে শুনিয়ে যবে।
বেকত কামিনী কুলের রমণী
পরাণ না ধরে তবে॥
বিকল হইয়া সঙ্কেত পাইয়া
কনক-গাগরী কাঁখে।
বলে চণ্ডীদাস— "বেদনা পাইয়া
যেন ধন পেয়া রাখে॥"

টীকা

পঙ্—৩। বরজ-রমণী—(সং—ব্রজ হইতে বরজ) ব্রজাঙ্গনা।

৫-৬। বলরামের সহিত গোপীগণের রাসাদি বিলাসও পুরাণে বর্ণিত হইয়া থাকে। তু°—ভা, ১০।৩৪।১৩।

৭-১২। বিদূর :—দূ অর্থে দুঃখ ; অতএব অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক। এইরূপ লোকের নিকট বহু ধনরত্ন যেরূপ দুঃখনাশক এবং আনন্দদায়ক, তুমিও আমাদের নিকট সেইরূপ আনন্দদায়ক জগতের শ্রেষ্ঠ ধন।

২১-২৪। বৃন্দাবন-বন্ধান—বৃন্দাবনের বিঘ্নস্বরূপ।

তু°—"বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥"
(চণ্ডীদাস, ১২১ পৃঃ)।

[২৬৬]

কাফি

ভালের বড় তু ভামিনীর প্রিয়
ভালে সে জানল তোরে।
ভরম সরম ভাসল সকল
ভাসালে দরিয়া-পরে॥
ভাল মন্দ মোরা কিছুই না জানি
ভরসা কেবল পায়।
ভরসা অন্তরে ভাবি ভাবি তাহে
ভস্ম হইল গায়॥
ভরসা করিল ভরম সরম
ভালে সে জানিল মোরা।
ভাল মন্দ কেবা জানে ভাল মতে
এমন তোমার ধারা॥
ভৈগেল ভাবের ভরসা সকল
ভেল সে গরল-পারা।
ভাঙ্গল সকল সুখের বৈভব
ভাবিতে গণিতে সারা॥
ভিগল মরমে তোমার ভাবনা
ভালে সে পশিয়া গেল।
ভাবিতে গণিতে ভাসল সায়রে
ভণে চণ্ডীদাস ভাল॥

টীকা

পঙ্—১। সং—ভদ্র—ভল্ল—ভাল। তুমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, পর হইতে পর। ভামিনীর প্রিয়—রমণীমোহন। তব হইতে তু, তুমি অর্থে।

১৩। ভৈগেল—সং—ভন্জ্ ধাতু ভঙ্গে। ভাঙ্গিল, ধ্বংস হইল।

১৭। ভিগল—বিদ্ধ হইল।

---

[২৬৭]

শ্রীসুহা

মনের মরম মনেতে জানহ
মানস মরমে যতি।
মন-সুখ যত মানসে জানিয়ে
মদন-তরঙ্গে মাতি॥
মদন-মোহন রমণীর মন
মোহিলে মনের সুখে।
মধুপুর দূর মথুরা-নাগরী
মনে সে পড়ল তাকে॥
মনেতে লাগিল মনোহর রূপ
মগন হইয়া চিতে।
মনে নাহি ভায় গোকুল-নগরী
কিরূপ আছয়ে ইথে॥
মন-মত্তহাতী মারিয়ে কেশরী
শৃগাল মারিতে চায়।
মাণিকের কাছে তুলনা থাকয়ে
কাঁচের ফলের প্রায়॥
পর যে যজিয়া মন যে মজিয়া
রঙ্গে তেন অতি ভোরা।
মোতিম তেজিয়া কোলি সে পাওব
চণ্ডীদাস ভেল ভোরা॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ নূতন প্রেমের লোভে মথুরায় যাইতেছেন, এইরূপ কল্পনাজনিত আক্ষেপ এই পদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তু°—ভা, ১০।৩৯।২০-২২।

পঙ্—১-৪। তোমার মনে যাহা আছে, তাহা তুমি ভালই জান। কামনার বশে মনে যে সুখের কল্পনা করিতেছ, তাহাও তোমার অবিদিত নাই।

৫-৮। তুমি বৃন্দাবনের রমণীগণের মন হরণ করিয়াছ, এখন সুদূর মথুরাতে যে নাগরী আছে, তাহার কথা তোমার মনে হইয়াছে।

৯-১২। এখন তাহার রূপেই তোমার মন মোহিত হইয়াছে, গোকুলনগরের রমণীরা যে কি অবস্থায় আছে, তাহা আর তুমি চিন্তা কর না।

১৩-১৮। তোমার এই ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, যেন সিংহ মত্তহস্তী বিনাশ করিয়া শৃগাল বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। গোপীগণের সহিত তুলনায় মথুরার নাগরীগণ মাণিকের কাছে কাচ-নির্ম্মিত ফল মাত্র, আর বাহ্য চাকচক্যে মোহিত হইয়া তাহাই তুমি মনের সুখে পরিধান করিতে যাইতেছ।

১৯-২০। তুমি মুক্তার পরিবর্ত্তে কুলফল প্রাপ্ত হইবে। কোলি—কুলফল। মোতিম—মৌক্তিকম্।

[২৬৮]

শ্রী

যাহার কারণে জগজন ভরি
যত বড় ভেল লাজ।
জানহ সকল যদুনাথ তুমি
ভুবন-মণ্ডল-মাঝ॥
যদি নাকি চাবে সে হেন শ্রীমুখ
(জর) জর করে দেহা।
যাইয়া যমুনা জল ভরি ছলে
দেখিয়ে বাড়য়ে লেহা॥
যদি যাহ নাথ যমুনা উপারে
যগন ধেনুর পাল।
যবে নাহি দেখি দেখিলে জুড়াই
বিকের ছলায়ে ভাল॥
যাহার বেদনা জানে কোন জনা
যাহার হৃদয়ে পশি।
জানে সেই জনা বিরহ-বেদনা
যেমন রসের রসি॥
যাবে মধুপুর যবহুঁ শুনল
তবে কি পরাণ জীব।
যমুনার জলে যেয়ে কুতূহলে
তখনি পরাণ দিব॥
যদি না হইবে স্ত্রীবধ-পাতকী
তবহুঁ তেজব গেহা।
যতনে যাইয়া যমুনা মরিতে
তেজব আপন দেহা॥
জর জর ভেল জারিল অন্তর
চণ্ডীদাস গুণ ঝুরে।
এতদিন ছিল যতেক আনন্দ
ঘুচল গোকুল-পুরে॥

টীকা

প৬—৫-৮। তোমার শ্রীমুখ দেখিবার বাসনা হইলেই শরীর জরজর করে, তখন জল ভরিবার ছলে যমুনায় যাইয়া তোমাকে দেখি, এবং প্রেমে অভিভূত হই।

৯-১২। তুমি যখন যমুনার ওপারে যাও, তখন হাটে যাইবার ছলে যাইয়া তোমাকে দেখিয়া তৃপ্ত হই।

১৩-১৬। অন্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়-বেদনা যে জানিতে পারে সেই প্রকৃত রসিক।

তু —"পর দরদের দরদ জানিলে
সেই সে সুজন হয়॥"
(চণ্ডীদাস, ১২৫ পৃঃ)।

[২৬৯]

কাফি

রসে রসাইয়া রমণী তেজিয়া
রভস রসের কেলি।
রসিক হইয়া রস তেয়াগিয়া
এবে সে জানিল ভালি ॥

রাতুল চরণ রঙ্গিয়া নাগরী
রসয়া রসান ছিল।
রসের ঘরেতে রস ভাঙ্গাইয়া
বিহি নিকরুণ ভেল ॥

রাত্রি দিন ঝুরি বিরহে সুন্দরী
রহই তুহারি ধ্যান।
রব শুনি যব মূরতি কৈশর
রাঙ্গিয়া মুরলী-গান ॥

রাধা রাধা রবে অঙ্গ পুলকিত
মুঞ্জরে তরুর ডাল।
রহে সে যমুনা রহে নিরমল
উজান হইয়া ভাল ॥

রাস-অনুরাগ রহত অন্তর
রমণী এতেক সয়।
রাস-অনুরাগে যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয় ॥

রাগরসে মাতি রাগ উঠে যব
রাগ সে বিষম বড়ি।
রাগে উনমত রাগ যে বেকত
রাগে সে পরাণ ছাড়ি ॥

রাগে সে মগন রহুই ধেয়ান
রাগে সে মরণ গাঢ়া।
রাগিণী অন্তরে রাগ বহু পেলে
পরাণ তেজব সারা ॥

রাতুল চরণ লয়েছি শরণ
রহিব ও পদ-সেবা।
রহিল বিরহে বেকত পড়িয়া
চণ্ডীদাস পুছে কেবা ॥

টীকা

পঙ্‌—২। রভস—"রভসো বেগহর্ষয়োঃ"—মে° অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

১২। রাঙ্গিয়া—হর্ষোৎপাদনকারী।

[২৭০]

নহ নিদারুণ নবল নাগর
ললিত ত্রিভঙ্গধারী।
নব নব বেশ নট মনোহর
লহু লহু মৃদু বোলি ॥

লালসে লালসে নবীন নাগরী
লোটন-ঘোটন বেশে।
নব অনুরাগ নব নব রসে
নব রামা জিয়ে কিসে ॥

নলিনী নওয়া সেজ বিছাইয়ে
লওল সুগন্ধি তাথে।
লওল বিচিত্র চামর ঢালর
নাইব সুখের যূথে ॥

লাগাইব অঙ্গে এ ছয় রসাল
মিশান কুম্‌কুম তায়।
নবীন কিশোরী রসাল সে গোপী
লেপব শ্যামের গায় ॥

লাবণ্য-লহরী লেহ না করব
লে চলু অক্রুর রায়।
নব নব গোপী লাজ পরিহরি
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

টীকা

পঙ্—১। নবল :—নবীন অর্থে হিং—নবল।

৬। লোটন-পোটন—লটপট, বিলাস-শিথিল।

৯। নওয়া—নব-নবীন হইতে। তু°—"শীতল পঙ্কজ-দল বিছাইয়া, শয়ন করিতে চায়" (চণ্ডীদাস, ১৮৮ পৃঃ)।

১৩-১৪। তু°—মলয় চন্দন, মৃগমদ ঘন, অগোর কস্তুরী চূয়া" (ঐ)।

[২৭১]

বড়ারি

বল বল সখি বিরস হইলে
বাঁচিব কেমন করি।
বিনোদ বিনোদ বিনোদ আমোদ
একি এ তেজিতে পারি॥

বিনোদ বেশের বিনোদ মাধুরী
বিনোদ কেশের চূড়া।
বিনোদ কুসুম হার বনাইয়া
বিনোদ দিয়াছে বেড়া॥

বিনোদ ময়ূর- পাখা তাহে দিয়া
বিনোদ বিনোদ উড়ে।
বিনোদ নাগরী বিনোদ মরম
পরাণ রহে সে ছাড়ে॥

বিনোদ বিপিনে রাস জাগরণে
বিনোদ গোপের রামা।
আর না করিব বিনোদ চাতুরী
বিনোদ বিনোদ প্রেমা॥

বিনোদ মুরলি বিনোদ বোলব
শুনিব শ্রবণ ভরি।
বিনোদ বেশের বেশ না করিব
বিনোদ যাইব চলি॥

বিনোদ সৌরভ হার মনোহর
সুগন্ধি চন্দন করে।
বিনোদ আকৃতে বিনোদ নাগরী
লেপিত শ্রীঅঙ্গ পরে॥

বিকায়ল পায় বিনি মুল পেয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
বিনোদ নাগরী কি কহিব গতি
হেন মন মোর ভায়॥

টীকা

পঙ্—২৩। আকৃতে—আকৃতিতে (ছন্দের অনুরোধে)। তু°—"আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ" (চরিতামৃত)।

[২৭২]

কানাড়া

শুনহে নাগর শরণ যে লয়
তারে সে এমন কর।
সরল হৃদয় সরল স্বভাবে
সবারে করিয়া জয়॥

"শ্যাম শ্যাম"—বলি শ্যামরী সকল
শ্যামল হইয়া গেল।
সঘনে সঘনে সে গুণ ভাবিতে
কুলে তিলাঞ্জলি দিল॥
সুজন পীরিতি সুখের আরতি
সে ভেল গরলময়।
সুখ দূরে গেল দুখ অবশেষ
মরণ হইল ভয়॥
সময় হইল দশমী দশার
এই সে সকল মোয়।
শরণ যে লয় সে জন তেজহ
জনম অবধি রোয়॥
সহজে অবলা শাশুড়ী তাপিনী
সকল জানহ তুমি।
সহিতে সহিতে সে যে করে চিতে
বিষ খেয়ে মরি আমি॥
সাহস ধাধসে সব গোপীগণ
কাষ্ঠের পুথলি প্রায়।
শ্যাম-পদে পড়ি করে নিবেদন
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

টীকা

পঙ্—৫। শ্যামরী :—শ্যাম+পিয়ারী (প্রেয়সী) হইতে।

১৩। দশমী দশা :—পূর্ব্বরাগ, চিন্তা, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ প্রভৃতি দশপ্রকার কামদশার দশমী দশাই মৃত্যুদশা।

১৬। রোয়—রোদন করে।

[২৭৩]

সুহই

শ্যাম সুনাগর রায়।
সকল তেজিয়া শরণ লয়েছি
সহজে না ঠেল পায়॥
শুনিল যখন শ্রবণ ভরিয়া
সকল কুলের নারী।
সরল হৃদয়ে সম্মুখ হইয়া
শুনহে মুরলীধারী॥
শূন্য করি যাবে সব গোপীগণে
সবাই মরিব শোকে।
সব গোপীগণ সঘনে স্বরূপে
শেল দিয়া গেল বুকে॥
শাশুড়ী ননদী সবাই সবাই
শাসিল সবার আগে।
সে দিন পাসর দেখি মনে কর
স্বরূপে লইব লগে॥
সব পাসরিয়া সমুদ্রে ডারিয়া
শেষেতে করিলে হেন।
সহজে অবলা হইয়া অখলা
তাহে নিদারুণ কেন॥
সুখের ঘরেতে দুখ সার হৈল
শোচনা রহিল বড়ি।
চণ্ডীদাস বলে— "আশপাশ গেল
এবে হল বড় ডেড়ি॥"

টীকা

পঙ্—১২-১৩। নৌকালীলার শেষপদে এইরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। গৃহে প্রত্যাগতা গোপীগণকে গুরুজনেরা এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন—

"ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ।" ইত্যাদি।

১৪-১৫। সেদিনের কথা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু মনে করিয়া দেখ, তুমি বলিয়াছিলে যে, অন্যত্র গেলে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইবে। তু°—"তোমা বা ছাড়িব, সঙ্গে করি নিব, বলিলে মাধবীতলে" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ২৪০ সং পদ)।

২২-২৩। আশপাশ—আশাভরসা অথবা আশার বন্ধন। ডেড়ি:—অদৃষ্টের ফের, দুর্দ্দশা। আদর্শ পুস্তকে "ভেড়ি" আছে।

---

[২৭৪]

শ্রীপটমঞ্জরী

'শ্যাম শ্যাম'-বলি সদা শ্যাম হেরি
সকল সঁপিল শ্যামে।
শ্যাম পরিবাদ সকল গোকুল
এ তনু সঁপিনু শ্যামে॥
সব তেয়াগিনু শ্যামের কারণে
সবাই করিল সারা।
শ্যাম-কলঙ্কিনী শবদ উঠিল
তাহার এমন ধারা॥
সহিতে সহিতে সে সব কারণ
শুনিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
এদিক ওদিক কাটে॥
শরণ যে লয়ে শীতল চরণে
সে জন এমন দশা।
সাধ ছিল মনে সদা নিরখিব
ঘুচিল সে সব আশা॥
সে সব আরতি সুখের আরতি
কে জন ভাঙ্গিয়া দিল।
চণ্ডীদাস বলে— "সে জন অক্রূর
শমন-সমান ভেল॥"

টীকা

পঙ্—১১-১২। এই উপমাটি চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদেও পাওয়া যায়, যথা—

"বণিক্‌জনার করাত যেমন
দুদিকে কাটিয়া যায়।"
(চণ্ডীদাস, ১২৪ পৃঃ)

"শঙ্খবণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।"
(ঐ, ১৩০ পৃঃ)

---

[২৭৫]

সুহই

হা হরি হা হরি হরি হরি হরি
হব সে হুতাশে সারা।
হরি কি হিয়ায়ে হানি বাণ সব
হরি বা কেমনপারা॥
হের দেখি হরি হরষ পরশ
তেজহ কিসের লাগি।
হিয়াতে হুতাশ হয় নহে হরি
বিদারি দেখহ আগি॥
হাস পরিহাস রভস হারাস
হরি নিদারুণ হও।
হরষে গোপিনী যমুনাতে গিয়ে
মরিলে তবে সে যেও॥

হরিণী যেমন হানে ব্যাধগণ
হিয়াতে বিন্ধয়ে শর।
হোরে গিয়ে যেন পড়য়ে হুতাশে
বাণেতে হইয়া জর॥
হরিণী হুতাশে হরির বিরহ
তেমতি সমান বাণ।
হিয়াতে বাজল হরিণী সমান
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। হুতাশ:—হতোঽস্মি হইতে, ব্যাকুলতা, আতঙ্ক। আগি—অগ্নি। তু°—"হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, মনের আগুনে মনু।" (চণ্ডীদাস,১৫৯ পৃঃ)।

১৩-১৬। হরিণের এই উপমাটি অন্যত্রও পাওয়া যায় (ঐ, ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ক্ষণেক ক্ষণেক বিরহ-আগুনি
ক্ষণে ক্ষীণ করি দিল।
ক্ষুধায় আকুল পীরিতি বিহনে
ক্ষণেক ভাঙ্গিয়া নৈল॥
ক্ষিতিতলে লুটি রাধা সুধামুখী
ক্ষণেক বদন চাহি।
ক্ষণেক বোধত ক্ষীণ তনু হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাহি॥

টীকা

পঙ্—৩। ক্ষেয়াতি—অখ্যাতি।

১৩। তু°—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯৫-৬ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য।

১৫। বোধত—প্রবোধ দান কর।

[২৭৬]

নটনারায়ণ

ক্ষণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত
ক্ষত উঠে কত বেরি।
ক্ষেয়াতি রহল ক্ষিতি মহীতল
ক্ষমা কর যদু হরি॥
ক্ষণেক ক্ষমহ দোষ অপরাধ
ক্ষমা সে করিতে চায়।
ক্ষেপল সকল গোপিনী যতেক
ক্ষমা চিতে নাহি লয়॥

রাখাল-বিলাপ

[২৭৭]

হেথা সে অক্রূর রথ সাজাইয়া
করজোড় করি কয়।
"মধুপুর-দেশ চল হৃষীকেশ
বিলম্ব নাহিক সয়॥"
এ বোল শুনিয়া শ্রবণ পূরিয়া
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
'ভাল, ভাল'-বলি তুরিত গমন
মধুর মধুর কই॥

"মোর সখাগণ তুষি তার মন
তবে সে চড়িব রথে।"
সবারে লইয়া আনল যতনে
কহিতে লাগিল তাথে॥

"অনেক খেলিল শ্রীদাম সুদাম
সুবল সবার সনে।
কিছু না ভাবিহ মরমে রাখিহ
না কর ভাবনা মনে॥

তোমাদের চিতে আছি অবিরতে
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মেলা।
এই সখাগণে লয়ে ধেনুগণে
জনম করিয়ে খেলা॥"

এ যদুনন্দন করয়ে রোদন
ছলে সে কমল-আঁখি।
যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি,
বনে তেয়াগল লক্ষ্মী॥

ফুলি ফুলি মুখ সে বিধুমণ্ডল
কহিতে না ফুরে বাণী।
চণ্ডীদাস কহে— "আঁখি ভরি লোহে
কহিলে কি হয়ে জানি॥"

টীকা

পঙ্—১৯-২০। মনে হয় এই সখাগণ সহ ধেনু লইয়া সারা জীবন খেলা করি।

২৪। সীতাকে বনে ত্যাগ করিলে তিনি যেরূপ রোদন করিয়াছিলেন।

[২৭৮]

গদ্‌গদ বোলে— "শুন বাঁশীধর,
কোথাকারে যাবে তুমি।
এ ব্রজ-বালক করিয়া বিকল
কিছু না জানিয়ে আমি॥
কেমন তোমার চরিত ব্যাপার
এই সে করিলে পাছে।
তবে কেন এত প্রীত বাড়াইলে
থাকিব কাহার কাছে॥
স্বপন-নয়নে ভোজন গমনে
সদাই তোমারে দেখি।
কেমনে তোমার লেহ পাসরিব
শুন হে কমল-আঁখি॥"
কাঁদে শিশুগণ হয়ে অচেতন
শ্রীমুখপানেতে চেয়ে।
কেহ কোথা পড়ে নাহিক সংবাদ
অতি সে বেদন পেয়ে॥
কেহ বলে বাম (?)— "আর না শুনিব
মধুর মধুর বাণী।
আর না খেলিব ধেনু নিয়োজিয়া
না নিব বাঁশীর ধ্বনি॥
'ভাই, ভাই'-বলি আর না শুনিব
বিহ্বল বৈকাল বেলে।"
চণ্ডীদাস কহে— "অতি বড় মোহে
পড়িয়া চরণতলে॥"

টীকা

পঙ্—২১-২২। দিবাবসানকালে কৃষ্ণ রাখালগণকে ডাকিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিতেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

[২৭৯]

বড়ারি

কহেন বচন এ যদুনন্দন—
"শুন হে সুবল ভাই।
তোমাদের ঠাঁই আছিয়ে সদাই
ইথে আন কথা নাই ॥
আমি গিয়া আসি কংসরাজ তুষি
পুনঃ সে খেলিব খেলা।
সরল হৃদয়ে বিদায় করহ
পুন সে হইব মেলা ॥"
এ কথা শুনিয়া গদ্গদ হৈয়া
কাঁদয়ে বালক যতে।
ধূলায়ে ধূসর হয়ে কলেবর
করাঘাত হানে মাথে ॥
"কি বোল, কি শুনি"— কহে সবে বাণী
"নিঠুর হইল কানু।
আমরা তোমার বিরহ-বেদনে
এখনি তেজিব তনু ॥
আর কি বাঁচিব ও তনু রাখিব
না দেখি ও চাঁদ-মুখ।
এবে সে জানিল বিহি নিকরুণ
দিয়ে অতি বড় দুখ ॥
তোমার বিহনে জীব বা কেমনে
ইহার উপায় বল।
তবে সে যাইবে মথুরা-নগরী"—
শুনিতে কানাই ঢল ॥
হেটমাথে রহে বচন না স্ফুরে
নাগর চতুর রায়।
কাঁদে ব্রজবালা বিরহ-বেদনে
চণ্ডীদাস কাঁদে তায় ॥

টীকা

পঙ্—২৪। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ ঢলিয়া পড়িলেন

[২৮০]

কানড়া

"উঠ উঠ, ভাই, শ্রীদাম সুদাম
চাহত আমার পানে।
সরল হৃদয়ে কহত বচন
তবে সুখ হয় মনে ॥
এক বোল বল মথুরা-গমন
যাইতে বলহ মোরে।"
কহিতে কহিতে দু আঁখি ভরল
কহিতে না পায় লোরে ॥
"শুন হে সুবল, ভাই সখাগণ,
তুমি সে আমার প্রাণ।
হৃদয়ে হৃদয়ে মরমে মরমে
ইহাতে না হয়ে আন ॥
বহু সুখ-কথা তোমার সহিতে
সকল জানহ তুমি।
তোমার মায়াটি ছাড়িব কেমনে
পরবশ হই আমি ॥
শুনহ সুবল মরম-বেদন
তোমারে না দেখি যবে।
হিয়া জর জর করয়ে অন্তর
দেখিলে জুড়াই তবে ॥"
সুবল কহেন কানুর গোচর
"তুমি সে নিঠুর এবে।
তবে কেন লেহ বাড়াইলে মোহ
মোর কোন্ গতি হবে ॥

পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া সবারে
এ নহে উচিত-পনা।
কে আছ এ মহী- মণ্ডল মাঝারে
এমন বেথিত জনা॥"
চণ্ডীদাস কহে— "কমল-নয়ন
ছল ছল দুটি আঁখি।
বচন না স্ফুরে বেথিত অন্তর
বয়ান বঙ্কিম রাখি॥"

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। দীন চণ্ডীদাস সুবলকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের গোপনীয় কথা এক মাত্র সুবলই জানিতেন, ইহাই কবি পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে" শ্রীরাধাকে বৃষভানুপুরে দেখিয়া আসিয়া তিনি "সুবল সখার পানে" চাহিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন (চণ্ডীদাস, ১ পৃঃ)। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সুবলই "টোনার খেলা খেলিতে বৃষভানুপুরে গিয়াছিলেন, এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়াছিলেন (এই বিষয় পূর্ব্বরাগের পদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে)।

আবার দানলীলার প্রারম্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগকে ছলনা করিয়া মথুরার পথে চলিলেন, তখনও "ইঙ্গিত জানিয়া, সুবল বুঝিল, পাতিতে দানের ছলা" (ঐ, ৫৬পৃঃ)। দানের পরে যখন কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন তখন "সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া কানুর পানেতে চেয়ে" (ঐ, ৭৯ পৃঃ)। রাইরাখাল-লীলাতেও "সুবল জানল কানুর চরিত, কহিতে লাগল তায়" (ঐ, ৯৪ পৃঃ)। এখানেও কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, সুবলই তাঁহার মর্ম্মকথা জানেন। অতএব এইসকল পালাগান একই কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়।

[২৮১]

বেলয়ার

"তবে কেন প্রীত বাড়াইলে হিত
গোপের বালক সনে।
পরিণামে এত করিবে বেকত
ইহা বা কে জন জানে॥
যদি বা জানথু স্বপন-ইঙ্গিতে
নিদান হইবে তুমি।
বাদিয়ার ঘরে গিয়া কুতূহলে
গরল ভখিথু আমি॥
এ সব কেমনে পাসরিব মনে
তোমার পীরিতি-লীলা।
যবে পড়ে মনে সে রস-মাধুরী
গলিত মানয়ে শিলা॥
দেখ মনে ভাবি বালক-সংহতি
ক্রীড়াতে বঞ্চিল নিশি।
ধেনু বনে বনে রাখিয়া সঘনে
ভাণ্ডীর-গভরে বসি॥
নানামত খেলা তুমি সে স্বজিলা
বঞ্চিনু তোমার সনে।
যবে সেই লীলা মনে পড়ি গেলা
কেমনে জীব সে দিনে॥
তো বিনু মরিব সকল বালক
তিলেক নাহিক জীব।
তোমার সম্মুখে মরিব সবাই
এখনি পরাণ দিব॥
কি ছার বাঁচিতে সাধ নাহি চিতে
ছাড়িয়া আনন্দ-নিধি।"
চণ্ডীদাস মোহে ছল ছল লোহে
কি কৈলে নিদয়া বিধি॥

টীকা

পঙ্‌—৬। নিদান—নির্দ্দয়।

১২। প্রস্তর গলিয়া যায়।

১৫-১৬। ভাণ্ডীরকাননের লীলার বিষয় "বন-ভোজনের" প্রথম পদে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৮, ১৯৯ সংখ্যক পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। পদমধ্যে এইরূপ একই বিষয়ের উল্লেখে বুঝা যায় যে, এই সকল পদ একই কবির রচিত।

[২৮২]

বেলয়ার

"যখন করিলে বনে অতি সুখ
লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর বধিলে নিঠুর
লয়া বালকের মেলা॥
যে দিন কালিন্দী- দহের সম্মুখে
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু তেয়াগিল॥
কুলে পড়ি সবে মরিল বালকে
তুমি সে গেছিলা কতি।
আসিয়া দেখিলে কিবা মাত্র দিলে
করিলে সবার গতি॥
কেন বা জীয়ালে এ দুঃখ দেখিতে
তখনি মরিতেছিল।
মথুরা-গমন করিবে এখন
ইহাই দেখিতে হল॥
কেমনে বঞ্চিব তোমা না দেখিয়া
শুনহে কানাই ভেয়া।
নিঠুর নহিও বচন কহিও
কহত বদন চেয়া॥"

এ যদু-নন্দন না স্ফুরে বচন
হেট মাথে রহে কানু।
কিবা না বলিব মুখে নাহি বাণী
পূরল বিরহে তনু॥
চণ্ডীদাস কহে— "শুন হে বচন
চলহ যমুনা-জলে।
ঝাঁপ দিয়া মরি করিয়া ধেয়ান
সুবল ইহাই বলে॥

টীকা

পঙ্‌—৩। অঘাসুরাদির নিধনের উল্লেখ।

৫-১২। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস যে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাও বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এই উল্লেখ হইতে ধারণা করা যাইতে পারে।

[২৮৩]

নটনারায়ণ

ফুলি ফুলি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
সে হেন রসিক রায়।
সদয় হৃদয় কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল পানেতে চায়॥
"না বল না কহ ও সব বচন
কহিতে পরাণ ফাটে।
হিয়া জর জর পুরয়ে অন্তর
অধিক জ্বলিয়া উঠে॥"

শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
অপর যতেক সখা।
"আর না হেরব ও মুখ-মণ্ডল
আর না হইব দেখা॥
মো সবা বিসরি যাবে মধুপুরী
শ্রবণে শুনিতে ইহা।
কিসের কারণে জীব সখাগণে
কি ছার রাখিতে দেহা॥"
কহে বনমালী লোরে আঁখি ভরি—
"সবারে তুষিয়া কহি।
সরল হৃদয় করহ বিদায়"—
লাজে মুখ বাঁকে রহি॥
কহে সখাগণ— "কেমন বচন
এ বোল কেমনে বলি।
হয় নহে দেখ মনে বিচারিয়া
শুন কানু বনমালী॥"
চণ্ডীদাস বলে— "এ বোল কেমনে
কহিয়ে না লয়ে মন।
প্রাণের দোসর তুমি সে সবার
যেমন তপের ধন॥"

[২৮৪]

"কি বা করে ধনে কিবা করে জনে
তোমারে অধিক কি।
এ ধন-সঞ্চয় মনের সহিতে
জানয়ে গোপের ঝি॥
প্রেমের স্বরূপ রসের চাতুরী
জানয়ে কিশোরী রাই।
রস পরিপাটি জানে গুণি গুণি
সো পঁহু তু গুণ গাই॥
রসের আগরি সে নব কিশোরী
কেহ সে জানয়ে নাই।
* * * * * *
* * * *॥
কি জানিয়ে তব গুণের মহিমা
সহস্র মুখেতে গান।
এই মতে চারি যুগ ফিরি ফিরি
তসু সে নাহিক পান॥
এ ধন পাইয়া রাখিতে নারল
করম অভাগী বড়ি।
হিয়া সে দারুণ শেল পশি দিয়া
মধুপুর যাবে ছাড়ি॥
কে আর ডাকিব 'ভাই ভাই'-বলি
মধুর বচন-রসে।"
পড়িয়া চরণে কাঁদয়ে সঘনে
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

টীকা

পঙ্—১-২। অগণিত ধনজন থাকিলেও তোমা অপেক্ষা মূল্যবান্ আর কিছুই নাই।

৩-৪। তুমি যে কিরূপ অমূল্য সম্পদ্ তাহা গোপীগণ মনে মনে ভালই জানেন।

৫-৬। প্রেম কাহাকে বলে, এবং রসের লীলা কি, তাহা রাধা ভালই জানেন।

১৩-১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৫, ২১৫ সংখ্যক পদেও এই উল্লেখটি রহিয়াছে।

[২৮৫]

শ্রী

"প্রেম বাড়াইয়া ফেল উজটিয়া
তবু না ছাড়িব তোমা।
তোমার বিরহে মরিলে এখনি
পরিণামে পাব প্রেমা॥
যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে
সে জন অবশ্য পায়।
ত্রিভঙ্গ পোক দেখ আন জীব মাঝে
সে হয় ভৃঙ্গের কায়॥
পূরবে আছিল এক মুনিজন
তপেতে মহাই তেজা।
ফল ফুল মূল পদ্মের মৃণাল
ভক্ষণ করিত সদা॥
সেই বনে এক হরিণ হরিণী
সঙ্গেতে তাহার শিশু।
হেনক সময়ে এক ব্যাধ-শরে
বিন্ধল থাকিয়ে পাছু॥
দুই জনা মারি ব্যাধ চলি গেল
হরিণী-ছাওয়াল রহে।
যেখানে আছয়ে সেই মুনিবরে
দেখিতেন অতি মোহে॥"
চণ্ডীদাস বলে— "এ বড় আকুতি
শুনহ নাগর কান।
ভাগবতে আছে কিছুই আখ্যান
এবে কহি তত্ত্বজ্ঞান॥"

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। পুতনাবধের পরে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কর্তৃক এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্তী ৬৪ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। ত্রিভঙ্গ পোক :—"ভৃঙ্গ কীট"।

২৩। তু°—ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়। অনুরূপ উপাখ্যান বিষ্ণুপুরাণে জড়ভরতের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-বর্ণনায়ও বিবৃত হইয়াছে (ঐ, দ্বিতীয়াংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

[২৮৬]

কানড়া

"সেই মুনি সেই হরিণী-ছাওয়াল
রাখল সে মুনিবরে।
প্রতিদিন দিন ভক্ষণ সেবন
করয়ে অবহি হেলে॥
কত দিন রই সেই মৃগশিশু
পাইয়া হরিণী-সঙ্গ।
আন বনে গেলা রতি-রসসুখে
করিতে রসের সঙ্গ॥
না দেখি সেই মৃগী বড়ই বিয়োগী
মুনির হইল শোক।
'হরিণ, হরিণ',— ক্ষণে অনুক্ষণ
পাইয়া বিয়োগ-রোগ॥
যবে সেই মুনি— কাল উপস্থিত
হরিণ-ধেয়ানে মরে।
হরিণ হইল আনহি জনমে
দুখ হল মৃগবরে॥
যারে যেবা ভাবে তারে তাহা লবে
মরিলে পাইব তোমা।
আনহি জনমে পাইব সঘনে
কানাই ভেয়ের প্রেমা॥"

চণ্ডীদাস কহে— "রসতত্ত্বকথা
শুনিতে নাগর কান।
হেটমাথে রহে বচন না কহে
উঠল বিরহ-মান॥"

টীকা

পঙ্—১৫-১৬। বিষ্ণুপুরাণে আছে—"মুনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন মৃগবিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া পুনর্ব্বার মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ঐ, ২।১৩।৩৩)।

[২৮৭]

শ্রী

"তুমি সে নিদয়া নিঠুরাই-পনা
এবে সে জানিল দঢ়।
পীরিতি করিয়া হিয়া-ব্যথা দিয়া
এবে সে জানিল দঢ়॥
কেন প্রীত কৈলে বালক-সংহতি
নাচিলে খেলিলে রঙ্গে।
'ভেয়া ভেয়া'-বলি প্রেমে ঢল ঢল
করিলে এ সব সঙ্গে॥
আরতি পীরিতি সুখের কি রতি
ইহারি শরীর কিসে।
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
নিদান করিলে শেষে॥
মরিলে তরিব মরিয়া হইব
তোমার চরণে সখা।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
আর না হইব দেখা॥"

কহে গুণমণি কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল পানেতে চেয়ে।
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়ে মূরছিত হয়ে॥

[২৮৮]

গড়া

সুবলে কহেন— "কমল-লোচন,
কহ কহ এক বোল।
মধুপুর দূর যাইতে বলহ
তেজি মায়ামোহ-কোর॥"
সুবলের কাঁধে কর আরোপিয়া
আলিঙ্গন-রস-আশে।
"বল বল, ভাই, মুখপানে চাই
ঘুচাহ শোচনা-ক্লেশে॥
তোমার হিয়াতে সদয় হৃদয়ে
তিলেক নহিয়ে ছাড়া।
হাসিরস-মুখে বিদায় করহ
তোহে মোহ-প্রেম বাঢ়া॥
আর এক কথা শুন, হয় বেথা,
শুনহ সুবল ভাই।
নবীন কিশোরী ও বর-কামিনী
বরজ-রমণী রাই॥
ভাল মন্দ কিছু তেহো না জানিয়ে
কেবল আমাতে চিত।
গোপত বেকত কহিবারে নহে
তোমারে কহিয়ে রীত॥

মরম-বেদন সব তুমি জান
কহিল গোপত কথা।
কি হব রাধার গতি দূর এই
সে মোর মরমে ব্যথা ॥
কখন না জানে বিরহ-বেদন
আন বিরহিত দূর।
এবে অগোচর গোচর না লয়ে
যাইব মথুরাপুর ॥
জানি বা কখন বিরহ-বেদন
মরমে পশিল যবে।
দশমী দশায়ে পাছে দরশায়ে
এ উঠে অন্তরে সবে ॥
কোন ছলা-রসে সিঞ্চিবে সে শেষে
হাসিবে আনহি ছলে।
মরম-বেদন কহিল কারণ"—
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

"কহ কহ, ভাই, সুবল সাঙ্গাতি,
বিদায় করহ মোরে।"
পড়ল অবনী মূরছা খাইয়া
সবজন-হিয়া ঝুরে ॥
কাঁদত করুণে সব সখাগণে
শ্রীমুখ-বদন চেয়ে।
ধরণী পড়িল বালকসকল
বড়ই বেদনা পেয়ে ॥
ধরিয়া শ্যাম— নীলবসনে
ধড়ার আঁচল ধরি।—
"কোথা যাবে, ভাই, কানাই বলাই,
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥"
"উঠ উঠ, ভাই, সব সখাগণ,"—
কাঁদিয়া নাগর রায়।
প্রবোধ বচন করিল তখন
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

[২৮৯]

ধানশী

একথা শুনিয়া গদ্‌গদ হৈয়া
পড়ল ধরণী ধরি।
"নিদান করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
যাবে সবে পরিহরি ॥
বোলহ বচন সচল সঘন
নিশ্চয় মথুরা যাবে।
গোকুল আকুল করিয়া সকল
সবার পরাণ লবে ॥"

[২৯০]

জয়শ্রী

সবার করেতে ধরিয়া ধরিয়া
রসিক নাগর কান।
"উঠ, উঠ"—বলি সঘনে কহেন—
"তোমরা আমার প্রাণ ॥"
এ বোল বলিতে নন্দের নন্দন
সকল বালক মেলি।
ভেয়ের করেতে কর পসারিয়া
সবে আলিঙ্গন করি ॥

কেহ লোটে ভূমে কেহ লোটে ক্রমে
কেহত ধাওই দূরে।
কেহ প্রেমরসে ভাই রহাইবা (?)
ঐছন যাইয়া ধরে॥
কেহ বলে—“ভাই, কানাই বলাই,
এবে সে নিঠুর ভেলা।
গোকুল-নগরে এত দিনে মেনে
শোকের সায়র দিলা॥”
কান্দিয়া বিকল বালকসকল
শ্রীমুখ নিরখে সদা।
চণ্ডীদাস বলে, “পড়িয়া ভূতলে
সকল হইল বাধা॥”

লেহ বাড়াইয়া নিদান করিলে
স্ত্রীবধ-পাতকী সারা।
মধুপুর দেশে যাইবে ছাড়িয়া
এই সে তোমার ধারা॥
এত ছিল মনে লেহ কৈলে কেনে
অবলা রমণী-সনে।”
আর কি দেখহ মথুরা-গমন
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—১২। গেহ—গৃহ।
১৩। লেহ—স্নেহ।

গোপী-বিলাপ

[২৯১]

বড়ারি

এত বলি যত বালক-মণ্ডল
শ্রীমুখ-পানেতে চেয়ে।
কেহ কান্দে—‘ভাই ভাই ভাই’—বলি
পড়ে মূরছিত হয়ে॥
ছল ছল বারি চতুর মুরারি
উঠব রথের ’পরে।
হেন বেলে সব গোপিনী ধাওল
পাইয়া নিশ্চয় সরে॥
“কতি যাবে ছাড়ি, অখল রমণী
মো সব সঙ্গেতে লহ।
কিবা আর সাধ সব হল বাদ
এই সে কারণে গেহ॥

[২৯২]

কামোদ

রাধা বলে—“শুন, রসিক নাগর,
মোর সে কোন্ বা গতি।
তুমি দয়ানিধি সব পরিহরি
রাখিয়া চলহ কতি॥
প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্চনে
করিলে অনেক সুখ।
কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুখ॥
মোরে লেহ সাথ, শুন যদুনাথ,
সাধ গড়ায়া যাব।
এ দুঃখে এবে সে তোমার বিহনে
কেমন করিয়া রব॥

শাশুড়ী তাপিনী　　　ননদী পাপিনী
তাহা সে সকল জান।
তোমার চরণে　　　এ দেহ সঁপেছি
তাহে নিদারুণ কেন॥
তোমা না দেখিলে　　　তিলেক না জীব
মরিব তোমার গুণে।"
এমন পীরিতি　　　নাহি দেখি কতি
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—১-২। আমি তোমাকে অত্যধিক ভালবাসি বলিয়াই আদর করিয়া "প্রাণনাথ, বঁধুয়া" ইত্যাদি সম্বোধন করি, অন্যে ইহা করিতে পারে না।

৭-৮। এখন গৃহের গঞ্জনায় আমি মরিতেছি, আর শাশুড়ী ননদীর জ্বালায় জ্বলিয়া অর্দ্ধেক হইয়াছি।

৯-১০। তাহাতেও আবার তোমার সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতেছে, ইহা আর শরীরে সহ্য হয় না।

[২৯৩]

করুণা

'প্রাণনাথ, বঁধুয়া' আদরে।
কেবা ইহা কহিবারে পারে॥
মরিব গরল-বিষ খেয়ে।
কাজ নাই এ তনু রাখিয়ে॥
এত যদি ছিল তোর মনে।
তবে প্রেম বাঢ়াইলা কেনে॥
এবে মরি গৃহ-পরিবাদে।
শাশুড়ী ননদী কৈল আধে॥
তাহে ভেল তোমার বিরহে।
কতেক সহয়ে আর দেহে॥
রাধা বলি কে আর ডাকিব।
শুনি ধ্বনি সে সুখ পাইব॥
বিধি বড়ি নিকরুণ ভেলি।
মহাদুখ-সায়রে পসারি॥
নিকরুণ নহ ত মাধাই।
শরণ পশিয়াছিল রাই॥
দীন হীন চণ্ডীদাস গায়।
কান্দে পঁহু ধরণে না যায়॥

[২৯৪]

করুণা

"প্রাণনাথ, একবার চাহিয়া কহ কথা।
সে সুখ পাসর এবে　　　তুঁহু মধুপুর যাবে
রমণী মরমে দিয়া ব্যথা॥
এমন করিবে তুমি　　　স্বপনে নাহিক জানি
তবে কি করিথু নব লেহা।
তাপেতে তাপিনী যত　　　তাহা না কহিব কত
কুবচনে ভাজা এই দেহা॥
অনেক কহিলে বাণী　　　শুন ওহে যদুমণি,
সকল গোচর রাঙ্গা পায়।
এবে নিদারুণ কেনে　　　বধিয়া রমণীগণে
কি সুখে মথুরাপুরী যাও॥
বিরলে তু নিয়া ঘর　　　দেখা শুনা নিরন্তর
শীতল চামরে দিব বা।
কুসুম-শয়ন শেযে　　　বিচিত্র পালঙ্ক সাজে
জাতি জাতি দিব দুটি পা॥
কর্পূর তাম্বূল দিব　　　বাটা ভরি পান নিব
দিব তুলি শ্রীমুখ-মণ্ডলে।
শ্রম নিবারণ হব　　　এ চুয়া-চন্দন দিব
চরণ পাখালি কুতূহলে॥

এ সুখ-সম্পদ্ ছাড়ি কোথারে যাইবে এড়ি
রহ রহ প্রাণের কানাই।”
চণ্ডীদাস বলে তায় “শুন নাথ যদুরায়
আমরা দাঁড়াব কোন্ ঠাঁই॥”

টীকা

পঙ্—১২। নির্জ্জন ঘরে গোপনে তোমার সহিত মিলিত হইব।

১৭। পাখালি—প্রক্ষালিত, বা ধৌত করি।

২০। এড়ি—পরিত্যাগ করিয়া।

[২৯৫]

বড়ারি

“শুন ধনি রাই, কহি তুয়া ঠাঁই
না কর বিষাদপনা।
তোমার হৃদয় আছিয়ে সদয়
তাহা সে আছিয়ে জানা॥
তুমি রসমই তোরে কিছু কই
শুনহ আমার বাণী।
পরবশ হয়া যাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি॥”
রথের উপর যখন বৈঠল
রসিক নাগর ধারী।
অঙ্গুলি তুলিয়া দেখায় রসিয়া
বসিএ কহেন ঠারি॥
হেনক সময় সারথি তুরিত
চালায়ে সুন্দর রথ।
সব গোপীগণ হইয়া বিমন
সবে আগুলিল পথ॥
দু বাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।
“যাহ, যাহ দেখি, রাধারে মারিয়া”—
সকল গোপিনী বলে॥
পড়ল রথের চাকার সম্মুখে
অবলা অখলা রামা
“বধ করি যাহ এ সব গোপিনী
জানিল তোমার প্রেমা॥”
চণ্ডীদাস দেখি রাধার হুতাশ
বিরহ-বেদন-চিত।
গিয়া শ্যাম-পাশে কর জোড় করি
বুঝাইছে কোন রীত॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। ইহার উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬৩ সং পদে করা হইয়াছে। ভাগবতেও আছে যে, “শীঘ্র আসিব” এই সপ্রেম বচন দূত দ্বারা প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন (১০।৩৯।৩৩)।

১১-১২। ইহার উল্লেখ ২৫৪ সং পদে করা হইয়াছে।

[২৯৬]

বড়ারি

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধুলায়ে ধূসর তনু।
“গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথারে যাইবে কানু॥
কে আর করিব দয়া-মোহ অতি
কারে সে করিব মান।
আর না শুনিব শ্রবণ পূরিয়া
মধুর বাঁশীর তান॥”

ইহাই বলিয়া বরজ রমণী
পড়ল কতহি ঠামে।
উচ্চস্বর করি কাঁদে ব্রজনারী
করিয়া যাহার নামে॥
কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে
কেহ কারে নাহি দেখি।
কেহ কার পানে চাহিয়ে বদনে
লোরে না দেখয়ে আঁখি॥
ধরণী উপরে চিত্রের পুথলি
বরজ রমণী ধনী।
নাহিক নিশ্বাস নাহি কোন ভাষ
কপালে দু' কর হানি॥
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া
পড়ল ঐছন গতি।
কোথায়ে পড়ল আভরণ-ভার
তাহা সে না জানে রীতি॥
কেহ বা যমুনা- কিনারে পড়ল
যেখানে উঠিল রথ।
সেখানে রহল যত গোপনারী
আগুলি রহল পথ॥
কেহ কার মুখে বারি ঢারি দেই
চেতনা নাহিক হয়ে।
উর্দ্ধবাহু করি ধূলায়ে পড়িয়া
চণ্ডীদাস তঁহি রহে॥

[২৯৭]

শ্রী

কেহ বলে—"ভাল মোরা যাব চল,
মথুরা-নগর পুনু।
কিবা কুলভয়ে হেন মনে লয়ে
ধরিয়া রাখিব কানু॥
যাহার লাগিয়া কত পরমাদ
হল সে লোকের হাসি।
কেহ গোপনারী বসনেতে ধরি
কাড়িয়া লইব বাঁশী॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদান করিয়া
মথুরা সাজল এবে।
এত কিবা সহে অবলা-পরাণে
কেমন তাহার ভাবে॥
কুলশীলপনা ঘুচাইল এবে
শুনগো মরমসখি।
বাঁচিতে সংশয় এবে সে হইল
বড় পরমাদ দেখি॥"
কেহ বলে—"আর রাখিতে নারল
এহেন পরাণ-পতি।
এখন কি কর, এ দেহ রাখহ,
শুনহ আমার রীতি॥
যমুনার জলে এখুনি মরিব
কি কাজে পরাণ রাখ।
হয় নয় আসি দেখগে রহসি
তিলেক দাঁড়ায়ে দেখ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "ভাবিতে গুণিতে
এখনি মরণ হবে।
সবার মরণ দেখ নবঘন
তবে সে মথুরা যাবে॥"

টীকা

পঙ্—১০। মথুরায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল
১২। তাঁহার ভাব কিরূপ তাহা বুঝি না।
২০। আমি কি করিব তাহা শুন।
২৭। নবঘন—জলদবরণ কানু। সম্বোধনে।

[২৯৮]

কানড়া

এত বলি বিনোদিনী রাই।
ক্ষেণে ক্ষেণে ধরণী লোটাই ॥
অচেতন চেতন না হয়।
শ্যামপানে নয়ন থাপায় ॥
ক্ষেণে আঁখি মুদি রহে রাই।
পুন রাই পথপানে চাই ॥
যেন চাঁদমুখের বয়ান।
ভেল যেন অধিক মেলান ॥
হুতাশ পাইয়া চন্দ্রমুখী।
সদা শ্যামরূপখানি দেখি ॥
সোণার পুথলি যেন লুটে।
অবনী-উপরে যেন উঠে ॥
বয়ানে নাহিক কিছু ভাষ।
চরণে লোটায়ে চণ্ডীদাস ॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। তাঁহার চন্দ্রোপম মুখকান্তি অতিশয় মলিন হইয়াছে।

[২৯৯]

"হেদে হে রমণ, রমণীমোহন,
বধিয়ে যাইবে তুমি।
তবে সে ছাড়িব অঙ্গের বসন
পড়িয়া রহিব আমি ॥"
কোন গোপী বলে— "শুনহ নাগর,
দেখহ বদন চাই।
অবনী গড়ায়ে রহেছে পড়িয়া
তোমার কিশোরী রাই ॥
চাহ রাই পানে কমল-নয়ানে
বয়ানে তোষই বোল।
একবার চাহ কর মেলে লেহ
তিলেক হইল ভোর ॥"
রমণীমোহন ছলে সে নয়ন
গলয়ে প্রেমের ধারা।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহিয়া সে ভিতে
পড়িয়া রহল সারা ॥
এক গোপীগণ দেখল তখন
চেতন করয়ে রাধা।
না হয়ে চেতন হয়ে অগেয়ান
তনু সে হয়াছে আধা ॥
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই বেথিত
রাধার দশমী দশা।
বড় দেখি মেনে হেন নবঘনে
বিষম দেখিয়ে দিশা ॥

টীকা

পঙ্—১। রমণ—বল্লভ।

৩-৪। আমি বিষাদে গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া পড়িয়া রহিব। তু°—

"আভরণ দূরেতে ফেলিয়া" (৩০৩ সং পদ)।

১০। মুখে সান্ত্বনা দেও।

১২। হঠাৎ অচৈতন্য হইয়াছে। ভোর—বিভোর, বিহ্বল।

১৭। এক গোপীগণ—গোপীগণের একযূথ।

২২। দশমী দশা—মৃত্যুদশা।

[৩০০]

কানড়া

রাই মুখ হেরি নাগর মুরারি
রোদন বেদন পেয়া।
রাধার বেদন হেরিয়ে সঘন
রথের উপরে রয়া॥
"তুরিত করিয়া পুন সে আসিব
ইহাতে নাহিক আন।
তুমি দেহ বাণী মথুরা যাইতে
অখল রমণী-প্রাণ॥"
এ বোল বলিতে বরজ-রমণী
মরমে বিন্ধল শর।
হিয়া ছট্‌ফট্‌ পরাণ-পুথলি
তনু হল জর জর॥
এ বোল শুনিয়া নাগর রসিয়া
বঙ্কিম-নয়ানে চায়।
রথ চালাইয়া তুরিত গমন
অক্রূর লইয়া যায়॥
দেখল সকল গোপিনী-মণ্ডল
মথুরা চলিয়া গেল।
নয়ানে চাহিতে দেখল বেকত
যেনক বাজিল শেল॥
সম্বিত পাইয়া চলে সে ধাইয়া
ও বর-রমণী রাই।
কান্দি কহে কিছু থাকি গোপী-পাছু
দীন চণ্ডীদাস গাই॥

টীকা

পঙ্‌—৯। এ বোল বলিতে—যাইবার অনুমতি দিতে।
১৩। রাধার সম্মতি-বাণী।

---

[৩০১]

শুনিয়ে আভীরিণী-চিতগত-বোল।
মাধব কহে—"কেন এত উতরোল॥
হাম মাথুর নাহি করব পয়ান।
দৃঢ়তর বচন বিচল নাহি জান॥
অবহুঁ বিরহ-দুখ দূরে দেহ ডারি।
কবহু না যাওব তুয়া-গুণ ছোড়ি॥"
কত পরবোধই রসময় কান।
যৈছে অবলাকুল প্রবোধই মান॥
সকল সমাধিয়ে চলল মুরারি।
চণ্ডীদাস তহি হৃদয়ে বিচারি॥

টীকা

পঙ্‌—১। চিতগত বোল—প্রাণের কথা।
২। উতরোল—উচ্চরোল; তু°—অসমীয়া—"উত্রাবল," ব্যগ্রতা, অস্থিরতা।
৩। হাম—আমি। পয়ান—প্রয়াণ, প্রস্থান।
৪। আমার এই সুদৃঢ় বাক্য বিচলিত হইবে না।
৫। অবহুঁ—এখন।
৬। কবহুঁ—কখনও।
৭। পরবোধই—প্রবোধ দান করে।
৮। যৈছে—যাদৃশ হইতে, যে প্রকারে রমণীরা প্রবোধ মানে।
৯। সমাধিয়ে—সমাধান করিয়া।

---

[৩০২]

কানড়া

"ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে রও।
চাঁদ-মুখখানি আগে নিরখিয়ে
তবে সে মথুরা যেও॥

আমার নয়ন— চকোর সঘন
পিতে চাহে ঐ বিধু।
লুবধ ভ্রমর যেমন জীয়য়ে
পাইলে ফুলের মধু॥
এক বার দেখি নটবেশখানি
জুড়াক রাধার হিয়া।
তখন এ বেশে সিঞ্চল অন্তরে
এবে কেন কর ইয়া॥
এ দেহ সঁপিল [স]কল মজিল
জাতি কুল দিমু তোরে।
এত পরমাদ তোমার কারণে
গঞ্জনা এ ঘরে পরে॥
সকল ছাড়িল তোমার কারণে
তাহে নিদারুণ তুমি।
কি বলিব পায়ে সকল গোচর
কি আর বলিব আমি॥"
কহে চণ্ডীদাস— "কান্থর চরণে
মিনতি করিয়া কত।
কুলবতী জনে কি হবে উপায়
পরাণে না সহে এত॥"

[৩০৩]

সুহই

হেদে হে পরাণ-বন্ধু, ফিরিয়া না চাহ একবার।
পাসরি সে সব সুখ উলটি না চাহ মুখ
বড় নহে মহিমা তোমার॥
আগু পাছু না গণিয়া সে ধনী করম খেয়া
প্রেম করে পরের পুরুষে।
পরিণামে পায় দুখ কখন নাহিক সুখ
আগম পাথারে পড়ে শেষে॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি।
পড়ে বা না পড়ে মনে বসন লইল দিনে
কদম্ব-তরুর তলে বসি॥
সে সব করিয়া সত্য তাহার নাহিক নত্য (?)
বড় জনার এ বড় পীরিতি।
হাসি রসে চেয়ে কথা মরমে মরমে ব্যথা
কত বার পাঠাইতে দূতী॥
এখন করম-ফলে বিহি নহে অনুকূলে
পতিকুলে যে করিল ধাতা।
সে জন পরের বশ সে কি জানে আন রস
কহিতে হিয়ায় হয় ব্যথা॥
কারে সে করিব রোষ সকল আমার দোষ
সেই দোষ ফলে এত দিনে।
না চাহ ফিরিয়া নাথ সকল তোমার হাত
ছাড় নাথ মথুরা-গমনে॥"
এত বলি বিনোদিনী ধূলায় ধূসর ধনী
আভরণ দূরেতে ফেলায়।
বিকল বরজ-ধনী মুখে না নিঃসরে বাণী
চণ্ডীদাস মূরছি লোটায়॥

টীকা

পং—৭। আগম—অগম্য।

৯। তু°—"যখন পীরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা" (চণ্ডীদাস, ১১৭ পৃঃ)। দিল—দিলে।

১০-১১। এখানে বস্ত্রহরণের উল্লেখ রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাস এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াও পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। লইল—লইলে।

১২। তু°—"অনেক কহিলা মোরে। তোমা না ছাড়িব, সঙ্গে করি নিব, বাঁধলে মাধবী-তলে॥" (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪০ সং পদ)।

[৩০৪]

যতি

যতক্ষণ নয়নে চাও ও রথ দেখিতে পাও
দেখ ধ্বজ উড়নি সুন্দর।
তবে সে চৈতন্য আছে সারি সারি গোপীমাঝে
যবে শুনি গমন উত্তর॥
গগনে উঠয়ে ধূলি যবে রথ চলে ভালি
ঘোড়ার শবদ উতরোল।
যবে না দেখল ধ্বজ পড়ল ধরণীমাঝ
আর দশা আসি ভেল ভোর॥
পড়িয়া সকল জনে ঠারে করে অনুমানে
"প্রিয়া মাথুর দূরদেশে।
বধিয়া রমণীগণ এমন জানয়ে কোন
পীরিতি ছাড়ল নব লেশে॥
স্বপনে জানিথু যদি সে হেন গুণের নিধি
লুকাইথু হৃদয়-মাঝারে।
আসিয়া অক্রূর রায় আয়ল শমন-প্রায়
প্রবেশিলা গোকুল-নগরে॥
হরি লয়ে গেল দূর তার মনোরথ পূর
মথুরা-নাগরী পুণ্যবান্।
হেরিব নয়ান ভরি পাইয়া গোলোক-হরি
গোকুল হইল বন সম॥"

* * * * * *
* * * *

চণ্ডীদাস পড়ি কাঁদে হিয়া স্থির নাহি বান্ধে
রাধা সে পড়িয়া আছে ভূমে॥

টীকা

পং—১-৪। যতক্ষণ রথ এবং তাহার ধ্বজ দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানা গোপীগণের চৈতন্য ছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের বিদায়-বাণী তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

১২। নব লেশে—মথুরার নাগরীগণের নূতন প্রেমের নেশাতে।

[৩০৫]

নটনারায়ণ

কেহ আউদড় কেশ নাহি বান্ধে
মথুরাপানেতে মন।
কেহ অচেতন পড়িয়া আছেন
তেজি আভরণগণ॥
কেহ সে ধূলাতে অঙ্গ লোটাইয়া
আছয়ে মূর্চ্ছিত হয়া।
কেহ নব-রামা যেমন শুনল
বাঁশীর গানেতে ধেয়া॥
কোন নব-রামা শ্যামরূপ হেরি
চলয়ে কদম্বতলে।
কোন নব-রামা নব অভিসার
করয়ে মনের ছলে॥
এ সব প্রলাপ দেখি ঘন ঘন
গেয়ান নাহিক হয়।
ক্ষেণে অচেতন ক্ষেণে সচেতন
ক্ষেণেক ভ্রমিয়া কয়॥
কেহ বলে—"সখি পুন সে গোকুলে
গোবিন্দ আইল ফিরি।
এ কথা শ্রবণে পশিতে কাহার
উঠয়ে চেতন ধরি॥
স্বপন সমান নাহিক গেয়ান
ঐছন প্রলাপ হয়।
কান্দিতে কান্দিতে রাধাপাশে গিয়া
চণ্ডীদাস কিছু কয়॥

টীকা

পঙ্‌—১। আউদড়—উদগ্র, যেন পাগল-পারা।

৮। কোন গোপী যেন ধ্যানে বাঁশীর গান শুনিতে পাইল।

[৩০৬]

নটনারায়ণ

সোণার পুথলি অবনী-উপরে
যেন ঘন গড়ি যায়।
নিশ্বাস-হুতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে দুলিছে বায়॥
তা দেখি গোপিনী মনে অনুমানি
রাধা মেনে আছে জিয়া।
হেন মনে ছিল রাধা কি বাঁচিব
এহেন বিরহ পেয়া॥
"উঠ উঠ, ধনী, রাধা বিনোদিনি,
এত অগেয়ান কেনে।
যে দেখি তোমার চরিত বেভার
পরাণ হারাবে মেনে॥"
এত বলি এক মর্ম্মসখী ছিল
ধরিয়া তুলিল রাধা।
মুখে জল দিয়া ধরিয়া তুলিয়া
দেখল সকল বাধা॥
চৌদিকে নেহালি নয়নেতে ভালি
সকল আন্ধার হেন।
ঘরের প্রদীপ যেনক নিভায়ে
অন্ধকার হয়ে যেন॥
গোকুল উজর আছিল তখন
এখন কানন ভেল।
চণ্ডীদাস কহে— "অক্রূর আছিল
কানু হরে নিয়ে গেল॥"

টীকা

পঙ্‌—১০। আগেয়ান—অজ্ঞান, অবোধ

২১। উজর—উজ্জ্বল।

[৩০৭]

জয়শ্রী

"গোকুল তেজল নাকি কান
মাথুর করল পয়ান॥
এ সখি. জানল নিদান।
সব জনে হরল পরাণ॥
যব আসি পশিল অক্রূর।
তবহি পড়ল মতি দূর॥
জাকর আশ-প্রয়াসে।
সে জন হৈল নৈরাশে॥
কো এত করল বিঘিনি।
সে হউ ইহ পাতকিনী॥
জর জর অন্তর জারি।
কোকহে মরম হামারি॥
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভেল শূন্য।
গৃহ যেন হইল অরণ্য॥
পুরবাসী নয়নে না দেখি।
বারি সঘন দো আঁখি॥
ইহ বড় দঘধন ভেল।
প্রাণ তাহা-সঙ্গে চলি গেল॥'

চণ্ডীদাস পড়িয়া বেথিত।
ক্ষেণেক ধৈরজ ধরি চিত ॥

টীকা

পঙ্—৩। নিদান—প্রেমের শেষ পরিণতি।

৬। তখনই দূর মথুরা দেশে যাইবার জন্য মন ব্যগ্র হইল।

৭। জাকর—যাহার।

৮। সেই জন নিরাশের কারণ হইল।

৯। বিঘিনি—বিঘ্ন হইতে। যে এত বিঘ্ন উৎপাদন করিল।

১০। ইহার পাতক তাহাকে স্পর্শ করিবে।

১২। কোকহে—কুঞ্চিত হয়। হামারি—আমার।

১৬। আমার দুই চক্ষু হইতে অবিরত ধারা বর্ষিত হইতেছে।

১৭। দঘধন—যন্ত্রণাদায়ক।

[৩০৮]

জয়শ্রী

ধেনুগণ সব   করি হাম্বারব
মথুরা-মুখেতে ধায়।
ধেনুর বাছুরি   বিয়োগ পাইয়া
সেহ দুধ নাহি খায় ॥
পুচ্ছ উচ্চকরি   মায়ে পরিহরি
মথুরা-গমন-দিগে।
যথা সে রসিক   নাগরশেখর
সে দিক্ গমন ভাগে ॥
খগ মৃগগণ   রোদন বেদন
আহার নাহিক খায়।
ডালে বসি খগ   ‘শ্যাম শ্যাম’—করি
রাতি দিন নাম লয় ॥
মৃগগণ অতি   চেয়ে আছে কতি
নয়নে বহয়ে লোর।
কৃষ্ণের বিরহে   পেয়ে অতি মোহে
এ সব হইলা ভোর ॥
সেই পিকু-রবে   এ পঞ্চ শবদে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ   নাহিক আপদ্
সে ভাল চলল ছাড়ি ॥
ভ্রমর ভ্রমরী   সদাই গুঞ্জরি
সে নাহি শবদ করে।
চকোর ডাহুকী   চাতক চাতকী
তাহা না শবদ বলে ॥
হংস হংসিনী   শুক শারীগণি
তাহা না শবদ একে।
নিশবদ হই   নিরন্তর রোই
না জানি কোথায় থাকে ॥
পুরবাসী যত   অঝর নয়ন
যুবা বৃদ্ধ বাল যত।
শোকেতে আকুল   বিয়োগ সকল
তাহা বা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস-বাণী—   “শুন বিনোদিনি,
ধৈরজ করহ মন।
হেন বাসি চিতে   দেখহ বেকতে
মিলব সে রস-ধন ॥”

পঙ্—৩। বাছুরি—বৎসতর, মতান্তরে বৎসরূপ হইতে বাছুর। বিয়োগ :— কৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ।

৬। যে দিকে মথুরায় কৃষ্ণ গিয়াছেন।

[৩০৯]

শ্রী

সব সখী আসি মিলি রাধা-পাশে
কতেক বিরহ পেয়ে।
রামা নবরামা সম্বোধ পাইয়া
বৈঠল কিশোরী লয়ে ॥
রাধাকে তুষিয়া সম্বোধ করিয়া
বৈঠল সখীর মেলা।
কেহ বলে—"শুন, আমার বচন
ওহে বৃষভানু-বালা ॥
হেন মনে বাসি হকু কুলে হাসি
চল মধুপুর গিয়া।
সে চাঁদ-বদন দেখিয়ে নয়নে
তবে সে জুড়াব হিয়া ॥
এক তিল যারে যদি নাহি দেখি
শত যুগ হেন মানি।
আঁখির পলকে হারাই তিলেকে
হেনক যে জন জানি ॥
তিলেক না জীয়ে বন্ধু'না দেখিয়ে
আর কি পরাণ রয়।"
রাধার বিরহ- বচন শুনিয়া
দীন চণ্ডীদাস কয় ॥

[৩১০]

গড়া

"কেন বা লইয়া আইলা মোরে।
দেখি নবঘন যুবতী-মোহন
নয়ন-চকোর সোন (?) মরে ॥
নয়নে নয়নে ভরি রূপ পিতে মনে করি
হেন বেলে চালাইল রথ।
দেখিতে না পায় রূপ উঠিল বিরহ-কূপ
সেই সে হইল অনুরথ ॥
সে জন কঠিন বড় এবে সে জানল দঢ়
বড়ই কঠিন তার হিয়া।
মথুরানগর-মুখে লইয়া চলল সুখে
রমণী-হিয়ায় দিয়া ব্যথা ॥
ধন্য তার মাতা পিতা কি আর কহিব কথা
অক্রূর বলিয়া থুইল নাম।
প্রথম আঁখর সার দেখাইলে অন্তকাল
শেষের আঁখর সেক-ধাম ॥"
"কে বলে, অক্রূর সেহ বড়ই কঠিন দেহ
গৃহ ভাঙ্গাইয়া সেই জনা।
মথুরানাগরীগণে সে সব হরষ মনে
দিল মোরে বিরহ-বেদনা ॥"
এ সব কারণ স্মরে বিষম নিশ্বাস ছাড়ে
কাঁদে যত আহীর-রমণী।
চণ্ডীদাস কহে ভাল— "আমরা তুরিতে চল
দেখি গিয়া গোলোকের মণি ॥"

।

পঙ্‌—১। মথুরায় যাইবার কালে কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য গোপীগণ রাধাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

২-৩। যুবতীগণের চিত্তহরণকারী জলদবরণ কানুকে দেখিয়া আমার নয়নরূপ চকোর অতৃপ্ত বাসনায় শুষ্ক হইতেছে, (?) কারণ নয়ন ভরিয়া রূপ পান করিবার পূর্ব্বেই অক্রূর রথ লইয়া চলিয়া গেল। তু'—"নয়ন-চকোর মোর, পিতে করে উতরোল, নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

৭। অনুরথ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪, ১২৬ সং পদদ্বয়ের পাঠান্তরে "দোষ" শব্দের পরিবর্ত্তে "অনুরথ" শব্দ ধৃত

হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে যে ইহা "অনর্থ" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৪-১৫। প্রথম অক্ষর "অ"। ইহা প্রণবের আগুক্ষর, আর এই প্রণবই সর্ব্ববেদের আদি (তু°—"প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু", গীতা, ৭।৮; "প্রণবশ্ছন্দসামিব", রঘু, ১।১১)।

অন্যত্র—"অক্ষরাণামকারোঽস্মি" (গীতা, ১০।৩৩)।

দেখাইলে অন্তকাল—অন্তকাল অভাব বা বিয়োগ-সূচক। "অক্রূর" শব্দের "অ" ক্রূরতার অভাব সূচনা করে, তাই কবি বলিতেছেন যে, বর্ণের সার বর্ণটি তোমার নামের আদিতে অভাব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষের অক্ষর "র" অর্থে অগ্নি, ইহা উত্তাপের আধার। অ অর্থে অমৃতও হয়, ইহা স্নিগ্ধ, শীতল; আর র অর্থে অগ্নি, অতএব কবি বলিতেছেন যে, অক্রূর নামটি বড়ই অদ্ভুত, ইহার আদিতে স্নিগ্ধতা, আর অন্তে উত্তাপ, যেন পয়োমুখ বিষকুম্ভ।

[৩১১]

নটনারায়ণ

শ্যাম-মুখ হেরি আকাশের বিধু
মলিন হইয়াছিল।
এখন পূর্ণকলা হয়ে উদয় হউক
এখন সে চাঁদ গেল॥
কানুর সে দুটি নয়ান হেরিয়া
খঞ্জন আছিল কতি।
এখন আসিয়া ফিরুক নাচিয়া
মাথুর পরাণপতি॥
পিয়ার নাসার গঠন দেখিয়া
খগেন্দ্র গেছিল দূর।
এখন আনন্দে পরম সানন্দে
দেখা দেও অনুকূল॥
কানুর অধর সুরঙ্গ দেখিয়া
বান্ধুলি মলিন ছিল।
আপনার রঙ্গ করুক সুন্দর
এবে শুভদশা ভেল॥
দশন হেরিয়া কুন্দ সে কুসুম
কলিকা নাহিক হয়ে।
লজ্জিত হইয়া বিকশিত দশা
দীন চণ্ডীদাস কয়ে॥

টীকা

পং—৩-৪। এখন ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উদিত হউক, কারণ শ্যামচাঁদ মথুরাতে গিয়াছেন।

৬। খঞ্জন লজ্জিত হইয়া কোথায় লুকাইয়াছিল।

১২। কারণ কৃষ্ণের অনুপস্থিতির জন্য এখন তোমার দেখা দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

১৩। সুরঙ্গ—সুলোহিত; তু°—"সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে" (কবিকঃ)।

১৫-১৬। এখন সে আপনার বর্ণ আবার উজ্জ্বল করুক, কারণ এখন সুসময় উপস্থিত হইয়াছে।

১৭-১৯। কুন্দের কলিকা শুভ্রতায় এবং গঠন-সৌষ্ঠবে কৃষ্ণের দন্তের সমতুল নহে বলিয়া কুন্দ যেন লজ্জার আবেগে মুকুল হইতে কলিকার অবস্থা অতিক্রম করিয়া একেবারে প্রস্ফুটিত অবস্থায় উপনীত হইতেছিল; এখন ঐরূপে ফুটিবার কারণ দূরীভূত হইয়াছে।

[৩১২]

শ্রী

শ্যামের জলদ রূপ হেরি হেরি
জলদ গগনে যত।
লাজে লুকাইয়া রহল সকল
রহল শত হি শত॥

এখন আনন্দে বিকশিত হউ
আর কি তাহার ভয়ে।
বাহুর গঠন দেখিয়া তখন
করী গেল অতিশয়ে ॥

এবে যত জনে করুক সঘনে
আপন আপন কেলি।
হরি নিদারুণ হয়ে নিকরুণ
মোহে নিদারুণ ভেলি ॥

আর না হেরিব আর না শুনিব
সে নব মধুর ধ্বনি।
না জানি স্বপনে তেজিব সে জনে
মোরা কি এমন জানি ॥

আকুল করল গোকুল সকল
তেজল গোপিনীগণে।
আর না হেরিব সে চাঁদ-বদন
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

[৩১৩]

কানড়া

রোদন গুমান সব পরিহরি
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরহ-বেদনী যতেক গোপিনী
রাধারে কিছুই বলে ॥

"বিরহ-সমুদ্রে নাহিতে আমরা
বিহি সে করল কাজ।
গুরু-পরিজন করিবে তাড়ন
পাইব অনেক লাজ ॥

তবে বিধি যদি অনুকূল হয়ে
মিলব রসের পিয়া।
এখন চেতন ধরহ যতন
এ বুকে পাষাণ দিয়া ॥"

এই অনুমান করে গোপীগণ
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরস-বরণী সে চাঁদ-বদনী
সখীরে কিছুই বলে ॥

"পাসরিতে নারি শ্যাম-রূপখানি
সদাই হিয়াতে জাগে।
করয়ে যেমন হিয়া আনচান
কহিব কাহার আগে ॥"

চণ্ডীদাস কয়— "শুন রসময়ি,
আমি সে মথুরা যাব।
সব বিবরণ শ্যাম অন্বেষণ
তোমারে আসিয়া কব ॥"

কৃষ্ণবলরামের মথুরাগমন

[৩১৪]

শ্রীসুহা

রথ আরোহণ কৃষ্ণ বলরাম
চলয়ে অক্রূর সাথে
শিঙ্গাবাঁশী-রবে পাষাণ দ্রবয়ে
এই রঙ্গে [চলে] পথে ॥

নানা সুবাসিত বিচিত্র মোদক
মিষ্টান্ন শাকরি চিনি।
ছেনা চাঁপাকলা ছাঁচি সিতামিশ্রী
দুগ্ধ আবর্ত্তন ঘনি ॥
স্নান আচরিল ভাই দুই জনে
সেই সে যমুনা-নীরে।
এ সব ভোজন করি দুইজন
উঠিল রথের পরে ॥
কর্পূর তাম্বূল বদনে দেওল
বেশ বনাওল তায়।
বেশ করে অতি এ দুই মূরতি
করল অক্রূর রায় ॥
তাহাতে অধিক বেশ বনাওলি
ধরণী পুলক মানি।
গগন হইতে দেবগণ মোহে
পাতালের যত ফণী ॥
তিন লোক দেখি পুলক মানিল
মোহিত অক্রূর রায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি পুলকিতে
ধরিয়া পড়ল পায় ॥
কহে দুই ভাই — "শুনহ এথাই
করহ সিনান সেবা।
স্নান আচরিয়া যাইব চলিয়া
পূজহ আপন দেবা ॥"
শুনিয়া অক্রূর বচন মধুর
প্রভুর আরতি পেয়া।
যমুনার জলে নামি কুতূহলে
নামি হরষিত হয়া ॥
অক্রূর ডুবিলা জলের ভিতরে
রামকৃষ্ণ দুই দেখি।
বড় অদভুত জলের ভিতর
লখিল কেমন লখি ॥

বিস্মিত মানল আপন অন্তরে
উঠল মস্তক তুল।
যমুনার কূলে রথের উপরে
দেখে রামবনমালী ॥
পুনরপি ডুবি জলের ভিতরে
তথা দেখি দুটি ভাই।
বিস্মিত হইয়া তুরিতে উঠিয়া
চরণে পড়ল যাই ॥
"তুমি দেব হরি ইবে সে জানল
মুই কি জানব তোমা।"
চণ্ডীদাস বলে— "যব অবহেলে
বরিখে কতই প্রেমা ॥"

টীকা

পঙ্—৬। শাকরি— শর্করাসম্ভূত।

৭। ছাঁচি—সং—সত্য হইতে; আসল, উৎকৃষ্ট।

সিতামিশ্রী—ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত এক প্রকার নির্ম্মল ও সুস্বাদ মিষ্টান্ন। চরিতামৃতে আছে—

বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ড-সার।
শর্করা সিতামিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
(মধ্যের ত্রয়োবিংশে)।

৩০। আরতি—আদেশ।

৩৫-৪৫। এই ঘটনা ভাগবতে (১০।৩৯।৩৭-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বর্ণিত হইয়াছে। জলে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করত তিনি জলমধ্যে রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, পরে বিস্মিত হইয়া উন্মজ্জনপূর্ব্বক দুই ভ্রাতাকে রথে আসীন দেখিয়া পুনরায় জলমগ্ন হইয়া জল মধ্যেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে রামকৃষ্ণকে ভগবান্ জানিতে পারিয়া তিনি স্তব করিয়াছিলেন।

[৩১৫]

শ্রীসুহা

পড়িয়ে চরণে অক্রূর সঘনে
করয়ে অনেক স্তুতি
"তুমি হিতকারী তুমি সে প্রলয়
তুমি সে সবার গতি ॥
তুমি চরাচর তুমি দিবাকর
আকাশমণ্ডল ছায়া।
তুমি সনাতন পরম কারণ
তুমি পূর্ণ পূর্ণকায়া ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর যে জন না পায়ে
তোমার গুণের রীতি।"
চণ্ডীদাস বলে— "আমি কি জানিব
অতি হই মূঢ়মতি ॥"

টীকা

পঙ্—৩-৪। হিতকারী:—কারণ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলেই তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হও। (গীতা, ৪।৭-৮)।

তুমি সে প্রলয় ইত্যাদি:—কারণ প্রলয় কালে উপাধিলয়ে সকলেই তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে (ভা, ১০।৪০।১১)।

৫-৬। কারণ পঞ্চভূত, মহত্তত্ত্বাদি, প্রকৃতি-পুরুষ, সর্ব্বদেবতা তোমার শ্রীমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ভা, ১০।৪০।২)।

৭-৮। কারণ তুমি "অখিলহেতুহেতু-পুরুষমাত্মমব্যয়ম্" (ভা. ১০।৪০।১)।

[৩১৬]

দুই করে ধরি অক্রূর-গোহারি
করল কোড়।
আলিঙ্গন দিয়া শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া
সুখের নাহিক ওর ॥
শ্রীঅঙ্গ-পরশে প্রেমের আবেশে
উঠল অক্রূর রায়।
ভোজন-অবশেষ যে কিছু আছিল
পাওল আনন্দে তায় ॥
রথ চালাইয়া মথুরার মুখে
যমুনা হইল পার।
মথুরা-নগর প্রবেশিল গিয়ে
রসের আনন্দ সার ॥
শিঙ্গা মুরলির গানে উতরোল
মথুরা-নগর-ধ্বনি।
নগরের লোক বাহির হইয়া
দেখয়ে গোকুলমণি ॥
মথুরা-নাগরী নয়ন পসারি
দেখে রামহলধরে।
একক্ষণে কেহ নাহিক পালটে
নিমিখ নাহিক ধরে ॥
"বিধি দিয়াছেন যুগল নয়ন
ইহাতে দেখিব কত।
তবে সে দেখিথু নয়ান ভরিয়া
এ লাখ নয়ান হত ॥"
আপনা আপনি মথুরা-নাগরী
অভিমান করে অতি।
চণ্ডীদাস কহে - "কলার অংশ
তাহার রূপের কতি ॥"

টীকা

পঙ্‌—১। অক্রূর-গোহারি :—স্তবপরায়ণ, বা প্রার্থনাকারী অক্রূরকে। সং—গোচর হইতে গোহার (জ্ঞানেন্দ্র), অথবা—সং—জয়কার হইতে জোহার হইয়া গোহার কি? (শব্দকোষ)। হিন্দিতে গোহার অর্থে প্রার্থনা। তু°—মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে—"নহেবা গোহাকে যবে কংস বরাবরে" (৩৩ পৃঃ)।

১৭। পসারি :—প্রসারিত করিয়া।

১৯-২০। একবার দেখিয়া আপনাদের দৃষ্টি পুনরায় প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইল না (ভা, ১০।৪১।৫)।

২৫-২৬। কারণ তাঁহারা গোপীগণের সৌভাগ্যেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৪১।২৭)।

চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয়
প্রেম-নাগরী মনে করে
প্রেমের সিন্ধু॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পুরস্ত্রীগণ সত্বর দেখিতে আসিল এবং হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিল (ভা, ১০।৪১।২১)।

৩-৫। কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া রমণীগণ নেত্ররূপ দ্বার দিয়া মনোমধ্যে প্রাপ্ত আনন্দরূপ সেই বিভুকে যেন আলিঙ্গন করিলেন, এবং রোমাঞ্চিত হইলেন (ঐ, ১০।৪১।২৫)। পরবর্ত্তী ১২-১৪ পঙ্‌ক্তিত্রয় অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক।

৮। রূপে মদন, আর তেজে সূর্য্য সম।

১০। বরজ পথটি :—ব্রজের পথ।

[৩১৭]

সুহা

প্রেম-যুবতী যত রয়া যূথে
শ্যামল বরণ রূপ হেরিছে রয়া এক ভিতে।

যতেক সখীতারা ভাবের রসে ভোরা
রূপ নিরখিয়ে প্রেম ঝলকে
রসের ভারা চিতে॥

শ্যামল বরণ তনু সে রতন
জনু যেন তুঁহু রূপে আলো করে
যেমন মদন ভানু।

তুঁহু রূপে আলা কিবা বরণ কালা
বরজ পথটি আলা করে
কিবা রসের তনু॥

যত নাগরী জনে চেয়ে কানুর পানে
মনের সনে সুধা পিয়ে
পেয়ে রসের কানু।

[৩১৮]

রাজবিজয়

এমন রূপের ছটা।
ভুবনমোহন বেশ করেছে
যেমন মেঘের ঘটা॥

বন-ফুলে চূড়া বাঁধে
কিবা ছলে নাট।
সোণার থোপে কসে বাঁধে
যেন মুকুতার হাট॥

মণিমাণিকে গাঁথা মালা
তায় দিয়াছে বেড়া।
ময়ুর-পাখা উড়ে বায়ে
কিরণ-মাখা চূড়া॥

কোন যুবতী বাঁধে চূড়া
সেই সে আপন মনে।
হাসির ঠাটে জগৎ টুটে
মধু ঝরে ঘনে ॥
গলায় মালা ভুবন-আলা
হাতে মোহনবাঁশী।
মদন দেখি রূপ রাখি
মাঝারে জলদ পশি ॥
প্রেম-নাগরীর কথা শুনে
কহে চণ্ডীদাস।
ও রূপ দেখি কোন্ যুবতী
চলে যাবে বাস ॥

টীকা

পঙ্—১-৩। জগৎ-ভুলান বেশে জলদবরণ কানুর অঙ্গকান্তি আড়ম্বরপূর্ণ পুঞ্জীভূত মেঘের শোভার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তু°—"মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ৩০৬ পৃঃ)। কানু "কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন" বলিয়া এখানে বিদ্যুদ্-বৎ চাকচক্যের প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে। যেমন—"নব নীরদ তনু, তড়িত লতা জনু, পীত পতনি বনি ভাল (ঐ, ৩০৭ পৃঃ)।

৪-৫। "বনফুলে তুমি চূড়াটি বেঁধেছ, এই সে নাগর-পনা" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ১২৭ সং পদ)।

১২-১৫। কোন যুবতী শ্যামের চূড়ার অনুকরণে চূড়া বাঁধার কল্পনা করিয়া অত্যন্ত রসাবেশে হাস্য করিতেছে।

১৮-১৯। মদন নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যেন জলদ-বরণ কানুর দেহে প্রবেশ করিয়াছে; তু°—"কোটি মদন জনু, নিন্দিয়া শ্যামতনু" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

[৩১৯]

"এমন বেশে গোকুল-দেশে
নিয়ে তাসি তলে (?)।
রূপের ঠাটে তেঁই সে নাটে
সদাই কদমতলে ॥
সব ছাড়িয়া ব্রজের নারী
দিয়াছে জাতিকুল।
বিনোদ নাগর রসের সাগর
মজাল্ছে গোকুল ॥
হেন আমরা মনে করি
পরিহরি লাজ।
হেমের মালা ক'রে পরি
রাখি হিয়ার মাঝ ॥"
আর যুবতী বলে—"শুন
কহিলে ভাল মেনে।
চক্ষে ভরা এই যে নাগর
রাখিব মনের সনে ॥"
আর রমণী কহে "ভাল
কহিলি ওলো দিদি।
বিরল পেলে কহিব ভালে
কাল আসেগো কুল দি ॥
এমন করে থাকি সঘন
ছাড়ি গৃহের কাজ।
হিয়ার ভিতর রাখি সদাই
এই সে নাগররাজ ॥"
চণ্ডীদাস কহিছে—"শুন,
এই সে ভালই মানি।
প্রেমে তোমরা বান্ধ তারে
সুধা রসের খনি ॥"

[৩২০]

নটনারায়ণ

মথুরা-নাগরী রূপ হেরি হেরি
লাগল রসের লেহা।
কি জানি কি করে কোথা না আছয়ে
ছাড়িয়া আপন গেহা ॥
"নটবর বেশ সুখের লালস
ঐছন দেখিয়া থাকি।
নহি স্বতন্তর পরবশ হয়া
থাকিয়ে এ বাঁধা পাখী ॥
গৃহপতি মোর বড় খরতর
কথায়ে যাতনা দেই।
মনের মরম আপন বেদন
শুন গো মরম-সই ॥"
যত সখীগণ অতি সে মগন
দেখিয়ে দোঁহার রূপ।
অতি সে রসের লহরী উঠল
উঠল রসের কূপ ॥
কৃষ্ণ-বলরাম দেখিয়া দু'জন
ধরিতে না পারে হিয়া।
চণ্ডীদাস কহে— "ও রূপ দেখিতে
কুলশীল যাবে দিয়া ॥"

[৩২১]

সুহই

"হেদে লো মরম-সই।
ও রূপ দেখিতে হেন লয় চিতে
নয়ান তাকিয়া রই ॥
এ বেশে সে দেশে তেঁই সে ভুলল
যতেক বরজ নারী।
সব তেয়াগিয়া গুরু-গরবিত
দেখয়ে নয়ন ভরি ॥
কিবা সে বিনোদ চূড়ার টালনি
উড়িছে ময়ূর-পাখা।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
ইন্দ্রধনু দিছে দেখা ॥
নয়ন বঙ্কিমে চাহিলে যা পানে
সে কিয়ে ধৈরজ ধরে।
কোন কুলবতী সে কোন যুবতী
কুল লয়ে যায় ঘরে ॥
হাসির মিশানে কত সুধা ঝরে
তাহাতে বাঁশীর গীত।
হাসিতে কি জীয়ে সঘর রমণী
চেতন ধরিব চিত ॥"
এই অনুমান মথুরা-নাগরী
মোহিত হইল তায়।
চণ্ডীদাস বলে— "শুনহ তরুণি,
ভজহ কমল-পায় ॥"

পং—৩। এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকি। তুং—নিমিখে নিমিখ নাহি সয়" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

১১। তাহা রামধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে সুশোভিত।

১৮। সঘর—কুলবতী।

[৩২২]

কানাড়া

রূপ দেখি যত মথুরা-নাগরী
মোহিত হইল তারা।
তাথে প্রেমরসে কুলের কামিনী
চৈতন্য নাহিক কারা॥
কে হেন ও রূপ নিরমাণ কৈল
কত সুধা দিয়া রাশি।
গড়ল হরযে এমনি পরশে
এমনি গতিকে বাসি॥
ধন্য সে রসিয়া এমন কালিয়া
নিরমাণ কৈল দেহা।
গঠন সুঠন করি একমন
নয়ন খঞ্জন-রেহা॥
চৌরস কপাল উঘ রাতাপল
দশন কুন্দের কলি।
দেখিয়া শুনিয়া ফুলের ভরমে
উড়িয়া বুলিছে অলি॥
বাহু সে মৃণাল অতি'সে বিশাল
হৃদয়ে কুঞ্জর-কুম্ভ।
করীর বদন করে যেই জন
নিতম্ব ক্ষীণ হি দম্ভ॥
যেন বা হিঙ্গুল দলিয়া অঞ্জন
যাবক মিশায়ে তায়।
এমন না শুনি চরণ দু'খানি
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

টীকা

পঙ্—৫-৬। তু°—"সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা" (চণ্ডীদাস, ৩৬ পৃঃ)।

৭-৮। এমন মনে হয় যেন সুধা দিয়া অমৃতময় স্পর্শে ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

৯-১০। যে রসিক পুরুষ কৃষ্ণের দেহ এমন সুগঠিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

১৩। চৌরস—চতুরস্র, প্রশস্ত। উঘ :—ওষ্ঠ অর্থে কি?

১৮। হস্তীর কুম্ভের ন্যায় স্থূল বক্ষস্থল

২০। কেশরী জিনিয়া কটি।

[৩২৩]

শ্রীসুহা

"রূপ দেখি হিয়া কেমন করে।
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখি পরমাদ ভেল
কেন বা লইয়া আইল মোরে॥

হৃদয়ে পশিল আসি এ হেন রূপের রাশি
অবলার পরাণ তরল।
পাছে আছে এক দোষ জানি করে অতিরোষ
গুরুজন জানি করে বল॥

শুনহ মরম-প্রিয়া এ হেন রসিক লয়্যা
করিথু রসের নব লেহা।
অমূল্য রতন ধন আর কিবা প্রয়োজন
গুরুজন পরিজন গেহা॥"

কোন সখী বলে—"শুন এত অভিমান কেন
যে করু সে করু গুরুজনে।
* * * * * * * *
* * * * ॥

শ্যাম সে পরশমণি যতনে ভজিব ধনী,
মোর মনে এই সে ভালই।"
এই মত সে নাগরী হাসিয়া আনন্দ বড়ি
চণ্ডীদাস তছু গুণ গাই ॥

[৩২৪]

বড়ারি

রথ চড়ি যান করয়ে গমন
কৃষ্ণ-হলধর দুই।
প্রবেশে নগর বাজার চাতর
শিঙ্গা বেণু উতরোই ॥
হেনক সময় কুবুজা মালিনী
রাজপথে চলি যায়।
"শুন লো সুন্দরি চন্দন কটোরি
হরে মন হরে তায় ॥
সুগন্ধি কুসুম গাঁথিয়া সুষম
লইছ কাহার তরে।"
কুবুজা কহেন দোঁহার সদন
কাতর হইয়া বলে ॥
"কংসের যোগানি আমি সে মালিনী
লই যাই কংস-তরে।"
"এই গন্ধমালা দেহ মোর গলে"
সরসে কানাই বলে ॥
শুনিয়া সুন্দরী করল চাতুরী—
"নৃপতি যে কবে মোরে—
'নিজক গন্ধক দিছেন সুন্দরী
দিছেন দোঁহার উরে' ॥"

জানিল এ নহে মানুষ আকার
এ দুই দেবের শক্তি।
পরশ পাইয়া কুবুজা সুন্দরী
পাওল আনন্দমূর্ত্তি ॥
বিলক্ষণ রামা যেন কাঁচা সোনা
উর্ব্বশী কিসে বা লিখি।
গোবিন্দ-পরশে তাহে মন তোষে
চণ্ডীদাস তাহে সুখী ॥

টীকা

এই ঘটনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪২শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

[৩২৫]

শ্রী

কুবুজা সুন্দরী অতি মনোহারী
দেখিল আপন অঙ্গ।
ত্রিভঙ্গ আছিল মোহিনী হইল
এ বড়ি রসের রঙ্গ ॥
মোহিত হইল নগর সকল
এ কি অদভুত শুনি।
ত্রিভঙ্গ যে ছিল সুন্দরী হইল
এমন নাহিক জানি ॥
কুবুজা দেখিতে নগর হইতে
দেখিতে আইল তারা।
নিশ্চয় শুনিল নয়নে দেখিল
এই সে কেমন ধারা ॥

কেহ বলে—"ভাই রথে দুই ভাই
মাখল চন্দন চান্দ।
মালা বিলক্ষণ দেখিল সঘন
দু'ভাই হাসল মন্দ ॥
হেনক সময় ইহার পরশে
কুব্জ গেল কতি দূরে।
অতি বিলক্ষণ দেখিল নয়ন
এ কথা কহিব কারে ॥
এ নহে মানুষ জানিল স্বরূপ
কেবল জগৎপতি।
ত্রিভঙ্গ শরীর হইল সুন্দর
বুঝল কাজের গতি ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "যাহার নামেতে
এ তিন ভুবন ঘোষে।
এই ভাগ্যবতী পেয়ে প্রাণপতি
পাইল যাহার স্পর্শে ॥"

টীকা

পঙ্‌—১৩-১৬। কুব্জাকে অনুগ্রহ করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সুদামা মালাকার দ্বারা সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বভূষিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৪১।৩৬-৩৯)।

[৩২৬]

শ্রী

কুবুজা কহেন চরণে পড়িয়া—
"তুমি সে পরাণ-পতি।
মুই কি জানিব তোমার শকতি
অবলা যুবতী-মতি ॥"
কহেন গোবিন্দ কুবুজা পরশি-
"তুমি সে উত্তম রামা।
তোমার ভকতি স্বভাব শকতি
দেখিল কটাক্ষ প্রেমা ॥"
পড়িয়া ভূতলে কান্দি কিছু বলে—
"মোর অপরাধ ক্ষেম।
মুই মূঢ় জাতি করিল যুবতী
তিলে কত হয় ভ্রম ॥
তুমি সনাতন পরম কারণ
দেবের দেবতা তুমি।
কেনে হই মুই অধম দুর্গতি
কিসে বা আমারে গণি ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "তোমার ভকতি
নিবিড় অন্তরে লেহা।
তথির কারণে পরশ পাইয়া
বিলক্ষণ হল দেহা ॥"

রজকের বস্ত্র-হরণ

[৩২৭]

ধানশী

হেনক সময় এক যে রজক
লইয়া বসন করে।
সে যায়ে চলিয়া রাজপথ দিয়া
কংসের আরতি ধরে ॥
কৃষ্ণ বলরাম পুছিল কারণ—
"কাহার বসন এ।"
কহিছে রজক তাহার উত্তর—
"তুমি সে বটহ কে ? ॥

তোমাকে কহিলে কিবা জানি হয়ে
কংসের যোগানী আমি।
তাহার বসন কাচিয়া সঘন
কি আর পুছহ তুমি ॥”
কানাই কহেন— “উত্তম বসন
দেহ পরি দুই ভাই।”
কোপে কহে ধোবা— “তুমি বট কেবা
রাজার বসন এই ॥
পরমাদ হব এ কথা শুনিয়া
তাড়ন করিব রাজা।”
চণ্ডীদাস বলে— “ও নব নাগর
তাহার রূপের ধ্বজা ॥”

টীকা

পঙ্‌—৪। আরতি—আদেশ। কংস তাহাকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছে।

৯। তোমাকে বলিলে কি হইবে ?

১৭-১৮। রজক বলিয়াছিল—“তোরা এইরূপ প্রার্থনা করিস্ না ; রাজপুরুষগণ অহঙ্কৃত লোকদিগকে বন্ধন, হনন ও নিঃস্ব করেন (ভা, ১০।৪১।৩১)। ভাগবতে রজকের বস্ত্রহরণ কুব্জানুগ্রহের পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

[৩২৮]

যতি

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলরাম
লইল বসন কাড়ি।
পরিলা বসন ভাই দুই জন
তাহে মল্লবেশ ধরি ॥
কাড়িয়া বসন মৃত্তিকা ভূষণ
রাঙ্গা ধূলা মাখি গায়।
নিবিড় বসন বান্ধিল সঘন
পীত ধড়া দিল তায় ॥
নবীন মুঞ্জরী পরি দুটি ভাই
সমান দোঁহার বেশ।
দেখিয়া মূরতি অনুপম বেশ
ভুলল মথুরা-দেশ ॥
শুনে কংস রাজা কৃষ্ণ বলরাম
আসি ধরে মল্লবেশ।
রজক বধিয়া বসন কাড়িয়া
লইল সে হৃষীকেশ ॥
ক্রোধে কংস রায় ধরণ না যায়
ডাকিল কুবল-হাতী।
“শুণ্ডে জড়াইয়া মার দুই জনে
এই সে বাড়িয়ে রীতি ॥
চণ্ডীদাস দেখি হাসিতে লাগিল
শুনিয়া কংসের কথা।
যে জন গোলোক- সম্পদ্ তা সনে
কিবা হঠ কর হেথা ॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। ভাগবতে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ হাত দিয়া রজকের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪১।৩১)।

৩-৪। ভাগবতে আছে যে তাঁহারা দুই দুই বসন পরিধান করিয়াছিলেন (১০।৪১।৩২)।

৫-৬। ভাগবতে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি বসন ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন (ভা, ঐ)।

২৩-২৪। যিনি গোলোকমণি তাঁহার সহিত চালাকী চলিবে না।

[৩২৯]

সুহই

কুবলয় হাতী ধায় বেগে অতি
মারিতে এ দুই ভাই।
গরজি গরজি দশন ফিরজি
দু'ভাই চিরিতে চায়॥
লটাপটি শুণ্ডে যেন বাহুদণ্ডে
প্রচণ্ড প্রতাপভরে।
গিয়া সে কানুর ধরল দু' বাহু
অতি সে নিবিড় সরে॥
ধরি করিশুণ্ড দু' ভাই প্রচণ্ড
উথারি দশন দুই।
কুবলয়-পায় অতি অনুশয়
দশন এ দুই লই॥
দেখিয়া পড়ল কুবলয়-বল
কংসের হইল ভয়।
স্থির নাহি মানে ভাই দুই জনে
করেতে দশন লয়॥
হেনক সময়ে চাণূর মুষ্টিক
ডাকিয়া আনিল কংস।
"তোমরা দু'জনে বল পরিক্রমে
কৃষ্ণবলরামে ধ্বংস॥"
চাণূর মুষ্টিক আসি দেখা দিল
কৃষ্ণবলরাম পাশে।
বাজিল বচন বোলা চারি ঘন(?)
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। কুবলয়াপীড় নামক হস্তী কংসের রঙ্গ-ভূমির দ্বারে অবস্থিত ছিল (ভা, ১০।৪।৫২)।

১১-১২। ভাগবতে আছে যে, কৌশলে শুণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর পদে আঘাত করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪৩।৫)।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর দন্ত হস্তে লইয়া মল্লভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪৩।১১), ইহাতে কংস অতিশয় ভীত হইয়াছিল (ভা, ১০।৪৩।১৫)।

[৩৩০]

সুহই

চাণূর মুষ্টিক দুই জন আসি
মিলল দোঁহার পাশে।
হাতাহাতি তথি মুটকা মুঠকি
মহা ঘোর খেলা আসে॥
মহা মল্লযুদ্ধ বাজিল দু'জনে
দেখিল যতেক পুর।
ধরিয়া চাণূর মুষ্টিক অসুর
তার মাথা কৈল চূর॥
বধিয়া অসুর প্রচণ্ড প্রচুর
গেলা যথা কংস রায়।
ঘোর অতিতর কৃষ্ণ হলধর
বাজিল দু'জনে তায়॥
কৃষ্ণ হাতে ভালি ধরি তার চুলি
কংসেরে বধিল হরি।
ছত্র দণ্ড দিয়া উগ্রসেন আনি
মথুরাতে রাজা করি॥
বসুদেব পিতা দৈবকী সে মাতা
উদ্ধার করিল হরি।

* * * * * *
* * *

গৃহমাঝে গিয়া মাতা পিতা লয়া
অনেক করিলা স্তুতি।
চণ্ডীদাস বলে— "বসুদেব কোলে
লইলা গোলোকপতি ॥"

টীকা

ভাগবতের অনেকগুলি ঘটনা কবি এই একটি পদে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

দৈবকী-বসুদেবের করুণা

[৩৩১]

সুহই

"এত দিন ছিলে কোথা।
ছাড়িয়া জননী বাছা যাদুমণি,
হিয়ায়ে মারিয়ে ব্যথা ॥
ও মোর বাছনি, চাঁদ-মুখখানি
দেখিয়ে নয়ান ভরি।
দুষ্ট কংস লাগি তোমা হেন পুত্রে
ভেজল গোকুল-পুরী ॥
শোকেতে আকুল পরাণ বিকল
এই দেখ তনু সারা।
যেন আঁখে আসি তারা দুটি বসি
দেখিল উজোর পারা ॥
পরাণ-প্রদীপ কেবল লোচন
এত দিন ছিলে কোথা।
কোলে যদুমণি এ ক্ষীর নবনী
বদনে দেওল তোমা ॥"

বসুদেব-সুত- লীলা অদভুত
অপার মহিমা যাঁর।
দ্বিজকুল যত কুলের আখ্যান
করিতে আছয়ে তাঁর ॥
এ চূড়া-করণ বিবিধ বিধান
আয়োজন করে অতি।
চণ্ডীদাস কহে— "নন্দের বিদায়
আগে সে করহ ইতি ॥"

টীকা

পঙ্—১০-১১। তোমরা আসাতে এখন মনে হয় যেন চক্ষের দুইটি তারা আমরা ফিরিয়া পাইলাম, এখন চতুর্দিক উজ্জ্বল দেখিতেছি।

২০-২১। পুরোহিত গর্গাচার্য্য এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দিগকে আনাইয়া বসুদেব যথাবিধি রামকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন (ভা, ১০।৪৫।১৯)।

নন্দ-বিদায়

[৩৩২]

করুণা

এ কথা পরোক্ষে যখন শুনল
শ্রবণে পশিল আসি।
নন্দের নন্দন পাইল বেদন
শ্রীবুকে ঠেকিল বাঁশী ॥
চাঁদ-মুখ মহী- তলে নিরখিয়া
ভাবিতে লাগিল মনে।
'কেমনে কহিব নন্দের বিদায়'—
চাহি হলধর পানে ॥

"অনেক করিল বিলাস বৈভব
ধন্য সে যশোদা মাই।
যার এক কলা গৃহের কথন
খুঁজিয়া পাইতে নাই ॥
কত কত আছে এ মহীমণ্ডলে
আছে অনেকের মাতা।
এমন না শুনি না দেখি না গুণি
তাহে নন্দঘোষ পিতা ॥
এ হেন ঘোষেরে বিদায় করিতে
মোর মনে নাহি লয়।
বিদায় করিতে যবে মনে করি
পরাণ নাহিক রয় ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "অতি বড় মোহে
লোরে ছল ছল আঁখি।
নন্দের নন্দন পাইয়া বেদন
বড় পরমাদ দেখি ॥"

টীকা

পঙ্—৪। বাণী যেন বুকে বিদ্ধ হইল, অর্থাৎ হৃদয়ে অত্যন্ত যাতনা অনুভূত হইল।

১১-১২। যাঁহার গৃহের বিলাস-বৈভবের ষোড়শাংশের এক অংশও অন্যত্র পাওয়া যাইবে না।

১৯-২০। নন্দের বিদায় ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে (ভা, ১০।৪৫।১৫-১৮)।

[৩৩৩]

শ্রীসুহা

"শুন হলধর ভাই।
কেমন করিয়া নন্দের বিদায়
কহিব কহত ভাই ॥"
এ কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া
রোদল যশোদা-সুত।
হলধর-পাশে নিশ্বাস এড়ই
তরল করল চিত ॥
"নন্দ হেন পিতা কি কহিব কথা
যার স্নেহে নাহি সীমা।
বহু সুখ অতি কি তার পীরিতি
যশোমতী অতি সমা ॥
যশোদার স্নেহ কি কহিব এহ
এ দেহ পূরিত সুখে।
এ জন বিদায় কেমনে করব
না লয় আমার মুখে ॥"
কহে হলধর— "শুন দামোদর,
এই সে উপায় মানি।
'পশ্চাতে গোকুল গমন করিব
আগেতে চলহ তুমি' ॥"
এ কথা রচিল কৃষ্ণ-হলধর
আগেতে দু'ভাই গিয়া।
দণ্ডাই দু'জনে নন্দ-মুখ-পানে
গদ্‌গদ হৈয়া হিয়া ॥
বিমুখ হইয়া রহে আন পানে
গোকুল-ঈশ্বর হরি।
চণ্ডীদাস বলে— "মোহিত হইয়া
আন সে কহিতে নারি ॥"

টীকা

পঙ্— ৬-৭। বলরামের নিকটে আক্ষেপ করিয়া হৃদয়ের বেদনা অনেকটা লাঘব করিলেন।

১১। যশোদাও স্নেহে নন্দের তুল্যা।

১৬-১৯। "তুমি আগে যাও, আমরা পরে যাইব" এই কথা বলিয়া নন্দকে বিদায় করিবার উপায় হলধর স্থির করিলেন। ভাগবতেও ইহার উল্লেখ আছে (ভা, ১০।৪৫।১৭)।

টীকা

পং—৩-৪ আমরা কিছু দিন এখানে থাকি, এই অনুরোধ বসুদেব-দৈবকী করিয়াছেন

[৩৩৪]

সুই

কহে বলরাম— "এক নিবেদন
শুন নন্দঘোষ রায়।
'কত দিন মোরা রহিলা'-কহিলা
এ বসু-দৈবকী মায়॥"
এ কথা শুনিতে বলরাম-মুখে
নন্দের বেদনা অতি।
যেন আচম্বিতে গাসি হিয়াচ্ছেদে
মরমে বাজিল তথি॥
নহে নিবারণ নিঠুর বচন
শ্রবণে শুনল যবে।
ব্যথাটি পাইয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া
ধরণী পড়ল তবে॥
"এই সে তোমার মনেতে আছিল
রহিতে মথুরাপুরে।
রাখিয়া এখানে হিয়ার পুথলি
কেমনে যাইব ঘরে॥
কিবা লয়া আনু কিবা লয়া যাব
কিবা সে বলিব লোকে।
যশোদা-রোহিণী গোপের রমণী
কি তারা বলিব মোকে॥"
চণ্ডীদাস বলে "শুন, নন্দ রায়,
কি আর দেখহ তুমি।
শকট আটন করহ সাজন
ভালমতে জানি আমি॥"

[৩৩৫]

কেদার

নন্দের করুণ শুনি।
পাষাণ গলিত দেখই বেকত
কুরয়ে (?) কুলের ধনী॥
ভূমে গড়ি যায় কান্দে নন্দরায়
সম্বিত নাহিক চিতে।
যেমন পাটল চৌদিগে আগল
দিক্ দিশা নাহি তাথে॥
"শুন হলধর, দেব দামোদর
তুমি গোলোকের পতি।
মানুষ গেয়ান করেছিল মন
এবে সে জানল রীতি॥
পরোক্ষে শুনেছি যখন জন্মিলে
দেবকী-জঠর হতে।
চতুর্ভুজ হয়া ক্ষোভ দেখাইয়া
বুঝিতে জননী চিতে॥
পুন মায়া ধরি দ্বিভুজ পসারি
রাখিল গোকুলপুরে।
যশোদার কোলে রাখি কুতূহলে
বসুদেব চলে পুরে॥
পুত্রস্নেহ-বশে সুখের হাতাশে
লালন পালন করে।
চণ্ডীদাস বলে— "অপার মহিমা
কে ইহা বুঝিতে পারে॥"

পঙ্—১-৩। নন্দের আক্ষেপ শুনিয়া মনে হয় যেন কোন কুলনারী পাষাণদ্রবকারী ক্রন্দন করিতেছে (?)।

৬-৭। পাটল—পট্টতল, বুকের পাটা। আগল—অর্গল হইতে অবরুদ্ধ অর্থে। বেদনায় যেন চতুর্দ্দিক হইতে বুক অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

[৩৩৬]

বড়ারি

যখন এ তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান করে
জানল জগৎপতি।
অন গুণ আনি গুণে পরাইতে
এ গুণ বিখ্যাত রীতি॥
এক দশ গুণ দশ গুণ পর
যেখানে মহল স্থান।
সেখানে উঠিল আখ্যান-শকতি
দম্ভের মদের স্থান॥
পুন মান রাগ এ তিন প্রকার
চারি চারি করে গুণি।
যখন এ তত্ত্ব প্রকাশি কায়াতে
দূরে গেল তত্ত্বখানি॥
সে যে ছিল জ্ঞান গেল কোন স্থান
আর দশা আসি ঘেরে।
'বাছা বাছা' বলি যে তত্ত্ব-পাগলী
উনমত হৈয়া ফেরে॥
তত্ত্ব দূরে গেল মায়া প্রবেশিল
জানল তনয় মোর।
চণ্ডীদাস বলে— "বুঝল শকতি
মানুষ ভিতরে ভোর॥"

[৩৩৭]

রামকেলি

"আরে মোর যাদুয়া দুলাল।
অনেক তপের ফলে এ ধন পেয়েছি কোলে
মধুপুরে হারাইল ভাল॥

ভাল হল যা করিলে দরিয়াতে ভাসাইলে
এ নহে তোমার ঠাকুরালি।
বাঢ়াইলে অতি প্রীত এবে কর অনুচিত
হিয়ায়ে আনল দিলে ভালি॥

বিরহ কঠিন বড় এ কথা জানিহ দঢ়
পরবশ না গুণিহ মনে।
উগারিয়া মধুরাশি প্রেম কৈলে অহর্নিশি
ইহা তুমি ঘুচাহ কেমনে॥

গোকুলের গোপিনীগণ আন সখা আন জন
সে সকল পাসর কেমনে।
* * * * * *
* * *

যশোদা রোহিণী কান্দে তারা বুক নাহি বান্ধে
যবে আসি প্রবেশিলা পুরে।
আছে তারা পথ চাই কবে আসিবে কানাই
কবে দেখি নয়ন গোচরে॥

এ কথা শুনিব যবে তারা কি তিলেক জীবে
মরিব যে জলে প্রবেশিয়া।
না কর নিঠুরপনা শুন বাপু দুই জনা
রহা নহে জননী তেজিয়া॥"

দর দর প্রেমবারি চতুর মুরলীধারী
পূরব পড়িয়া গেল মনে।
পীতবাস করে ধরি আঁখির পুছয়ে বারি
দেখে বলরাম অভিমানে॥

কৃষ্ণের বদন পানে চাহি কান্দে বলরামে
তুঁহে মুছে নয়নের বারি।
চণ্ডীদাস কহে তায় কহিলে দৈবকী মায়
রহি হেথা চতুর মুরারি॥

টীকা

পঙ্‌—৫। ইহা তোমার মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।

৯। তুমি পরবশ হইয়া যাইতে পারিতেছ না ইহা মনে ভাবিও না।

২২। জননী যশোদাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে থাকা উচিত নয়।

২৪। পূর্ব্বকথা মনে উদিত হইল।

এত কি সহয়ে নন্দের পরাণে
বিষম দারুণ আগি।
এ শোকে আর কি তিলেক বাঁচিব
হৃদয়ে রহল জাগি॥

"কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি।
যশোদা রোহিণী কিসে প্রবোধিব
বড় পরমাদ দেখি॥

কেমনে বাঁচিব গোপী কিসে জীব
যত সখাগণ তারা।"
চণ্ডীদাস বলে— "গোকুল তেজিলে
বুঝহ এমতি ধারা॥"

[৩৩৮]

শ্রী

এ কথা শুনিয়া নন্দের বিরহ
বাঢ়ল বিষম জ্বালা।
বহে প্রেমজল বসন ভিগিল
যেমন কালিন্দী-ধারা॥

ক্ষেণেক নিশ্বাস ক্ষেণেক হুতাশ
ক্ষেণেক সম্বিত হয়।
এক দৃষ্টে চাহে অতি বড় মোহে
নয়ান মিলিয়া রয়॥

ঘোষের নয়ানে দোঁহার বয়ানে
তৈছন দেখিয়ে হয়।
* * * * * *
* * * *॥

[৩৩৯]

সুহই

কৃষ্ণ হলধর বিমুখ অন্তর
লাজেতে না সরে বাণী।
আন ছলা করি কহেন বচন—
"কেহ সে নাহিক জানি॥"

"উঠ উঠ,"—বলি কহে বাসুদেব—
"শুনহ বচন মোর।
তোমার নিবিড় পীরিতি আরতি
আন কি জানয়ে ওর॥

নন্দ যশোমতী স্নেহের পীরিতি
কহিতে কহিব কত।
এ মহীমণ্ডলে নাহিক গণনা
আদর পীরিতি যত॥

স্নেহভাবে ভাল পাওল সম্পদ্
তুমি সে পবিত্র লেখি।
এ মহীমণ্ডল গণিতে বিস্তর
এমন নাহিক দেখি॥
কৃষ্ণ বলরাম কেবল তোমার
নহেন আনের বশে।”
না হলে এত কি আনের শকতি
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

কোলে দুই ভাই আনল তথাই
বদন চুম্বন ভালে।
লাজে মুখ বাঁকি কমলিয়া আঁখি
কিছুই নাহিক বোলে॥
বসুদেব সনে করি আলিঙ্গনে
দেবকীরে কহে বাণী—
“গোকুল-নগরে বিদায় মাগিয়ে”
চণ্ডীদাস ইহা জানি॥

টীকা

পঙ্—৪। এখানে আসিয়া যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই।

১৫-১৬। জগতে তোমাদের ন্যায় স্নেহ আর কোথাও দেখি না।

[৩৪০]

সুহই

বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়া
উঠে নন্দঘোষ রায়।
করুণ নয়নে বিরস বদনে
দুঁহু মুখপানে চায়॥
“বুঝল সকল কমললোচন
রহিবা মথুরাপুরে।
হের এস দুহু বরণ হেরিব
দুখ যাউ অতি দূরে॥”
ঢল ঢল ঢল বহে প্রেমজল
দোঁহার বদন হেরি।
বিন্ধল মরমে বাণ অতি খর
মরমে রহল ভোরি॥

নন্দঘোষের গোকুলগমন ও যশোদার খেদ

[৩৪১]

সুহই

সাজল শকট চলল নিকট
কান্দিতে কান্দিতে পথে।
শুধু দেহ যেন করল গমন
পরাণ রহিল ইথে॥
লোরে পথে কিছু দেখিতে না পায়ে
শোকেতে আকুল মানি।
সঘন নিশ্বাস বিষম হুতাশ
কহে গদ্গদ বাণী॥
এইরূপ পাই বিরহ-বেদনা
যমুনা হইল পার।
শকটের ধ্বনি শুনল শ্রবণে
কহয়ে আনন্দে সার॥

কোন সখাগণ তুরিতে গমন
শকট-শবদ শুনি।
গৃহকাজ ফেলি তুরিতে বাহির
হইলা নন্দের রাণী॥

কেহ পুরজন হাতে নড়ি ধরি
বাহির হইলা কেহু।
বালা বৃদ্ধ যত চলিলা তুরিতে
আর সে কুলের বহু॥

যত গোপীগণ শুনল শ্রবণে
রামকৃষ্ণ আইলা ঘরে।
এ কথা শুনিতে মরা তরু যেন
মুঞ্জরে শাখার সরে॥

চণ্ডীদাস ভেল অতি আনন্দিত
পূরল মনের কাম।
নয়ান ভরিয়া আজু সে হেরব
সেই নবঘন শ্যাম॥

গোপগোপী পুরবাসা চলে সবে প্রেমে ভাসি
কৃষ্ণ-হলধর আইল পুরে।
গিয়ে যমুনার ধারে দেখিল শকট 'পরে
তাথে নাই কৃষ্ণ-হলধরে॥

বিস্মিত হইয়া চিতে কহে যশোমতী চিতে—
"কোথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।"
এ কথা শুনিয়া নন্দ কান্দে বহু মন্দ মন্দ
"মোরে তেজি রহে দুই ভাই॥

কি আর পুছহ তোরা কৃষ্ণ বলরাম হারা
রহি দুহুঁ মথুরা-নগরা।
মোর মাথে পড়ে বাজ সাধিতে আপন কাজ
মোরে দিল ভারিয়া পাথারি॥"

শকট হইতে নন্দ পড়িয়ে বিনিয়ে কান্দে
লোরে আঁখি দেখিতে না পায়।
ধরে নন্দঘোষে তুলি চণ্ডীদাস বেয়াকুলি
সব জন ধরিয়া রহায়॥

[৩৪২]

নটনারায়ণ

হেন বেলে প্রবেশিল পুরে।
শুনি শকটের রোল করে সবে উতরোল
চলে সবে শ্যাম দেখিবারে॥

যশোদা রোহিণী ধায় মৃত তরু যেন প্রায়-
"কোথা কৃষ্ণ হলধর মোর।
দেখিয়ে নয়ন ভরি বদন চুম্বন করি
সুখের নাহিক কিছু ওর॥"

[৩৪৩]

শ্রীসুহা

"তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া।
কোথা না রাখিলা মোহ মায়া
যারে না দেখিলে আমি মরি
কেমনে বাঁচিব গোপনারী॥
কি লয়ে আইলা তুমি ঘরে।
ছাড়ি মোর কৃষ্ণ-হলধরে॥"
কান্দে রাণী ভূমে অচেতন।
ধায়ে যত গোপগোপীগণ॥

রোদন বেদন উপজল।
শোকেতে হইয়া গেল ঢল ॥
চণ্ডীদাস শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
ইহা কিবা শুনি আচম্বিত ॥/

[৩৪৪]

সুহই

"কি লয়ে আইলে তুমি।
এ ঘর-করণ দূরে তেয়াগিয়া
জলে প্রবেশিব আমি ॥
অন্ধনার নড়ি বাছারে কানায়া
কোথা না রাখিয়ে এলে।
কেমনে বাঁচিব তাহা না দেখিয়া
বড় দুখ মেনে দিলে ॥
কোথা হতে এল রাজা কংস-দূত
অক্রূর তাহার নাম।
শমন সমান প্রবেশি গোকুলে
লইল সবার প্রাণ ॥"
যেমন সোনার পুথলি ধূসর
অবনী উপরে দেখি।
নয়নের জলে তিতিয়া বসন
যমুনা-তরঙ্গ দেখি ॥
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
মুদিয়া নয়ন ডুটি।
যেমন চামরু তাহার চামর
অবনী মাঝারে লুটি ॥
যেমন ধাউল হইয়া বাউল
খাইয়া ব্যাধের শর।
তেমন বিরহ— বাণে তনু জর
না চিনে আপন পর ॥
আন বাণ যদি অন্তরে পৈশয়ে
তখনি তেজয়ে তনু।
এ বড়ি বিষম নহে নিবারণ
হিয়ায় পৈশয়ে জনু ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "কি আর বাঁচিব
এ হেন বিরহ-শরে।
আনল জ্বালিয়া তাহে প্রবেশিয়া
কি ছার জীবন ধরে ॥"

টীকা

পঙ্—৪। অন্ধনার নড়ি—অন্ধজনের লড়ী বা যষ্টি।

১২-১৫। সোনার পুত্তলিকা মলিন অবস্থায় যেন মাটির উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, গোপীগণকে দেখিলে এইরূপ বোধ হয়। যমুনার ধারার ন্যায় নয়নের জল-প্রবাহে তাহাদের বসন সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

১৮-২৩। চামরী গো যেমন ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহার চামর অবনীতে লুণ্ঠিত করিতে করিতে পাগলের ন্যায় ধাবিত হয়, সেইরূপ বিরহ-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া গোপীগণও এখন আপন-পর ভুলিয়া একে অপরের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাউল—বাতুল হইতে।

২৪-২৭। সাধারণতঃ বাণ অন্তরে বিদ্ধ হইলে প্রাণ বহির্গত হয়, কিন্তু বিরহ-বাণ অতি যন্ত্রণাদায়ক, হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ইহা অবিরত ব্যথা উৎপাদন করে।

[৩৪৫]

বড়ারি

"শুন, নন্দঘোষ, আমার বচন
জ্বালহ আনল ভালি।
তাহে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহ ত আনল জ্বালি ॥"

কেহ বলে—"যদি কৃষ্ণ নাহি এলা
বিসরি রহল গেহা।
কি ছার জীবন কিসের কারণ
এখনি তেজিব দেহা ॥
যাহার লাগিয়া এ ঘর-করণ
সেই সে রহল দূরে।
নয়নের তারা পরাণ দোসর
বাঁচিব কাহার তরে ॥"
কান্দে নন্দঘোষ যশোদা রোহিণী
সঙ্গের বালক যত।
পুরবাসিগণ যত গোয়ালিনী
কান্দে লাখে কত শত ॥
হাতে নড়ি করি কত শত অন্ধ
কান্দয়ে করুণ স্বরে।
আছিল সম্পদ্ বেড়ল আপদ্
কি হৈল গোকুলপুরে ॥
চান্দ তেজি গেল হইল আন্ধার
যেমন কানন সম।
বিষম দারুণ কাল সে সঘন
যেন তিমিঙ্গিল ভ্রম ॥
জগত-জীবন পরম-কারণ
গোকুলে সবার প্রাণ।
উনমত হই মুরছি কান্দই
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥

টীকা

পঙ্—৬। বৃন্দাবনের গৃহ বিস্মৃত হইয়া মথুরায় রহিল।

১১। কানু নয়নের তারা, এবং দ্বিতীয় প্রাণ সম।

২১-২৪। যেন চন্দ্র অস্তগত হইয়া কানন অন্ধকারময় করিল, অথবা ভীষণ কালমেঘ যেন বিরাট্ ভ্রম উৎপাদন করিল। তিমিঙ্গিল:—তিমিং (তিমি মাছ) গিল (যে গিলে), অর্থাৎ বিরাট্ তিমিবিশেষ; এখানে ঐরূপ বিরাট্ ভ্রম অর্থে।

[৩৪৬

বড়ারি

"কোথা গেলে পাব রামকৃষ্ণ দুই
জগত-জীবন ধন।
আর কি হেরব সবার গোচর
তথাই আছয়ে মন ॥
শুন নন্দঘোষ, আমার বচন
চল যাব সেই ঠাম।
দু বাহু পসারি কোলেতে লইয়া
দেখি নবঘন শ্যাম ॥
এ ক্ষীর নবনী ছেনা দুগ্ধ চিনি
দিব সে দোঁহার মুখে।
তবে সে যাইব আদর আগুন
হইব অতি সে সুখে ॥
দোঁহার বদন মোহন মদন
চল আগে গিয়া দেখি।
বদন চুম্বন করিব যতন
এই সে তাহার সাখি ॥"
এই বলি কান্দে যশোদা রোহিণী
তিল স্থির নাহি বান্ধে।
'কানাই, কানাই'— বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে ॥
চণ্ডীদাস বলে— "বজর পড়িল
কি আর দেখহ তোরা।
সবারে তেজিয়া রহল তথায়
সেই সে নয়নতারা ॥"

টীকা

পঙ্‌—৩-৪ কানু আর বৃন্দাবনে সকলের নিকটে আসিবে না, কারণ তাহার মন মথুরাতেই পড়িয়া রহিয়াছে।

৬। ঠাম :—স্থামন্ হইতে স্থান অর্থে।

[৩৪৭]

ধানশী

"অনেক তপের ফলে বিহি আনি দিল মোরে
সে হেন আদর-নটরায়।
কোন অপরাধ হল জননী ছাড়িয়ে গেল
হেনক আমার ভায়॥
সে হেন নবীন তনু যেন পদ কর ভানু
হিঙ্গুলে গঞ্জিত বিষধরে।
নবঘন তনুখানি অঞ্জনে দলিত শ্রেণী
নয়নকমল-শশধরে॥
কিবা সে মধুর হাসি মধু ঝরে রাশি রাশি
নবীন কোকিল জিনি বোলে।
করি শুণ্ড হল জিনি বাহুর সে সুবলনী
তা দেখি সদাই মন ঝুরে॥
সে হেন যাদব ধনে রাখি আইলে কোনখানে
সদাই সে ঝুরয়ে অন্তরে।
যে মোর হয়েছে মন এ কথা জানিবে কোন
এ কথা সে কহিব কাহারে॥
কর ভরি দিতে সর মুখ দেখি শশধর
বদন চাহিয়া যবে আসি।
ভাবিতে গুণিতে সেহ মলিন হইল দেহ
মনে মোর পড়ে নিশি দিশি॥"

যশোদার করুণা শুনি গলিত পাষাণ মানি
মৃগতরু কান্দয়ে ঝর্ঝরে।
সঘন নিশ্বাস নাসা শুনিয়া করুণ ভাষা
চণ্ডীদাস পড়িয়া ভূতলে॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। বিহি—বিধি।

আদর-নটরায়—আদরের নটরাজ।

৩-৪। আমার মনে হয় যে, আমার কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে।

৫। পদ এবং কর ভানুতুল্য রক্তবর্ণ।

৭। তু°—"দলিত অঞ্জন তনু"

[৩৪৮]

"আর কি শুনব তার বাণী।
শুনিয়া জুড়াব মোর প্রাণী॥
এ ক্ষীর নবনী দিব কায়।
আর কে ডাকিবে বলি মায়॥
মুই বড় অভাগিনী রামা।
ত্রিভুবনে নাহি কোন জনা॥
যে পুত্র-নবীন-তনুখানি।
আতপে মিলায় হেন জানি॥
যে জন চিরায়ে পিয়ে দুধ।
হেন বা করয়ে অনুরোধ॥
সে শিশু রহল মধুপুর।
মথুরা রহল বহু দূর॥

মরিব গরল বিষ খেয়ে।
কিবা ছার এ তনু রাখিয়ে ॥
জানিল বিধাতা ভেল বাম।
যবহুঁ তেজল ঘনশ্যাম ॥
এমন বা জানিথু স্বপনে।
তবে কি ছাড়িথু নবঘনে ॥”
চণ্ডীদাস ব্যথিত হিয়ায়।
নন্দেরে সে ধরিয়া রহায় ॥

টীকা

পঙ্—৩। কায়—কাহাকে।

৮। তু°—“বিষম ভানুর তাপে
জানি বা ও অঙ্গ গলি পানী হয়”
(১০৫ সং পদ

৯। তু°—“দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়”
(তরু, পদ সং ১১৭৭)।

১০। আবদার করে।

---

[৩৪৯]

কানাড়া

“কাহারে কহিব মনের বেদনা
ছাড়িল গোলোকপতি।
সুখের আমোদ বৈভব বসতি
ভাঙ্গল এ দিন রাতি ॥
আর কিবা দেখ কানাই ছাড়িল
ভাঙ্গিল রসের হাট।
আসিয়ে অক্রূর কৈল এত দুর
সেই সে পড়িল বাট ॥

তার সনে ছিল কিসের বিবাদ
সাধিল আপন কাজ।
তার মনোরথ পূরল সুন্দর
মোর শিরে দিয়ে বাজ ॥
কিসে প্রবোধিব প্রবোধ না মানে
জলে প্রবেশিব গিয়া।”
* * * *
* * * * ॥
করে কর ধরি যশোদা সুন্দরী
তুলল চেতন ধনী।
মুখে জল দিয়া গৃহে গেলা লয়া
কহেন ঐছন বাণী ॥
চণ্ডীদাস কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
অবনী গড়িয়া যায়।
লোরে পথ অতি না দেখি মূরতি
যেমন পাষাণ কায় ॥

শ্রীরাধিকার শোক

[৩৫০]

বিভাব

এ কথা শুনল শ্রবণ ভরিয়া
কৃষ্ণ না আইল আর।
মধুপুরে রহে সব জন কহে
রহিলা যমুনা পার ॥
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
সবে গেলা রাধা পাশে।
“নন্দঘোষ আসি পুরেতে প্রবেশি,
গোবিন্দ মাথুর দেশে ॥”

এ কথা শুনিয়া সবে এল ধেয়া—
"এ কি পরমাদ শুনি।
ছাড়িল গোকুল রহে বহুদূর
স্বপনে নাহিক জানি॥

আছিল মনেতে আসিব গোকুলে
তা মেনে নৈরাশ ভেল।
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
সবার পরাণ গেল॥

যাই একজন নন্দের ভুবন
বুঝহ কি রীতি তার।
তবে পরিণাম করি যতজন
শুধিব তাহার ধার॥"

চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,
বজর পড়িল মাথে।
মধুপুরে রহে কানু গুণমণি
বড় ভেল অনুরথে॥"

কে জানে নিঠুর হইব সবারে
মথুরা রহল গিয়ে।
কখন না জানি স্বপনে না শুনি
ছাড়িয়া যাইব প্রিয়ে॥

আলাপ ইঙ্গিতে যদি বা জানিথু
পরবাস হবে কাম।
নিজ কেশ-পাশে নিবিড় বন্ধনে
বাঁধিয়া রাখিথু শ্যাম॥

পরিহরি দূর রহে মধুপুর
কি জানি করিব বল।
এই মনে গুণি হেন অনুমানি
সে দেশ যাইব চল॥

যাহারে না দেখি তিলেক না জানি
কেমনে বঞ্চিব ঘরে।"
চণ্ডীদাস বলে— "নিকটে মিলব
সেই সে মুরলীধরে॥"

[৩৫১]

সুহই

"কানুর আদর পীরিতি ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ।
করম বিফল সেই সে ফলব
সুখের নাহিক লেশ॥

জনম গোয়ানু বিরহ-বেদনে
তিলেক নাহিক সুখ।
পরিণামে সারা এই হল পারা
দিলা বিরহের দুখ॥

[৩৫২]

সুহই

"মরিব গরল ভখি।
তাহার বিহনে ভাবিতে গণিতে
পরাণ হারাব দেখি॥

কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
সে জন কঠিন বড়।
পরের পীরিতি সুখের আরতি
এবে সে জানল গাঢ়

পরের পরাণ হরিতে কি দুখ
সুখের নাহিক লেহা।
ভাবিতে গণিতে মলিন হইল
অলপ হইল দেহা॥
অনেক যতনে সে পহু-রতনে
আছিল নিজহি কোড়।
বিহি নিকরুণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর॥
পহিলা পীরিতি যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ।
কুল তেয়াগিয়া কলঙ্ক রাখিল
লাগাইয়া প্রেম ফাঁদ॥”
চণ্ডীদাস শুনি রাধার বিরহ
উঠিল দারুণ দুখ।
নিরমল বর রসের নাগর
হেরব তাকর মুখ॥

টীকা

পঙ্—৪-৫। তু°—“কালিয়া যে জন, কঠিন সে জন, এবে সে জানিল দঢ়” (চণ্ডীদাস, ২২৬ পৃঃ)।

৬-৭। পরের পীরিতি যে সুখকর, এই ধারণা ছিল, কিন্তু এখন ভালরূপেই জানিলাম যে ইহা সত্য নহে।

৯। লেহা—লেশ।

১১। শরীর ক্ষীণ হইল।

১৬-১৭। তু°—“যখন পীরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা” (চণ্ডীদাস, ১১৭ পৃঃ)।

২৩। তাকর—তাহার।

[৩৫৩]

ধানশী

“সখি রে, মথুরামণ্ডলে পিয়া।
‘আসি আসি’-বলি পুন না আসিল
কুলিশ-পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার তেজিয়ে বিহার
রহিব কতেক কাল॥”
চণ্ডীদাস কহে— “মিছা আসা-আশে
থাকিব কতেক দিন।
যে থাকে কপালে করি একেকালে
মিটাইব আঁখর তিন॥”

টীকা

পঙ্—৩। বজ্র-কঠিন হৃদয়।

৫। নখ ক্ষয় করিলাম।

১২। তাহার আসিবার বৃথা আশায়।

১৫। হঠাৎ প্রাণত্যাগরূপ কোন কাজ করিয়া পীরিতির সাধ মিটাইব। তু°—“পীরিতি আখর তিন” (চণ্ডীদাস, ১৩৮ পৃঃ)।

[৩৫৪]

সিন্ধুড়া

"পিয়া গেল দূর দেশ হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ-পরাণী॥
পরশি সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে॥
গরল আনিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥"
চণ্ডীদাস কহে—"কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণ-নিধি আপনি মিলিবে॥"

[৩৫৫]

সুহই

"অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু মোর হিয়া ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বূল কর্পূর আমি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া পোহাব কত নাহি ছুটে লেহা॥
কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সখি, বিষ খেয়ে মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালহ আনল সই, মরিব পুড়িয়া॥
সে গুণ সোঙরিতে মোর পাঁজর খসে যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥"
চণ্ডীদাসে বলে—"কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥"

[৩৫৬]

ধানশী

"কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥

জোয়ারের পানি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥

যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়ে গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঁয়ানু
বঁধু ফিরে নাহি এল॥

যাও সহচরি, জানিহ আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশে আমি যাই চলি"
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

[৩৫৭]

রাই বলে—"সখি, হল বড় দুখী
না বাঁচে আমার প্রাণে।
সে হব আমার আমি হব তার
যে আনি[য়া] দিব শ্যামে ॥
যদি না পাইব পরাণ তেজিব
যমুনার জলে পশি।"
শুনি সখী সব হইল নীরব
মাথে হাত দিয়া বসি ॥
মনে বিচারিয়া কহে বিচারিয়া
"শুনগো পরাণ রাধে।
স্থির কর মন না হয় উচাটন
আনি দিব শ্যামচাঁদে ॥"
এ কথা বলিয়া রাধারে বুঝাইয়া
মুছয়ে নয়ান-বারি।
চণ্ডীদাস কয়— "শীঘ্রগতি যায়
আনহ রসিক মুরারি ॥"

টীকা

এই পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩৯ সংখ্যক পুঁথির ১১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল। পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পদটি এখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীরাধিকার দশা

[৩৫৮]

তুড়ি

অকথ্য[১] বেদনা[১] সই কহনে না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুথলি যেন ধূলায় লোটায় ॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
"তুমি কি দেখেছ কালা কহনা রে সখি ॥"
চণ্ডীদাস কহে—"কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া ॥"

পাঠান্তর:—

১-১ অখল বেয়াধি, পসং।

[৩৫৯]

বেলাবলি

দেখিয়া রাধার দশা উপজিল
উঠিল বিরহ-জ্বালা।
দশমী দশার এ সব লক্ষণ
দেখি যে বিষম বালা ॥
কোন নব রামা কহে রাধা-পাশে
"রথ আরোহণে শ্যাম।
গোকুল প্রবেশি আওল তুরিতে"—
শুনি কিছু হয়ে জ্ঞান ॥
চমকি চমকি মিলিত নয়ন
চাহেন সদায় গৌরী।
করে কর ধরি কোন নবরামা
মুখেতে ঢারয়ে বারি ॥
ক্ষেণেক চেতন পাইল কিশোরী
চকিত নয়নে চায়।
সোনার পুথলি যেন গড়ি যায়
ঐছন দেখিয়ে প্রায়

ঐছন অবনী উপরে ফুটল
কনক-কমল প্রায়।
কানুর বিরহে সে গুণ সুন্দরী
ধূলাতে ধূসর কায়॥
শীতল চামর ঢারি কোন রামা
মলয় চন্দন দিয়া।
শীতল পাখার বাতাস করয়ে
কোন নবরামা গিয়া॥
তাহে বাড়ে জ্বালা বিরহ-বেদন
হুতাশ উঠয়ে দুনু।
অঙ্গের চন্দন যে ছিল লেপন
তাহা শুখাইল তনু॥
বিরহ-আগুন হিয়ার ভিতরে
কি করে মলয়রাজে।
চণ্ডীদাস বলে— "কে এত জানব
যে জন এ রসে মজে॥"

টীকা

পঙ্—২৬। দুনু—দ্বিগুণ।

২৭-২৮। বিরহজনিত শরীরের তাপে চন্দন শুষ্ক হইল।

---

[৩৬০]

কানড়া

হায় রে দারুণ বিধি।
ছাড়াইলে গুণনিধি॥
যে এত দিল তাপ।
তারে ধরু বহু পাপ॥
এত কি সহিতে পারি।
বিরহে এ তনু মরি॥
তিলেক দিবার সাধ।
এ সুখে দিলে কি বাদ॥
কবে পাব তার মেলি।
পুন সে করব রস কেলি॥
আর কি হেরব মুখচন্দ্র।
ভাঙ্গব সকল দ্বন্দ্ব॥
পুন হরি মিলব মোর।
পিয়ারে করব নিজ কোড়।
পুন কি করব রস-কেলি।
নব নব গোপী হব মেলি॥
বাঁশী কি শুনব কাণে।
যাব বৃন্দাবন পানে॥
ঘসিয়া চন্দন মালা।
কারে দিব আর গলা॥
চণ্ডীদাস কয়।
তিলেক না কর ভয়॥

[৩৬১]

সুহই-সিন্ধুড়া

"হেদে গো সজনি সই, তোমারে কিছুই কই
এ দুখে জীবার নহে রাধা।
* * * * * * * *
* * * *॥
যেজন পরম বন্ধু সে দিল শোকের সিন্ধু
ভাবিতে গুণিতে সেই লেহা।
বুঝিল আপন চিতে মরণ আইল নিতে
আর কি রহিব পাপ দেহা॥

শুন গো মরম সখি, বড় পরমাদ দেখি
এ তনু তেজিব আমি যবে।
কৃষ্ণের মালতী তথা সেঁচি তাহে সর্ব্বথা
নিতি তাহা মার্জ্জন করিবে॥
তেজিব পরাণ যবে তোমা বেই বিনুরত (?)
ভাজহ রবির তাপে।
রাখিহ যতন করি জীতে না ভেটল হরি
যেন পিয়া রাখি কোনরূপে॥
যা সনে পীরিতে করি তারে না দেখিলে মরি
সে সকল দুখ বিসরিয়া।
কেমন ধরণ তার সে হিয়া পাষাণ সার
কেমনে বান্ধব সেই হিয়া॥"
এই সব ধনী কহে কাতর বচন মোহে
লোহে আগরল দুই আঁখি।
দারুণ কঠিন প্রাণ এমন করয়ে কেন
চণ্ডীদাস তাহে আছে সাখী।

টীকা

পঙ্‌—২২। অশ্রু দুই চক্ষু অবরুদ্ধ করিল।

---

[৩৬২]

কামুট

"ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় ইহা বুঝ পরতীত
কি আর রহায়ে রাখ॥
আনহ চন্দন কাষ্ঠ পরিমল
ভালে সে মেলাহ চিতা।
মনের আনন্দে এ দেহ পোড়াই
কি কহ তাহার কথা॥"
এ কাজ যখন শ্রবণে শুনিল
বেথিত কোনহি জনা।
রাই গলে ধরি অপার রোদন
বেদন হানল রামা॥
"তোমার এ অঙ্গ লাখবাণ সোনা
শ্রীমুখমণ্ডল বিধু।
যার হাসি রসে মণি কত হয়ে
ঝরয়ে কতেক মধু॥
এ অঙ্গ-দাহন কিসের কারণ
শুনহ কিশোরী গোরি।
কোন শুভ দিনে প্রসন্ন হইলে
সো বর নাগর হরি॥
এ তনু রহিলে তনু তনু মিলে
কোন দশা ফলে কত।
চেতন সমাধে শুন প্রিয় রাধে
নিকটে মিলব প্রিয়॥
সে হেন রসিয়া রহিলা বসিয়া
বিসরিয়ে সব লেহা।
রাধা বলি যদি কভু কোন সাধে
মনে পড়ে এই গেহা॥
অনেক আরতি করিলা পীরিতি
এ নব নায়রী সনে।
নিকটে মিলব হেন মনে লয়ে"
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্‌—২। পরতীত—প্রতীত, প্রত্যক্ষ।
৩। আর কেন বারণ কর।
৫। ভদ্র—ভল্ল—ভাল। মঙ্গল চাও, চিতা সজ্জিত কর।
১৩। তু°—"বদন সুন্দর, যেন শশধর" (চণ্ডীদাস, ৭ পৃঃ)।

১৪। তু°—"যাহার হাসির, মিশালে পড়য়ে, কত মাণিকের কণি" (চণ্ডীদাস, ৬৬ পৃঃ)।

১৮-২০। দেহ নষ্ট করিও না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে কোন সময়ে পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

[৩৬৩]

ধানশী

সখীর বচন শুনল সুন্দরী
রাজার নন্দিনী ধনী।
মিলল নয়ান মুছল বয়ান
কহে আধ আধ বাণী॥
"সবার বচন যেন লাগে আসি
গরল সমান মানি।
সেই সুনাগর বিনে নাহি আর
কিছুই নাহিক জানি॥"
মুখে দিয়া জল রাই উঠায়ল
গৃহমাঝে নিল থুয়া।
সুচারু পালঙ্কে রাই শুতায়ল
দুই চারি সখী লয়া॥
বসনের বায়ে রাই অঙ্গ ভুষে
কহেন মধুর বাণী।
"ত্বরিতে মিলব সে নব নাগর
আমি সে ভালই জানি॥
কোন পরবাদ বিষম বিবাদ
সে শ্যাম কতেক দুর।
একজন গিয়া আনিব ডাকিয়া"—
চণ্ডীদাস মন পূর॥

[৩৬৪]

তুড়ি

"একে হাম হব বনবাসী।
রামেরে ছাড়িয়া সীতা বনবাসী ভেল গো
তেন হাম মনে করিয়াছি॥
কাননে রহব একা না হয়ে কাহারে দেখা
থাকি যেন যোগীর ধেয়ানে।
তুলিয়া মূল আর ফল নবীন কুসুমদল
এই গুরি রাখিব যতনে॥
তুলিয়া সিন্দূর ভার এ জটা ধরিব সার
অনুরাগে ভ্রমিব কাননে।
তবে সে ঘুচিব তাপ এ দেহের অনুরাগ
ইহা মেনে করিব যতনে॥
এ দুখে জীবার নই, শুনগো মরম সই,
কি ছার গৃহের সাধ।
জানিল নিঠুর বড়ি সবারে রহিল ছাড়ি
দিল পঁহু বহু বিসম্বাদ॥"
শুনিয়া রাধার বাণী হেটমাথে গোয়ালিনী
কহেন বচন কিছু ভাষ।
"কহ কহ ধনী রাই, পূরব শুনিয়ে তাই"
কহিতে লাগিলা চণ্ডীদাস॥

টীকা

পঙ্‌—৫। যোগীর ন্যায় ধ্যানে মগ্ন রহিব।

[৩৬৫]

সুহ-বেলাবনি

"পূরব সে অবতারে পূর্ণ পূর্ণ অবতারে
সূর্য্যবংশ রাম অবতার।
নব দুর্ব্বাদল তনু করে ধরি শর ধনু
দশরথ-সুত অনিবার॥

পালিতে বাপের সত্য এ চৌদ্দ বৎসর গত
শিরে জটা পরিয়া বাকল।
করিয়া সীতার সঙ্গ বন ভ্রমি নানা রঙ্গ
সীতাপতি শ্রীরাম সুন্দর॥

সেই সীতা দশাননে হরিয়া লইয়া বনে
লঙ্কাতে লইয়া গেল তারে।
কেবল ঈশ্বর-অংশ রাবণ করিয়া ধ্বংস
করি পঁহু সীতার উদ্ধারে॥

সীতার উদ্ধার করি অযোধ্যাতে অবতরি
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল রাজা।
কোন লোক অপরাধে পাইয়া সে রঘুনাথে
সীতা বনবাসে দিল ভেজা॥

তেজি রঘুনাথ-সঙ্গ সুপথে হইল ভঙ্গ"—
পূরব কাহিনী কহে রাধা।
রাধার যুকতি এই নিশ্চয় করিব সেই
চণ্ডীদাস কহে কিছু বোধা॥

[৩৬৬]

সুহই

অনুরাগে রাধা বেথিত অন্তরে
পাইয়া বিষম জ্বালা।
ক্ষেণে কত শত উঠে অনুরথ
দেখিয়া কদম্ব-তলা॥

সেই সে যমুনা জলকেলি-পথ
ঘাটের মাঝারে গিয়া।
পূরব পীরিতি যেখানে করিল
দেখি পড়ে মুরছিয়া॥

যেখানে বসন হরণ করিল
রসিক নাগর কান।
তা দেখি কিশোরী সকল বিসরি
উঠিল দারুণ গান॥

যেখানে সঙ্কেত দেখিল বেকত
ধরিয়া মাধবীডাল।
বিষম বিরহ তাহে উপজিল
নয়নে বহয়ে ধার॥

যেখানে সঙ্গত করল নাগর
গিয়া সে কিশোরী রাই।
তা দেখি লুটত মহার উপরে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

টীকা

দীন চণ্ডীদাস-রচিত গোপীগণের বস্ত্রহরণের পালা পাওয়া যায় নাই; এখানে তাহার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, কবি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াও পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০৩ সংখ্যক পদেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। যেখানে কৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়াছিলেন, এবং রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থান দেখিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়াতে রাধা বিরহে ব্যথিত হইলেন। দান-লীলার প্রথম পদে এইরূপ "সঙ্কেত ইঙ্গিতের" উল্লেখ রহিয়াছে। দানলীলা এবং নৌকাখণ্ডের পালাতেও রাধা-কৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে; ইহা ব্যতীত পূর্ব্বরাগের পালায়, এবং রাসলীলা-কালে নানাভাবে তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছে। এই পদে ঐ সকল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

[৩৬৭]

সুহই—নট

"সই, কে যাবে মথুরাপুর।
এ হেন যাতনা তারে নিবেদিয়ে
তবে পরিহরি দূর॥
কেনে বা অবলা করিয়া বিকলা
সেই সে আছয়ে ভাল।
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
তাহার পরাণ গেল॥
কে যাবে যাহ ত কানুর সম্মুখে
তারে দিব এই হার।
গজমতি ছড়া গাথুনি সুসারি
গণনা নাহিক যার॥
এহ হার তার গলায়ে পরাব
কে এত আছয়ে হিতু।"
এক নবরামা কহে ধীরে ধীরে—
"তোরে নিবেদিয়ে কিছু॥
অল্প কটাক্ষে গুপথে যাইব
কেহ সে লখিতে নারে।
দেখাই হইলে যাহাই কহিব
যেবা সে আছে অন্তরে॥"
সেই নবরামা করিল পয়ান
যেখানে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস বলে— "কানু অন্বেষণে
তুরিত গমনে যায়॥"

টীকা

পঙ্—৪-৭। আমাদিগকে ব্যাকুলিত করিয়া সে মথুরাতে ভালই আছে, কিন্তু ব্রজরমণীদের প্রাণ শেষ হইতেছে।

১৩। হিতু—হিতকারী।
১৬। অল্প কটাক্ষে—ক্ষণমাত্রে।
গুপথে—গুপ্তভাবে।

[৩৬৮]

আশাবড়ি

"সখি, কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিলে হাসে॥
কার শিরে হাত দিয়ে।
কদম্ব-তলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁয়ে॥
মোর বৃন্দাবন আছে সাখী।
আর এক হয় যদি মনে হয়
কপোত নামেতে পাখী॥
এ কথা কহিও তারে।
সে গুণ ঝুরিয়া যে জন মরিবে
সে বধ লাগিবে তারে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে
সে তারে পাসরে কেনে॥

টীকা

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের পদ পাওয়া যায় নাই। এই পদ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জল স্পর্শ করিয়া কদম্বতলায় রাধার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া শপথ করিয়াছিলেন। কবি, ঐ ঘটনার বর্ণনায় কোন কপোত পক্ষীর উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

[৩৬৯]

কানড়া

সখি, কহবি[১] কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি[২] কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিলুঁ[৩] ভাবনে
বিহি[৪] সে করল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন হৃদয়ে[৫] দ্বিগুণ[৫]
সহন নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন"—
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

১ কহিবি, পসং ২ ধরিবি, ঐ
৩ করিনু, ঐ ৪ বিধি, ঐ
৫-৫ দহয়ে?, তরু ; সহয়ে যে গুণ, পদামৃত-সমুদ্র।

টীকা

পঙ্—৩। তিয়াষে—তৃষ্ণায়, মিলন-আকাঙ্ক্ষায়।

৫। "(শ্রীরাধা) নিজ-জন বলিয়া যে কথা আছে, তাহা ত্যাগ করিবে না," এই বর তাঁহার নিকট মাগিয়া লইবে। (৺সতীশ রায় মহাশয়ের ব্যাখ্যা)। অথবা—কানু যে আমাদের নিজ-জন, এই কথা বলিতে কখনও বিরত হইও না, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহাকে ভালবাসা জানাইয়া তাহার নিকট হইতে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার সম্মতি আদায় করিয়া লইবে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

[৩৭০]

"ওহে[১] বড়ই[২] বিষম বিরহ-নারা[২]।
কিছু[৩] নাহি খায়[৩] শিযেতে[৪] লুকায়[৪]
পাঁজর হৈয়াছে[৫] সারা॥
শুনি কি না শুনি কহে[৬] সরু বাণী
যেন অরুন্ধতী[৭] তারা[৭]।
কনক রতন[৮] যেন[৯] মলিয়ান[৯]
চকিত লোচন-তারা॥
শ্রবণ নয়ন[১০] ঝরে[১১] অনুক্ষণ
যেনক[১২] শায়ন-ধারা[১২]।
নেতের বসনে মুছিব[১৩] কেমনে
এত বল আছে কারা॥
এখন তখন তাহার জীবন
না চলে কণ্ঠের নালা[১৪]।"
চণ্ডীদাসে[১৫] কহে— "তুরিতে[১৬] চলহে,[১৬]
বিলম্ব[১৭] না সহে কালা[১৭]॥"

১ অহে, ২৯১
২-২ বড়াই, তাহার বিষম নারা, পসং
৩ ৩ কিছুই না খাএ, ২৯১
সে তেজয়ে কায়, পসং
হইছে, ২৯১ ৬ যেন, পসং
৭-৭ ধুতি তারা, ২৯১ ; রুধিরের ধারা, পসং
৮ বদন, ঐ ৯-৯ হৈয়াছে মলিন, ঐ
নআন, ২৯১ ১১ করে, পসং
১২-১২ জেন সাঙন মাসের ধারা, ২৯১
মুছিবে, পসং ১৪ লালা, ঐ
১৫ চণ্ডীদাস, ঐ ১৬-১৬ বাদ, ঐ
১৭-১৭ তুরিতে চলহ বালা, ঐ

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দূতী মথুরায় যাইতেছেন, আর এই পদে তিনি মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

পঙ্—১। নাড়ি—বিচলনে। বিরহে রাধিকা বড়ই বিচলিত হইয়াছে।

২। শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

৫। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অন্তর্গত বশিষ্ঠ তারার নিকটে ক্ষুদ্র একটি তারা আছে। তাহাকে বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী বলে। ইহার দীপ্তি অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া সহজে দেখা যায় না।

[৩৭১]

সুহিনা

"ওহে ও কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাইমুখ-ইন্দু॥
ওহে ও পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাইল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥"
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে

পঙ্—৮। তু°—

"রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে নাম আপনার।"
(চণ্ডীদাস, ৪২ পৃঃ)।

[৩৭২]

ধানশী

"শ্যাম-শুক পাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেম-সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়ে আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।"
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব তজবিজে
পেতে পারে কিনা পারে॥

টীকা

পঙ্—৮। আকুসি—সং—আকর্ষণী হইতে। তু° আকড়ষী, আঁকুড়ষী, আঁকুশী (অঙ্কুশিকা) ইত্যাদি।

৯। পুরে—মধুপুরে।

১৪। তজবিজে—আরবী তজবিজ হইতে; বিচারে

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদরত্নমালায় গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে (ঐ, ৪০২-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

[৩৭৩]

"বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়
কহিনু তোমারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে রাধার শপথ
আর না করিহ দেরি ॥
কালিন্দী-পুলিনে কমলের শেযে
রাখিয়ে রাইএর দেহ।
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যামনাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে-'তোর বন্ধুয়া আসিল'—
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু যমুনা পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে
রাই-দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব
ঝাট চল ব্রজে যাই।"
বলে চণ্ডীদাসে— "বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই ॥"

পঙ্—৩। নিদান—শেষ দশা।

৫। প্যারী—প্রিয়-কারিকা হইতে প্রিয়া রাধিকা অর্থে।

৭। দেরি—ফা°—দের হইতে বিলম্ব অর্থে।

৮। শেযে—শয্যায়।

[৩৭৪]

শ্রী

"ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ বন্ধু লাজ নাহি বাস
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত ॥"
চণ্ডীদাস ভণে— "মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসিল খাটে ॥"

টীকা

পঙ্—১২। চিটা—সং—উৎ-শিষ্ট, অব-শিষ্ট হইতে শিঠা হইয়া চিটা। শোঠগুড়।

[৩৭৫]

"ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
জনম অবধি কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজ-গোপী হতে মথুরা-নাগরী
কত রূপে গুণে বটে হে ॥
কিংবা কুবুজা নামে কুবুজিনী
তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি
বিহি মিলাইছে জেনে ॥
কিংবা কুবুজা গুণে গুণবতী
গুণেতে করেছে বশ।
পীরিতি সুখের কি জানে যজিতে
কিবা সে রেখেছে যশ ॥
যতেক তোমারে পীরিতি করুক
তেমন পীরিতি হবে না।
রাধানাথ বিনে কুবুজার নাথ
কেহ তো তোমারে কবে না ॥
কি আর কহিব মনের বেদনা
কহিতে যে দুখ পাই।"
চণ্ডীদাস কহে— "কহিতে বেদনা
পরাণ ফাটিয়া যায় ॥"

টীকা

পঙ্—১৩-১৬। তুমি নিজে ত্রিভঙ্গ বলিয়া কুব্জাকেই তোমার মনে ধরিয়াছে; বিধাতা বিবেচনা করিয়াই মিলাইয়াছেন।

২০। প্রেমিকা বলিয়া তাহার খ্যাতি নাই।

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির সহিত এই পদের প্রথমাংশের বেশ মিল আছে। একই পদ পরবর্ত্তী কালে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

[৩৭৬]

নটনারায়ণ

"বন্ধু কানাই, তোমার চরিত এত দূর।
সে হেন কিশোরী রাধা তো বিনু হইয়া আধা
তুমি কেনে এতেক নিঠুর ॥
চম্পকবরণী ধনী লাখবাণ হেম গণি
সে রাধা মলিন মুখচাঁদে।
গিয়া নীপতরুমূলে লোটাইয়া ভূমিতলে
নিশি দিশি পিয়া বলি কান্দে ॥
খলিত নয়নজলে সে অঙ্গ ভাসিয়া চলে
তিতে অঙ্গে নীলের বসন।
খঞ্জন-নয়নী রাই কান্দিয়া আকুল তাই
দেখি যেন অরুণ বরণ ॥
জীয়ে কিনা জীয়ে রাই কহিল তোমার ঠাঁই
পরদশা আসি উপজিল।
বড়ই কঠিন দেখি শুনহ কমলআঁখি
তুরিত গমনে তুমি চল ॥
আছে যদি রাইএ কাজ তুরিতে সেখানে সাজ
দেখ গিয়া ধনী বিরহিনী।
তুয়া দরশন আশে তেঁই সে পরাণ আছে"—
চণ্ডীদাস ভালমতে জানি ॥

টীকা

পঙ্—৬-৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬৬ সং পদ দ্রষ্টব্য।

১১। কান্দিতে কান্দিতে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।

১৩। পরদশা—শেষদশা।

[৩৭৭]

সুহা বেলয়ার

সখীর বচন শুনিতে নাগর
বিস্মিত হইলা বড়ি।
যেমন দারুণ শেল পশি হৃদে
তেমনি নিশ্বাস ছাড়ি॥
ব্যাকুল বিরহ বচন স্বরূপ
চকিত নয়নে চায়।
ব্যথাটি পাইয়া সে নব নাগর
করুণ-নয়নে চায়॥
সখীমুখপানে চাহি কহে বাণী
রসিয়া নাগর কান।
"পুন পুন কহ রাধার সংবাদ
শুনিতে শুনিয়ে আন॥"
সখী পুন কহে আঁখি ভরি লোহে
মোহেতে আকুল হয়ে।
"সে নব কিশোরী তোমার বিরহে
আছেন মূর্চ্ছিত হয়ে॥
তোমার সঙ্কেত মাধবী দেখিয়া
সেখানে নিদান রাই।
সম্বিত না হয়ে মুদিত নয়ানে
দেখিয়া আইনু ভাই॥
মুখে বারি ঢারি গাগরি গাগরি
নাহিক চেতন রাধা।
দেখিয়ে বিষম বুঝিয়ে মরম
যে কর মনেতে সাধা॥
তুরিত গমন করহ এখন
যদি বা দেখিবা এস।"
চণ্ডীদাস পুন আইলা তুরিতে
শ্যাম সুনাগর পাশ॥

টীকা

পঙ্—১২। হয়ত আমি এক শুনিতে আর শুনিয়া থাকিব।

১৭। এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬৬, ৩৭৬ পদদ্বয়ে করা হইয়াছে।

২৪। তোমার যাহা বাসনা তাহাই কর।

[৩৭৮]

শ্রী

এ কথা শুনিয়া নাগর-শেখর
গদ্গদ ভেল তনু।
কমল-নয়নে ধারা বরিখয়ে
মুগধ হইল কানু॥
পীত বসন ধরিয়া সঘন
মুছত নয়ন লোর।
দশমী দশার শেষ রব শুনি
তাহাই হইল ভোর॥
"শুনহ সজনি কহিতে কি হয়ে
কেমন দেখিলে রাধা।
নিশ্চয় কহিবে আছে কি বাঁচিয়া
আমার সে তনু আধা॥

সে নব কিশোরী তারে কি পাসরি
হৃদয়ে আছয়ে জাগি।
সে হেন পীরিতি করিতে না পেয়ে
সদাই উঠিছে আগি ॥
যারে না দেখিলে তিলেক না জীয়ে
হিয়া বিদরিয়া মরি।
দেখিলে জুড়াই সে মুখমণ্ডল
কহিল মরম ভোরি ॥
রাধার কারণ গোঠে মাঠে ঘাটে
চরাই ধেনুর পাল।
পথের মাঝারে কদম্ব-তলায়
দান সিরজিল ভাল ॥
মধুর মুরলী ধরিয়া অঙ্গুলী
বদনে মিশায়ে ভালি।
আনের মিশালে ফুঁকিয়ে রসালে
সদা রাধা রাধা বলি ॥
সে নব নাগরী কেমনে পাশরি
শুনহ বচন মোর।"
চণ্ডীদাস কহে— "তুম্বিত গমন
নহেবা হইবে ভোর ॥"

টীকা

পঙ্—৭-৮। শ্রীরাধা দশটি বিরহ দশার শেষ দশায় উপনীত হইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণ আকুল হইলেন। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, এবং মৃত্যু এই দশটি বিরহ দশা কথিত হয়।

১২। কৃষ্ণ এখানে রাধাকে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ বলিতেছেন। তু°—"আইস ধনী রাধা, তুমি তনু আধা" (১৪০ সং পদ)।

১৬। আগি—বিরহাগ্নি।

১৭-১৮। তু°—
"খবে তিল আধ, তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি"
(পূর্ব্ববর্ত্তী, ১৪১ সং পদ)।

২১-২২। তু°—
"বাঁশীর সঙ্কেতে সদা নাম নিয়ে
গোঠেতে গোধন রাখি।"
(ঐ, ১৩৯ সং পদ)।

২৩-২৪। তু°—
"তোমার কারণে দান সিরজিল
বসিয়া কদম্বতলে।" (ঐ)

[৩৭৯]

সুহই

পুছে পুন পুন— "কহত সঘন
সে বর-নাগরী-গুণ।"
পুলক-হৃদয় দুখ দূরে গেল
কহে রসময় পুন ॥
"কেমন গোপের রমণী যতেক
কেমন বালক সখা।
কেমন আছেন সে নন্দ যশোদা
পুন সে নাহিক দেখা ॥
কেমন নগর চাতর বাজার
কেমন আছয়ে রীতি।
সে হেন যমুনা- পুলিন কানন
পুরবাসিগণ যতি ॥"
কহ সেই বলি বচন উত্তর
শুনিতে পিয়ার বাণী।
কি আর কহিব সুধাইয়া দেখ
চণ্ডীদাস ভালে জানি ॥

সখীর উক্তি

[৩৮০]

কানড়া

"তুমি হে নিদয়া বড়ি।
সে নব-নাগরী প্রেমের লহরী
কেমনে রয়েছ ছাড়ি॥

নিশি দিশি রাধা কান্দিয়া বিকল
নয়ানে নাহিক ঘুম।
কারে কিছু ধনী না কহে উত্তর
তিলেক হয়েছে ভ্রম॥

বদন উপর কর আচ্ছাদিয়া
লোরেতে ভরিয়া আঁখি।
অঙ্গের বসন তিতল সকল
আবেশে যে চন্দ্রমুখী॥

গিয়া তরুবরে কদম্ব কুহরে
বসিয়া নবীন রাই।
তা দেখি বিপদ্ বাড়িল অন্তর
বিফলে কান্দিয়ে তাই॥

অন্নজল কিছু না চলয়ে তার
সদাই তুহারি ধ্যান।
'প্রিয়া, প্রিয়া'-বলি কথা রস-কেলি
ক্ষেণে ক্ষেণে হয় জ্ঞান॥

যদি বা তুরিত করহ গমন
তবে সে মানিয়ে ভাল।"
এ কথা শুনিতে রসময় কান
বিরহে হইল ঢল॥

চণ্ডীদাস বলে— "শুন সুনাগর
ঐছন দেখিল রাধা।
তোমার বিরহে সে নব কিশোরী
সোনার বরণ আধা॥"

---

[৩৮১]

নটনারায়ণ

"শুনগো সজনি পরমাদ শুনি
রাধার ঐছন দশা।"
বিরহে আকুল রসময় কান
সঘনে নিশ্বাস নাসা॥

করেতে আছিল মোহন মুরলী
তাহা না পড়িল কতি।
কমলনয়নে লোর বহি ঘনে
ভাসিয়া চলিল তথি॥

অঙ্গের সৌরভ এ চুয়া চন্দন
ভূষণ কৌস্তুভমণি।
এ সব তিতিয়া চলল ভাসিয়া
বিরহে চতুরমণি॥

"সে মোর প্রেয়সী প্রেমময়ী রাধা
শুধুই সুধার রাশি।
দাঁড়ায়ে দেখই ও মুখমণ্ডল
হেনক মনেতে বাসি॥

যাহার লাগিয়া বনে ধেনু রাখি
তাহার দরশ আশে।
মধুর মুরলী গাই নিশি দিশি
ধরি নটবর বেশে॥"

ঐছন বিরহ নাগর-শেখর
ক্ষণেক সম্বিত পায়।
তুরিত গমন চল বৃন্দাবন
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

[৩৮২]

সোয়ারি

"চল চল যাব রাই-দরশনে
শুন গো মরম সখি।
সে গোরী নাগরী কেমনে বিসরি
শয়নে স্বপনে দেখি॥
মধুপুর যদি থাকয়ে একলা
সদাই ভাবিয়ে রাই।
নিশির স্বপনে দেখিয়ে সঘনে
সদাই সে গুণ গাই॥
বসিতে রাধিকা গমনে রাধিকা
গুণেতে রাধিকা দেখি।
ভোজনে রাধিকা গমনে রাধিকা
সদাই রাধিকা সাথা॥
হাস পরিহাসে রাধার মহিমা
সদাই পড়য়ে মনে।
কাহারে কহিব মনের বেদনা
আপন মরমে জানে॥
আন কি জানব হৃদয় পোড়নি
সদা উচাটন চিত।
মনে পড়ে যবে রাধার মূরতি
বাঁশীতে গাইয়ে গীত॥
কহিবে রাধারে তাহার অন্তরে
সদাই আছিয়ে বাঁধা।
করে করি কর জাপিয়ে অন্তর
এ দুই অক্ষর রাধা॥
আগে যাহ সখি রাধার গোচর
কহিবে যতন করি।
আমি গিয়া পুন দেখিব সে জন"
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

[৩৮৩]

শ্রী

আই সেই সখা ভেটে চন্দ্রমুখী
"শুন সুখমই রাধা।
মুখ তুলি চাহ শুনহ সংবাদ
না কর তিলেক বাধা॥"
মুখ তুলি রাই সখী পানে চাই—
"কহত শ্যামের কথা।
শুনি কিবা রীতি তাহার পীরিতি
ঘুচুক হিয়ার ব্যথা॥
কহ কহ শুনি জুড়াক পরাণী
কেমনে আছয়ে পিয়া।
সুখেরি বারতা কহ দেখি হেথা
শুনিয়া জুড়াক হিয়া॥"
কহে সেই সখী— "শুন চন্দ্রমুখি,
শ্যামেরে দেখিয়া আনু।
কহিতে কহিতে শ্যামের কাহিনী
মনের হুতাশে মনু॥

তোমার কাহিনী শুনি গুণমণি
কান্দিয়া আকুল বড়ি।
নয়নের লোরে বহি চলে কোড়ে
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি॥
মথুরা-নগরে বসি এক ভিতে
নিভৃত হইয়া কান।
মোরে বেরি বেরি পুছয়ে সে হরি
তোহারি গুণের 'খ্যান॥
'কহ কহ আগে রাধার কাহিনী
সে অঙ্গ আছয়ে ভাল?'
শুনিতে শুনিতে দশার কথন
কানু সে হইল ঢল॥
কত বা কহব আদর পীরিতি,
তুয়া পরসঙ্গ বিনে।
আন নাহি জানে সে বর নাগর"—
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

শুনিয়া সখীর বাণী অতি ভেল বিরহিণী—
"কহ কহ শুনি পিয়া-গুণে।"
সোনার পুথলি ঐছে অবনীতে লোটাইছে
ধারা বহে এ দুই নয়নে॥
"কেমন মথুরাপুরী কেমন নাগরী নারী
কহ দেখি মরম-সজনি।
শুনিব শ্রবণ ভরি কেমন কুবুজা নারী
কত রূপ সে জন মালিনী॥
তা সনে পীরিতি করে মুগধ রসিক বরে
শুনিয়াছি পরলোক-মুখে।
এত কি সহিতে পারি মনে সে গুমরি মরি
জনম গোঙানু এই দুখে॥
এই অতি ভেল মান উঠিল দারুণ মান
পিয়া কি * * এতদূর।"
চণ্ডীদাস কহে—"ধনি, মিলব নাগরমণি
হব তুয়া মনোরথ পূর॥"

[৩৮৪]

কানড়া

"রাই, বড় সে দেখিল বিপরীত।
সে নব নাগর কান তোমারে কেবল মন
দেখিল সদয় অতি চিত॥
বিরহ-বেদন-শরে ভেল তনু জরে জরে
আন কহিতে নাহি আন।
শুনিতে তোমার রীত পুলক মানয়ে চিত
লোরে আঁখি হরল গেয়ান॥
শ্রবণ পরশি শুনে তোমার মাধুরী-গুণে
মোহিত হইল কলেবর।
কেবল তোমার নাম নিরবধি জপে শ্যাম
কাঁপে দুটি অধর সুন্দর॥"

টীকা

পঙ্‌—১। আমরা ভাবিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মথুরায় গিয়া বিপরীত ভাব দেখিয়া আসিয়াছি (পরবর্ত্তী পংক্তিগুলি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮২ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

১০-১১ তু—
"করে করি কর, জপিয়ে অন্তর,
এ দুই অক্ষর 'রাধা'।"
(৩৮২ সং পদ)।

২৪-২৫। এই মানের বর্ণনা পরবর্ত্তী পদে দৃষ্ট হইবে।

[৩৮৫]

ধানশী

শুনি ধনী মূরছিত ভেলি।
সোঙরি সে সুখ-রস-কেলি ॥
পিয়া-গুণ ঝুরিতে ঝুরিতে।
পুলকিত ভেল হিয়া চিতে ॥
পড়ল ধরণীতলে গোরী।
মুছল লোর অতি ভোরি ॥
"সো পঁহু বিদগধ রায়।
মধুপুর রহল ছাপায় ॥
এত কি সহিব কুলবালা।
এ অতি বিরহকি জ্বালা ॥
সো নব নাগর সুজান।
ছোড়ল মোহ অভিধান ॥
যব ভেল কুবুজাক সঙ্গ।
তব ভেল সব সুখ ভঙ্গ ॥
এ সখি তোরে বলি ব্যথা।
সাজাহ দারুণ অতি চিতা ॥
এ দেহ করিব ছারখার।
কে এত সহিব জঞ্জাল ॥"
চণ্ডীদাস কহে পুন বোল।
নাগর মিলব আসি কোড় ॥

টীকা

পঙ্—১১। সুজান—সজ্জন।
১২। আমাকে অন্যায়রূপে পরিত্যাগ করিল

[৩৮৬]

সুহই—বেলয়ার

শুনিয়ে রাধার বাণী সখী কহে—"ভালে জানি
সকল কহিয়ে ভালমতে।
শ্রবণ ভরিয়ে শুন বিপদ্ ভাবিছ কেন
বুঝিয়ে করিবে যাহা চিতে ॥
মোরে সে ভেজল কান আইল তোমার স্থান—
'রাধারে তুষিবে ভালমতে।
পেয়ে দশমীর দশা পাছে হবে ফলভাষা
তুরিতে চলিয়ে যাহ পথে ॥'
পাছে ধনী তেজে প্রাণ পাইয়া বিরহ-বাণ
তেঁই আমি আসিল তুরিত।
কহিলা নাগর রাজ— 'যাইব গোকুল-মাঝ
দেখিব সে প্রেমময় রীত ॥'
পশ্চাতে গমন সাধে শুন সুখমই রাধে
পুন পাবে তাহার মিলন।
বিষাদ করহ দূর হবে মনোরথ পূর
শুন শুন আমার বচন ॥"
"সঙ্কেত করিয়া বাণী আসিব সে গুণমণি
হেন দশা কবে হবে মোর।
পেয়ে সে নাগররাজ সাধিব আপন কাজ
কবে সে করব নিজ কোড় ॥"
সখীর বচন শুনি হরষ হইল ধনী—
"পরশ করিব আমি যবে।
তবে সে মনের সিদ্ধি যদি মিলায়ব বিধি"
চণ্ডীদাস সুখী হব তবে ॥

[৩৮৭]

সুহই—বেলয়ার

হেনক সময়ে এক সখী আসি
হাসি হাসি কহে কথা।
"উঠ উঠ ধনি, ও চাঁদবদনি,
ঘুচাহ মনের ব্যথা॥

তব দুরদিন সব দূরে গেল
উঠিয়া বৈসহ রাই।
তোমার মাধব নিকটে আওল
দেখহ নয়ন চাই॥"

এ সব বারতা শুনি শুভ কথা
আনন্দে পূরল হিয়া।
চকিত নয়নে চাহিতে সঘনে
সম্মুখে দেখল প্রিয়া॥

"এস এস,"—বলি দুটি বাহু তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা।
চিরদিনে বিধি মিলায়ল নিধি
ঘুচিল মনের ব্যথা॥

সব সখী মেলি জয় হুলাহুলি
দেওয় দোঁহার পাশ।
আনন্দ-সাগর দেখিয়ে বিভোর
গুণ গায় চণ্ডীদাস॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদের পূর্ব্বে নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসে "সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল" পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহা গোপালদাসের বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে (তরু, ভূমিকা, ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এখানে পরিত্যক্ত হইল।

[৩৮৮]

অথ মিলন[১]

রাগ কেদার[২]

রাধার[৩] মন জানি রসিক মুরারি
(যবে) রজনী গহন ভেল।
বুঝিয়া নাগর নিঃশব্দ নগর
রাধার মন্দিরে গেল[৩]॥
অতি সুবাসিত বারি ঢালি[৪] রাধা
ধোয়াল চরণ দুই[৫]।
[৬] কেশ পাশ দিয়া চরণ মুছায়া
বিচিত্র পালঙ্কে লই[৭]॥
মৃগমদ ভরি চন্দন কটোরি[৮]
অগোর[৯] মিলিত[১০] তায়।
মনের হরিষে[১১] সুনাগরী রাধে[১২]
লেপিছে শ্যামের[১৩] গায়॥
নানা ফুলদাম[১৪] অতি অনুপাম[১৫]
গলে পরায়ল[১৬] রাধা।
রূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘন
তিলেক নাহিক[১৭] বাধা॥
কানুর শ্রীমুখ[১৮] যেন শশধর
যেমন পূর্ণিমার শশী।
রাই সে চকোর পাই[১৯] নিরন্তর[১৯]
পিতেছে[২০] সে রস[২০] রাশি[২১]॥
চণ্ডীদাসে[২২] কয়[২৩]— "হেন মনে হয়[২৪]
শুনহ[২৫] কিশোরী[২৬] রাধে।
মনের মানসে দিয়া[২৭] আসপাশে[২৭]
দৃঢ়[২৮] করি[২৮] বান্ধ[২৯] সাধে[২৯]॥"

[১] ২৯৭ পুঁথির পাঠ; বাদ, অন্যত্র
[২] সুহই, পসং; বাদ, ২৯৫, ২৯৭
[৩-৩] ২৯৭ পুঁথিতে আছে; বাদ, অন্যত্র

৪ দিআ, ২৯৭ ৫ তুহু, ২৯৫, ২৩৯৪

৬ এই দুই পঙ্‌ক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে আছে, পসং

৭ থুই, ২৮৯ ; লহু, ২৯৫, ২৩৯৪ ; সুই, ২৯৭

৮ কোঠোরি, ২৮৯, ২৯৫ ; কটরি, ২৯২ ; কস্তুরি ২৯৭

৯ অগরি, ২৮৯ ; আগর, ২৯৫, ২৩৯৪

১০ তিমির, পসং ; লেপিত, ২৯৭

১১ মানসে, পসং, ২৯৭

১২ রাধা, পসং, ২৮৯, ২৯২ ১৩ বন্ধুর, ২৯৭

১৪ ফুলদান, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

১৫ সুশোভন, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং

১৬ পরাইল, পসং, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭

১৭ না করে, ২৯৭ ১৮ অধর, ২৯২

১৯-১৯ পিয়ে সুধাকর, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

২০-২০ পিবই অবশ, পসং ; পিতেই অবশ, ২৯২

২১ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৮৯, ২৯৭ পুঁথিতে নাই

২২ চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯

২৩ কহে, পসং, ২৯৫, ২ ৯৪ ; বলে, ২৮৯

২৪ করি, পসং, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

২৫ সুন গো, ২৮৯ ২৬ সুনাগরি, ২৯৭

২৭-২৭ পাশ আস দিয়া, পসং, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ; আশ পাশ দিএ, ২৮৯

২৮-২৮ ছুটি করে, পসং

২৯-২৯ যেন বান্ধে, পসং, ২৮৯, ২৯২ ২৯৭

[৩৮৯]

সুহই

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
তুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ ছাঁদে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চাঁদে॥

আধ নয়ানে দুহুঁ রূপ নিহারই
চাহনি আনহি ভাতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি॥

শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইল আনন্দ ভরে
শিরীশকুসুম-কমলিনী॥

অতসী কুসুম সম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোর॥

বিগলিত কেশ কুন্তল শিখিচন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম হিলোল॥

চণ্ডীদাস কহে— "দুহুঁ রূপ নিরখিতে
বিছুরল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড়বর সুন্দর রসরাজ
সুন্দরী মিলই রসাল॥"

এই পদটি পদকল্পতরুতে ভণিতাহীন অবস্থায় উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ২৭৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। সেখানে ইহা রূপাভিসার পর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসে ইহা ভাবসম্মিলনের পর্য্যায়ভুক্ত।

[৩৯০]

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পীরিতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
কাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি নিভায়ল আনল
পাওল বিরহক ওর॥
রতন-পালঙ্ক-পর বৈঠল দুহুঁ জন
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ-সলিল-ভরে হেরই না পারই
অনিমেষে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাবভরে গদ্‌গদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥

টীকা

পঙ্‌—১। শতেক বরষ—বহু দিন।
৪। পরিত্যাগ করিবার অবসর নাই।
৯। প্রেমাবেশে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল।
১১। বিরহের পার বা অন্ত প্রাপ্ত হইল।
১৪-১৫। আনন্দাশ্রুতে চক্ষু পূর্ণ হওয়াতে দেখিবার বিঘ্ন উপস্থিত হইল, তখন যেন পলকহীন চক্ষে মোহাবিষ্ট হইয়া রহিল।

[৩৯১]

সুহই

ভাবোল্লাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদ্‌গদ হয়।
"ব্রজ-পীরিতের প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীপ কি নিভাতে হয়॥
কালিয়া কুটিল স্বভাব তোমার
কপট পীরিতি যত।
ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলালে কত॥
পীরিতি-রসের রসিক বোলাও
পীরিতি বুঝিতে নার।
মথুরা-নগরের যত নাগরীর
পীরিতের ধার ধার'॥
শুন গিরিধারি, মথুরা-বিহারি,
নারী বধে নাহি ভয়।
পীরিতি করিয়ে তোমারে ভজিলে
শেষে কি এই দশা হয়॥
পীরিতি করিলে কেন দগধিলে
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন দয়াহীন জন
তোর নিদারুণ হিয়ে॥
সোই রসিকতা পীরিতি-মমতা
সমতা হইলে রাখে।
পীরিতি রতন রসের গঠন
কুটিলাতে নাহি থাকে॥
পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পীরিতি ছাড়িতে নারে।
রসের পসরা, তা কি
রাখালে বহিতে পারে॥

যে জনা রসিক রসে ঢর ঢর
মরমী যে জন হয়।
হেরে রে রে ক'রে ধবলী চরায়
সে জনা রসিক নয়॥

রসিকের রীতি সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে।"
চণ্ডীদাস কহে— "রাধার গঞ্জনা
সুধা সম কানু মানে॥"

টীকা

পঙ্—২১-২২। তু°—
"পীরিতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয়"
(চণ্ডীদাস, ৩৩৬ পৃঃ)

২৩-২৪। তু°—
"অসতের বাতাস অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায়"
(ঐ, ৩৩৯ পৃঃ)

২৫-২৬। তু°—
"পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে"
(ঐ, ১৬২ পৃঃ)।

না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥

জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ সম
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥

সখীগণ কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুহু বাঢ়াইলি
অব টুটায়ব কে॥

তোহারি গরবে গরবিণী হাম
গরবে ভরল বুক।"
চণ্ডীদাস কহে— "এমতি নহিলে
পীরিতি কিসের সুখ॥"

টীকা

পঙ্—১৬। তু°—
"তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।"
(জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ)।

[৩৯২]

সুহই

"শুন, শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায়॥

[৩৯৩]

রামকেলী [১]

"বঁধু [২], ছাড়িয়া না দিব তোরে।
মরম [৩] যেখানে রাখিব সেখানে
হেন [৪] মোর মনে [৫] করে॥

লোক-হাসি হউ[৫] যায়[৬] জাতি যাউ[৬]
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তুমি[৭] গেলে যদি শুন গুণনিধি[৭]
আর কোথা তুয়া[৮] পাব ॥[৯]

আঁখি পালটিতে নহে[১০] পরতীত[১১]
থুইতে সোয়াস্তি[১২] নাই।
এখন মরণ দশা উপজল
জুড়াব[১৩] কোন বা[১৩] ঠাঁই ॥[১৪]

কাহারে কহিব কেবা পতিয়াব[১৫]
আমার যাতনা যত।
তোমার কারণে[১৬] এতেক সহিয়ে[১৬]
নহে[১৭] পরমাদ হত ॥"

রাধার বচন শুনি[১৮] সুনাগর[১৮]
গদ্‌গদ ভেল দেহা।
"আমি সে তোমার প্রেমে আছি বশ[১৯]
মরমে[২০] বেঁধেছি[২০] লেহা ॥"

চণ্ডীদাসে[২১] কয়[২২]— "দুহুঁ এক হয়[২৪]
ইহার[২৪] না[২৫] হয়[২৫] ভিনু।
বিহি[২৬] সে বসিয়া দুহু মিশাইয়া
গড়ল একই তনু ॥"

১ রাগ', ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭

২ বোন্ধু, ২৩৯৪ ; বন্ধু, ২৯৫ ; বোধু, ২৮৯ ; ওহে শ্যাম, ২৯৭ ; বাদ, ২৯২।

৩ পরাণ, ২৯৭

৪-৪ মন জে এ হেন, ২৩৯৪ ; মোন জে য়ে হেন, ২৯৫ ; হেন মন মর, ২৮৯ ; °মনে মোর, ২৯২ ; °মন, ২৯৭

৫ হক, ২৯৭ ৬-৬ জাতি জাএ জাক, ঐ

৭-৭ তোমা হেন নিধি, ঘুচাইল বিধি, ২৯৭

৮ তোমা, ২৯৫ ; গেলে, ২৯৭

৯ এই ৪ পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৮৯

১০ নাহি, পসং, ২৮৯

১১ পরতীতে, পসং ; পরতিতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২

১২ সোয়াস্ত, ২৮৯, ২৯২ ; সুয়াস্ত, ২৯৫

১৩-১৩ জুড়াইব কোন, ২৯২

১৪ এই ৪ পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯৭

১৫ পিত্যাইব, পসং ; পাতিএব, ২৮৯ ; পেতাইব, ২৯২ ; পীত্যাইব, ২৯৭

১৬-১৬ কারন, সহিয়ে এমন, ২৯২ ; লাগিআ জতেক সহিলে, ২৯৭

১৭ নহিলে, ২৯৭

১৮-১৮ সুনিয়া নাগর, ২৩৯৪, ২৯৫ ; সুন', ২৮৯ ; সুনিয়া তখন, ২৯২ ; সুনি রসিকবর নাগর, ২৯৭

১৯ বান্ধা, ২৩৯৪, ২৯৫

২০-২০ হৃদয়ে সপ্যাছি, ২৩৯৪, ২৯৫ ; °বান্ধিলে, ২৯৭

২১ চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯

২২ কহে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭

২৩ তনু, ২৮৯

২৪ ইহাতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯ ; হয় বা, ২৯৭

২৫ নাহিক, ২৮৯

২৬ বিধি, ২৯২

টীকা

পঙ্‌—১-৩। তু°—

"বঁধু হে, আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থুব ॥"
(জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২৩০ পৃঃ)।

এবং -

"বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব।"
(চণ্ডীদাস, ১০৭ পৃঃ)।

[৩৯৪]

কামোদ [১]

"বন্ধু [২], কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি ॥
তুমি বিদগধ গুণের [৩] সাগর [৩]
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বেন্ধেছে [৪] পীরিতি
অথল ব্রজের [৫] রামা ॥
জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া [৬]
শরণ লইয়াছি।
যে [৭] কর সে [৮] কর তোমার [৯] চরণে [৯]
এ দেহ সঁপিয়াছি ॥
আনের অনেক [১০] আছে আন [১১] জন
রাধার [১২] কেবল [১৩] তুমি।
ও দুটি [১৪] চরণ [১৫] শীতল দেখিয়া [১৫]
শরণ লইনু [১৬] আমি ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন সুনাগর [১৭]
রাধারে [১৮] না হও বাম।
লোকমুখে শুনি তোমার মহিমা
শরণ [১৯]-পুঞ্জর [১৯] ধাম [২০] ॥"

১ কানড়া, ২৩৯৪ ; রাগ কানড়া, ২৯৫ ; রাগ,° ২৯২ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৭

২ বাদ, ২৮৯, ২৯২ ; অহে শ্যাম, ২৯৭

৩-৩ গুনে বিশারদ, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৩, ২৯৫

৪ বেন্ধেছ, পসং ; বেধেছ, ২৮৯ ; বেন্ধ্যাছ, ২৯২,

৫ কুলের, ২৮৯

৬ নিছায়া, ২৩৯৪ ; বেচিএ, ২৮৯

৭ জা, ২৩৯৪, ২৯৫ ৮ তা, ঐ

৯-৯ °বড়াই, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯ ; তোমা বহি নাঞি, ২৯২, ২৯৩

১০ আনেক, পসং

১১ কত, পসং ; অন্য, ২৩৯৪

১২ আমার, ২৮৯ ১৩ পরান, ২৯৭

১৪ রাঙ্গা, ২৯৭

১৫-১৫ সিতল চরণ দেখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫

১৬ লএাছি, ২৮৯ ; লয়্যাছি, ২৯৩ ; লইয়াছি, ২৯৩ ; লঞাছি, ২৯৭

১৭ বিনদিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বিনদিনি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩ ; নিরদয়, ২৯৭

৮ আমারে, ২৯৩

১৯-১৯ সরন পঞ্চর, পসং ; °পঞ্জর, ২৯৭ ; °পিঞ্জর, ২৯২, ২৯৩

২০ নাম, ২৮৯, ২৯৭, পসং

টীকা

পঙ্—৮। নিছিয়া—নির্মঞ্ছন হইতে উৎসর্গ করিয়া অর্থে।

১২-১৩। তু—

"অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।"
(জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ)।

এবং—"আনের আছয়ে আন জন যত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইয়াছি আমি ॥
(পরবর্ত্তী, ৩৯৭ সং পদ)।

[৩৯৫]

সিন্ধুড়া

"তোমার পীরিতি কি জানি জজিতে
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিলুঁ
পরিণামে [১] এত [১] জ্বালা ॥

অবলা জনার [৪] দোষ না লইবে
তিলে কত হয় [৫] দোষ।
তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িহ [৬]
মোরে না করিহ [৭] রোষ ॥

তুমি সে পুরুষ- ভূষণ [৮] শকতি
সকলি সহিতে হয়।
কুলের কামিনী লেহ বাড়াইয়া
ছাড়িতে উচিত নয় ॥

তিলেক না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি।"
হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া
চণ্ডীদাস আছে সাথী ॥

[১] ভকতি, পসং, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৫
[২] করিনু, পসং
[২-৩] হল, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫ ; শেষে পাছে হয়, ২৯৭
[৪] জনের, পসং   [৫] সত, ২৩৯৪
[৬] ছাড়িবে, ২৯৭   [৭] করিবে, ঐ
[৮] অতুল, ২৯৫, ২৩৯৪

টীকা

পঙ্—৯। তু°—
"তুমি সে পুরুষ- ভূষণ শকতি
তুমি সে জগৎ সিন্ধু।"
(চণ্ডীদাস, ৮৮।পৃঃ)।

কারণ—"ইহ দেব হরি দেবের দেবতা
ইহাতে নাহিক্ আন।"
(ঐ, ৮৭ পৃঃ)।

[৩৯৬]

গড়া [১]

"বঁধু [২], তুমি [৩] নিদারুণ নয় [৪]।
তোমার কারণে [৫] এত পরমাদ
নিশ্চয় করিয়া [৬] কয় [৭] ॥

মনের [৮] বেদনা [৮] কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন দাড়িম্ব [৯] ফাটিয়া পড়য়ে
তেমতি [১০] করিছে [১১] বুক ॥

যদি বা [১১] কখন [১১] কান্দি কোন [১২] ছলে [১২]
শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে [১৩]—'শ্যাম লাগি [১৩] কান্দে কলঙ্কিনী'—
এমতি [১৪] তাহার ধারা ॥

হেন [১৫] করে মন শুনি কুবচন [১৫]
গরল ভখিয়া [১৬] মরি।
তার [১৭] নাহি দায় শুন শ্যামরায় [১৮]
তোমারে [১৯] ছাড়িতে নারি [১৯] ॥

তোমা হেন ধনে [২০] ছাড়িব কেমনে
তোমা কারে দিয়া যাব।"
চণ্ডীদাসে [২১] কহে [২২]— "শুন বিনোদিনি,
কোথা [২৩] গেলে আর পাব [২৩] ॥"

[১] রাগ, ২৩৯৪ ; রাগ কানড়া, ২৯২ ; রাগ গৌড়া, ২৯৫ ; বাদ, ২৯৭
[২] বোন্ধু, ২৩৯৪ ; বন্ধু, ২৯৫ ; বাদ, ২৯২ ; ওহে শ্যাম, ২৯৭
[৩] বাদ, ২৩৯৪, ২৯৫
[৪] নয়ে, পসং ; না হয়, ২৯২
[৫] লাগিআ, ২৯৭ ; কারণ, ২৯২
[৬] কহিলাম, পসং
[৭] কয়ে, পসং ; কহ্য, ২৯২, ২৯৫

৮-৮ বেদন কহিব, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২ (বেদনা°)
৯ আমার, পসং ; আনার, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪
১০-১০ এমতি করয়ে, পসং ; °ফাটয়ে, ২৯২ ; °করএ, ২৯৫
১১-১১ কোন খানে, পসং
১২-১২ লোক স্থানে, ঐ ; °স্থানে, ২৯২
১৩-১৩ শ্যাম নাম বলি, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২
১৪ এমন, ২৯৭
১৫-১৫ তোমা হেন ধনে, ছাড়িব কেমনে, ২৯২
১৬ খাইয়া, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৯২
১৭ তাহে, ২৯৭ ১৮ জতুরায়, ২৯২
১৯-১৯ তোমার লাগিআ মরি, ২৯৭
২০ জনে, ২৩৯৪ ; ধন, পসং ২১ চণ্ডীদাস, পসং
২২ বলে, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৯২ ; কয়, ২৯৭
২৩-২৩ আর কোথা গেলে পাবে, ২৯৭, পসং মরিলে কোথা বা পাব, ২৯৫, ২৩৯৪

[৩৯৭]

শ্রী [১]

"বঁধু, [২] কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি [৩] হবে [৪] তুমি ॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে [৫]
পাইলুঁ [৬] কামনা করি।
না [৭] জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঁই সে পরাণে মরি [৭] ॥
বড় শুভক্ষণে [৮] তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি [৯]।
পরাণ [১০] হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি [১০] ॥
আনের [১১] আছয়ে আন জন যত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া [১২]
শরণ লইয়াছি [১৩] আমি ॥
গুরু গরবিত তারা বলে কত [১৪]
সে সব গৌরব [১৫] বাসি।
তোমার কারণে [১৬] এতেক [১৭] সহিলুঁ [১৭]
দুকুলে হইল [১৮] হাসি ॥"
কহে চণ্ডীদাস— "শুন সুনাগর,
রাধার আরতি রাখ।
পীরিতি-রসের [১৯] চূড়ামণি হয়া [২০]
রসেতে রসিয়া থাক [২১] ॥

১ তথা রাগ, ২৩৯৪ ; শ্রীরাগ, ২৯২ ; বাদ, ২৯৫
২ বন্ধু, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৫ ৩ প্রাণনাথ, ২৯২
৪ হইও, পসং ; হয়, ২৯২
৫ আরাধিয়া, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪
৬ পেয়েছি, পসং
৭-৭ বাদ, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৫
৮ সুলক্ষনে, ২৩৯৪, ২৯৫ ৯ ভারি, ঐ
১০-১০ বাদ, সকল পুঁথি ১১ অন্যের, ২৩৯৪
১২ দেখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২
১৩ লইয়াছি, পসং ; লয়্যাছি, ২৩৯৪, ২৯৫
১৪ জত, ২৯২, ২৯৫
১৫ সম্পদ, ২৯৫ ; গরল, ২৯২
১৬ কারণ, ২৯২
১৭-১৭ এত না সহিয়ে, পসং ; ২৯২
১৮ রহিল, ২৩৯৪ ১৯ সেখর, ২৩৯৪, ২৯৫
২০ হয়ে, পসং ২১ রাখ, পসং

[৩৯৮]

ধানশী [১]

রাই কহে—"শুন কে[২] জানে[২] পীরিতি[৩]
আরতি[৪] রসের[৪] লেহ।
আর[৫] কেবা জানে[৫] রসের[৬] মাধুরী
বুঝিতে[৭] পারয়ে[৭] কেহ॥
পীরিতি আঁখরে[৮] যে জন পূরিত
কিছু কিছু জানে সেহ।[৯]
রসের[১০] রসিক রসে আরোপিত[১০]
সেই সে জানয়ে লেহ[১১]॥[১২]
কোন[১৩] কুলরামা পীরিতি না[১৪] জানে[১৪]
সে[১৫] জন[১৫] আছয়ে ভাল।
আমি[১৬] সে পীরিতি করিয়া মজিলুঁ[১৭]
এ দেহ হইল কাল॥
কায়[১৮] মন চিতে ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লয়েছে[১৯] রাধা।
এ হেন সুখের ঘর[২০] বান্ধিয়াছি[২০]
তাহে কেন[২১] কর[২১] বাধা॥
অনেক যতনে পীরিতি রতনে[২২]
ভাঙ্গিতে তিলেকে[২৩] পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয়[২৪] শ্রম[২৪]
শুনহ[২৫] প্রাণের হরি॥"
চণ্ডীদাসে[২৬] বলে[২৭]— "এমন[২৮] পীরিতি
শুনিতে জগৎ বশ।
দোঁহে সে জানয়ে দুহু[২৯] রস[২৯]-তত্ত্ব
আনে কি[৩০] জানয়ে রস॥"

১ রাগ ধানসি, ২৩৯৪ ; ধানসি রাগ; ২৯২ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৭

২-২ কি জানি, সকল পুঁথি

৩ ভকতি, ২৩৯৪, ২৯৫   ৪-৪ পিরিতি আরতি, ঐ

৫-৫ আন কেবা°, পসং ; আন কি জানয়ে, ২৩৯৪, ২৯৫ ; আন কিবা জানে, ২৮৯ ; আনে কিবা জানএ, ২৯৭

৬ য়ে রস, ২৯৭   ৭-৭ রসিক বুঝএ ; ঐ

৮ আখর, ২৩৯৪, ২৯৫

৯ এই দুই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৯৭ পুঁথিতে আছে— "পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর, পিরিতি আছএ জেবা

১০-১০ রসের সেখর, রসের পিরিতি, ২৩৯৪, ২৯৫

১১ সেহ, পসং ; লেহা, ২৯৭ ; ইহ, ২৯৫

১২ এই চারি পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯২, ২৯৩

১৩ জেই, ২৩৯৪, ২৯৫ ; কোন কোন, ২৯৭

১৪-১৪ জানে না, ২৯২, ২৯৩

১৫-১৫ সেই সে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫ ; সে জনা, ২৯৩

১৬ মুঁই, পসং ; সেই, ২৮৯ ; মুঞি, ২৯৫ ; মুই, ২৯৭

১৭ পসিল, ২৩৯৪, ২৮৯ ; পশিনু, পসং, ২৯৩ ; পশিলুঁ, ২৯২ ; পোসিল, ২৯৫

১৮ এক, ২৯৭

১৯ লইল, ২৮৯ ; লয়াছে, ২৯২ ; লঞাছে, ২৯৩ ; লয়্যাছে, ২৯৫ ; লই আছে, ২৯৭

২০-২০ ঘর জে ভাঙ্গিছে, ২৯২ ; সম্পদ ভাঙ্গিতে, ২৯৩ ;

২১-২১ তাহা কেন কর, পসং ; তাহাতে লোকের, ২৯৭, কেন বা করহ, ২৯৩

২২ রতন, পসং, ২৮৯ ; বাটএ, ২৯৭

২৩ তিলেক, পসং, ২৮৯

২৪-২৪ হয় মহাশ্রম, ২৩৯৪ ; হয় অতি শ্রম, ২৯৫

২৫ শুনহে, ২৯৭

২৬ চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯

২৭ কহে, ২৯৭

২৮ এমতি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩

২৯ দোঁহার, পসং ; দোহারি, ২৮৯ ; দোহার, ২৯২, ২৯৩ ; দুহাকার, ২৯৭

৩০ আন কে, পসং ; আন°, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩

[৩৯৯]

সুহই

"বন্ধু[১], কি আর বলিব আমি।
জনমে[২] জনমে জীবনে মরণে[২]
প্রাণনাথ হৈও[৩] তুমি[৪] ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল[৫] প্রেমের ফাঁসি।
সব[৬] সমর্পিয়া এক মন হৈয়া[৬]
হইনু[৭] তোমার[৭] দাসী ॥
এ কুলে[৮] ও কুলে দুকুলে গোকুলে[৮]
আর কেবা[৯] মোর[৯] আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব[১০] কাহার কাছে ॥
ভাবিয়া দেখিনু[১১] এ তিন ভুবনে
আপনা[১২] বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু[১৩]
ও দুটি কমল[১৪]-পায় ॥
না ঠেলহ[১৫] ছলে[১৫] অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া[১৬] দেখিনু[১৬] প্রাণনাথ বিনু[১৭]
আর[১৮] কেহ নাহি[১৮] মোর ॥
তিলে[১৯] আঁখি আড় করিতে না পারি
মরমে মরিয়া আমি[১৯]।"
চণ্ডীদাস বলে[২০]— "পরশ রতন
হিয়ায়[২১] পরহ তুমি[২১] ॥"[২২]

[১] বঁধু, পসং
[২-২] মরণে জীবনে, জনমে জনমে, ঐ
[৩] হয়, ৩৮৮ [৪] তোমি, ঐ
[৫] বান্ধিল্যাম, ঐ
[৬-৬] জাতি কুল শীল, সকল মজাঞা, পসং (পাঠান্তর)
[৭-৭] নিশ্চয় হইলাম, পসং, ৩৮৮
[৮-৮] পসংতে এইস্থানে পরবর্তী "ভাবিয়া দেখিনু" ইত্যাদি আছে, এবং সেই স্থানে ইহা স্থাপিত হইয়াছে।
[৯-৯] মোর কেহ, পসং [১০] কান্দিব, ৩৮৮
[১১] ছিলাম, পসং [১২] আপন, ৩৮৮
[১৩] লয়্যাচি, ঐ [১৪] কোমল, ঐ
[১৫-১৫] ঠেলিয় মোরে, ঐ [১৬-১৬] বুঝিয়া দেখুন, ঐ
[১৭] বিনে, পসং [১৮-১৮] গতি যে নাহিক, ঐ
[১৯-১৯] আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি, পসং
[২০] কহে, ঐ [২১-২১] গলায় গাঁথিয়া পরি, ঐ
[২২] শেষ আট পঙ্ক্তির স্থানে পসং পাঠান্তরে আছে—

অবলা অখলে, না ঠেল চরণে, ত্রুটির নাহিক ওর।
অবলার ত্রুটি, যদি হয় কোটি, ক্ষমিতে উচিত তোর।
গলায় বসন, করি নিবেদন, শুনহে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জনে, ছাড়িতে উচিত নয় ॥

[৪০০]

সুহই

"শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা ॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে কহে অপযশ ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলাম নবীন শ্যাম ॥

অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।"
চণ্ডীদাস কয়— "রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে॥"

[৪০১]

সুহই

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জান হে তুমি॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজ-পুরে।
সখীর আদরে পরাণ বিদরে
সে সব গোচর তোরে॥
সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণে ভূষণ বাসি॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুনহ সকলে
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার॥"

পঙ্‌—২। ভরম—সম্ভ্রম—ভ্রম (তু°—ভ্রম লয়ে ভালয় ভবনে চল মোর"—মাণিকের ধর্ম্মমঃ)—ভরম।

৪-৫। তোমার সদয় ব্যবহারে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া আনন্দে মগ্ন হই।

৬-৭। তুমি আমাকে আদর কর বলিয়া ব্রজপুরের সকলেই আমাকে স্নেহ করে, ইহা বড়ই অদ্ভুত।

১২। আমি সতীই হই, বা অসতীই হই, তোমার প্রতিই আমার মন ন্যস্ত রহিয়াছে।

১৫। তু°—"রূপসী তোমার রূপে" (বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ)।

[৪০২]

"শুন সুনাগর, করি জোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে ভাঙ্গে নাহি যেনে
নবীন পীরিতি খানি॥
কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন পরশ-রতন
সঁপেছি চরণ-তলে॥
তিন হি আঁখর করিয়ে আদর
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ না কর নৈরাশ
সদাই পূরিবে তুমি॥
তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।"
চণ্ডীদাস বলে— "জনমে জনমে
বিমুখ না হও তুমি॥"

টীকা

পঙ্‌—৬। দুই কুলে—পিতৃকুল এবং পতিকুল

৯। তিনহি আঁখর—পীরিতি।

১৩। রসের সমাজ—যাবতীয় রসের আধার।

[৪০৩

ধানশী

"নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়ে মোর কলঙ্ক অপার॥
পর্ব্বত-সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥
নব রে নব রে নব নবঘন শ্যাম।
তোমার পীরিতি খানি অতি অনুপাম॥
কি দিব কি নিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি আমার প্রাণ-বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে—"শুন শ্যামধন।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥"

টীকা

পঙ্‌—৭-১০। এই চারি পঙ্‌ক্তি জ্ঞানদাসের একটি পদেও প্রায় এইরূপেই পাওয়া যায় (বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

[৪০৪]

"বঁধু, তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি।
ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার
সোনার বরণখানি॥

তুমি রস শিরোমণি হে
বঁধু, তুমি রস-শিরোমণি।
(মোরা) অবলা অখলা আহিরিণী বালা
তো সেবা নাহি জানি॥

তোঁহার লাগিয়া ধাই বনে বনে
সুবল-বেশ ধরি হে।
(এক) তিলে শত যুগ দরশনে মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে॥

অঙ্গের বরণ কস্তূরী চন্দন
(আমি) হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া
নয়ান মুদিয়া থাকি॥"

চণ্ডীদাস কহে "শুন রসবতি,
তুঁহু সে পীরিতি জানহে।
বঁধু সে তোমার এক কলেবর
তুঁহু সে এক প্রাণ হে॥"

টীকা

পঙ্‌—৯-১০। চণ্ডীদাস যে "সুবল-মিলনের" একটি পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ("সুবল-মিলন আর পূর্ব্ব কথা শুনি" ইত্যাদি, সা-প-প, ১৩৩৪, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সেই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, সুবল পট প্রদর্শন করিয়া রাধাকে যমুনায় স্নান করিতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। আলোচ্য

পদটিতে সুবলের বেশ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমনের উল্লেখ রহিয়াছে। যদুনাথ দাস রচিত "সুবল-মিলন" নামক যে পালা পাওয়া যায় তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা সুবলের বেশ পরিয়াই কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু দাস রচিত এইরূপ আর একটি পালাও পাওয়া যাইতেছে (পদরত্নমালা, ২৯৮-৩০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঐ সকল পালার প্রভাব এই পদে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। অতএব পদটি সন্দেহ জনক।

[৪০৫]

সুহই

"বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।"
কহে চণ্ডীদাস— "পাপ পুণ্য মম
তোহারি চরণ খানি ॥"

[৪০৬]

সুহই

"অনেক সাধের পরাণ-বঁধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর অধিকার কার
এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম-পায়।"
চণ্ডীদাস কয়— "জীবন-মরণে
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায় ॥"

---

[৪০৭]

সুহই[১]

"বঁধু[২] হে, নয়নে লুকায়ে থোব[২]।
প্রেম[৩]-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব[৩] ॥
শিশু কাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
তুমি[৪] ধন জন[৪] জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥

শয়নে স্বপনে নিদ্রা[৫] জাগরণে
কভু না[৬] পাসরি[৬] তোমা।
অবলার ত্রুটী[৭] হয়[৭] কত[৭] কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা[৮] ॥
না[৯] ঠেলিহ বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর[৯] ॥
তিলে[১০] আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।"
চণ্ডীদাস ভণে - "অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি[১০] ॥"

১ বাদ, ২৮৯
২-২ বঁধু, ভেদ না বাসিহ তুমি, ২৮৯
৩-৩ পতি গুরুজন, এ ঘর করন, সকল ছাড়িলেম আমি, ঐ
৪-৪ ধন জন মন, পসং ৫ ঘুম, ২৮৯
৬-৬ ছাড়ি নাহি, ঐ ৭-৭ শত হয়, পসং
৮ খেমা, ২৮৯ ৯-৯ বাদ, ঐ
১০-১০ এই স্থানে ২৮৯ পুঁথিতে আছে—

এক নিবেদন গলাএ বসন
দিয়া বলি স্তাম রায়।
চণ্ডীদাস বলে— অনুগত জন
না ঠেলিহ রাঙ্গা পায় ॥

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত এই পদের প্রথমাংশের ভাবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

[৪০৮]

সুহই

শ্যাম সুন্দর শরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার ॥
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ী পড়ি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যামদাসী হল রাধা ॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখি হে শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

[৪০৯]

রাগ কামোদ[১]

ঈষৎ হাসিয়ে[২] রাই পানে চেয়ে[৩]
কহে[৪] বিনোদিয়া[৫] কান।
"তোমার মাধুরী[৬] মহিমা চাতুরী[৭]
ইহা কি[৮] জানয়ে আন ॥

পরম[৮] দুর্লভ আনন্দ[৯] কৈশোর[৯]
নবীন কিশোরী রাধা।
হিয়ায়ে[১০] হিয়ায়ে মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা[১১] ॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে[১২]
রাখিয়ে[১৩] ধেনুর পাল।
গোলোক তেজিয়া[১৪] গোকুলে[১৫] বসতি[১৫]
ইহাই[১৬] জানিবে ভাল[১৬] ॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি[১৭] করি পান[১৭]।
তোমা[১৮] বিনে নহে[১৯] সুখের[২০] বৈভব[২১]
মনেতে[২২] নাহিক আন ॥”
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাস
আনন্দে ভাসয়ে[২৩] তথি[২৪]।
এ[২৫] রস-মাধুরী[২৫] কে[২৬] ইহা বুঝিবে[২৬]
কাহার[২৭] আছে শকতি[২৭] ॥

১ কামোদ রাগ, ২৯২, ২৯৫ ; কামোদ, পসং ; বাদ ২৮৯, ২৯৭

২ হাসিয়া, পসং, ২৯৭, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

৩ চেএরা, ২৯২ ; চায়া, ২৯৫ ; চায়্যা, ২৯৭ ; চেয়া, ২৩৯৪

৪ বলে, ২৯৭

৫ বিদগদ, ২৯৭ ; বিনদিএ, ২৮৯ ; বিনদিয়া, ২৩৯৪

৬-৬ মহিমা, চাতুরী * + *, পসং

৭ কে, পসং

৮ এই পঙ্‌ক্তিটা ২৮৯ পুঁথিতে এইভাবে আছে :—রূপ গুণে সিমা, নাহিক তোলনা।

৯-৯ কেবল, ২৯৭ ১০ হিয়ায়, ২৯৫, ২৯৭

১১ বান্ধা, ২৯৭, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

১২ ভুবনে, ২৩৯৪, ২৮৯

১৩ রাখিয়া, ২৮৯ ; রাখিব, ২৯৫, ২৩৯৪

১৪ তেজিএ, ২৮৯ ; ছাড়িয়া, ২৯৫, ২৩৯৪

১৫-১৫ গোবর্দ্ধনে বাস, ২৯৭

১৬-১৬ °জানিহ°, ২৮৯ ; লইআছি জানহ ভাল, ২৯৭

১৭-১৭ সদাই করিএ গান, ২৮৯ ; °গান, ২৯২, পসং

১৮ রাধা, পসং, ২৯২, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

১৯ সব, পসং, ২৯২, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

২০ দুখের, ২৯২ ২১ বিভব, ২৮৯

২২ ইহাতে, ২৯৫, ২৩৯৪

২৩ ভাসেন, পসং, ২৯৫ ; ভাষল, ২৯২ ; ভাসিল, ২৩৯৪

২৪ কতি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং

২৫-২৫ উ বস চাতুরি, ২৮৯ ; এ রস চাতুরি, ২৯২, পসং ; এ সব চাতুরি, ২৯৫, ২৩৯৪ ; ও রস°, ২৯৭

২৬-২৬ কেবা সে বুঝিব, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ (°বুঝব) ; কিবা বুঝিব, পসং

২৭-২৭ কার আছে এত গতি, পসং, ২৯২, ২৯৭ ; কাহার আছয়ে গতি, ২৯৫, ২৩৯৪

---

[৪১০]

কানড়া[১]

“রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া[২] রহিতে নারিয়া[৩]
আইলুঁ[৪] তথাই[৪] ছাড়ি ॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার[৫] কারণে নন্দের ভবনে[৬]
জনম লভিয়াছি ॥
* বর্ণ[৭] বর্ণ[৭] ভেদ রস চারি[৮] বেদ
ভেদ[৯] আছে নয়[৯] রস।
চারু[১০] সে পল্লব ছয় ছয় গুণ[১০]
ইহা কি আনের বশ ॥

নবর্ত্তক [১১] রতি [১১] আঠার প্রকার
পাঁচ গুণ তার হয়।
তর [১২] তম [১২] করি রসিক বুঝিলে
সাধ্য [১৩] সাধনে কয়॥
ব্রজপুর [১৪] ব্রজ [১৪] ব্রজের মহিমা [১৫]
তুমি [১৬] সে ইহাতে রতি [১৬]।
আট আট গুণ তটস্থ হইলে
বুঝিতে পারয়ে [১৭] রীতি [১৭]॥"
চণ্ডীদাসে [১৮] কহে [১৯]— "এই সে মাধুরী
ব্রজেশ্বরী প্রিয় রাধা।
অসীম চাতুরী দোঁহার [২০] পীরিতি [২০]
প্রেমসুধা-রসে বাঁধা॥ *

১ তথাহি, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭ ; রাগ কানড়া, ২৯২

২ তেজিএ, ২৩৮৯ ; স্থানে, ২৯৭

৩ নারিএ, ২৩৮৯ ; নারিনু, পসং, ; নারিলুঁ, ২৯২, ২৯৭

৪-৪ আইল তথায়, পসং ; আইলাঙ°, ২৩৮৯ ; য়াইলাম, ২৩৯৪ ; আইলাম, ২৯৫

৫ তথির, ২৯৭

৬ ভুবনে, ২৩৯৪, ২৩৮৯, ২৯৭

৭-৭ বস্তু ২, ২৯৭ ৮ চারু, পসং

৯-৯ বিভেদ আছে ন, ২৯২ ; °ছয়, ২৯৭

১০-১০ চারি সে পর্ণ, বছর গুণ ২, ২৯৭

১১-১১ নবতত্ত করি, ২৩৮৯ ; নবতৃক°, ২৯২ ; ছিনাই (?) করিতে, ২৯৭

১২-১২ তার গুণ করি, ২৯৭ ১৩ সিদ্ধি, পসং

১৪-১৪ বৃজ বৃজপুর, পসং ; ব্রজপুর পূর, ২৯২, ২৯৭

১৫ নাগর, ২৯৭

১৬-১৬ তুমি সে ইহা রতি, ২৩৮৯ ; তুমি সে ইহাতে রাধা, ২৯২ ; তুমি সে ইহাতে রতি, ২৯৭

১৭-১৭ বিষম ধান্দা, ২৯২ ; °রতি, ২৯৭

১৮ চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৮৯

১৯ কয়, ২৩৮৯, ২৯২ ; ভনে, ২৯৭

২০-২০ দুহু রস রিতি, ২৯২

* ২৩৯৪ ও ২৯৫ পুঁথিতে এই ১৬ পঙ্‌ক্তির স্থানে আছে—

তুমি মোর ধন তুমি সে জীবন
শুন সুনাগরি রাই।
তোমার মহিমা এ সব চাতুরী
সদা মুরলিতে গাই॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে নিসি দিসি জপি।
রাধা নাম দুটি প্রেমের অঙ্কুর
আপন হিয়াতে রূপী॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর তোমা দেখি।
জেন সে চাঁদের চকর লালসে
সদাই বসিয়া থাকি॥
তেন তুয়া মন লুবধ চরিত
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ হাথে অঙ্কুস না মানে
পিতে চাহে রস রসে॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন সুনাগর
আন কি জানয়ে সেহা।
দুহু সে জানয়ে দুহার মরম
আনে কি জানয়ে ইহা॥
(দুই পুঁথি হইতে মিলাইয়া উদ্ধৃত হইল।)

মন্তব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের ভাব এই পাঠান্তরে আছে।

টীকা

পঙ্‌—১-৭। প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে, এবং রাগমার্গীয় ভক্তি লোকে প্রচার করিতে রসিকশেখর কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (চরিতামৃত, আদির চতুর্থে)—ইহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মত। এই পদে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী

১৪১ সং পদে, আবার পরবর্ত্তী কয়েকটি পদেও এই কথারই পুনঃপুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। যিনি এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন তিনি যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

[৪১১]

করুণা-বড়ারি [১]

তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা
কেহ না [২] পারিয়াছে [২]।
ভব বিরিঞ্চির তার অগোচর
কেহ না [৩] জানিয়াছে [৪] ॥

কত শত শত ভাব [৫] অনুরত [৫]
যে জন মথিয়া [৬] থাকে।
কোটিতে গুটিতে কোন একখানে
রসিক পাইয়া থাকে ॥

রসে রস পূরি প্রেমের গাগরি
সায়রে খুঁজিলে পাবে।
তাহার [৭] লক্ষণ হয় স্বতন্তর [৭]
নয় গুণ যারে লবে ॥

এ তিন তটস্থ এ তিন বেকত
শত [৮] গুণ যাতে [৮] বসি।
তর তম করি বিচার [৯] করিলে [৯]
সেই এর [১০] অভিলাষী ॥

চণ্ডীদাস কহে— "গুণে গুণ মিশি
এ তিন বস্তুরাস্বাদ [১১]।
আছে এক রতি তাহে নাহি গতি
এ কথা বুঝিতে সাদ [১২] ॥"

[১] বাদ, ২৯৭, ২৩৮৯
[২-২] সে নারিয়াছে, পসং, ২৯২
[৩] সে, পসং, ২৯২, ২৯৭
[৪] আনিয়াছে, ২৯২ ; পারিঞাছে, ২৩৮৯
[৫-৫] তার অনুগত, ২৯৭
[৬] মজিয়া, পসং, ২৯২, ২৯৭
[৭-৭] বাদ, পসং ; কেবা জন পায়, হেন রসময়, ২৯২ ; কেবা জন পায়, রস যেবা লয়, ২৩৮৯
[৮-৮] জাহার মাঝারে, ২৯৭
[৯-৯] রসিক বুঝিলে, ২৯৭
[১০] শে এ, ২৯২ ; সেত, ২৯৭
[১১] বস্তু সাধে, পসং [১২] সাদে, পসং, ২৯২

[৪১২]

সুহই [১]

"রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি [২]
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি বসি গীত [৩] আলাপনে
মুরলী লইয়া [৪] করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসি [৫] থাকি তার তীরে [৫] ॥ [৬]
তোমার [৭] রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্বতলাতে থাকি [৭]।
শুনহ [৮] কিশোরি, চারি দিকে হেরি
যেমত চাতক পাখী [৮] ॥
তব [৯] রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর [৯]।
করি [১০] অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর [১০] ॥"

চণ্ডীদাসে[১১] কহে[১২]— "ঐছন পীরিতি
জগতে আর কি হয়।
এমন পীরিতি[১৩] না[১৪] দেখি কখন[১৫]
কখন[১৬] হবার[১৬] নয় ॥"

বাদ, সকল পুঁথি [২] খানে, ২৯৭

রস, ২৯৭ [৪] ধরিয়া, ২৯২

বসিএ কদম্বতলে, ২৩৮৯ ; বসিয়া থাকি যে ছলে, ২৯২

[৬] এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুঁথিতে আছে—"জমুনার তিরে, ধেআন করিআ, থাকী তোমার তরে"

[৭-৭] তুমারি মুখের মাধুরি চাতুরি, উ রূপ দেখিবার তরে, ২৩৮৯ ; তোমার রূপের মধুর মাধুরি, ওরূপ দেখিবার তরে, ২৯২ ; তোমার মহিমা রূপের মাধুরি, তাহা দেখিবার তরে, ২৯৭

[৮-৮] কদম্বকাননে, ধেনু লঞা বনে, থাকিএ কতেক ছলে, ২৩৮৯ ; কদম্বতলাতে, ধেনু লঞা বনে, থাকিয়ে যমুনা-কুলে, ২৯২ ; কদম্বকাননে, ধেনু বৎস্য সনে, লইআ থাকি তোমায় পাবার তরে, ২৯৭

[৯-৯] রাধার মুরুতি রূপ খানি রিদএ বান্ধিঞাছি, ২৩৮৯ ; তোমার মুরুতি রাধারূপখানি, হৃদয়ে বান্ধিয়াছি, ২৯৭ ; তোমার মুরুতি, তোমার পিরিতি, হৃদয়ে বান্ধিয়াছি ২৯২

[১০-১০] করে কর সদা, তোমার নিজ মন্ত্র, ইহাই জপিতেছি, ২৩৮৯ ; করে কর সদা, তোমা নিজ মন্ত্র, উহাই জপিতেছি, ২৯৭ ; করি অনুমান, জপি নিজ নাম, এহাই জপিয়া-আছি, ২৯৭

[১১] চণ্ডীদাস, পসং

[১২] কঅ, ২৩৮৯ ; কয়, ২৯৭

[১৩] এমন, ২৩৮৯ ; হেন কি, ২৯২ ; এ হেন, ২৯৭

[১৪] আরতি, ২৯২, ২৯৭

[১৫-১৫] না দেখিএ কতি, ২৩৮৯, ২৯৭ ; নাহি দেখি কতি, ২৯২

[১৬-১৬] ইহাই বলিলে°, ২৩৮৯ ; ইহা নাহি সুনিশ্চয়, ২৯২ ; এহা বা না হলে°, ২৯৭

[৪১৩]

সুহই

"জপিতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইনু গোকুলপুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ ॥

ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।

অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাইয়া করিতে নারি শেষ ॥
গঞ্জন-বচন তোর শুনি সুখে নাহি ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমলআঁখি তেরছ নয়নে দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে ॥
তোমা বিনু যেবা যত পীরিতি করিনু কত
সে পীরিতে না পূরল আশ।
তোমার পীরিতি বিনু স্বতন্ত্র না হইল তনু"
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥

[৪১৪]

শ্রীরাগ[১]

"গৃহমাঝে[২] রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময়[৩] সব দেখি[৩]।
শয়নে[৪] ভোজনে গমনে নয়ানে
সদাই রাধারে দেখি[৪] ॥
নয়ান[৫] মুদিলে হৃদয়ে রাধিকা
রাধিকা পরম গতি।
গানেতে রাধিকা গুণেতে রাধিকা
সদাই রাধিকা মতি[৫] ॥

প্রেমেতে রাধিকা   স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে [৬] ভজিয়া [৬]   রাধাকান্ত নাম
পায়াছি [৭] অনেক আশে ॥
জ্ঞানেতে [৮] রাধিকা   ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময় [৯]।
সর্ব্বাঙ্গে [১০] রাধিকা   স্বপ্নেহ রাধিকা [১০]
সর্ব্বত্র [১১] রাধিকা [১১] হয় [১২] ॥”
শ্যামের বচন   আরতি শুনিয়া [১৩]
প্রেমামৃতে [১৪] ভাসে [১৪] রাধা।
চণ্ডীদাসে বলে— [১৫]   “এমনি [১৬] পীরিতি
হিয়ায় [১৭] হিয়ায় [১৭] বাঁধা ॥”

[১] শ্রী, পসং ; বাদ, ২৯৭, ২৩৮৯

[২] কাজে, ২৩৮৯

[৩-৩] সকলে রাধারে দেখি, পসং, ২৯২ (সকলি), ২৩৮৯

[৪-৪] গমনে রাধিকা, রাধিকা সদাই মতি, পসং, ২৯২ ; শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে, রাধারে দেখি সব আঁখি, ২৯৭

[৫-৫] বাদ, পসং, ২৯২, ২৯৭

[৬-৬] রাধা বিনোদিনি, ২৯২

[৭] পেয়েছি, পসং

[৮] কুলেতে, ২৯২ ; দানেতে, ২৯৭

[৯] মোর, ২৯২

[১০-১০] সর্ব্বত্রে রাধিকা, সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা, ২৯৭ ; সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা, স্নেহেতে রাধিকা, ২৩৮৯

[১১-১১] সদাই দেখিয়ে, ২৯৭

[১২] ময়, পসং ; কোর, ২৯২ ; তোয়, ২৯৭

[১৩] ভকতি, পসং, ২৯২, ২৩৮৯

[১৪-১৪] শুনি রসময়ী, পসং, ২৯২, ২৩৮৯

[১৫] কয়, ২৯৭

[১৬] যেমতি, ২৯২ ; এমন, ২৯৭

[১৭-১৭] হৃদয়ে হৃদয়ে, পসং ; হৃদয়ে থাকুক, ২৯২

[৪১৫]

সুহই

“উঠিতে কিশোরী   বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন   কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়নতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা   গমনেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা   গমনেতে রাধা
রাধাময় হল আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা   প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া   রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥”
শ্যামের বচন-   মাধুরী শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে—   “দোঁহার পীরিতি
পরাণে পরাণে বাঁধা ॥”

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির ভাব ও রচনার সাদৃশ্য রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে, একটি পদের আদর্শে অপরটি রচিত হইয়াছিল।

[৪১৬]

সুহই

“উঠিতে কিশোরী   বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন,   কিশোরী পূজন
কিশোরী-চরণ সার ॥

শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী ফিরি দিবানিশি
কিশোরী-অনুরাগে ॥
কিশোরী-চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখো হে কিশোরি, অনুগত জনে
করো না চরণ-ছাড়া ॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার ॥"
কহিতে কহিতে রসিক নাগর
তিতল নয়ন-জলে।
চণ্ডীদাস কহে— "নবীন কিশোরী
বঁধুরে করিল কোলে ॥"

[৪১৭]

কল্যাণী

"উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ান-তারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে, ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা ॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুহারি ঠাঁই।"
চণ্ডীদাস ভণে— "ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িহ রাই ॥"

---

[৪১৮]

কাফি [১]

"শুন [২] সুনাগরী রাই [২]।
তোমার মহিমা এ রস [৩] মাধুরি [৪]
সদা [৫] মুরলীতে [৫] গাই ॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে নিশি দিশি জপি।
রাধা নাম দুটি প্রেমের [৬] অঙ্কুর
আপন হৃদয়ে [৭] রোপি ॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর [৮] তোমা [৯] দেখি।
চান্দের [১০] লালসে যেমন চকোর [১০]
তেমতি [১১] বসিয়া থাকি ॥
তেন [১২] মোর [১৩] মন [১৩] লুবধ চকোর [১৪]
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ [১৫] হাতী অঙ্কুশ না মানে
পীরিতি[১৬]-রসের আশে[১৬] ॥" [১৭]
চণ্ডীদাসে[১৮] কহে[১৯]— "শুন সুনাগর,[২০]
আনে[২১] কি জানয়ে[২২] লেহা[২৩]।
দুঁহু[২৪] সে জানয়ে দোঁহার[২৫] মহিমা[২৫]
আনে[২৬] কি জানয়ে[২৭] ইহা[২৮] ॥"

[১] রাগ কামোদ, ২৯২ ; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭
[২-২] শুন গো রাই, ২৯৭
[৩] সব, ২৩৮৯
[৪] চাতুরি, পসং, ২৩৮৯, ২৯২

৪-৫ সদাই বাশীতে, ২৯২ ; সদাই°, ২৯৭

৬ মোর, ২৯৭

৭ হিআয়, ২৩৮৯ ; হিয়াতে, ২৯৭

৮ নিশিতে, ২৯২

৯ তোরে, ২৩৮৯ ; তোমারে, ২৯২ ; তোমায়, ২৯৭

১০-১০ যেন সে চাঁদের, চকোর লালসে, পসং ; (°চন্দ্রের°) ২৩৮৯ ; (জেমন চান্দেতে°) ২৯২

১১ সদাই, পসং, ২৩৮৯, ২৯২

১২ জেমন, ২৯৭

১৩-১৩ তুআ°, ২৩৮৯ ; মরম, ২৯৭

১৪ চরিত, পসং, ২৩৮৯ ; ভ্রমরা, ২৯৭

১৫ মন মাতা, ২৯৭

১৬-১৬ পিত চাহে রস রোষে, পসং ; কোপে চাহে রস রসে, ২৯৭

১৭ এই চারি পঙ্ক্তি ২৩৮৯ পুঁথিতে নাই

১৮ চণ্ডিদাস, ২৩৮৯, পসং

১৯ বলে, ২৩৮৯, ২৯২ ; কয়, ২৯৭

২০ সুনাগরি, ২৯৭ ২১ আন, ২৩৮৯ ; আর, ২৯৭

২২ জানিবে, ২৯২ ২৩ দেহা, ২৯৭

২৪ দুই, ২৯৭ ২৫-২৫ দুহাকার তত্ত্ব, ২৯৭

২৬ আন, ২৩৮৯, ২৯২

২৭ জানিবে, ২৯২ ২৮ লেহা, ২৯৭

[৪১৯]

সুহই রাগ [১]

"তোমার বরণ অতি[২] অনুপম[২]
যে[৩] দিন না দেখি তোয়[৩] ।
তুমি[৪] সে[৪] চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আঁখি রোয়[৫] ॥
তোমার বেণীর চাঁচর চিকুর
যদি[৬] বা[৬] পড়য়ে মনে ।
কলিজা[৭] দুখানি[৭] এলাইয়ে দেখি
আপন মনের সনে[৮] ॥[৯]
যবে পড়ে মনে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-শশী ।
তার পানে চেয়ে তারে[১০] নিরখিয়ে[১০]
তবে নিবারণ বাসি ॥[১১]
তোমার নয়ন[১২] চঞ্চল[১৩] সঘন[১৪]
সেই[১৫] সদা পড়ে[১৫] মনে ।
তবে[১৬] পূরে মন[১৬] করি[১৭] নিরীক্ষণ[১৭]
খঞ্জন পাখীর[১৮] সনে ॥"
চণ্ডীদাসে কয়— "হেন মনে লয়
শুন[১৯] রসময় কান[১৯] ।
দুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে কেন[২০] হয় মান[২০] ॥"

১ কাফি, পসং ; রাগ সুই, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৯৭

২-২ না দেখি কখন, ২৩৯৪, ২৯৫ ; °সসোভন, ২৯৭

৩-৩ জবে না দেখিয়া তোরে, ২৩৯৪, ২৯৫

৪-৪ তুলসি, ঐ ৫ ঝুরে, ঐ ; রই, ২৯৭

৬-৬ জখন, ২৯৭

৭-৭ কাল জাদখানি, পসং, ২৯৭ ; ২৯৫ পুঁথির পাঠ

৮-৮ আল্যায়া তখনি, দেখিয়া মনের সনে, ২৩৯৪

৯ এই দুই পঙ্ক্তি ২৯৭ পুঁথিতে নাই

১০-১০ দেখি নিরখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫

১১ এই চারি পঙ্ক্তি ২৯২ পুঁথিতে নাই

১২ চঞ্চল, ২৩৯৪, ২৯৫

১৩ নয়ান, ঐ ; অঞ্জন, ২৯২

১৪ সজল, ২৩৯৪, ২৯৫

১৫-১৫ সদাই পড়য়ে, ২৯২, ২৯৭ (°পড়িছে)

১৬-১৬ তবে মনে দেখি, ২৩৯৪, ২৯৫

১৭-১৭ দেখি নিবারণ, পসং, ২৯২; নিবারণ হেতু, ২৩৯৪, ২৯৫

১৮ পাখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫

১৯-১৯ শুনহ নাগর কান, ২৯৭; °কানু, পসং

২০-২০ সে কা সনে মনে, পসং

[৪২০]

কানড়া[১]

"রাধা[২] বিনে[৩] আর[৪] আন[৫] নাহি ভায়
দেখি[৭] সে[৭] রাধার[৮] রূপ।
আনন্দ-লহরী উঠে কত বেরি
অমিয়া-রসের কূপ॥
তোমার[৯] বদন অতি সুশোভন[৯]
মদন[১০] মোহিত জানি[১০]।
দেখিয়া[১১] জুড়ায় চপল পরাণ[১১]
সফল করিয়া মানি[১২]॥
তোমা হেন ধনে[১৩] থোব কোন খানে
শুনহ সুন্দরী[১৪] রাই।
নিশি দিশি তোমা ধিয়াই[১৫] অন্তরে[১৫]
আন[১৬] কিছু মনে[১৬] নাই॥
শয়নে[১৭] নিশিতে ঘুমাই যখন
স্বপনে[১৮] তোমারে দেখি[১৮]।
নিদ্রা[১৯] হয় ভঙ্গ[১৯] তোমা[২০] না দেখিয়া[২০]
তখনি[২১] মেলি এ[২১] আঁখি॥
চাহিতে তখন স্বপন আপন
ইহাত[২২] কখন[২২] নয়।
তখনি উঠিয়া[২৩] বিরলে বসিয়া[২৪]
অধিক[২৫] ঘোষণা হয়॥"
চণ্ডীদাসে[২৬] কহে[২৭]— "ঐছন পীরিতি
জগত পূরিত[২৮] ভেল[২৯]।
দোঁহার পীরিতি আরতি শুনিতে[৩০]
সবে[৩১] আনন্দিত[৩২] ভেল॥"

১ রাগ কানড়া, ২৩৯৪, ২৯২; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭

২ তোমা, ২৯৭ ৩ নাম, ২৩৯৪, ২৯৫

৪ বিনে, ২৩৯৪, ২৯৫; মনে, ২৯৭, ২৩৮৯

৫ আর, ২৯৭; ২৩৮৯

৬ মনে, ২৩৯৪, ২৯৫

৭-৭ দেখিয়া, ঐ; দেখিএ, ২৩৮৯; সদা দেখি, ২৯৭

৮ রাধা, ২৯৭

৯-৯ তবে সে জুড়ায়, দেখিয়া বরণ, পসং, ২৯২; জুড়ায় মদন, উ চাঁদ বদন, ২৩৯৪, ২৯৫; তোমার না দেখি, উ চাঁন্দ বদন, ২৩৮৯

১০-১০ তিলে কত সুখ মানি, ২৩৯৪, ২৯৫; তিলে কত সত মানি, ২৩৮৯; °মানি, পসং, ২৯৭

তবে সে জুড়ায়°, পসং, ২৯২, ২৩৮৯;
তবে সে জুড়ায়, চপল নয়ান, ২৩৯৪, ২৯৫

১২ জানি, পসং ১৩ ধন, ঐ

১৪ নাগরি, ২৯৭ ১৫-১৫ মনেতে ভাবিএ, ২৯৭

১৬-১৬ অন্তরে আর কিছু, ঐ

১৭ স্বপনে, পসং; সপনে, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৫; সজ্জাতে, ২৯৭

১৮-১৮ তোমারে দেখিয়ে থাকি, পসং, ২৩৯৪ (°দেখিতে°) এবং ২৯৫ (ঐ), ২৯২ (°দেখিয়া°) এবং ২৩৮৯ (ঐ)

১৯-১৯ নিঁদে অচেতন, পসং; নিদ্রা অচেতন, ২৩৯৪; নিন্দে অচেতন, ২৯৫, ২৯২, ২৩৮৯

২০-২০ দেখিতে দেখিতে, পসং, ২৩৯৪, ২৯২, ২৩৮৯ ২৯৫

২১-২১ মেলিয়া জখন, ২৩৯৪, ২৯৫; °মিলন, ২৯২; তখন মিলয়ে, ২৩৮৯; °মিলয়ে, পসং

২২-২২ তখনি°; ২৯২; কখন ইহাই, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

২৩ জাইয়া, ২৩৮৯ ২৪ যাইয়া, পসং

২৫ রাধিকা, ২৯৭ ২৬ চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৯৪, ২৩৮৯

২৭ বলে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২ ; কত্ত, ২৩৮৯

২৮ ।, ২৩৯৪   ২৯ শেল, ২৯২ ; হল, ২৩৯৪

৩০ সুনিঞা, ২৯৭

৩১ হুহু, ২৯৭ ; তবে, ২৩৮৯, ২৩৯৪, ২৯৫

৩২ সে আনন্দ, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৩৮৯

[৪২১]

শ্রীরাগ [১]

"রাই বিনে মনে[২] সকলি আঁধার
দেখিলে[৩] জুড়ায়ে আঁখি।
তোরে[৪] রসমই,[৫] যবে[৬] নাহি দেখি[৬]
মরমে মরিয়া থাকি ॥
তোমার পীরিতি সুখের আরতি[৭]
তো[৮] বিনে নাহিক[৯] আন।[১০]
তুয়া[১১] সাধে, রাধে,[১১] পীতের[১২] বসন
পরিয়ে করিয়ে গান[১২] ॥[১৩]
তোমার মহিমা ও রস[১৪] গরিমা[১৫]
রাধা[১৬] সে[১৬] আঁখর দুটি।[১৭]
মহা[১৮] মন্ত্র করি[১৮] করে কর ধরি
নিরবধি[১৯] জপি[১৯] কোটি[২০] ॥
রাধা[২১] বিনে যত[২১] সে[২২] সব নৈরাশ[২২]
আশবাস[২৩] তুয়া পাশ[২৩]।
তুমি[২৪] মন্ত্র তন্ত্র[২৪] তুমি সুধাকর[২৫]
তুমি উপাসনা[২৬] বাস[২৬] ॥"
চণ্ডীদাসে[২৭] বলে[২৮]— "বড় অদভুত
দোঁহার মহিমা[২৯] রীত[২৯]।
কেবা এই[৩০] তত্ত্ব বুঝিবে[৩১] বেকত
যার আছে রসে[৩২] চিত ॥" [৩৩]

১ শ্রী, পসং ; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭

২ মন, ২৩৮৯   ৩ দেখিয়া, ২৯৭

৪ তবে, ২৩৯৪, ২৩৮৯, ২৯৫ ; তোমা, ২৯৭

৫ সম রাই, ২৯৭

৬-৬ জবে না দেখিএ, ২৩৮৯, ২৯৭ ; তোমা না দেখিঞা, ২৯২

৭ অবধি, ২৩৯৪, ২৯৫

৮ তু, ২৯২ ; তোমা, ২৯৭   ৯ নাহি, ২৯৭

১০ এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৩৮৯

১১-১১ তোমা অনুরাগে, ২৯৭

১২-১২ পিত বাস নিল পরিধান করি গান, ২৩৮৯
„ লই „ „ ২৯৫
পিত বসন পরিঞা করিএ গান, ২৯৭

১৩ এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৩৮৯, ২৯২

১৪ সুখ, পসং   ১৫ গাগরি, ২৯৭

১৬-১৬ রাধার, পসং ২৩৮৯

১৭ এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯২

১৮-১৮ হামারি মন্ত্রে, পসং ; তোমা, ২৯২

১৯-১৯ সদাই জপিএ, ২৯৭ ; করি, ২৯২

২০ ধ্যান, ২৯২

২১-২১ তোমা বিনে আমার, ২৯৭

২২-২২ সকল য়নর্থ, ২৩৯৪, ২৯৫ ; সকলি, ২৯৭

২৩-২৩ সেহ সকলি নৈরাস, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাসিএ তোমার পাসে, ২৯৭

২৪-২৪ যন্ত্র, ২৯২ ; তুমি তন্ত্র, ২৯৭   ২৫ মন্ত্র, ২৯৭

২৬-২৬ সে উচল, ২৯২ ; মোর উপাসনা রসে, ২৯৭

২৭ চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৮৯   ২৮ কহে, ২৯৭

২৯-২৯ মরম মত, ২৩৯৪, ২৯৫ ; রিতি, ২৯৭

৩০ ইহা, পসং ; হবে, ২৩৯৪ ; হই, ২৯৫ ; ইহ, ২৩৮৯ ; পর, ২৯২

৩১ বুঝিই, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৩৮৯

৩২ রস, ২৩৯৪, ২৯৫

৩৩ এই পঙ্‌ক্তিটি ২৯৭ পুঁথিতে আছে—কাহার আছে বসতি।

পরিশিষ্ট

[১]

ধানশী

"সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে কাক-কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।"
চণ্ডীদাস বলে— "সব সুলক্ষণ
বিহি ভেল অনুকূল॥"

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদকল্পতরুতে (১৯৭৭ সং পদ দ্রষ্টব্য), বৈষ্ণবপদলহরীতে (২৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এবং পদ-রত্নমালায় (৪০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) জ্ঞানদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে। °তরুর ১৯৭৮ সং পদটিও জ্ঞানদাসের। তাহার কয়েক পঙ্‌ক্তির ভাবের সহিত এই পদের ৪-৭ পঙ্‌ক্তির ভাবের সামঞ্জস্যও লক্ষিত হইবে। বসন খসিছে = তু°— "সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ"। পুলক যৌবন ভার = তু°— "পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ।" বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে — তু° — "বাম নয়ন করু ফন্দ", অথবা— "বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে" (°তরু, ১৯৭৯ সং পদ)। ইহাতে বোধ হয় এই পদটি জ্ঞানদাসের একাধিক পদের মাল-মসলা লইয়া রচিত হইয়াছে।

[২]

বেলাবলী

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলল [১] আসিয়া হৃদয়ে [২] জ্ঞান॥
যাহার যেমন [৩] পীরিতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হইতে [৪] এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে [৫] করিয়া নয়ান-জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥

এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা ॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াইল ঘরে
ঘুমাকু [৭] বলিয়া যতন করে ॥
তখন [৮] বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা-তীরক বন [৮] ॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥

মিলিল, তরু
[২] হৃদয়, ঐ
যেমত, ঐ
[৪] হৈতে, পসং
কোলেত, তরু
[৬] শোয়াল, পসং
ঘুমাক, ঐ
৮-৮ বাদ, তরু, কিন্তু পাঠান্তরে আছে।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রধানতঃ রাধার সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলাই বর্ণিত হইয়াছে, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের বর্ণনার প্রাচুর্য্য তাহাতে নাই বলিলেও চলে, অথচ এই পদে বাৎসল্য রসের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে কৃষ্ণ রাধার নিকটে দূতী পাঠাইতেছেন, বলা হইয়াছে। এই দূতী কে, তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বড়াই ভিন্ন আর কাহাকেও দূতী করা হয় নাই। এই পদে বড়াইর নাম থাকিলে একটা সিদ্ধান্ত করা যাইত। এই সকল কারণে পদটি সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রাপ্ত শেষের অংশ হইতে পদটি সংগৃহীত এবং রূপান্তরিত হইয়া পদামৃতসমুদ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

[৩]

বেলাবলী [১]

রাইএর [২] দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী ॥
অনেক [৩] যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ-গমন ইচ্ছিল [৪] হরি ॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠায়ল কহিয়া সার ॥
"এখনি আসিচোঁ [৫] মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব [৬] না ভাব চিতে ॥"
অধিক উল্লাসে সখিনী যায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

সুহিনী, তরু
রাইক, ঐ
অব, পসং
ইছিল, তরু
আসিছি, তরু
মত, ঐ

:—এই পদটি পদকল্পতরুতে "শ্রীকৃষ্ণস্য দশা যথা" এই পর্য্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ১৯৬৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধা বড়াইকে দূতী স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোন সখীকে পাঠান নাই (ঐ, ৩৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কাজেই সখীর মুখে রাইএর কথা কৃষ্ণ অবগত হইবেন, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বহির্ভূত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্রই বড়াই দূতীর কাজ করিয়াছেন, রাধা কোন সখীকে কখনও দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন নাই। অতএব এই পদটি সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকাতে ইহাই বুঝা যায় যে, এই পদ রচিত হইবার কালে বড়ু চণ্ডীদাস বর্ত্তমান কালের ন্যায় অজ্ঞাত ছিলেন না। রচয়িতা তাঁহাকেই আরোপ করিয়া পদ রচনা করিয়া থাকিবেন।

[৪]

সুহই [১]

কানুঅঙ্গ-পরশে শীতল হব [২] কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে [৩] বয়ান [৩] দি [৪] কবে সে ধরিবে।
বয়ানে [৫] বয়ান [৫] দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধরে [৬] কবে সে চাপিবে।
ঘুচিবে [৭] মনের দুঃখ [৭] সুখ [৮] উপজিবে [৮]॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডীদাসের মনোদুখ [৯] তবে সে ঘুচিবে॥

১	বাদ, ২৯২	২	হবে, পসং
৩-৩	বয়নে বয়ন ২৯২	৪	হেরি, পসং
৫-৫	বয়নে বয়ন, ২৯২	৬	পয়োধর, পসং
৭-৭	দুখ দশা ঘুচি তবে, পসং		
৮-৮	সুখ জে হইবে, ২৯২	৯	দুখ, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত রহিয়াছে। "প্রবাস" পর্য্যায়ে তিনি ইহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার "চণ্ডীদাস" সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র; এই পদটি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি লিখেন নাই। এই জাতীয় আরও চারিটি পদ অধুনালুপ্ত পদসমুদ্র হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়া এই পদের পরেই স্থাপন করিয়াছেন। পদাবলার অন্যান্য মুদ্রিত সংস্করণেও একই পর্য্যায়ে এই সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই সকল গ্রন্থ পরস্পরের আদর্শে সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রথমে এই পদটি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

[৫]

বিরহ-জ্বরের তাপে ছল ছল আঁখি।
রাইকে বেড়িয়া কান্দে কত শত সখী॥
রাই মোর যেন কাঁচা সোনা।
ভূমে পড়ি গড়ি যাইছে যেন চাঁদের কণা॥
চমকি শ্যামের নামে রাই উঠে কত বেরি।
ধূলায় লোটায় যেন সুগন্ধ করবী॥
কহিতে কহিতে চিতে হৈলা অচেতন।
রাই মুরছিত কাঁদে আর সখীগণ॥
কহে কবি চণ্ডীদাস বিরহ-বেদন।
এমন বিরহে কেমনে রহয়ে জীবন॥

দ্রষ্টব্য :—কবি ভণিতার পদ যে সন্দেহজনক তাহা এই গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

[৬]

সিন্ধুড়া

"সখি রে,—
বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল
ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জয়ে ভ্রমরী যতা॥
আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন পরশ-রতন-ধন
কাচের সমান ভেল॥
কোন্ সে নগরে নাগর রহল
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
লুবধ ভ্রমর মোর॥

যাও সহচরি, মথুরামণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা ॥"

বিধুমুখী-বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে ভণয়ে ভৎ‍র্সয়ে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

:—সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধা আক্ষেপ করিতেছেন, এই পরিকল্পন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। বৈষ্ণবপদলহরীতে এই পদটীর এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়—"সহচরী সনে, ভণয়ে ভৎ‍র্সয়ে, কবি বড় চণ্ডীদাস।" (ঐ, ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে আছে—"কবি বড়ু চণ্ডীদাস।" (ঐ. ২২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কবি চণ্ডীদাস ভণিতার পদ যে সন্দেহজনক তাহা ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

[৭]

সুহই [১]

"বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
আপনা [২] খাইয়া [২] পীরিতি করিয়া [৩]
রহিতে নারিলাম [৪] ঘরে ॥

কামনা [৫] করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা [৫]।
মরিয়া [৬] হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥

পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব [৭]
যখন যাইবে জলে ॥ [৮]
মুরলী [৯] শুনিয়া [৯] মোহিত [১০] হইবে [১০]
সহজে [১১] কুলের বালা।"
চণ্ডীদাস [১২] কয় [১৩]— তখনি [১৪] জানিবে
পীরিতি কেমন [১৫] জ্বালা ॥

[১] বাদ, ২৮৯, ৩২৭

[২-২] অলপ বয়সে, পসং, ৩২৭ (বএসে)।

[৩] করিলাম, ২৮৯

[৪] না দিলি, পসং ; নারিলাঙ, ৩২৭

[৫-৫] সাগরে জাইয়া, কামনা করিব, পুরিব মনের ', ২৮৯

[৬] মরিএ, ২৮৯ [৭] পুরিব, ৩২৭

[৮] এই ৪ পংক্তির স্থানে ২৮৯ পুঁথিতে আছে—"তিভঙ্গ হইএ, মুরুলি পুরিব, রহিব কদম্বতলে। সখিগন সনে, কলসি লইএ, জখন জাইবে জলে ॥"

[৯-৯] মুরুলি সুনিএ, ২৮৯

[১০-১০] মুরুছা জাঅবি, ২৮৯ ; মুরুছা', ৩২৭

[১১] সহজ, পসং [১২] জ্ঞানদাস, ৩২৭

[১৩] কহে, ঐ ; বলে, ২৮৯

[১৪] তবে সে, ২৮৯, ৩২৭ [১৫] বিসম, ৩২৭

দ্রষ্টব্য :—বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ সং পুঁথিতে এই পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।

[৮]

ভূপালী

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥

এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা-নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোড়ে ॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥

টীকা

পঙ্—১১-১৪। বিদ্যাপতিও এই ভাবের পদ রচনা করিয়াছেন (তু'—তরু, ১৯৯৬ সং পদ)।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। অন্য কোন পুঁথিতে আমরা এই পদটি পাই নাই। পদামৃতসমুদ্র এবং পদকল্পতরুতেও ইহা উদ্ধৃত হয় নাই। পদের ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু কবির "বড়ু" বিশেষণ নাই, আর ইহা রাগাত্মিক পদও নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই, "রাধাবিরহের" শেষাংশ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, কবি যেন রাধাকৃষ্ণের মিলন পুনরায় সংঘটিত করাইবেন। এই পদটিতেও মিলন বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রাপ্ত অংশ হইতে ইহা সংগৃহীত এবং রূপান্তরিত হইয়া পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে, এইরূপ ধারণাও করা যাইতে পারে।

[৯]

সুহই

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হইয়া উড়ি যাউ পাখা না দেয় বিধি ॥
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে ছিঁচো না ঘুচে পাথার ॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াইগো কানু দেখিবারে ॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে ॥
আগুনিতে দেউ ঝাঁপ আগুনি নিভায়।
পাষাণেতে দেউ কোল পাষাণ মিলায় ॥
তরুতলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মঞি সে হইল নিদয়া ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির ভণিতায় বড়ু এবং বাশুলীর উল্লেখ আছে। পদমধ্যেও বড়াইকে সম্বোধন করা হইয়াছে, এবং কৃষ্ণকেও কানু বলা হইয়াছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাসের কোন রচনা হইতে পদটি সংগৃহীত হইয়া পদাবলীতে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি।

[১০]

সুহই

"আর এক বাণী শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন কিছুই না জানি
সদাই ভাবিহে তোরে ॥

ভজন সাধন করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময় নিধি॥
ধাওত পীরিতি মদন বেয়াধি
তনু মন হল ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া
এই দশা হইল মোর॥
নব সান্নিপতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ্ পাথার না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর॥

:—এই পদে সহজিয়া পীরিতি সাধনের প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের মতে ইহা সন্দেহপর্য্যায়-ভুক্ত।

[১১]

সখাগণ সনে লয়্যা ধেনুগণে
গেল জবুনার তিরে।
কুটিলে আসিয়্যা কহিচে রূসিয়্যা –
"বাঁশীতে ডাকিল তোরে॥
ধনি, এম(ন) চাতুরি তোর।
রাখালের সাথে গোপত পিরিতে
বেন্ধ্যাচ প্রেমের ডোর॥
সে জখন জায় ফিরি ফিরি চায়
তোমি বসে ঝরকাতে।
আমি সব জানি কুল-কলঙ্কিনি,
কালি দিলি এ কুলেতে॥
সেই হতে তোর শ্রীমুখমণ্ডল
মলিন হইয়্যা গেছে।
চিত চঞ্চল নয়ান জুগল
প্রেমেতে পুরিয়া আছে॥"
চণ্ডীদাস বলে— "কুলবতী হলে
সকলি সহিতে হয়।
এত শুনি (   ) কহে বিনোদিনি
কহিতে উচিত নয়॥"

:—এই পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩৮ সংখ্যক পুঁথির ৮ম পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত হইয়া এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

[মধুররসের বর্ণনার প্রারম্ভে বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত।]

প্রবেশিকা

প্রথমখণ্ডে কংস-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এখন কবি মধুর-রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য (কংস-বধের জন্য নহে) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত দীন চণ্ডীদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—গোলোকের কল্পবৃক্ষে প্রেমফল প্রসূত হইয়াছিল। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ফল আহরণের জন্য দেবগণ শুক পাখীকে গোলোকে প্রেরণ করিলেন। ফল লইয়া আসিবার কালে শুকের চঞ্চুর চাপে ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া গেল। তখন সাগর মন্থন করিয়া দেবগণ পী-রি-তি রূপে বিভক্ত ফলটির উদ্ধার-সাধন করিলেন, এবং গোলোকে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহা প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ প্রাপ্তিমাত্রেই ইহা নিজে ভক্ষণ করিয়া বিস্মিত দেবগণকে বলিলেন যে, ঐ ফল রাধার সম্পত্তি। দ্বাপরে তিনি নন্দগৃহে এবং রাধা বৃষভানু-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ ফলের আস্বাদন জগতে প্রচার করিবেন। তখন দেবগণ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিলে এই ফলের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিবেন। ইহাই দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের আখ্যায়িকা। প্রকৃতপক্ষে এই উপাখ্যানটি মাথুরের ভূমিকাস্বরূপ এই কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (পরবর্ত্তী "প্রবেশিকা" দ্রষ্টব্য)। শুক পাখী দ্বারা ফল আনয়নের পরিকল্পনার জন্য কবি ভাগবতের নিকট ঋণী বলিয়া বোধ হয় (পরবর্ত্তী ৪২৬ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

পরবর্ত্তী পদগুলি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ ও ২৯৪ সংখ্যক পুথিদ্বয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুই পুথির বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ১৩৩৩ এবং ১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমরা প্রকাশিত করিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রথম পদটি উক্ত ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ৪৮০ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, কবি বাল্যলীলা বর্ণনায় অর্থাৎ তাঁহার বৃহৎ কাব্যের প্রথম ভাগে ৪৭৯টি পদ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪২১টি পদ আমরা প্রথম-খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি। তদনুযায়ী দ্বিতীয়

খণ্ডের প্রথম পদটি এখানে ৪২২ সংখ্যায় চিহ্নিত হইল। পরবর্ত্তী পদগুলি ৪২৩ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল সংখ্যা পদগুলির শীর্ষদেশে স্থাপিত হইল, আর উক্ত ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথি অনুসরণ করিয়া ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত পদের সংস্থান সম্বন্ধীয় ক্রমিক সংখ্যাগুলি পদের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদের পাঠান্তরে উক্ত ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিকে ক, এবং ২৯৪ সংখ্যক পুঁথিকে খ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

[৪২২]

রাগ কামোদ

কেবা নিরমাল্য এহেন পীরিতি
আখর গণিঞা তিন।
প্রথম সময়ে মধুর বিষয়ে
পরিণামে এই চিন॥
জথা পাই লাগি উঠিছে জে আগি
জা করি মনেতে আছে।
ভাল মতে তার সাজাই করিব
জাইঞা তাহার কাছে॥
এ দেহ তাপিত ভাজিল দুগুণ
দোষ গুণ নাহি জানি।
কেনে হেন করে অবলার দেহ
অখল কুলের ধনি॥
পীরিতি গরল না হএ সরল
কুটিল জনার বস।
রসে রসাইঞা পীরিতি পৈসল
করিল পরের বস॥
পর কি জানএ আনের বেদন
আন কি জানএ আন
পীরিতি জেখানে জাইব সেখানে
চণ্ডিদাস গুণ গান॥ ৪৮০॥

টীকা

পঙ্—১। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে বিরহে কাতর হইয়া রাধা এই উক্তি করিতেছেন। পীরিতি শব্দটি ভাষাতত্ত্বের বিচারে প্রীতি শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, শ্রবণ, কীর্তনাদি, তাহা হইতে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির উদয় হয়, তৎপর প্রীতি, এবং এই প্রীতি গাঢ় হইলে প্রেম। প্রেম হইতে পুনরায় স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদয় হয় (চৈঃ চঃ, মধ্যের ত্রয়োবিংশে, এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।৪।১১)। অতএব প্রীতি প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা মাত্র। সাধারণতঃ পীরিতি শব্দে পরকীয়া সম্পর্কিত গুপ্ত প্রণয়াদি বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু কবি এখানে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার গভীর প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দ রূপে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। পুথির পার্শ্বে "পিরিতি পাড়া" লিখিত রহিয়াছে।

পরবর্তী ৪৭৪ সংখ্যক পদে কবি বলিয়াছেন যে, তিনি ইহার পূর্ব্বেই "প্রেমবৈচিত্ত্য" বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ আক্ষেপমূলক, এবং ইহার আট প্রকার বিভাগের মধ্যে বিধাতার প্রতি এবং প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ রহিয়াছে (উজ্জ্বলনীলমণি দ্রষ্টব্য)। কবি এখানে রাধা কর্ত্তৃক বিধাতার প্রতি আক্ষেপ বর্ণনা করিয়া এই পালাটি আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম ৮ পঙ্ক্তির ভাবার্থ এই—কে এই পীরিতির সৃষ্টি করিয়াছে? প্রথমে ইহা মধুর বটে, কিন্তু পরিণামে ইহা বড়ই জ্বালাময় বোধ হয়। যদি

তাহার দেখা পাই, তাহা হইলে তাহাকে ভালরূপেই আমার মনের মত শাস্তি দান করিব।

পঙ্‌ ৩-৪। তু—"সুধার সমুদ্র, সম্মুখে দেখিয়া, খাইনু
আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে, পাইব
এতেক দুখে॥"
(নী, ২৫৭)

১৩। তু—"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ"
(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদকথনে)।

[৪২৩]

সিন্ধুড়া

"মরম-সজনি, কহি এক বাণী
কোথা না পীরিতি থাকে।
সেখানে যাইব তারে নিরখিব
দেখি না কে তারে রাখে॥
যত আছে তাপ বিরহ-সন্তাপ
করিব নিঠুরপনা।
লাগালি পাইলে সুধিব সকল
পরিচিতে হবে জানা॥"
রাধার সক্রোধ পীরিতি উপরে
কহেন মরম-সখি।—
"কোথা না পাইবে তার দরশন
শুনহ কমলমুখি॥"
পীরিতির কথা শুনিল শ্রবণে
কহিতে বিষম মানি।
বেদের বচন ব্যাসের রচন
চণ্ডিদাস ইহা জানি॥ ৪৮১॥

-এখানেও সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধা আক্ষেপ করিতেছেন। ইহাও প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত।

[৪২৪]

শ্রীরাগ

"যে কালে রচনা পুরান করিল
ব্যাস মুনিবর তায়।
সেই কৃষ্ণদেহ পুরাণ বর্ণিলা
কলপতরুর প্রায়॥
কল্পতরু করি কৃষ্ণেরে রচিল
করিলা অনেক শাখা।
সেই কল্পতরু[১] রচিলা পুরাণ
অপূর্ব্ব দিছেন দেখা॥
শাখা তরুবর যদি বা বর্ণিলা
তাহাতে ধরিল ফল।
সে ফল খাইতে কেহঁ না রচিলা
ভাবি ব্যাস মুণিবর॥
তথির কারণ দশম করিল
যত পুরাণের সার।
সে ফল আস্বাদ কারণ লাগিয়া
ভব বিধি[২] হর আর[২]॥
দেব-অগোচর নাহিক গোচর
শুনহ সুন্দরি রাধে।
সে ফল খাইতে ভক্ত সুখ হঞা
দেব-আদি করে সাধে॥
ফলের মহিমা ওর না পায়সি
দেবাদি[৩] অনন্ত কায়া।"
চণ্ডিদাস বলে— কাহার সকতি
বুঝিয়া বুঝিব ইহা॥ ৪৮২॥

[১] কল্পলতা, ক, এবং পরে।
[২-২] বিরিঞ্চির আশ, খ।
[৩] দেবাদী, ক।

টীকা

পঙ্—৫। কল্পতরু—"বাঞ্ছিত-বিবিধপুরুষার্থরূপ" ফল প্রদান করেন বলিয়া কল্পতরুবৎ।

৬। অনেক শাখা—"পরমোদ্ধচূড়াতঃ শ্রীনারায়ণাৎ ব্রহ্মশাখায়াং ততোঽধস্তান্নারদশাখায়াং ততোঽধস্তাদ্ব্যাস-শাখায়াং" ইত্যাদি (ভা, ১।১।৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মোক্ষপ্রদত্বহেতু (ভা, ১।২।২৩) বাসুদেবই ভজনীয়, ইহাই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বেদসকলও বাসুদেবপর (বাসুদেবপরা বেদা ইত্যাদি, ভা, ১।২।২৮), অতএব বাসুদেবই বেদরূপ কল্পতরুর মূল। তৎপর ইহা শিষ্য-প্রশিষ্যরূপ পল্লবপরম্পরায় নানাভাবে জগতে প্রচারিত হইয়াছে (ভা, ১।৪।২৩)। ভগবদুক্তি যথা—"ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ" ইত্যাদি। বাসুদেব হইতে ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাসাদি ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে ইহাই বক্তব্য। ভাগবত সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে" (ভা, ২।৮।২৭) অর্থাৎ সৃষ্টির উপক্রমে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ কহিয়াছিলেন।

১৩-১৪। ব্যাসদেব বেদ বিভাগ এবং পুরাণাদি রচনা করিয়াও মনে শান্তি পাইলেন না। ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, পরমহংস-প্রিয় যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহা বাহুল্যরূপে নিরূপণ না করাতে তাঁহার ঐ অবস্থা হইয়াছে (ভা, ১।৪।২০-৩০)। তৎপর তিনি লোকের হিতার্থ ভাগবত রচনা করেন (ভা, ১।৭।৬)। তন্মধ্যে দশমস্কন্ধই সর্ব্বপুরাণের সার বলিয়া এখানে উক্ত হইয়াছে।

[৪২৫]

রাগ তুড়ি

নারদ-সারদ স্থক-সনাতন
দেবের দেবতা যত।
মহিমা-কারণ ফলের মাধুরি
জানিবেক কত শত।

এমন তরুর ফল ফলিয়াছে
জাহার উপমা নাঞি।
কত না মাধুরি ফলের ভিতর
না দেখি কনহ ঠাঞি॥

এ ফল অধিক মাধুরি দেখিতে
আছএ মনের সাধ।
কত না আমিঞা ফলের ভিতরে
এই কিবা পরমাদ॥

এই অনুমান করে দেবগণ
লইতে ফলের মধু।
হরস বদন বুঝিতে কারণ
সকল দেবের বিধু॥

ফল আস্বাদন করিতে সঘন
দেবের আরতি অতি।
চণ্ডিদাস বলে ফলের মাধুরি
কেবা সে জানব রিতি॥ ৪৮৩॥

টীকা

পঙ্—৫। ফল—ভগবানের লীলারসরূপ অমৃতময় ফল

[৪২৬]

রাগ জয়জয়ন্তি

এক সুক পাখী অমিয়ার ফল
মুখেতে করিয়া উড়ে।
সেই ফল গটা তিনখান হঞা
সায়র জলেতে পড়ে ॥
সেই সুক পাখি তটস্থ হইঞা
বৈঠল সায়র পাড়ে।
সেখানে দেখল এ তিন সায়র
অধিক নিস্বাষ ছাড়ে ॥
"এমন সুফল গোলোক হইতে
আনল যতন করি।
তিনখানি হঞা এ তিন সায়রে
পড়ল কি হেতু জানি ॥"
পুন সুক পাখি উড়িয়া চলিল
জেখানে দেবের স্থান।
কহিতে লাগিল সুকবর পাখি
ফলের আখ্যান খান ॥
"জে দিনে গোলকে সব দেবগণ
রচিলে ফলের কথা।
কল্পতরু-ফল- মাধুরি বুঝিতে
ঘুচাতে হৃদয়-বেথা ॥
তোমরা কহিলে আমা পাঠাইলে
লইতে কলপ ফলে।
উড়িয়া জাইতে সে ফল ভাঙ্গিয়া
পড়ল সায়র-জলে ॥
তিনখানি হঞা এ তিন সায়রে
পড়ল না জানি কতি।"
চণ্ডিদাস বলে- কহে সুক পাখী
দেবের গোচরে তথি ॥ ৪৮৪ ॥

দ্রষ্টব্য—শুকপাখী দ্বারা কল্পবৃক্ষের অমৃতময় ফল আনয়নের পরিকল্পনার জন্য কবি ভাগবতের নিকট ঋণী বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে আছে—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥
[ভা, ১।১।৩]

"এই ভাগবতশাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে। অতএব হে রসজ্ঞগণ, হে রসবিশেষভাবনা-চতুর পুরুষসকল, অমৃতদ্রবসংযুক্ত রসময় এই ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহু পান কর।"

বিভিন্নতা এই যে, মুনিবর শুকদেবকে কবি শুক পাখীতে পরিণত করিয়াছেন, এবং বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলকে কৃষ্ণকল্পবৃক্ষের ফলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর সেই ফলটি শুকের মুখ হইতে অখণ্ডরূপে পতিত না হইয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 'পী-রি-তি'র সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের মূলে যে কবিত্ব ও মধুরতা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঙ্—৭। তিন সায়র—তু—

বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল পী।
সুখের সায়র, মথন করিয়া, তাহে উপজিল রি ॥
পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া, তাহে উপজিল তি।

নী—৩৭৯

অর্থাৎ—ভাব, সুখ ও রসরূপ সমুদ্র (Love, Beauty and Bliss), এই তিনটি পীরিতির নিত্য-সহচর বলিয়া। তু—"কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত রূপ ত্রিধারা (চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে)। কবি ইহাদিগকে সুখের, রসের ও প্রেমের সাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (পরবর্ত্তী ৪৩০-৩২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

[৪২৭]

জয়জয়ন্তি

এ কথা সুনিঞা   সুক-সনাতন
জত দেবগণ তারা।—
"গোলোক-সম্পদ   মুখে করি লয়া[১]
তিলেকে করিলে হারা॥
কোথা না পাইব   সে হেন সম্পদ,"
বেথিত দেবতা জত।
ফলের লাগিয়া   বিরষ বদন
নয়ন ঝুরিলা[২] কত॥
"কহ সুক পাখি   কি কাজ করিলা[৩]
সে ফল পেলিলে কতি।
অনেক রতন   খুজিলে পাইয়ে
তাহে নহে কোন গতি॥"
সুক কহে তাথে   "আমি কি করিব
উড়িয়া যাইতে তেজে।
সে ফল ভাঙ্গল[৪]   ওষ্ঠের ভারেতে
সায়রে পড়ল[৫] সে জে॥"
দেব অভিমান   নহে সমাধান
ফলের কারণে ঝুরে।
চণ্ডিদাস বলে—   খুজিলে পাইবে
সেই সায়রের নীরে॥ ৪৮৫॥

১ হঞা, ক।
২ ঝরিলা, ঐ।
৩ করিলে, ঐ।
৪ ভাঙ্গিল, খ।
৫ পড়িল, ঐ।

টীকা

পঙ্—১১-১২। কারণ ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ হয়, নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না ইত্যাদি (ভা, ১।৫।১২)।

[৪২৮]

মল্লার রাগ

দেবগণ জত   হয়া এক ভিত
করুণ বদনে চায়।
"কি হ'ল্য কি হ'ল্য   দিয়া সে না দিল
এ কথা কহিব কায়॥"
হেনক সমএ   নারদ আইল[১]
দেবতা-সমাঝ জথা।
বেথিত দেখিঞা   পুছল[২] কারণ[৩]—
"কি হেতু সুনিএ কথা॥
করুণ নয়ন   কিসের কারণ
কহ দেখি সুনি তাই[৪]।
কেনে বা দুখিত   দেখিএ অন্তর
কহ দেখি মোর ঠাঞি[৫]॥"
সব দেবগণ   কহিতে লাগল
জতেক কারণ-কথা।
"সুনহ বচন   জিসের কারণ
মো সভা পাইএ বেথা॥
কল্পতরু-ফল   গোলোক-সম্পদ
সকল জানহ তুমি।
সেই ফলে কত   অমিঞা আছএ
তাহা না বুঝিব জানি॥
এক সুকবরে   ভেজল গোলোকে
সে ফল আনল তুলি।
ওষ্ঠের উপরে   উড়িয়া জাইতে
সে ফল কতি না ফেলি[৬]॥
এক কহে আছে   এ তিন সায়রে[৭]
পড়ল দুগুণ হঞা।
ফল ফেলি[৮] জলে   আসি সুকবরে
কহিতে লাগল সিঞা॥"

স্থনিঞা নারদ দেবের বচন
কহিতে লাগল তায়।
ইহার উপায় কহিব সকল
দিন চণ্ডিদাস গায় ॥ ৪৮৬ ॥

ব্রহ্মা-আদি দেব সকল চলিল
সুখের সায়র-কূলে।
মথন করিতে লাগল তখন
দিন চণ্ডিদাস বলে ॥ ৪৮৭ ॥

[১] আইলা, খ।
[১-২] °করিল, ক ; পুছেন°, খ।
[৩] তায়ী, ক।
[৪] ঠাই, ঐ।
[৫] গেলি, খ।
[৬] সায়র, ক।
[৭] পেলি, খ।

[১-১] নাহি জানে কোন, খ।

---

[৪২৯]

কামড়া

"স্থনহ কারণ আমার বচন
জদি বা করিতে পার।
তবে ফল মিলে সায়রের জলে
কহিএ উপায় তার ॥

কি কাজ কর‍্যাছ ফল হারাইঞা
বুঝিনু মরম তার।
ফলের ভিতরে কত মধু আছে
অপার মহিমা জার ॥

দেব-অগোচর না হল গোচর
অনন্ত না জানে সীমা।
আন কে জানব ফলের মাধুরি
নাহিক[১] কনহুঁ[১] জনা ॥

এক কহি স্থন আমার বচন
জদি বা মিলব ফল।
মোর বোল স্থন জত দেবগণ
চলহ খুজিব জল ॥"

[৪৩০]

শ্রীরাগ

সুখের সায়রে সব দেববরে
মথিতে লাগল তাই।
সভে এক মন জত দেবগণ
উপমা কহিতে নাই ॥

প্রথম মথনে উঠল তাহাতে
আনন্দ রসের পী।
ফলের ভিতরে একটি আখর
পায়ল[১] কহিব কী[১] ॥

আনন্দ-মগন জত দেবগণ
নাচিয়া আনন্দ বড়ি।
খোজল দেখল আনন্দ বৈভব
বিলাস-ঐশ্বর্য্য ছাড়ি ॥

ফলের ভিতরে আনন্দ-আখর
উঠিল রসের পী।
মগন[২] হইলা সব দেবগণ
তাহা না কহিব কী ॥

হেনক সম্পদ সুখের আনন্দ
পাইঞা দেবাদিগণে।
হাস পরিহাসে সভে সুখে ভাসে
চণ্ডিদাস গুণ গানে ॥ ৪৮৮ ॥

১-১ পায়ল রশের রি, খ ২ গমন, ক

[৪৩১]

রাগ—কাফি কানাড়া

পুন দেবগণ করিল গমন
রসের সায়র-কুলে।
মথন করিতে লাগল জতনে
সেই সায়রের জলে ॥
মথিতে মথিতে রসের সায়রে
উঠিল পুলক-ধারা।
হেনক সমএ বিরিঞ্চি দেখল
রাখল জতনে সারা ॥
পুনরপি দেব মথিতে লাগল
সেই না সায়র-জলে।
দ্বিতীয় মথনে প্রেমবরিখত
দেব সে দেখল ভালে ॥
দ্বিতীয় মথনে উঠল জতনে
আনন্দ-রসের রী।
ভাঙ্গিয়া সে ফল তুরিত দেখল
সভে দেই করতালী ॥
মহেশ বলেন— "হেনক রতন
কোথায় রাখিব১ বল।"
বিরিঞ্চি বলেন— 'তার তর-তম
তুমি সে ইহাতে ভোল২ ॥

তুয়া নিজ-স্থানে রাখিল রতনে
রাখহ জতন করি।
গোলোক-সম্পদ করহ আমদ
অনেক জতনে তোরি"৩
পাইঞা এ দুই "পি-রি" বলি নাম
না পাই তাহার দেখা।
চণ্ডিদাস বলে— প্রেমের সায়রে
তবে সে পাইবে একা ॥ ৪৮৯ ॥

১ রাখিল, ক। ২ চল, ক ৩ ভরি, খ

[৪৩২]

রাজ বিজয়

প্রেমের সায়রে চলে কুতূহলে
জতেক দেবাদিগণে।
মথন করিল আনন্দ মগনে
সভে একচিত মনে ॥
মথিতে সদাই পড়ে ধায়াধাই১
আনন্দে মগন জতি।
পায়ল পরসে কটাক্ষ অলসে
তাহা না কহিব কতি ॥*
পাই২ সেই ফলে সায়রের জলে
আনন্দে দেবাদি জতী।
প্রেমের সায়রে পায়ল খুজিতে
আনন্দ-লহরীর তী ॥
এ তিন আখর দেবতা পায়ল
সুখের নাহিক ওর।
দেখি চণ্ডিদাস গড়েতে আছিল
হইলা মগন ভোর ॥ ৪৯০ ॥

১ ধাতু খাই, খ।
* ইহার পর চারি পঙ্‌ক্তি "খ" পুথিতে নাই।
২ পেয়ে, খ।

[৪৩৩]

সুই রাগ

"পীরিতি" আখর পাইয়া সকল
ভব-বিরিঞ্চি-হর তারা।
পুলক হইল পিরীতি[১] পাইয়া
নয়নে গলয়ে ধারা॥
"এহেন[২] সম্পদ্ কোথা না রাখিব[৩]
থুইতে[৪] পরতিত নাঞি।
জানি বা কখন কে লয় চোরাঞা
থুইব সুজন ঠাঞি॥"
এ কথা রচিঞা সভাই কহল—
"রাখহ শিবের স্থানে।
মহা সে বৈষ্ণব কৃষ্ণপরায়ণ
প্রধান ভকত নামে॥"
"পিরিতি" আখর সব দেবগণ
চাহি[৫] মহাদেব পানে।—
"পিরিতি আখর পাইল যেমতে
সকল জানহ মনে॥
এই না পিরিতি তোহে সমর্পিল
রাখহ হৃদয়-স্থানে।"
দেখিঞা হরস হইল অন্তর
দিন চণ্ডিদাস ভনে॥ ৪৯১॥

১ চিতে সে, ক। ২ হেনক, খ।
৩ রাখব, খ। ৪ থুত্যে, ক
৫ চাহে, খ

[৪৩৪]

কাফি রাগ

কহে দেবগণ সরল বচন
"শুন ত্রিলোচন তুমি।
তুমি না রাখহ পিরিতি-বৈভব
যে-পদ জপএ ফণি॥
হেনক পিরিতি অনেক যতনে
পায়ল সায়র-জলে।
হারাধন পাঞা সুখী ভেল মন
কহিব ইহার ছলে॥"
হর হরষিত পাইয়া পিরিতি
আনন্দে নাচত রঙ্গে।
ডম্বুর বাজাএ ঘন সিঙ্গা বায়ে
দেবগণ নাচে সঙ্গে॥
"আজু শুভদিন দিনহি ভেঠল
এহেন পিরিতি রিত।
কোথা না রাখব এহেন সম্পদ
হেন নহে মোর চিত॥"
সব দেবগণ হইঞা মিলন
যুকতি করল তাই।
"যাহার পিরিতি সেই সে জানএ
চলহ বৈকুণ্ঠে যাই॥
যেহ এ পিরিতি ভকতি-মূরতি
সেই প্রেমসিন্ধুদাতা।
গিঞা তার কাছে কহিব সকল
জে জানে পিরিতি-কথা॥"
চণ্ডিদাস বলে— বড় অদভুত
মরমে রহল বেথা।
দেব-অগোচর যে সুখ-সম্পদ
চল না রাখব তোথা॥৪৯২॥

[৪৩৫]

সিন্ধুড়া

ভব-বিরিঞ্চির[১] নারদ প্রভৃতি
সব দেবগণ মেলি[২] ।
পিরিতি অমূল্য রতন পাইঞা
বৈকুণ্ঠে সভাই[৩] চলি ॥

গাইতে নাচিতে শিব ত্রিলোচন
ডম্বুর বাজাএ ঘনে ।
চলিল গোলোকে সব দেবগণ
নারদ করিঞা সনে ॥

শিবের বাজন নাচন শুনিঞা
কহে গোকুল-মুনি ।
কমলারে পহু[৪] বেরি বেরি পুছে
"কলরব কিছু[৫] শুনি ॥"

কহেন কমলা— "শুনহ বচন
দেবগণ যত মেলি ।
আনন্দ-মগন কিসের কারণ
ঐছন আসিছে চলি ॥"

বৈঠল গোলোক- ঈশ্বর হাসিঞা
শুনিঞা কমলা-বাণী ।
হেনক সময়ে আসিঞা মিলল
চণ্ডিদাস ইহা জানি ॥ ৪৯৩ ॥

[১] বিরিঞ্চি, ক। [২] মিলি, খ, এবং পরে।
[৩] সবাই, ঐ। [৪] দোহে, খ।
[৫] কি হেতু, ঐ।

[৪৩৬]

দেব গান্ধার

সব দেবগণ দেখিঞা শ্রীপতি
প্রণাম নমসি পায় ।
করপুটে স্তুতি করিলা বিস্তর
তাহা কহা নাহি যায় ॥

কহেন—"শ্রীপতি গোলোক-ঈশ্বর
করত প্রেমসী দান ।"
ধরিঞা বোহায়ে প্রভু[১] ভগবান্
অখিল জীবের প্রাণ ॥

সভারে তুষিয়া কহেন বচন—
বসিলা দেবের সভা ।
"কেন বা আইলে কিসের কারণ
আছএ সভার লোভা ॥"

বেরি বেরি পুছে প্রভু ভগবান্
"কি হেতু ইহার শুনি ।"
হাসিঞা নারদ কহেন সম্বাদ
চণ্ডিদাস ভালে জানি ॥ ৪৯৪ ॥

[১] প্রহু, খ।

[৪৩৭]

ধানসি রাগ

কহেন সকল প্রভুর গোচর
মহা সে নারদ-মুনি ।
মুগদ হইঞা কহিতে লাগল
গদ গদ হঞা বাণী ॥

"এক নিবেদন কহিএ বচন
শুনহ গোলোক-হরি।
তুমি দয়াময় গুণের সাগর
এক নিবেদন করি॥
ব্যাস মুনিবর রচিল সুন্দর
কল[প] তরুর কায়া।
তোমারে বর্ণিলা বেদ-অগোচর
কত না কহিব ইহা॥
তুমি সে দয়াল কেবল কৃপাল
তরুর একটি ফল।
এক শুক পাখী চোরাই লইল
ফল অতি মনোহর॥
সেই শুক পাখী ফল ওষ্ঠে করি
উড়িয়া যাইতে বলে।
ওষ্ঠ হতে খসি মনোহর ফল
পড়ল সায়র-জলে॥
সেই ফল ভাঙ্গি ত্রিগুণ হইএগ্রা
এ তিন সায়রে পড়ে।
ফল হারাইএগ্রা সেই শুকপাখী
রহল সায়র-পাড়ে॥
পুন সে চিন্তিএগ্রা আইল ধাইএগ্রা
সব দেবগণ-পাশে।"
কহিতে লাগল এ সব বিচার
কহেন এ চণ্ডিদাসে॥ ৪৯৫॥

টীকা

পঙ্‌-৯-১২। ৪২৪ সংখ্যক পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৪৩৮]

কানাড়া

"সুখের সায়রে রসের সায়রে
প্রেমের[১] সায়র-মাঝে।
মথন করিল[২] জত দেবগণ
সেই সে ফলের কাজে॥
এ তিন সায়রে এ তিন আখর
এহেন সম্পদ-ধনে।
যতন করিয়া শূলপাণি-পাসে
রাখিল মনের সনে॥"
এ কথা শুনিএগ্রা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর
হাসিতে লাগল পুন।
"দেখি কোথা পালো মরম পিরিতি
গোলোক[৩]-সম্পদ হেন॥"
মহাদেব-পানে চাহে[৪] দেবগণে
কটাক্ষ ইঙ্গিত-রসে।
বুঝি মহাদেব এহেন সম্পদ
দিলা সে গোবিন্দ-পাশে।
পিরিতি মরম কাহু[৫] না বাটল
এমন পিরিতি সুখে।
কর পরশিয়া পিরিতি লইয়া
ভাঙ্গিল আপন মুখে॥
দেখি দেবগণ ভাবে মনে মন
'কাহু না দেয়ল হরি!'
চণ্ডিদাস বলে— গোবিন্দ-গোচরে
পুছিতে লাগল বেরি॥ ৪৯৬॥

১ রসের, ক ২ করিলুঁ, খ
৩ গোকুল, ঐ ৪ চাহি, ক
৫ কাহে, খ, এবং পরে

[৪৩৯]

রাগ কর্ণাট

হাসি হৃষীকেশ— "শুনহ মহেশ,
পূরব বৃত্তান্ত কথা।
কহিএ সকল শুন মন দিয়া
পুলক পাইবে এথা॥
গোকুল-নগরে নন্দঘোষ-ঘরে
জনম লভিব যবে।
প্রাণ-প্রাণেশ্বরী প্রেম-অধিকারী
সে জন পিরিতি লবে॥
এই না পিরিতি প্রেমের আরতি
শুনহে দেবাধিগণ।
বৃখভানুপুরে বৃখভানুরাজে
তাহার দুহিতা জন॥
তারে সমর্পণ করিব জতন
পিরিতি আখর তিন।
সেই সে জানএ পিরিতি-মরম
তারে কৈল সমর্পণ॥"
একথা শুনিঞা যত দেবগণ
বিস্মিত হইল তারা।
"ভাল, ভাল"—বলি সব দেবগণ
শুনল এমতি ধারা॥
সেই সে কিশোরা জানএ পিরিতি
আন সে জানব কতি।
চণ্ডিদাস বলে— পিরিতি-কণিকা
জানব সে জশোমতি॥ ৪৯৭॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদে রাধাকে প্রেমের অধিকারিণী বলা হইয়াছে। এই তত্ত্ব বঙ্গদেশে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগেই বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

---

[৪৪০]

রাগ কৌ

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
আর না জানয়ে কেহু।
একথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন এ নহু নহু॥
পীরিতি শত গুণ শত শত করি
তার লাখ গুণ যেই।
তার এক কণা গোপীগণ পায়ে
আর না জানয়ে কোই॥
তার লাখ গুণ শত শত হয়ে
তবে সে যে জন রয়।
মণি-ফণিগণ যত ভক্তগণ
কণিকা পীরিতি হয়॥
পূর্ণ ষোলকলা জানয়ে মরম
সেই সে কিশোরী রাই।
এক শত গুণ তাহার মরম
আমি সে জানিয়ে নাই॥
তার এক কণা শত শত ভাগ
এ নন্দ যশোদা জানে।
কোটিকে গোটিক তার এক বিন্দু
আছয়ে কাহার স্থানে॥
চণ্ডীদাস বলে— একথা শুনিতে
দেবের হইল সুখী।
বেদের বচন করিল রচন
ব্যাসমুনি ইহা লেখি॥ ৪৯৮॥

দ্রষ্টব্য:—এই পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ এবং ২৯৪ সংখ্যক পুথিদ্বয় হইতে পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই পদের প্রথম পাঁচ পঙ্‌ক্তির পরেই ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিখানা খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী অংশ ৫৪৫ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত ২৯৪ সংখ্যক পুথি হইতে সংগৃহীত হইল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪ সাল, ৭৫-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

প্রেম কি, তাহা একমাত্র রসবতী রাধিকাই জানেন, ইহার "পূর্ণ ষোলকলাই" তিনি জ্ঞাত আছেন। তার এক কণামাত্র গোপীগণ পাইয়াছেন, আর "মণিফণিগণ" প্রভৃতি ভক্তেরা ইহার কণিকামাত্র লাভ করিয়াছেন, এমন কি নন্দযশোদার ভাগে এককণা মাত্র পড়িয়াছে। ইহাই এই পদের সার-সংক্ষেপ।

তুং—মহাভাবস্বরূপা—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥
চৈতন্যচরিতামৃত, আদির চতুর্থে।

অন্যত্র—ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
ঐ

ভাগবতে আছে—"গোপীগণের প্রেম সামান্য নহে, কারণ মুনিগণ মুক্ত হইয়াও ইহা বাঞ্ছা করেন।"
(ঐ, ১০।৪৭।৫১)

[৪৫১]

গোবিন্দ-বচন শুনি কহে কিছু শূলপাণি
কহে কিছু দেব ভগবান্।
"তোমার অপার লীলা যার গুণে পশুশিলা
তরু পুলকিত ইহা জান॥
তোমার পীরিতি বহুমূল।
এমন পীরিতিখানি কখন নাহিক শুনি
এবে সে জানিল এতদূর॥
এমন সম্পদ-সুখ বিহি ভেল বৈমুখ
মনে ছিল রাখিব গোপনে।
তাহার কারণ মোরা করিল অনেক ধারা
এমন বলিয়া কেবা জানে॥
আপনে গোলোক-হরি তাহা প্রীত পান করি
মো সবা হইনু বঞ্চিত।"
প্রভু কহে বেরি বেরি— "শুন ত্রিলোচনধারী,
সব দেবে হইলে বঞ্চিত॥
চল সবে মর্ত্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
বসুদেব দৈবকী-উদরে।
লয়া নন্দ যশোমতি গোকুল রাখব তথি
ব্রজলালা রচিব সুন্দরে॥
আন আন অবতারে নানামৃত লীলাধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন।
লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে
রাই দরশন-আশ হেন॥
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু।
অষ্টরস অষ্টগুণে ইহা লাগি আস্বাদনে
আর যত উপরস পিছু॥
প্রধান এই অষ্ট রস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি।
এই রসতত্ত্বখানি জানে সেই বিনোদিনী"—
চণ্ডীদাস না জানে মাধুরি॥ ৪৯৯॥

টীকা

পং-৬। প্রেমলীলার মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত কৃষ্ণের উক্তিতে আছে—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥
ঐ, আদির চতুর্থে।

১৬। কংস-বধের জন্য জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও কৃষ্ণ দেবগণকে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (তু°—ভা, ১০।১।১৮ ; বিষ্ণুপু° ৫।১।৬১)

অন্যত্র—"জন্ম লেহ গিয়া, সভে আগে হয়া" (প্রথম খণ্ড, ২৩ পৃঃ)।

২৪-২৫। তু°—পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
ইত্যাদি

চৈতন্যচরিতামৃত, আদির চতুর্থে।

২৬-২৭। অষ্টরস :—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ইত্যাদি ভেদে প্রধান আটটি রসের উল্লেখ বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকে আবার আট ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুঃষষ্টি রসের সৃষ্টি করিয়াছে (উজ্জ্বলনীলমণি দ্রষ্টব্য)। ইহাই এখানে "উপরস" বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকিবে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত এবং উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে এই সকল পদ রচিত হইয়াছিল।

[৪৪২]

সের ছটাক বহিন্নিকট
রস রস বেদবান।
চন্দ চন্দক ভানুপুষ্কর
দ্বিতিক প্রধান জান॥
বিপুলক বিত্তিক প্রেম বহির্ন্নিক
উদণ্ড চারি ছয় লোভা।
কায় কামার্ত্তক রোহিণী নির্ল্ল ট
জটপঢ় সাত্ত্বিক শোভা॥
মদয়ন্ত প্রাণ তপাহিরোহিতা গুণ
নয় নয় ছয় করি জান।
বসুমতি বসপাই এসব জানত
নব নব করি ইহা মান॥
আট রস চৌসট তরতম নির্ল ট
আট আট বস্থ বেদে।
গুণ গুণ প্রেক্ষিলা গুণ গুণ কর
সাত সাত সট খেদে॥
বেদ বেদ তয়ু গুণতহি আখর
সো ইহা জান সুজান।
রসে রসে মেলত লোয় গুসর
চণ্ডীদাস গণত সুঠান॥ ৫০০॥

দ্রষ্টব্য :—বোধ হয় পুথিতে নির্ভুল পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই ; ব্যাসকূটের ন্যায় দুই জাতীয় পদ দীনচণ্ডীদাসের রচনায় দৃষ্ট হয়।

[৪৪৩]

এক সায়র তাহার উপর
অমিয়াসিন্ধু-ঘটা।
সিন্ধু পাশে পাশে তাহার নিকটে
আয়লি রসের ছটা॥
প্রেমের কাছেতে মোহের বসতি
মোহের সম্মুখে লেহা।
লেহার উপরে এক মেওা আছে
তাতে এক আছে গেহা॥

সেই সে গেহার এ নয় দুয়ার
তাতে হংস আছে জোড়ে
সেই মেওা ফল সায়রে গলিয়া
কণিক কণিক পড়ে ॥
তার কণা আশে ডুবি সেই হংসে
চুনি চুনি খায় কণা।
সেই সে কণার শতগুণ লাগি
বিরিঞ্চি বাসনাপনা ॥
তিন গুণে সেই মেওার বসতি
যে গুণ যে জন ভজে।
সেই গুণে থাকে মেওার উপরে
যে রসে যে জন মজে ॥
রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা।
গোকুলে জনম তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া-দেহা ॥
চণ্ডীদাস কহে— এ রস-মাধুরি
ছানিলে রসের সিন্ধু।
শুনি দেব জত দাণ্ডাইয়া শত
মোরা না পাইয়ে বিন্দু ॥ ৫০১ ॥

টীকা

পঙ্‌-১-৪। এইরূপ উক্তি অন্যত্রও পাওয়া যায়—তু°—

এক সরোবর পৃথিবী ভিতর
কমল ফুটিল তায়।
ফুলের রসে সরোবর ভাসে
দুধার বহিয়া যায় ॥

অমৃতরসাবলী (*Vide* Introduction to the Post-Caitanya Sahajiyā Cult, p. 73).

৫-৮। তু°—প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।
নী—৭৮৮

এবং—মৃত্তিকা উপরে আর এক মেওয়া
তাহার উপরে সুধা। ইত্যাদি নী—৭৯০

লেহা—স্নেহ, প্রেম। ইহার উপরে মেওয়া—

তু —ভাবের উপরে ভাবের বসতি
তাহার উপরে লাভ।
নী—৭৮৮

৯। নয় দুয়ার—তু —

ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার ॥
রতিলক্ষণা—প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রকার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণরূপা আর ॥
চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৪ পঃ

এই সকল এখানে প্রেম-গৃহের দ্বার বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে।

১০। হংস—তু —

সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ম প্রকাশিয়া
হংসপ্রায় হইয়া রহিব।
নী—৭৭২

১৭। তিন গুণ ইত্যাদি—তু°—

"গুণ" শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥
চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৪ পঃ

১৯-২০। তু°—

অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥
ঐ

২১-২৪। এইরূপ উক্তি দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদেই পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৪৪৪]

"বন্ধু, কাহে না পায়ল বিন্ধু

রসের সমুদ্র-কাছে মো সবার বসতি আছে
তুমি তাহে অনাথের বন্ধু ॥

তুমি কৃপালু হয়া দিলেহ না দিলে দয়া
কি আর কহিব রাঙ্গা পায়।
এমন পীরিতি-রস মো সবা করিতে বশ
কবে হেন রসেতে না হয় ॥

পীরিতি-সায়রে খুজি পাইলুঁ সেহেন নিধি
তাহা প্রভু নিজে কর পান।
সেই রসতত্ত্ব লাগি ভাবে ভক্তগণ যোগী
কারে হেন প্রীত কর দান ॥

তুমি প্রভু দয়াময় কহিতে লাগয়ে ভয়
যদি পাই আজ্ঞা এক বাণী।
যবে প্রভু জন্ম নিবে গোকুলে নন্দের ঘরে
গুল্মলতা হইব সে আমি ॥

ব্রজে যাবে গোচারণে লয়া বংশী শিশুগণে
নয়ন ভরিয়া যেন দেখি।
আর এক শুন প্রভু দয়া না ছাড়িহ কভু
মরমে মরমে যেন রাখি ॥

সে নব কিশোরী সনে রাস-রস জাগরণে
শুনি যেন নপুরের তালি।
যবে ফিরি বনে বনে চাহিব চরণপানে
লাগে যেন চরণের ধূলি ॥

তথির কারণে দেবা পাইব চরণ-সেবা
তেই মোরা লতা হৈতে আশে।"
আমার বাসনা এই নিশ্চয় কহিয় সেই
চরণে কহিছে চণ্ডিদাসে ॥ ৫০২ ॥

মাথুর

প্রবেশিকা

ইহার পরে মাথুরের পালা আরম্ভ হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কৃষ্ণজন্মের যে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইল, তাহা মাথুরের প্রস্তাবনা মাত্র। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, রাধা তাঁহার বিরহে আক্ষেপ করিতেছেন, সেই সময়ে এক সখী রাধাকৃষ্ণের জন্ম-সম্বন্ধীয় ঐ আখ্যায়িকা বলিয়া রাধাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এইরূপে মাথুরের অবতারণা করা হইয়াছে।

বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার, যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। তন্মধ্যে—"পূর্ব্বে সঙ্গবিশিষ্ট নায়ক ও নায়িকাদ্বয়ের যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাকে প্রবাস কহেন" (উজ্জ্বলনীলমণি)। এই প্রবাসেরই নামান্তর মাথুর। প্রবাস বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভেদে দুই প্রকার (ঐ)। তন্মধ্যে কার্য্যানুরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কহে (ঐ)। কংসবধের জন্য কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন বলিয়া এখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাসই বর্ণিত হইতেছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু কবি অনেকগুলি পদে "পরবশে" যাইবার কথা বলিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তিনি অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বর্ণনা করিবার জন্যই যেন ঐ শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। "এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব অর্থাৎ কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু এই দশটি দশা ঘটিয়া থাকে" (ঐ)। অন্যত্র—

অভিলাষচিন্তাস্মৃতিগুণকথনোদ্বেগ-
সংপ্রলাপাশ্চ।
উন্মাদোঽথ ব্যাধিজড়তামৃতিরিতি দশাত্র
কামদশাঃ॥

(সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ)

অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, এবং মৃত্যু এই দশটি কামদশা। চণ্ডীদাস নানাভাবে পরবর্ত্তী পদ-গুলিতে রাধার এই সকল দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

কহে নর্ম্মসখী— "শুন চন্দ্রমুখি,
পুরব বৃত্তান্ত কথা।
হেনক পীরিতি তাহা পাবে কতি
পীরিতি থাকয়ে তথা॥

এইরূপে ভেল পীরিতি-জনম
আখর উঠল তিন।
তোহে তাহে আছে পীরিতি ধরম
ইথে নাহি কিছু ভিন ॥
ঐছন পীরিতি তাহার ঘোষণা
রোধ না করহ রাধে।
অনেক জতনে পীরিতি-রতন
পাঞাছ অনেক সাধে ॥
এত দুঃখ দেবে মথন করিয়া
পায়ল পীরিতি-লেহা।
হেনক পীরিতি- বিহনে যে জন
কি ছার তাহার দেহা ॥
পীরিতি কি রীতি রসের আরতি
না জানে দোসর জনে।"
তোহে তাহে আধ আধ প্রীত দিল
দীন চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৫০৩ ॥

[৪৪৬]

রাই কহে—"শুন, মরম সজনি,
পীরিতে যাহার চিত।
এবে এত দুখ নহে কোন সুখ
কেমন ধরল রীত ॥
পীরিতি কে জানে এমন ধরণ
প্রথমে আছিল ভাল।
শেষে হেন করে নাহিক সংসারে
ভাবিতে পরাণ গেল ॥
কি দোষ দেখিয়া সেই হেন পিয়া
মধুপুর দূর দেশ।
স্ত্রীবধ-পাতক ভয় না গণল
হইল পরাণ শেষ ॥
আর কি এমন হইব মিলন
সে হেন পিয়ার সনে।
তাহার কারণ পীরিতি আক্ষেপ
করিল আপন মনে ॥"
"তারে মিছা রোষ কার নহে দোষ
আপন করমহান।
যবে শুভদশা মিলয়ে সভার
পাইবে তাহার চিন ॥
দেবে কহে হেদে দেয়সি কহল
গণিল অনেক সাধে।
তুরিতে আওব সে নব নাগর
শুনহ সুন্দরী রাধে ॥"
একথা শুনিঞা হরষ হইয়া
কহেন একটা বাণী ॥—
"কবে গিয়েছিলে দেয়াসির ঘর
আমিত নাহিক জানি ॥
নন্দরাজপুরে আছেন দেয়াসি
জানহ তাহার নাম।
বুঝহ কি রীতি ইহার যুগতি
তুরিতে আয়ব ঠাম ॥"
রাধার বচনে এক নব রামা
তুরিতে চলিয়া গেল।
সব বিবরণ কানুর কারণ
কহিতে মোহিত ভেল ॥
"শুন গো দেআসি, কানুর প্রেয়সি—
আয়লুঁ তোমার কাছে।
বুঝহ কারণ কেমন ধরণ
যেবা তোর মনে আছে ॥
দেবী আরাধিয়া হেদে দেয়াসিনি,
শিরেতে চড়াহ ফুল।"
চণ্ডিদাস কহে— শুন বিনোদিনি,
বিহি হব অনুকূল ॥ ৫০৪ ॥

দ্রষ্টব্য—প্রথম ১৬ পঙ্ক্তিতে রাধার চিন্তা-দশা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপর সখী কর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা। উজ্জ্বল-নীলমণিতে দূতীপ্রকরণে দৈবজ্ঞাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি এখানে তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার পূর্ব্বেও রাধা স্বপ্ন দেখিয়া দেয়াসী ও গণক দ্বারা ফলাফল জানিতে চাহিয়াছিলেন (প্রথমখণ্ড, ২০৮-০৯ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য)। ভাষা ও কল্পনা একই প্রকারের বলিয়া এই সকল আখ্যায়িকা যে একই কবি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যাইতে পারে।

৪৪৭]

জয়শ্রী

দেবী আরাধন করল জতন
চড়ায়ে মাথায় ফুল।
"কহ কহ দেবি, নিশ্চয় বচন
যদি হবে অনুকূল॥
মথুরা নগরে দূর পরবাসে
গেছেন নাগর-হরি।
যদি বা তুরিত গমন করব
সে নব চতুর-ধারী॥
সমুখ সমহ ? যদি ফুল দেহ
তবে সে জানব ভালি।
তবে সে জানব গোকুল-নগরে
আয়ব সো বনমালী॥
এ সব রচন করত যতন
চড়ায়ে মাথায়ে ফুল।
তুরিত করিয়া হরি গৃহে আন
তুমি হও অনুকূল॥"

দাণ্ডায়ে সমুখে সেই সে দেয়াসী
কর যোড়ে আছে কাছে।
"তুমি দিলে বর বালিকা উপর
সস্বামা (?) নিঞা আছে॥
কোন অপরাধে সে হেন নাগর
তেজল রাধার সঙ্গ।
সুখের ঘরেতে দুখ অতি ভেল
তিলেকে হইল ভঙ্গ॥
যদি বা জায়ব গোকুল-নগর
দেহ না মাথার ফুলে।
তবে সে জানব তোমার মহিমা
পূজন করিব ভালে॥"
চণ্ডিদাস বলে— শুন গো সজনি,
দেবীর নাহিক দয়া।
ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে
বুঝিয়া বুঝল ইহা॥ ৫০৫॥

[৪৪৮]

কানোড়া

"বল দেয়াসিনি, শুনহ ভবানি
পড়ুক মাথার ফুল।
এই নিবেদন তোমার চরণে
রাইএ হয় অনুকূল॥
তুমি সে জানহ তোমার গোচর
তুমি যদি কর দয়া।
তুরিত করিয়া দেহ এক ফুল
না কর তিলেক মায়া॥

যদিবা কানাই তুরিতে আয়ব
তেজিয়া মথুরাপুর।
এ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ুক আসিয়া
দেহ না মাথার ফুল ॥"
এ বোল বলিতে দেয়াসি দাণ্ডায়ে
যুড়িয়া এ দুই কর।
"যদি বা তুরিতে মথুরা তেজিয়া
কানাই আসিব ঘর ॥"
এ বোল বলিতে গৌরী দিল ফুল
ভাঙ্গিয়া মাথার চূড়া।
সেই নব রামা চলিলা তুরিতে
অতি সে হইয়া চেরা ॥ ৫০৬ ॥

[৪৪৯]

সেই নব রামা তুরিতে গমন
চলিলা রাধার পাশে।
কহিতে লাগল সব বিবরণ
রাইয়ের ও মন তুষে ॥
"দেবী দিল ফুল ভেল অনুকূল
পিয়া সে আয়ব ঘর।
একথা অন্যথা নহিব কখন
পাইল মনের সর ॥
পুন এক বলি শুন গো সুন্দরি,
গণক ডাকিয়া আনি।
তাহাকে গণাব আপনার নামে
কি হেতু ইহার শুনি ॥"
"আনহ যতনে গণক ডাকিয়া
গণুক ভালই মতে।
কোন দোষ আছে তার মোর রাস্থে
বুঝিব আপন চিতে ॥"

ডাকিয়া আনিল গণক আইল
সুধাই রাধার রাসি।
পাঁজি পুথি লঞা সুযগ গণক
হরিসে গণিতে বসি ॥
রাধা নাম রাসি তোলাইয়ে আসি
কোন কোন দোষ আছে।
এবার রাস্থেতে গণিতে গণিতে
চণ্ডিদাস আছে কাছে ॥ ৫০৭ ॥

[৪৫০]

ধানসি

"একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে
তৃতীয়াএ আছে শনি।
বুধ বলবান্ দশায়ে আছয়ে
বৎসর ভালই গণি ॥
কেতু রাহু আছে অতি শুভ গ্রহ
মঙ্গল গোচর জানি।"
শুনিঞা আনন্দ ঘুচে মন-ধন্ধ
ভাল সে ভাবিয়া গণি ॥
এ সব গণন গণিয়া গণক
পাইল সুফল দশা।
এ সব বচন শুনিতে রাধার
হইল আনন্দ-আশা ॥
গণক তুষিয়া হরস হইয়া
বৈঠল কিশোরী গোরী।
করের রতন অঙ্গুরি গণকে
তুরিতে দিলেন পেলি ॥

চলিলা গণক আপন মন্দির
হরষ বদন হঞা।
দেয়াসির বোলে গণকের বাণি
এ দুই সমান পাঞা॥
পুনরপি ধনা কহে এক বাণী—
"শুনহ সজনি সই।
আর এক আছে আগ উঠাইতে"—
চণ্ডিদাস গুণ গাই॥ ৫০৮॥

দ্রষ্টব্য—বৃহস্পতি একাদশে থাকিলে ধন লাভ, শনি তৃতীয়ে থাকিলে শত্রুনাশ ও বিত্তলাভ, ইত্যাদি

[৪৫১]

"কহিএ সজনি, শুন এক বাণী
আনহ ধবল ধান।
আগ উঠাইব বিচার করিব
ইহাতে নাহিক আন॥"
শুক্ল ধান আনি ভূমেতে থুয়ল
সে নব কিশোরা রাই।
"যদি গৃহে মোর কানাঞি আসিব
ত্বরিতে কহিবি তাই॥"
এ বোল বলিয়া আগ উঠায়ল
বিজোড় নাহিক হয়।
জোড়ে জোড়ে ধান উঠল সমান
বুঝিল মঙ্গল হয়॥
চণ্ডিদাস বলে— ত্বরিতে মিলব
কিশোর নাগর কান।
শুতলি মন্দিরে সখীগণ রঙ্গে
সরল হইল মান॥ ৫০৯॥

দ্রষ্টব্য—মানও বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত একপ্রকার বিরহদশা। উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

অর্থাৎ—পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতীর অর্থাৎ নায়কনায়িকার স্বীয় অভিমত আলিঙ্গনাদি রোধ-কারীকে মান কহে। সূত্রে আদি শব্দ প্রয়োগহেতু পৃথক অবস্থানেও মান সম্ভব হয়। কবি এখানে শেষোক্ত মানই বর্ণনা করিয়াছেন। এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব হয়। এইরূপ কয়েকটি লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। সাম, ভেদ, ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা এই মানের উপশম হয়। সখীদ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগেও মান লয় প্রাপ্ত হয়। কবি প্রথমে সখী দ্বারা সান্ত্বনাবাক্যাদিতে, তৎপর এখানে ধানের আগ উঠানাদি ক্রিয়াতে রাধার মানের সরলতা সম্পাদন করাইয়া পদশেষে বলিয়াছেন—"সরল হইল মান।" একত্রাবস্থানকালীন মান অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।

[৪৫২]

রাগ শ্রী

সেই যে মন্দিরে শুতলি কিশোরী
কিছু হয়ে এক মনে।
পুরুব পীরিতি যখন করিল
কালিয়া কানুর সনে॥
বন্ধুর চূড়ার মাণিক পুতলি
পুরুবে পড়িয়াছিল।
সেই সে পুতলি যতন করিয়া
সম্মুখে রাখিয়া দিল॥

সেই সে মাণিক পুতলি দেখিয়া
সে নব সুন্দরী রাই।
নিজ কোরে করি মান উপজল
কুরঙ্গ নয়নে চাই॥
আপন নীলের বসন দেখিয়া
কানু পড়ি গেল মনে।
বিষম বিরহ উপজিল অতি
কিছুই নাহিক মনে॥
ধরণী উপরে পড়ল সুন্দরী
চিত্রের পুতলি হেন।
ধূলাএ ধসরি নবীন কিশোরী
সোনার প্রতিমা যেন॥
লোরে ঢল ঢল বহিয়া চলিল
সঙরি পিয়ার গুণে।
পুরুব পীরিতি সুখের আরতি
সে সব পড়িল মনে॥
নয়নের জল বহে অনিবার
তিতঁল অঙ্গের চীর।
চণ্ডিদাস বলে— ধৈরজ ধরহ
ক্ষেণে চিত কর থির॥ ৫১০॥

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বস্মৃতিও বিরহাবস্থা আনয়ন করে। এখানে প্রথমতঃ কৃষ্ণের চূড়ার পুতলি দেখিয়া রাধার মনে পূর্ব্বপ্রণয়ের স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে, তৎপর নিজের নীল বসনের প্রতি দৃষ্টি পড়াতেও বর্ণসাদৃশ্যে কৃষ্ণের কথা মনে উদিত হওয়াতে রাধা বিরহে সন্তপ্ত হইতেছেন। তাহারই ফলে অশ্রুবিসর্জ্জন। ইহা বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত স্মৃতি-দশার উদাহরণ (৪৪৫ সংখ্যক পদের পূর্ব্ববর্ত্তী "প্রবেশিকা" দ্রষ্টব্য)

[৪৫৩]

বরাড়ি

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেদন
ক্ষেণেকে নিশ্বাস নাসা।
ক্ষেণেকে চেতন ক্ষেণেকে অস্থির
ক্ষেণেকে কহেন ভাষা॥
মনের হুতাশে নিশ্বাস সহিতে
নাসার বেসর খসে।
চান্দ মুখখানি মলিন হইছে
জেনক নাহিক রসে॥
কোটি চাঁদ নিছি কি তার গণনা
জাহার বদন শোভা।
চাঁদের ভরমে চকোর লালসে
পাইতে সুধার লোভা॥
সে বর বিধুর এমতি দেখিএ
যেমন আন্ধার লাগে।
"উঠ উঠ"—বলি বলে কোন নারী—
"দেখিতে ভয় যে লাগে॥
নিকট ভেটব সে বর নাগর
ধৈরজ ধরহ রাধা।
সে বর কিশোরী খিন তনু ভেল
সকল করল বাধা॥"
চণ্ডিদাস বলে— নিকটে মিলব
সে বর রসিক কান।
হের কমলিনি, জে শুভ দেখিল
মনে না ভাবিহ আন॥ ৫১১॥

দ্রষ্টব্য—এই পদে রাধার চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, মলিনতা প্রভৃতি দশা বর্ণিত হইয়াছে। মলিনতা যথা—

হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ
খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী।

অম্বহরশরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী
তব বিরহবিপত্তিগ্লাপিতাসৌদ্বিশাখা॥
(উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত মলিনাঙ্গতার দৃষ্টান্তে)

হিমসংপৃক্ত পদ্মের ন্যায় শীর্ণ মুখশ্রী, খরতর বায়ুর সংসর্গে বন্ধুজীবের ন্যায় শুষ্ক ওষ্ঠ, শরতের তাপে তাপিত কুমুদপুষ্পের ন্যায় মলিন বদন, ইত্যাদি।

পঙ্‌-৭৮। রাধার মুখচন্দ্র এখন বিষাদে রসহীন বস্তুর ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছে।

৯-১৪। যাঁহার মুখ শোভায় কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত করে, এবং যে মুখ দেখিয়া চকোর চন্দ্রের ভ্রমে সুধার জন্য লালায়িত হয়, সেই অনুপম মুখচন্দ্র এখন যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

[৪৫৪]

কেদার

"রাধা, তুমি জানহ কি রীতি
বিরহ-বেদনা মনে জানিবা তেজহ প্রাণে
বুঝিলাম হেন তার গতি ॥
অনেক তপের ফলে বিধি দিয়াছিল ভালে
পুন তাহা করিল নৈরাস।
করম-লিখন জে খণ্ডাইতে পারে কে
ঘুচিল সকল সুখ-আশ ॥
স্ত্রীবধ-পাতক-ভয়ে তার কিছু মনে নয়ে
পাসরিল এ সকল লেহা।
অবলা বধিতে হেন না দেখিয়ে কোন জন
জনম দুখেতে গেল দেহা॥
পরিণামে এই ভৈল পরাণ সংশয় ভেল
কুল শীল গেল এতদূর।
হরি হরি করি প্রাণ বারে করে আনচান
তারে কহে দয়ার ঠাকুর ॥
বাঢ়াইয়া অতি প্রীতি এবে করে অনুচিতি
পরিণামে পরাভব সারা।
সেখানে পরের বসে কুবুজায়ে রতি-রসে
ঐছন তাহার ভেল ধারা ॥"
মরম সখীর বাণী শুনি রাধা ঠাকুরানি
কহে পুন তাহার উত্তর।—
"সে জদি নিঠুর ভেল তাহার উত্তর বল
ইহার ঘুচাব আর ঘর ॥
জাহার লাগিয়া সুখ সেই ভেল বিমুখ
ঐ তনু তেজিব গিয়া জলে।"
চণ্ডিদাস কহে সারা বুঝিল তাহার ধারা
পরতিত কর মোর বোলে ॥ ৫১॥

দ্রষ্টব্য—বিপ্রলম্ভের শেষ দশায় মৃত্যু। কবি এখানে রাধার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বিরহের শেষ দশাই বর্ণনা করিয়াছেন।

[৪৫৫]

কানোড়া

সো বর নাগর কান।
নিশির শয়নে দেখিল সপনে
সুবল আয়ল ঠাম ॥
"সুনহ সুবল, কি আজু দেখল
সো বর রঙ্গিনী রাই।
গোকু[ল] হইতে আইলা তুরিতে
স্বপনে দেখিল যেই ॥

পুরুব পিরিতি সুখের আরতি
অতি সে কৌতুক-রসে।
রাই করে ধরি বসাই সে বেরি
করই অনেক বেশে ॥
রাইয়ের কুন্তল বনাই সুন্দর
মাখাই কুসুম-গন্ধে।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
তুসারি বকুল ছান্ধে ॥
মুকুতা গাঁথিয়া তুপাশে খেচনি
দিয়া মাণিকের চুনি।
কুন্তল বেনান অতি সুসোভন
যেমন দেখল ফণি ॥
সিথায়ে সিন্দুর অতি বিলক্ষণ
চৌদিকে চন্দনবিন্দু।
তা দেখি আকাশে [১] লজ্জিত হইলা
লাখে সসোধর বিন্দু ॥
গলে গজমোতি কিবা সে সুভাতি
কাঁচলি উপরে পড়ে।
সোনার কাঁচলি তুধারে মুকুতা
গাঁথি পরায়ল তারে ॥
দেখ অদভুত যেমন দামিনী
চটকে অগোরের ঘটা।
নিতম্বে সোনার ঘুঘুর দিয়াছে
কি কহিব তার ছটা ॥
নিল বাস অতি উঢ়নি সুন্দর
ধরিয়া আপন করে।
রতন নুপূর দেয়লি সুন্দর -"
চণ্ডীদাস ইহা ভনে ॥ ৫১৩ ॥

পুথির পাঠ :—
[১] য়্যাবাসে

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্তী পদগুলিতে রাধার বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু "বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ সকল দশা সময়ে সময়ে অনুভূত হইয়া থাকে" (উজ্জ্বলনীলমণি, প্রবাস-প্রকরণ)। অতএব কবি এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশাও বর্ণনা করিতেছেন। রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহারও পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। স্বপ্নে রাধার স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-অবস্থার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

[৪৫৬]

জয়শ্রী

"হেন বেলা নিদ ভাঙ্গিল তুরিত
শুনহ সুবল সখা।
নিসির সপন না হয়ে কখন
পুন সে নাহিক দেখা ॥
দেখিতে দেখিতে কতি গেল তুখ
ভৈগেল প্রেমের লেঠা।
এই সে দেখল নিশি অবশেষে
পসিল দারুণ জাঠা ॥
কে বলে পিরিতি অতি সুখময়
তিলেক নাহিক সুখ।
ভাবিতে গুণিতে পিরিতি মুরুতি
পরিণামে এত তুখ ॥"
এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
কহিতে কাহিনি জত।
সুবল না দেখি নিসির সপন
সেহ ভেল অনুচিত ॥
ঐছন সপন দেখল ভৈগল
ভাঙ্গল দারুণ ঘুমে।
উঠিয়া বৈঠল সকল নৈরাশ—
"কিবা সে দেখিয়ে ভ্রমে ॥

কোথা না দেখল সোনার নাগরি
কোথাহ সুবল মোর।"
নিশির সপন মিছাই গণন
চণ্ডীদাস শুনি ভোর ॥ ৫১৪ ॥

চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর,
বেদের বিহিত কয়।
নিশ্চয় সপন রাই ভাগ্য কভু
সয়ে এক সাঁচা হয় ॥ ৫১৫ ॥

শেষ পংক্তি :—তুং—"শয়ে এক সাঁচা আছে" ২০৮ সং পদ)।

[৪৫৭]

ভৈরবী

নিসির সপন দেখল সঘন
বিস্মিত হইল বড়ি।
দিয়া দরসন পুন সে গমন
এ কথা বিসম বড়ি ॥
রাধার দরশ করল পরশ
অতি সে মগন চীত।
জেমত জলের বিম্বিক মিলায়ে
তাহার তৈছন রিত ॥
উঠি সুনাগর গুণের সাগর
চিন্তিত হইয়া রয়।
কিবা দেখি আজি নিসির সপন
কহিলে কি জানি হয় ॥
সপন গমন সত্য নহে কভু
ইহাই দেখল মনে।
নিসি অবশেষে কথার আলাপ
সুবল সাঙ্গাত সনে ॥
ঐছন কিশোরি দেখল তখন
পুন দরসন নাঞি।
বিস্মিত হইলা শ্যাম নটরাজ
কহব কাহার ঠাঞি ॥

[৪৫৮]

তথা

সপন দেখিয়া রাধার বরণ
ভাবয়ে রসিক রায়।
অতি সচ্ঁখিত হইলা বেকত
কিছুই নাহিক ভায় ॥
সে বর নাগর গুণের সাগর
ভাবিতে রাধার রূপ।
বিরহ উঠল তৈখন হইল
বিসম লেঠার কুপ ॥
পুরুব পিরিতি মনে পড়ি গেল
সম্বিত না লয়ে চিতে।
মধুর মুরুলি বদনে লইয়া
আকুল করল গিতে।
"রাধা রাধা রাধা তুমি অনুরাধা
দিয়া সে দরশ আসা।
পুন গেলা কতি রাই রসবতি
পাইলা এ ফল ভাসা ॥"
খেনে খেনে খেনে মুরুলির গানে
সঙ্কেত বলিয়া বাজে।
মথুরা নাগরী শুনিয়া মুরলী
তাহারা দেখিতে সাজে ॥

তা দেখি অধিক মনে পড়ি গেল
পুরুব রসের কেলি।
অধিক বিরহ তাথে উপজল
হৃদয় ভিতর জারি॥
তাথে এক নব রামার সুঠান
তার নাম কহে রাধা।
সে কথা জখন শুনল শ্রবণে
তাহে ভেল অনুরাধা॥
"বৃখভানুসুতা সে বা রহে কোথা"
ঐছন উঠল চিতে।
"তার না[ম] রাধা গোকুল-নগরে
সে মোর পরাণ রিতে।"
সেই সে বিরহ উঠয়ে দিগুন
চিত স্থির নাহি মানে।
মুদিয়া নয়ন কাপয়ে বয়ান
দান চণ্ডীদাস ভণে॥ ৫১৬॥

দ্রষ্টব্য—কবি এখানে স্বপ্নবর্ণনায় নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ স্বপ্নে রাধাকে দর্শন, তৎপর তাঁহার চিরসখা সুবলের সহিত কথাবার্ত্তা, তৎপর বংশীবাদন শুনিয়া মথুরার রমণীগণের আগমনে ব্রজলীলার স্মৃতির উন্মেষ, আর ঐ রমণীগণের মধ্যে এক জনের নাম রাধা জানিতে পারায় রাধার জন্য ব্যাকুলতার বৃদ্ধি। ব্রজলীলা-সম্পর্কিত প্রধান নরনারীগণের চিত্র এইরূপে কবি শ্রীকৃষ্ণের মানসপটে প্রতিফলিত করিয়াছেন, এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রবাসকালীন স্বপ্নে নায়কনায়িকার সম্মিলন সম্পন্ন-সম্ভোগের অন্তর্গত (পরবর্ত্তী ৪৬২ সংখ্যক পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

[৪৫৯]

কর্ণাট

"শুন শুন প্রাণের উদ্ধব।
হেন চিত আছে মোরা বুঝয়ে এমতি ধারা
গোকুলেতে করহ উদ্ভব॥
লইয়া সন্দেশ হার ঝট কর আগুসার
তবে চিত স্থির করি মানে।
কহিবে জতন করি তুরিতে আওয়ব হরি
পাছে ধনি তেজয়ে পরাণে॥
সে নব কিসোরি গোরা চিতে পাশরিতে নারি
গোপেতে গুমরি এই চিতে।
অবলম্ব করি তাই বাঁশীতে সুচারু গাই
রাধা নাম বলি যে বেকতে॥
সে মোর তনুর সম তা বিনু দেখয়ে ভ্রম
সে মোর ভজন তনুধারি।
বিসম কংসের মতি রাখিতে জগতে ক্ষ্যাতি
তারে বধিবারে মধুপুরি॥
ভাবিতে রাধার গুণ পাঁজরে বিন্ধিল ঘুন
হৈয়া বিন্ধে সো হেন নাগরি।
আমার বিরহ পাঞা না জানি কি আছে জিয়া
সেই মোর নবিন নাগরি॥
লইয়া সন্দেশ মালা দেহ লঞা শুভ বেলা
কহিবে বচন দুই চারি।
তুরিতে জাইয়া দেখ কি কাজ বিলম্বে থাক
যাহ ঝট গোকুল-নগরি॥"
শ্যামের বচন শুনি উদ্ধব মনেতে গণি
"শুন প্রভু মোরে কর দয়া।
দেহত সন্দেশ মাল"— লইয়া উদ্ধব ভাল
চলে পথে গোবিন্দ ধেয়াইয়া॥

চণ্ডিদাস অতি সুখী মনের আনন্দে দেখি
রাধার করিতে উদ্দেশ।
ধাইয়া চলল পথে রাধারে বারতা দিতে
গাইতে রাধার গুণ যশ ॥ ৫১৭ ॥

দ্রষ্টব্য —উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

অত্র শ্রীযদুসিংহেন প্রেয়সীভিরমুষ্য চ।
প্রেষণং ক্রিয়তে প্রেম্না সন্দেশস্য পরম্পরং ॥

অর্থাৎ—এই প্রবাসে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেয়সীগণ কর্তৃক প্রেমবশতঃ পরস্পর সন্দেশ প্রেরণ করা হয়। ইহা অবলম্বন করিয়া গোস্বামিগণ "হংসদূত" ও "উদ্ধবসন্দেশ" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। কবি এখানে উদ্ধবের দৌত্য বর্ণনা করিতেছেন।

। ৪৬০ ।

হেনই সময়ে কাক কহিতে লাগল ডাক
বসিয়া মন্দির শিরে রহে।
হেন বেশে আর কাক কাহে কহ লাখ ডাক
আহার বাটিয়া খায় চহে ॥
কহে কত নানা বোল করে বহু উত্তরোল
বদনে বদনে করে ডাক।
দেখিয়া কিশোরি গৌরি সখিরে পুছয়ে বেরি
"সুভাসুভ দেখি এই বেলা ॥
আচম্বিতে আসি কাক কহয়ে বহুত ডাক
কি হেতু ইহার দেখ জানি।
বুঝিহ ইহার গতি শুনহ যুবতি সতি
কি সবদ দেখি ইহা সুনি ॥"
তাহা দেখি এক সখী— "হেদে কাক কহ দেখি
যদি গৃহে আয়ব কানাঞি।
উড়িয়া বৈঠহ ঠায় আসিব গতিক প্রায়
উড় দেখি বৈস এক ঠাঞি ॥"
উঠিয়া বৈঠল কাক করয়ে বদন ডাক
জার গৃহে বসিলা তুরিতে।
চণ্ডিদাস কহে—"রাই নিশ্চয় কহিয়ে এই
বুঝিলাঙ সুভাসুভ চিতে ॥" ৫১৮ ॥

। ৪৬১ ।

রাগশ্রী

শুনি কাকবানি কহে বিনোদিনি -
"হরি কি আসব ঘরে।
এ ঘর হইতে ওপর বৈঠল
বুঝিনু কাজের ছলে ॥
মাথুর তেজিয়া সেই বিনোদিয়া
আসিব বলিতে উড়ে।
কাক-কলরব আহার বাটিল
ওষ্ঠ হৈতে খসি পড়ে ॥
সুভাসুভ দেখি শুনহ যুবতি
মাধব আয়ব গেহা।
পুন সুভদিন দেখি তার চিন
আজু সে বুঝল নেহা ॥"
দেখিয়া আনন্দ হইল রাধার
কানাই আসিব ঘর।
তুরিতে আয়ব রসিক নাগর
মনেতে জানিল সার ॥

এ সব বচন করিল রচন
দুই চারি সখি মেলি।
চণ্ডীদাস বলে— নিকটে মিলব
মনেতে জানিল ভালি ॥ ৫১৯ ॥

———

[৪৬২]

নটনারায়ণ

"শুন গো মরমসখি তোরা।
নিশি অবশেষ কালে ঘুমে অচেতন ভালে
সপনে দেখিল চিতচোরা ॥
একে নবঘনস্যাম পিতবাস অনুপাম
বান্ধা চূড়া নানা ফুল দিয়া।
হাসিয়া নাগর রায় আসিয়া বৈঠল ঠায়
দুটি করে কর আরোপিয়া ॥
একে হাম বিরহিনি কহিল কঠিন বানি
কোপে দিল কর ছাড়াইয়া।
পুনরপি করে ধরি সেই না রসিক হরি
বসাইলা জতন করিয়া ॥
সুতল চতুর হরি মোহে নিজ কোরে করি
আলিঙ্গন করি আচম্বিতে।
দারুণ কোকিল-নাদ মনে না পুরল সাধ
বুঝিলাঙ হইল প্রভাতে ॥
যেমন সতিনি প্রায় সঘনে ডাকয়ে রায়
মনে না পুরল কোন আসা।
ননদিনি পাপমতি জানয়ে দেখিয়ে কতি
হেন বুঝি নিসি ভেল উষা ॥
তুরিতে রসিকরাজ রাখিয়া নপুর সাজ
বড় দুখ রহল মরমে।
হেনক সময়কালে ভাঙ্গি সুখ অবহেলে
মেলি আঁখি দূর গেল ঘুমে ॥
নিসির সপন এই দেখিল মরম সই
পিয়া সনে না পারি বঞ্চিতে।"
চণ্ডীদাস বলে বানি মিলিব নাগর-মনি
হেন বুঝি আসিব তুরিতে ॥ ৫২০ ॥

দ্রষ্টব্য—উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"রূঢ়ভাবে বিপ্রলম্ভসম্বন্ধীয় সম্ভোগ উৎপন্ন হয়, এই সম্ভোগে আনন্দরাশির পরম অবধি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে, এবং এই ভাবে বিরহ ঘটিলে তজ্জন্য দ্বিগুণ পীড়া হয়" ইত্যাদি (ঐ, বহরমপুর সং, ৯৯৯ পৃঃ)। স্বপ্নবিষয়ে হরির প্রাপ্তিবিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে (ঐ, ৯৯৪ পৃঃ), আর প্রবাসাগত কান্তের সহিত মিলনে সম্পন্নসম্ভোগ হয় (ঐ, ৯৪৬ পৃঃ)। অতএব এই পদে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫৫-৫৮ সংখ্যক পদগুলিতে গৌণ সম্পন্নসম্ভোগ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

পরাধীনত্ব প্রযুক্ত নায়কনায়িকার পরস্পর বিচ্ছেদ এবং তাহাদের দর্শন দুর্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগ। এই পালাতে শ্রীকৃষ্ণের "পরবশের" উল্লেখ থাকাতে এখানে গৌণসমৃদ্ধিমান সম্ভোগও বর্ণিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেও স্বপ্নচ্ছলে বৃন্দাবনে আগমন করত বলপূর্ব্বক আমাকে রমণ করিতেছেন (হংসদূত)।

[৪৬৩]

"আজু বড় মোর শুভদিন ভেল
কানুরে দেখিআছি।
মথুরা হইতে আইল গৃহেতে
পিয়ারে দেখিআছি ॥

আজু নিজ দেহ দেহ করি মানি
আজু গেহা ভেল গেহা।
নিসি ভেল অতি নিসি করি মানি
লেহা করি মানি লেহা॥
আজু মলয়-গিরি মন্দ পবন বহু
আকাশে উদিত হউ চন্দা।
অবহু মউরগণ নাদ সাধে করু
কোকিল কুহহু ধন্ধা॥
চামরু চামর ধরিয়া সুন্দর
বাধুলি হউ রূপবান।”
চণ্ডীদাস বলে— ঐছন জানত
তুরিতে ভেটব তোহে কান॥ ৫২১॥

দ্রষ্টব্য—বিদ্যাপতির “আজু রজনী হাম” ইত্যাদি পদের অনুকরণে এই পদ রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

[৪৬৪]

যথারাগ

সখি হে, আজু রজনি সুভ ভেলা।
কানু আয়ব ঘর হেন মনে লাগল
পায়ব ফল অতি ভেলা॥
গণি গণি বচ্ছর আয়ব রে হরি
কবহু না শুভ দশা ভেলি।
ঘাটত বর কান আনন্দ সানন্দ
মোহে দরশায়লি ভালি॥
অমঙ্গল বিঘিণি ঘাটত পড়ু বাধক
সৌরভ তেজত গন্ধ।
সুস্কহি কাষ্ঠ তরুপর বৈঠত
কাক গিধির বন্ধ।
দিনহুঁ পড়ত কত কতহুঁ বরজপতি
দেখল দিন মাহ।
অব নিশি রজনি ফুয়ল করি মানল
হেরলুঁ তাকর দেহ॥
চন্দন-গন্ধ গন্ধ ভেল মোহিত
কোকিল সুমধুর জান।
বাম নয়ন ঘন করতহি স্পন্দন
হেরলুঁ তছু অবধান॥
বিপিন গহন জত আছিলহি মুদিত
সবহুঁ খিন তনু মেলি।
খঞ্জন পাখি কমল পর দেখলি
অতি তনু আনন্দ ভেলি॥
কদম্ব তরুয়া ছিল বিরহ মদন হেন
সো ভেল সরস গান।
চণ্ডীদাস কহে— শুন ধনি সুন্দরি,
তুরিতে মিলাওব কান॥ ৫২২॥

দ্রষ্টব্য—এই জাতীয় ব্রজবুলির পদ চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগেই রচিত হইতে পারে।

৪৬৫]

এ সখি শুন মোর বোল
হরি আজু গিললি কোল
দেখহুঁ রজনিক শেষ।
আজু সভে পূজহ মহেশ
পূজহ যত দেবি দেবা।
তাকর সভে কর সেবা॥
মঙ্গল গায়ত মেলি।
সবে মেলি দেয়ত তালি।

গায়ত বায়ত ঘন ঘোর।
ধূপ দীপ লেহ গোচর॥
চিনি নারিকেল দুগ্ধ লেই।
খণ্ড আতব করু তাই॥
পূজহ পশুপতি দেবা।
তব ধনি করতহি সেবা॥
মঙ্গল ঘট পরিপূর।
রাম-কদলি রোপ দূর॥
নগরে বাজাহ ভেরু জোড়।
দগড় ডিণ্ডিম ঘন ঘোর॥
গাথই বনমালা জোর।
চণ্ডীদাস ভেল ভোর॥ ৫২৩॥

[৪৬৬]

কানোড়া

সখি কহে—"শুন ধনি, রমনির শিরোমণি,
সুভ দশা জানল এখন।
নিসির সপনে জদি দেখিয়াছ গুণনিধি
তব হরি আয়ব ভবন॥"
হরষ-বদন ধনি কহয়ে কিছুই বানি—
"কোকিল সতিন সম ভেল।
করিতে রসের সুখ হেন বেলে দিলে দুখ
আচম্বিতে ডাকিয়া উঠল॥
ভালই তাহার কাজ সে রসে পড়িল বাজ
হইব অক্কটিয় বিনাসি।
হেনক ভাবিল মনে তারে রাখে কোন জনে
গলাএ ধরিয়া দিব ফাঁসি॥
জতেক লোকিল আছে গিয়া সে তাহার কাছে
ধরিব জতেক পিকগণে।
সভারে করিয়া জড় মারিতে কর্যাছি দড়
যমুনাতে ডুবাব জতনে॥
বিনাশ করিব তারে এ দুঃখ কহিব কারে
সেই ভেল রিপুর সমান।
সুখেতে করিল দুঃখ না হল মনের সুখ
শুনি রব উঠি গেল কান॥
মনেতে হইল ভয় ননদিনী পাপাশয়
দুর্ম্মতি বিঘিনী কুলকাটা।
ভাঙ্গিল নয়ন-নিন্দ গেলা তেজি গোবিন্দ"—
চণ্ডীদাস ভাবে লেঠা॥ ৫২৪॥

টীকা

পঙ্‌ক্তি—১০। অক্কটিয়—সং-আখেটক হইতে ব্যাধ বা শিকারীসদৃশ অর্থে। তু°—"সুখে রাজ্য করিতে অক্কটি হইল কাল" (কবিক° চণ্ডী)। বিনাসি—বিনাশী, সংহারকারী।

[৪৬৭]

রাগ তথা

পুন কি এমন দশা মোর।
পিয়া কি করব নিজ কোর॥
আর কি ডাকব বনমালি।
পুন হব রস-রাস কেলি॥
দেবে কহে গণক গণিএা।
সপনে দেখিনু আজু পিয়া॥
তবে সে করম-ফল মানি।
এ কথা অন্যথা না হয় জানি

দেখি চণ্ডীদাস কয়।
নিকটে মিলব রসময় ॥ ৫২৫ ॥

[৪৬৮]

কর্ণাট

হেনক সময়ে রথ আরোহণে
আইল উদ্ধব মতি।
উদ্ধব আনন্দ মনে রসানন্দ
তাহা না কহিব কতি ॥
গোকুল-নগরি প্রবেশিলা আসি
গোধূলি সময় কালে।
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ
কাতর হইয়া বলে ॥
এক সহচরি বাহির দুয়ারে
দেখিয়া সুচারু রথ।
ধাইয়া সে সখি তুরিতে চলয়ে
নাহি দেখি জেন পথ ॥
আপনার অঙ্গ আপনি না চিনে
তুরিতে যাইয়া কয়।
"এতদিন দুখ সুক করি মানি
ঘরে য়াল্য রসময় ॥"
কিশোরি বিশোরি কানুর বিরহে
ভাবনা করিতে ছিল।
হেন বেলে সখি মুখেতে শুনিঞা
তুরিতে বাহির হল্য ॥
রাই কহে—"শুন কেমন ধরণ
কি হেতু ইহার সুনি।"
সখী সব কথা কহিতে লাগল
সব বিবরণ বানি ॥

"নিকট দুয়ারে রথ-আরোহণে
আয়ল রসিক কান।"
পুলক বদনে চাহে সখি পানে
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ৫২৬ ॥

দ্রষ্টব্য—ভাগবতের দশমস্কন্ধের ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণের বর্ণনা রহিয়াছে।

[৪৬৯]

রাগশ্রী

ধনি কহে—"দেখ বাহির দুয়ারে
কানু কি [আ]য়ল গেহা।
আজু সে রজনি সফল মানিয়ে
তবে সে সফল দেহা ॥"
গিয়া এক সখা দেখল তুরিতে
নিসিতে লখিতে নারে।
"তুমি কোন জন বলহ বচন
কে বট রথের'পরে ॥"
বিনতি আরতি অনেক প্রকারে
কাতর বচনে বলে।
* * * *
"কোথা না আছয়ে শ্যামের প্রেয়সি
রাধা বলি তার নাম।
তাহারে দেখিতে মোরে পাঠায়ল
সো বর নাগর শ্যাম ॥"
শ্যাম-পরসঙ্গ শুনিতে সে ধনি
অঙ্গ পুলকিত ভেল।
মৃত তরু যেন বারি ঢাড়ি পাল্যে
সে তরু মুঞ্জরি গেল ॥

পুলকে পুরল শ্যাম নাম শুনি—
"কহ কহ পুন বোল।
বহু দিন পর কানু নাম শুনি
তনু মুগধল মোর॥"
"শুনহ সুন্দরি নবিন কিশোরি
শ্রবন পরশি শুন।
মোরে পাঠায়ল তোমারে দেখিতে
কি রিতি দেখিবে হেন॥
কানুর আদর দেখিয়ে জেমন
কহিতে কহিব কতি।
অনেক প্রকারে প্রবন্ধ বুঝাত্যে
আমি সে আইলুঁ ইথি॥
সে নব নাগর গুণের সাগর
তোমার বিরহে আধা।
সুইতে বসিতে দিগ নেহারিতে
সদাই দেখয়ে রাধা॥
তোমার বিরহে কাতর দেখিয়া
তেঞি পাঠায়ল মোরে।
দশমি দশার অবশেষ শুনি
কানু সে কাতর ভালে॥"
চণ্ডীদাস বলে— ঐছন দেখল
সে হরি কাতর বড়।
দোহে এক তনু ভিনু সে ভৈগল
বুঝিতে বিষম বড়॥ ৫২৭॥

টীকা

পং—৭-৮। গোপীরা রথ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন— "এ কাহার রথ?" ভা, ১০।৪৬।৩৬। অন্যত্র— "এ ব্যক্তি কে?" (ভা, ১০।৪৭।২)।

৯-১০। গোপীগণ বিনয়াবনত হইয়া সলজ্জহাস্য, সুমিষ্ট বচনাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিলেন (ভা, ১০।৪৭।২)।

[৪৭০]

কামোদ

"কি নাম তোমার বলহ বচন
সুনিয়ে শ্রবণ ভরি।"
পুন সে সরল হইল গরল
সো নব কিশোরি গোরি॥
এই যে আছিল অঙ্গের পুলক
শুনিঞা শ্যামের নাম।
ক্ষেণেকে ভৈগেল আর দশা ভেল
কি রস ইহার নাম॥
রসের আরতি কি জানি পিরিতি
রসের উপরে রস।
প্রধান বসতি আট রস তথি
যাহাতে করিল বস॥
তার তর তম ছাপ্পান্ন রসের
তিন সে আছয়ে রিত।
বিপ্রলম্ভ সনে এ সব আক্ষান
প্রধান করিয়া মান (?)॥
তবে যে বলিবে কলহান্তরিত
এখানে কিরূপে হয়।
গোচর নহিলে কিরূপে হইল
রসাভাস মাত্র হয়॥
ব্যাসের রচন বেদের বচন
তাহাতে রাখহ মতি।
বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে
নাগর আছয়ে ইথি॥
নেত্রের গোচর না হয়ে গোচর
গোচর দেখিল জবে।
হরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে॥

এ রস বুঝিতে আন সে নারয়ে
ব্যাসের বচন ভাসে।
বিচার করিতে অনেক সকতি
কোন জন বুঝে শেষে ॥ ৫২৮ ॥

টীকা

পঙ্‌—১১-১৬। মধুরা রতি বিভাবাদি দ্বারা আস্বাদনীয় হইলে মধুররস নামে অভিহিত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের লীলা-বিষয়ই শৃঙ্গার-রসের পরম উৎকর্ষ (উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ)। লীলার বিষয়ীভূতা রমণীমাত্রেরই আট প্রকার অবস্থা হয়, যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা ইত্যাদি। আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমের তারতম্য প্রযুক্ত উক্তপ্রকার নায়িকা সকলের উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠা ইত্যাদি ত্রিবিধ ভেদ হয় (ঐ, নায়িকাভেদ প্রঃ)। অতএব নায়িকা সকলের অবস্থাভেদে (৮×৩=) ২৪ প্রকার রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চারি প্রকার, এবং ইহাদের প্রত্যেকের আট প্রকার বিভেদ কথিত হয়। অতএব এক বিপ্রলম্ভেরই অবস্থাভেদে ৩২ প্রকার রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত ২৪ প্রকার রস যোগ করিলে ৫৬ প্রকার রস হয়। কবি এই পদে ইহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭-২৪। এখানে যে বিষয় বর্ণিত হইতেছে তাহা কবি কলহান্তরিকতার পর্য্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে, সাক্ষাৎ না হইলে প্রকৃত কলহান্তরিতা হয় না। কৃষ্ণ এখন মথুরাতে আছেন, রাধার সহিত তাঁহার দেখা হয় না, অতএব এখানে কলহান্তরিত-রস না হইয়া রসাভাস হইয়াছে। তৎপর এই আপত্তি খণ্ডনার্থে তিনি বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ মথুরায় থাকিলেও বৃন্দাবনে তাঁহার নিত্য বর্ত্তমানত্ব কথিত হইয়া থাকে, অতএব সাক্ষাৎ দর্শন সম্বন্ধীয় আপত্তি এখানে গ্রহণীয় নহে। কেবল প্রকট-লীলায় মথুরাগমন স্বীকৃত হয়, কিন্তু নিত্যলীলায় তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের সংযোগবিয়োগস্থিতি অধ্যায়ের টীকায় দ্রষ্টব্য।

তুঃ—"গোগোপগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা"—
ইতি (পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে)

"সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ।"
(বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

"বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদাক্রীড়তি মাধবঃ।"
(স্কন্দপুরাণ)

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি।"
(ভাগবতামৃতধৃত যামলবচন)

২৫-২৮। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া রাধার মনে হর্ষের উদয় হইয়াছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে উদ্ধবকে দেখিয়া তাঁহার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল, অতএব ইহাও বিরহপর্য্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত আপত্তি এইরূপে খণ্ডিত হয়।

[৪৭১]

তুড়ি

"কেবা আইসে দূর পর হই
না দেখি আছিনু ভাল।
তোমারে দেখিতে হৃদয়ে আনল
দিগুন জ্বলিয়া গেল ॥
কাননে আনল জ্বলিলে নিভায়ে
জদি বা মেঘের লেহা।
বারি পরসনে দারুন কাননে
নিভায়ে তিলেক দেহা ॥

এমতি আনল হিয়ায়ে পসিল
কিসেতে নিভায়ে বল।
ভস্ম আৎসাদনে তাহে ঘৃত দিয়া
অধিক করিয়া জাল॥
ধিকি ধিকি সদা অন্তর-আনল
জলছে এ রাতি দিনে।
তাহে তুমি আনি ঘৃতের আহুতি
আসিয়া দিলে বা কেনে॥
একে বিরহিনি তাপেতে তাপিনি
ছিলাঙ তাপিত হিঞা।
স্যাম-পরসঙ্গ কহিলে শ্রবণে
নিভাইব কিবা দিয়া॥
এই তনু দেখ তাহার বিরহে
প্রতিমা আছয়ে সারা।
হৃদয় বিদারি জদি বা দেখাই
তবে হবে পাতিআরা॥
নয়নের নির নিসি দিসি ঝরে
সাঙন মাসের ধারা।"
চণ্ডিদাস কহে— নিরবধি লেহে
পরাণ তেজিবে পারা॥ ৫২৯॥

দ্রষ্টব্য:—এখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত "দূতের প্রতি আক্ষেপ" বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—৫-১০। তু—

"আন সে আনল, বারি ঢালি দিলে তখনি নিভিয়ে যায়।
মনের আগুন, নিভাইব কিসে, দ্বিগুণ জলিয়ে তায়॥
বন পোড়ে বলে, বনে আগুনি, দেখয়ে জগৎ-লোকে।
এ বড়ি বিষম, শুনগো সজনি, জলে উঠে বিনি ফুকে॥
নী-৩২৬।

২২। প্রতিমা—ঠাট, কাঠাম মাত্র।

তু—"কানুর আদর, পীরিতি ভাবিতে, পাঁজর হইল শেস।" (৩৫১ সং পদ)।

২৪। পাতিআরা—প্রত্যয়।

[৪৭২]

"কে বলে কালিয়া ভাল।
সে গুণ-মহিমা ভাবিতে গুণিতে
রাধার পরাণ গেল॥
সুন হে উদ্ধব সে সব বৈভব
তাহা না কহিব কত।
বড় নিদারুন হৃদয় কঠিন
পরাণে সহয়ে কত॥
আমরা সে পদে এ তনু নিছিঞা
সরণ লইয়াছিলুঁ।
তাহে নিদারুন কেবা জানে হেন
মাথায় কলঙ্ক নিলুঁ॥
সেই সে কলঙ্ক বাদ পরিবাদ
ভূসন করিয়া নিল।
গুরু দুরুজনে দিয়া তিয়াগণে
তভু তারে নাহি পাল্য॥
গুরুর গঞ্জনা পাড়ার তুলনা
সে নিল চন্দন-চুয়া।
কি করিতে পারে ওসব বচন
কানুরে সপাাছি দেহা॥
অমিয়া বলিয়া সে হরি সেবিনু
গরল হইয়া গেল।
গরল তরসি তাহার পরষি
এই গতি মতি ভেল॥

কে জানে এমন দসার মরম
কহিতে কি জানি হয়।”
চণ্ডীদাস বলে— এত দুখে সুনি
জেবা করে রষময় ॥ ৫৩০ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ” বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—১৬-১৭। তু°—

“কুবচন বোল, তোমার কারণে, চন্দন করিয়া নিল।
পাড়ার পড়সি, আপনি রহসি, তারে পরিহার দিল ॥”
(২৩৯ সং পদ)।

২০-২১। তু°—

“অমিয়-সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল।”
(নী-৩১১)।

জখন করিল বহুত পিরিতি
তখন জানিল মনে।
বহুত লেঠার বহুত-আদর
সে নব কানুর সনে ॥
তখনি জানিল মনের সহিত
সে জন নিদান হবে।
সেই সত্য ভেল বুঝিতে কারণ
চণ্ডীদাস কহে ইবে ॥ ৫৩১ ॥

পুথির পাঠ :—১ লেহে

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত রাধার “নিজের প্রতি আক্ষেপ” বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—১-২। “কানুর আদর, পীরিতি ভাবিতে,
পাঁজর হইল শেষ।”
(৩৫১ সং পদ)।

---

[৪৭৩]

ভাবিতে গণিতে তাহার পিরিতি
পাজর হইল সেষ।
মরণ সরণ এই সে নিদান
প্রেমের নহিল লেষ ॥
কালার পিরিতি জে করে আরতি
সে জন মরুক জলে।
রসাএ্যা রসাএ্যা প্রেমসিন্ধু দিয়া
নিদান করিল হেলে ১ ॥
কে জানে এমন না সুনি কথন
পরের পিরিতি সুখে।
ঘরেতে আনিয়া ধরম খাইয়া
পরিণামে হল্য দুখে ॥

[৪৭৪]

তুড়ি

এক ভাব দেখ উদ্ধব হইল
তিন ভাব তাহা নয়।
ভাবের শকতি দরসাএ কত
অনুভাব দেখ হয় ॥
আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা দরশ বশে।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ ঝরে ॥
সেই সে বৈচিত্র রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবের রস।
মাথুর কারণ রশপুষ্ট লাগি
ইহাতে জগত বশ ॥

রস পরিমল রসে ঢল ঢল
আর দশা আসি ভেল।
ভাব-রশ কহি অনুভাবে এই
ভাবে ভাবে যতি দেল ॥
এখন বিরহ অগোচর অতি
গোচর নাহিক দেখি।
অতএব হয় বিরহ দশার
সেই সে কমলমুখি ॥
রসের সমুদ্র ভাবিতে ভাবিতে
অগাধ সায়র মানি।
বাঙ্গা টুনি যেন খাইবারে চাহে
মহা সমুদ্রের পানি ॥
চণ্ডীদাস কহে— সুন সুধামুখি,
দূত-মুখে সুনি বানি।
বিসম বিরহ দূরে তেয়াগিয়া
সুনহ রমনী ধনি ॥ ৫৩২ ॥

দ্রষ্টব্য:—উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে অনুভাব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর, এবং বাচিক ভেদে পণ্ডিতগণ অনুভাব তিন প্রকার কীর্তন করেন। যৌবন অবস্থায় কামিনীগণের সত্ত্বগুণজনিত বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা এই তিনটি অঙ্গজ। বিকারের কারণ-সত্ত্বে চিত্তের যে অবিকৃতি তাহাকে সত্ত্ব বলে, আর ঐ সত্ত্বের যে আদ্য-বিকৃতি তাহার নাম ভাব। যেমন বীজের আদি বিকৃতি অঙ্কুর, তদ্রূপ।" পরবর্তী পদে বীজের তথা অঙ্কুরের এই বিকৃতি ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, কবি এখানে অনুভাবের অন্তর্গত ভাবের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার তিন প্রকার ভেদের মধ্যে এখানে অলঙ্কারের পর্য্যায়ভুক্ত ভাব বর্ণিত হইতেছে। উদ্ধবের আগমনে ইহার প্রথম উন্মেষ। কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া রাধা হর্ষিত হইলেন, কিন্তু উদ্ধবকে দেখিয়া বিষাদিত হইলেন। ইহাতে বিকারের কারণ উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্ত অবিকৃত রহিল। এই অবস্থাকেই উজ্জ্বলনীলমণিতে সত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহারই প্রথম বিকাশ ভাবে। ইহা অনুভাবের পর্য্যায়ভুক্ত।

পঙ্‌—৫-১০। কবি বলিতেছেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি প্রেম-বৈচিত্ত্যে রাধার নানাপ্রকার আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা প্রেমের বিচিত্রতা (স্বপ্নে) দর্শনে, স্পর্শনে এবং তদন্তে বিরহে বর্ণিত হইয়াছে। এখন তিনি ভাবের রস বর্ণনা করিতেছেন।

২৩। বাঙ্গা—(ব্যঙ্গো ভেকে চ হীনাঙ্গে—মেঃ) হীনাঙ্গ—তুচ্ছার্থে।

[৪৭৫]

করুণাশ্রী

কাহে আয়ল ওহে বিরহ দসাপর
কাহে পুছ ইহ বানী।
উহা পরবাসি সাচি করি মানল
কুবুজা সে তহি মন মানি ॥
যো রূপি অঙ্কুরি আপনি পরসি কর
যবে ভেল অঙ্কুর-শাখা।
বিরহকি তাপে জারল সে তরুবর
কি তাহে দেয়ত দেখা ॥
কো জানে এ রস পরিণাম-বৈভব
তব তাহা করত বেভার।
প্রেম-পরস প্রতি কর তথি দুর্গতি
কাহে পিরিতি রসহার ॥
অব হাম জানল তার চিত বেবহার
তাহাক পরিহার মান।
বিষম হুতাস ভাষ তুহুঁ দেয়লি
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ৫৩৩ ॥

আমার এই বিরহ-দশায় কেবল আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তুমি আসিয়াছ কেন? কৃষ্ণ যে কুব্জায় মন দিয়াছে তাহা আমরা সত্য বলিয়া জানি। যে অঙ্কুর নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলাম, তাহাতে যখন শাখার উদ্গম হইল, তখনই তাহা বিরহতাপে ক্লিষ্ট হইল, তাহাতে আর কি ফল প্রসূত হইবে। এমন পীরিতির যে এই পরিণাম হইবে, তাহা কে জানিত? জানিলে আমরা সেইরূপই ব্যবহার করিতাম। কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অবমাননা করিতেছে ইত্যাদি।

---

[৪৭৬]

রাগশ্রী

এসব বচন শুনিঞা উদ্ধব
চিন্তিত হইলা মনে।
রাধার আরতি শুনিতে পিরিতি
কোহো না জানয়ে প্রেমে॥
কাষ্ঠের পুতলি জেমন থাকয়ে
না ফুরে বচন শ্বাস।
ভকতি কি রিতি দেখিয়া উদ্ধব
কহেন একটি ভাষ॥—
"শুন সুধামুখি, শুনি ভেল দুখি
নহেত এমনি কাজ।
এহেন পিরিতি এড়িয়া জুবতি
গেছেন রসিক-রাজ॥
চিত কর স্থির সুনহ সুন্দরি,
তেজহ দারুণ মতি।
হেন দেখি মনে তেজহ পরাণে
বুঝি যে হেনক গতি॥
তেজিয়াছ সুখ শ্রীমুখমণ্ডল
দেখি যে আন্ধার সম।
বচন কহিতে নাহিক সকতি
ক্ষণেকে হইছ ভ্রম॥
কোটি চান্দ জিনি জাউক নিছনি
ও মুখমণ্ডল-আভা।
সো বিধু মণ্ডল মলিন হঞাছে
চকোর করিতে লোভা॥"
চণ্ডীদাস কহে— বিরহের মোহে
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ।
অলপ বয়সে এ হেন বিরহে
ততক্ষণে রহে রঙ্গ॥ ৫৩৪॥

দ্রষ্টব্যঃ—ভাগবতে উদ্ধবকর্তৃক গোপীগণের সান্ত্বনা বর্ণিত আছে (ভা, ১০।৪৭।৫১-৬)। ষষ্ঠীবর দাস কৃত এইরূপ একটি সংস্কৃত শ্লোকও পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, যথা— "হে করভোরু, নয়নের অঞ্জন-মিশ্রিত জল দ্বারা মুখচন্দ্র মলিন করিওনা, করুণাসাগর হরি তোমাতে পুনর্ব্বার করুণা করিবেন।" (বহরমপুর সং, ৩৩২ পৃঃ)।

[৪৭৭]

সুহই সিন্ধুড়া

তেজিয়া এমন নাগরির কোর
মথুরা রহল গিয়া।
* * * * * *
* * *॥
কালিয়া বরণ জিসের কারণ
তাহাত ভালই জানি।
তে কারণে তিহো কালিয়া হইল
সুনহ পুরুব বানি॥

জে কালে সমুদ্র মথন করিল
অমৃত পাবার তরে।
দেবগণ জত হই এক যুথ
সমুদ্র মথন করে॥

মথিতে মথিতে প্রথমে উঠল
কমলা নামেতে রামা।
তাহা নিল হরি অতি স্নেহ করি
অতি সে রূপের ধামা॥

তবে সে মথনে উঠল যতনে
কালকুট বিষরাসি।
* * * * * *
* * *॥
তাহাই ভক্ষয়ে নিলকণ্ঠ নাম
মহাদেব হল্য সুখি।
রাখিল দেবের প্রতিজ্ঞা কারণ
অসুর নাশিল ভূখি॥

চণ্ডীদাস কহে— অদ্ভুত কথা
শুনিতে শুনিবে কত।
ব্যাসের বচন পুরাণ-রচন
কহিল তাহার মত॥ ৫৩৫॥

[৪৭৮]

ধানশ্রী

জেখানে আছিল কালকূট বিষ
সেওহ মাঝার কাছে।
সেই সিন্ধুসুতা বিষের সমূহে
করিয়া আছিল বাসে॥

ব্যাসের কায়াতে বিষ উপজল
তাহার কায়ার কা।
সেই সিন্ধুসুতা তাহারে পরসি
তাহার অক্ষর কা॥
লাবণ্য-সায়রে নাহিল জখন
তখন রঞ্জিত গা।
কালের কাটিল লাবণ্যের বল
তাহাতে অঙ্গের প্রভা॥
এ দুই আখর শুন।
ইহাতে কালিয়া বরণ হইল
ইহাতে চরিত হেন॥
কখন কখন লাবণ্য-লহরি
তখনি অমিঞা কহে।
কালকুট জবে তাহার আকুতে
কুটিল হইয়া রহে॥
কাল নাম দুটি আখর বলিয়া
কখন ভালই নহে।
কখন সরল কখন গরল
চণ্ডীদাস ইহা কহে॥ ৫৩৬॥

[৪৭৯]

মালব

কি আর বলহ শ্যামের বচন
তাহারি পিরিতি জানি।
রসাঞা রসাঞা পিরিতি করিঞা
পরাণ লইল টানি॥
বিরহ-সায়রে এড়িয়া নাগরে
বরাত মদন বাতি। (?)
কানু মধুপুর সদা মন ঝুরে
নাহি জানি দিবা রাতি॥

সে জন সঙরি নিসি দিশি বারি
নয়ন পুড়িয়া বহে।
আন কিবা জানে আনের সে বেথা
কহিলা কি জানি হয়ে ॥
জে জানে যাহার মরম সরম
তাহারে এসব দিল।
সরম ঢাকিতে আর কে আছয়ে
তারে সে দিলাঙ কুল ॥
সেহেন সরল দেশে না রাখিলা
নিদানে এমতি ধারা।
চণ্ডীদাস বলে— স্থন রসমই
পরাণ হারাবে পারা ॥ ৫৩৭ ॥

বড় নিদারুণ অতি নিকরুণ
তিলেক নাহিক দয়া।
অবলা বধিতে আখের পলকে
পরাণে কটাক্ষ দিয়া ॥
অলপ ইঙ্গিতে সবারে তেজল
তিলেক নাহিক দয়া।
সকল ছাড়িয়া ও রাঙ্গা চরণে
লঞাছিল পদছায়া ॥
চণ্ডীদাস মনে স্থনিঞা বেথিত
পুলকে মাতল তনু।
মথুরা তেজিল সভারে কহিল
তুরিতে আয়ব কানু ॥ ৫৩৮ ॥

[৪৮০]

বেহাগড়া

এ ঘর-দুয়ার জেন লাগে বিষ
তাহার লাগিয়া কই।
রাতি দিন লোরে আখি না চলয়ে
হরি হরি করি রোই ॥
শয়নে সপনে আন নাহি মনে
সদাই সে গুণ গাই।
আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে
তোমারে কহিল এই ॥
জদি বা কখন সাধু প্রয়োজন
ঘুমেতে নয়ন টল।
সপনে সদাই বরণে লেখিয়ে
নিরবধি দেখি কাল

[৪৮১]

যথারাগ

আগে কহিয়াছি পুরাণ-কথন
জেমত হইল কালা।
আর কহি স্থন পুরাণ-কথন
ঐছন বাসের ধারা ॥
আন অবতারে চারিবর্ণ রূপ
হইল গোলকপতি।
রক্ত বর্ণ দুহুঁ লইয়া আকার
রাখল জগত-ক্ষাতি ॥
তথা তারপর হইলা স্থন্দর
এ পীতবরণ কায়া।
স্থষ্টির পালন আন আন বহে
করল অনেক মায়া ॥

তারপর পহুঁ গোলক-ঈশ্বর
শুকল রূপ ধরি।
সৃষ্টির পালক করল দমন
অসুর দহিল হরি ॥
এবে কৃষ্ণ রূপ হঞা বাসিধর
করল অনেক খেলা।
গোপ গোপী যত করিলা অনাথ
তেজিয়া মাথুর গেলা ॥
যবে নন্দঘরে জনম লভিল
রাখল জখন * *।
সুন্যাছি আমরা জ্ঞানির মুখেতে
গর্গমুণি অবধান ॥”
চণ্ডীদাস অতি বেথিত দেখিয়া
কহেন একটি বানি।
হেন মনে বাসি মাথুর তেজিয়া
ঘরে আল্য গুণমণি ॥ ৫৩৯ ॥

মন্তব্য:—বর্ণসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রথমখণ্ডে ৮৭ সং পদের টীকায় দ্রষ্টব্য।
গর্গের আখ্যায়িকা প্রথমখণ্ডে “নামকরণ” প্রকরণে কবি বর্ণনা করিয়াছেন (ঐ, ৮৮-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সুনহ উদ্ধব আমার এ দশা
তাহারে কহিব কি।
কি বলিব কারে আপন বেদন
হইয়া কুলের ঝি ॥
দিয়া প্রেমরাসি কত মধু ঢারি
সিঞ্চিয়া করল সাখা।
ডালে মুলে কাটি পেলাএল দূরে
পুনই সে না পাই দেখা ॥
কেমন ধরণ কোন বেবহার
এ নহে সুজন-কাজ।
পরিণামে এই পাথারে ডারল
কুলে সিলে দিলে বাজ ॥
পরের পিরিতি সপন সমান
জলের বিম্বুক ছায়া।
ক্ষেনেক যখন নাহি দরশন
কতি গেল দেখা দিয়া ॥
ঐছন কালার প্রেম সে পিরিতি
নাহি পরতিত তায়।
ঐছন কানুর পিরিতির লেহা
দিন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৫৪০ ॥

[৪৮২]

অতি সে পিরিতি যে করে যুবতি
পরের পিরিতে চিত।
জনম তাহার ভাবিতে গণিতে
পরিণামে এই রিত ॥

[৪৮৩]

করুণাশ্রী

তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ-ধনি।
কেবা কোথা দেখ ভাল আছে কেবা
পরাণে লইল টানি ॥

সভে বলে তারে রসিক নাগর
বাখানে সকল জনে।
উপরে কালিয়া বরণ দেখহ
হৃদয়ে কুটিল হানে॥
পর নহে কভু আপন বলিতে
আপনা না হয় পর।
বুঝহ কারণ জানহ অন্তরে
কেবল বিষের ঘর॥
আন বিষ যদি করয়ে ভোজন
তখনি মরিয়া যায়।
এ বিষ এড়িয়া হৃদয় মাঝারে
জ্বালিল মুরতি কায়॥
কাল সম ফনি দংশল মরমে
আর কি জীবন রয়।
না শুনে অন্তর অন্ত করি জানে
চণ্ডীদাস ইহা কয়॥ ৫৪১॥

টীকা

পঙ্—৭-৮ তুং—"তোমার কালিয়া, বরণ খানি যে,
দেখিতে রূপস বড়।
উপরে মধুর, দেখি মনোহর,
অন্তরে আছয়ে গাঢ়॥"
(প্রথমখণ্ড, ২১০ পৃঃ)

[৪৮৩ ক [

"কহ কহ দেখি কেমন মথুরা
কেমন নগর দেশ।
কহ দেখি শুনি"— কহেন সে ধনি
হইয়া কাতর শেষ॥
"নগরের জত রমনি সকলি
কেমন রূপের ছটা।
কোন রসবতি করিয়া পিরিতি
ভুলায়ে করিল লেঠা॥
কানু কি ভুলল কুবুজা সহিতে
এই সে তাহার রিত।
তেজিয়া চন্দন ভূষণ কেসাই
এই সে তাহার চিত॥
তেজিয়া কাঞ্চন গুঞ্জা ফল সম
এ দুই এক্ই মূল।
কোথা গজমোতি কোথা সে সমান
ভেলি সে মুকুতা ভুল॥
কাহা মনি মুক্ত কাহা সে খোজল
কাচক রতন সমান।
কাহাঁ মরকত কোথা সে ফটিক
চণ্ডীদাস পরমাণ॥ ৫৪২॥

টীকা

পঙ্—৫-১০। তুং—
"কেমন মথুরাপুরী, কেমন নাগরী নারী
কেহ দেখি মরম সজনি।
শুনিব শ্রবণ ভরি, কেমন কুবুজা নারী,
কত রূপ সে জন মালিনী॥"
(প্রথম খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ)।

১১। তুং—"চন্দন-সৌরভ, দূরে কতি গেল,
কেশাই রহিল পড়ি।"
(প্রথম খণ্ড, ২০৫)।

১২-১৯। কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া গুঞ্জাফল (কুঁচ) গ্রহণ করিয়াছে, যেন উভয়ের মূল্য একই। গজমুক্তাকে সে ভেলি (নকল) মুক্তার সমান করিয়া ভুল করিয়াছে, এবং মরকত মণির বদলে স্ফটিক (কাচ) গ্রহণ করিয়াছে।

[৪৮৪]

কতি সে কোকিল　　বায়স ভখত
মউর কপোত মেলি।
কাহা সে কুরঙ্গ　　খর সম ভেল
এ অতি লাগয়ে গালি ॥
কোথা হংসরাজ　　কোথা সে মণ্ডুক
এ দুই সমান নয়।
তেজি গন্ধ অতি　　কুড়চিয়া অতি
কে বল সে রসময় ॥
রসের সমূহ　　তেজিয়া চন্দন
কুবুজা মনেতে ভায়।
সে অতি রসিক　　জানল হৃদয়
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥ ৫৪৩ ॥

টীকা

কোকিল পরিত্যাগ করিয়া সে এখন বায়সের ভক্ত হইয়াছে, এবং ময়ূর ও কপোত, কুরঙ্গ ও গাধা (খর—ফাঃ-খর), রাজহাঁস ও ভেক, সুগন্ধ (চন্দন) ও কুটজ সমতুল্য ভাবিয়াছে।

[৪৮৫]

এক করে ধরি　　রোপল অঙ্কুর
না পাই মেঘের বারি।
তাহে রবি-তাপ　　তাপিত হইয়া
সে তনু করল জারি ॥
কেমনে বাচব　　বারি না পাইয়া
তরু ভেল খিন দেহা।
তেন মত ভেল　　কানুর পিরিতি
আদর পিরিতি লেহা ॥
কে বলে সরল　　তাহার হৃদয়
কুটিল বিষের রাশি।
এ দেহ তেজিব　　তাহার লাগিয়া
হেনক আমরা বাসি ॥
যাহার কারণে　　এত পরমাদ
সে ভেল নিঠুরপনা।
এমন না জানি　　কখন না শুনি
এত দিনে গেল জানা ॥
একে সে যুবতি　　সে নব ভকতি
দেখিতে না পায়ল তায়।
পিরিতি তেজিয়া　　গেল কোন দেশে
দিন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৫৪৪ ॥

[৪৮৬]

কানু সে নিদান　　করল জখন
তখনি জানল মনে।
আর কি রমনি　　কুলের কামিনি
তার কি থাকয়ে প্রাণে ॥
এক তিল জদি　　বিচ্ছেদ জা সনে
তিলে কতবার মরি।
দেখিলে যুড়াই　　শ্রীমুখমণ্ডল
তবে সে চেতন ধরি ॥
এক শত কোটি　　কোটির নিমিখে
তার শত শত গুণে।
তার লাখ গুণ　　কণা অংশ হয়
ঐছন বেদন মনে ॥
তবে ধরি জিউ　　না থাকে কায়েতে
ঐছন বিচ্ছেদ ভয়।
হেন জন তেজি　　চলে মধুপুরি
কেমতে পরাণ রয় ॥

তবে বল জদি 'এমন জা সনে
তিলে না দেখিলে মর।
সে জন আঁখের আড় হই গেল
কেমতে পরাণ ধর ॥
তা ছাড়ি পরাণে কেন আছ ধরি
তার তর তম বলি।'
এ কথা কহিতে অনেক জতন
চণ্ডীদাস ভালে জানি ॥ ৫৪৫ ॥

[৪৮৭]

আগে আছে আর আর কহি শুন
তিনের কাছেতে তিন।
তিন তিন ভরি তিন তিন ভাবি
তিন তিন ভেল তিন ॥
তিন গুণ করে তিনের সমূহ
তিন তিন করি আছি।
তিন তিন তিন আনিঞা জতন
সেই সে ভাবিয়াছি ॥
তিন তিন ভয় তিন তিন লয়
তিন তিন জবে ভেলি।
তিন তিন তিন তিন সে আখর
তিন ভেল পর মেলি ॥
তিন তিন আসি হয় পরকাসি
এ তিন তিনহি নয়।
তিন গুণ জার হৃদয় উপর
তার গুণ অতিশয় ॥
কালার এ গুণ গুণের সাইতে
তার সে জে রহে সারা।
কালার কোটেক তাহার পুটেক
ঐছন তাহার ধারা ॥
আট নয় ছয় রাম রাম করি
এ কুন আখর সাধে।
তাহে গুণাগুণ তিন রস পরি
তাহে গুণ করি বাধে ॥
সে গুণে বান্ধল তিন তিন করি
তিন করি ছোড়ল পাশ।
তিন তিন তিন তাহে ভেল চিত
তাহাতে আছয়ে আশ ॥
তেঞি সে এ জিউ আছিয়ে ধরিয়া
এই সে আশের আশ।
চরণে পড়িয়া * * *
* * * ॥ ৫৪৬ ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে ৮১টি পদ পাওয়া যাইতেছে না

[৪৮৮]

* * * * * *
কমল নয়নে বরিখে সঘনে
যেমন সাঙন-ধারা।
চণ্ডীদাস বলে হংসের বচন
ঐছন দেখল ধারা ॥ ৬২৭ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রাধার নিকটে এক হংসকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধব-সন্দেশের আদর্শে পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি, এবং হংসদূতের আদর্শে পরবর্ত্তী পদগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

[৪৮৯]

রাগ কাড়া

"রাই, সে শ্যাম তোমার মেনে বটে
তোমার কহিতে নাম বিনোদ মদন শ্যাম
বিরহ আনল জেন ছুটে ॥

পুরুব কাহিনি জত মনেতে পড়িল কত
তাহা বলি রোয়ত সঘনে।
হিয়া যেন ত্যজি বাণ বাজল মরম স্থান
ধৈরজ নাহিক মেনে মোনে ॥

কত না বিলাপ সরে জতেক [ক] রুণা করে
কি কহিব একমুখে তাহা।
সহস্র বদন হয়ে তবে সে জানিল নয়ে
কে জন জানিব তার লেহা ॥

যে জন গোলোকপতি পড়িঞা লোটয়ে খেতি
যার অন্ত অনন্ত না পায়।
ঋষি মুনি ফণি আদি যে পহু চরণে সাধি
লাখ জন্মে ধিয়ানে না পায় ॥

সে জন তোমার প্রেমে তিলে কত বার ভ্রমে
সদাই তোমার গুণ গায়।

তজিয়া গোলোকপুরি গোকুলেতে অবতরি
তোমার লাগিঞা এতদূর।
সাধিতে আপন কাজ আয়ল ধরণি মাঝ"
চণ্ডীদাসে কহিছে মধুর ॥ ৬২৮ ॥

দ্রষ্টব্য:- শেষ চারি পঙ্ক্তিতে প্রেমরস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণজন্মের উল্লেখ রহিয়াছে।

[৪৯০]

কামোদ রাগ

শুনিতে হংসের বানি সে নব রমনি ধনি
ছল ছল কমলিনি আখি।
"কহত তাহার রিত আমাতে আছয়ে চিত
পুন কি হেরব প্রাণসখি ॥"

হংস কহে পুন বেরি-- "শুনহ কিশোরি গুরি,
কহিল তোমার নিজ পায়।
তেজিয়া তোমার লেহা কেবোল একেক দেহা
কেবোল তোমার গুণ গায় ॥"

শুনিতে হংসের বোল নয়নে গলয়ে লোর
সঙরি সে শ্যামের পীরিতি।
সখির বচন সুনি রমনির শিরোমনি
অবনিতে মুরুছয় তথি ॥

"কহ কহ হংসরায় হেন * মোনে ভায়
পুন কি আসিব মোর পিয়া।
দেখিব নয়ন ভরি সো পহুঁ মুরলিধারি
সফল হইব ইহ দেহা ॥

পুন বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর করি
আর কি করিব সে সে খেলা।
শুনিঞা মুরুলিরব ধাইঞা জাইব সব
জুথে জুথে গোপিনির মেলা ॥

আর কি বদনে তুলি দিব সে তাম্বুলডালি
বসনে মুছাব নিজ মুখ।
তবে সে ঘুচিব তাপ আছয়ে যতেক পাপ
তবে সে হইব মনে সুখ ॥" ৬২৯ ॥

[৪৯১]

বরাড়ি

"আর কি সফল হব মোর।
কানুরে করব কোর॥
গলে দিব বনফুলমাল।
শ্রীঅঙ্গে চন্দন দিব ভাল॥
পুন কি করিব পাখা বাএ।
নূপুর পরাঞা দিব পাএ॥
বেশ বনাইব নানা ফুলে।
কবে হেরি নয়ন জুগলে॥
সফল হইবে এই আখি।
কহ হংস কি উপেখি॥"
হংস কহে—"কহিল নিশ্চয়ে।"
দিন খিন চণ্ডীদাস কয়ে॥ ৬৩০॥

[৪৯২]

রাগ কামোদ

এত শুনি ধনি রাজার নন্দি[নী]
সজল নয়নে চায়।
"এত কি নিদান নন্দের নন্দন
মথুরাতে মন ভায়॥
পাইঞা মথুরা নাগরী জতেক
তাসনে রসের লেহা।
বরজ-রমণি তেজল সঘনে
তেজল গকুল-গেহা॥
শুনিঞা শ্রবণে লোকের বদনে
সেখানে কুবুজা সনে।
আনন্দ-লহরি বঞ্চিয়ে রজনি
সে নব নাগর কানে॥
তারে ভালে জানি হৃদয়ে হৃদয়ে
করিল অনেক লেহা।
তাহার সঙ্গেতে প্রেম বাঢ়াইয়া
মলিন হইল দেহা॥
সে জন না জানে শ্যামের পিরিতি
এখন করুক সুখ।
পরিণাম-কালে জানিবেক ভালে
পাইবে অনেক দুখ॥
মোসবার সঙ্গে পিরিতি করিঞা
রহল মাথুরপুর।"
চণ্ডীদাসে বলে— কানুর পিরিতে
চান্দে পদ্মে জত দূর॥ ৬৩১॥

[৪৯৩]

জতি বড়ারি

হংস বলে— "শুন, রাজার কুমারি
দেখিতে আপন মনে।
উঠিতে বসিতে সয়নে সপনে
নিরবধি করে মনে॥
মোরে পাঠায়ল তোমা সান্ত্বাইতে
'কহিবে রাধার পাসে।
আর গুপিজনে তুসিবে সঘনে
কুশল জানাবে সেসে॥
আমিহ জাইব গকুল-নগরে
বিলম্ব দিবস চারি।'
একথা কহল আপন হৃদয়ে
সে পহুঁ মুরলিধারি॥"

কহে রসবতি— "শুন হংসবর,
আর কি আসিবে কানে।
জেমন নিঠুর করে এতদূর
সে আর আসিবে কেনে॥
তাহার হৃদয় মোরা ভালে জানি
[যে] জন নাহিক জানে।
সে জন ভুলিবে তা[হা]র কথায়ে"
দিন চণ্ডদাস ভণে॥ ৬৩২

আছে অগোচর নহেত গোচর
জদি সে মরিয়ে তায়।
কোন রূপে জদি গোকুল আয়ল
সে বর রসিক রায়॥
তাহার কারণে এত দুখ সহি
কহিয়ে সভার কাছে।"
চণ্ডীদাস বলে দুহাঁর পিরিতি
খুজিতে হেন কি আছে॥ ৬৩৩॥

দ্রষ্টব্য:—এখানে প্রবাসের অন্তর্গত রাধার "চিন্তা"-দশা বর্ণিত হইয়াছে। হংসদূতের একটি শ্লোকেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—"এখন প্রাণ রক্ষা করিব, না ত্যাগ করিব? অগ্নিতে প্রবেশ করি, কি যমুনাতে প্রবিষ্ট হই? এইরূপ করিলে, কৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া কি করিবেন বুঝিতেছি না" ইত্যাদি। (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯২২ পৃঃ।)

পঙ্—৯-১২। কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিবেন, ইহা জানিলে আমি তখনই তাঁহার সম্মুখে বিষপান করিতাম।

১৭-২২। আমি মরিলে কৃষ্ণ আসিয়া কি করিবেন তাহা বুঝিতে পারি না, তাই এত দুঃখ সহ্য করিতেছি।

[৪৯৪]

করুণা শ্রী

"জাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
কুলে দিঞাছিল ডোর।
তি বন্ধুজন দিয়া তেয়াগল
তাহারে করিল কোর॥
শাশুড়ি ননদি দিল কত দুখ
তাহা না কহিব কত।
কহিতে কহিতে হেন লয়ে চিতে
জাতনা সঞাছি জত॥
নিদান করিলা নন্দের নন্দন
তেজব বলিঞা জান।
তখন হরসে তাহার সমুখে
করিথু বিসের পান॥
এখন মরিতে নাহি কিছু দুখ
অলপ ইঙ্গিতে পারি।
মরি যেন তার নাহিক সন্দেহ
মনেতে বিচার করি॥

[৪৯৫]

আশোয়ারি

শুনি হংস রাধার কাহিনী।
পড়িঞা কান্দয়ে ধরণি॥
"কাহে ধনি তেজব পরাণ।
মিলব নবিন ঘনস্যাম॥
তুরিতে গমন হেন মানি।
গোকুলে আসিব গুণমণি॥

মো সনে হইল বাক্যভাসা।
কাহে·············· ॥” ৬৬৪ ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে ২৭টি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

[৪৯৬]

*   *   *   *   *   *
*   *   *   * ।
“কাহে ·········   সে রহে মাথুর স্থানে
জার মুল মহিমা অপার।
সে হার পরিতে হেন   ত্রিভুবনে নাহি কোন
সে হার গাথিঞা বিনোদিনি।
কারে ভেজি দিব মালা   বড়ই উঠয়ে জালা
জার তলে দিবস রজনি ॥
সে লতার ফুল তুলি   নিতি হার গাথি ভালি
অতি প্রিয় তোমার মালতি।
জাহারে না দেখি তিলে   সতত জাহার তলে
সে মালতি-লতা রহে কতি ॥
তবে সে জানব মর্ম্ম   রাখিব পুরুব ধর্ম্ম
তবে কি রাধারে পড়ে মনে।
পিক মুখে শুনি তবে   আমা প্রতি মন হবে”
চণ্ডীদাস ইহ রস ভাণে ॥ ৬৬২ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে বুঝা যাইতেছে যে, রাধা কৃষ্ণের নিকটে কোকিলদূত প্রেরণ করিতেছেন; শুক পক্ষীর সাহায্যে সন্দেশ প্রেরণের শ্লোক পদ্যাবলী (বহরমপুর সং, ৩৫৭-৮ পৃঃ) এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে (ঐ, ৯১৯-২০ পৃঃ) উদ্ধৃত রহিয়াছে।

[৪৯৭]

* * * * * *
“উড় পিক আপনার মনে।
যাহ উড়ি মাথুর গমনে ॥
জোথা বসি চতুর মুরারি।
* * * * * ॥
তোথা কুহু রব করি বল।
পঞ্চস্বরে করে উত্তরোল ॥”
অতি মতি শুনিঞা রসাল।
পিক পানে চাহে নন্দলাল ॥
“আজু দেখি পঞ্চস্বরে গান।
হেতু কিছু জানি অনুমান ॥
কহ কহ পিকবর বানি।
কি হেতু ইহার দেখি শুনি ॥
তোমার শবদে গেল জানা।
হেন বুঝি কর দুতিপনা ॥”
চণ্ডীদাস ভেল মতি ভোর।
কহে পিক বচন উত্তর ॥ ৬৬৩ ॥

[৪৯৮]

“বন্ধু কানাই, তুমি বড়ি কঠিন পরাণ।
যে জন তোমারে ভজে   তারে ছাড় কোন কাজে
ইহা নহে বিধির বিধান ॥
কেবোল তোমার ধ্যান   মনে নাহি লাগে আন
পাঁজর ঝাঝর সম কায়।
দেখিল এমন কাজ   পড়িয়া ধরনি মাঝ
পিয়া বলি ধুলায় লোটায় ॥

মালতি লতার তলে বসি গিঞা কুতূহলে
করিতে আছিল কিছু গান।
হেনক সময় কালে আমারে কপট বলে
কুবচনে বিধির বিধান ॥
'এখানেতে বসি কেনে দগধ আমার প্রাণে
এখান হইতে উড়ি গিয়া।
মথুরাতে যাহ তুমি জেখানেতে গুণমণি
গান কর যেনে শুনে পিয়া ॥'
অতি বিরহিনি রাই কহিল তোমার ঠাই
দেখিলাঙ কহিলে কি হয়।
মুখে অতি খিনবানি হেলিঞা পড়য়ে জানি
দেখি যেনে জীবন সংসয় ॥"
পিকের বচন শুনি হেঁঠ মাথে জদুমনি
পুরুব পড়িঞা গেল মনে।
কহে চণ্ডীদাস তায় কহিয় কমল-পায়
দেখা দিয়া রাখহ পরাণে ॥ ৬৬৪ ॥

[৫০০]

করুণাশ্রী

ছল ছল জদুকুলরায়।
রাধা রাধা বলি গুণ গায় ॥
"কোথা মোর সে নব কিশোরি
না দেখিয়ে রূপের মাধুরি ॥
ব্রজলিলা সদা পড়ে মনে।
ঐছন ভাবিয়ে নিশি দিনে ॥
উঠিল সে দারুণ আগুণে।
সে কথা পড়িয়া গেল মনে ॥
সে মোর যতেক ব্রজবালা।
কতি রহে কদম্বের তলা ॥
কেমত আছয়ে গোপনারি।
কহ পিক বচন * * * ॥
রাধা রাধা সয়নে সপনে।
দেখি জেন নয়নে নয়নে ॥"
চিবুকে মুরুলি ধরি শ্যাম।
চণ্ডীদাস কহে পরিনাম ॥ ৬৬৫ ॥

[৫০১]

সুহা রাগ

নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয়াগিয়া।
রাই ভাবে পুলকিত নয়ন মুদিয়া ॥
বদনের হাস ছিল সেহ দূর গেল।
চূড়ার মউরপাখা কতি না পড়িল ॥
চম্পক মালতি মালা পড়ে কোন খানে।
করের মুরুলি খসে তাহা নাহি জানে ॥
পায়ের নপুর পড়ে পিতবাস ধড়া।
না জানি কোথা গেল ভাঙ্গি বেস চূড়া ॥
সঘন নিশ্বাস নাসা আগে পড়ে জল।
রাইয়ের সে রূপ হেরি অশ্রু টলমল ॥
"মোর মোন লুবধ ভ্রমর নাহি জান।
পরবশে বসতি করল এই ঠাম ॥
সে নব কিশোরি রাধা সদা পড়ে মনে।"
রাই-ভাবে পুলকিত চণ্ডীদাস ভনে ॥ ৬৬৬ ॥

টীকা

পদ-১। নিন্দ—নিদ্রা। চন্দন সব—চন্দনাদি বিলাস।
৪। তু'—বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি (তরু, ৯০ সং পদ)।
৬। তু'—বিগলিত মুরলি খুরলি রহু দূর (ঐ)।
৯। তু'—লোরে না হেরয়ে নয়ন-তরঙ্গ (ঐ)।

১২। তু°—"পরবশ হয়া, যাইতে হইল, পুন সে আসিব ধনি।" (প্রথম খণ্ড, ২৯৫ সং পদ।)

এখানে "পরবশের" উল্লেখ থাকাতে বোধ হয় কবি "অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাসের" প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। উজ্জ্বল-নীলমণিতে আছে—

পারতন্ত্র্যোদ্ভবো যস্ত প্রোক্তঃ সোঽবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।

[৫ ২]

রাগ কামোদ

বিনোদিয়া নাগর শেখর চূড়ামনি।
রাই-ভাবে পুলকিত লোটায়ে ধরনি॥
হতাশে খসিল গিমহার মনোহর।
বহু ক্ষেণে চেতন পাইঞা নটবর॥
ধরিঞা করের বাঁশী সুচান্দবদনে।
হরসে পুরয়ে বাঁশী রাধানামগানে॥
হেনক সময় কালে আসি হলধর।
"একেলা বসিঞা কেনে গভর ভিতর।"
লজ্জিত হইলা কানু হলধর কাছে।
মধুর মধুর বোল কহে রাম-পাশে॥
"আজুকার বোল ভাই, কহনে না জায়।"
কহিব সকল কথা চণ্ডীদাস গায়॥ ৬৬৭॥

চরণ-নপুর পড়ে এক ঠামে
ভাঙ্গিয়া বিনোদ চূড়া।
কতি না পড়ল বসন-ভূষণ
নানা মালতির বেড়া॥
ঘাগর ঘন্টিকা বঙ্করাজ আর
মাণিক পদক কোথা।
মুকুতা গাথনি ভুসারি মাণিক
দেখিঞা লাগয়ে বেথা॥
ধূলায় ধূসর শ্যাম-কলেবর
কমল নয়নে ধারা।
কিসের লাগিঞা হেনক দুর্গতি
কহ ত বচন সারা॥
ফুলের বাগানে একেলা থাকহ
আছয়ে শার্দ্দূল আদি।
একলা গহন কাননে বসিয়া
এখানে কি গুণ সাধি॥"
চণ্ডীদাস বলে— বিনোদ নাগর
জানয়ে কতেক ছলা।
ফুলের বাগানে বসিয়া নাগর
গাথি মনোহর মালা॥ ৬৬৮॥

টীকা

প৬-৯। বঙ্করাজ—বাঁকমল (পদাভরণ-বিশেষ)

[৫০৩]

কানড়া রাগ

বলরাম কহে নটবর কাছে
"এমন কেন বা হাল।
কতি না পড়ল মধুর মুরুলি
পিতধড়া আর মাল॥

[৫০৪]

গড়া রাগ

বলরাম বলে—"ভাই এ নহে উচিত।
তোমা না দেখিয়া ঘরে আইনু ত্বরিত
কানুর মুরলি রাই রাই করে গান।
ভাই ভাই বলিয়া·········বলরাম॥

ভাই নাম শুনিয়া তুরিতে আইনু ধায়া।
কেন বা এমন গতি কহত কানাঞা॥
পভাতে উঠিয়া তুমি গেলা কন ভিতে।
কাতর দৈবকি মায়ে খুঁজি আচম্বিতে॥
ঘরে ঘরে নগর খুঁজিয়া প্রতি লোকে।
তোমা না দেখিয়া মায়ে পড়িলা বিপাকে॥
বসুদেব দৈবকী কাতর আছে মনে।
তুরিতে গমন কর"—চণ্ডীদাস ভনে॥ ৬৬৯॥

টীকা

পং-১১। ব্রজের নন্দযশোদার স্থান এখানে বসুদেব ও দৈবকী অধিকার করিয়াছেন।

[৫০৫]

"বলহ এমন কেনে হাল ভেল
ধূলাতে ধূসর লুটা।
কহ কহ দেখি কিসের কারণে
কোথা হয়ে বেশ পাটা॥"
কহিতে লাগিল চতুর মুরারী
কহে বলরাম আগে।
"যমুনা-ভ্রমণ করিতে করিতে
আইল ফুলের বাগে॥
দেখিয়া ফুলের বাগান সুন্দর
তুসারি ফুটিল ফুল।
দেখিতে দেখিতে নয়ন গোচর
তাহে ঝুরে অলিকুল॥
গোকুলের লীলা মনে পড়ি গেল
সে মোর যশোদা মায়।
সুগন্ধি ফুলের বেশ পরিপাটী
কত বনাইত তায়॥
যশোদার স্নেহ পাশরিতে নারি
কি দিয়া সুধিব ধার।
লাখ কোটি যুগ দেব মন্বন্তর
তবু সীমা নাহি যার॥
যখন বান্ধল নবনি লাগিয়া
চরণ বান্ধল মোর।
বান্ধিয়া চরণ জননী তখন
পুন সে করল কোর॥
আর যত স্নেহ এই মোর দেহ
পুরিত লোমেতে লোমে।
এক কোটী ভাগ যুগেতে নারিব
সে ধার সুধিতে ভ্রমে॥"
চণ্ডীদাস শুনি ব্যথিত হিয়ায়ে
বলরাম ভেল মোহ।
ছল ছল আঁখি নয়ান কাতর
* * বচন এহ॥ ৬৭০॥

দ্রষ্টব্য:—প্রবাসান্তর্গত পূর্ব্বস্মৃতির নিদর্শন।

[৫০৬]

রাগ গড়া বরাড়ি

"সেই কথা সব মনে পড়ি গেল
শুন বলরাম দাদা।
যশোদা-পিরীতি কত না কহিব
মরমে মরমে বাধা॥
তাথে ভেল মোহ আকুল হইয়া
কতি না পড়ল বাঁশী।
কতি গেল দূরে পায়ের নপুর
আপনি অবশ বাঁশী॥

কহিল তোমারে মরম বেদন
শুন হলধর ভাই।”
শুনি হলধর হইল কাতর
মনেতে পড়ল তাই॥
“অনেক করল লালন পালন
এমন করয়ে কেবা।
একথা অন্যথা না হয় কখন
অনেক করিল সেবা॥”
ছল ছল আঁখি ভেল বলরাম
‘করহ বেশের ঠান।’
চণ্ডীদাস বলে খুঁজিয়া দৈবকী
আকুল হইল প্রাণ॥ ৬৭১

[৫০৭]

রাগ কামোদ

“তুরিতে করহ নব বেশ।
আকুল মায়ের মন মন করে উচাটন
অধিক পাইব [ম]নে ক্লেশ॥
বান্ধহ বিনোদ চূড়া দিয়া মালতির বেড়া”—
কহে তবে নটবর কান।
“শুন বলরাম দাদা বেশ বান্ধ করি জুদা
তুমি কর বেশের বন্ধান॥”
শুনি হলধর তবে বেশ করে অনুপায়ে
উভু করি কেশের কসনি।
আটিয়া পাটের ডুরি চূড়ার নিছনি করি
* ৬৭২

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে প্রায় ৫০টি পদ পাওয়া যায় নাই।

[৫০৮]

* * * * * *
পুরাণ তোসনি জতে।
গোলোক করিয়া ব্যাসেতে বর্ণিল
চণ্ডীদাস জানে চিতে॥ ৭২২

[৫০৯]

সিন্ধুড়া

“যেখানে মহিমা বেদে দিতে সীমা
ব্যাসের গোচর নহে।
আন কি জানব সো রস-মাধুরী
এ সব বচন কহে॥
তুহুঁক মহিমা তুহুঁ সে জানহ
আন কি জানিতে পারে।
অসীম মহিমা নারে দিতে সীমা
কহিয়া কহিতে নারে॥
মুই কি জানব তোমার শকতি
হইয়া অলপ মতি।
তুমি দয়াময় গোলোক-ঈশ্বর
কহেন জগত-পতি॥
সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয়-কারণ
অনাথ জনার বন্ধু।
ভব পারাপার তাহার কাণ্ডারি
কেবল করুণা-সিন্ধু॥”
চণ্ডীদাস কহে— সুবলের স্তুতি
দেখিয়া নাগর রায়।
করেতে ধরিয়া নিল উঠাইয়া
আলিঙ্গন ভেল তায়॥ ৭২৩

দ্রষ্টব্য :—এখানে দেখা যাইতেছে যে, সুবল আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মথুরায় মিলিত হইয়াছেন।

৫১০

রাগ জতিশ্রী

পায়া আলিঙ্গন হরষিত মন
ধরিয়া কমল-পায়।
শ্রীঅঙ্গ-পরশ পাইয়া লালস
দেহ প্রফুল্লিত তায়॥
পুলক স্বেদক ভাব গণাদিক
তিন ভাব আসি মেলে।
অনুভাব পরে * * *
*
* * * * *
* সে সুবল ভাসে।
সমূহ বর্ণিল এই পদাবলি
সকল ইহাতে আছে॥
* * * * * *
* * * ।
আর এক রস আছয়ে বেকত
এই পাঁচ রস ধরে॥
চৌষট্টি রস কহে আর তিন
রস......উপরে বৈসে।
এই আট রস প্রধান মানহ
আট আট গুণ পৈশে॥
যে করিল ইহা পদের বর্ণনা
চৌষট্টি আছয়ে রসে।
ভকত-ভ্রমর খুজিয়া খাইলে
(?) সব রস আছে॥
গোকুল মথুরা যে সুখ বর্ণিল
ইহাতে চৌষট রসে।
কহেন দাড়াই শুন শুন ভাই
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥ ৭২৪॥ •

টীকা

পঙ্‌—৫-৭। উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণের পরে সাত্ত্বিক-প্রকরণে স্বেদ রোমাঞ্চাদি (পুলকাদি) বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭৪ সংখ্যক পদের পাদটীকাও দ্রষ্টব্য। অনুভাবের উল্লেখে বোধ হয় ঐরূপ কোন বিষয়ের প্রতি এখানে লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে।

১৬। **পাঁচ রস** :—শান্তদাস্যাদি।

১৭-২০। চৌষট্টি রস :—বিপ্রলম্ভের পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস, আর সম্ভোগের সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্‌ ভেদে ৪, একুনে এই আট রসই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের আবার আটটি করিয়া বিভাগ আছে, অতএব রস ৬৪ প্রকার। উক্ত রসসকলের প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দাদি, অথবা নায়িকা ভেদে উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠাদি নানাপ্রকারত্বও হইয়া থাকে। ইহাই "কহে আর তিন" এই উক্তিতে লক্ষিত হইয়া থাকিবে।

২১-২২। কবি বলিতেছেন যে, তিনি এই ৬৪ রস বর্ণনা করিয়াই পদ রচনা করিয়াছেন।

[৫১০ ক]

রাগ শ্রী

হেনক স[ম]য়ে কৃষ্ণ না দেখিয়ে
হলধর গেলা তথি।
কিয়ার বাগান অতি রম্য-স্থল
দেখিতে পায়ল ইথি॥

চারি পাশে তার নানা পুষ্প সারি
সুগন্ধি কুসুম গন্ধে।
পরিমলে যত অলি শত শত
মধুর লাল[স] বন্ধে ॥

রোহিণী-নন্দন জানল তখন
হেনক বুঝিয়া চিতে।
অনুমান করি তথা আগুসারি
জানিয়া হৃদয় ভিতে ॥

শঙ্গারব দিয়া বেগে প্রবেশিল
মত্ত বলাই যায়।
কিয়ার বাগানে প্রবেশ করিল
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৭২৫ ॥

[৫১১]

নট বৈরাগী

ইখানে কি কর দুজনে বসিয়া
কহত কি হেতু ইহ।
খুজিয়া আকুল মথুরা [ম]ণ্ডল
জানিতে না পা * * ॥ ৭২৬ ॥

দ্রষ্টব্য :—২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ২৩৩ পত্র এখানে শেষ হইয়াছে। ইহার পরেই ৩৬২ সংখ্যক পত্র পাওয়া যাইতেছে, অতএব মধ্যবর্ত্তী ১২৯ পত্র পাওয়া যায় নাই। এই পত্রগুলিতে ১০৪৫-৭২৬=৩১৯টি পদ ছিল। মাথুর ব্যতীত অন্যান্য লীলাও এই সকল পদে বর্ণিত হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী ১০৪৫ সংখ্যক পদটি গৌণরাসের। অতএব ইহার পরেই এই গ্রন্থে গৌণরাসের পদ সন্নিবিষ্ট হইল।

গৌণরাস

প্রবেশিকা

কবি এখন গৌণরাস-বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে মহারাস সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের অন্তর্গত, আর স্বপ্নের বিষয়ীভূত সম্ভোগ প্রাকৃত সম্ভোগের তুলনায় অপ্রধান বলিয়া গৌণ সম্ভোগ আখ্যায় অভিহিত হয়। এখানেও কবি "গৌণরাস" দ্বারা মহারাস অপেক্ষা অপ্রধান সম্ভোগকেই বুঝাইয়াছেন। আবার এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি পদ পদকল্পতরুতে "স্বয়ং-দৌত্য পর্য্যায়ে উদ্ধৃত রহিয়াছে "স্বয়ং-দৌত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্বয়ংদূত" বা "স্বয়ংদূতী" শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় দ্বারা "স্বয়ং-দৌত্য" শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে।" তৎপর তিনি উজ্জ্বলনীলমণি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "যে নায়িকা অত্যন্ত ঔৎসুক্য হেতু বিগতলজ্জা হইয়া নিজে নায়কের নিকট মনের ভাব ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, তাহাকে "স্বয়ং-দূতী" বলা হয়। (তরু, ৫ম খণ্ড, ২পৃঃ)। এই সূত্রেও দেখা যায় যে, ইঙ্গিতেই দৌত্যের পরিকল্পনা রহিয়াছে। কিন্তু এই ইঙ্গিত কিসের জন্য? ইহা যে মিলনের ইঙ্গিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, স্বয়ং-দৌত্যের একটি পূর্ণ পালার প্রারম্ভে যেমন ইঙ্গিতের উল্লেখ থাকিবে, সেইরূপ ইহার পরিসমাপ্তি-সূচক সম্ভোগেরও বর্ণনা থাকিবে। যেমন পরবর্তী ৫১৪ সংখ্যক পদে আছে—

> তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
> ধরিল নারীর বেশ ঠান।

এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া যে মিলন সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই ৫১২-৫১৬ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, মিলনের পদে ও পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কেতের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং সঙ্কেত ও মিলন যে একই পালার অন্তর্ভূত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। প্রথমতঃ সঙ্কেত, পরে মিলন, আবার সঙ্কেত, তৎপর মিলন, এইভাবে এক একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া গৌণরাসের পালাগুলি রচিত হইয়াছিল।

উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—দূতী দুই প্রকার,—স্বয়ংদূতা ও আপ্তদূতা; তন্মধ্যে স্বয়ংদূতা কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি (ঐ, সহায়ভেদ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ইহারা উভয়েই মিলনের সঙ্কেত মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য পর্য্যায়ে পদকল্পতরুতে যে সকল পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নানা ছদ্মবেশে রাধা-কৃষ্ণের মিলনই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, সঙ্কেতের পদ পাওয়া যায় না। তবে কি বৈষ্ণব দাস কতকগুলি পদকে নিজের খেয়াল মতই অযথা একটা বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন? আসল কথা এই যে, যে গ্রন্থ হইতে তিনি ঐ সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে ঐরূপ সঙ্কেতের পদ ছিল, কিন্তু তাহা বাদ দিয়া তিনি কেবল মিলনের পদই সঙ্কলিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পদকল্পতরুর শেষভাগে "অনুবাদ-প্রকরণে" তিনি লিখিয়াছেন—"প্রথম সে স্বয়ং-দৌত্য সম্ভোগ-মিলন," এবং "স্বয়ংদূতী সম্পন্ন-সম্ভোগাখ্যান-রস" ইত্যাদি। অতএব দৌত্যের পরিসমাপ্তিসূচক

সম্ভোগের পদই যে তিনি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু দৌত্য হয় সঙ্কেতে, সম্ভোগে নহে, ইহা মিলনের আহ্বান মাত্র। বংশীদ্বারা দূতীর কার্য্য করাইবার উল্লেখ মহারাসের একটি পদেও রহিয়াছে, যথা—

বাঁশী দূতীপনা কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান।

পরবর্ত্তী ৫৪৯ সং পদ।

আবার মহারাসের প্রারম্ভেও শ্রীকৃষ্ণ বংশীদ্বারাই গোপীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাই দূতীপনা বা দৌত্য। তাহারই ফলে গৌণরাস ও মহারাসে যে সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং-দৌত্যেরই পরিশিষ্ট মাত্র। বৈষ্ণবদাস ইহা জানিতেন, নতুবা বাছিয়া বাছিয়া সম্ভোগের পদ-গুলিই তিনি স্বয়ং-দৌত্য পর্য্যায়ে স্থাপন করিতেন না। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, যে সকল পালা হইতে তিনি ঐ সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে সঙ্কেত ও মিলন এই উভয় প্রকারের পদই ছিল।

এইরূপ সঙ্কেত যে উভয় পক্ষেই হইয়াছিল তাহাও দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ বা বংশী দ্বারা সঙ্কেত করিতেছেন, আবার রাধাও সঙ্কেত দ্বারা মিলনের সন্ধান দিয়া আসিতেছেন। ইহাই দৌত্য। আবার এই পালার প্রথম ভাগে যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাধার গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেইরূপ শেষের দিকে দেখা যায় যে, রাধা ও গোপীগণও কুঞ্জে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই সকল পদে অপ্রধান ভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া চণ্ডীদাস মহারাসের তুলনায় এই পালাটিকে গৌণরাস আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে এবং নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাসে সন্নিবিষ্ট গৌণরাসের বিচ্ছিন্ন পদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগান হইতে বাছিয়া বাছিয়া ঐ পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। ৫১৯ এবং ৫২০ সংখ্যক পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত; ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৪ সংখ্যক পদত্রয়েও ধারা-বাহিক রচনার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৫২৮ নং পদের পরবর্ত্তী ঘটনা ৫২৯ সং পদে বর্ণিত হইয়াছে, আর ৫৩১ এবং ৫৩২ সং পদদ্বয় একই পদের বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র (তরুর ৬৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত কয়েকটি পদে অসম্পূর্ণতার নিদর্শনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৫৩৩ সং পদের শেষভাগে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ পরিধেয় বসন পুরস্কার স্বরূপ চাহিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনার পরিণতি কি হইয়াছিল, তাঁহাকে বসন দেওয়া হইয়াছিল কিনা এবং কি ভাবে এই রঙ্গলীলার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। এই সকল বিষয় যে সকল পদে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কৃত না হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাই জন্মিয়া থাকে। ৫১৮ সংখ্যক পদে তৈল-হরিদ্রা লইয়া রমণীর বেশে গমন করিবার যে "সঙ্কেত" রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ৫১৯ সংখ্যক পদটি ইহার পরে স্থাপিত হইল। এইরূপে আমরা একটা ধারাবাহিক রচনার আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে অবশ্যই ইহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

পদকল্পতরুতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য পর্য্যায়ে (৬৩১ হইতে ৬৪৪ পর্য্যন্ত) চণ্ডীদাসের ৮টি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে। নীলরতন-বাবু তাঁহার চণ্ডীদাসে এই পর্য্যায়েই ৭০ হইতে ৮৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত (৮৪ সংপদ বিপ্রলম্ভে স্থাপিত হইল বলিয়া এখানে গণনা করা হইল না) ১৪টি পদ সন্নিবিষ্ট

করিয়াছেন। তন্মধ্যে পদকল্পতরুর উক্ত ৮টি পদই রহিয়াছে। তৎপর কুঞ্জভঙ্গ পর্য্যায়ে তিনি ৩টি পদ স্থাপন করিয়াছেন। এই পদগুলিও গৌণ-রাসের পদ, অতএব নীলরতন-বাবুর সংগৃহীত (১৪+৩=) ১৭টি পদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে প্রাপ্ত ১০টি নূতন পদ যোগ করিয়া মোট ২৭টি পদ ৫১২ হইতে ৫৩৮ সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া গৌণরাস পর্য্যায়ে এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত ১০টি পদের মধ্যে ৪টি পদে (৫১২, ৫১৫, ৫৩৬, ৫৩৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। অবশিষ্ট ৬টি পদের ভণিতায় কবির নামের পূর্ব্বে কোন বিশেষণ ব্যবহৃত না হইলেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহারা যে একই কবির রচিত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। নীলরতন-বাবু কর্তৃক সংগৃহীত ৬টি পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয় (৫১৯, ৫২২, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩৩, ৫৩৫ সং পদ দ্রষ্টব্য) এবং দুইটি পদে (৫৩২, ৫৩৪ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য) বাশুলী ও ধোবানীর উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৫১৯ ও ৫৩৩ সং পদদ্বয়ের পাঠান্তরে দ্বিজ ভণিতা নাই, এবং ৫২৭ সং পদের পাঠান্তরে "দ্বিজ" স্থানে "দীন" দৃষ্ট হয়। ৫৩১ এবং ৫৩২ সং পদদ্বয় পদকল্পতরুতে একই পদে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ ৬৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। মূলে এই দুইটি পদ একই পদের অন্তর্ভূত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ৫৩১ সং পদের ভণিতাটি পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র। অতএব এই দুই পদের ভণিতা মূলের অনুরূপ কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ৫৩২ সং পদের ভণিতার পাঠান্তরে "বাসুলীর তটে" ইত্যাদি অর্থহীন পাঠ দৃষ্ট হওয়াতে এই পদের ভণিতার প্রতি সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া থাকে। ৫২২-২৪ সংখ্যক পদত্রয়ে দেয়াশিনী-বেশে মিলনের বর্ণনা রহিয়াছে, অতএব এই তিনটি পদ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একই পালার অন্তর্ভূত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পদ-কল্পতরুর ২৪০ সংখ্যক পদ ও বিদ্যাপতির ৫৩৪ সংখ্যক পদের সহিত এই পদগুলির ভাব এবং রচনার সাদৃশ্য রহিয়াছে। মনে হয় যেন এক কবি অপরকে অনুকরণ করিয়াছেন। এজন্য এই সকল পদের ভণিতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে (পদগুলির পাদটীকাও দ্রষ্টব্য)।

গৌণরাস

[৫১২]

......বেসি নাগর
ধরিয়া নারীর বেশ।
অতি অদভুত আনন্দ-মগন
করত রসের লেশ ॥
বনোদিনী রাধা রসের অগাধা
আছিলা গৃহের কাজে।
হেনক সময়ে মিলল দুজনে
একেলা মন্দির-মাঝে ॥
নিজের মন্দিরে লইয়া রামারে
সুধাই সরস বাণী।—
"কেন বা আইলা কহ না সুন্দরি,
কি হেতু ইহার শুনি ॥"
রাধা কহে—"শুন নবীন নাগরি,
কোথাহ বসতি তোর।
কাহার রমনী কুলের কামিনী
কিহেতু গমন তোর ॥"
রাধার বচন [শুনিয়া] সুন্দরী
কহিতে লাগল তায়।
আমার বসতি গোকুল-নগরে
শুনহ এ অভিপ্রায় ॥
গোপের গৃহিনী রাজার নন্দিনী
আইল বিয়োগ পাই [১]।
না গেনু আনহ গোপের মন্দিরে
আইল তোমার ঠাঁই ॥
তুমি বৃখভানু রাজার নন্দিনী
আমি সে রাজার ঝি।
তেই সে আইল তোমার নিকটে
আনহ বলিব কি ॥
আন গোপঘরে আমার রহিতে
তিলেক উচিত নয়ে।"
দিবা অভিসার নহে পরিচয়
দীন চণ্ডিদাস কয়ে ॥ ১০৪৫ ॥

পুথির পাঠ :—

১। পায়া

দ্রষ্টব্য :—এখানে দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রমণীর বেশে রাধার মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দিবাভাগেই সংঘটিত হইয়াছিল। গৌণরাসে এইভাবে নানাপ্রকার ছদ্মবেশে উভয়ের মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

[৫১৩]

বিচিত্র আসনে বসিলা সুন্দরী
রাধার মন্দির-ঘরে।
বিনোদিনা রাই কহেন তাহাই
অধিক আদর করে ॥
বিয়োগী দেখিয়া নবীন কিশোরী
বিবিধ মিঠাই আনি।
শাকরই ক্ষীর ঝুনা নারিকেল
চিনি চাপাকলা ফেণী ॥

আনি বিনোদিনী রাজার নন্দিনী
যোগাই তাহার কাছে।
পুন পুন কহে— "এ [ ]প বদনে
তবে বহু সুখ আছে ॥"
হাসিয়া রমনী কুলের কামিনী
কহেন উত্তর বানী।—
"এসব মিষ্টান্ন দুজনে পাইব
একেলা না লব আমি ॥"
এক কথা শুনিয়া বৃকভানুসুতা
হাসিয়া হাসিয়া বলে।—
"তোমার আদর পরম যতনে
শাস্ত্রের লিখন-সারে ॥
অভ্যাগত আগে পূজন যজন
এই সে মানিয়ে ভালে।
হয়ে নয়ে দেখ মনে বিচারিয়া
সকল জনাতে বলে ॥"
কহেন উত্তর হইয়া·········
সেই সেও নবরামা।—
"আগে আস্থ শয্যে করি আলিঙ্গন
জানিব তোমার প্রেমা ॥"
চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ দেখ
অসীম যাহার লীলা।
দুঁহে পরস্পর একুই সমসর
বাহু পসারিয়া নিলা ॥ ১০৪৬ ॥

টীকা

পঙ্-৭-৮। তু°—"রম্ভাসারীক্ষীরসারৈঃ শঙ্কুলীর্বিবিধাঃ সখি।" (গোবিন্দলীলামৃত, ৩য় সর্গ।)

এবং—"সুনি পুরি এ সাকর, আছে ঝুনা নারিকেল" প্রথমখণ্ড, ৯১, সং পদ।

৩১। সমসর—সোঁসর, সমতুল্য।

[৫১৪]

রাগশ্রী

রাধারে ধরিয়া কোরে লইল মনের সরে
আলিঙ্গন করে নব রামা।
শ্রীঅঙ্গ পরশ পাই সো নব কিশোরী রাই
জানল পরশ রস প্রেমা ॥
কপট করিয়া ছলা জানল (*) কালা
জানি ধনী সো অঙ্গ পরশে।
জানিল কালিয়া কানু ছুইতে আপন তনু
আপনা আপনি ভালবাসে ॥
উঘারিয়া প্রেমরস আপনি পায়ল রস
ঐছন কপট রস লেহ।
হাসি সুধামুখী রাই পিয়ার বদন চাই—
"তোমার চরিত বড় এহ ॥
বিনোদ মোহন বেশ তার কিছু নাহি লেশ
এ সব রাখিয়া আইলে কোথা।
ধরিয়া নারীর বেশ বান্ধিলে লোটন কেশ
কেমতে আইলে তুমি এথা ॥"
হাসিয়া কহেন হরি— "শুনহ কিশোরী গুরি,
তোমার বচন নহে আন।
তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
ধরিল নারীর বেশ ঠান ॥"
নিয়া নিকেতন ঘরে আনন্দে বেহার করে
কত সুখ কহনে না যায়।
শূন্য মন্দির ঘরে দুজনে বেহার করে
চণ্ডীদাস দুহুগুণ গায় ॥ ১০৪৭ ॥

পঙ্-১৯। তোমার বচন ধরি :—ইহাতে বুঝা যায় যে, রাধা এইরূপে মিলিত হইবার জন্য কৃষ্ণকে সঙ্কেত করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্কেত পরবর্তী ৫১৮ সংখ্যক পদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাসে "স্বয়ং-দৌত্য" পর্য্যায়ে "বাজিকর-বেশে,"

"নাপিতানী-বেশে" ইত্যাদি বিষয়-বিভাগে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্বে এইরূপ সঙ্কেতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, এবং পরেও মিলনের পদ ছিল। সেই সকল পদ বাদ দিয়া বিচ্ছিন্নভাবে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ঐ পদগুলি স্থাপিত হইয়াছে। এই সঙ্কলনের মূল পদ-কল্পতরুতে, পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ তাহাই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

[৫১৫]

আনন্দে নাহিক ওর।

কিশোর কিশোরী আপনা বিসরি
সুখের নাহিক ওর ॥
ফেরাফিরি বাহু চান্দে যেন রাহু
গিলল গগন মাঝে।
তৈছন পীরিতি করত এ রতি
রণরতি দুহে বাজে ॥
যেমন শশক সোঁসর কিশোরী
সিংহের সমান কান।
শশ[ক] ধরয়ে কতেক পরাণ
সে জন কি জিয়ে টান ॥
রতি-রণ-কাজে মন্দির সমাঝে
রতন-শেযের পরে।
দুহু দুহাঁ সুখ বাঢ়ল আনন্দ
বিরল মন্দির ঘরে ॥
হু হু সে শবদ রসের আমোদ
উথলে রসের ঢেউ।
সহিতে নারয়ে রসের গরিমা
পরাণ কাড়িয়া লেউ ॥
এক সুখে কত সুখ উপজল
বাজিল দুজনে রণ।
সমর জিনিতে নাহিক শকতি
বিনোদিনী কিছু কন ॥—
"হেদে হে নাগর চতুর-শেখর
পঙ্কজ কি সহে টান।"
অলির দংশনে পঙ্কজ কম্পিত
দীন চণ্ডীদাস গান ॥ ১০৪৮ ॥

টীকা

পং-১৬-১৭। তু°—
"মীলদ্দৃষ্টিমিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্।"
গীতগোবিন্দ, ১২শ সর্গ।
"মৃগারিপ্রবলঘুরঘুরারাবরৌদ্রোচ্চনাদান্।"
পদ্যাবলী, ১৮৩ পৃঃ (বহর°, সং)।

[৫১৬]

রাগ কানড়া

"উঠহ নাগর রায়।
দিবস-গমন এ নহে করণ
কহিয়ে তোমার পায় ॥
তেজহ সমর শুন সুনাগর
আর সে উচিত নয়ে।
শাশুড়ী ননদী আসি দেখে যদি
এই আছে মনে ভয়ে ॥
জানি বা দেখয়ে পাড়ার পরশী
বিষম লোকের কথা।
তুরিত গমনে চলি যাহ তুমি
রহিতে [নার]য়ে এথা ॥

যেমতে আইলে ধরি নারীবেশ
ঐছন চলিয়া যাহ।
পীতের বসন উঠ লয়া টানি
[কলসী] কাখেতে লহ।”

এ বোল শুনিয়া নাগর চতুর
কলসী লইয়া কাখে।
বাহির হইল আয়ল .. ...
* * ভরিয়া দেখে॥

কেহো গোপরামা উলটিয়া চাহে
একলা যুবতী যায়।
গোকুলের নহে কন গোপ [নারী]
...য়া নয়নে চায়॥

“কাহার ঘরণী রূপের তরণী
আয়ল মন্দির হতে।
কখন না দেখি এ পথে আসিতে
বিষম লাগিল চিতে॥”

করে কানাকানি বরজ রমণী—
“এজন কাহার মায়্যা।”
চণ্ডীদাস বলে— চিনিতে নারিবে
কে যায় এ পথে বায়্যা॥ ১০৪৯॥

[৫১৭]

রাগ নটনারায়ণ

নিজ বেশ ছাড়ি রসিক মুরারী
বান্ধল বিনোদ চূড়া।
নানা আভরণ অঙ্গের ভূষণ
নানা মালতির বেঢ়া॥

কনক বলয়া নানা রত্নমণি
মাণিক তাহার মাঝে।
বিনোদ নাগর বিনোদ বেশেতে
নানা আভরণ সাজে॥

মোহন মুরুলী ধরিয়া করেতে
বায়ই নাগর রায়।
শুনিতে সুস্বর মুরুলীর রব
শ্রবণ পাতল তায়॥

তরুয়া কদম্বে দাঁড়াই ত্রিভঙ্গে
রসিক নাগর কান।
গৃহ-কাজে নাহি মন মনোহর
শুনিতে শুনয়ে আন॥

“শ্রবণ ভরিয়া মন মজাইয়া
শুনল বাঁশীর গীত।
গৃহ-কাজ মোর ছারে খারে জাউ
ইহাতে লাগল চিত॥

কোমল বাঁশীর গীত আলাপনে
শ্রবণে পশিল যবে।
কি জানি কঠিন এ পাপ পরাণ
ধৈরজ না রহে তবে॥”

বৈঠল কিশোরী সব পরিহরি
গৃহকাজ রহে দূরে।
শ্রবণ পরশি শুনি সেই বাঁশী
চণ্ডীদাস মন ঝুরে॥ ১০৫০॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদে পুনরায় আর এক লীলা-বর্ণনার ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাঁশীর রব শুনিয়া রাধা জল আনিতে গিয়া কৃষ্ণকে সঙ্কেত করিয়া আসিলেন। এখানে বাঁশী দূতীর কার্য্য করিতেছে।

[৫১৮]

রাগ গড়া

আন ছলা করি জলেরে যাই।
সো নব কিশোরী বরজ রাই ॥
কনক গাগরী লইয়া কাঁখে।
ঐছন চলল যমুনা-মুখে ॥
চলিতে না পারে সুখের সরে।
যেন রসভরে খসিয়া পড়ে ॥
পুলক না মানে সকল তনু।
উথলি উথলি চলত দুনু ॥
হেরল নাগর তরুয়া মূলে।
দুহে দুহা ভেল কটাক্ষ হেলে ॥
বঙ্কিম নয়নে নয়নে মেল।
রসপর কথা দুজনে ভেল ॥
সঙ্কেত করল কদম্ব-বনে।
এখানে থাকিব মনের সনে ॥
ঐছন যুগতি করিয়া সারা।—
"নারী বেশ ধর তেমতি পারা ॥
লইবে কটোরা পূরিত করি।
তৈল হলদি লইবে হরি ॥
গুপতে গমন করিবে ভালে।
যেমত কোজন দেখিতে নারে ॥"
এই সঙ্কেত করল রাই।
যমুনার জল লইয়া যাই ॥
নবীন কিশোরী চলল ঘরে।
চণ্ডীদাস দেখে আখের পরে ॥ ১০৫১ ॥

দ্রষ্টব্য :—এইখানে ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৩৬৪ পত্র শেষ হইয়াছে। ইহার পরে ৩৭৬ সংখ্যক পত্র পাওয়া যাইতেছে, মধ্যবর্ত্তী ১১ পত্র পাওয়া যায় নাই। তাহাতে ১০৭৬-১০৫১=২৫টি পদ ছিল। তন্মধ্যে পদকল্পতরু ও নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাস হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৭টি পদ ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল। তথাপি ৮টি পদের অভাব রহিয়া গিয়াছে।

পঙ্-১১। এখানে দেখা যাইতেছে যে, রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের কটাক্ষই (বঙ্কিম নয়ন) দূতীর কার্য্য করিতেছে।

১৭-২০। তৈল-হরিদ্রা লইয়া নারীবেশে গোপনে গমন করিবার যে সঙ্কেত এখানে রহিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া "নাপিতানীবেশে মিলনের" পদটি ইহার পরেই স্থাপন করা হইল।

নাপিতানী-বেশে মিলন

[৫১৯]

ধানশী [১] ।

ধরি নাপিতানী বেশ　　মহলেতে পরবেশ
　　যেখানে বসিয়া আছে রাই ।
হাতে দিয়া [২] দরপণি　　খোলে নখ রঞ্জিনী
　　বলে —"বৈস [৩] দেই কামাই" ॥

　　বসিলা যে রসবতী নারী ।
খুলিল [৪] কনক বাটী [৪]　　আনিল কনক [৫] ঘটী
　　ঢালিল [৬] যে [৭] সুবাসিত বারি ॥ধ্রু [৮]॥

করে নখ-রঞ্জনী　　চাঁছয়ে নখের কণি
　　শোভিত করল [৯] যেন চাঁদে ।
আলসে অবশ [১০] প্রায় [১১]　　ঘুম লাগে আধ গায়
　　হাত দিলা [১২] নাপিতানী কাঁধে ॥ [১৩]

নাপিতানী একে শ্যামা　　ননীর পুতলি [১৪] ঝামা
　　বুলাইছে মনের আকুতে [১৫] ।
ঘসিয়া[১৬] ঘসিয়া পায়[১৭] আলতা লাগায়[১৮] তায়[১৯]
　　রচয়ে [২০] মনের হরষেতে [২০] ॥

রচয়ে বিচিত্র করি　　চরণ হৃদয়ে [২১] ধরি
　　তলে লেখে নাম [২২] আপনার [২২] ।
নাপিতানী বলে-"ধনি　　দেখহ চরণ খানি
　　ভাল মন্দ করহ বিচার ॥"

তবে[২৩] শুনি তার[২৩] বাণী　　দেখয়ে[২৪] চরণ খানি[২৪]
　　তার[২৫] হেটে[২৬] শ্যামের[২৭] যে[২৭] নাম ।
বুঝি [২৮] আন-মনে চাহে,　　নাপিতানী পানে কহে,
　　বোলে—"কহ আপনার নাম[২৮] ॥" [২৯]

"শ্যাম[৩০] নাম কহে মোরে　　জগত মোহিবার তরে
　　ফিরি আমি নগরে নগরে [৩০] ।"
দ্বিজ[৩১] চণ্ডীদাসে[৩১] কহে[৩২]　　নাপিতানী[৩৩] এহ নহে[৩৩]
　　কামাইয়া[৩৪] যাহ নিজ ঘরে ॥

নী—৭৪ ; তরু,—৬৩৭ ; বিপু,—২৯১, ২৯২ (এই পুথিদ্বয়ে দ্বিজ ভণিতা নাই)।

১ বাদ, ২৯১, ২৯২ । ২ দেই, তরু, ২৯২, ২৯১ ।
৩ বৈঠ, পসং ; এস্থ, ২৯২ ।
৪-৪ খোলে কনকের°, ২৯১ ।
৫ জলের, পসং ; বিমল, তরু ।
৬ ডারিল, ২৯১ । ৭ বাদ, পসং, তরু, ২৯১ ।
৮ বাদ, পসং, ২৯২ । ৯ করএ, ২৯২, ২৯১ ।
১০ উলল, তরু (পা°) ; উল্লাস, ২৯২ ; উল্লষ, ২৯১ ।
১১ পায়, তরু (ঐ), ২৯২, ২৯১ ।
১২ দিয়া, ২৯১ ; দেই, ২৯২ ।
১৩ এই দুই পংক্তি তরুতে নাই ।
১৪ অধিক, তরু ।
১৫ আনন্দে, পসং ।
১৬ ঘসিতে, ২৯২, ২৯১ ।
১৭ তায়, ঐ । ১৮ লাগাছে, ২৯২ ।
১৯ পায়, ২৯১, ২৯২ ।
২০-২০ নিরখি নিরখি অবিরাম, তরু ।
২১ উপরে, ২৯২, ২৯১ ।
২২-২২ আপনার নাম, তরু ।
২৩-২৩ তবেত শুনিয়া, ২৯২, ২৯১ ।
২৪-২৪ দেখে চরণ দুখানি, ২৯২ ; দেখে দুই চরণ খানি, ২৯১ ।
২৫ তাহার, পসং ; ২৬ হেঠে, ২৯১ ।

২৭-২৭ দেখে শ্যাম, ২৯১।

২৮-২৮ তবে দেখি নিজ মনে, চাহে নাপিতানী পানে, বোলে তুমি কহ আপন নাম, ২৯২, ২৯১।

২৯ এই ৪ পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে তরুতে আছে—দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লেখিলা ওহে, পরিচয় দেহ আপনার।

৩০-৩০ নাপিতানা কহে ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি, বসতি এ তোমার নগরে, তরু।

৩১-৩১ চণ্ডিদাসেতে, ২৯১, ২৯২।

৩২ কয়, তরু, ২৯১, ২৯২।

৩৩-৩৩ এহ নাপিতানী নয়, ঐ।

৩৪ কামাইলা, তরু।

পদটি পদকল্পতরুতে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পঙ্—৮। নখরঞ্জনী—নরুন্ ইতি ভাষা।

৯। নখগুলি পরিষ্কৃত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইল।

১২। পদকল্পতরুর টীকায় সতীশবাবু বলিয়াছেন, "শ্যামা" শব্দে নাপিতানীর নাম, অথবা "শ্যাম-বর্ণা" অর্থ সুসঙ্গত হয় না। কিন্তু শ্যামের শরীরের কোমলত্বের বর্ণনায় কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"শিরীষ-কুসুম জিনিয়া কোমল," এবং "ননীর অধিক শরীর কোমল" ইত্যাদি (প্রথমখণ্ড, ১০৫ সং পদ)। অতএব ইহা দ্বারা শ্যামের চিরপ্রসিদ্ধ কোমলতার প্রতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তু°—"নূতন-তমালকোমলাং অনেন শ্যামলতা ব্যজ্যতে" (পদ্যাবলী, ১০৯ শ্লোক ও তাহার টীকা)। তাহা হইলে অর্থ হয় "নাপিতানীর ছদ্মবেশে ননীর পুতুল শ্যাম (তাঁহার কোমল হস্তে) ঝামা মনের আনন্দে বুলাইতেছে।" ঝামা অর্থে" অতিদাহে পিণ্ডীভূত ইষ্টক", কিন্তু "ননীর পুতলি" ইহার বিশেষণ হইলে এখানে ঘর্ষণ করিবার তদ্বৎ বস্তু বিশেষ। পূর্ব্বে ফলবিশেষের কোমল আঁশও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত।

মনের আকুতে—মনের সাধে!

২১। হেটে—(সং-অধঃ, পালি-হেট্ঠা, সং—প্রা হেট্ঠং) অধঃদেশে, পদতলে।

[৫২০]

সুহিনী [১]

নাপিতানী বলে [২]—"শুনগো [৩] সই।
কামালুঁ [৪] ইহার [৪] বেতন কই॥
কহ তুমি যাই [৫] রাইয়ের [৬] কাছে।
'বেতন লাগি [৭] সে বসিয়া [৭] আছে॥'
যদি কহে [৮] তবে নিকটে যাই।
যে ধন [৯] দেন তা সাক্ষাতে [৯] পাই॥"
শুনি [১০] সখি [১০] কহে রাইএর কাছে।
"নাপিতানী [১১] বসি আছয়ে নাছে [১১]॥"
রাই [১২] কহে—"ডাকি [১২] আনহ তায়।
কতেক বেতন নাপিতানী [১৩] চায়॥"
সখী [১৪] যাই তবে [১৪] ডাকয়ে—"আইস।" [১৫]
রাই বলে—"ঐ [১৬] দুলিচায় [১৬] বৈস॥"
বসিল দুখিনী নাপিতানী শ্যামা।
কহে যে [১৭] "বেতন দেহত [১৭] রামা॥"
"কতেক [১৮] বেতন [১৮] হইবে তোর।"
"আমার [১৯] বেতনের [১৯] নাহিক ওর॥" [২০]
হাসিয়া কহয়ে [২১] সুন্দরী রাই।
"হেন [২২] নাপিতানী [২২] দেখিয়ে নাই॥ [২৩]
এমতে [২৪] ধন যে করেছ [২৪] কত?"
সে [২৫] কহে—"ভুবনে [২৫] আছয়ে যত॥
এক ধন আছে তোমার [২৬] ঠাঁই [২৬]।
সে ধন পাইলে ঘরকে [২৭] যাই॥
হৃদয়ে [২৮] কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥ [২৮]
দয়া করি দেহ [২৯] দরিদ্র জনে।
চাইলে না দেয় [৩০] কৃপণ [৩১] জনে [৩১]॥

কুচ [৩২] যুগ-গিরি মোর মনহিত।
ইহা দিয়া মোর করহ প্রীত ॥ [৩২]
আর যে বেতন দেহ [৩৩] আমার [৩৩]।
পরশ-রতন পাই [৩৪] তোমার [৩৪] ॥” [৩৫]
হাসিয়া কহয়ে [৩৬] সুন্দরী [৩৬] গোরী।
“ভালে নাপিতানী পরাণ [৩৭]-চোরী [৩৭] ॥
পরশ [৩৮]-রতন পাইবা বনে।
এখন চলহ নিজ ভবনে [৩৮] ॥”
চণ্ডীদাসে কহে—না কর লাজ।
নাপিতানী নহে, রসিক রাজ ॥

নী—৭৫ ; তরু—৬৩৮ ; বিপু ২৯১, ২৯২।

১ বাদ, পুথিদ্বয়। ২ কহে, তরু।

৩ সুনল, ২৯১, ২৯২।

৪-৪ অনাথী জনের, তরু, ২৯১ ; অনাথীনী লোকের, পসং।

৫ যেয়ে, পসং ; যাঞা, ২৯১।

৬ রাইর, ২৯১, ২৯২।

৭-৭ লাগিঞা নাপিতানী, ঐ।

৮ কহ, ২৯২।

৯-৯ দেহ তাহা সাক্ষাতে, ঐ ; দেই সাক্ষাতে মাগিঞা, ২৯১।

১০-১০ সখি যাই, ২৯১

১১-১১ বেতন লাগিয়া নাপিতানী আইছে, তরু (পাঠা)।

১২-১২ কহে বোলাইঞা, ২৯১ ; °তবে, পসং, তরু।

১৩ আমায়, পসং ; আমারে, তরু ; খেরুনি, ২৯২।

১৪-১৪ ক্ষেউরিনী বলিয়া, ২৯১ ; খেরুনি বলিয়া, ২৯২।

১৫ ইহার পরের তিন পঙ্‌ক্তি পসং ও তরুতে নিম্নলিখিত প্রকারে আছে :—

আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস।
আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেহ আমায় ॥

১৬-১৬ এই স্থানেতে, ২৯২।

১৭-১৭ মোর দেহ বেতন, ২৯১।

১৮-১৮ রাই কহে কিবা, তরু।

১৯-১৯ সে কহে বেতনে, তরু।

২০ এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, পসং।

২১ বোলয়ে, ২৯২। ২২-২২ এমন দুখিনি, ঐ।

২৩ এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯১।

২৪-২৪ এত করি ধন বান্ধ্যাছ, ২৯১।

২৫-২৫ ভুবনেতে ধন, ২৯১, ২৯২।

২৬-২৬ সুনেছি রাই, ২৯২ ; সুন্যাছি রাই, ২৯১।

২৭ ঘরে সে, ২৯১ ; ঘরেতে, ২৯২।

২৮-২৮ বাদ, ২৯১, ২৯২। ২৯ হেন, পসং।

৩০ দেই, ২৯১। ৩১-৩১ রূপনে ধনে, ঐ।

৩২-৩২ বাদ, পসং। ৩৩-৩৩ দেহত মোর, ২৯২।

৩৪-৩৪ পাইব তোর, ঐ।

৩৫ এই ৬ পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই।

৩৬-৩৬ বলে সে রসবতি, ২৯১ ; °রসবতি, ২৯২।

৩৭-৩৭ পরাণে ছুরি, পসং। ৩৮-৩৮ বাদ, ২৯১, ২৯২।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পাঠান্তর ও ব্যাখ্যার সহিত পদ-কল্পতরুতে উদ্ধৃত রহিয়াছে

পঙ্‌—৮। নাছে—প্রথম খণ্ডের ২৯ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য

নাপিতানীরা সাধারণতঃ অপরাহ্নেই আসিয়া থাকে। নাপিতানীর ছদ্মবেশে আসিয়া কৃষ্ণও বোধ হয় রাধার মন্দিরে রাত্রি যাপন করিয়া থাকিবেন, কারণ মিলনেই গৌণরাসের পরিসমাপ্তি। এইরূপ কোন মিলন-রাত্রির অবসানে রাধা কৃষ্ণকে বিদায় দিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা থাকাতে পরবর্ত্তী পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল।

[৫২১]

শ্রী [১]

রাধা [২] কহে [৩]—“শুন রসিক নাগর
পিরিতি বিষম বড়ি।
পিরিতি করিয়া [৪] বুঝিয়া [৫] সুঝিয়া [৫]
কেমনে পিরিতি [৬] ছাড়ি ॥

নিশি পোহাইল দিবস [৭] হইল [৭]
মন্দিরে চলিয়া [৮] যাও [৯]।
শাশুড়ী ননদী উঠিয়া [১০] বৈঠব [১১]
তুরিতে তাম্বুল খাও [১২] ॥
চূড়ার বন্ধন এলায়ে [১৩] পড়িছে [১৪]
বাঁধহ যতন করি।
শ্রীমুখমণ্ডল মলিন হয়াছে [১৫]
আহা [১৬] মরি মরি মরি [১৬] ॥”
হাসিয়া নাগর মুখে দিয়া [১৭] কর [১৭]
মুছিতে মুছিতে [১৮] কানু।
অতি প্রিয় তথা [১৯] পড়িছিল [২০] সে যে [২০]
লইল [২১] মোহন বেণু॥
নিজ [২২] পীত বাস পরিতে [২৩] পরিতে [২৩]
চলিল [২৪] নাগর রায় [২৪]।
হাসিয়া নাগর চতুর [২৫] শেখর [২৫]
রাধার পানেতে চায়॥
চণ্ডীদাসে [২৬] কহে [২৭] শ্যাম [২৮] চলি গেলে [২৮]
আর দশা উপজিল।
শুন [২৯] সুনাগর [২৯] কি হবে রাধার
ইহার উপায় বল॥

নী—৯২; বিপু ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪।
১ তথারাগ, ২৩৯৪; বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭।
২ রাই, ২৯২, ২৯৭। ৩ বলে, ২৮৯।
৪ করিয়ে, পসং; করিএ, ২৮৯।
৫-৫ মরিয়ে ঝুরিয়ে, পসং; মরিএ ঝুরিএ, ২৮৯; মরিয়ে ঝুরিঞা, ২৯২; মরিছে ঝুরিআ, ২৯৭।
৬ রহিব, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২, ২৯৭; জাইব, ২৮৯।
৭-৭ সভাই জাগিল, ২৯৭। ৮ চলিএ, ২৮৯।
৯ জায়, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭; জাঅ, ২৮৯।
১০ উঠিএ, ২৮৯। ১১ বসিল, ২৮৯; বসিবে, ২৯৭।
১২ খায়, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭; খাঅ, ২৮৯।
১৩ অলুয়া, ২৩৯৪; এল্বায়্যা, ২৯৫; এল্যাঞা, ২৯২; আল্যাআ, ২৯৭।
১৪ পড়েছে, পসং, ২৯২; পড়্যাছে, ২৩৯৪, ২৯৫; পড়াছে, ২৯৭।
১৫ হয়েছে, পসং; হএছে, ২৮৯।
১৬-১৬ দেখিয়া আমরা মরি, ২৯২।
১৭-১৭ কর দিয়্যা, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২ (°দিয়া); দিলা°, ২৯৭।
১৮ লাগিল, ২৩৯৪, ২৯৫।
১৯ তর, ২৮৯; তম, ২৯৭।
২০-২০ পড়েছিল°, পসং; আছিল সিজেতে, ২৮৯; পড়িলা সেজন, ২৯৭। ২১ লইলা, ২৯৭।
২২ নিল, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭।
২৩-২৩ তাহা পাসরিআ, ২৯৭।
২৪-২৪ নিল পরে স্যাম রায়, ২৯৭; চলিলা°, ২৩৯৪। ২৯৫; চলিলে, ২৮৯।
২৫-২৫ রসিক সিখর, ২৯৭। ২৬ চণ্ডীদাস, পসং।
২৭ বলে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭।
২৮-২৮ °গেল, পসং; °গেলা, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫; স্যামের গমন, ২৯৭।
২৯-২৯ শুনহে নাগর, ২৯৭।

টীকা

পঙ্—২২। আর দশা অর্থাৎ সম্ভোগের পর বিরহ দশা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি ইহার পরেই বিরহ বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল পদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, পালার আকারেই গৌণরাসের পদ রচিত হইয়াছিল।

দেয়াশিনী-বেশে মিলন

[৫২২]

বরাড়ী

দেয়াশিনী-বেশে সাজি বিনোদ রায়।
ধীরে ধীরে করি চলে হরিষ অন্তর ॥
গোকুল-নগরে এই শবদ উঠিল।
"একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল ॥"
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন ॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণকমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়ানের জলে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।
কোথা হইতে আইলে তুমি এ ব্রজমণ্ডল ॥

নী—৭৯।

পঙ্—৫। গহন—ভিড়।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ৫২৪ সংখ্যক পদে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই প্রারম্ভসূচক ঘটনা ৫২২ এবং ৫২৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পদকল্পতরুতে ৫২৪ সংখ্যক পদটিই সঙ্কলিত রহিয়াছে (ঐ, ৬৪১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। আবার ৫২৪ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পাঠ করিয়াও বুঝা যায় যে, ইহার পরেও মিলনের পদ ছিল। অতএব সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যাইতেছে না. কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি পদের সহিত তরুর ২৪০ সংখ্যক পদের এবং বিদ্যাপতির ৫৩৪ সং পদের ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা টীকাতে প্রদর্শিত হইল।

পঙ্—৩-৪। তু°—"গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল
নগরহিঁ ঐছে ফুকারি।"
(তরু, ২৪০ সং পদ)

৬। হরষিত মন—তু°—"ভকতি করি হরষিতে" (ঐ)।

৭। প্রণমিল ইত্যাদি—তু°—"যোগীচরণে পরণাম"
(বিদ্যাপতি, ৫৩৪ সং পদ)

পরবর্ত্তী ৫২৪ সংখ্যক পদের টীকা পাঠ করিলে বুঝা যায় যেন এক কবির আদর্শে অন্য কবির ভণিতাযুক্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে। কে কাহাকে অনুকরণ করিয়াছেন তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

[৫২৩]

শ্রীরাগ

"মথুরা-নগরে ধাম" কপটে বলয়ে শ্যাম—
"আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মনে মনে বাঞ্ছা এই সকল তোমারে কই
শুন শুন বলি তোমা-স্থানে ॥
দেবী-আরাধনা করি ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।
হই আমি তীর্থবাসী সদাই আনন্দে ভাসি
এই সত্য বলিহে বচন ॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেই তাহাতে তোমারে কই
ব্রজ-মাঝে রব কিছু কাল।"
ইহা বলি দেয়াশিনী চলে পুনঃ একাকিনী
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে আনন্দিত হয়ে মনে
জিজ্ঞাসিল— "কোথা ভানুপুর।
দেখিব তাহার ধাম"— কপটে বলয়ে শ্যাম
রস লাগি রসিক চতুর ॥

নী—৮০।

পঙ্—১। মথুরা নগরে কৃষ্ণের জন্ম বলিয়া।

৫। দেবী—এক পক্ষে কোন ঐশী শক্তি, অপর পক্ষে রাধিকা, তু°—"রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)

ভিক্ষা—দ্রব্য, বা রাধাপ্রেম, কারণ—"রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত" (ঐ)।

৭। তীর্থবাসী—একপক্ষে প্রয়াগাদি স্থাবর তীর্থে বাস করি, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতাদি গুণ থাকাতে তিনি যে মানস তীর্থের অধিবাসী তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণের জন্ম এবং "কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে) বলিয়া কৃষ্ণকে "রাধারঙ্গপ্রসঙ্গ-বিধায়িতাব্রতবিলসিত" বলা যাইতে পারে।

---

[৫২৪]

সিন্ধুড়া [১]

দেয়াশিনী [২]-বেশে [২] মহলে [৩] প্রবেশে [৩]
রাধিকা [৪] দেখিবার তরে।
সুরক্ত [৫] চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
সাজি [৬] ধরল বাম করে [৬]।
পিন্ধি [৭] রাঙ্গা ধুতি সাজিল যুবতী [৭]
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥ ধ্রু [৮]।
কহে [৯] "জয় দেবী ব্রজপুর সেবী
গোকুল-রক্ষক নিতি [৯]।
গোপ [১০]-গোয়ালিনী [১০] সুভগদায়িনী
পূজ [১১] দেবী [১১] ভগবতী॥"
আশীর্ব্বাদ শুনি গোপের রমণী [১২]
আইলা [১৩] তাহার [১৪] কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত [১৫] মনে লয়ে [১৫]
গোপেরা [১৬] কেমন [১৬] আছে॥
"সবাকার জয় শত্রু হবে [১৭] ক্ষয়
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি [১৮]
সবাকার [১৯] ভাল [১৯] হবে॥"
সঙ্গেতে [২০] কুটিলা আসিয়া জটিলা
পড়িলা চরণে ধরি [২০]।
"আমার বধূর পতির [২১] মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি [২১]।"
শুনি [২২] দেয়াশিনী হরষিত বাণী
জটিলা সমুখে কয় [২২]।
"বর যে লইবে ভালই [২৩] হইবে
নিকটে আসিতে [২৪] হয়॥"
জটিলা [২৫] যাইয়া আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা [২৬] হরষে [২৬] দেয়াশিনী [২৭]-পাশে
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি [২৮] দেয়াশিনী বলে শুভবাণী
"সব [২৯] সুলক্ষণযুতা [২৯]।
গন্ধর্ব্ব-পাবনী জগদানন্দিনী [৩০]
রাধা নাম ভানু-সুতা॥"
ধরি [৩১] ধনী-হাতে [৩১] মনের আকুতে
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে
মদন কৈল [৩২] বিকার [৩২]॥
সাজিটি খুলিয়া [৩৩] ফুলটি লইয়া [৩৪]
বাঁধেন [৩৫] নাগরী [৩৬] চুলে।
"আনন্দে থাকিবে সকলি [৩৭] পাইবে [৩৭]
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী কহে [৩৮] ধীরি ধীরি [৩৮]
"এ [৩৯] কথা কহবি [৩৯] মোয়।
আমার হৃদয়ে [৪০] ব্যথাটী ঘুচয়ে
তবে সে জানিয়ে তোয়॥"

"একটি শপথি রাখহ[৪১] যুবতী
কহিতে বাসি যে ভয়।
পর-পতি সনে বেঁধেছ[৪২] পরাণে
ইহাই[৪৩] দেবতা কয়[৪৩]॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি
"দেয়াশিনী ঘর কোথা।"
"আমার ঘর হয় যে নগর
বিরলে[৪৪] কহিব[৪৪] কথা॥"
সঙ্কেত বুঝিয়া[৪৫] নয়ান ফিরাইয়া[৪৬]
তাক করে একদিঠে।
নিরখি বদন চিনিল তখন
শ্যাম নাগর[৪৭] টাটে।
ধীরি ধীরি করি বসন সম্বরি
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত না করে কাজে॥

নী—৮১; তরু—৬৪১; বিপু, ২৯১, ২৯২।

১ বাদ, সকল পুথি।

২-২ ধরি দেয়াসিনী বেশ, ২৯১, ২৯২।

৩-৩ মহলেতে পরবেশ, ঐ। ৪ রাধিকারে, ঐ।

৫ রকত, ২৯২; লাল, ২৯১।

৬-৬ নাগর সাজি বাম করে ধরে, তরু; ফুল সাজি নিল বাম জে করে, ২৯২।

৭-৭ পিঁধিয়া বিভূতি সাজল মুরতি, পসং; পিন্ধন তরতি সাজন মুরতি, ২৯২; পিন্ধিয়া তরতি সাজিল মুরতি, ২৯১। ৮ বাদ, পসং, ২৯২।

৯-৯ জয় ২ গোপকুলরক্ষক দেবতি, ২৯২, ২৯১।

১০-১০ এ গোপ গোপীনি, ২৯২; গোপ গোপিনী, ২৯১।

১১-১১ পূজহ জে, ২৯২; পূজহ যয, ২৯১।

১২ গোপিনী, ২৯২; গোয়ালিনী, ২৯১।

১৩ বসিলা, ২৯১, ২৯২।

১৪ দেয়াশিনী, তরু, পসং, ২৯১।

১৫-১৫ মনে যত হয়ে, ২৯২, ২৯১

১৬-১৬ বলে গোপ ভাল, পসং, তরু; গোপীরা কেমন, ২৯২। ১৭ হউ, ২৯২; আউক, ২৯১।

১৮ জেমতি, ২৯১, ২৯২।

১৯-১৯ সবার ভাল জে, ঐ। ২০-২০ বাদ, ২৯১, ২৯২।

২১-২১ বলত সুন্দর, দেবতা কি সব কয়, ঐ।

২২-২২ বাদ, ঐ। ২৩ ভাল যে, ২৯২; ভাল সে, ২৯১।

২৪ আনিতে, ২৯২।

২৫ আপনে, ২৯২, ২৯১।

২৬-২৬ আসিয়া হরিশে, ২৯২; আসীয়া বসিলা, ২৯১।

২৭ বসো তার, ২৯২।

২৮ আনন্দে, পসং, ২৯২, ২৯১।

২৯-২৯ সুলক্ষণ দেখি মাতা, ২৯২; সুলক্ষণ দেখি এ মাতা, ২৯১। ৩০ জগততারিণী, পসং, ২৯১, ২৯২।

৩১-৩১ দেয়াসি কৌতুকে, ২৯২; দেয়াসিনী কৌতুকে, ২৯১।

৩২-৩২ করিল বিকার, তরু; করিল ফার, ২৯১, ২৯২।

৩৩ আনিয়া, ২৯২, ২৯১। ৩৪ তুলিয়া, তরু।

৩৫ বান্ধিল, ২৯২, ২৯১।

৩৬ রাধার, ২৯২; নাগরীর, তরু।

৩৭-৩৭ কুশল হইবে, ২৯২; মঙ্গল হইবে, ২৯১।

৩৮-৩৮ বোলে ধিরি করি, ২৯২; বলে সরূবানী, ২৯১।

৩৯-৩৯ এমতি না হউ, ২৯২; নহুক, ২৯১।

৪০ হিয়ার, পসং। ৪১ রাখিবে, ২৯২, ২৯১।

৪২ বান্ধিয়া, ২৯২; বান্ধিএ, ২৯১।

৪৩-৪৩ স্বরূপ কহবি মোয়, ২৯২; এ কথা কহিবে মোয়, ২৯১।

৪৪-৪৪ কহিব বিরল, পসং, তরু।

৪৫ সুনিয়া, ২৯২; করিয়া, ২৯১।

৪৬ ফিরিয়া, পসং, ২৯২, ২৯১।

৪৭ চিকণ, পসং, ২৯২।

টীকা

পঙ্—৫। সাজি—পুষ্পশয্যা।

৬। পিন্ধি রাঙ্গা ধুতি ইত্যাদি—তুং—"অরুণ বসন পরি, জটিল বেশ ধরি" (তরু, ২৪০ সং পদ)।

৮-১১। যে ভগবতী ব্রজগোকুল রক্ষা করেন, এবং গোপগোপীদিগকে সৌভাগ্য দান করেন তাঁহার উদ্দেশে জয় গান করিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা দেওয়া হইল।

২০। সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা। তু°—"শুনি ধনি জটিলা তুরিতে চলি আওল" (তরু, ২৪০ সং পদ)।

২২। আমার বধুর পতির মঙ্গল—এই ঘটনার পূর্ব্বে আছে—

ললিতা কহত অমঙ্গল শুনল
সতী পতিভয় অবগাঢ়ি।
শুনি কহে জটিলা ঘটল কি অকুশল
(বিদ্যাপতি, ৫৩৪ সং পদ)।

তু°—"হামারি বধূর রিতি, হেরি জনু আনমতি"
(তরু, ২৪০ সং পদ)।

"কিয়ে অকুশল কহ মোয়" (বিদ্যাপতি, ঐ)।

৩০। দেয়াশিনী পাশে—তু°—"সুধামুখি নিয়ড়হি" (তরু, ঐ)।

৩২। বলে শুভবাণী—তু°—"কুশল করব বনদেব" (বিদ্যাপতি, ঐ)।

৩৪। জগদানন্দিনী—কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া।

৩৬। ধরি ধনীর হাতে—"বহুরিক পাণি ধরি" (বিদ্যাপতি, ঐ)। আকুতে-আকুলতা বা আগ্রহের সহিত।

৩৭। নিরখে বদন তার—তু°—"এক দিঠি হেরই বয়ান" (তরু, ঐ)।

৪৬-৪৭। আমার হৃদয়ের ব্যথা কিরূপে ঘুচিবে, ইহা যদি বলিতে পার, তবে তোমার ক্ষমতা আছে বুঝিব।

৫০-৫১। পরপতি সনে ইত্যাদি—তু°—"কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল। হৃদি মাহা পৈঠল কাল।" (তরু, ঐ)।

৫৫। বিরলে কহিব কথা—তু°—"নিরজনে সোই মন্ত্রে যব ঝারিয়ে। তব ইহ হোয়ব ভাল।" (তরু, ঐ)।

ইহার পরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা সঙ্কেত বুঝিয়া মন্দিরে চলিয়া গেলেন, এবং পদশেষে কবি বলিয়াছেন—"সুবুদ্ধি যে হয়, বেকত না করে কাজে।" অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার পরে নির্জ্জনে উভয়ের মিলনের বর্ণনার পদ ছিল, নতুবা এই পালাটি অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। পদকল্পতরুতে এবং বিদ্যাপতির পদে বিরলে ঐরূপ মিলন বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী পদে বিলাসান্তে প্রভাতে বিদায়ের কথা রহিয়াছে বলিয়া ঐ পদটি ইহার পরেই স্থাপিত হইল। দেয়াশিনী-বেশে মিলনের এই পদগুলি সন্দেহজনক।

---

[৫২৫]

কামোদ [১]

"পদউধ [২] কাক কোকিলের [৩] ডাক [৪]
শুনিয়ে [৫] যামিনী [৬]-শেষে [৭]।
তুরিতে [৭] নাগর গেলা নিজ ঘর [৮]
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশে [৯]॥
আমি [১০] সে [১০] অলসে [১১] ঠেসিয়া [১২] বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন [১৩] ভূষণ [১৪] হ'য়াছে [১৫] বদল [১৬]
তখন [১৭] উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ [১৭]।
না জানি [১৮] এখন [১৯] হইবে কেমন [২০]
বড় দেখি পরমাদ॥"
চণ্ডীদাস বানি [২১] শুন [২২] বিনোদিনী [২৩]
তুমি [২৪] বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন মায়ার কারণ
লখিতে নারিবে কেহু॥

নী—৯০,৯১ ; বিপু—২৯১, ২৯২, ২৯৭

[১] বাদ, সকল পুথি। ২৯২ পুথিতে এইস্থানে "রসালস" লিখিত আছে।

[২] পদআধ, ২৯২, ২৯৭।

[৩-৫] কোকিলারে ডাক, ২৯২ ; কোকি[ল] করে রব, ২৯৭।

৬ জাগিয়ে, পসং ; জাগিলে ২৯১, ২৯২ ।
৬ রজনি, ২৯৭ । ৭ শেষ, পসং, ২৯১, ২৯৭ ।
৭ উঠিয়া, ২৯৭ । ৮ ঘরে, পসং ।
৯ কেশ, পসং, ২৯১, ২৯৭ ।
১০-১০ অবশ, পসং ; আসিয়া, ২৯২ ।
১১ আলিসে, পসং ; ২৯১, ২৯৭ ।
১২ ঠেসনা, পসং ; ঠেকিয়া, ২৯২ ।
১৩-১৩ আমারি বসন, ২৯৭ ।
১৪ হইআ, ২৯১ ; হল্য, ২৯২ ; হয়েছে, পসং ।
১৫ তরতম, ২৯২ । ১৬ এখনি, ২৯১, ২৯৭ ।
অপবাদ, ২৯৭ । ১৮ জানিলে, পসং, ২৯৭ ।
১৯ কখন, ২৯১ ; কেমন, ২৯৭ ।
২০ এখন, ২৯৭ ।
২১ কহে, পসং ; কয়, ২৯১ ; বলে, ২৯৭ ।
২২-২২ শুনলো সুন্দরী, পসং ।
২৩ তুমি যে, পসং. ২৯১ ।

পঙ্‌—১ । পদউধ—পদায়ুধ, পদ হইয়াছে আয়ুধ যাহাদের, অর্থাৎ যাহারা পদ শিকারার্থে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। পক্ষিবিশেষ। কেহ কেহ কুক্কুট, দৈয়াল অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পল্লীগ্রামে কোড়ল পাখী রাত্রে প্রহরে প্রহরে অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকে। মৎস্যাদি ধরিবার জন্য ইহারা পদই ব্যবহার করে। তাহাদিগকেও লক্ষ্য করা হইতে পারে।

এই পদটি পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, কৃষ্ণ চলিয়া গেলে পর রাধা কোন সখীকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। নীলরতনবাবু ইহাকে "কুঞ্জভঙ্গ" পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পদের ভাবে বুঝা যায় যে, এই সকল ঘটনা রাধার বাড়ীতেই হইয়াছিল। কুঞ্জভঙ্গের অন্যান্য পদও এই জাতীয়। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এই পদের অনুরূপ নিম্নোদ্ধৃত পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—

ধানশী

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী-শেষ ।
উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল যে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই, তোরে সে বলি সে কথা ।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি ।
বসনে বসনে বদল হয়েছে
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা করে পরিবাদ ।
ইহাতে এমন করিব কেমন
কি হৈল পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে
শুনহে রসিক জন ।
সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পীরিতি ধন ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহাদের একটি অপরটির রূপান্তর মাত্র ।

বণিকিনী-বেশে মিলন

[৫২৬]

সিন্ধুড়া [১]

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী [২]
কৌতুক করিব [৩] মনে।
চুয়া যে চন্দন আমলা [৪] বর্ত্তন [৫]
যতন করিয়া আনে॥
কেশর [৬] যাবক [৬] কস্তূরী দ্রাবক [৭]
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা [৮] সুকুকুম [৮] কর্পূর চন্দন [৯]
আনিল মুথা-শিকড় [১০]॥
থালিতে [১১] করিয়া আনিল ভরিয়া [১২]
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি ফেরে বাড়ী বাড়ী [১৩]
ভানুর [১৪] দুয়ারে [১৪] গিয়া [১৫]॥
"চুয়া [১৬] কে [১৬] লইবে" ফুকরি কহয়ে
আইল [১৭] দাসী যে তবে।
"মোদের [১৮] মহলে আসি [১৯] দেহ", বলে—
"অনেক লইতে [২০] হবে॥"
থালিতে [২১] ধরিয়া আসিল [২২] লইয়া [২৩]
যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া যে [২৪] চন্দন [২৪] করয়ে [২৫] রচন [২৬]
বেণ্যানী মনেতে খুসি॥
"চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব বেতন যে [২৭] দিব
যতেক চাহিবে [২৮] তুমি॥"
আমলকী হাতে দিল রাই [২৯] মাথে
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে শ্রম হৈল [৩০] তাতে [৩০]
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী কহে [৩১] সে [৩১] বেণ্যানী [৩২]
"আমিত [৩৩] ঘসিয়ে [৩৩] ভালে।
মোরে বল [৩৪] সখি খানিক [৩৫] আমলকী
মাখায়ে দিয়ে ত চুলে॥"
বলিয়া [৩৬] বেণ্যানী বসিল আপনি [৩৬]
চুয়া মাখাবার [৩৭] তরে।
চুল যে ছাড়িয়া হাত নামাইয়া
মাথায় কুচের [৩৮] পরে॥
পরশে নাগরী হইলা আগরী
পড়িলা [৩৯] বেণ্যানী কোড়ে।
নিঁদ [৪০] যে আইল অতি [৪১] সুখ হইল [৪১]
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী যে [৪২] বলে "হইল [৪৩] যে বেলে
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।"
উঠিয়া নাগরী বসন সম্বরি
বলে [৪৪]—"কি [৪৪] লাগিবে মোরে॥"
বট আনিবারে [৪৫] কহিলা সখীরে
শুনিয়ে [৪৬] নাগররাজে।
কহে [৪৭]—"না লইব আর ধন নিব [৪৭]
না কহি তোমারে [৪৮] লাজে॥"
"কহ নাহি [৪৯] কেনে যেবা [৫০] আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি [৫১]। [৫২]
থাকিলে পাইবে নহিলে যাইবে
থির [৫৩] হৈয়া কহ তুমি [৫৩]॥"

"হিয়ার[৫৪] ভিতরে রেখেছ যতনে
বড়ই ধন যে সেহ[৫৪]।
কৃপা[৫৫] যে করিয়া[৫৫] বাস[৫৬] উঘারিয়া[৫৬]
সে[৫৭] ধন আমারে দেহ[৫৭] ॥"
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী
হাসিল আপন মনে।
গন্ধের[৫৮] বেতন হইল এমন
জীবনে[৫৯] যৌবনে[৫৯] টানে ॥
"কর সমাধান বুঝিলাম কান[৬০]
আর না বলিহ মোরে।
এতেক যে[৬১] গুণে মারহ[৬২] প্রাণে[৬২]
কেবা[৬৩] শিখাইল তোরে[৬৩] ॥
কেবা[৬৪] পরনারী মনে আশা করি[৬৪]
মরয়ে[৬৫] আপন মনে।
কোথা বা হয়েছে কোথা বা পেয়েছে
না[৬৬] দেখি যে কোন[৬৬] স্থানে ॥"
চণ্ডীদাসে কয়— কত ঠাঁই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবনের ধনে কেবা মানা[৬৭] মানে
সোঁপয়ে আপন[৬৮] প্রাণে ॥

নী—৮২ ; তরু—৬৪২ ; বিপু—২৯২।

১ বাদ, ২৯২। ২ বেন্যানি, ২৯২।
৩ করিয়া, পসং।
৪ আমলকী, তরু ; অমলা; পসং।
৫ বণ্টন, পসং। ৬-৬ কেশ মাজ্জিবার, ২৯২।
৭ সৌরভ, ঐ। ৮-৮ সোগন্ধা সখিনি, ঐ
৯ বাখনি, ঐ। ১০ মোথার জড়, ঐ।
১১ থারিতে, ঐ। ১২ পুরিয়া, ঐ।
১৩ ঘরাঘরি, ঐ।
১৪-১৪ বৈসে ভানুদ্বারে, পসং ; °দুয়ার, তরু।
১৫ দিয়া, তরু। ১৬-১৬ চুবক, তরু; °জে, ২৯২।
১৭ আইলা, পসং। ১৮ আমার, ২৯২।
১৯ আনি, পসং। ২০ নিতে যে, তরু।
২১ থারি যে, ২৯২।
২২ আইলা, তরু ; জতন, ২৯২।
২৩ করিয়া, ২৯২। ২৪-২৪ সুচন্দন, তরু।
২৫ করহ, তরু, ২৯২। ২৬ লেপন, ২৯২।
২৭ সে, তরু, পসং। ২৮ আনহ, ঐ।
২৯ যে, তরু ; সে, পসং।
৩০ যে হইল, তরু, পসং।
৩১-৩১ বোলয়ে, ২৯২।
৩২ ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই।
৩৩-৩৩ আমি যে মাথায়ে, পসং।
৩৪ জদি, ২৯২। ৩৫ আমি, ঐ।
৩৬ ডাকিয়া আনিল, বেন্যানি বসিল, ২৯২।
৩৭ মাখিবার, তরু।
৩৮ হৃদয়, তরু ; বুকের, ২৯২।
৩৯ পড়িয়া, তরু। ৪০ নিন্দ, তরু, ২৯২।
৪১-৪১ সুখ জে পাইল, ২৯২।
৪২ বাদ, তরু, পসং। ৪৩ গেল, ঐ।
৪৪-৪৪ কতেক, ২৯২। ৪৫ জে আনিতে, ঐ।
৪৬ হাসিলা, ঐ।
৪৭-৪৭ ইহা জে না হয়ে, আর যে চাহিয়ে, ঐ।
৪৮ তোমার, তরু, ২৯২। ৪৯ না, তরু, পসং।
৫০ কি, ঐ। ৫১ কি সে, ২৯২।
৫২ ইহার পরে ৪ পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই।
৫৩-৫৩ নিশ্চয় কহিল বাণী, পসং।
৫৪-৫৪ বেন্যানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে, বড় ধন আছে সেহ, তরু।
৫৫-৫৫ মোরে কৃপা করি, ২৯২।
৫৬-৫৬ বসন উখারি, ঐ।
৫৭-৫৭ সেই ধন মোরে দে, ঐ।
৫৮ আমলকি, ২৯২।
৫৯-৫৯ জীবন যৌবন, তরু, পসং।
৬০ কাম, ২৯২। ৬১ বাদ, তরু, পসং।
৬২-৬২ রাখহ', পসং ; বাচহ কেমনে, ২৯২।
৬৩-৬৩ ধন্দ সে লাগিল মোরে, ২৯২।
৬৪-৬৪ পরের নারী, আশা যে করি, তরু, পসং।

৬৫ ফিরয়ে, পসং।

৬৬-৬৬ দেখেছ কোন বা, ২৯২

৬৭ বা, তরু, পসং। ৬৮ সোঁপে, পসং।

৬৯ যে প্রাণে, ঐ ; সে প্রাণে, তরু।

পদটি পদকল্পতরুতে বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে।

পঙ্‌—৩। চুয়া—ধুনা চোয়ান সুগন্ধ নির্য্যাস। আমলা—আমলকী। বর্ত্তন—উদ্বর্তন, বাটা, যাহা পেষণ করা হইয়াছে।

৫। কেশর—কেশরাজ, কেশরঞ্জন, কেশ রঞ্জিত করে বলিয়া। যাবক—অলক্তক, আল্‌তা। দ্রাবক—নির্য্যাস।

৬। বেণা—(সং—বীরণ) প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ। জড়—(সং—জটা) শিকড়, মূল।

৭। সোন্ধা—সুগন্ধ।

৮। মুথা—(সং—মুস্তক) প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ।

৯। থালি—স্থালী, বিস্তৃতমুখ পাত্রবিশেষ।

২১। চুবক—চুয়া।

৩৭। আগরী—আকুলাইত, বিবশ।

৪৫। বট—কড়ি।

৫৫। উঘারিয়া—উদ্‌ঘাটিত করিয়া, খুলিয়া। পরবর্ত্তী অংশের টীকা পদকল্পতরুতে দ্রষ্টব্য।

[৫২৭]

বিভাষ [১]

শ্যাম কহে "শুন, রাই [২] বিনোদিনি,
তুলিয়া [৩] বদন [৩] চাহ।
হরস [৪] বদন [৪] যাই [৫] নিরখিয়া, [৬]
আমারে বিদায় [৭] দেহ [৭] ॥"
এ বোল শুনিয়া [৮] বৃকভানুসুতা [৯]
শোকেতে [১০] আকুল [১০] অঙ্গ।
"আর কি এমন [১১] হইব [১২] সুদিন [১২]
করিব রসের রঙ্গ ॥"
গদ গদ বোলে প্রেমে [১৩] ছল ছলে [১৩]
কহে বিনোদিনী রাধে [১৪]।
"কি [১৫] আর বলিব [১৫] তোমার চরণে
বিধাতা [১৬] লাগিল বাদে [১৬] ॥
পলকে [১৭] প্রলয় না হেরিলে নয় [১৭]
কি [১৮] বলিব মুখে বাণী [১৮]।
বলহ আমারে কি বোল বলিব
কহিতে নাহিক জানি ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য [১৯] রতন [১৯]
সদাই বেড়িয়া থাকি।
তাহে যেতে চাহ— নিঠুর [২০] বচন [২০]
শুনহ কমলআঁখি ॥"
তুরিতে গমন করিলা তখন
শ্যাম সুনাগর রায়।
ঐছন পিরিতি— করে [২১] গতাগতি—
দীন [২২] চণ্ডীদাসে গায় ॥

নী—৯৩ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪।

১ বাদ, ২৮৯, ২৯৭ ; রাগ, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪।

২ রাধা, ২৩৯৪, ২৯৭

৩-৩ তুলিএ বদন, ২৮৯ ; তুলিয়া বদনে, পসং ; বদন তুলিয়া, ২৯৭ ; মোর নিবেদন, ২৯২, ২৯৫

৪-৪ সরস বদনে, পসং ; °বদনে, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৯৭

৫ হাসি, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং ; শুহাসী, ২৯৭

৬ নিরখিএ, ২৮৯, ২৩৯৪

৭-৭ জাইতে কহ, ২৮৯

৮ সুনিএ, ২৮৯ ; শুনিতে, পসং ; বলিতে, ২৯৫, ২৩৯৪

৯ বৃসভানু°, ২৮৯ ; °সুতে, ২৯৫, ২৩৯৪

১০-১০ পুলক স্বেদ, পসং ; পুলকে বিচ্ছেদ, ২৮৯, ২৯২ ; পুলকে প্রমদ, ২৯৫, ২৩৯৪

১১ সুজন, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং ; তোমার, ২৯৭

১২-১২ শুনিব বচন, ২৯২, পসং ; সুনব°, ২৯৫, ২৩৯৪ ; শুনিব গান, ২৯৭

[১৩-১৩] প্রেম শোকানলে, ২৯৭ ; অতি প্রেম ছলে, পসং, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৪] রাধা, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৫-১৫] কি বলিব আমি, পসং, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৬-১৬] সকলি হইল বাধা, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৯২ (°বাধে) ; সকলি গোচর আছে. ২৮৯

[১৭-১৭] মুখে না নিঃস্বরে তোমারে বলিতে, পসং, ২৯২ (°জাইতে) এবং ২৯৫ ও ২৩৯৪ ; মুখে নাহি স্বরে তোমারে জাইতে, ২৯৭

[১৮-১৮] °বল বানি, ২৮৯ ; °আমি বাণী, পসং ; কি বোল বলিব আমি, ২৯২ ; কি বল্যা বলিব আমি, ২৯৭

[১৯-১৯] ছাড়িব কেমনে, ২৯৭

[২০-২০] কি হবে উপায়, ২৮৯ ; নিজ বশ নহ, পসং ; হেন কথা কহ, ২৯৫. ২৩৯৪ ; নিজবাস ঘর, ২৯৭

[২১] করি, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

[২২] দ্বিজ, পসং. ২৯২, ২৯৭

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, সম্ভোগের পর শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এইরূপ যাতায়াত বর্ণনা করিয়া তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব সঙ্কেত. সম্ভোগ ও বিদায় বর্ণনা করিয়া যে গৌণ-রাসের পালা রচিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যাইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া আমরা সম্ভোগের পরে এক একটি বিদায়ের পদ স্থাপন করিয়াছি।

বাজিকর-বেশে মিলন

[৫২৮]

তুড়ি [১]

বন্ধুর [২] পিরিতি কুহকের রীতি
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লয়ে [৩] গ্রামেতে ফিরয়ে [৪]
হরিণী [৫] করিয়া [৫] সঙ্গ ॥

সই, কানু বড় [৭] জানে [৭] বাজি।
বাঁশ [৮] বংশী ধরি [৮] মদন সঙ্গে করি [৯]
ঢোলক ঢালক সাজি ॥ ধ্রু [১০]

মদন-টুলিয়া [১১] বেড়ায় [১২] ফিরিয়া [১২]
যুবতী বাহির করে।
দুইটি গুটিয়া [১৩] ফেলয়ে [১৪] লুফিয়া [১৪]
বুকের উপরে ধরে [১৫] ॥

ধীরে ধীরে যায় ভঙ্গী করে চায় [১৬]
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়া [১৭] দড়ি পায় ঝাট উঠে তায় [১৭]
থাকি থাকি দেই ঝোকে ॥ [১৮]

পূরাটি আনিয়া ডিমটি খুলিয়া
দেখায় যাহাকে তাকে।
উড়াইয়া দিয়া পূরাটি ঝারিয়া
ঝুলির ভিতরে রাখে ॥

মুকুতা [১৯] প্রবাল উগারে সকল
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি উগারয়ে বাঁশী [২০]
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা ॥

কতক্ষণ বই বাঁশ [২১] হাতে লই
যুবতী হিয়ায় গাড়ে [২২]।
জাঙ্গে জাঙ্গ [২৩] দিয়া পায়েতে ছাঁদিয়া
বাঁশের [২৪] উপরে চড়ে [২৪] ॥

উঠিয়া [২৫] উপরে ঝুলিয়া সে [২৬] পড়ে [২৬]
চুময়ে [২৭] যুবতী-মুখে।
মুখে মুখ দিয়া নেয় [২৮] গুয়া থুঁয়া [২৮]
ঘুরিয়া বেড়ায় [২৯] সুখে ॥

এ [৩০] মদ-মদন [৩০] জানিয়া তখন [৩১]
তারে [৩২] ডাকে আঁখি ঠারে।
মোর [৩৩] মনহিত [৩৪] নহে কদাচিত
ফুকরি [৩৫] ডাকয়ে [৩৬] তারে ॥

লোকে নহে রাজি কেমন এ [৩৭] বাজি [৩৭]
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাসে [৩৮] কহে [৩৯] বাজি মিছা নহে [৪০]
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥

নী—৭২ ; বিপু—২৯১, ২৯২।

[১] বাদ, ২৯১, ২৯২ ; ২৯২ সং পুথিতে প্রথমতঃ "অথ সম্ভোগ" তৎপর "বাজিকর" লিখিয়া পদটি আরম্ভ করা হইয়াছে।

[২] কানুর, পসং
[৩] লঞা, ২৯১ ; লইয়া, ২৯২
[৪] চড়িঞা, ২৯১ ; চড়িয়া, ২৯২, চড়িয়ে, পসং
[৫] ফিরয়ে, পসং
[৬] করিয়ে, পসং ; লইয়া, ২৯২
[৭-৭] জানে বড়, ২৯২
[৮-৮] বাঁশ বংশীধারী, পসং (পাঠান্তর)
[৯] চড়ি, ২৯১
[১০] বাদ, পসং, ২৯১
[১১] ঘুরিয়া, পসং (পাঠান্তর)
[১২-১২] বেড়াএ ফিরিআ, ২৯১ ; ফিরয়ে বাজায়া, ২৯২
[১৩] গুটিকা, পসং ; সে গুয়া, ২৯২
[১৪-১৪] ফেলাএ লুটিআ, ২৯১ ; লুকিয়া ফেলায়ে, পসং
[১৫] ইহার পরের আট পঙ্‌ক্তি ২৯১ পুথিতে নাই
[১৬] তায়, পসং
[১৭-১৭] দাড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে, পসং
[১৮] ইহার পর চারি পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই মসটিয়া মাটী, লাগায় নিন্দাটি, সুত বাহির করে নাকে, পসং (পাঠান্তর)
[১৯] দন্ত, ২৯১ ; এ দন্ত, ২৯২
[২০] রাশি, পসং
[২১] বাঁশি, ২৯১
[২২] পাড়ে, পসং (পাঠান্তর)
[২৩] জাঙ্গে, পসং
[২৪-২৪] রাইএর আঙ্গিনায় পড়ে, পসং
[২৫] বাশের, পসং ; চড়িয়া, ২৯১, পসং (পাঠান্তর)
[২৬] পড়য়ে, পসং, ঐ (পাঠান্তর), ২৯১
[২৭] হেলিয়া, পসং ; চুম্বই, ঐ (পাঠান্তর) ; ছোড়এ, ২৯১
[২৮-২৮] নেছে গুয়া দিয়া, পসং ; পান গুয়া নিয়া, ঐ (পাঠান্তর) ; লয়ে গুয়া দিয়া, ২৯২
[২৯] বুলয়ে, পসং
[৩০-৩০] এ * * এখানে কদন, ২৯১ ; তখনে°, ২৯২
[৩১] কদন, পসং ; মদন. ২৯১
[৩২] তাকে, ২৯২ ; ডাকএ, ২৯১
[৩৩] আমার, ২৯১
[৩৪] মনোহিত, পসং ; মোনহিত, ২৯১
[৩৫] ফুকারী, পসং ; ফুকর্যা, ২৯১
[৩৬] বলএ, ২৯১
[৩৭-৩৭] করহ° ২৯১ ; সে°, ২৯২
[৩৮] চণ্ডীদাস, পসং
[৩৯] কয়, পসং, ২৯১
[৪০] নয়, পসং, ২৯১

টীকা

পঙ্—৬।মদন সঙ্গে করি—কৃষ্ণের রূপে সকলে মোহিত হয় বলিয়া, যেহেতু তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।" অথবা মদন নামক ঢুলী।

১৬-১৯। সং—পুটক হইতে পুরা, আবরণ দ্বারা মোড়া দ্রব্য। ডিম—অভ্যন্তরস্থ ডিম্বাকৃতি বস্তুবিশেষ। উড়াইয়া দিয়া—হস্তকৌশলে অদৃশ্য করিয়া।

[৫২৯]

কামোদ [১]

নামিয়া [২] আসিয়া বসিল [৩] হাসিয়া [৪]
কহে [৫] যে—"বেতন দেও [৬]।"
বেতনের কালে হাত দিয়া [৭] গালে [৮]
সকল যুবতী কয় ॥

"সই,[৯] বাজিকরে[১০] নিবে কি[১১]।
যত কিছু দিয়ে কিছুই[১২] না লয়ে[১২]
বলে[১৩]—"আমার যোগ্য[১৩] কি ॥ ধ্রু[১৪]।
এই[১৫] মনে করি[১৫] দেহ কুচগিরি
আর[১৬] তব মুখ[১৬]-সুধা।
আর এক হয় মোর মনে লয়
তাহা মোরে[১৭] দেহ[১৭] জুদা ॥"
সুন্দরীর[১৮] গণে[১৮] বুঝিল[১৯] মরমে[১৯]—
"ইহার গ্রাহক তুমি।
টাটের টাটানি খেতের মিঠানি
সকলি জানি[২০] যে আমি ॥"
চণ্ডীদাসে কয়- তবে যে[২১] না হয়
জানি[২২] এ চতুরপণা[২৩]।
বুঝিলে[২৪] না বুঝে[২৫] কহিলে না সুঝে[২৬]
তাহারে বলি[২৭] যে কাণা ॥

নী-৭৩; বিপু—২৯১, ২৯২
১ বাদ, ২৯১, ২৯২ ২ নামিল, ২৯১
৩ বলিল, ২৯১ ৪ আসিয়া, পসং
৫ বলে, ২৯১ ৬ দায়, পসং
৭ দেয়, ২৯২ ৮ গলে, ২৯১
৯ হেগো, ২৯১ ১০ বাজিকর, পসং
১১ সে কি, ২৯১
১২-১২ কিছু নাহি লয়ে, ২৯২ নিয়ে, পসং
১৩-১৩ আমার জোগান, ২৯১; বলে মোর,° পসং
১৪ বাদ, পসং, ২৯১
১৫-১৫ মুঞি মনে°, ২৯২; কোমল করে, ১৯১
১৬-১৬ দোশর মুখের, ২৯১, ২৯২
১৭-১৭ দিবে পাছে, ২৯১
১৮-১৮ যুবতিগণে, ২৯১; সুন্দরীগণে, পসং
১৯-১৯ বুঝিআ মনে, ২৯১; °মনে, পসং
২০ বুঝিনু, ২৯১
২১ কি, ২৯১; কে, পসং
২২ বুঝি, ২৯১ ২৩ মনা, ২৯২
২৪ বুঝালে, পসং; শুনিলে, ২৯১
২৫ শুনে, ২৯১ ২৬ বুলে, ঐ
২৭-২৭ কহি, ২৯২; বলিব, ২৯১

পঙ্—১-২। অভিনয়শেষে কৃষ্ণ বাঁশ হইতে নামিয়া পুরস্কার চাহিলেন।

১১। জুদা—(আ°—জিয়াদ) জিয়াদা, অতিরিক্ত।

মালিনী বেশে মিলন

[৫৩০]

সুহিনী

একদিন মনে রভস-কাজ।
মালিনী হইলা[১] রসিকরাজ ॥
ফুল-মালা গাঁথি ঝুলাই[২] হাতে।
"কে নিবে কে নিবে"—ফুকরে[৩] পথে ॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে—"কত লইবে কড়ি ॥"
মালিনী[৪] লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে—"সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল[৫] ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরা ধরিলা[৬] করে।
"এত টাটপণা আসিয়া ঘরে ॥"
নাগর কহয়ে—"নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে—কি কর ডর ॥

নী-৭৬; তরু—৬৩৯
১ হৈলা, পসং
২ ঝুলায়ে, পসং

ফুকারে, পসং
মাল্যানী, তরু ; এইরূপ পূর্ব্বে এবং পরেও
করয়ে, তরু
ধরিল, পসং

দ্রষ্টব্য :—এই পালার এই একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কেত, এবং পরবর্ত্তী সম্ভোগ ও বিদায়ের পদ পাওয়া যায় নাই।

চিকিৎসকরূপে মিলন

[৫৩১]

ভাটিয়ারী[১]

"গোকুল-নগরে ফিরি[২] ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা[৩] করি।
যে[৪] রোগ যাহার দেখি একবার
ভাল যে করিতে পারি[৪] ॥
শিরে শিরশূল পিরিতে[৫] বাউল
জ্বর জ্বালা[৫] যে রোগীর।
আঁখি নাহি মেলে অন্তরে[৬] যে জ্বলে[৬]
তাহারে পিয়াই নীর[৭] ॥
কে[৮] বলয়ে কান্ত[৮] ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি হেন[৯] মহৌষধি[৯]
পিয়াইলে যায় জ্বরি ॥" ধ্রু ॥[১০]
একজন তথা শুনিয়া[১১] সে[১১] কথা
কহিল রাধার[১২] কাছে।—
"ঔষধি খাও ভাল যে হও
বট[১৩] দিও[১৩] তবে পাছে ॥"
পরের মুখে শুনিয়া সুখে
হরষিত হৈল মন।
বলে যে—"যাইয়া আনহ ডাকিয়া[১৪]
দেখি সে[১৫] কেমন জন ॥"
এ[১৬] কথা শুনিয়া বাহির হইয়া
বলে সেই সখী ধাই[১৬]।
"আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই ॥"
শুনিয়া[১৭] নাগরে ভাসিলা সাগরে
আপন মনেতে খুসি[১৭]।
"এই বাড়ী হৈতে আসি[১৮] যে[১৮] তুরিতে
এখানে[১৯] থাকহ[১৯] বসি ॥"
সাজ যে সাজিতে চলিলা তুরিতে[২০]
বেজার[২১] হইয়া মনে[২১]।
চণ্ডীদাসে[২২] কয় ধাতুজ্ঞান হয়
তবে সে চিকিৎসা জানে[২২] ॥

নী-৭৭ ; তরু-৬৪৪ ; বিপু-২৯২

[১] বাদ, ২৯২ ; কিন্তু এই পুথিতে এই পদের পূর্ব্বে "চিকিৎসক রূপ" লিখিত আছে

[২] প্রতি, তরু [৩] চিকিছা, তরু

[৪-৪] থাকে রোগিগণ, জার জে বেদন, সব রোগ ভাল করি, ২৯২

[৫-৫] পীরিতির জ্বর, হয়ে থাকে, পসং, তরু

[৬-৬] পবন না চলে, তরু ("আঁখি নাহি মেলে" ইহার পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট)

[৭] ইহার পরে ১১ পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই

[৮] কেবল একান্ত, পসং, তরু (পাঠান্তর)

[৯-৯] এমন ঔষধি, পসং ; এমন°, তরু (ঐ)

[১০] বাদ, পসং, তরু (ঐ)

[১১-১১] স্থনিল যে, ২৯২ ; শুনিলে এ, তরু (ঐ)

[১২] রাধিকা, ২৯২ ; রাইর, তরু (ঐ)

[১৩-১৩] দিহ তাহে, তরু (ঐ) ; বা দিহ, ২৯২। এই ২ পঙ্‌ক্তি নীতে পূর্ব্বে আছে

[১৪] ধাইয়া, পসং, তরু (ঐ) [১৫] জে, ২৯২

১৬-১৬ বাহির হইয়া বোলএ চাহিয়া কেমনে গেলারে ভাই, তরু (ঐ), ২৯২ (°কোথা কে গেলে হে ভাই) ; °কহে এক সখী,° তরু

১৭-১৭ বাদ, তরু

১৮-১৮ আসিছি, তরু ; আসিএ, তরু (ঐ)

১৯-১৯ এইখানে রহ, ২৯২, তরু (ঐ) ; কহে হেথা থাক, তরু

২০ নিভৃতে, তরু

২১-২১ ব্যাজ যে হইলা,° পসং ; হইবে°, তরু (ঐ) ; মনের হরিষে ভাসি, তরু ; চণ্ডীদাস কহে হাসি, তরু (বট)

২২-২২ বাদ, তরু। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তরুতে "আপন বসন ঘুচাঞা তখন" ইত্যাদি পরবর্ত্তী পদটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পঙ্—৯-১০। কান্ত—প্রিয়। ধন্বন্তরি সর্ব্বরোগহর বলিয়া রোগীর প্রিয়। অতএব "কান্ত" শব্দ ধন্বন্তরির বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হয়—ধন্বন্তরি যে সর্ব্বরোগহর (অতএব রোগীর প্রিয়) তাহা কে বলে অর্থাৎ তাহা সত্য নহে, কারণ কি মহৌষধ খাওয়াইলে এই প্রেমজ্বর দূরীভূত হয় এইরূপ ব্যবস্থা তিনি অবগত নহেন। এখানে "বিধি" অর্থে ব্যবস্থা। "কেবল একান্ত ধন্বন্তরি" পাঠ গ্রহণ করিলে এই অর্থ করা যাইতে পারে—"আমি নিশ্চয়ই ধন্বন্তরিতুল্য চিকিৎসক, অতএব সর্ব্বরোগহর। স্বয়ং বিধাতাও জানেন না, কি ঔষধ খাওয়াইলে এই প্রেমজ্বর দূরীভূত হয়, কিন্তু আমি জানি।" এখানে বিধি অর্থে বিধাতা, একান্ত নিশ্চিতার্থে। রাধার বিরহদশা বর্ণনা করিয়া এক সখী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—"আমি তোমাকে ধন্বন্তরি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, যাহাতে প্রিয়সখীর রোগ উপশম হয় এমত কোন মহৌষধ প্রদান কর" (উজ্জ্বল°, ২৪১ পৃঃ)।

১৫। বট=কড়ি, মূল্য। অন্যত্র—

"বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও"

২৬-২৭। ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

২৮-৩১। বেজার=বিমর্ষ। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে চিন্তাযুক্ত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কি রকম বেশ পরিধান করিয়া কি ভাবে রাধার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাই ভাবনার বিষয়। এইজন্য ভণিতায় চণ্ডীদাস নায়ককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি ধাতু জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা করা যায় না। ব্যাজ যে হইবে মনে—এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হয়—পাছে গৌণ হয়, এই ভয়ে শীঘ্র সাজিতে চলিলেন।

[৫৩২]

ভাটিয়ারী [1]

আপন বসন [2] ঘুচাই [3] তখন
লেপয়ে [4] কেশর [5] মাটী
তকল্লবি [6] ছান্দে বসন পিন্ধে
রঙ্গে [7] যে [7] চলয়ে হাটি ॥

মনোহর [8] ঝুলি কান্ধে।
তাহার ভিতর শিকড় নিকর [9]
যতন করিয়া বান্ধে ॥ ধ্রু [10] ॥

ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক [11] সাজে [12]
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচাই [13] বসন নিরখে বদন
"রোগ যে ইহার আছে ॥"

বাম হাতে ধরি অঙ্গুলি [14] মুড়ি [14]
দেখে [15] ধাতু কিবা [15] বয়।
"পিরিতের [16] রসে জারিয়াছে বিষে [16]
পরাণ রহে না [17] রয় ॥"

হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মোড়ি—
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে [18] ছুটে [18] ॥"

"ঔষধ যে[19] হয় মনে করি ভয়
এখনি খাওয়াইয়া যেতাম ।
ভাল যে[21] হইত জ্বর যে[22] যাইত
যদি সে সময় পেতাম[23] ॥"
তখন নাগরী বুঝিলা[24] চাতুরী
টাট সে[25] নাগররাজ ।
বাশুলী[26] নিকটে[26] চণ্ডীদাস রটে
এমন[27] কাহার[27] কাজ ॥ ১০৭৩॥

নী-৭৮ ; তরু-৬৪৪ ; বিপু-২৯২ ।
১ বাদ, তরু (পসং), ২৯২ ।
২ বরণ, পসং ।
৩ ঘুচাঞা, তরু ; ঘুচান, পসং ।
৪ লেপেন, পসং ; লেপন, ২৯২ ।
৫ কেশেতে, পসং ।
৬ তকলুক, তরু (বট) ; মিছা সে, ২৯২ ।
৭-৭ সঙ্গে, তরু ; সঙ্গেতে, ২৯২ ।
বড় মনোহর, ২৯২ ।
মিকড়, পসং ; নিকড়, ২৯২ ।
বাদ, পসং, ২৯২ ।
চিকিছক, তরু (পসং) ; চিকিছ্ছার, তরু (বট) ।
কাজে, তরু (বট) ।
ঘুচায়ে, পসং ; ঘুচাঞা, তরু ।
১৪-১৪ মোড়িয়া অঙ্গুলি, ২৯২ ; °মোড়ি, পসং ।
১৫-১৫ ধাতু সে কেমনে, ২৯২ ।
১৬-১৬ পিরিতি বিষে, জার‍্যাছে ইহারে, তরু (পসং) ; পিরীতির বিষে, জেরেছে ইহারে, তরু (বট) ; পিরিতির বিষে, ইহারে জারিছে, ২৯২ ।
১৭ কিনা, তরু (বট), ২৯২ ।
১৮-১৮ কিসে বা টুটে, পসং ।
১৯ বাদ, তরু (পসং) ; সে, ২৯২ ।
২০-২০ এখনে জাল সে হয়ে, ২৯২ ; °যাইতাম, তরু (পসং)
২১ সে, পসং । ২২ সে, তরু (বট), ২৯২ ।
২৩ পাইতাম, তরু, পসং ; পাইয়ে, ২৯২ ।
২৪ বুঝিল, পসং, ২৯২
২৫ বাদ, তরু, পসং ।
২৬-২৬ বাসুলির তটে, ২৯২ ।
২৭-২৭ নহিলে যেমন, ২৯২ ।

টীকা

পঙ্-২ । কেশর মাটী—"কুঙ্কুম-সংযুক্ত যেরি মাটী", তরু
৩ । তকলবি ছন্দে—আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গীতে, তরু ।
৪ । রঙ্গে—আনন্দের সহিত ।
১৩ । বায়ুপিত্তকফাদি ধাতুর গতি কিরূপ ।

দ্রষ্টব্য :—উপরে দুইটি পদ তরুতে একই পদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্যত্র ইহাদিগকে পৃথক্ ভাবে পাওয়া যায় । পূর্ব্ববর্ত্তী পদে যে ভণিতা রহিয়াছে তাহা তরুতে নাই । যদি দুইটি পৃথক্ পদের সমবায়ে তরুর পদটি গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সংগ্রহকার প্রথম পদের ভণিতাটি বাদ দিয়াছেন । আর যদি একটি পদ হইতে পরবর্ত্তী কালে দুইটি পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম পদের ভণিতাটি পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র : অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই পদদ্বয়ের ভণিতায় গোলমাল রহিয়াছে । এই জন্যই দ্বিতীয় পদের ভণিতায় "বাশুলী"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । পাঠান্তরে "বাসুলির তটে" আছে । ইহাও কৃত্রিমতার সাক্ষ্য প্রদান করে ।

বাদিয়ার বেশে মিলন

[৫৩৩]

বরাড়ী[1]

বাদীয়ার বেশ ধরি বেড়ায়[2] সে বাড়ী বাড়ী[2]
উত্তরিলা[3] ভানুর মহলে ।
খুলি[4] হাঁড়ীর[4] ঢাকুনি বাহির করে সাপিনী
এক[5] সাপ লইলেক[5] গলে ॥

বিষহরি বলি[৬] দেয়[৭] কর[৮]।

শুনিয়া যতেক বালা দেখিতে[৯] আইল খেলা[৯]
খেলাইছে মাল[১০] পুরন্দর ॥

সাপিনীরে দেয় থাবা[১১] নাগিনী[১২] যে হয় কোপা[১২]
দন্ত[১৩] করি উঠে ধরি[১৩] ফণা।

অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় সাপিনী[১৪] দেখিতে পায়[১৪]
ছুঁয়ে[১৫] যায় বাদায়ার[১৫] দাপনা ॥

খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
কহে—"তুমি থাক কোন্ স্থানে[১৬]।"

"থাকি[১৭] বনের ভিতরে[১৭] নাগ দমন বলে মোরে
মোর নাম জানে সব[১৮] জনে ॥

বসন[১৯] ভিখের[১৯] তরে আইলু[২০] তোমার[২০] ঘরে
কৃপা[২১] করি দেহত[২১] আপনি।

ছেঁড়া[২২] বস্ত্র নাহি লব[২৩] ভাল[২৪] একখানি পাব[২৪]
ভাল বেসে[২৫] দেহ অঙ্গের[২৫] খানি ॥"

"বটের[২৬] ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও
নহিলে শোভিতে[২৭] চায়[২৭] বটে।

বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
ফিরিয়া[২৮] বেড়াও নদীতটে ॥"

"তোমার[২৯] বস্ত্র শিরে ধরি আনন্দিত হব বড়ি[২৯]
মনে[৩০] মোর হবে বড়[৩০] সুখ।

তোমা[৩১] অঙ্গ পরশিতে সুখ হয় মোর চিতে[৩১]
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"

"চুপ করি[৩২] থাক বেদে[৩৩] যা পাও তা লও সেধে[৩৪]
ভরমে ভরমে যাও[৩৫] ঘরে।"

"চুরি দারি নাহি করি ভিখ[৩৬] মাগি[৩৬] পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে ॥

তোমা লয়া[৩৭] করি ক্রীড়া মনে[৩৮] কেন দেহ[৩৮] পীড়া
সুখী কর এই[৩৯] দুখী[৩৯] জনে ॥"

দ্বিজ[৪০] চণ্ডীদাসে কহে[৪১] বাদীয়া যে[৪২] এহ নহে[৪২]
মনে[৪৩] বুঝে দেখহ আপনে[৪৩] ॥

১১

নী-৭০ ; তরু-৬৪৩ ; বিপু-২৯২।

১ বাদ, ২৯২। ২-২ বেড়াইছে ঘড়াঘরি, ২৯২।

৩ আইলেন, পসং, তরু।

৪-৪ °হাড়ি, পসং ; খোলে সাপের, ২৯২।

৫-৫ তুলিয়া লইল এক, পসং ; লইয়া এক করিলেন, তরু।

৬ বলিয়া, ২৯২। ৭ দেই, তরু।

৮ বর, ২৯২। ৯-৯ দেখে আসি সাপ খেলা, ২৯২।

১০ মনে, ২৯২। ১১ থোব, তরু ; থোবা, ২৯২।

১২-১২ সপিনার বাঢ়ে কোপ, তরু ; °হইয়া°, ২৯২।

১৩-১৩ দণ্ড°, তরু ; উঠে দণ্ড ধরিয়া জে, ২৯২।

১৪-১৪ নাগিনী ফিরিয়া চায়, পসং, তরু।

১৫-১৫ ছোবে তবে বাদিয়া, ২৯২ ; ছোয়ে যাই°, তরু।

১৬ থানে, ২৯২।

১৭-১৭ অরণ্যেতে থাকি ঘরে, ২৯২। ১৮ সর্ব্ব, ২৯২।

১৯-১৯ বস্ত্র মাগিবার, তরু ; °মাগিবার, পসং।

২০-২০ আইনু°, পসং ; °তোমাদের, তরু ; আইল°, ২৯২।

২১-২১ বস্ত্র দেহ আনিয়া, তরু ; তুমি বস্ত্র দেহত, ২৯২।

২২ ছিড়া, তরু। ২৩ নিব, ২৯২।

২৪-২৪ ভাল সে সিরপা পাব, ২৯২।

২৫-২৫ দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের, তরু।

২৬ কড়ার, ২৯২।

২৭-২৭ শোভিত নহে, তরু ; °চাহে, ২৯২।

২৮ সদাই, পসং, তরু।

২৯-২৯ °শিরে করি°, ২৯২ ; বান্ধা কহে ধীরে ধীরে, তোমার বস্ত্র নিব শিরে, তরু।

৩০-৩০ বহুত বাসিবে মনে, পসং ; °মোর হয়°, ২৯২।

৩১-৩১ তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে, তরু ; তোমার সঙ্গ করিতে°, পসং

৩২ করে, পসং ; কর‍্যা, তরু।

৩৩ বান্ধা, তরু ; বেন্ধা, ২৯২।

৩৪ সাধ্যা, তরু ; সেধ্যা, ২৯২। ৩৫ যাহ, তরু।

৩৬-৩৬ ভিক্ষা মেগে, পসং ; °করি, ২৯২।

৩৭ লয়ে, পসং ; লৈয়া, তরু।

৩৮-৩৮ তুমি কেন মান, তরু ; °দাও, ২৯২।

৩৯-৩৯ এ ত্বখিয়া, তরু ; য়ে ত্বখিয়া, ২৯২ ।
৪০ চণ্ডিদাসেতে, ২৯২ ! ৪১ কয়, তরু, ২৯২ ।
৪২-৪২ সে ইহো নয়, ২৯২ ; এই নয়, তরু ।
৪৩-৪৩ বুঝিয়া দেখহ আপন মনে, তরু

টীকা

পঙ্-১১। দাপনা—জানুর উপরে উরুর পেশী (শব্দকোষ)।

১৪। নাগদমন—কালিয়নাগের দমনকারী বলিয়া, সাধারণ অর্থে—সর্প বশ করিবার দক্ষতাসম্পন্ন।

২০-২১। তুমি কড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমার বহুমূল্য বস্ত্রখানা প্রার্থনা করিতেছ! তুমি যদি বটের ভিখারী না হইতে তাহা হইলে তোমার ইহা শোভা পাইত বটে।

২২। তেনা—[সং-তন্ত্র (সূত্র), বা তীর্ণ (বিদীর্ণ) হইতে] ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড অর্থে।

২৯। ভরমে—সম্ভ্রমের সহিত। মানে মানে ঘরে যাও।

দ্রষ্টব্য :—পাঠান্তরে "দ্বিজ" ভণিতা নাই।

পসারীর বেশে

[৫৩৪]

বালা ধানশী[১]।

গোকুল-নগরে ইন্দ্রপূজা করে
দেখিতে[২] আইল যত[৩] নারী।
নগর ভিতরে কলরব[৪] করে[৪]
নাগর[৫] হইল[৫] পসারী ॥
দোকান-দাকান মেলিলা[৬] তখন[৬]
দেখিয়া গাহকীগণ[৭]।
কহয়ে[৮] পশারী[৮]— "বহুদ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন ॥
মুকুতা প্রবাল মণিময়[৯] মাল[৯]
পোতিক[১০] মাণিক[১০] যত।
বহুদিন হৈতে[১১] আনিল[১২] যতনে[১২]
তোমাদের[১৩] অভিমত[১৩] ॥"
খন্তিকা পুতিয়া মুকুতা ঝুলায়া
কহে[১৪] গাহকিনী[১৪] আগে।
শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি
দোকান নিকটে লাগে ॥
সুমধুর[১৫] বাণী বলে সে দোকানী
"কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতার মাল লইবে যে ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥"
শুনি[১৬] নারীগণ[১৬] বলয়ে বচন[১৭]
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্যে মেনে দেখেছ জনমে
এমন ধন যে তোরা ॥"
যুবতী রসাল নিল এক মাল
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হল আনন্দে[১৮] বসিল[১৮]—
"কতেক লইবে" বলে ॥
আর একজনে সাধ করি মনে
লইল সোনার সূঁচ[১৯]।
লইয়া[২০] সে[২০] যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফেরা ফিরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
কহে[২১]—"মূল্য দেহ[২১] মোর।"
সঘন[২২] বদন করয়ে চুম্বন
"এমতি কাজ সে তোর ॥"

কাড়াকাড়ি ঘন[২৩] না মানে বারণ[২৩]
অরাজক হল পারা।
যাহার যে ধন[২৪] কাড়ি[২৫] সেই জন
রক্ষক হইবে কারা॥
ধোবিনী[২৬] সঙ্গতি চণ্ডীদাস-গীতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান-দাকান হৈল সমাধান
সকলি গেল যে লুটে॥

নী-৭১ ; তরু-৬৪০ ; বিপু-২৯২

[১] বাদ, ২৯২। [২] দেখি, পসং, তরু।
[৩] যতেক, পসং ; বাদ, ২৯২।
[৪-৪] মহা কলরব, পসং, তরু।
[৫-৫] আনন্দে বসিল, ২৯২।
[৬-৬] মিলি ততক্ষণ, ২৯২। [৭] গাহকগণে, ঐ।
[৮-৮] আমার পশারে, ২৯২ ; 'পসারে, তরু।
[৯-৯] তাহে গাথি মলে, ২৯২।
[১০-১০] পূতিকা মুকুর ঐ। [১১] মনে, পসং, তরু।
[১২-১২] এন্যাছি তরীতে, ২৯২।
[১৩-১৩] তোমার মনের মত, ঐ।
[১৪-১৪] কহয়ে গাহকী, পসং ; কয়', ২৯২।
[১৫] মধুরস, ২৯২। [১৬-১৬] যুবতীর গণে, ঐ।
[১৭] বচনে, ঐ। [১৮-১৮] আনন্দ বাড়িল, পসং, তরু।
[১৯] গোছ, ২৯২। [২০-২০] লই চলি, পসং, তরু।
[২১-২১] বেতন দেহ জে, ২৯২। [২২] ঘন জে, ঐ।
[২৩-২৩] করে, বসন না ছাড়ে, ঐ। [২৪] বন, পসং, তরু।
[২৫] কাটে, ঐ। [২৬] রজক, পসং ; রজকী, তরু।

টীকা

এই পদটী পরিষদের পদকল্পতরুতে বহু পাঠান্তরের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

পঙ্-৪। পসারী—দোকানদার।

৬। গাহকীগণ—গ্রাহক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচনে।

১০। পোতিক—ছোট মুক্তাকার বস্তুবিশেষ।

১৩। খন্তিকা—খনিত্র হইতে ক্ষুদ্রার্থে।

২৩-২৪।—তোমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আজ এই সকল দ্রব্য দেখিতে পাইতেছ।

২৭। পরিমাণ হল—ওজন করা হইল।

রজকা ও ধোবানীর ভণিতাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। দীন চণ্ডীদাসের পদে এইরূপ ভণিতার ধারা পাওয়া যায় না। এই পদটি অতিশয় সন্দেহজনক।

গ্রহবিপ্র-বেশে

[৫৩৫]

ধানশী

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহ বিপ্রবেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে॥
বিপ্র কহে—"ঘর মোর হস্তিনানগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥"
দ্বিজ চণ্ডিদাস বলে—এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥
তোমাদের মনেতে যে আছে সে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥

দ্রষ্টব্য :—আদি-অন্তহীন এই পদটিও সন্দেহজনক

[৫৩৬]

............উপাসনার স্থান।

রাধানাম দুই বর্ণ কেবল আমার মর্ম্ম
তুমি সে রূপসী অনুপাম ॥
তুমি নয়নের তারা তিলে কতবার হারা
কেবল পরাণ সমতুল।
দেখিলে জুড়ায় আঁখি নহে বা মরিয়া থাকি
তুমি সে আমার হ( ) মূল ॥
তুমি সে ভজন মোর কে জানে মহিমা তোর
এক মুখে কহিলে কি হয়।
তোমার তুলনা তুমি রমণীর শিরোমণি
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস কয় ॥ ১০৭৭ ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদ এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ৫৩৮ সং পদে দেখা যাইতেছে যে রাধা এবং গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইয়া রাত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই পদে কৃষ্ণ রাধার প্রতি ভালবাসা জানাইয়াছেন, পরবর্ত্তী পদে উভয়ের মিলন বর্ণিত হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী পদে রাধা ও গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রভাতে স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে রাধিকার গৃহে কৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে, অতএব চণ্ডীদাস যে গৌণরাসে এই উভয় প্রকার মিলনই বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

[৫৩৭]

যতিশ্রী

বামেতে বসিলা রাই অতি অনুপাম
নীলমণি বেড়ে যেন বিজুরির দাম ॥
কনকর শিল মাঝে নীলের দাপুনি।
মেঘ যেন উপি রহে যেমত দামিনী ॥
বৃন্দাবন আলো করে দুহার ছটাতে।
দেখিয়া সকল জন হইল মোহিতে ॥
বরজ রমণী তুলি কুসুম সুগন্ধ।
বাছিয়া বিছায় শেযে ঝরে মকরন্দ ॥
নিজ নিজ কুটির করয়ে ফুলসাজ।
মণি মন্দির শোভিছে তার মাঝ ॥
বিচিত্র পালঙ্ক পরে সোনার তুলিচা।
সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ গালিচা ॥
কুসুম চন্দন আর আতর গুলাল।
মৃগমদ সৌরভ উঠে যার ভাল ॥
তথি পরি শুতলি পুতলা নব গুরি।
আনন্দ বেহার রসে কিশোর কিশোরী ॥
মাতল মদন রসে চতুর মুরারি।
মদন আলস ভরে পড়ে শ্রমবারি ॥
ঐছন করল কেলি শ্যাম মধুকর।
পঙ্কজ পাইল যেন পীরিতি ভ্রমর ॥
তৈছন কুসুম (—) কানু বসিয়া।
ব্রজবধূ-রসে মধু পিবই মাতিয়া ॥
.... নাগর ময় কান।
ঐছন পীরিতি দীন চণ্ডীদাস গান ॥ ১০৭৮।

[৫৩৮]

কানড়া সুই

ঐছন পীরিতি করিয়া এ রীতি
নাগর রসিকবরে।
হরষ বদনে কহল বচনে
প্রেমের পীরিতি শরে ॥

গুপথ পীরিতি করে নিতি নিতি
কেহ সে নাহিক জানে।
মধুর মঞ্জরি করে…………
পুড়িয়া কার স্থানে॥
"গেলা নিশাপতি হইল বিহান
রহিতে উচিত নহে।
নব নব রামা তেজি গৃহধামা
যাইতে উচিত হয়ে॥
গেলা চান্দ স্থানে হইল বিহানে
শুনহ নাগর কান।
হরষে বিদায় কর যতুরায়
ইহাতে না কর আন॥"
সবারে[১] কহল হরষ বদনে
চলিতে গৃহের মাঝ।
এথা গোচারণে বালকের সনে
চলিলা নাগর রাজ॥
নিজ নিজ গৃহ করল পয়ান
যতেক ব্রজের রামা।
গুরুজন কেহ নাহি জানে এহ
গুপথ রসের প্রেমা॥
নিজ গৃহকাজে চলয়ে সবাই
আপন গৃহের মাঝ।
কহে চণ্ডীদাস না হয় বেকত
জানল কি রীতি কাজ॥ ১০৭৯

১। সভারে—পুথির পাঠ

দ্রষ্টব্য :—পরবর্ত্তী পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, গৌণরাসের পালা এইখানেই শেষ হইয়াছে। তৎপর মহারাস।

মহারাস

প্রবেশিকা

পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতায় রাসলীলার মাত্র দুইটি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি", এবং অপরটি "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি। ইহারা রাসের প্রারম্ভসূচক পদ মাত্র। চণ্ডীদাস-রচিত রাসের অন্যান্য পদ পাওয়া না গেলে এই ধারণা করা অসঙ্গত হইত না যে, চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটি পদই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে. তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদের সমবায়ে চণ্ডীদাস রাসের বৃহৎ পালা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস ঐরূপ কোন পালা হইতে রাসের দুইটি মাত্র পদ সংগ্রহ করিয়া পদকল্পতরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা ইহাই প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়।

১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নীলরতন বাবু একখানা প্রাচীন পুথি হইতে পালার আকারে রচিত রাসলীলার প্রায় ৭০টি পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমেই "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি পদটি রহিয়াছে। তারপর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতেও ঐ পালাটি পাওয়া যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পুথির পদের সহিত নীলরতনবাবু কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত পদগুলির পাঠের আশ্চর্য্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, এবং উভয় পুথিতেই প্রায় ৭০টি পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ৭০ সংখ্যক পদের পরে "তথা" লিখিয়া পুথিখানা অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে. ঐ পুথির আদর্শ পুথিতে আরও পদ ছিল, কিন্তু নকলকারী কোন কারণবশতঃ তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই পুথিতেও রাসের বর্ণনা নীলরতনবাবুর পুথির ন্যায় "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ইহাই দ্রষ্টব্য যে. পদকল্পতরুতে রাসের যে দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যাক পুথিতে নাই।

অপর পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৩৭৬ সংখ্যক পত্রের ১০৮০ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস গৌণরাসের পরে মহারাসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন (পরবর্ত্তী ৫৩৯ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর ঐ পুথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রটি পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী অর্থাৎ ৩৭৮ সংখ্যক পত্রে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত একটি পদের শেষের অংশ পাওয়া যাইতেছে। অতএব উক্ত পুথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রে ১০৮০ সংখ্যক পদের শেষ অংশ, ১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ ছিল।

আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, উক্ত ১০৮২ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত "রমণীমোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি (উক্ত গ্রন্থের ১২৯২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) পদের শেষের অংশ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ইহার পূর্ব্বে মাত্র একটি পদ পাওয়া যাইতেছে না, আর পদকল্পতরুতেও ইহার পূর্ব্বেই (উক্ত গ্রন্থের ১২৯১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি একটি মাত্র পদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, এই পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রের ১০৮১ সংখ্যায় চিহ্নিত পদ ছিল, আর ইহারই পরবর্ত্তী পদটি "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহারই শেষের অংশ ২৩৮৯ সং পুথিতে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। অতএব বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের রাসলীলার যে দুইটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা যে দীন চণ্ডীদাস-রচিত এই কাব্যগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, নীলরতনবাবু ১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে পুথি হইতে রাসলীলার পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাঁহার সেই আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত উক্ত পদ দুইটি পাওয়া যায় না কেন, এবং এই পুথিদ্বয়ে রাসলীলার প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছে কেন? প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (১৮/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আমরা বলিয়াছি যে, চণ্ডীদাস রাসলীলার দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে যে তিনি রাসলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাত তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস ইত্যাদি, পরবর্ত্তী ৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। প্রথম খণ্ডের অনেকগুলি পদেও রাসলীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

কানন-নিকুঞ্জে করিলে কালিয়া
কামিনী সহিতে রাস।
২৪৩ সং পদ

উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
উপরে শুনি এ তান।
উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ ॥
২৪৭ সং পদ

রাস অনুরাগে রহত অন্তর
রমণী এতেক সয়।
রাস অনুরাগে যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয়
২৬৯ সং পদ

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল উল্লেখের পূর্ব্বেই একবার রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছিল। অতএব দীন চণ্ডীদাস রচিত রাসের দুইটি পালার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। এই দুইটি পালার প্রারম্ভ-সূচক পদগুলির সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। নীলরতনবাবুর আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে রাসলীলা "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব একটি পালার প্রারম্ভ যে এই পদ হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির আলোচনায়

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আর একটি পালা "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নীলরতনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি অথবা তাহার কোন অনুলিপি পান নাই, কাজেই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের ঐ পদ দুইটি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ধারণা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এইজন্য রাসলীলার পালায় পদকল্পতরুর ঐ দুইটি পদ প্রথমে স্থাপন করিয়া, নিজের আদর্শ পুথির প্রথম পদটি তৃতীয় স্থানে সন্নিবিষ্ট করত তিনি পদাবলী সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন (পরিষৎ-সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার গ্রন্থে দুইটি পালার পদ একত্র সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিতে উন্মত্ত হইয়া ব্রজগোপীরা বৃন্দাবনের দিকে কিরূপে ছুটিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা নী—৩৯৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়, যথা—কেহ শিশু ফেলিয়া, কেহ বা রন্ধন পরিত্যাগ করিয়াই শ্যামের সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু এই জাতীয় বণনা পুনরায় নী—৪০২ সংখ্যক পদেও রহিয়াছে, যথা—"কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি" ইত্যাদি। নী—৩৯৩ সংখ্যক পদের শেষ ভাগে দেখা যায় যে গোপীরা বৃন্দাবনে গিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐ পালাতে নী—৩৯৯-৪১১ সংখ্যক পদগুলির (যাহাতে গৃহে বসিয়া গোপীগণের কথোপকথন, সাজসজ্জাদি বর্ণিত হইয়াছে) কোনই স্থান নাই। অতএব নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে যে দুইটি পালার পদগুলি একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হয়।

এই যে দুইটি পালার পদ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে ইহাদিগকে পৃথক্ করিবার কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১০৭৯ সংখ্যক পদে (এই গ্রন্থের ৫৩৯ সংখ্যক পদে) কবি বলিতেছেন—

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্ম রাত্রি হয় তথি॥

কবি এখানে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি পূর্ব্বেই রাসের আর একটি পালা রচনা করিয়া-ছিলেন। অধিকন্তু ঐ পালা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহারও সন্ধান তিনি এই উল্লেখে রাখিয়া গিয়াছেন। "পঞ্চ অধ্যায়ের" অর্থ রাস-পঞ্চাধ্যায়ের। ইহাতে দশমস্কন্ধের ঊনত্রিংশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাগবত-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মরাত্রি শব্দটিও উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে পাওয়া যায়, যথা—"ব্রহ্মরাত্র উপাবৃতে" ইত্যাদি (ভা, ১০।৩৩।৩৮)।

অর্থাৎ—রাসলীলা করিতে করিতে যখন নিশার অবসান হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকাল উপস্থিত হইল, তখন গোপীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতএব এই উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসের প্রারম্ভ হইতে গোপীগণের গৃহে গমন পর্য্যন্ত রাসলীলা প্রথম বা পূর্ব্ববর্ত্তী পালায় বর্ণনা করিয়া-ছিলেন। উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে আছে রাসবিহারার্থ গোপীগণের আগমন, কৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপীগণের বিলাপ, কৃষ্ণের

আবির্ভাব ও বিহার ইত্যাদি। এই সকল ঘটনা প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া চণ্ডীদাস বলিতেছেন। প্রথম খণ্ডের একটি পদে রাস-লীলার উল্লেখ করিতে যাইয়া এক গোপী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা॥
২৪৩ সং পদ

এই ঘটনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০।৩০।৩২-৩৫)। অতএব এই উল্লেখ হইতেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম খণ্ডেই ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছিল। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে, এতদতিরিক্ত যে সকল ঘটনা নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত রাসলীলায় বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাই দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত। রাসকালীন শ্রীরাধার মান, এবং তাঁহার কুঞ্জে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা ভাগবতে নাই, অথচ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের রাসলীলায় রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ই যে দ্বিতীয় পালায় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা কবির উক্তি হইতেই বুঝা যায়। অবশ্যই উভয় পালাতেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন, গোপীগণের অভিসার এবং উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি মূল ঘটনা বর্ণিত থাকিবে।

ভাগবত-বহির্ভূত রাসকালীন রাধার এই মানের পরিকল্পনার মূল কোথায় সেই সম্বন্ধেও ধারণা করা যাইতে পারে। বেণী-সংহার নাটকের মঙ্গলাচরণে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্। ইত্যাদি

অর্থাৎ—কেলিকোপিত অশ্রু-কলুষিতমুখী শ্রীরাধা রাসবিষয়ে রস পরিত্যাগ করিয়া যমুনার পুলিন-সকলে গমন করিলে তদীয় পাদপ্রতিমায় পাদক্ষেপ করিয়া রোমাঞ্চিত ও দয়িতার প্রসন্নদৃষ্টি-দ্বারা অবলোকিত শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এই শ্লোকটি রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপীবেশ ধারণের উল্লেখও পদ্যাবলীর একটি শ্লোকে পাওয়া যায় (বহরমপুর সং, ২৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গোপী-বেশ ধারণ করিয়া রাধার মানভঞ্জনের উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি শ্লোকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—"কেয়ং শ্যামা স্ফুরতি সরলে গোপকন্যা কিমর্থম্" ইত্যাদি। এই সকল আদর্শ অবলম্বনে দীন চণ্ডীদাস পরবর্ত্তী রাসের পালা রচনা করিয়া থাকিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুইটি আদর্শ অবলম্বন করিয়া দীন চণ্ডীদাস রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। এখন এই দুইটি পালার প্রারম্ভ এবং বর্ণনায় বিষয়-সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

প্রথম পালা (ভাগবতের আদর্শে রচিত) প্রথম পদ –"রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি। তৎপর রাসের প্রাথমিক ঘটনা বর্ণিত হইবার পরে (পরবর্ত্তী পালার ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ইহা ভাগবত-বর্ণিত গোপীকে কাঁধে করিবার প্রসঙ্গাদিতে চলিয়া গিয়াছে (৬৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় পালা (প্রাচীন কাব্যাদি-বর্ণিত রাধার মানের আদর্শে রচিত)।

প্রথম পদ—"শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি। ইহা পদকল্পতরুর ১২৯১ সংখ্যক পদ, নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯২ সংখ্যক পদ, এবং দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের (বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথির) ১০৮১ সংখ্যক পদ।

দ্বিতীয় পদ—"রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি। (তরু—১২৯২; নী—'৯৩; ২৩৮৯ সং পুথির ১০৮২ সং পদ)।

তৃতীয় পদ—"কোন সখী করে, বেশের বন্ধনে" ইত্যাদি (২৩৮৯ সং পুথির ১০৮৩ সং পদ)

তৎপর ইহা রাধার মানের প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া এই দুইটি পালা পৃথক্‌ভাবে এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

দুইটি পালার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে জানা যাইতেছে বলিয়া একটি দীন চণ্ডীদাসের, এবং অন্যটি তথাকথিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত এইরূপ ধারণা করা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়। এইরূপ ধারণার প্রধান অন্তরায় দীন চণ্ডীদাসের উক্তি, যাহাতে কবি নিজেই বলিতেছেন যে, তিনি রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন (এই গ্রন্থের ৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তারপর "রমণীমোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে দ্বিজ ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু এই পদটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। ইহার ৪৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত উভয় আদর্শে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ইহার পরে আছে—

চমকিত হয়া উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে।
চণ্ডীদাস কহে ডাকাতিয়া বাঁশী
পাইয়া তাহার চাড়ে ॥

এই চারি পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে পদকল্পতরুতে দ্বিজ ভণিতাসহ ৮ পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (৫৪৮ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ইহা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছে, কিন্তু তরুতে ইহা সঙ্কলিত পদ মাত্র, এবং ইহার মূল যে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যে তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এখানে দ্বিজ ভণিতা (এই জাতীয় অন্যান্য ভণিতার ন্যায়, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আরোপ মাত্র। তারপর নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের যে ১৩৪টি পদ রহিয়াছে তন্মধ্যে ৩৯৩, ৩৯৪, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৯, ৪৫৭, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮০ এবং ৫০৪ সংখ্যক ১২টি পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, আর ৪৬১, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯০, ৫১১, ৫১২, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৫ সংখ্যক ১৩টি পদে দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। পালা হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম পালায় ৩৯৪ এবং ৪২৯ সংখ্যক পদে মাত্র দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার শেষের অংশে, অর্থাৎ ৫১১, ৫১২, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৫ সংখ্যক পদে (অর্থাৎ প্রায় সর্ব্বত্রই) দীন ভণিতা পাওয়া যায়, কেবল মধ্যবর্ত্তী ৫০৪ সংখ্যক একটি মাত্র পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। আর দ্বিতীয় পালায় ৩৯৩ সংখ্যক পদে আছে দীন (পরিবর্ত্তিত আকারে দ্বিজ), তৎপর ইহার ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৯, ৪৫৭, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৭৯ এবং ৪৮০ সংখ্যক ৮টি পদে আছে দ্বিজ, কিন্তু ৪৬১, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯০ সংখ্যক ৪টি পদে দীন

ভণিতা দৃষ্ট হয়, অথচ এই পালাটিরই প্রথম ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। তারপর একই পালার অন্তর্গত ৪৬১ সংখ্যক পদে দীন, ৪৬৬ সংখ্যক পদে দ্বিজ, ৪৭৯, ৪৮০ সংখ্যক পদে দ্বিজ, এবং ৪৮৩, ৪৮৪ সংখ্যক পদে দীন ভণিতা থাকার কোনই কারণ নাই। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া একটি পালার এক ঘটনা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন, আর পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বিজ চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন, এইরূপ ধারণা নিতান্তই উদ্ভট বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দুই কবি মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া একই পালা রচনা করেন নাই, কিন্তু একই পালাতে দুই প্রকার ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের নিদর্শন, দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কবির উক্তি, এবং ঐ দুই পালায় বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ প্রভৃতি বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, দীন চণ্ডীদাসের পালাতেই স্থানে স্থানে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে। এইরূপ আরোপের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডেও আমরা এইরূপ আরোপের অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। অতএব এখানেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণা করা যাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় ইন্দ্রমখভঙ্গ, তৎপর শুক্লপ্রতিপদে গোবর্দ্ধন মহোৎসব, দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভোজন, তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ বয়সে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (ভা, ১০।২৯।১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। "নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া" তাহাই রাস নামে অভিহিত হয় (ভা, ১০।৩৩।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাকে মণ্ডলীনৃত্যও বলা যায়। রাসে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলীরূপে অবস্থিত ব্রজসুন্দরীগণের দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুই পার্শ্বে দুই দুই জনের গলদেশ এরূপে আলিঙ্গন করিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে স্ব স্ব নিকটস্থ, এবং ইনিই আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩৩।৩)। এইরূপ মণ্ডলাবদ্ধ নৃত্য রাসের প্রকারভেদ মাত্র, কারণ ইহা ব্যতীতও বিবিধ প্রকারের রাস অনুষ্ঠিত হইতে পারে। গোবিন্দ-লীলামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—"অরণ্যবিহার, মণ্ডলী-বন্ধনে ভ্রমণ ও নর্ত্তন, হল্লীসক (স্ত্রীগণের মণ্ডলীনৃত্য), যুগ্মনৃত্য, তাণ্ডব (পুরুষ-নৃত্য), লাস্য (স্ত্রী-নৃত্য), এবং একক নৃত্য, সখীগণের রচিত প্রবন্ধ-গান, নৃত্য, রতি, পরিহাস ও জলকেলি ইত্যাদি বহুপ্রকার রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণ বিধান করিয়াছিলেন" (ঐ, ২২।৬-৭)। এই পালাটিতেও কবি প্রথমতঃ রাধার মান বর্ণনা করিয়া তৎপর "শ্রীমতীর চূড়া বাঁধিয়া বংশীগীত-শিক্ষা (৫৯২ সং পদ), বংশীবাদন (৫৯৬ সং পদ), নিধুবনে কিশোরী রাজা (৬০৩ সং পদ), রাধাকৃষ্ণের মিলন (৬০৮ সং পদ), এবং নবকুঞ্জর-লীলা (৬২৫ সং পদ) ইত্যাদি নানাভাবে রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রথম পালায় (যাহা এই পালার পরে স্থাপিত হইল) তিনি ভাগবতের অনুকরণে রাসের বর্ণনা করিয়াছেন, আর এই পালাতে অন্যান্য বিবিধ প্রকার রাসের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই পালাটি প্রথম পালার পরিশিষ্ট মাত্র।

দ্রষ্টব্য :—এই পালার পাঠান্তর ও টীকাতে যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা :—

নী এবং পসং = নীলরতনবাবু কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী।

সা = ১৩০৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী"।

বি = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুঁথি।

তরু = সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতরু।

উজ্জ্বলনীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখে বহরমপুর সংস্করণ লক্ষিত হইয়াছে।

মহারাস

[৫৩৯]

সুহই সিন্ধুড়া

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
 শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
 ব্রহ্মরাত্রি হয় তথি॥

* * * * ১০৮০

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরবর্তী এক পত্র (২৩৮৯ সংখ্যক পুথির) পাওয়া যায় নাই। তাহাতে এই পদের অবশিষ্টাংশ, ১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ ছিল। পরবর্তী পদদ্বয় পদকল্পতরু হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার পরে স্থাপন করা হইল। এই সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রবেশিকায় দ্রষ্টব্য।

[৫৪০]

ধানশী

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
 উজর[১] সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি
 মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল-ডাল[২] ফুল ভরি ভাল[৩]
 সৌরভে[৪] পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনোলোভা
 ভুলিলা[৫] নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
 মণিমাণিকেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
 তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারিপাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
 গাঁথনি আঁটনি[৬] কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
 নিরমাণ শত শত॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
 কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল দেব[৭]-অগোচর
 কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
 এমতি মণ্ডপ-ঘর।·
চণ্ডীদাস বলে[৮] অতি অপরূপ
 নাহিক তাহার[৯] পর॥ ১০৮১

নী-৩৯২ ; তরু-১২৯১

পাঠান্তর :—

[১] উজোর, তরু ভাল, ঐ

ভাল, ঐ
ভুলিল, নী
বেদ, ঐ
যাহার, ঐ
৬ সৌরভ, ঐ
৭ মাঠনি, তরু
৮ বোলে, ঐ

টীকা

পঙ্-৩। মল্লিকা ইত্যাদি—তু-"রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" (ভা, ১০।২৯।১), অর্থাৎ শরৎকালীন উৎফুল্ল মল্লিকায় সুশোভিত রজনী, ইত্যাদি।

৫-৬ তু'—"বনং কুসুমিতং রাকেশকর-রঞ্জিতং তরু-পল্লবশোভিতং" (ভা, ১০।২৯।২০)।

৯-১৬। বিলাস-কুঞ্জের এইরূপ বর্ণনা ভাগবতে নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে রহিয়াছে, যথা গোবিন্দলীলামৃতে "নীলরক্তমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ কেচিদিন্দুমণিজালবালকাঃ। নীলরক্তমণিজালবালকাঃ কেঽপি চন্দ্রমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ ॥" (ঐ, ১২শ সর্গ);

ফটিকের তরু—তু'—"বৈদূর্য্যাভাঃ স্ফটিকমণিজৈঃ স্ফাটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ।" (ঐ)

অর্থাৎ স্ফটিকবর্ণ বৃক্ষ পদ্মরাগমণি কুট্টিমবদ্ধ, ইত্যাদি।

শত শত কুঞ্জকুটীর—"সেই অষ্ট কুঞ্জের বহির্ভাগে ক্রমশঃ দ্বিগুণ সংখ্যক অর্থাৎ ষোড়শ, ও তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশ, তদ্বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি, তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ একশত অষ্টসংখ্যক কুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে।" (গোবিন্দলীলামৃত, ঐ)।

২২-২২। মাণিকের মণ্ডপ ঘর—তু' —"বিস্তীর্ণা রত্ন-চিত্রান্তা তদন্তঃকনকস্থলী।" অর্থাৎ সেই কনকস্থলীর মধ্যভাগে বিচিত্র মণিনির্ম্মিত মন্দির (ঐ)।

[৫৪]

কামোদ

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী ॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি[১] গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া-নিছন[২] বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল— রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত ॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
'আইস, আইস', বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি ॥
আনন্দ-অবশ পুলক-মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে ॥
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
"ঐ[৩] ঐ[৩] শুন, কিবা বাজে তান
কেমন করিছে[৪] প্রাণী ॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।"
বরজ-তরণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥

কেহ[৫] পতিসনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেশালি।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আনমন[৬]
ঐছন[৭] সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লয়ে[৮] কোলেতে করিয়ে[৯]
দুগ্ধ করায়[১০] পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিঁদ[১১]।
যেন[১২]কেহ আসি চোরাই লইল
মানসে কাঁটিয়া সিঁদ[১৩] ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা[১৪] নাহি মানে।
যমুনার কুলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজনারীগণে[১৫] দেখিয়া তথনে[১৬]
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস-বিলসন করিল[১৭] রচন
চণ্ডীদাসে[১৮] গায় ॥ [১০৮২]

নী-৩৯৩ ; তরু-১২৯২

[১] করি, তরু। [২] নিছনি, নী
[৩-৩] ওই ওই, তরু [৪] করয়ে, ঐ।
[৫] কেহো, ঐ ; পরেও।
[৬] আগুয়ান, নী।
[৭] ঐছনে, তরু। [৮] লৈয়া, ঐ।
[৯] করিয়া, ঐ। [১০] করায়ে, ঐ।
[১১] নিন্দ, ঐ।
[১২-২] যেমন চোরাই হরণ করিল, নী।
[১৩] সিন্ধ, তরু। [১৪] কাহো, ঐ।
[১৫] গণে, ঐ। [১৬] তখনে, ঐ।
[১৭] করল, ঐ। [১৮] চণ্ডীদাস, নী।

দ্রষ্টব্য :—এই পদেরই শেষের অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। নিম্নে ঐ পদটি উদ্ধৃত হইল।

টীকা

পঙ্-২। পুনি—পুনরায় ; বোধ হয় এখানে রাস দ্বিতীয়বার বর্ণিত হইতেছে বলিয়া কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

৪। রমিতে—তু°—"রন্তুং মনশ্চক্রে" (ভা ১০।২৯।১)।

৫। এখানে মুরলী দূতীর কার্য্য করিতেছে (৫৪৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

২১-১৪। ভাগবতে আছে যে, গোপীগণ কেহ কাহাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন (ঐ, ১০।২৯।৪)।

২৯-৪৮। ভাগবতে আছে—"কোন গোপী দোহন করাইতে ছিলেন, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা চুল্লীর উপর রাখিয়াই চলিলেন, কেহ রন্ধন করিতেছিলেন, তিনি পক্ব অন্ন না নামাইয়াই চলিলেন" ইত্যাদি। ঐ, ১০।২৯।৫)।

৪৯-৫৬। এই ৮ পঙ্‌ক্তি পরবর্ত্তী যোজনা (নিম্নোদ্ধৃত পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

[৫৪১ ক]

সুহই সিন্ধুড়া

.........ছিল সখীর সহিত
করিতে রসের রঙ্গ ॥
কেহো বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে......... ।
তেজি আবর্ত্তন হইয়া বিমন
ঐছন গেল সে চলি ॥
কেহো বা আছিল শিশু কোলে করি
[মুখে] দিয়া তার স্তন ।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেলা ভ্রমে
বৃন্দাবন পানে মন ॥
কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে
অমতি চলিয়া গেল ।
কৃষ্ণমুখী হয়া মুরুলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥
কেহো বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিন্দ ।
যেন কেহ আসি চোরাই লইল
মানসে কাটিয়া সিন্ধ ॥
চমকিত হয়া উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে ।
চণ্ডীদাস কহে— ডাকাতিয়া বাঁশী
পাইয়া তাহার চাড়ে ॥ ১০৮২ ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদের শেষ চারি পংক্তির স্থলে পদকল্পতরুতে এবং নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতাসহ (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য) আট পংক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা যে পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ঐ ৮ পংক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "যমুনার কূলে কদম্বের মূলে" যাইয়া "সকল রমণী" শ্যামের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যদি এই পদেই এইরূপ মিলনের বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পদে (৫৪২ সং পদ) গোপীগণের সাজসজ্জা করিবার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে কেন? ঐ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, তখন তাঁহারা গৃহেই অবস্থিত ছিলেন, পরে ঐরূপ সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া শ্যামের সহিত মিলিত হইয়াছেন (৫৪৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব চণ্ডীদাস এই পদেই মিলন বর্ণনা করিতে পারেন না, তাই তিনি শেষ চারি পংক্তিতে মিলনের কথা না বলিয়াই পদটি শেষ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি তরুতে উদ্ধৃত পদটির শেষ ৮ পংক্তি রচনা করিয়াছেন, তিনি এতটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। অতএব ৫৪১ সংখ্যক পদের দ্বিজ ভণিতা যে পরবর্ত্তী যোজনা, তাহাও ধরা পড়িতেছে।

[৫৪২]

রাগ মঙ্গল

কোন সখী করে বেশের বন্ধনে
পদ আভরণ করে।
করের কঙ্কণ নূপুর বলিয়া
আপন চরণে পরে ॥
কেহ পরে এক নয়ানে অঞ্জন
কুণ্ডল পরল এক ।
ভালের সিন্দুর চিবুকে পড়ল
দেখ হয় পরতেক ॥
গলে গজমতি হার মনোহর
পরিছে নিতম্ব মাঝে ।
বাহু আভরণ যে ছিল ভূষণ
তাহাই করেতে সাজে ॥

ঐছন আপন বেশ পরিপাটি
করিয়া সকল জনে।
হরষ হইয়া রাধারে লইয়া
চলি যায় নিধুবনে॥
সুস্বর শুনিয়া মুরুলির রব
অনুসর চলি যায়।
আস্য আস্য বলি সঙ্কেত বলিয়া
শ্রবণে শুনিতে পায়॥
প্রেমভরে যত আহির রমণী
গলিছে নয়নধারা।
অঙ্গ প্রফুল্লিত গদগদ স্বরে
পাইয়া প্রেমরস-সারা॥
"যা করে তা করু গৃহে গুরুজনা
নাহিক তাহার ভয়।
পরিবাদ-মালা গলায় পরেছি"—
রসময়ী ইহা কয়॥
নিজ পতি তেজি চলি[ল] গোপিনী
নাহিক কিসের ভয়।
কৃষ্ণমুখী হয়া বৃন্দাবন-পুরে
চলি যায় অতিশয়॥
রাই-মাঝে করি যায় যত গোপী
গাইছে কানুর গুণে।
বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর
কিছুই নাহিক মনে॥
ঐছন চলল বরজ-রমণী
বৃন্দাবন পানে দিয়া।
চণ্ডীদাস কহে— উৰ্দ্ধমুখী সবে
যাইছে হরষ হয়া॥ ১০৮৩

পঙ্—১-১২। ভাগবতে আছে—"কোন গোপী অঙ্গ-রাগ লেপন করিতেছিলেন, কেহ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, কেহ লোচনে অঞ্জন দিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই গীত শুনিয়া সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, ব্যস্ততাহেতু তাঁহাদিগের বসন ও ভূষণ ঊর্দ্ধে এবং নীচে ধারণ-দ্বারা স্থানতঃ এবং স্বরূপতঃ বিপর্য্যস্ত প্রাপ্ত হইল" (ঐ, ১০।২৯।৬)

তু°—"কবে তুলি পরে কেহ পদ-আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥ (গোবিন্দদাস)

২৫-২৬। তু°—

"কি করিতে পারে, গুরু দুরুজন, হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব, শ্যাম দরশনে, ইথে কি আনের বশ॥"
(৬৩৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

[৫৪৩]

সুহই সিন্ধুড়া

প্রবেশিল যত আহীর-রমণী
গভীর বনের মাঝে।
নিধুবনে বসি নাগর হরষি
নটবর বেশে সাজে॥
চম্পকলতা তাহে আগে হয়া কহে
নাগর কাছেতে গিয়া।
কহেন সকল রাধার গমন
হরষিত কিছু হয়া॥
কত দূরে রাই গমন মাধুরি
শুনি নাগর শুনি। ১০৮৪॥

* * * * * *

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৬৯০ সংখ্যক পত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার প্রথম পদটি ১৮৬১ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। অতএব মধ্যবর্ত্তী ১৮৬০—১০৮৪=৭৭৬টি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ৫২৫—৩৯১=১৩৪টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য) রাসলীলার দুইটি পালার পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রবেশিকায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পালাটি প্রধানতঃ রাধার মান-বিষয়ক। তদনুসারে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস হইতে রাধার মান-বিষয়ক পালাটি বাছিয়া ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল। পরবর্ত্তী পদটির পূর্ব্বে "এই রজনীতে তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কেন বনে আসিয়াছ" শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কোন উক্তি ছিল (পরবর্ত্তী ৬৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী ৫৪৬ সংখ্যক পদে এই মানের কারণ বিবৃত হইয়াছে, যথা—"তোমার বচন, কহিলে যখন, কেন বা আইলে বনে। সেই সে কারণে, অতি অভিমানে" ইত্যাদি। অতএব পরবর্ত্তী পদটির পূর্ব্বে ঐরূপ পদ ছিল, ইহা স্পষ্টই ধারণা করা যায়।

[৫৪৪]

রাগ—কানড়া

এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী
বড়ই আকুল হৈয়া।
যা লাগি এতেক হল পরমাদ
রহল বিয়োগ পেয়া॥
উপজল মান যেন বিষতুল
সে নব কিশোরী রাধা।
বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
কম্পিত এ তনু আধা॥
নয়ন কমল যেন রাতাপল
তেজিয়া আনের কাছ।
বৈঠল কিশোরী আপনা পাসরি
মাধবী-লতার [১] গাছ॥
মাধবী-তলাতে [২] বসি এক ভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।
শ্রীমুখ বিধুটি বড়ই মলিন [৩]
কিছু না বচন লবে॥
বাম সে চরণে অঙ্গুলী সঘনে
ধরণী স্বভাবে খুঁটে।
নিশ্বাস হুতাশে তাহার বাতাসে
নাসা আভরণ ছুটে॥
ঐছন মনের উঠিল আগুনি
সে ধনী কিশোরী রাই।
কাছে একজন ছিল গোপনারী [৪]
তাহারে উঠাল তাই॥
"তুমি হেথা কেন কোন অভিমান
তুমি যাহ শ্যাম-পাশে।"
অতি সে বিমুখী রাধা চন্দ্রমুখী
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

পাঠান্তর :—

[১] মাধবীতলার, নী।
[২] মাধুতলাতে, বি; মাধবীলতাতে, সা।
[৩] ধরল ধূসর, বি। [৪] গোপীগণ, সা, বি

টীকা

পঙ্—১৭-২০। ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া গোপীগণ চরণ-দ্বারা ভূমি বিলিখিত করিয়াছিলেন, এবং দুঃখের নিশ্বাসে তাঁহাদের অধর শুষ্ক হইয়াছিল (ঐ, ১০।২৯।২৬)। এখানে নানা-আভরণ খসিয়া পড়িবার কথা রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া যে গোপীগণ বিষাদিত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের

২৯শ অধ্যায়ে রহিয়াছে। আবার রাসের সময়ে যে রাধা মান করিয়া কুঞ্জে গিয়া বসিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহার মান ভঞ্জন করিতে ঐ কুঞ্জে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও বেণীসংহার নাটকের বন্দনা-শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীদাস এই সকল প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রাধার মান-লীলা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

পরস্পর অনুরক্ত নায়কনায়িকার মধ্যে একের ব্যবহারে অন্যের মনে ঈর্ষ্যা-বিক্ষোভাদির উদয় হইলে মানের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণের বংশীর আহ্বানে গোপীগণ স্বামিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ সেই কৃষ্ণই তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। ইহাতে প্রণয়ের অভাব অনুমান করিয়া গোপীগণের অভিমানের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন যে, স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া কোন স্থানে মানত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া প্রণয়ত্ব লাভ করে। অতএব মানে প্রণয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়। যেখানে প্রণয়, সেই স্থানেই মান, প্রণয় ব্যতীত মানের উৎপত্তি হয় না।

মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব হয়। সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি প্রভৃতি-দ্বারা মানের উপশম হয়। বিবিধ মঙ্গলজনক উপায়-দ্বারাও যে মানের উপশমন দুঃসাধ্য, তাহাকে দুর্জ্জয় মান কহে। চণ্ডীদাস এখানে রাধার দুর্জ্জয় মান, তজ্জনিত রাধার অবস্থা অর্থাৎ সঞ্চারিভাব, এবং কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নানা উপায়ে তাহার উপশমন-চেষ্টা বর্ণনা করিয়াছেন।

মান

[৫৪৫]

রাগ সুই

রাধার চরিত দেখি সেই সখী
চলিলা রাধার কাছে।
সুধামুখী ধনী হয়েছে মানিনী
অতি কোপ মনে আছে॥

কহে [১] এক সখী "শুনহে বচন
যদি বা মানেতে রাধা [১]।
* * * * * *
* * * *॥

তবে কিবা সুখ উঠে কত [২] দুঃখ
সে ধনি তেজিয়া কিবা।
চল মোরা যাব রাধা মানাইব
করিয়া তাহার সেবা॥"

দুই চারি সখী রাই পাশে গিয়া
কহিতে লাগিল তায়।
"কেন অভিমান কিসের কারণ
এ দুখী হয়্যাছ কায়॥

শ্যাম সুনাগরে এ দেহ সঁপেছি
তার কিছু নাহি ভয়।
সে জন-বচনে অভিমান কেন
এ তোর উচিত নয়॥"

"শ্যাম-পরসঙ্গ না কহ আরতি
তোমরা তুরিতে গিয়া।
শ্যাম-সোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবহ গিয়া॥

আমি না যাইব শ্যাম-সাধ গেল
কি বাসে রহল তোরা।”
চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
ধাইয়া চলিল ত্বরা ॥

পাঠান্তর :—

১-১ বাদ, নী কিবা, সা, বি

টীকা

পঙ্‌—১৫-১৮। আমরা যাবতীয় ভয় পরিত্যাগ করিয়া যে শ্যামকে দেহ সমর্পণ করিয়াছি, সেই প্রিয়তমের কথায় অভিমান করা উচিত নয়। তু°—কৃষ্ণকে নিজের উৎকৃষ্ট শরীর দান করিয়াছ, অতএব ঈষৎ অবলোকন-দানে কৃপণতা করিও না। (পদ্যাবলী, ১৯৯ শ্লোঃ)

১৯-২২। ইহা শুনিয়া রাধা বলিলেন—“শ্যামের প্রসঙ্গ এবং তাঁহার অনুরাগ-সম্বন্ধে আর আমার নিকট বলিও না, তোমরা শ্যাম-সোহাগিনী আছ, তোমরা গিয়া শ্যামের সেবা কর, আমি যাইব না।” আরতি—আর্ত্তি, অনুরাগ। তু°—“কো কহ আরতি ওর” (তরু, ৮৯ সং পদ)।

[৫৪৬]

রাগ—সুই

গেলা যত সখী বচন না শুনি
যুকতি করিছে কতি।
“রাই মানাইতে না পারিল মোরা
কি কব ইহার গতি ॥”
চলে ব্রজনারী যেখানে গোপিনী
কহিতে লাগিল তায়।
“রাই মানাইতে না পারি বেকত
এ কথা কহিবে কায় ॥”
হেথা শ্যামরায় রাধা না দেখিয়া
পুছে রসময় কান।
কহে এক সখী— “শুন সুনাগর,
রাধার হয়েছে মান ॥
অনেক যতনে বুঝাইল রাধা
কহেন বিষয় আন ॥”
“কেন বা মানিনী হয়েছে সে ধনী
কিসের কারণে বল ॥”
কহে সুনাগরী “শুন প্রাণ হরি
মানেতে হয়েছে ঢল ॥
তোমার বচন কহিলে যখন
কেন বা আইলে বনে।
সেই সে কারণে অতি অভিমানে”
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্‌—১৩-১৪। আমরা রাধাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে তাহার কোন উত্তর না দিয়া, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। তু°—“বিরস বদন, আন ছলা করি, উত্তর না দেই কিছু” (পরবর্তী ৫৫৮ সং পদ)।

১৯-২১। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের “কেন বা আইলে বনে” এই কথা শুনিয়া রাধা অভিমান করিয়াছেন। অতএব এই পালাটি যে শ্রীকৃষ্ণের ঐ উক্তির পরেই রাধার মানের বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। গীতগোবিন্দেও রাসকালীন রাধার মানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু জয়দেব লিখিয়াছেন যে, রাসে অন্যান্য গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণকে বিহার করিতে দেখিয়া রাধা অভিমান করিয়াছিলেন (ঐ, ৩।৩)।

[৫৪৭]

ধানসী রাগ

নিকুঞ্জে বসিয়া নাগর রসিয়া
বড়ই হইলা দুখী।
রাধার পীরিতি মনে হয় তথি
হিয়াতে না হয় সুখী ॥
বাঁশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া
পূরত সুস্বর বাণী।
"রাধা রাধা বই আন নাহি কই
তুরিতে গমন ধ্বনি ॥"
এই বাঁশী কয় মধুরস প্রায়
ঘনে ঘনে কহে 'রাই'।
বাঁশীতে সকলি নিশান ব্যাকত
ভাবিয়া [১] অস্থির তাই [১] ॥
শুনি পশু পাখী পুলকিত মানে [২]
বনের হরিণী যত।
বাউল হইয়া মিলাইছে শিলা
শুনি সে মুরলী-গীত ॥
মান ভাঙ্গাইতে পূরিল মুরলী
রাধার না ঘুচে মান।
অতি সে কোপিত না হয় সরল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

পাঠান্তর :—

[১-১] ভরিয়া অমৃত তাই, সা, বি। [২] মনে, সা, বি।

দ্রষ্টব্য :—মানের উপশমন-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে—"দেশকালবলেনৈব মুরলীশ্রবণেন চ", (ঐ, ৯০৭ পৃঃ) অর্থাৎ দেশকালের বল-দ্বারা তথা মুরলী শ্রবণ-দ্বারাও মান লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন-দ্বারা রাধার মান ভঙ্গের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন, ইহা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে আছে—"মাধবীমণ্ডপে সুচতুর মাধব ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণ রসায়ন এবং গোপিকার মানরূপ মৎস্যের বড়িশ-সদৃশ বেণু-দ্বারা গান করিয়াছিলেন" (ঐ, ২৪৭ সং শ্লোক)।

[৫৪৮]

রাগ—সুই

রাই রাই নাম আর সব আন
চিবুকে মুরলী দিয়া।
রাধা নাম দুটি আঁখর জপিছে
কোথা সে রসের পিয়া ॥
খেণে রাধা-রূপ ধেয়ান করয়ে
অন্তরে ওরূপ দেখি।
খেণেক নিশ্বাসে অতি সে হুতাসে
রাধা নাম তাহে লিখি ॥
মুদিত নয়ন সদা রাধা নাম
পাইয়া আপন মনে।
তেজল সকল বেশ পরিপাটী
রহই একটি ধ্যানে ॥
করের অঙ্গুলি ধরি কত বেরি
জপয়ে রাধার নাম।
"এই তন্ত্র-মন্ত্র এই সুধারস"
সঘনে কহই শ্যাম ॥
মুগধ মুরারি রসের চাতুরী
আকুল হইয়া চিতে।
রাধা রাধা বিনে আন নাহি মনে
বসিল কুঞ্জের ভিতে ॥
"কোথা রসময়ী দেহ দরশন
তো বিনে সকলি আন।
তুমি সে মাধুরী
তোর সদা করি গান ॥

তোমার কারণে বাঁশীটি বদনে
শুনি বা কেমন রতি।”

* * * *

এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত-নিশান
বাজই রসিক রায়।
তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান
চণ্ডীদাস পুন গায়॥

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। তু°—“সদা লই নাম, অতি অনুপাম
করে নিশিদিশি জপি॥”
(প্রথম খণ্ড, ৪১৮ সং পদ)

১৫ ১৬। তু°—“মহা মন্ত্র করি করে কর ধরি
নিরবধি জপি কোটি॥
(ঐ, ৪২১ সং পদ)

[৫৪৯]

রাগ—করুণা

বাঁশী দূতিপনা [1] কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান।
তবু না আওল [2] বৃষভানু-সুতা
রহল নিভৃত [3] মান॥
বিনোদ নাগর হইলা কাতর [4]
তেজিল সকল সুখ।
রাধা-পথ পানে চাহি ঘনে ঘনে
বাড়ল বিরহ-দুখ॥
খেণে কত বেরি উঠল মুরারি
সঘনে নিশ্বাস নাসা।
আলসে কাতর রসিক নাগর
না কহে [5] একহি ভাষা॥
না জানি কোথারে পড়ল মাথার
পিঞ্ছ-মুকুট-চূড়া।
কোথা না পড়ল কটির ঘাগর
সে পীত বসন ধড়া॥
কোথা না পড়ল মণিময় হার
বলয়া বাহুর বালা।
কোথা না পড়ল চূড়ার বন্ধন
সে নব গুঞ্জার মালা॥
কোথা না পড়ল মধুর মুরলী
নূপুর পড়ল কতি।
নয়নে বহত বহুতর বারি
চণ্ডীদাস দুখমতি॥

পাঠান্তর :—

[1] ঝাটপনা, সা ; দূটি°, বি। [2] আইল, সা।
[3] নিভিত, বি। [4] ফাঁপর, সা।
[5] করে, সা, বি।

পঙ্—১৪। পিঞ্ছ মুকুট—পিঞ্ছ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট।

তু°—“বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি” (তরু—৯০ সং পদ)।

১৫-২২। ঠিক এই ভাবের বর্ণনাই পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০২ সং পদে রহিয়াছে।

তু°—“কতি না পড়ল, মধুর মুরলি, পিতধরা আর মাল॥
কতি না পড়ল, বসন ভূষণ, নানা মালতির বেড়া।
ইত্যাদি।

(পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০০ সং পদও দ্রষ্টব্য)।

২৩। তু°—"ঝর ঝর অনুখন এ দুই নয়ান" (তরু, ৮৭ সং পদ)।

দ্রষ্টব্য :—এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

[৫৫০]

রাগ—সুই

খেণে রাধা-পথ পানে চাই।
মুগধ সে লুবধ মাধাই ॥
কুঞ্জে লুঠত মহি [১] ঠাম।
রাধা রাধা নাম করি গান ॥
কোথা রাধা সুকুমারী গৌরী।
হেরত নয়ন পসারি ॥
পুনঃ মুদত দুই আঁখি।
ধনি মণি কতি নাহি দেখি ॥
একলি [২] কুঞ্জ নিকুঞ্জে।
গান করত কত পুঞ্জে ॥
"হা রাধা রাধা তনু আধ।
হেরইতে পুন ভেল সাধ ॥
তো বিনু সব ভেল বাধা [৩]।
হৃদিপর যা [৪] তাত রাধা [৪] ॥"
ঐছন কাতর মুরারি।
গদগদ নয়নক বারি ॥
খেণে উঠে খেণে করে গান।
রাইক পথ পানে চান ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি।
আসি মিলব পুন গোরী [৫]।

পাঠান্তর :—

১ মণি, সা, বি। ২ এখনি, সা। ৩ রাধে, সা, বি
৪-৪ জাতাত রাধে, ঐ; যাতায়ত রাধা, নী।
৫ হরি, সা, বি।

টীকা

পঙ্—২। তু°—"প্রেম-অমিয়া-রসে লুবধ মুরারি" [তরু, ৪৫২ (পাঠা[১]), ঐ, ভূমিকা, ১৬৪ পৃঃ]।

৩। তু°—"মুরুছিত ধরণি লোটাই" (তরু, ৯১)।

১১। "আকুল অতি উতরোল। 'হা ধিক', 'হা ধিক' বোল ॥" (তরু, ৯৬) এইভাবে 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া তাঁহার শরীর অদ্ধেক হইয়া গিয়াছে (যথা—"খিনতনু মদন-হুতাশে", তরু, ঐ)।

১৩। তোমার অনুপস্থিতির জন্য সব (রাসবিহার) পণ্ড হইল।

১৪। বোধ হয় "অব হিয়ে তুষ-দহ দাহ" (তরু, ৪৫৩) এইরূপ কোন অর্থ হইবে।

১৬। তু°—"নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি" (তরু, ৯৫)।

য় মান

[৫৫১]

রাগ—শ্রী

এই পরমাদ ব্যথিত হইলা
নাগর রসিক রায়।
রাই ভাবে তনু পূরিত হইয়া
তাম্বুল নাহিক খায় ॥

বিসরি ১ সকল পূরব পীরিতি
এবে ভেল অভিমান।
কহে সুনাগর চতুর শেখর—
"দূতী যাহ রাধা ঠাম ॥
রাই মানাইয়া আনিবে যতনে
তবে সে জীয়ই কান।
তুরিত ২ গমন করহ এখন
ইহাতে না হয় আন ॥
বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
বসিয়া মাধবী-মাঝ।
সঙ্কেতে মুরলী ডাকিল সুস্বরে
অনেক মানের কাজ ॥
তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
না ভাঙ্গে রাধার মান।
সেই গোপরামা পরাভব মানি
আয়ল আমার ঠান ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুন রসময়
রাধার বড়ই মান।
আন আনিবারে কেহ সে নারিব
পয়ান ৩ করহ কান ॥"

পাঠান্তর :—

১ বিসর, সা। ২ ত্বরিত, ঐ। ৩ শয়ান, ঐ।

দ্রষ্টব্য :—সাম, দান, ভেদাদি-দ্বারা যে মানের উপশম হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভেদ-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত হইয়াছে—"ভঙ্গী-দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করণ এবং সখী-কর্ত্তৃক উপালম্ভ প্রয়োগ, এই দুই প্রকারে ভেদ দ্বিবিধ" (ঐ, মানপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)। বংশীর দৌত্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া কৃষ্ণ এখন সখী-দ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ করিতেছেন।

অথ শ্রীমতীর নিকট দূতীর গমন

[৫৫২]

রাগ—কামোদ

এ কথা শুনিয়া শ্যাম-মুখ চেয়া
দূতী এক কহে বাণী।
"রাই মানাইয়া এখনি আনিব
শুন হে নাগরমণি ॥"
কহিছে নাগর চতুর শেখর—
"এখনি চলিয়া যাহ ১ ।"
চলি এক মন দূতীর গমন
যেখানে আছয়ে সেহ ২ ॥
সেইখানে গিয়া দিল দরশন
কহিতে লাগল তাই।
* * * * * *
* * * ॥
দূর হতে দেখি দূতীর গমন
করিল শ্রীমুখ বঙ্ক।
হেনকালে দূতী দাঁড়াই ৩ সম্মুখে
কহেন রসের রঙ্গ ॥
দূতী বলে—"ভাল তোমার চরিত
বুঝিতে নারিল এ।
সে হেন নাগরে পরিহর ৪ ধনি,
যাহারে ৫ সঁপিল দে ॥
যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
সে হেন বঁধুরে তেজি বহুদূরে
কত মেনে সুখ পাও ॥

যাহার কারণে বেণীর বন্ধানে
দিনে কত বার কর।
কালিয়ার সাধে কাল জাদ খানি
ভাবে বেণী-পর ধর ॥"
চণ্ডীদাস কহে— শুন সুধামুখি,
কুঞ্জেতে আকুল কান।
তুরিত গমন বিলম্ব না কর
তেজহ [৬] দারুণ মান ॥

পাঠান্তর :—

[১] যাও, সা, বি। [২] রাই, ঐ।
[৩] দাণ্ডাই, বি। [৪] পরিহরি, সা।
[৫] তাহারে, ঐ। [৬] তেজল, ঐ।

টীকা

পঙ্—২৫-২৬। তুং—"বেণী করি পরি, নীল জাদ-খানি, কুন্তলে বাঁধিয়া রাখি।"
(প্রথম খণ্ড, ২৩৭ সং পদ)

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার যে গভীর ভালবাসা রহিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া দূতী প্রথমে রাধার মান ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন।

[৫৫৩]

রাগ—গরা

"সে হেন রসিক [১] ফেলে [২] রবি তথা
মলিন শ্রীমুখ চাঁদ।
যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
কেবল বিষের ফাঁদ ॥
বিষের কাছেতে অমিয়া ঢলকে
কেবল গরল সারা।
যে দেখি তোমার [৩] চরিত আবার [৩]
বিষম বিপাক ধারা ॥
হেন লয় মন শুনহ বচন
এই সে বাসিএ ভাল।
সে হেন নাগর তোমার হুতাশে [৪]
বিরহে হয়্যাছে ঢল ॥
শীতল পঙ্কজ দল বিছাইয়া
শয়ন করিতে চায়।
বিরহ হুতাশে সেই দল জল
খেণে শুকাইছে গায় ॥
সে চুয়া-চন্দন মৃগমদ আদি
লেপন করিতে অঙ্গে।
তাহা খেণে খেণে গরল সমান
শুকাইল দেখ রঙ্গে ॥
কমল নয়ান মলিন বয়ান
সঘনে তোঁহারি ধ্যান।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
তেজল অঙ্গের [৫] নানা আভরণ
ও নব মুকুট চূড়া।
অতি প্রিয় বাঁশী তাহা পড়ে কতি
আর সে পীতের ধড়া ॥
শুনহ সুন্দরী করহ গমন
বিলম্ব না কর রাধা।"
চণ্ডীদাস বলে— "তুমি নাহি গেলে
সকলি হইল বাধা ॥"

পাঠান্তর :—

[১] বেশের, সা, বি। [২] কেনে, ঐ।
[৩-৩] আমি তোমার চরিত, সা, বি।
[৪] হাবাশে, ঐ। [৫] নাসার, ঐ

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এখানে রাধাপক্ষে মানের এবং কৃষ্ণপক্ষে বিরহের সঞ্চারী ভাব বিষাদাদি বর্ণিত হইতেছে।

পঙ্—১-২। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রসিককে সেখানে ফেলিয়া তুমি এখানে বসিয়া রহিবে নাকি? বিষাদে তোমার মুখচন্দ্র যে মলিন হইয়া গিয়াছে!

তু°—"সেহেন নাগররাজে।
অভিমান কভু সাজে॥" ৫৫৪ সং পদ।

১৩-২০। তু°—"কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি সুশীতল।
আক্ষার মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।"
কৃঃ কীঃ, ২৯৭ পৃঃ।

এবং "কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জ্বলতহি চন্দন-পঙ্ক।"
(তরু, ২১৯)।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণও যে রাধার বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, এখানে দূতী তাহারই উল্লেখ করিয়া রাধার মনের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

[৫৫৪]

রাগ—মালব

কি আর দেখহ রাই।
কানু তুয়া গুণ গাই॥
পড়িয়া নিকুঞ্জ-ঠাম।
কেবল তোমার নাম॥
তুয়া পথ কত বেড়ি।
হেম রতন হার তোরি
ডারল আভরণ ভার।
তাম্বুল দূরে করি ডার॥
হেম নূপুর করি দূর।
না কহি বরণ পূর॥ (?)
সে হেন নাগর রাজে।
অতি মান কভু সাজে॥
চণ্ডীদাস কহে ভালি।
তোঁহার ধেয়ান বনমালী

পঙ্—২। তুয়া—তোমার।
৩। ঠাম—স্থান, ধাম।
৭। ডারল—পরিত্যাগ করিল।

[৫৫৫]

রাগ—কামদ

"কি আর বিলম্বে কাজ।
তুরিতে গমন করহ[১] যতন
ভেটহ নাগররাজ॥
কিসের কারণে মানিনী হয়াছ
শুনহ কিশোরী গৌরী।
সে শ্যাম নাগর তারে পরিহরি
এ তোর মহিমা বড়ি॥
দেখিল যেমন শুনহ কারণ
নিদান দেখিল শ্যামে।
তোমার বেণীর পদ্ম পড়িছিল[২]
তাহাই ধরিয়া বামে॥
সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি
তা হাতে লইয়ে কান্দে।
এমনি দেখিল দেখাইব চল
বড়ই নিদান ছান্দে॥

তোমার ধেয়ানে যেন যোগীজনে
যেনমত[৩] দেখিয়াছি।
তাহার কারণে আমি সে আসিয়ে
তোমা নিতে আসিয়াছি ॥
বাম করে ধরি করের অঙ্গুলী
জপই তোমার নাম।
মান তেয়াগিয়া তুরিতে যাইয়া
ভেটহ নাগর শ্যাম ॥”
চণ্ডীদাস বলে— “শুন শুন রাধে
বিলম্ব কেন বা কর।
শ্যাম-সম্ভাষণে কানুর মালাটী
যতন করিয়া পর ॥”

পাঠান্তর :—
[১] করহে, সা। [২] পড়েছিল, ঐ
[৩] জেমত, ঐ।

পঙ্‌—১৬-১৭। তু°—
“তোমার লাগিয়া, যেমন যোগিনী, ভজয়ে পরম পদ”
(পরবর্ত্তী, ৫৬০ সং পদ)

২০-২১। ৫৪৮ সং পদ এবং টীকা দ্রষ্টব্য।

[৫৫৬]

রাগ—কানড়া

“এই দেখ ধনি চান্দ মুখ তুলি
কানুর সন্দেশ লহ।
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
নিদান হইল সেহ ॥
এই লহ রাধা শ্যামের কুসুম
অতুল তাম্বুল-হার।
গলায় পরিলে মান দূরে যাবে
মুখ তোল একবার ॥
যে হরি তিলেক দেখিতে না পায়া
হৃদয় ফাটিয়া মর।
সে জন কুঞ্জেতে একাকী বসিয়া
এখন এমত কর ॥
তুমি সুনাগরী প্রেমের আগরী
সে রস ছাড়িয়ে কেনে।
এত অভিমান কিসের কারণ
তিলেক না কর মনে ॥
মুখ তুলি চাহ নিদারুণ নহ
শুন বিনোদিনী রাধা।
সে হেন নাগরে পরিহর কেনে
সে রসে করহ বাধা ॥
অতি নিদারুণ দেখি নিকরুণ
না দেখি না শুনি কভু।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
তোমার বিরহে প্রভু ॥
পুরুষ-ভূষণ কমল-নয়ন
তুরিতে ভেটহ কানে।”
রাধারে বিনয় বচন কহিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৪৪ ॥

দ্রষ্টব্য :—নায়কের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মানভঞ্জনের রীতির উল্লেখ রসশাস্ত্রে রহিয়াছে (৫৫১ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ যে পুরুষশ্রেষ্ঠ তাহার উল্লেখ করিয়া এখানে দূতী কৃষ্ণের প্রতি রাধার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দানেও মান লয় প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ-প্রেরিত উপহার প্রদান করিয়াও রাধার মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

[৫৫৭]

রাগ—কানড়া

"রাই, তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া।
যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়া॥
কোথা না পড়িল চূড়া মালতীর মালা।
কোথা না পড়িল সেই নূপুর[১] বলয়া[১]॥
কোথা না পড়িল পীত[২] ধড়ার অঞ্চল।
কোথা না পড়িল নব মুঞ্জরার দল॥
নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
রাধা রাধা বলি কান্দে উচ্চস্বর॥
মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় সুধা।
সে কোথা পড়ল[৩] তার নাহিক[৪] সম্বাদা
অচেতন মুদিত নয়ন কলেবর।
রাধা বিনু বিকল হইলা বংশীধর॥
তোমার কারণে ধনি, তেজি সুখোল্লাস।
খেণে খেণে উঠে যেন বিরহ হুতাশ॥
মুখ তুলি কহ কথা শুন প্রেমমই।"
চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই॥

পাঠান্তর :-

বরিহার জালা, সা, বি। [২] প্রিয়, সা, বি।
বাড়িল, ঐ। [৪] সম্বোধা, সা।

:- –এখানে কৃষ্ণের বিরহাবস্থা আরও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে

[৫৫৮]

শ্রীরাগ

দূতীর বচন শুনি সুধামুখী
বয়ানে নাহিক বাণী।
হেঁট মাথে রহে ও চাঁদ বয়ান
তাহাতে অধিক মানী॥
একে ছিল মান তাহাতে বাঢ়ল
শতগুণ করি উঠে।
বিরহ-আগুণ নহে নিবারণ
সে যেন সঘনে ছুটে॥
বিরহ-আগুন নহে নিবারণ
নাহিক বচন ভাষা।
মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
সঘনে নিশ্বাস নাসা॥
বিরস বদন আন ছলা করি
উত্তর না দেই কিছু।
মাধবী-তলাতে বসি ধনি রাধে
নখেতে ধরণী সিছু॥
বঙ্কিম কটাক্ষে চাহে দূতী পানে
খেণেকে মুদিত আঁখি।
তা দেখি ব্যথিত মনে গুণি আর
চণ্ডীদাস তাহে সাখী॥ ৯৬॥

দ্রষ্টব্য :- কিন্তু সামদানাদি প্রয়োগেও রাধার মান সরলতা প্রাপ্ত হইল না। নির্ব্বেদ, ক্রোধ, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি মানের সঞ্চারী ভাবগুলি এই একটি পদে বর্ণিত হইয়াছে।

১৩-১৪। সামাদি উপায় সকল শেষ হইলে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকাকেও কোন কোন পণ্ডিত অবজ্ঞা কহেন (উজ্জ্বলনীলমণি, মানপ্রকরণ)।

[৫৫৯]

রাগ—মালব

তবে কহে রাই দূতীর গোচরে—
"কেন বা আইলে ইথে।
কিসের কারণে তোমার গমন
কহ কহ শুনি তাথে॥"
কহে সেই সখী— "শুন চন্দ্রমুখি,
তোমারে আইল নিতে।
নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
চাহিয়া তোমার পথে॥
কেন বা তা সনে মান অভিমান
যারে না দেখিলে মর।
সে হেন পীরিতি তেজিয়া আরতি
তাহারে গুমান কর॥
সে নব নাগর তেজিয়া বৈভব
তোমার ধেয়ান রাধা।
তুয়া গুণগান জপিতে জপিতে
সে শ্যাম হইল আধা॥
তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধি
গুণের নাহিক সীমা।
চতুর নাগরী গুণের আগরী
মান পথে দেহ ক্ষেমা॥
জগজনে কয় রাধা ধীরময়
সকল গোচর আছে।
সে [১] বুঝে যে বুঝে [১] কহি তার মাঝে
কহিয়ে তোঁহার [১] কাছে।
তুমি শ্রেয়সমা তুমি কুলরামা
তুমি সে রসের নদী।
যার সব গুণ নিগূঢ় মরম
পঞ্চতত্ত্ব যার সিদ্ধি॥
আট গুণ গুণ তার পহু গুণ
এ নব যাহার গতি।"
চণ্ডীদাস কহে— রসতত্ত্ব লাগি
কুঞ্জেতে যাহার স্থিতি॥ ৩৭॥

পাঠান্তর :—

১-১ সমুঝে সমুঝে, নী তুয়ার, নী

দ্রষ্টব্য :— এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদত্রয়ে রাধার প্রশ্নের উত্তরে দূতী পুনরায় রাধাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

টীকা

পং—১১। আরতি—আর্ত্তি, অনুরাগ।
১২। গুমান—অভিমান।
১৯। আগরী—অগ্রগণ্যা। তুং—
"মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী"
(উজ্জ্বলনী[১], ১০০ পৃঃ)।

রাধার প্রধান পঁচিশটি গুণের উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণিতে দৃষ্ট হয় (ঐ, ১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২১। ধীরময়—উক্ত ২৫ প্রকার গুণের মধ্যে রাধার অতিশয় ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যশালিনত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।

২৫। শ্রেয়সমা—কল্যাণময়ী। কুলরামা—প্রিয়তমের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমবতী।

২৮। পঞ্চতত্ত্ব—বৈষ্ণবমতে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব এবং ধ্যানতত্ত্ব। এখানে বোধ হয় কৃষ্ণতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদি বুঝাইতেছে, যথা—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার।
চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে

[৫৬০]

রাগ—গরা

"শুনহ সুন্দরী রাধা।
যে জন পরশে 	লাখ সুধানিধি
সে জনে কেন বা বাধা॥
তোমার লাগিয়া 	যেমন যোগিনী
ভজয়ে পরম পদ।
তেমত [১] যে শ্যাম 	তোমাতে ধেয়ান [১]
তারে কেন কর বধ[২]॥
রস রস পর 	আর রস পর
পাঁচ রস আট মিট।
বেদ গুণ গুণ 	গুণ রস পর
সায়র অমিয়া বিঠ॥
সে [৩] জন রসের 	সমুদ্র থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেনে।
তুমি চাঁদ হয়া 	চকোর পাখীরে
রসটি না দেহ পানে [৪]॥
তুমি সে প্রেমের 	গাগরী থাকিতে
আন জন মরে শোষে।
এ কোন চরিত 	আচার বিচার
সেই সে আছয়ে আশে॥
চল চল রাধা 	বৃন্দাবনেশ্বরী
নিকুঞ্জ-মন্দিরে চল।"
চণ্ডীদাস বলে— 	তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে ঢল [৫]॥

পাঠান্তর :—

১-১ তেন মত শ্যাম তোমার, নী।
২ বধ, সা, বি। 	৩ জে, সা, বি।
কেন, নী। 	৫ চল, সা, বি

টীকা

পঙ্‌—২-৩। তু°—"জেন কোটি চান্দ, উদয় করিল, রসের পশরা হাটে" (প্রথম খণ্ড, ১৬ সং পদ, এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া রাধার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

৪-৭। তু°—"তোমার ধেয়ানে যেন গোপীজনে, যেনমত দেখিয়াছি" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ৫৫৫ সং পদ)।

[৫৬১]

রাগ—শ্রী

"তুমি বড় নিদয় নিদান।
উহারি কেবল ধেয়ান॥
সে জন ছাড়িয়া এখনে।
একলা বসিয়া কুঞ্জবনে॥
শুনহ সুন্দরি ধনি রাই।
খেণে খেণে বিরহে লোটাই॥
এত কিবা সহই পরাণ।
ঝাট করি দেখ গিয়া কান॥
কাহারে করহ ধনি রোষ।
সকল সে জন দোষ॥
তুমি সে নাগরী রামা।
চিতে দেহ ধনি, ক্ষেমা॥
চলহ নিকুঞ্জ মাঝ।
তেজহ আনহি কাজ॥"
চণ্ডীদাসে ভাল জান।
কহে দূতী কত অনুমান॥

পঙ্‌—১০। এখানে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতেছে।

[৫৬২]

রাগ—সুহা

"কালার জ্বালাটি বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়া।
তাহে কেন রাধা সেই সুখ বাধা
চলহ বিমুখ চায়া।।
পরশ রতনে তেজহ সঘনে
রস কথা কিছু কয়।
হের দেখা দিয়া লহনা আসিয়া
এতন তাম্বুল লয় ॥
মুখ-রস-মধু কত শত বিধু
উলটা কহত বোল।
উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
শ্যামে কর গিয়া কোল ॥
মুখ তুলি বল মানে আছ ঢল
এ কোন বিচারপনা।
একে নাম ধরি তরুর ছায়াতে
আছে হরি মনমনা ॥
আমি আনু [১] নিতে [১] কিবা তোর রীতে
কহ কহ চন্দ্রমুখি।
কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি
কহত বচন লখি ॥
এত পরমাদ মান পরিহর [২]
সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।"
চণ্ডীদাস দেখি বেথিত হইয়া
বিরস পাওল হিয়া ॥

পাঠান্তর :—

১-১ আহ্বানিতে, সা, বি।
২ পরিহরি, সর্ব্বত্র।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির নির্ভুল পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে, ১৩০৫ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে প্রায় একই পাঠ পাওয়া যাইতেছে।

পঙ্—১-২। "তোমরা কেন বনে আসিয়াছ" এই কথা বলিয়া শ্যাম এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে।

৮। তু°—"অতুল তাম্বুল-হার" (৫৫৬ সং পদ)। অতএব এতন—"অতুল" কি? পরবর্ত্তী ৫৬৮ সংখ্যক পদে আছে "এতিল তাম্বুল।"

১৫-১৬। তু°—

"বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরনীশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥"

গীতগোবিন্দ, ৫।৫

[৫৬৩]

রাগ—শ্রী

কহে ধনি রাধা "কেন তুমি হেথা
কি হেতু ইহার বল।
কেন বা আইলে কিসের কারণে
কে তোমা পাঠাইয়া দিল ॥"
তবে কহে দূতী— "শুনহ আরতি
মোরে পাঠাইল শ্যাম।
সে হেন নাগর আমি সে আইল
ভাঙ্গিতে দারুণ [১] মান ॥
সে হেন নাগরে পরিহরি ধনি
আছহ মাধবীতলে।
শ্যামের বিধাতা শুনি তার কথা
কহিতে পরাণ ঝুরে ॥"

কহে ধনি রাধা— "শুন মোর কথা
জানিল তাহার চিত।
তা সনে কিসের মান অভিমান
জানিল তাহার রীত॥

পরের বেদনা পর কি জানয়ে
পর কি আনের বশ।
পরের পীরিতি আন্ধারে বসতি
কিবা সে জানয়ে রস॥

রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
মুখর[২] চতুর জনা।
যত বড় তেঁহো রসের রসিক
সে সব গেলই জানা॥"

কহে চণ্ডীদাস— শুন হে সুন্দরী
তুরিতে গমন কর।
শ্যামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা
যতন করিয়া পর॥৫১॥

পাঠান্তর :—

[১] তোমার, নী।
[২] সুদৃঢ়, সা, বি।

দ্রষ্টব্য :—"মানপ্রাপ্তা নায়িকা তিন প্রকার হয়, যথা—ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা।" তন্মধ্যে—"যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরা কহা যায়।" (উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকা-ভেদপ্রকরণ)। এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয়ে রাধার এই সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। রাধার এইরূপ প্রশ্ন পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫৯ সংখ্যক পদেও পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে তদুত্তরে সখী কর্ত্তৃক সামদানাদির প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে ইহার পুনরুল্লেখে বুঝা যায় যে, কবি যেন রাধার পরবর্ত্তী অবস্থাদি বর্ণনা করিবার ভূমিকাস্বরূপ ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

পঙ্—২৩-২৪। তু°—"কারণ অন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মৈত্রী কেবল কার্য্যনিমিত্ত হয়, যাবৎ কার্য্য তাবৎ তাহার অনুকরণ, অতএব সেই মৈত্রী বাস্তবিক নহে" (ভা, ১০।৪৭।৫।

[৫৬৪]

রাগ—কামদ

"দূতি, না কহ শ্যামের কথা।
কালা নাম দুটী আখর শুনিতে
হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা॥
আমি না যাইব সে শ্যাম দেখিতে
পরশ কিসের লাগি।
শ্রবণে শুনিতে শ্যাম-পরসঙ্গ
অন্তরে উঠয়ে আগি॥
কিসের কারণে তা সনে মিলন
চলিয়া তুরিতে যাও।
তাহার মরম জানিল এখন
রহিল মাধবী-ছাও॥
তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি[১] দিয়া।
তবু না পাইল সে নব নাগর
কেমন রসের পিয়া॥
কুল শীল ছিল সকলি মজিল
নিদানে কলঙ্ক সারা।
সুখের লাগিয়া পীরিতি করল
তাহার এমতি ধারা॥
সুখের আরতি করিল পীরিতি
সুখ গেল অতি দূরে।
সুখের সাগরে করহ পয়ান
মনোরথ পরিপূরে॥

পাড়ার পড়সী করে লোক হাসি
শুনিয়ে এসব কথা।
অন্তর-বেদন বুঝে কোন জন
কে জন বুঝিবে হেথা॥
কানুর পীরিতি দিল সমাধন
না কহ আমার কাছে।
কেবল বিষের রাশির সমান
হেন কেবা আর আছে॥
তুমি যাহ সখি কানুর সমাজে
আমি সে নাহিক যাব।"
চণ্ডীদাস বলে— বড় অভিমান
আমি শ্যামে যেয়ে কব॥

পাঠান্তর :—

১ তিলাঞ্জলি, নী, বি।

পঙ্—৫-৭। তাঁহার সহিত মিলিত হইবার কথা কি বলিতেছ। তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিলেও আমার অন্তর জলিয়া উঠে।

২২-২৩। তুমি সেই (কৃষ্ণরূপ) সুখসাগরে গমন করিয়া মনোরথ পূর্ণ কর।

[৫৬৫]

রাগ— কানড়া

"বেরি বেরি দূতি বচন সরস
কত সে আর শুনব।
যথা না শুনব শ্যাম নাম সুধা
সেখানে চলিয়া যাব॥
তবে ত দারুণ ব্যথা উপজল
তবে সে ভালই হব।
বেরি বেরি দূতি বচন সরস
এ কথা না শুনি তব॥"
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী
কথা সে মনে না বাসি[১]।

* * * *

"শুনগো সজনী যে জন গরল
যায় সে বিষের লাগি॥
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লয়া
খাইনু করম ভাগি॥
যে খায় গরল বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায়।
আমি সে ভুখিল কাল কালবিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায়॥
কারে কি বলিব বলিতে না পারি
গুপথে গুমরি গেহা।
কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা॥
ভাবিতে গুণিতে মরিয়ে ঝুরিয়ে
শুনগো সজনী সখি।
হেন[২] মনে লয় পরাণ সংশয়
নিদানে মরণ দেখি[২]॥
যেন সে জলের বিম্বুক উপজে
তেমতি কানুর প্রীত।
এবে সে জানল সে জন-লালস"
চণ্ডীদাস কহে হিত॥৫৩॥

পাঠান্তর :—

১ বাসি, নী।
২-২ বাদ, ঐ।

পঙ্—১-২। দূতি, তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে যে সকল মধুর বাক্য বলিতেছ, তাহা আর আমার শুনিতে ইচ্ছা করে না।

[৫৬৬]

রাগ—কানড়া

"কালা হৈল ঘর আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান আন নাহি মন
কালিয়া আঁখির তারা॥

পরাণ অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপন দেখি।
গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি॥

গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু।
ভ্রূদ্বয় মুদিলে সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু॥

শুন হে সজনি, কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।
সে জন বিমুখ বিরাগ বচনে
পরাণ হইল সারা॥

তা সনে কিসের আরতি পীরিতি
সুচারু রসের লেহা।
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
পরিহরি নিজ গেহা॥

কুজন সুজন তার কিবা হয়
গরল অমিয়া নয়।
কুটিল হৃদয় সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয়॥"

কহে চণ্ডীদাসে এই অভিলাষে
আশ পাশ তুয়া কাছে।
তুমি সে তাহার সে জন তোমার
কোথা বা খুঁজিলে আছে॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে রাধার দিব্যোন্মাদের মত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থা-বর্ণনায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"দিব্যোন্মাদ ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়। অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥" ইহাতে "যাহা তাহা দেখে সর্ব্বত্র মুরলিবদন।" এবং "আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।" (চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশে।)

টীকা

পঙ্—১-২। কালাকে আশ্রয় করিয়া আমি পতি-বান্ধবাদি পরিত্যাগ করিয়াছি।

১৫-১৬। "বনে কেন আসিয়াছ" কৃষ্ণের এই বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১৯-২০। তু—"আমরা তাঁহার নিমিত্ত পতিপুত্রাদি এবং ইহলোক ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়াছি" (ভা, ১০।৪৭।১৪)।

২১-২৪। কুজন কখনও সুজন হয় না, গরলও অমৃত হয় না। লোকের কুটিলতা ও সরলতা তাহার কার্যদ্বারা বুঝা যায়।

[৫৬৭]

রাগ—মালব

দূতী কহে—"শুন আমার বচন"
করিয়ে আদরপণা।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
অতি সে সুজন জনা॥
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
সে হরি কাতর হয়।
দিয়া দরশন কর পরশন
আমার মনেতে লয়॥"
"এক্ষণে ছাড়িয়া যাহত চলিয়া
দুগুণ উঠয়ে দুখ।
তাহার সনেতে কিবা পরিচয়
এ লেহা রসের সুখ॥
জানিল তাহার যত বড় তেঁহো
কালিয়া বিষের রাশি।
কুলের ধরম সরম ভরম
সকল হইল হাসি॥
সে দেশে যাইব যথা না শুনিব
কালিয়া বরণ নাম।
সেই দেশ যাব শুনহ সজনি
রহব সেই সে ঠাম॥"
অনেক যতন করিল সঘন
রাধার না ঘুচে মান।
কাষ্ঠের পুতুলি রহে দাণ্ডাইয়া
মনেতে ভাবয়ে আন॥
মান না ভাঙ্গিতে পারল সজনী
চলিল শ্যামের পাশে।
দূতী গেল যথা নাগর-শেখর
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণের নিকট দূতীর পুনরাগমন

[৫৬৮]

রাগ—সোয়ারি

"মাধবী-তলাতে রহে এক ভিতে
সে হেন সুন্দরী রাই।
মানে মনরিত এ তার চরিত
অনেক বুঝাল তাই॥
তোমার কুসুম- হার মনোহর
দূরেতে ডারিয়া দিল।
এ তিলতাম্বুল কিছু না ছোয়ল
ক্রোধেতে কুপিত ভেল॥
অনেক প্রবন্ধ প্রকার করিয়া
বুঝাইল রাই-পাশ।
হেট মাথে রহে বচন না কহে
মুখেতে নাহিক ভাষ॥
যে দেখি দারুণ মান উপজল
এ মান ভাঙ্গিতে গাঢ়া।
আপনে যাইবে মান ভাঙ্গাইতে
বুঝল এমন ধারা॥
আপনি গমন করহ এখন
তবে সে আসিবে রাধা।
নহে বা এ মান আন কোন জনে
নারিবে করিতে বাধা॥"
দূতীর বচন শুনি সুনাগর
বড়ই হইলা দুখী।
এ কথা উচিত জানিল বেকত
চণ্ডীদাস আছে সাখী॥

টীকা

পঙ্—১। মাধবীতলার কথা ৫৪৪, ৫৫৮, ৫৬০ সংখ্যক পদে রহিয়াছে। ৭। তিল-তাম্বুল সম্বন্ধে উক্তি ৫৫৩, ৫৬২ সংখ্যক পদে রহিয়াছে।

এই পদে মানের এক অধ্যায় শেষ হইয়া গেল বলিয়া কবি এখানে দূতীর কথায় পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই সকল রচনা একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত।

মতী কি করিতেছেন

[৫৬৯]

মাধবীতলাতে দূতী পাঠাইয়া
বসিয়া চিবুকে হাত।
আকুল সঘনে নিশ্বাস হুতাশে
কাঁহা না বোলই বাত॥
এক নব রামা আছে রাধা-কাছে
তা সনে না কহে বোল।
মাধবীতলাতে এক পিক বসি
কহত পঞ্চম বোল॥
চাহিয়া দেখিল মাধবী উপরে
রসময়ী ধনী রাই।
কালার বরণ দেখি সুনাগরী
হেরিয়া দেখিল তাই॥
করতালি দিয়া দিল উড়াইয়া
পিকেরে কহিছে কিছু।
"কি কারণে বসি ডাকহ সুস্বরে
তেই সে দিলাঙ নিছু॥
যাহ শ্যাম-পাশ নিকুঞ্জ-বিলাস
এখানে কিসের বাণী।"
এই অনুরাগ রাগের আর্ত্তিক
কহেন কিশোরী ধনী॥
"উড়ি যাহ ঝাট ছাড়িয়া নিকট
এ ডাল ছাড়িয়া জা।"
চণ্ডীদাস কহে— পিক চলি গেল
কহিতে বলিতে রা॥

টীকা

পঙ্- ১। মাধবীতলাতে—মাধবীতলা হইতে।
১৬। নিছু—নিছুনি হইতে বালাই অর্থে কি?
১৭। নিকুঞ্জ-বিলাস—নিকুঞ্জে বিলাস করে যে, পিক।

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬৬ সংখ্যক পদে রাধার যে দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই পদ এবং পরবর্ত্তী পদত্রয় রচিত হইয়াছে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে রাধার বিরহোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"রাধা চেতনাচেতন বস্তুতে তোমার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন" (ঐ, ৯২৬ পৃঃ)। রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেও গোপীগণ বৃক্ষাদির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৩০। ৪-১৩।) এই পদে পিকের, ৫৭০ সং পদে ময়ূরের, এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয়ে ভ্রমরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে এই পদের পূর্ব্বে "অথ স্বয়ং দূতী" লিখিত রহিয়াছে। ইহা কবির উক্তি কিনা বুঝা যাইতেছে না, কারণ ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাসলীলার যে পালা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার উল্লেখ নাই। বিদগ্ধমাধবে আছে—"এই মহামানময়ী শ্রীরাধা বৃন্দাবনস্থ সমস্ত প্রাণীকেই আপনার দূতী করিয়া মানিতেছেন" (ঐ বহরমপুর সং, ৩২৭ পৃঃ)। বোধ হয় এইরূপ কারণেই এই পদগুলিকে "স্বয়ং দূতী" পর্য্যায়ে স্থাপন করা হইয়াছে।

[৫৭০]

রাগ—জয়শ্রী

ময়ুর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
আসিয়া মাধবীতলে।
দেখিয়া কুপিত হইল বেকত
তারে ধনী কিছু বলে ॥
"হেথা কেন তোরা নাচ হয়া ভোরা
দিতে সে শোচনা সারা।
ঝাট করি[১] যাও যেখানে রসিক
নাগর-শেখর তোরা[২] ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে যাহ সেইখানে
এখানে নাচহ কেনে।
হেথা কিবা সুখ সুখের বিচার
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
তুমি না ধরিতে শ্যামল বরণ
তবে সে হইত ভাল।
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
অনল উঠিয়া গেল ॥
কালা আছে যথা তোরা যাহ তথা
এখানে কিসের কাজ।
কালিয়া বরণে বরণ মিশাহ
যেখানে রসিকরাজ ॥"
কোপে সুধামুখী করতালি দিয়া
ময়ূর উড়ায়ে দিল।
চণ্ডীদাস বলে— অপার মানেতে
সে ধনী হইল ঢল ॥

পাঠান্তর :—

[১] চলি, নী।

[২] তারা, সা, বি।

টীকা

পঙ্—৫। ভোরা—বিভোর, বিহ্বল

৬। তু°—"তোমারে দেখিএ, বাড়ল বিষাদ, বিয়োগ উঠল দুনু" (৫৭২ সং পদ)।

[৫৭১]

রাগ—কাফী

মাধবী[১] লতায়[১] ফুলের সৌরভে
যতেক ভ্রমরা তারা।
মকরন্দ-পানে মুগধ হইয়া
মাতিল সে রসে ভোরা ॥
তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গৌরী
কহিতে লাগিল তায়।
"তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া
কেন বা ধরিলে কায় ॥
এখানেহ তুমি ফুলে ভ্রমি ভ্রমি
ভ্রমহ কিসের লাগি।
মোরে দিতে চাহ বিরহ-বেদনা
উঠাতে দারুণ আগি ॥
তোমার চরিত আছে বিয়াপিত
সে শ্যাম-অঙ্গের মালে।
মধু খেয়্যা খেয়্যা রসেতে পূরিয়া
আইলে মাধবী-ডালে ॥
একে মরি জ্বালা আছি যে একলা
তাহে দেখা দিলে ভালে।
অতি সে বিষাদ বাঢ়য়ে দ্বিগুণ"
চণ্ডীদাস কিছু বলে ॥

পাঠান্তর :—

[১-১] মাধবিতলায়, নী

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে গোপীগণ একটি ভ্রমর দেখিয়া বা ভ্রমরচ্ছলে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরহোক্তি করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৪৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

টীকা

পঙ্—১৩-১৬। তু°—ভ্রমর যেমন মধুপান করিয়া কুসুম পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন (ভা, ১০।৪৭।১১)। তুমিও সেইরূপ কৃষ্ণের কুসুম-মালিকায় মধুপান করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। বিয়াপিত—ব্যাপ্ত, প্রসিদ্ধ।

[৫৭২]

রাগ—তুড়ী

"শুনহ হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কার
তোমার কালিয়া তনু।
তোমারে দেখিয়ে বাঢ়ল বিষাদ
বিয়োগ উঠল দুনু॥
ঝাট চলি যাও কেন দুখ দাও
চমকে আমার হিয়া।
যাহ বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ-ভবনে
যথায় রসের পিয়া॥
সেইখানে গিয়া ফুলে মধু খেয়্যা
থাকহ যেখানে কানু।
হেথা কেনে তুমি মধুর লালসে
তোমার কালিয়া তনু॥
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
দ্বিগুণ জ্বলিয়া যায়।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা
এ কথা কহিব কায়॥"
এ কথা শ্রবণে শুনি মধুকর
তখনি চলিয়া গেল।
কোথাও না দেখি মেলি দুটী আঁখি
তবে সে ধৈরজ ভেল॥
নীল কাল ছাদ ফেলিল ছিনিয়া
কিছু না রাখল ভালে।
অঙ্গের কাঁচলী ফেলে দূর করি
নীলের উড়নী দূরে॥
কাল আভরণ ফেলিয়া তখন
পরল ধবল বাস।
হিয়ার কাঁচলী পরল ধবল
কহেন এ চণ্ডীদাস॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। তু°—"এক্ষণে যাহারা তাহার সখী তাহাদের অগ্রে গিয়া তৎপ্রসঙ্গ গান কর" (ভা. ১০। ৪৭।১২)

[৫৭৩]

তথা রাগ

নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল
কাল আভরণ যত।
সখী এক সঙ্গে কহে কিছু রঙ্গে
কহিছে রাধার মত॥
"শুন সুধামুখি, আমার বচন
তেজহ দারুণ মান।
যে দেখি তোমার অভিমান অতি
পাছেতে তেজহ প্রাণ॥
ধৈরজ ধরহ শুনহ সুন্দরি,
এতেক কেন বা মান।
সরম ভরম দূরে তেয়াগিয়া
কোপিত কহত আন॥

যদি আছ তুমি বিরস বদনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
কেন বা অঙ্গের ভূষণ সকল
তেজিয়ে তেজিলে তাই॥
তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।”
সখীর বচনে কমল নয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান॥
“শুন গো সজনি, কালিয়া বরণ
দেখিয়ে উঠয়ে তাপ।”
চণ্ডীদাস কহে— হেন মনে হয়
মানসে দারুণ পাপ॥

দ্রষ্টব্য :—শ্রীরাধার অবস্থা-বর্ণনা এইখানে শেষ হইল। পরবর্ত্তী পদে দূতী ও কৃষ্ণের কথোপকথন আরম্ভ হইয়াছে।

[৫৭৪]

শ্রীরাগ

কহে যদুমণি “শুনহ সজনি,
রাধা আনিবারে গেলে।
কি শুনি বচন কহ কহ দেখি”
সঘনে সঘনে বলে॥
সখী কহে তায় “শুন শ্যামরায়,
রাধার বড়ই রোষ।
তুমি গেলে যদি তার মান ঘুচে
আমার কি আছে দোষ॥”
সখীর বচনে কমল-নয়ন
আপনি সাজত কান।
বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
ভাঙ্গিতে রাধার মান॥
বাঁধল কুন্তল লোটন সুন্দর
বেড়িয়া মালতী-দাম।
তাহার পাশেতে মুকুতার মালা
শোভে অতি অনুপাম॥
নানা আভরণ কঙ্কণ ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কিণী-জাল।
নীল বসনের ওড়নী সুন্দর
করে বীণাযন্ত্র ভাল॥
এক সখী সঙ্গে চলে বেশ ধরি
কেবল একহি রামা।
চলত নাগর বেশ মনোহর
সেই সে মাধুরী-ধামা॥
নারী-বেশ ধরি চতুর মুরারি
মাধবীতলাতে যায়।
কিবা অদভুত দেখিয়া বেকত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের নারী-বেশ-ধারণের বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। উদ্ধবসন্দেশে আছে—

“কেয়ং শ্যামা স্ফুরতি সরলে গোপকন্যা কিমর্থং” ইত্যাদি।

অর্থাৎ—শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছিলেন, কোন ক্রমেই মান ভঙ্গ হয় না, একারণ আমি নারীবেশ ধারণ করিয়া গমন করিলে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শ্যামবর্ণা স্ত্রীলোকটি কে? ইত্যাদি। এই শ্লোকটি উজ্জ্বল-নীলমণিতেও উদ্ধৃত রহিয়াছে (বহরমপুর সং, ৯৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

[৫৭৫]

রাগ—তুরী

মন্দ মন্দ গতি চলন চাতুরী
কুঞ্জর-গমনে চলি।
যেমন কুঞ্জর চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি ॥

মদন-মোহন নবঘন শ্যাম
ফিরাএ আপন বেশ।
কান্ধে লই বীণা নবঘন শ্যাম
পরিমলে ভুলে দেশ ॥

চলিতে চরণে বাজয়ে সুতানে
বাজন নূপুর পায়।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
যূথে যূথে সব ধায় ॥

দূরে হতে রাই দেখি নব রামা
বিস্মিত হইলা চিতে।
"কোন নব রামা কান্ধে যন্ত্র করি
আমারে আইল নিতে ॥"

এই অনুমান করে দুইজন
রাধা বলে—"হের দেখ।"
রাধার বচনে দেখে সখী তুলি
চন্দ্রবদনী মুখ ॥

হেনই সময় আসিয়ে মিলল
সেই সে মাধবীতলে।
নব পরিচয় চণ্ডীদাস তথা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥

[৫৭৬]

রাগ—সুই

"দেখি নব রামা তুমি কোন জনা
কহ কহ দেখি মোরে।
কেন বা এখানে তোমার গমন
কহ কহ"—বলে তারে ॥

সখী কহে তাথে— "শুনহ সুন্দরি,
গেছিল কানন-কুঞ্জে।
যথা রসময় ব্রজ রামাগণ
আছয়ে কতেক পুঞ্জে ॥

মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
আমি সে বটি যে যতি।
কিছু তাল মান করিয়াছি গান
যে ছিল আপন[১] শক্তি ॥

গৌরী নট আর কেদার সুন্দর
পূরবী সিন্ধুড়া আড়া কৌ[২]।
শ্যাম নট আর মাধবী[৩] মঙ্গল[৪]
হিল্লোল মঙ্গলা দো[৫] ॥

পাহিড়া দীপক আর বেলাবলি
সুরট মল্লার রাগ।
গাইতে প্রবন্ধে প্রকার করুণে
তাহার মরমে লাগ ॥

এ রাগ শুনিতে বিনোদ নাগর
মোহিত হইলা গীতে।
পুনঃ পুনঃ কহে 'ইহার উপর
আর কিছু শুনি চিতে ॥'

তবে কৈল গান যে ছিল সুতান
তাহাই করিল গান।
রাধাকৃষ্ণ নাম অতি অনুপাম
বীণাতে উঠিল তান ॥

এ তান শুনিয়া নাগর রসিয়া
হরষ হইল বড়ি।
এই সে গানের মধুর শুনিয়'
আমারে না দিল ছাড়ি ॥
'রহ রহ ধনি, আর গান শুনি
কহত প্রথম নাম।
শুনিতে মধুর ও তুটি আখর
রাধানাম অনুপাম ॥'
কানুর পীরিতি যে দেখিল রীতি
এ কথা কহিব কত।
রাধা নামে কত অমিয়া পাওল
রস উপজিল যত ॥"
"গাও গাও ধনি"— কহে গুণমণি—
"রাধা নাম কর গান।
ঐ রস বই আন না শুনিব
এ বড় মধুর তান ॥
আলাপে রাগিণী রাগের উরণি
রাধা বলি যেন বাজ।
তোমার ও গানে মোর মনে হানে
যেমতি হৃদয়ে বাজ ॥"
চণ্ডীদাসে বলে— এই গীতে মোহ
রসে ভেল অতি ভোর।
মুগধ মাধব বহু বিদগধ
সুখের নাহিক ওর ॥

পাঠান্তর :—

১ আমার—নী
২ ডাকো, নী; ড়াকো, বি
৩-৩ কানড়া মাধবী, নী
৪ দো, নী

টীকা

পঙ্—১৩-১৮। রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ যে বিবিধ রাগ-রাগিণী গান করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা গোবিন্দলীলামৃতে রহিয়াছে, যথা—

কেদার কামোদক ভৈরবাদীন্।
গান্ধার দেশাগ বসন্তকাংশ্চ ॥ ইত্যাদি।
(ঐ, ১৩৩৬—৭ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্য :—উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"হেতুজনিত মান সামভেদাদি প্রয়োগে উপশম প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে ভেদ দুই প্রকার,—আপনি আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করা এবং সখীদ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ (ঐ, মানপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)। এখানে এবং পরবর্তী কয়েকটি পদে শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে আসিয়া রাধার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ব্যাখ্যা করাতে প্রকৃতপক্ষে নিজের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছেন, এবং সখীরূপেও রাধাকে উপালম্ভ প্রয়োগ করিতেছেন। অতএব এই পদগুলি মানোপশমনের ভেদ-পর্য্যায়ের অন্তর্গত।

[৫৭৮]

রাগ—সুই

"শুন ধনী রাই, তান কিছু গাই
রাগেতে রাগিণী মেলা।
গাইতে গাইতে মুগধ হইলা
নন্দের নন্দন কালা ॥
পুনঃ কহে শ্যাম 'অতি অনুপাম
শুনিতে মধুর ধ্বনি।
রাধা রাধা বলি ডাকিছে বীণাটি
মুগধ হইল শুনি ॥'

এই রস তান অনেক সন্ধান
শুনিল রসিক শ্যাম।
অতি বড় সুখী সুখেতে মোহিত
গাইতে রাধার নাম ॥
ভাবে গদ্‌গদ অতি সে আমোদ
সে হেন রসিক কান।
রাধা নাম বিনে আন নাহি জানে
শ্রবণে শুনল গান ॥
নয়ন-কমল যেন ঢল ঢল
লোরেতে কমল-আঁখি।
যেমন ঘনের বরিখে শ্রাবণে
তেমতি ধরণ দেখি ॥
রাধা রাধা রাধা আন সব বাধা
কেবল রাধার ধ্যান।
রাধা-নাম-গানে কমল-নয়নে
কিছুই নাহিক আন ॥
এই সব রস শুনিয়া অবশ
রসিক নাগর কান।
সে নব নাগর রসের সাগর
শ্রবণে শুনয়ে গান ॥
যখন বাজানু রাই-নাম-সুধা
কান্দিয়া আকুল শ্যাম।
হইয়া মুগধ অতি সে আমোদ
দিল মুকুতার দাম ॥
দেখ দেখ ধনি, আমার উরসে
এই মুকুতার মালা।
সে নব নাগর গুণের সাগর
রাধা-নামে বড় ভোলা ॥
এই সব রসে তার মন তোষে
বীণাতে করিল গান।
বিকল কিসে বা না জানি কেন বা
কিসের কারণে ধ্যান ॥

কুঞ্জে একাকিনী করেতে বাঁশীটি
ধরিয়া নাগর রায়।
তোমারে কিছুই তান শোনাইতে
আইল মাধবী-ছায় ॥"
চণ্ডীদাস দেখি— অতি অপরূপ
অপার দোঁহার লীলা।
কে ইহা জানিবে নিগূঢ় মরম
দোঁহে দুঁহু রসমেলা ॥

[৫৭৮]

রাগ—কেদারা

"শুন শুন রাধা" কহে সেই ধনী '—
"শুনহ রসের গান।
তোমারে এ গান শ্রবণ করাতে
আইল মাধবী-স্থান ॥
মুখ তুলি চাহ রসের প্রেয়সী
গাই যে একটি রাগ।
শ্রবণ পরশি এ গান শুনিতে
কতি যাব অনুরাগ ॥"
এ কথা শুনিয়া কহে সুধামুখী—
"শুনহ সুন্দরী রামা।
কর কিছু গান শুনি কিছু তান
নবীন নাগরী শ্যামা ॥"
বীণাতে কেদার রাগ আলাপন
গাওই মুগধ রসে।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে অনুপাম
শুনিতে শ্রবণ পাশে ॥

এ চারি আখর বাজল মধুর
বীণাতে কহত—'রাই।
কেন বা মানিনী হয়াছ সে শ্যামে'
মধুর মধুর গাই ॥
"সে হেন নাগরে পরিহরি রাধে
কি সুখে আছয়ে বসি।
মলিন হইল সে মুখমণ্ডল
ঝলকে সে মুখশশী ॥
মানে মন ভুনু দেখি ক্ষীণ তনু
তেজি ² আভরণ ভার।
বচন কহিছ তাথে নাহি রস
এত বা কিসের ভার ॥
সে হেন নাগরে বিরস বদনে
আছয়ে মাধবী-তলে।"
বীণা-গীত-তানে বুঝায় সঘনে
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

পাঠান্তর :—

¹ গুণী, নী।
² জোতি, সা, বি।

[৫৭৯]

সুহই

"তেজহ দারুন মান।
চলহ নিকুঞ্জ-ধাম ॥
সে হেন রসিক রায়।
তাম্বুল নাহিক খায় ॥
তুমি সে নিদয় বড়ি।
কেমনে আছহ ছাড়ি ॥
এ রসে কেন বা ভঙ্গ।
মিলহ তাকর সঙ্গ ॥
কোপ পরিহরি ধনি।
তুমি সে রমণী-মণি ॥
এ রস সুখের সার।
এমতি অমিয়া ভার ॥
রসের নাগরী তোরা।
পিও সুধাকর ধারা ॥
যাহার সমুখে বারি।
পিয়াসে কেন সে পুড়ি
যেমন চাতক পাখী।
সুধাকর তেন সাখী ॥
যেমন শফরী মীনে।
নাহি জীয়ে জল বিনে ॥
এমতি তুমি সে গতি।
তাহা কর হেন রীতি ॥
তেজহ বিরস মান।"
চণ্ডীদাস গুণগান ॥

টীকা

পং—৮। তাকর—তাহার।

[৫৮০]

কানড়া

রাধা বলে—"শুন আমার বচন
করহ কিছুই গান।
তোমার বীণাটি অপরূপ বাজে
আর কিছু শুনি তান ॥

গাও গাও রামা মধুর বচন
শুনিতে বড়ই সুখ।
কোথা না শুনিল হেনক বাজন
দূরে যায় অতি দুঃখ॥
নবরামা শুন কোথা তোর ঘর
কেমনে আইলা তুমি।
কিবা তোর নাম বলহ আমারে
অতি মধুরস বাণী॥”
“বসতি গোকুলে আমরা গোয়ালে
মোর নাম বটে শ্যামা।
গুণী গুণী জানি সবাই আদরে
শুন রসবতী রামা॥
মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
নন্দের নন্দন কান।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল
কিছুই রসের তান॥
সেখান হইতে আইল হেথায়
দেখিয়া দুঃখিত কান।
সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরি,
তেজিয়া বিষম মান॥”
চণ্ডীদাস কহে— অতি বড় মোহে
সুন্দরী কিশোরী রাই।
ইহার কোপের বিপাক বিষম
ভাঙ্গিতে নারিল কই॥

[৫৮১

রাগ কাফি

“গুণী, না কহ কানুর কথা।
শুনিতে মরমে সেইখানে হানে
উঠত দারুণ ব্যথা॥
মনের আগুণ বাঢ়ল দ্বিগুণ
নিভাইতে যদি সাধ।
যে জানে বেদনা মরমে পশিনু
তনুখানি হল আধ॥
এ বড়ি বিষম বাঁশীটী বেঁধল
বুকে বাজি পীঠে পার।
টানিলে যতনে বাহির না হয়
এ দুখে জীব কি আর॥
দারুণ শেল যে নহে নিবারণ
আর সে বিরহ-আগি।
এ দুই যাহার অন্তরে পৈশল
কি ছার জিবার লাগি॥
কাননে অনল কেহ না নিভায়
আপনি নিভায় সেই।
হৃদয়-অনল কেবা নিভাইব
বিষম আগুন এই॥
কাহারে কহিব এসব বিচার
মরম জানয়ে কে।”
চণ্ডীদাস কহে— যে জানে মরম
সে জন বেথিত দে॥

টীকা

পঙ্—৮৯। তু—
“সই, পশিল বিষম বাঁশী।
বাহির করিতে যতন করিনু
মরমে রহিল পশি।” (নী, ১২৪ পৃঃ)

এবং “বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পীঠে হৈল পার।” (ঐ, ১২৫ পৃঃ)

১৭-২০। তু°—
“বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী॥”
(কৃঃ কী, ২৯৪ পৃঃ)

[৫৮২]

রাগ শ্রী

"শুন নব রামা ওই পরসঙ্গ
না কহ আমার কাছে।
আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ
ও বোল কি বোল আছে॥
যে জন কুজন সে নহে সরল
গাও গাও কিছু শুনি।"
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বীণা কাঁধে নিল গুণী॥
গাইতে লাগিল হিল্লোল নায়ক
রাগিণী ভুঞ্জায় তায়।
মধুর মধুর তাল মান রাগ
সে স্বর মধুর প্রায়॥
প্রথম রাগেতে রাগিণী ডুবায়ে
গাওল প্রিয়ার নাম।
দুতীর আখরে রাধা নাম উঠে
শুনিতে মধুর তান॥
এই দুটি নাম বাজে অনুপাম
মুগধ হইল রাধা।
কটাক্ষে মিলনে অমিয়া বরিখে
কত কত বহে সুধা॥
"শুন শ্যামা সখি, গাও আর দেখি
শুনিয়ে শ্রবণ ভরি।
গাও গাও পুনঃ রসাল রচন
শুনহ শ্যামরু গৌরী॥"
রাধা কানু বলি বীণাটি বাজয়ে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
হার মনোহর মুকুতার মাল
দিছেন হিয়ার তোড়ি॥
"আগে আসি লহ গাইলে মধুর
তুরিতে দিয়াছি হার।"
চণ্ডীদাস কহে— কিবা সে অদ্ভুত
সুখের নাহিক পার॥

---

[৫৮৩]

মগন হইলা গীতের আলাপে
সে ধনী কিশোরী রাই।
"আগে আইস শ্যামা হেদে নব রামা
তোমারে মরম কই॥"
দু বাহু পসারি রাই সুনাগরী
গুণীরে করিল কোড়।
শ্যামের অঙ্গের পরশ পাইয়া
মনোরথ ভেল ভোর॥
অঙ্গের সৌরভ পরশ সুগন্ধ
পাইতে কিশোরা গোরী।
হাসি রসপর কটাক্ষ চাহিতে
জানিল সুরস প্যারী॥
কপট মুরারি করিয়া চাতুরী
মান লয়া প্রিয়া মোর।
দূরে গেল মান সরস বচন
সুখের নাহিক ওর॥
জানিল কপট নারী-বেশ ধরি
ভাঙ্গিতে দারুণ মান।
অতি ভেল সুখ দূরে গেল দুখ
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

দ্রষ্টব্য :—মান উপশমনের চিহ্ন বাষ্পমোক্ষণ ও হাস্যাদি (উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৯৫ পৃঃ)। কবিও রাধার হাস্যে তাঁহার মানের উপশমন বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৮৪]

বিহাগড়া

কানুর পীরিতি পাইয়া পরশ
মানেতে মোহিত ছিল।
হাসি নাসা পর অঙ্গুলি ভেজায়ে
ও নব নাগরী দিল ॥

"কে জানে এমন তোমার ধরণ
কপট আগুন ইথে।
বহুদিন মান কপট অন্তরে
ভাঙ্গল কপট চিতে ॥"

"আর কিবা আছে মান অভিমান
চলহ নিকুঞ্জ বনে।
করহ বেশের পরিপাটী যত
চলহ সখীর সনে ॥"

শ্যাম সুনাগর চতুর শেখর
চলিল নিকুঞ্জ-ধামে।
হেথা সুধামুখী বেশ পরিপাটী
করে সে মনের সনে ॥

চলল কিশোরী শ্যাম দরশনে
বদনে মধুর হাসি।
সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন
চাতুরী বদনশশী ॥

যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে
ও চাঁদবদনী রাধা।
নীল-লোচনী আধেক ওড়নী
বচন কহত আধা ॥

শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদ্‌গদ ভেল
বচন চপল আধ।
চলিতে মধুর বাজয়ে পঞ্চম
মধুর মধুর নাদ ॥

সুগন্ধ মলয় চন্দন কস্তুরী
অগুরু সৌরভ পায়।
মত্ত অলিগণ কুসুম কোকিল
এ সব সঘনে ধায় ॥

বিচিত্র দুসারি সুগন্ধ কুসুম
বিছাই বনের পথে।
নবীন কিশোরী সুখে পদ দুটি
আরোপিয়া যায় তাতে ॥

চণ্ডীদাস কহে— শ্যাম-দরশনে
চলিছেন ধনী রাধা।
কতি গেল মান বিরস বদন
আন কাজ গেল বাধা ॥

[৫৮৫

রাই অভিসার করু।
বেশ ভূষা কর চারু ॥
হংস-গমনী রাধা
চলে পদ আধা আধা ॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরী।
গমন করত ভালি ॥
প্রবেশ করল বনে।
জয় জয় গোপীগণে ॥
বাম করে লই গন্ধ।
দক্ষিণ করে কুসুম সুগন্ধ ॥
মিলল নিকুঞ্জ-মাঝ।
হেরয়ে নাগররাজ ॥

শ্যাম-বামে বৈঠল রাই।
শোভা বর্ণনে না পাই ॥
চন্দন সুগন্ধ সুচারি।
দেওল সুকুমারী গোরী ॥
শ্রীঅঙ্গে লেপন ভাল।
গলে দিল মালতীর মাল ॥
চণ্ডীদাস গুণ গান।
রাধা শ্যাম অনুপাম ॥

[৫৮৬]

শ্রী

দেখ দুই রূপ অতি রসকূপ
সুখের নাহিক সীমা।
দেখিতে দেখিতে হইল মোহিত
যতেক ব্রজের রামা ॥
শ্যাম মরকত রাই সে দামিনী
এ দুই লখিতে নয়ে।
এ কিএ জলদ এ কিরে কাঞ্চন
মোর মনে হেন লয়ে ॥
এ কিএ অতসী এ কিরে চম্পক
কি দেখ বরণ-শোভা।
যেমন জলদ সোণার বিজুরী
তেমতি দেখয়ে আভা ॥
এ দুই বরণ নহে নিরূপণ
দেখিতে নয়ান দুটি।
আঁখি পিছলয়ে হেন রূপ হয়ে
কি ছার বিধুর কুটি ॥
অপরূপ রূপ রূপ মনোহর
দোঁহে দোঁহা ভাল মিলে।
বিহরত সেই মুখর চতুর
বিহরত দোঁহে ভালে ॥
নবীন নাগরী এ রস নাগর
রূপে করিয়াছে আলা।
চণ্ডীদাস কহে— কিবা সে আনন্দ
কলপতরুর তলা ॥

টীকা

পঙ্‌—৫-১২। এই প্রকার বর্ণনার জন্য ১৩ এবং ১৮৩ সং পদ ও তাহাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। তু —"জেন কোটি চান্দ, উদয় করিল, রসের পশরা-হাটে" (প্রথমখণ্ড, ১৩ সং পদ)।

[৫৮৭]

কামোদ

রাধা শ্যামরূপ দেখিয়া মোহিত
নব নব বরনারী।
কি হেন আনন্দ রস পরিপাটী
রূপ অপরূপ ভালি ॥
বিহি সে রসিয়া কেমনে পশিয়া
গড়ল কেমন ছাঁদে।
কত সুধা দিয়া গড়ল এ দেহা
মুখানি বন্ধান বাঁধে ॥
দুহু রূপ দেখি নয়নিয়া পাখী
চঞ্চল তাহার মন।
হেন করে মন চাঁদের ভরমে
সুধারস পিতে কন ॥

এ বর-নাগরী রসের গাগরী
নাগর রসের সিন্ধু।
দোঁহার রূপেতে আলো বৃন্দাবন
কৈল মুখ কোটী ইন্দু॥
দুঁহু রূপ হেরি বরজ-নাগরী
মোহিত হইল সবে।
চণ্ডীদাস কহে— দোঁহার চরণ
শরণ মাগয়ে সবে॥

টীকা

পঙ্‌—৯-১২। রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ দেখিয়া চন্দ্র-ভ্রমে নয়নরূপ চকোর পাখীর মন-সুধা পান করিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে।

[৫৮৮]

কামোদ

সই, হের আসি দেখ'সিয়া।
নবীন নাগরী নাগরের কোলে
আছে আরোপিত হৈয়া॥
লখিতে লখিতে আঁখির পুতলি
সে অঙ্গে নাহিক থাকে।
বড় অপরূপ কিবা রসকূপ
অমিয়া বরিখে লাখে॥
দেখ না চাহিয়া দুঁহু রূপখানি
এমতি না দেখি কতি।
বহু দিন থাকি গোকুল-নগরে
না শুনি না দেখি রতি॥
যেমন নাগর নাগরী তেমন
দুঁহো শোভিয়াছে ভাল।
নব বৃন্দাবন যত উপবন
সকলি করিল আলো॥
যত গোপনারী নাগর হেরিয়া
সুখের নাহিক ওর।
চণ্ডীদাস দেখি আনন্দে মোহিত
বিনোদিনী শ্যাম-কোড়॥

টীকা

পঙ্‌—১-৩। তু—"মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে, হের না আসিয়া দেখ।" (প্রথমখণ্ড, ১৪৩ সং পদ), এবং "দুই তনু একই দেহে" (ঐ, ১৪৪ সং পদ)।

৪-৫। তু—"দেখি অদভুত, নয়নে না ধরে" (ঐ, ১৪৪ সং পদ)।

১৪-১৫। তু—"আজু যুগল-কিশোর। কালিন্দীকূলে উজোর॥"

মিলনের পর সেবা

[৫৮৯]

কল্যাণ

যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দোঁহার গায়।
কোন কোন জন শ্রীঅঙ্গ চাহিয়া
করিছে পাখার বায়॥
কোন কোন জনে গাঁথি ফুলদামে
দিয়াছে শ্যামের গলে।
কোন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে
চামর ঢুলায় ভালে॥
কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে
সেবন করিছে গাঢ়া।
এ অষ্ট রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া॥

অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আর্ত্তিক
মোক্ষ সক্ষ অষ্ট লিখি।
এ কুঞ্জ-কুটীর কুটীর ভিতর
বেকত আছয়ে সখী ॥
কোন কোন রস রসেতে বেকত
রসিক নাগর রায়।
এ রস চাতুরী কে জন বুঝিব
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

টীকা

পঙ্‌—১-৮। প্রেমলীলা ও বিহারাদির বিস্তারকারিণীকে সখী বলে (উজ্জ্বলনীলমণি, ৩০৫ পৃঃ)। ইহাদের সপ্তদশ প্রকার কার্য্যের মধ্যে "সেবনং ব্যজনাদিভিঃ" অর্থাৎ চামরাদি দ্বারা সেবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ঐ, ৩৬৫ পৃঃ)। কবি এখানে এই জাতীয় বিবিধ প্রকার সেবার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসের সময়ে গোপীগণ ভগবানের কর এবং চরণ সম্মর্দ্দনদ্বারা সেবা করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩২।১৪)। গোবিন্দলীলামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই সময়ে ললিতাবিশাখা তাম্বুল, শ্রীরূপ ও রতিমঞ্জরী পাদসম্বাহন, এবং অন্যান্য সখীগণ চামর-ব্যজনাদি সেবা করিয়াছিলেন (ঐ, ১৩৯৬ পৃঃ)।

৯-১২। তুঃ—

"রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা ॥
কৃষ্ণপ্রেমামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যের অষ্টমে)

সখীগণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা সেবাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত রাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই ধারণা যে চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগের তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলি—"নিজ কুল ধর্ম্মাদি"। হইয়া ছাড়া—পরিত্যাগ করিয়া।

১৩-১৪। সৌভাগ্যাধিক্য-প্রযুক্ত রাধা আদি অষ্ট যূথেশ্বরী প্রধানা বলিয়া সম্মত (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯৭ পৃঃ)। ইহাদের প্রত্যেকের শত শত যূথ, ও এক এক যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা আছে, তন্মধ্যে ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও তাঁহাদের রাধাদিভাবের প্রতি লালসা-প্রযুক্ত সখ্যবিষয়ে রুচি হয় (ঐ)। এখানে "মোক্ষ" শব্দে বোধ হয় "মুখ্য" অর্থে যূথেশ্বরীগণকে বুঝাইতেছে, আর "সক্ষ" শব্দে "সখ্য" অর্থে ললিতাদি সখীগণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রধানা অষ্ট সখীর উল্লেখে বুঝা যায় যে কবি চৈতন্য-পরবর্ত্তীযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৫-১৬। তুঃ—

"রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥
রাধাসাধ্যকুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। ইত্যাদি
(চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে)

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার অধিকার একমাত্র সখীগণেরই আছে।

অথ বৃন্দাবন-শোভা

[৫৯০]

সুহই

এইরূপে নব নাগর রসিক
করিতে রসের লীলা।
গুপত পীরিতি করিতে আরতি
রচিল নাগর কালা ॥
নানা বৃক্ষগণ করে সুশোভন
বিকসি কুসুম তারা।
ফুলকুল তারা তরুকুলে যত
মকরন্দ ঝরে সারা ॥

ময়ূর ময়ূরী চাতক চাতকী
হংসিনী হংস যে জোড়ে।
বেড়িয়া রতন মন্দির সুন্দর
কলরব বড় করে ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী কুসুমে গুঞ্জরি
সুধা-পানে ভেল ভোরা।
যমুনার যত জলচর কত
জোড়ে জোড়ে ফিরে তারা ॥
কমল-নলিনী বিকসিত যত
তা'পরে ভ্রমরা-গান।
শুনিতে মধুর ঝঙ্কার-শবদ
কি দেখি সুন্দর তান ॥
নানা জন্তু ফিরে উপবন-ধারে
আরোপি চামর যত।
হরিণী হরিণ দেখিতে শোভন
বানর বানরী কত ॥
দেখিতে দেখিতে ও নব-নাগরী
মোহিত হইলা চিতে।
চণ্ডীদাস কহে— কি শোভা আনন্দ
দু আঁখি মজিল তাতে ॥

টীকা

পরবর্তী ৬৩০ সংখ্যক পদ এবং তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৫৯১]

রাধা কহে—"শুন শ্যাম সুনাগর,
কহিতে বাসি যে লাজ।
এক নিবেদন আছে রাঙ্গা পায়ে
অধিক আছয়ে কাজ ॥"

কহেন চতুর নাগর-শেখর
"কহ কহ ধনী রাধা।
যাহাই বলিবে তাহাই করিব
ইহা না করিব বাধা ॥"
হাসি বিনোদিনী কহে আধবাণী
"শুনিতে আছয়ে সাধ।
তোমার চূড়াটি মোরে বাঁধি দেহ
করহ বাঁশীর নাদ ॥
চূড়া বাঁশী দেহ মুরলি শিখাহ
এই মোর মনে হয়।
সাধ আছে মনে যদি পূর কামে
হেন মোর মনে লয় ॥"
হাসিয়া নাগর রসিয়া কহিলা
চাহিয়া রাধার পানে।
"হের এস, ধনী, কুলের রমণী
শিখাব বাঁশীর গানে ॥"
নাগর বসিলা তরুর তলাতে
বনাইতে রাধার চূড়া।
চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ দেখি
নাগরী আগরি বাড়া ॥

মহারাসে শ্রীমতীর চূড়া বাঁধিয়া বংশী-গীত-শিক্ষা

[৫৯২]

শ্রী

বেশ বনাইছে শ্যাম।
রাই বাম করে দিয়াছে মুকুরে
চূড়া বাঁধি অনুপাম ॥

মুকুতার মালে বেড়িয়া বসনে
মাঝারে প্রবাল-পাঁতি।
তাহার উপরে কুন্দের কলিকা
কি তার দেখিলা ভাতি॥
তার পরিমল পেয়ে অলিকুল
ধাইয়া পড়িছে তায়।
তাহার উপরে মাণিক গাঁথুনি
দেখি মন মুরছায়॥
নব নব নব বরিহ-শিখর
দেওলি চূড়ার'পরে।
নয়ন-অঞ্জন আতি সুশোভন
আকর্ণ পূরিত ধরে॥
সিথার সিন্দুর মুছিয়া তিলক
দিল সে রাধার ভালে।
মৃগ-মদবিন্দু চন্দনের বিন্দু
শোভিত সুন্দর সরে॥
মলয় চন্দন অঙ্গে সুলেপন
অগোর কস্তুরী সনে।
নীল সে নিচোলে পরিলা গোচরে
পীত ধড়া পরিধানে॥
সোণার ঘাঘর ঘঙ্করি দেওলি
নূপুর দেওত পায়।
রসিক নাগর বেশ বনাইয়া
শ্রীমুখ নেহালে তায়॥
চণ্ডীদাস বলে— দেখ কুতূহলে
কিরূপ সাজল রাই।
রসিয়া নাগরী দেখ মনোহারী
ও রূপ হেরয়ে তাই॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এখানে আর এক প্রকার রাসলীলার সূচনা হইতেছে।

পঙ্‌—১-১১। কাপড়ের উপরে মুক্তার মালা, তাহার মাঝে মাঝে প্রবাল, তাহার উপরে কুন্দের কলিকা, এবং তদুপরি মাণিক্য দিয়া চূড়া বাঁধা হইয়াছে। তু°—"বিনোদ চূড়াটি ঝলমল করে, বেড়িয়া কুসুম-দাম" ইত্যাদি (প্রথম খণ্ড, ১০৬ সং পদ) এবং "বনফুলে চূড়া বাঁধে, কিবা ছলে নাট" (ঐ, ৩১৮ সং পদ)।

১২। বিরিহ-শিখর— ময়ূরপুচ্ছ।
২২। নিচোল —আচ্ছাদন বস্ত্র।
২৪। স্বর্ণনির্ম্মিত ঘন্টিকা দ্বারা কিঙ্কিণী করা হইল।

[৫৯৩]

গড়া

রাধারূপ অতি দেখিয়া মুরতি
বিকল হইল তারা।
কোথা হৈতে এত রূপ লয়েছিল
এমনি মাধুরী-ধারা॥
যেমন নাগরী তেমন নাগর
এ দুই একৈক প্রাণ।
আপনার চূড়া তেমতি বান্ধিল
ইথে সে নাহিক আন॥
রাই বামকরে নাগর-শেখরে
ধরিয়া লইল কুঞ্জে।
"বস ধনী রাধা, মুরলী শিখাব
এই সে কুটীর-কুঞ্জে॥"
হরষ-বদনী ও মৃগনয়নী
কহেন হাসিয়া রসে।
"দেহ করে বাঁশী" ধনী কহে হাসি
"বৈঠহ আমার পাশে॥

যেমত বাজাও মধুর মুরলী
তেমতি শিখাও মোরে।
শিখালে মুরলী যা চাহ তা দিব
অধীন হইব তোরে ॥
নহ খলপণা খলের স্বভাব
শিখাহ মুরলী-গুণে।"
হাসিরসপানে শিখাবে যতনে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্‌—১২। জ্ঞানদাস-কৃত "মুরলী-লীলার" পদগুলি তুলনীয়। পদ-আরোহণ—তু°—"চরণে চরণ রাখ" (বৈ· প-ল, ২২০ পৃঃ)।

১৪। আঙ্গুলি ঘুরাহ রাধা—তু°—(অঙ্গুলি) "ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে" (ঐ)।

১৬। চূড়া বাঁধ ইত্যাদি—তু°—"চূড়া বান্ধ আউ-লায়্যা কবরী" (ঐ)। পরবর্ত্তী পদটিও দ্রষ্টব্য।

[৫৯৪]

গড়া

রসিক নাগর বলে—"শুন বিনোদিনি।
তোমারে শিখাব বাঁশী আমি ভালে জানি ॥'
রাধা কহে—"কুটিল ছাড়িতে যদি পার।
তবে গুণ শিখাইবে শুন বংশীধর ॥"
কানু বলে—"কুটিল যে জানিলে কেমনে।
ধর বাঁশী," কহে হাসি, "শিখাই যতনে ॥"
রাই কহে—"বিনোদ নাগর রসময়।
ভালমতে শিখিতে আমার মনে হয়।"
করেতে মুরলী দিলা হাসিয়া হাসিয়া।
মনের হরিষে বাঁশী শিখায় রসিয়া ॥
কানু কহে—"শুন ধনী আমার বচন।
ত্রিভঙ্গ হইয়া থাক পদ-আরোহণ ॥
চরণে চরণ বেড়, দাণ্ডাহ ভঙ্গিমে।
আঙ্গুলি ঘুরাহ রাধা"—বলে ঘনশ্যামে ॥
কহে চণ্ডীদাস—বড় অপরূপ বাণী।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

[৫৯৫]

কামোদ

নাগর চতুর-মণি।
কহেন একটি বাণী ॥
"শুন, শুন, সুকুমারী রাধে।
দাণ্ডাইতে শিখ আগে ॥
তবে সে ভালই লাগে।
তবে বাঁশী শিখাইব সাধে ॥
ধরহ আমার বেশ।
আরহ চরণ-শেষ ॥

পদের উপরে দেহ পদ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও
বাঁশী বাও হইয়া আমোদ ॥"

শুনিয়া আনন্দ বড়ি সে নব-কিশোরী গোরী
ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিম সুঠাম।
ধরিয়া রাধার করে নাগর রসিকবরে
অঙ্গুলি ঘুরাইতে শিখান ॥

রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে অঙ্গুলি শিখাইছে বনমালী—
"দেহ ফুঁক সুকুমারী রাধা।
বাজাহ মধুর তান মন্দ মন্দ কর গান
তিলেক নাহিক কর বাধা ॥"
হাসি কহে বিনোদিনী—"এবে কি শিখিতে জানি
অলপে অলপে যদি পারি।"
কহেন রসিক-রাজ— "ভালে সে পাইবে লাজ"
চণ্ডীদাস যায় বলিহারি ॥

দ্রষ্টব্য :—একই পদে দুই প্রকার ছন্দ লক্ষনীয়

বংশীবাদন

[৫৯৬]

কেদার

"অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পূর
শুনি যেন শ্রবণ পূরিয়া।
দেহ ফুঁক ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নাড়হ রাধে"
তাহে শ্যাম দিছে দেখাইয়া ॥
"রাই, হের দেখ চেয়ে মোর পানে।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'ও' রা-ধ্বনি করের অঙ্গুলি ঢাক
প্রথম রন্ধ্রেতে কর গান ॥"
এ বোল শুনিয়া রাই শ্যাম-মুখপানে চাই
ফুঁক দিল সব রসগান।
না উঠে কোনই গান ফাঁক ফুঁক পড়ে যেন
হাসি কানু না যায় ধরণ ॥
পুনঃ কহে সুনাগর— "শুনহ নাগরী গৌরি
নহিল নহিল এ না গান।
পুনঃ দেহ দৃঢ় ফুঁক বাড়ুক অনেক সুখ
পুনঃ ধনী, পূরহ সন্ধান ॥"

কানুর বচন শুনি বৃষভানু-নন্দিনী
কহে রাই বিনয়-বচনে।
"প্রথম মুরলী-শিক্ষা কেবল লয়েছি দীক্ষা"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে ॥

দ্রষ্টব্য :—এই বংশীবাদনও রাসলীলার প্রকারভেদ মাত্র।

---

[৫৯৭]

ধানশী

পুনরপি রাই মুরলী বাজাই
উঠিল একটি ধ্বনি।
প্রথম সন্ধান উঠিল সঘন
"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ"—উঠে বাণী ॥
কহে শ্যাম পর "বাজে অপস্বর
না উঠল রাধা নাম।
আগে গাহ ধনী, রাধা নাম শুনি
তবে সুধা অনুপাম ॥"
তবে হাসি ধনী, রাজার নন্দিনী
কহিছে কানুর কাছে।
"মুরলী শিখিতে বড় সাধ আছে
শিখাহ যে আর আছে ॥
তুমি গুণমণি গুণের সাগর
আমি সে অবলাজনে।
মুরলী শিখালে যাহা চাহ দিব"
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্—৫। অপস্বর—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি উঠিয়াছে বলিয়া। রাধার পক্ষে "কৃষ্ণ" নাম বাজানই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশী "রাধা নামে সাধা" বলিয়া এখানে "অপস্বর" বলা হইয়াছে।

[৫৭৮]

আহীর

"শুনহে নাগর গুণমণি।
এক রন্ধ্রে দুজনাতে বাজাহ ভালই মতে
যেমন মধুর উঠে ধ্বনি॥"

শুনিয়া রাধার বাণী হাসিল সে গুণমণি
মধুর বাঁশীতে দিল ফুঁক।
"রাধা-কৃষ্ণ"—দুটি নাম ধ্বনি উঠে অনুপাম
শুনিতে মধুর অতি সুখ॥

এক রন্ধ্রে দুই জনে বায়ে বাঁশী ঘনে ঘনে
মৃত তরু মুঞ্জরিতে চাহে।
যমুনার যত নীর কূলে পড়ে সু-ধীর
গান শুনি পরাণ মিলায়ে॥

রাই কহে—"শুন হরি এই সে বিনতি করি
ভাল মতে মুরলী শিখাও।
কোন্ রন্ধ্রে কোন্ কয় ফুঁক দিলে কিবা হয়
কোন্ রন্ধ্রে কোন্ রস গায়॥

দশাঙ্গুলি করে হয় সপ্তাঙ্গুলি পরিচয়
কোন্ অঙ্গুলি কিবা বোল।"
শ্যাম কহে—"শুন রাই যে হেতু শুনহ তাই
বাঁশী কিবা পরিচয় ছল॥

কাননে মধুর বলে কোন্ খানে কোন্ দিলে
আগে আছে ভাগবতে লেখা।
পূরবে সে এককালে মধুকরি আনি ছলে
তিন জনা আনি দিল দেখা॥

সেই তিন বসি তথা কহিতে কানন-কথা
সেই মধু গাগরিতে ছিল।
তিন জন অভিপ্রায় ঢালে মধু তথায়
সকল ঢালিয়া তায় দিল॥

মধুবনে সেই মধু ঢালি দিল কোন বিধু
সেই মধু উপজিল কায়।
হইয়া নারীর কায় দিব্য স্নিগ্ধ রূপ পায়
সেই রামা হইল রস ছায়॥

তবে তার শুন কথা কোন কর্ম্ম সখী হেথা
বড় পুণ্যবতী সেই নারী।
দিল তার পরিচয় মনে মনে কথা কয়"
চণ্ডীদাস বলে বলিহারী॥

টীকা

পং—১৪-১৫। তু—"কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥" ইত্যাদি। (জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২২০ পৃঃ)।

১৬-১৭। হাতে দশটি অঙ্গুলি রহিয়াছে, তন্মধ্যে সাতটি অঙ্গুলি বাঁশী বাজাইতে ব্যবহৃত হয়, ইহাদের কোন্ অঙ্গুলিতে কি সুর বাজে তাহা বল।

২০-২১। ভাগবতের ১০।২৯।৩ শ্লোকের "বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্" ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কলং ককারলকারং। বামদৃশামিতি চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগৌ" অর্থাৎ কল পদে ক, ল, বামদৃক্ পদে ঈ, এবং মনঃ পদে চন্দ্রবিন্দু, এই সমষ্টিতে কামবীজ ক্লীং সহ শ্রীকৃষ্ণের স্বস্বরূপভূত মহামন্মথমন্ত্র গান করিলেন। বৈষ্ণবতোষিণী টীকাতেও—"অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যং" বলা হইয়াছে। বোধ হয় কবি ঐ শ্লোক এবং তাহার টীকার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

২২-২৩। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা পরবর্ত্তী ৬১০-১১ সংখ্যক পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

[৫৯৯]

সূহই

আট রন্ধ্রে আট গুণের মহিমা
পাঁচ রস করে গান।
এ রাগ-রাগিণী প্রথম আঁখর
কনিষ্ঠ আঙ্গুলি তান॥
তানে মধু আছে অঙ্গুলির কাছে
অতি সে সুস্বর বটে।
রাই-করে ধরি রসিক মুরারি
গানের মাধুরী উঠে॥
"গাও গাও কিছু মধুর মধুর
কালিয়া আঁখর শুনি।"
প্রেমরসে রাধা আবেশ হইয়া
কহেন একটি বাণী॥
রাধা-শ্যাম বলি বাজয়ে মুরলি
যমুনা উজান ধরে।
খগ মৃগ পাখী ডুসারি কাননে
বাঁশীটি শুনিয়া ঝুরে॥
একবার রাই বাঁশী ফুঁক দিল
পুনঃ ফুঁক দেয় শ্যাম।
মধুর মধুর এ রাগ-রাগিণী
বাজাই অনুহিপাম॥
রাধা নাম ক্ষেণে শ্যাম নাম ক্ষেণে
যেমন রসের বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে— দুঁহু সে রসিক
মরমে মরমে পশি॥

[৬০০]

কামোদ

দুঁহু বাহে মধুর মুরলী।
অপরূপ দুঁহু রসকেলি॥
এক রন্ধ্রে দুজনে বাজায়।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তায়॥
রাই কহে—"শুন নাগর কান।
পূরল মনের অভিমান॥
সাধ ছিল শিখিতে মুরলী।
তাহাও শিখালে বনমালী॥"
কানু কহে—"আর কি শিখিবে
নিশ্চয় কহিবে তুমি এবে॥"
হাসি ধনী ধরণে না যায়।
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গায়॥

[৬০১]

গড়া

"হেদে হে মুরলীধর না বাস আপন পর
হাসিয়া কহ না এক বোল।
যে ছিল মনের সিদ্ধি (?) তাহাই পূরালে বিধি
মুরলী শিখিল রামভূর॥ (?)
আর এক শুন কান আকুল রমণী-প্রাণ
আপনি বাজাহ নিজ বাঁশী।
শুনি গোপ সুনাগরী শুনিতে আনন্দ বড়ি
ঘুষে যেন হেন নিশি দিশি॥

মধুর মধুর ধ্বনি গাও দেখি গুণমণি
নিজ মুখে শুনিতে মধুর।
কি জানি কি গাও গুণে বিষ ভরি মুখ খনে(?)
শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর॥

যেই ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন
চেতন গেয়ান নাহি থাকে।
তেমতি তোমার বাঁশী কুল লেই হাসি হাসি
দংশন করয়ে আসি বুকে॥

কভু বাঁশী প্রেমধারা কখন ভুজঙ্গ পারা
গরল সমান কভু হয়ে।
কেন বা এমন হয় এ অবলা প্রাণ লয়"
দীন চণ্ডীদাস ইহা কয়ে॥

টীকা

পঙ্—১৭। তু°—"শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্তৃক দংশিত হইয়াছেন" (বিদগ্ধমাধব, ৬৯ পৃঃ)।

১৮। প্রেমধারা—যেহেতু ইহা "শব্দামৃতপ্রবাহ উদ্গিরণ করে" (ঐ, ৬৬ পৃঃ)। ভুজঙ্গ পারা—কারণ হৃদয়ে দংশন করে। গরল সমান—যেহেতু ইহা অভিলাষের তীব্র জ্বালা উৎপাদন করে।

কখন কখন বাজয়ে কেমন
কখন মধুর সম।
কখন কখন গরল সমান
গাইতে হইয়ে ভ্রম॥
কোন অভিলাষে বাজয়ে কেমন
না জানি ইহার রীত।
মধুর মধুর বাজয়ে সুস্বর
কত আনন্দের গীত॥
বাঁশী পরবশ নহে নিজ বশ
কখন হয়নি ভাল।
বাঁশীর চরিত বুঝিতে না পারি
তুমি বা কি আর বল।
তুমি কি জানিবে মধুর মুরলী
নহে পরিচয় তায়।
বাঁশী আগে কর বশীভূত পনা
তবে কিবা রস হয়॥
যখন না ছিল পরিচিত রাধা
এবে হল জানাশুনা।"
চণ্ডীদাস বলে— আমি জানি ভালে
যে দেহ দুকুলে হানা॥

[৬০২]

গড়া

হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
রাধারে কিছুই বলে।—
"কহিল সকল তোমার গোচর
বচন-ছলে॥

নিধুবনে কিশোরী রাজা

[৬০৩]

শ্রী

সব গোপীগণে কমল নয়ানে
কহিল একটি বাণী।
"হেন শুন আসি,"— কহে হাসি হাসি
এক মনে অনুমানি॥

কহে গোপীগণ হরষ বদন
কহেন নাগর রায়।
"কি হেতু হৃদয় করল নাগর
কহ না শুনিতে তায়॥"
"মনের বেদনা মরমের খেলা
কহিল সবার কাছে।
এক অভিলাষ মনের মানস
ইহাই কহিতে আছে।"
"কহ না বিচারি,"— কহিল নাগরী
চাহিয়া নাগর-পানে।
কহিতে লাগিলা রসের রসিক
উগারল যেবা মনে॥
"এই বৃন্দাবনে রতন-আসনে
রাধারে করিব রাজা।
রমণী-মাঝারে জয় জয় দিয়া
বাঁধিয়া রাখিব ধ্বজা॥
সবার মাঝারে ছত্র দণ্ড দিব
ধরিয়া আড়ানি মাথে।"
চণ্ডীদাস বলে— অদভুত লীলা
ইহা বা বুঝিবে কতে॥

টীকা

পঙ্—১-২। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন।

৪। আমার মনে এক বাসনার উদয় হইয়াছে।

৭-৮। তোমার হৃদয়ে কি বাসনার উদয় হইয়াছে তাহা বল।

১১-১২। আমি আর সকল কথাই তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু মনের একটি বাসনা সম্বন্ধে এখনও বলা হয় নাই।

১৬। উগারল—উদিত হইল।

দ্রষ্টব্য :—২৩শ পঙ্ক্তির "অদভুত লীলা"য় আর এক প্রকার রাসের সূচনা হইতেছে।

[৬০৪]

শ্রী

এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন গোপের নারী।
"বড় অদভুত শুনিল বেকত
ইহা পরমাদ বড়ি॥"
ভাল ভাল বলি বলে গোপীগণ
"যাহাই করিবে তুমি।
সেই সত্য ফল সেই সে সুদিন
কি আর বলিব আমি॥"
কেহ বলে—"শুন নাগর মোহন
না দেখি না শুনি কানে।
রাধারে রাজত্ব দিবে সে বেকত
দেখি যে মনের সনে॥"
আনন্দ অথির হইয়া নাগরী
কহেন কানুর পাশে।
রাধা পাঠাইয়া সকল গোপিনী
বদনে বসনে হাসে॥
অপরূপ লীলা কিবা সে সৃজিলা
রসিক নাগর কান।
এমন আনন্দ রসের লহরী
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

[৬০৫]

কাফি

কেহ কেহ গোপী যমুনার নীরে
তুলল পঙ্কজকুল।
কোন গোপী তুলে নানা সে কুসুম
সুষম মৃণাল ফুল॥

কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর
মল্লিকা মাধবী লতা।
কানড়া কুসুম ধাতকী সুষম
তুলল ঝামরু পাতা ॥
কুন্দ করবী আমলি সুন্দর
চম্পক কেতকী বেলি।
কিবা মনোহর তুলল গোলাপ
তাহে সুন্দর চামেলী ॥
নানা জাতি ফুল তুলল সুন্দর
নাগরী গোপের রামা।
কেহ করে ডালি গাঁথে বনমালা
নিকুঞ্জ সহরে জানা ॥
নিকুঞ্জ-বেদিকা বেড়িয়া রোপল
সুন্দর কদলীদল।
সুবর্ণের ঘটে বারি সে পূরল
আমশাখা তার পর ॥
কোন ব্রজনারী এ তৈল-হলুদি
বিবিধ সৌরভ করি।
নানা গন্ধ আদি আছিল যে বিধি
বসাইল আসন 'পরি ॥
সহস্রধারা করি তাহা বারি ঢারি
স্নান করাইল গৌরী।
নানা বেদ-ধ্বনি করিয়া গোপিনী
সবাই মগন কেলি ॥
জয় জয় ধ্বনি যতেক গোপিনী
দেওলি নিকুঞ্জ-মাঝে।
বিনোদ নাগর অভিষেক করে
শঙ্খ ঘণ্টা যোড়া বাজে ॥
স্নান সমাধি রাধারে লইয়া
করত বেশের শোভা।
বিনোদ পাগুড়ি বিনোদ বন্ধান
বান্ধল আনন্দ লোভা ॥

তাহে আরোপিত মাণিকের ঝুরি
দেওল পাগুড়ি পাছে।
তনু-আচ্ছাদন নীল তনুত্রাণ
অতি সে রঙ্গিম কাছে ॥
তাহে সে বান্ধল নেতের পটুকা
বেড়ল ভালই তাথে।
চণ্ডীদাস অতি দেখিয়া মূরতি
যৈছন চাঁদের মতে ॥

[৬০৬]

মালব

অসীম সুসর সাজল সুন্দর
নবীন কিশোরী গোরী।
মঙ্গল-বচন যত ব্রজজনা
কুঞ্জেতে লইল সরি ॥
রত্ন-সিংহাসনে বসাই যতনে
উজল করল রাধা।
হুলাহুলি দিয়া যত গোপীগণ
আনন্দে নাহিক বাধা ॥
কেহ শিরে দেই দূর্ব্বাদল আনি
কেহ সে দিছেন ধান।
কেহ কেহ ফেঁকে শিরের দুপাশে
গুবাক সুগন্ধ পান ॥
নানা ফল পুষ্প দধি মীন ঘট
রাখল সম্মুখে ধরি।
রতন প্রদীপ জ্বালল দুসারি
হেম ঘটে থাপি বারি ॥

মলয়-চন্দন মৃগমদ ঘন
অগোর কস্তূরী চুয়া।
নিকুঞ্জ-মাঝারে কুটীর-ভিতরে
ডারল গোপিনী লয়া॥
সুগন্ধ কুসুম বিছাই চৌদিকে
অতি সে সৌরভ বাসি।
মধু-লোভে অলি লাখ লাখ কোটী
তাহাতে উড়িয়া বসি॥
নানা বাদ্য বাজে তাল মান রসে
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি বীণা।
শঙ্খ করতাল মদন-ভেউর
রবাব খঞ্জরি পিনা॥
পাখোয়াজ বাজে কাহাল রসাল
বেণুর শবদ রসে।
বাঁশী করতাল এ সব মণ্ডল
ঘণ্টা কলরব শেষে॥
এই সব যন্ত্র বাজয়ে সুতন্ত্র
জয় জয় উঠে ধ্বনি।
মঙ্গল সুচার বেদ সে বিধান
করল যতেক ধনী॥
বৈঠল কিশোরী আসন উপরি
রাজ-আভরণ সাজে।
জয় জয় দিল গোপিনী-মণ্ডল
রাধিকা করল মাঝে॥
ময়ূর ধরিল আড়ানি শিরেতে
ময়ূরী ধরিল তা।
ফেকন ধরিয়া রাই শিরে দিয়া
এই দুই রহল তথা॥
রাজভাট ডাকে কোকিলা কোকিল
ডাহুকি ডাহুক বলে।
ভ্রমর-ঝঙ্কারে শানাই শবদ
তাহা সে গাইল ভালে॥
চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ লীলা
কুঞ্জে রাধা ভেল রাজা।
রমণী-মাঝারে রমণী-মোহন
বাঁধিয়া দিল যে ধ্বজা॥

টীকা

পঙ্—৪। সরি—সংস্কার করিয়া।
১১। ফেঁকে—নিক্ষেপ করে।
২০। ডারল—নিক্ষেপ করিল, ঢালিল।
২৭। মদন-ভেউর—কামোদ্দীপক ভেউর (বংশী বিশেষ)।
৪১। আড়ানি—আবরণ।

[৬০৭]

মঙ্গল

নিকুঞ্জ-সহর সব গোপীগণ
সাজাইল সারি-সারি।
দুদিকে কুটীর আয়ারি বান্ধল
রসিক চতুর ধারী॥
বাজার দুসারি যত ব্রজনারী
সহরে বৈঠল তারা।
চিত্রা দেবী ভেল রাজ কারবার
ঐছন সবার ধারা॥
সহর-কোটাল হইল রসাল
এ নব-নাগর কান।
রাজকর সাধে রসিক নাগর
মনে ভেল অনুপাম॥

কোটাল প্রহরী রসিক নাগরী
সাধয়ে রসের দান।
* * * * * *
* * * * * ॥
রাজার দোহাই দোসারি ফিরাই
ফিরিয়া চলত তাই।
করহ চৌদল ফিরাই সুন্দর
রচহ উপায় এই ॥
এ নব নাগরী চৌদল করল
রাধা চড়াইল তায়।
লইয়া সহরে ফিরায় সুন্দরী
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

[৬০৮]

কেদার

সহর ফিরায়ে ধনী রমণীর শিরোমণি
লীলাবতী চামর ঢুলায়।
চম্পাবতী আদি নারী এ নব অষ্ট নারী
সেবা করে মনে অভিপ্রায় ॥
ফিরাইল বিনোদিনী নব নব গোপিনী
সবে লয়ে গেল সেই কুঞ্জে।
এই লীলা রচে কান আইল সে কুঞ্জধাম
দেখ ইহা সব নবপুঞ্জে ॥
করিতে রাসের রস মদনে হইয়ে বশ
রচিলা নাগরবর কান।
কহেন রসিক রায়— "মোর মনে হেন ভায়
বিন্ধল মদন-শর বাণ ॥"

পুনঃ ধনী করে বেশ বাঁধল চাঁচর কেশ
বেণীর বন্ধান করে ছাঁদে।
নব মল্লিকার মাল বেড়িয়া কনকজাল
মানিক কোঁপনি দিয়া বাঁধে ॥
সিঁথায় সিন্দুর শোভা যেমন রবির আভা
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
মেঘ হইতে যেন শশী আসিয়া যেমন বসি
কত ঘটা ছটা কোটী ইন্দু ॥
অধর রাতুল দেখি হিঙ্গুল কিসে বা লখি
নাসার বেশর ঝলমল।
কাঁচুলি সে অনুপাম বেড়িয়া মুকুতাদাম
অনুপাম কি তার সুন্দর ॥
নানা আভরণ সাজে কিঙ্কিণী সুচারু বাজে
চরণে নূপুর করে ধ্বনি।
কি আনন্দ দেখি তায় মনমথ মুরছায়
চণ্ডীদাস যাইছে নিছনি ॥

দ্রষ্টব্য :—"করিতে রাসের রস" (পঙ্—৯) উক্তিতে বুঝা যায় যে, কবি ইহাও রাসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

টীকা

পঙ্—৯-১০। এই পালাটিতে রাধাকৃষ্ণের মিলনে রাসের পরিকল্পনা রহিয়াছে। পরবর্ত্তী পালাতে ভাগবতের অনুকরণে নৃত্যগীতাদি সহ রাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ পালাটি রাসপঞ্চাধ্যায় অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। কবি নিজেও ইহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন (৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই পালাতে রাধার মান, বংশীবাদন, নিধুবনে কিশোরী রাজা ইত্যাদি বিষয়ে কবি নানাপ্রকার নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। রাসের এই নূতনত্বও লক্ষণীয় বিষয়।

১৩-১৪। এখন রাধা "রাজবেশ" পরিত্যাগ করিয়া মিলনের বেশে সজ্জিত হইতেছেন।

[৬০৯]

কেদার

শ্যাম-বামে বৈঠল কিশোরী।
মেঘে যেন মিশয়ে বিজুরি ॥
সোনার কমলে মধুকর।
তেমতি সাজল কলেবর ॥
দুঁহু রূপ না যায় কথন।
কোটী কোটী মূরছে মদন ॥
সহচরী কুঞ্জ-নিকেতনে।
কেহ করে চামর ব্যজনে ॥
কেহ চন্দন দিছে গায়।
কেহ চুয়া চন্দন যোগায় ॥
কেহ করে পাখা মন্দ বায়।
চণ্ডীদাস দুঁহু গুণ গায় ॥

যুগল-রূপ

[৬১০]

মঙ্গল

দেখ দেখ সখি চাহিয়া দু আঁখি
কিশোর-কিশোরী-শোভা।
যেমন ঘনেতে বিজুরি বেড়ল
কি দেখি বরণ-আভা ॥
সখীগণ কহে— "হেন মনে লয়ে
মেঘ আসি কিবা নামে।
গগন হইতে আসি আচম্বিতে
কলপ-তরুর ঠামে ॥"
কোন সখী কহে— "এই ঘন নহে
ও দেখি শ্যামের দেহা।
বিজরি বলিয়া দেখিলে ভালিয়া
ওরূপ কিশোরী সেহা ॥
যার অপরূপ দেখিনু স্বরূপ
কহিলে কি জানি কি হয়।
দুহু অনুপাম বেশের আভাতে
বৃন্দাবন শোভাময় ॥
এক তরুবর কালিয়া বরণ
আর তরুবর গোরা।
বড় অদভুত কি হেতু ইহার
বিচারি কহ না তোরা ॥"
সখীর বচনে আর সখী তাহে
চাহিল বনের পানে।
দেখিল বেকত আধ সে গউর
আধ সে কালিয়া সনে ॥
এক সখী ছিল চেতন গোয়ালী
বিচারি কহিছে তায়।
"এ কথা কহিতে কাহার শকতি
কে না পরতীত যায় ॥
রসের সায়র রূপের দরিয়া
তাহে আছে এক সুধা।
সেই সুধা আনি বিহি সে রাখিল
বেকত করিয়া জুদা ॥
আর কূপ মাঝে সে ছিল অমিয়া
লইল যতন করি।
সেই দুই সুধা বিহি সে আনন্দে
রাখল একক ধরি ॥"
চণ্ডীদাস কহে— অপার চাতুরী
কে জন বুঝিবে ইহা।
বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা ॥

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। তু°—"বড় অদভুত দেখি যে বেকত, মেঘ নামে আচম্বিতে" (প্রথম খণ্ড, ১১৮ সং পদ, এবং ১৪৩ সং পদ)।

২৯-৩৬। এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদে রূপ, রস ও সুধা লইয়া বিধাতা কর্ত্তৃক রাধাকৃষ্ণের দেহ গঠনের বর্ণনা করা হইয়াছে।

[৬১১]

সুহই

"দুই সুধা লয়ে বিহি গেল ধেয়ে
গড়ল মূরতি দুই।
কুন্দন সুন্দর অতি মনোহর
মূরতি হইল সেই॥
যখন গড়ল প্রথম পৃথক্
নিরমাণ কৈল দেহা।
সম্মুখে আছিল রূপের সুধায়ে
পড়িল কাজর রেহা॥
সেই সুধা লয়ে গড়ল মুরতি
কালিয়া হইল শ্যাম।
আর সুধা ছিল আন ঘটে পূরি
তার কহি পরমাণ॥
তবে সেই বিহি গড়ল মূরতি
অনেক যতন করি।
চামস করকলা (?) পড়ল তাহাতে
তাহাতে হইল গৌরী॥
বিহি নিরমিয়া চলল সেখানে
যেখানে রসের নদী।
সেই নদীজল ধোয়াল সুন্দর
মাজল বেকত সিধি॥
কোনখানে কৈল সেই সে সম্পদ্
এ তিন ভুবনে ধাতা।"
চণ্ডীদাস বলে— এই দুই মূরতি
কে জানে এ সুখ-কথা॥

---

[৬১২]

ধানশী

এক এক দেহ দেহের গণন
এ দেহ আছয়ে বহু।
নব নব শত সহস্র পূরিত
অনন্ত সমন্দ কহু॥
কোন অঙ্গ কোন করত সেবন
সহস্র পুটকে ছটা।
ইন্দু বিন্দু বিন্দু বিষহ আভাষ (?)
বৈগ সে সব ঘটা॥
সাত পুট ঘাট সারল্য শব্দক
চিহ্ন চিহ্ন অতিশয়।
এক এক দেহ দেহ ভিন্ন নহে
দেহে রসভার হয়॥
কোন সে স্বভাবে কিসে কোন রতি
রতির আর্ত্তিক কত।
কোন সে প্রধানে কোন সে বেকত
কোন সে মোক্ষক যত॥
চারি চারি চারি অঙ্গ অঙ্গ বহু
এ অঙ্গ কে রতি পায়।
চণ্ডীদাস কহে— কোন কোন জন
কেহ সে খুঁজিয়া পায়॥

[৬১৩]

এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত
ইহা কে কহিতে পারে।
ছায়ার মুকুর দেহ সে দেখহ
এ কথা দেখিবে ছলে ॥
কালার ছটায়ে কালারূপ ধরে
এ সব তরুর কুলে।
গৌর দেহেতে গৌর বরণ
ধরিয়াছে অবহেলে ॥
সখীর বচন হাসিয়া সঘন
সকলি গৌর দেখি।
আপনার দেহ দেখল গৌর
দেখল সকল সখী ॥
নিকুঞ্জ-ভুবন সেই ত গৌর
গৌর কালিয়া কানু।
সকল গৌর দেখল বেকত
গৌর আপন তনু ॥
সকল গৌর দেখিয়ে সখিনী
মনেতে লাগল ধন্দ।
চণ্ডীদাস কহে— ও নব নাগর
গৌর হইল কুঞ্জ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে চৈতন্যাবতারের আভাস রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

[৬১৪]

সুহই

তৈখনে দেখল আর অপরূপ
তমাল তরুর গাছে
সে গাছে কতেক চাঁদ ফলিয়াছে
দেখি অদভুত সাজে ॥
কোথা হতে এল এত শশধর
অরুণ সেখানে কেনে।
ময়ূর ফণীতে একত্র দেখিয়ে
কি হেতু ইহার সনে ॥”
সখীর বচন শুনিয়া তখন
কহেন কোন বা সখী।
“ও নব তমাল ও নব কিশোরী
তাহাতে বেড়িয়া থাকি ॥
ফুলে ফুলে এক দেখ পরতেক
ভুজঙ্গ না হয় এই।
ভুজঙ্গ সমান রাধার বেণী সে
দোলনা হইছে ওই ॥
বিধু যত দেখ ও নখ-চন্দ্রক
উপমা গণিব কিসে।”
দুঁহু দুঁহু ওই লখিতে লখই
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

টীকা

প্রথমখণ্ডের ১৪৩ সং পদ এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য

[৬১৫]

কল্যাণ

সকল গোপিনী মোহিত হইল
দেখিয়া দোঁহার রূপ।
ক্ষেণে ক্ষেণে সুখ আনন্দ বাড়িছে
প্রেমের রসের কূপ ॥

হের দেখ দেখি নয়ান ভরিয়া
কি শোভা আনন্দ বড়ি।
এ দুটি নয়ান তা পানে না রহে
পিছলি পড়য়ে ছড়ি॥
কোন সে বিধাতা রূপ নিরমিল
এমন রসের সার।
ও রূপ-লহরী দেখিতে কি দেখি
কেবল অমিয়া ধার॥
এত দিন বসি গোকুল-নগরে
না দেখি এমন জনা।
নিকুঞ্জে শোভল এত রূপ যেন
কেবল কালিয়া সোনা॥
ভাবের আবেশে ও নব নাগরী
সুখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার রূপেতে
মোহিত ব্রজের রামা॥

[৬১৬]

কামোদ

রাই শ্যাম একই পরাণ।
হেরি নাগর ধরণে না যান॥
শ্যাম-অঙ্গেতে অঙ্গ হেলাইয়া।
বাহু বাহু আছয়ে বেড়িয়া॥
সোনায় সোহাগা যেন মিলে।
তেমতি নাগরী নাগর-কোলে॥
এক অঙ্গ দুহু নহে ভিন।
চণ্ডীদাস দেখি নিশিদিন॥

[৬১৭]

কামোদ

দেখ অপরূপ' সিয়া।
ধরণী উপরে এ চারু পঙ্কজ
দেখ যে নয়ানে চায়া॥
পঙ্কজ উপরে বিশ শশধর
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারি গজের উপরে যুগল
কেশরী শোভিত রাজ॥
কেশরী উপরে এ দুই সায়র
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল
চারু শাখা তাহে ধরি॥
তাহে এক শুন একটি তমাল
নবঘন সম দেখি।
একটি তমাল সোনার বরণ
শুন গো মরম সখী॥
তাহে ফলিয়াছে অরুণ-বরণ
এ চারু উত্তম ফল।
ফলের ভিতরে ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তার শাখা দল॥
তাহার উপরে কিরের বসতি
তা পরে চকোর চারি।
তা পরে চাঁদের এ দুই বৈসত
পিতেই তাহার বারি॥
তাহার উপরে বিধু সে অরুণ
তা পরে ময়ূর অহি।
চণ্ডীদাসে দেখি মোহিত মানল
এ কথা জানিবা কহি॥

টীকা

পঙ্‌—২। পঙ্কজ—পদকোকনদ।
৪। বিশ শশধর—রাধাকৃষ্ণের বিংশ পদনখচন্দ্র।
৫। গজ—গজশুণ্ডাকৃতি উরু চতুষ্টয়।
৭। কেশরী-শোভিত—সিংহের ন্যায় সরু কটিদেশ।
৮। সায়র—নাভী-সরোবর।
৯। গিরি—নিতম্বদেশ।
১০। তমাল—দেহতরু।
১১। চারু শাখা—চার হাত।
১৩। কৃষ্ণের বর্ণ।
১৪। রাধার বর্ণ।
২৬ ১৭। অরুণ-বরণ ফল—বাঁধুলীর ন্যায় ওষ্ঠ চতুষ্টয়।
১৮-১৯। কুন্দ কলিকার ন্যায় দন্তরাজি।
২০। কির—কীরের চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা।
২১। চকোর চারি—তৃষিত চারি চক্ষু।
২২। চাঁদের এ দুই—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটদ্বয়।
২৪। বিধু ও অরুণ—চন্দন ও সিন্দূরের ফোঁটা।
২৫। ময়ূর অহি—কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ এবং রাধার সর্পাকৃতি শিরোভূষণ।

এইরূপ বর্ণনা প্রথম খণ্ডের ১৪৩ সং পদেও আছে।

[৬১৮]

সুহই-মঙ্গল

দেখ নব কিশোর কিশোরী।
ও নব নাগরী দেখ নাগরের কোলে গো
অঙ্গে অঙ্গে আছয়ে পসারি॥
নবঘন যেন শ্যাম রাই সে চম্পকদাম
দুঁহু তনু এ দুই সমান।
মত্ত করিবর কাছে যেমন কুরঙ্গ রাজে
মত্ত ভৃঙ্গ কুসুম সুঠাম॥
শিখিপুচ্ছ উড়ে বায় এক বেণী শোভা পায়
এক কপালে শশধর ধরে।
আর কপাল-মাঝে কিবা সে অরুণ সাজে
নীল পীত বসন সুন্দরে॥
বলয়া বাহুটি টার আর বৈসে মতিহার
বেশর সে আভরণ সারা।
এ মণি-মঞ্জরী পায় তাহে সে পঞ্চম গায়
আর পদে নূপুর বিকারা॥
দুঁহু সে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে রাশি
বৃন্দাবন কি শোভা আনন্দে।
চণ্ডীদাস বলে ভাল দুঁহু রূপে করে আলো
গোপীগণ মোহিত সানন্দে॥

[৬১৯

সুহই-মঙ্গল

এ নব নাগর গুণের সাগর
রাধার বদন হেরি।
হাসি রসে রসে অমিয়া বরিষে
বামে শোভিয়াছে গৌরী॥
দেখ দেখ রূপ' সিয়া।
কোন বিধি এত রূপ নিরমিল
কে জানে কি সুধা দিয়া॥
এত রূপখানি কেমনে গড়ল
ধন্য সে রসিয়া জনে।
কোন বিধি এত রূপ নিরমিল
কুন্দল মনের সনে॥

শুভক্ষণ দিনে অমিয়ার সনে
মুখেতে দিয়াছে ঢালি।
চণ্ডীদাস কহে দুঁহু রূপখানি
হিয়াতে রাখিয়া ভালি॥

[৬২০]

সুহই-মঙ্গল

"শুন গো মরম সই, কি রূপ দেখিনু ওই
* বেশ কি দিব তুলনা।
হেন মোর মনে লয় কি আর কুলের ভয়
মনে রহে বড়ই ঘোষণা॥
হেন মনে করি সাধ যদি নহে পরমাদ
গুরুজনে কতত্ত ডরাই।
হিয়া ফাড়ি যথা তনু রাখিতে কালিয়া কানু
সেইখানে করিতাম ঠাঁই॥
নারীজন্ম করে বিধি নহে এই গুণনিধি
নিশি দিশি রাখিমু সম্মুখে।
যেখানে মরম-স্থান রাখিতাম সেইখান
না পাইয়া শেল রহে বুকে॥
শাশুড়ী ননদী পাপ তারা দেয় বড় তাপ
উচ কথা না পাই কহিতে।"
চণ্ডীদাস কহে তায় হেন মোর মনে ভায়
এ কথা না গেল মোর চিতে॥

দ্রষ্টব্য:—মিলনের পরবর্তী রাধার এইরূপ উক্তি দানলীলার (প্রথমখণ্ড, ১৪৫-৭ সং পদে) পালাতেও রহিয়াছে।

টীকা

পঙ্—৭-৮। তু—"এ বুক চিরিয়া যেখানে হৃদয়, সেখানে তোমারে থুব।" (জ্ঞানদাস)।

---

[৬২১]

রসিক নাগর চতুর শেখর
করিতে রসের রঙ্গ।
মনমথ যেন কুঞ্জর ছুটল
রমণী মোহিতে সঙ্গ॥
ধৈরজ না মানে আন নাহি শুনে
মত্ত চিত্ত ভেল তায়।
নাগরী সকল দেখিয়া বিকল
কটাক্ষ লহরে চায়॥
ঈষৎ হাসিয়া নাগর রসিয়া
করিতে রমণ-কেলি।
যেমন কুসুম দেখিয়া সুষম
লোভিত হইলা অলি॥
যেন করিবর করিণী দেখিয়া
ধৈরজ নাহিক মানে।
মত্ত মৃগ যেন মৃগিনী দেখিয়া
ছুটিয়া বুলয়ে বনে॥
তৈছন লুবধ মাধব মুগধ
মোহিতে তরুণীগণে।
অতি রাসলীলা নাগর রচিলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। তু—জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ" (চর্য্যা, ৯)।

১৯২০। এখানে আর এক প্রকার রাসলীলার অবতারণা করা হইয়াছে। ভাগবতে যে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অনুকরণে কবি প্রথম পালাটি রচনা করিয়াছিলেন (পরবর্ত্তী পালা দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই দ্বিতীয় পালায় "নিধুবনে কিশোরী রাজা", (৬০৩ সং পদ), "রাধা-কৃষ্ণের মিলন", (৬০৮ সং পদ), এবং "নব কুঞ্জর-লীলা"

(৬২৫ সং পদ) প্রভৃতিতে কবি বিবিধ নূতন ধরণের রাসের পরিকল্পনা করিয়াছেন। (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য।)

[৬২২]

বিহাগড়া

নিকুঞ্জ-শোভিত কি রস-কেলি
এ মণিমণ্ডপ করিয়া মেলি
রতন-মণ্ডিত পরেশ দোল
স্তম্ভ সুচারু গড়ল ভাল
রতন মন্দিরে শোভিতে।
ঝঝর ঝলকে এ চারু পাশ
মুকুতা দুসারি গাঁথনি সার
গন্ধ মল্লিকা যাতি সুবাস
কুঞ্জ-কুটীরে চৌদিকে ভাল
সুগন্ধে আমোদে মোহিতে।
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গান
চকোর চকোরী পাওত তান
হংস হংসী কর জোড়েতে ফিরত
নিকুঞ্জ মাঝে মাঝে ঘুরি
মণ্ডলগণ সারিতে।
ময়ূর ময়ূরী সরস ভাল
কোকিল ডাহুকা ডাকে রসাল
শারী শুক পিক ডাকত সার
জয় জয় কৃষ্ণ মোহিতে॥
হরিণ হরিণী সারস পাখা
ভূলোক গগন ফেরত আঁখি
যৈছে দিক উপর রেখি
সুচারু গমন করত কেলি
হেরি নয়ন মোহিতে।
চামর চামরু কুঞ্জর-রাজ
দেওত নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝ
তাহাতে সাজল [নাগর] রাজ
তাহার বামে নারী গৌরী
হেরি চণ্ডীদাস গাইতে

[৬২৩]

বিহাগড়া

ফুটল ফুল মাধবী যাতি
পারুল কিংশুক ধাবক ভাতি
কেতকী কুন্দ কদম্ব পাঁতি
ধরণী-লম্বিত রসাল ফুল
বরণ কুসুম-কাননে।
কেয়া আমলকী পলাস ফুল
ফুটল মল্লিকা দুসারি কুল
করবী গুলাল সৌরভ-পূর
গন্ধে আমোদ কাননকুঞ্জ
মধুকর-কর শোভনে॥
বাঘনখি আর কুবল আদি
ফুটল ফুল সব সমাধি
চণ্ডীদাস গুণ গাওত সাধি
অপরূপ রূপ কাননে।
গাওত কতেক তান মান
হেবি মূরতি রসের প্রাণ
অতি মগন এ পাঁচবাণ
রসিক নাগর শোভনে

[৬২৪]

কামোদ

যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
অখল রমণী করত গান
মগন হইয়া গাওয়ে বাওয়ে
বরজ রমণী ধনী।
ঝাঝরি গান মৃদঙ্গ তান
ররাব ঠমকি তান মান
মূরজ কেরি ভেরী বায়
দৃমি দৃমি ঘন বাজনি ॥
বীণা বেণু সব মণ্ডলী গায়
পাখোয়াজ সব কি গতি বায়
সুন্দরী পিনাক মধুর গাওনি।
চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
গোপীর মণ্ডলী কি শোভা পায়
আনন্দ বড়ি সে রসের সার
ফেরি ফেরি মগন চিত
বিসখ বিছল কামিনী ॥

দ্রষ্টব্য:—এই সকল পদের অস্পষ্টতা বোধ হয় পরবর্ত্তী পুথিলেখকগণের অসতর্কতায় হইয়াছে।

[৬২৫]

ধানশী

নাগর নাগরী প্রেমের গাগরী
এ দুই গমনসরে।
ধরিয়া নাগরী নাগরের কর
নিকুঞ্জ মাঝারে ফিরে ॥
এ নরকুঞ্জর আকার সুন্দর
দেখিয়া নাগররাজ।
এক শত নারী কুঞ্জর-আকার
আসিয়া মিলিল মাঝ ॥
তা দেখি নন্দের নন্দন-আনন্দ
চরিয়া কুঞ্জর 'পরে।
রাধা শ্যাম তাই চড়ল তাহাই
বিহার করই তারে ॥
কুঞ্জর-কামিনী বরজ-রমণী
ফিরই যে কুঞ্জে কুঞ্জে।
এই রস-কেলি করে দুই জনে
সকল কাননপুঞ্জে ॥
চণ্ডীদাস দেখি আনন্দ-মগন
সুখের নাহিক ওর।
নাগর নাগরী প্রেমের লহরী
মনমথে হল ভোর ॥

দ্রষ্টব্য:—এখানেও আর এক প্রকার "রস-কেলি" (পদ্—১৫) বা রাসলীলার সূচনা হইতেছে।

[৬২৬]

কেদার

দেখ দেখ অপরূপ।
এ নর-কুঞ্জর শোভিছে সুন্দর
বড় আনন্দের কূপ ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে বিলাসি সঘনে
লহরী মদন ভাতি।
মদন দংশল হিয়ার মাঝার
হেরিয়া ধবল রাতি ॥

যখন মোহিত গোপিনী মোহিতে
তেজিয়া কুঞ্জের বাস।
বিহ্বল মদন ধানুকী ধনুক
ছাড়িয়া নাগর-পাশ ॥
পরের রমণী নিশিতে গমন
জানিয়া নাগর রায়।
* * * * * *
* * * * * ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯ সংখ্যক পদ। ইহার পাদটীকায় নীলরতন বাবু লিখিয়াছেন—"এখান হইতে মূল পুথির ৮টি পাতা নাই। * * * ৪০টা পদ বাদ গিয়াছে।" অতএব এই পালাটির পরিসমাপ্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে না। ইহার পরে রাসের প্রথম পালাটি সন্নিবিষ্ট হইল।

এইরূপ কুঞ্জরলীলার ছবি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস এই লীলার প্রবর্তক হইলে, ইহা তাঁহার সময়সম্বন্ধে ধারণা করিবার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

রাসলীলা

ভাগবতের অনুকরণে রচিত

প্রথম পালা

প্রবেশিকা

নীলরতন বাবু তাঁহার চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৫০৯ সংখ্যক পদের (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী (অর্থাৎ তাঁহার গ্রন্থের ৫১০ সং পদ, এবং এই গ্রন্থের ৬৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) পদ পড়িয়া বুঝা যাইতেছে যে, কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, পথে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে কাঁধে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অহঙ্কার হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা অদৃশ্য হন।"

এই ঘটনাটি ভাগবতেও বর্ণিত রহিয়াছে (ঐ, ১০।৩০।৩১-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৩৯ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাস বলিয়াছেন যে, তিনি ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় অনুসরণ করিয়া একটি পালা পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। গোপীকে কাঁধে করিবার প্রসঙ্গও রাসপঞ্চাধ্যায়ের অন্তর্গত। অতএব এখানে দীন চণ্ডীদাস-রচিত রাসলীলার প্রথম পালাটির ঘটনাবিশেষের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তারপর নীলরতন বাবু ১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাসলীলার যে পালা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতেও ঐ পালাটি ঐ পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব চণ্ডীদাসরচিত রাসের একটি পালা যে এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। [অন্য একটি (অর্থাৎ গৌণরাসের পরে রচিত) পালা যে "শারদপূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি ক্রমে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী পালার প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)]। সুতরাং প্রথম পালার প্রারম্ভ ও তদন্তর্গত ঘটনাবিশেষের পদও পাওয়া যাইতেছে। এইজন্য চণ্ডীদাসের উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্ত্তী পদগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই পালাটি প্রকৃত পক্ষে প্রথমখণ্ডে অক্রূরাগমনের পূর্ব্বে বসিবে (১৯৩ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

দীন চণ্ডীদাস প্রধানতঃ ভাগবত অনুসরণ করিয়া এই পালাটি রচনা করিলেও মধ্যে মধ্যে কিছু নূতনত্বের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৬৬৫-৬ সং পদদ্বয় পড়িয়া বুঝা যায় যে, রাসের শেষভাগে কাঁধে লইবার জন্য রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাধা গর্ব্বিত হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ এক গোপীকে লইয়া রাস হইতে অন্তর্হিত হন। বনমধ্যে সেই গোপীও কৃষ্ণের কাঁধে

উঠিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতেও অন্তর্হিত হন। এদিকে রাধার সহিত অন্যান্য গোপীগণ কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে বনমধ্যে পরিত্যক্তা ঐ গোপীর সহিত মিলিত হন, এবং তাঁহার নিকট সকল ঘটনা অবগত হইয়া সকলেই কৃষ্ণের জন্য আক্ষেপ করিতে থাকেন। তৎপর কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় রাসের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরে রাস-শেষে যে যাহার গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইহাই এই পালার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যাইতেছে না। পরবর্ত্তী ৬২৭ সং পদ হইতে ৬৪৪ সং পদ পর্য্যন্ত রাসের জন্য কৃষ্ণের সাজসজ্জা, বংশীবাদন ও গোপীগণের আগমন বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর ৬৪৫ সং পদে কৃষ্ণ গোপীগণের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। এই পদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৫৯ সং পদ পর্য্যন্ত রাধা ও গোপীগণের আক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। ৬৬০ সং পদেই গোপীর কাঁধে উঠিবার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অতএব এই দুই পদের মধ্যে রাসের অনুষ্ঠান এবং রাধার কাঁধে চড়িবার অনুরোধ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল। ঐ সকল পদ পাওয়া যাইতেছে না। ইহা ব্যতীত এই পালার প্রারম্ভের এবং পরিসমাপ্তির পদগুলি পাওয়া গিয়াছে।

[৬২৭]

রমণীমোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টালনি কিবা সে বাঁধনি
বিচিত্র সুচারু কেশ॥

মণি হেম মালে বেড়িয়া দুধারে
তাহাতে মুকুতার মাল।
প্রবাল গাঁথিয়া তাহে থরি দিয়া
দেখনা শোভিছে ভাল॥

নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমরা ধাওল কোটী।
পরিমল-আশে উড়ি বৈশে তাহে
কিবা তাহে পরিপাটী॥

দুকানে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব তায়।
ময়ূর-শিখণ্ড ঝলমল করে
তাহা[১] সে উড়িছে বায়॥

নাগর-বরণ যেন নবঘন
অঞ্জন গণিয়ে কিসে।
ভাঙ-ধনুবাণে কামের কামানে
রমণী হানয়ে জিসে॥

মন্দ মন্দ হাসি করে লয়া[২] বাঁশী
মৃগমদ মাখা গায়।
সোণার বরণ নানা আভরণ
রতন নূপুর পায়॥

রমণী-রমণ করিতে যতন
নাগর-শেখর রায়।
এমন মূরতি সুখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

পাঠান্তর :—

[১] তাহে, সা; নী। [২] লয়ে, ঐ।

দ্রষ্টব্য :—এই পদের বর্ণনা প্রথমখণ্ডের ১৯৪ সং পদের অনুরূপ।

পঙ—১৯-২০। কামদেবের ধনুর সহিত ভ্রূর উপমা (নৈষধচরিত, ৭।২৫-২৮)।

কৃষ্ণের রূপমাধুরী

[৬২৮]

রাগ —কানড়া

মোহন মূরতি কান।
অবলা কি রহে প্রাণ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা॥
তা দেখি রমণী জিয়ে।
নব মধু যেন পিয়ে॥
হাসির হিল্লোলে তারা।
অমিয়া বরিখে ধারা॥
নবীন চাতক যেন।
ঘনরস পিয়ে ঘন॥

চাহনি চঞ্চল শরে।
তারা কি রহিবে ঘরে
নব নব বেশখানি।
রহিবে কোন বা ধনী।
মুরলী গপার গান।
পাষাণ গলিয়া যান॥
সে নব চলন-গতি।
মদন মোহিত তথি॥
চণ্ডীদাস রূপ হেরি।
মূর্চ্ছিত ধরণী পড়ি॥

[৬২৯]

রাগ সুই

বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
মোহিতে অবলাগণে।
নানা আভরণ করিল শোভন
জননী নাহিক জানে॥
নিভৃতে উঠিয়া নাগর-শেখর
তেজিয়া আনহি কাজ।
চলিলা সত্বরে বাঁশী লয়া করে
নানাবেশ ফুল-সাজ॥
চলিতে গমন মদমত্ত[1] হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
মদন-বেদন উপজে তখন
আপন পর কি জানে॥
মনসিজ-শরে বিন্ধিল[2] ধানুকী
আর কি চেতন রহে।
নিবারণ নহে মরমবেদন
মনছি মাঝারে রহে।
বরজ-রমণী রমণ-কারণ
চলিলা গভীর বনে।
এই রস-তত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
কেহত নাহিক জানে॥
প্রবেশ করিল বৃন্দাবন-মাঝে
দেখিয়া নিভৃত স্থান।
রতন-বেদিকা অতি সুশোভিত
বৈঠল নাগর কান॥
চণ্ডীদাস কহে— অপরূপ রাস-
বিহার করল কানু।
রস-সুখ-রতি[3] করিতে পীরিতি
সুধুই রসের তনু॥

পাঠান্তর :—

১। ময়মত্ত, সা ; বি।
২। দুইবার আছে, ঐ।
৩। অতি, না।

টীকা

পঙ্—৭-৮। শ্রীকৃষ্ণের এইভাবে গমনের বিবরণ ভাগবতে নাই, কিন্তু গোবিন্দলীলামৃতে আছে—"শ্রীকৃষ্ণ দাসগণকে বাহির্ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক পুরদ্বারকে শৃঙ্খলাদি দ্বারা বদ্ধ করিয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন। ঐ, ২১।১০৩)।

১৭। রমণ-কারণ তুং—"রন্তুং মনশ্চাক্র" (ভা, ১০।২৯।১)।

[৬৩০]

রাগ—জয়শ্রী

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
রতন-বেদিকা তায়।
নানা তরুবর পুষ্প বিকশিত
নানা পক্ষী[1] গুণ[2] গায়॥

তরুগণ যত ফুল ভরে[২] তারা
লম্বিত ধরণী-তলে।
মধু ঝরে কত দেখহ বেকত
মধুকর ভ্রমে ডালে॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
ফেকম[৩] ধরিয়া তারা।
চাতক চাতকী ডাহুক ডাহুকী
হংস জোড়ে ডাকে তারা॥
যমুনার নীরে জলচর চরে
শফরী ফিরিছে তায়।
নানা পুষ্প ফুটে পঙ্কজ দুসারী
মধুকর মধু খায়॥
চণ্ডীদাস কহে-- কিবা সুখময়ে
নিভৃত সুচারু বনে।
সেখানে একাকী বৈঠল নাগর
একথা কেহ না জানে॥

পাঠান্তর--

১-১। পক্ষগণ, নী
২। ফুলে, বি
৩। ফেকন, বি; পেকন, সা

টীকা

পঙ্--১-৪। তু--"যমুনার তীরের উপরিস্থ চম্পক, অশোক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা নিকুঞ্জসমূহ পরিবেষ্টিত" (গোবিন্দলীলামৃত, ২১শ সর্গ, ৮৩ শ্লোক)।

পুষ্পবিকশিত - তু--"তাহার বহির্ভাগ চতুর্দিকে পুষ্পবাটীসমন্বিত ও সুবিস্তৃত উদ্যানে পরিবৃত" (ঐ, ৭৭ শ্লোক)।

নানা পক্ষী ইত্যাদি--তু--"কপোত, ময়ূর, চকোরাদি পক্ষিগণের রব ও বিহার দ্বারা শ্রবণ ও নেত্রকে হরণ করিতেছে", (ঐ, ৬৬।৬৭ শ্লোক)।

৫-৬। তু°--"তাহার বহির্ভাগ ফলভরে বিনত বৃক্ষগণের উপবন দ্বারা বেষ্টিত" (ঐ, ৭৮ শ্লোক)

৯-১২। তু°--"হংস, সারস, কাদম্ব প্রভৃতি পক্ষিগণের বিলাস-ধ্বনিতে জল ও তীরদেশ সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে" (ঐ, ৮৯ শ্লোক)

১৩১৪। তু--"জলে ঝষ, শাল প্রভৃতি মৎস্য চরিতেছে (ঐ, ৪৫।৬ শ্লোক)।

১৫। তু--"যমুনা ফুল্ল, সরস, ও শোভন মধুকরযুক্ত কহ্লার, কোকনদ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা সুশোভিত" (ঐ, ৮৮ শ্লোক)।

---

[৬৩১]

রাগ--কাফি

নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ-কুটীর
মণিমাণিকের স্তম্ভ।
রতন-জড়িত পরশ-পাথর
অতি অনুপাম রঙ্গ॥
উপরে জড়িত হেম মরকত
মুকুর কিসে বা গণি।
চারিপাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি॥
ঝালর ঝলকে অতি মনোহর
ঐছন কুটীর শোভে।
পুষ্পের সৌরভে দশদিক মোহে
মধুকর ধায় লোভে॥
নেতের পতাকা উড়ে অনুপাম
কুটীর উপরে দিয়া।
শত শত কোটী এ কুঞ্জ-কুটীর
সকল তাহার ছায়া॥
বৈঠল নাগর চতুর-শেখর
চতুর নাগর কান।
এমন আনন্দ দেখিয়া সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪০ সং পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৬৩২]

তথা

টল টল টল অতি নিরমল [১]
শরৎ-পূর্ণিমার শশী।
নটবর কানু মুরলী-বদনে
সদনে [২] কুটীরে বসি ॥
কলরব করু যত পক্ষিগণ
ময়ূর ময়ূরী নাচে [৩]।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার[৪]-শবদে
ডাহুক ডাকিছে সাধে ॥
মদন-বেদন নন্দের নন্দন
করিতে রসের লীলা।
নিভৃতে বসিয়া নাগর রসিয়া
কামেতে হইয়া ভোলা ॥
বদনে ভূষণ মুরলী-বদন
বাজয়ে কতেক তান [৫]।
সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান
ছুটল পঞ্চম গান ॥
প্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
শুনিল শ্রবণে যবে।
যত গোপনারী আন নহে কিছু
কাননে চলল তবে।
বিহ্বল মরমে হিয়া আনচান
কহিতে কাহারে নারে।
মনের বেদন নাহি জানে আন
শুনি মন হিয়া ঝুরে ॥
শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়।
ব্যাধ-বাণ খেয়ে ঘাউল [৬] হইয়া
চারি [৭] দিকে যেন চায় ॥
চণ্ডীদাস বলে— ব্রজজনা-চিত
আকুল হইয়া গেল।
নাহি আন কথা পাই হিয়া-ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব বল ॥ ৬ ॥

পাঠান্তর :—

১ মনোহর, সা। ২ সদলে, বি।
৩ নাদে, বি ; নী। ৪ ঝঙ্করু, নী।
৫ তাল, বি। ৬ ধাওল, সা ; নী।
৭ চারু, বি।

পঙ্‌—২৭-২৮। তু°—"বিন্ধাইল কাণ্ডের ঘায় যেহেন হরিণী" (কৃঃ কীঃ ৩৯২ পৃঃ)।

[৬৩৩]

রাগ-ধানসী

"শুনগো মরম সখি।
এই শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমলআঁখি ॥
ধৈরজ না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল।
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল ॥"
এই অনুমান করে গোপীগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
"শুধু তনু দেখ এই তনু মোর
তথায় আছয়ে চিত ॥"
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ।
যেনক চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রথ ॥

সে জন পাইলে চাঁদের সুধাটি
সুখের নাহিক ওর।
"কতক্ষণে মোরা ভেটিব নাগর
পাবহ তাকর কোর॥
যেন মেঘরস তাহাতে আবেশ
চাতক না পায় বারি।
সে জন পিয়ারে না পাই আবেশে
সে জন হতাশে মরি॥
জলের আবেশে চাতক ঝুরয়ে
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জিয়ই অথির রমণী
জলদ-গতিক সেই॥"
চণ্ডীদাস বলে - চলহ নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান।
ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি
ত্বরিতে চলিয়া যান॥

টীকা

পঙ—১০-১১। এখানে আমার দেহটাই পড়িয়া রহিয়াছে, চিত্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে।

১৩ যেহেতু তাঁহারা পাগলিনী-প্রায় হইয়াছেন।

১৭। ওর—সীমা।

১৯। তাকর—তাহার

২০। মেঘরস—বৃষ্টির জল।

[৬৩৪]

শ্রীরাগ

"কি করিতে পারে গুরু দুরুজনে
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব শ্যাম-দরশনে
ইথে কি আনের বশ॥
যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলকে
তিলে কত যুগ মানি।
সে জন ডাকিছে[১] মুরলী সঙ্কেতে
তুরিতে[২] গমন মানি॥"
কেহ বলে—"শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মনে[৩] হেন লয়ে॥"
কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ-কাজ ত্যজি চলিলা তখনি
যেমত আছিল সাজ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
তেজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগরি ভরিয়া বারি॥
চলিলা তুরিতে সব তেয়াগিয়া
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন-মুখে তখনি চলিলা
রহিল তেমতি[৪] পড়ি॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
শুধুই হাঁড়িতে জাল।
আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাঁড়িতে ঝাল॥
রন্ধন উপেখি চলে সেই সখি
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
হয়[৫] হউ কুল[৫] হাসি॥

পাঠান্তর :—

১ ডাকিতে, সা, বি ২ ত্বরিতে, সা
৩ মন, সা ; মোনে, বি ৪ তেমত, সা
৫-৫ হইবে উথল, সা ; হইবে উকুল, বি

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪১-২ সংখ্যক পদদ্বয় তুলনীয়।

পঙ্—১। তু°—"স্বামী কুপ্যতি কুপ্যতাং পরিজনা নিন্দন্তি নিন্দন্তু" ইত্যাদি (পদ্যাবলী, ১৭৭ সং শ্লোক)।

২৭-২৮। তু°—"আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ" ইত্যাদি (কৃঃ কীঃ, ৩০৬ পৃঃ)।

[৬৩৫]

রাগ তথা

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতে ছিল স্তন।
দুগ্ধপোষ্য বালা ভূমে ফেলি গেলা
ঐছন তাহার মন॥
চলিলা গমন সেই বৃন্দাবন
কান্দিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি
চেতনা নাহিক কিছু॥
কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হয়া।
হেন বেলে শুনি মুরলির ধ্বনি
উঠিল চেতনা পায়া॥
বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
চলল পতিরে ত্যজি।
পতি-কোল সেই ত্যজিলা তখনি
চলল বনেতে সাজি॥
কোন গোপী ছিল কোন আরম্ভণে
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহি বলে॥
কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী-গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ॥
চণ্ডীদাস বলে কিবা সে দেখউ
অপার অখল রামা।
তেই সে প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণীজনা॥

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—"পয়োপানে শিশু ছাড়ি সেও গোপী ধায়" (গোবিন্দদাস)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪১ সংখ্যক পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই সকল বর্ণনা দুই পালাতেই প্রায় একরূপ।

---

[৬৩৬]

রাগ—কানড়া

ঐছন রমণী মুরলা শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে।
নিজ বেশ করে মনের সহিত
শুনিয়া মুরলী-গীতে॥
রসের আবেশে পদ-আভরণ
কেহ' বা পরিল' গলে।
গলা-আভরণ কোন ব্রজরামা
পরিছে চরণে ভালে॥
বাহুর ভূষণ কনক কঙ্কণ
পরিল হৃদয়-মাঝে।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে॥

কেহ বা পরিল একই[২] কুণ্ডল
শোভই একই কানে।
ঐছন চলিল বরজ-রমণী
ধৈরজ নাহিক[৩] মানে ॥
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দূর পরল ভালে।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহিঁ নয়ন চালে ॥
নানা আভরণ পরে কোন্ খানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করল
সেই বৃন্দাবন পানে ॥
কেহ নব রামা বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে।
চণ্ডীদাস কহে— আহার-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে ॥

পাঠান্তর :—

১-১ কেহুবা পড়িল, বি ২ একহিঁ, নী
৩ না হিয়, বি ; না হিঅ, সা

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪২ সংখ্যক পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৬৩৭]

কামোদ—রাগ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
ত্যজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিয়া[১] বলে ॥

"এত নিশি বল কোথারে গমন
সরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ কুযশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর ॥
বড় বিপরীত দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথারে যাবে।
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুখ যায় তবে ॥
ত্যজিয়া আমারে যাই কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি।"
বহুত গঞ্জনা শুনি নিঃশবদে
রহিল কমলমুখী ॥
যখন তাহার ঘুমাইল পতি
তখন ত্যজিয়া গেল ॥
রসের আবেশে চলিল সুন্দরী
কিছুই নাহি গুনিল[২] ॥
ভয় পরিহরি চলিল সুন্দরী
যেখানে নাগর কান।
চণ্ডীদাস ভণে কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান ॥

পাঠান্তর :—

১ ধরিল, নী ২ শুনিল, নী

টীকা

পঙ্‌—২১-২৪। তু°—"যা করে তা করু, গৃহে গুরুজনা, নাহিক তাহার ভয়।" ইত্যাদি (৫৪২ সং পদ)।

[৬৩৮]

কামোদ।

আর এক গোপী যাইতে বাহিরে
দেখিল তাহার পতি।
তাহারে রুষিয়া কহিছে গর্জ্জিয়া—
"নিশীথে যাইবে কতি ॥
একে ঘোর রাতি তাহাতে স্ত্রী জাতি
ভয় নাহিক মনে।
নাহি লাজ ভয় কুলের কলঙ্ক
কি করি যাইবি বনে ॥"
অনেক গঞ্জিয়া তাহারে ধরিয়া
লইয়া থুইল ঘরে।

* * * *

দ্রষ্টব্য : – পদটি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

[৬৩৯]

শ্রীরাগ।

এই মত সব গোপেরি রমণী
চলিল নাগরী রামা।
রাই পাশে গিয়া চলিল ধাইয়া
সঙ্কেত ১ বনহি ধামা ২ ॥
"চল চল ধনি রাই প্রেমমণি
চল চল যাব বনে।"
রসের আবেশে কহে নব রামা
কহিছে ধনীর স্থানে ॥
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই।
তরল কথন রমণী-অন্তর
কহেন সুন্দরী রাই ॥

"পুনঃ শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মুরলী তান।
শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে
চিতে নাহি কিছু আন ॥"
রাধার আরতি সে হেন পীরিতি
তথায় আছয়ে মন।
বৃন্দাবন যেতে রসের ১ আবেশে
কহিছে সকল জন ॥
সুখময়ী রাধা বেশ বনাইল
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
দিয়া মুকুতার মাল ॥
তুসারি মাণিক তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কনক চম্পক কবরী বেঢ়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল ॥
সিথায় সিন্দূর তার মাঝে মাঝে
দিয়াছে চন্দন-ফোঁটা।
যেন শশধর চৌদিকে বেঢ়ল
কি তার কহিব ঘটা ॥
নাসায় বেসর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে।
কনক কাঁচুলি তার পরিপাটী
মুকুতা গাঁথনি পাশে ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে রিণি রিণি
পিঠেতে দুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
সুবাস কনক চাঁপা ॥
নীল উরণী ভুবন মোহিনী
সোনার নূপুর পায়।
চলিতে চরণে পঞ্চম বাজয়ে
হংসগমনে যায় ॥

চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে
দেখিতে যাইবে চল ॥

পাঠান্তর :—

১-১ বনহি ধায়া, সা, বি বেশের, ঐ
৩ বাজই, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এই পদের অনুরূপ বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯২ সংখ্যক পদেও রহিয়াছে।

[৬৪০]

রাগ—কামোদ।

দেখ সখি অপরূপ মনোহর।
এ ভব সংসার মাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে ঢল ঢল ॥
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হয়ে বাধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায়।
ভয়েতে আকুল হৈয়া ত্বরিতে রাধারে লৈয়া
বৃন্দাবন মুখে সব ধায় ॥
মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কুতূহলে—
"আজ বড় আনন্দ অপার।
সেরূপ আনন্দ নিধি আজু সে মিলাব বিধি
দেখিব চরণ দুটী তার
ভাসিব আনন্দ-রসে পূরিব যতেক আশে
তবে হয় কামনা পূর্ণিত।"
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হেথা যদুনাথে
রাধা নামে বাঁশী গায় গীত ॥

অভিসারানুরাগ

[৬৪১]

রাগ –সুই।

শ্যাম-মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ-হিল্লোলে
তরল নয়নে চায় ॥
অপার অপার বহু বিদগধ
সুন্দরী সে ধনী রাই।
শ্যাম-দরশনে চলিলা ধেয়ানে
শুধু শ্যাম-গুণ গাই ॥
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোনার লতা।
কিবা সে তড়িৎ চলিল ত্বরিত
কি কব তাহার কথা ॥
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ-রসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ্ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে ॥
পথে যেতে কহে রাধা বিনোদিনী
"কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন খানে আছে
রমণী জনার ধন ॥"
"আগে হেরি দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে।
এখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে ॥"

চণ্ডীদাস কহে— গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিলা রাই।
ঘন ঘন রব মুরলী শবদ
তাহাই শুনিতে পাই॥

গোপীগণ বলে হাসিরস রসে
"চলহ তুরিত করি।
কাননে কালিয়া নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে।"
চণ্ডীদাস কহে— তুরিত গমনে
এস বৃন্দাবন-মুখে॥

[৬৪২]

রাগ—কানড়া।

রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখি।—
"আজি সে তোমারে মিলব সুদিন
কমল-নয়ান আঁখি॥"
প্রেম-অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকশে
কহেন রমণী ধনী॥
"কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়।
এই দুঃখ উঠে মরম-বেদন
মোর মনে হেন লয়॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পরিয়াছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে লইয়াছি॥"
শ্যাম-পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে কহে আন বোল
নিগূঢ় আছয়ে বাঁধা॥

অথ রূপাভিসার

[৬৪৩]

রাগশ্রী।

চলল গমন হংস যেমন
বিজুরীতে যেন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
ও চাঁদ-বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দূরবিন্দু
তাহে বেঢ়ল কতেক ইন্দু
কুসুম সুষম মুকুতা-মাল
লোটন ঘোটন বান্ধিয়া॥
বিম্ব অধর উপমা জোর
হিঙ্গুল-মণ্ডিত অতি সে ঘোর
দশন কুন্দ যেমন কলিকা
কিবা সে তাহার পাঁতিয়া।
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল
নাসা-কির পর [১] বেসর আর
মুকুতা নিশ্বাসে দুলিছে ভাল
দেখহ বেকত ভালিয়া॥

চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত
রস ভরে ধনী সুন্দরী রাই
চলল মরমে মাতিয়া

পাঠান্তর :—

১ নাসিকার পর, নী।

[৬৪৪]

রাগ কানড়া।

রাধার আবেশে গমন মন্থর
চলিল আবেশ হৈয়া।
শ্যাম মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করল গিয়া ॥
উপবন-মাঝে প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনী রাই।
প্রেম-রস-ভরে আধ আধ বোল
কহিছে সঘনে তাই ॥
এক সখী গিয়া সেখানে যাইয়া
কহিছে রাধার পাশে।—
"কি আর বিলম্ব করিছ তোমরা
চলহ ত্বরিত বেশে ॥
নাগর-শেখর একলা আছয়ে
চলহ তুরিত করি।"
গিয়া বৃন্দাবনে দিল দরশন
চণ্ডীদাস কহে ভালি ॥

[৬৪৫]

রাগ—সুই।

কানু কহে—"শুন আমার বচন
যতেক গোপের নারী।
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী ॥
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুঁইতে কুলের নাশ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস ॥"
রাধা কহে তাহে— "শুন যদুনাথে,
আর কি কুলের ভয়।
এক দিন জাতি কুল শীল পাঁতি
দিয়েছি ওদুটি পায় ॥
আর কি কুলের গৌরব-সূচনা
আর কি জেতের ডর।
তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এখন কি কর ছল ॥
কেবল গোপীর নয়ন-অঞ্জন
হিয়ার পুতলি তুমি।
তাহে কর হেন কেন তুয়া মন
এবে সে জানিলু আমি ॥
ভাল তুমি বট ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ।"
চণ্ডীদাস বলে— এ নহে উচিত
শুন হে নাগর-রাজ ॥

দ্রষ্টব্য :—এই ঘটনা ভাগবতেও বর্ণিত রহিয়াছে।

টীকা

পঙ্—২-৭। তু°—"এই রজনী ঘোররূপা এবং এখানে ভয়ঙ্কর প্রাণিসকল ভ্রমণ করিতেছে, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও" (ভা, ১০।২৯।১৮)।

১১-১২। তু—"আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদসেবা করিতেছি" ভা, ১০।২৯,২৭)।

১৩। তু—"এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না" (ঐ)।

চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,
কে বলে পীরিতি ভাল।
পীরিতি-গরলে এ দেহ জারল
অন্তর হইল কাল॥"

পাঠান্তর :—

১ মিশায়, নী। ২ কত যতন, ঐ। ৩ সরস, ঐ

শ্রীরাগ।

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তাথে।—
"আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর পড়িল মাথে॥
পরের পীরিতি আগে না গণিয়া
যে জন পীরিতি করে।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়
পরিণামে হেন করে॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিলাএ [১]
জলের বিম্বুকি প্রায়।
যেন নিশিকালে নিশার স্বপন
তেমত পীরিতি ভায়॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতলি
নাচায় যতন করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটা
বাজীকরে করে কেলি॥
তেমতি তোমার পীরিতি জানিল
শুনহে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায়॥
মুখে কতজন [২] সরল [৩] বচন
হিয়াতে কুটিল সারা।
তখনি এমন না জানি কখন
এমন তোমার ধারা॥"

পীরিতের প্রতি আক্ষেপ

[৬৪৭]

সুই সিন্ধুড়া।

"সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায় অতি পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেম॥
তাহে কি বলিব সকল জানহ
যার লাগি যেবা জিয়ে।
সে কেনে নিদয়া নিঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে॥
তোমার মুরলী ডাকিল সুস্বরে
আইল ধাইয়া বনে।
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে॥
তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন কহিতে কহিতে
শোকেতে মরিবে রাধা॥
তোমার কারণে এ ঘর দুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাঙ্গাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে॥"

চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত
মুখে নাহি সরে বাণী।
চিত বেয়াকুল হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনী ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রকৃত পক্ষে প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণিত হইতেছে। প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদ-ভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য (উজ্জ্বলনীলমণি)। প্রেম-বৈচিত্ত্যে নানাপ্রকার আক্ষেপই বর্ণিত হইয়া থাকে। এই পদের প্রারম্ভেও পুঁথিতে "পীরিতের প্রতি আক্ষেপ" লিখিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি অষ্ট প্রকার আক্ষেপ প্রেম-বৈচিত্ত্যের বিষয়ীভূত।

টীকা

পঙ্—৯-১০। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর সঙ্গীতে তাঁহাদের কামাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছিল। ঐ বেণুগীতে পুরুষেরাও স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই (ভা, ১০।২৯।৩২, ৩৭)।

১৬-১৯। গৃহব্যাপারে রত গোপীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়াছিলেন, তদবধি আর তাঁহাদের গৃহকার্য্যে রতি ছিল না (ভা, ১০।২৯।৩১, ৩৩), এখন সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করা শ্রীকৃষ্ণের উচিত নয়, ইহাই বক্তব্য।

---

[৬৪৮]

রাগ—সুহই—সিন্ধুড়া।

"বঁধু, আর কি ঘরের সাধ।
হাদে গো সজনী কহ মোরে বাণী
এ সুখে হইল বাদ ॥
যে জন ব্যথিত সে জন নৈরাশ
মনে না পূরল সাধ।"
* * * * * *
* * * * ॥

কাষ্ঠের পুতলি রহে সারি সারি
চাহিয়া নাগর-পানে।
যেন সে চান্দের রসের লাগিয়া
চকোর থাকয়ে ধ্যানে।
তেমত নাগরী রসের গাগরী
মুগধ তাহাতে বড়ি [১]।
যেন বা কো [২] আশে [৩] ধনের লালসে
তৈছন গোপের নারী ॥
যেন মেঘবর চাতক অবশ
করিতে রসের পান।
শফরী-জীবন যেন জল বিন
সে জন কুলেতে জান।
* * * * * *
* * * * ।
সুধা মাখে যেন করে [৪] আনচান
চণ্ডীদাস কহে তবে ॥

পাঠান্তর :—

[১] করি, সা ; কিতি, বি। [২-৩] ক আশে, নী কো আসে, বি। [৪] করি, সা।

টীকা

পঙ্—৮-৯। তু°—"রাধা-চাতকী বরং আহার না করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তথাচ কৃষ্ণমেঘমুক্ত অমৃতবর্ষণ ব্যতীত অন্য জীবনোপায় কল্পনা করিবে না" (উজ্জ্বল-নীলমণি, রাধাপ্রকরণ, ১২১ পৃঃ)।

[৬৪৯]

কামোদ।

"শুন হে কমলআঁখি।
এ দেহ [১] সেখানে পরাণ এখানে
শুধু দেহ আছে সাখী ॥

সকল তেজিয়া শরণ লয়েছি
ও দুটী কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল ওহে বাঁশীধর
যে তোর উচিত হয়।
তিলেক না দেখি ও মুখমণ্ডল
মরমে না শুনে আন।
দেখিলে জুড়ায় এ পাপ পরাণ
ধড়ে আসি রহে প্রাণ॥
যেমন ঘরের দীপ নিভাইলে
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি লোচন সভার
হেনক আমরা বাসি॥
সকল ছাড়িয়া যে লয়[১] শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ শকতি
বাঞ্ছা-সিদ্ধি নাম ধর॥"
চণ্ডীদাসে বলে শুন গোপনারী
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরস বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী॥

পাঠান্তর :—

[১] বড়, সা ; বি জন, সা।

।

পং—২-৩। অর্থাৎ গুণময় পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের ভৌতিক দেহ কৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিতির সাক্ষ্য মাত্র।

৪-৫। তোমার চরণ সেবা করিব, এই আশা করিয়া আমরা গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি (ভা, ১০।২৯।৩৫)।

৬। আমরা যে আশালতাকে ধারণ করিয়াছি, তাহা ছেদন করিও না (ভা, ১০।২৯।৩০)।

১৮। যেহেতু তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। তু—"পুরুষভূষণ" (ভা, ১০।২৯।৩৫)।

শ্রীমতীর করুণা-দৈন্য-উক্তি

[৬৫০]

তথা রাগ।

"শুনহে নাগর রায়।
কি বলিব রাঙ্গা পায়॥
আমরা কুলের ঝি।
তোমারে বলিব কি॥
যে ভজে তোমার পায়।
সে জন তোমারে ধ্যায়॥
আন কি জানিএ মোরা।
তুমি নয়নের তারা॥
যে বল সে বল মোরে।
ছাড়িতে নারিব তোরে॥
তোমার মুরলী শুনি।
ধাইয়া আইলুঁ আমি॥
শুন হে পুরুষ-ভূষণ।
তুয়া মুখে এমন বচন॥
কি বলিব আমরা অবলা।
আমি হই দাসীপণ সারা॥"
চণ্ডীদাস কিছু গুণ গায়।
অদভুত শুনি যে হেথায়॥

টীকা

পং—১৩। তু—"পুরুষভূষণ" (ভা. ১০।২৯।৩৫)।
১৬। তু—"ভবাম দাস্যং" (ঐ, ১০।২৯।৩৬)।

[৬৫১]

তথা রাগ।

"শুন হে নাগর রায়।
তোমার উচিত এই[1] নএ চিত[1]
এ কথা কহিব কায়॥

তোমার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়েছি ডোর।
অবলা অখলে হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর॥

আমরা স্বপনে আন নাহি জানি
কেবল তুখানি পায়।
এতেক বেদন তোমার কারণ
শুন হে নাগর রায়॥

সকল তেজিলুঁ তভু না পাইলুঁ
হৃদয় কঠিন বড়ি।
হাসিয়া হাসিয়া বঙ্কিম চাহিয়া
এবে কেনে কর ডেড়ি॥

তুমি প্রেমমণি[2] পরম বাখানি
ছুঁইলে রতন হয়।
রাঙ্গের সমান ইথে নাহি আন
এমন গতিক নয়॥

বহু রত্ন ধন অমূল্য রতন
যাহার নাহিক মূল।
এ ধন লাগিয়া পাইয়া আমরা
না পাইয়া কোন কুল॥"

চণ্ডীদাস বলে— আমি জানি ভালে
কালার পীরিতি লেঠা।
যেমন জানিবে সরোরুহ-ফুল
তাহার অঙ্গের কাঁটা॥

পাঠান্তর :—

[1-1] এ নহে উচিত, নী; এ নয় উচিত, সা।
[2] প্রাণমণি, নী।

টীকা

পঙ্—১৪। তু—"হসিতাবলোকং" (ভা, ১০।২৯।৩৬)।

[৬৫২]

রাগ—কানড়া।

"তুমি বিদগধ সুখের সম্পদ্
আমার সুখের ঘর।
যে জন শরণ লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর॥
দেখি বল নাথ এ ভব সংসারে
আর কি আছয়ে মোরা।
এ গোপী-জনার হৃদয়-মানস
কেবল আঁখির তারা॥
গৃহপতি ত্যজে হা হা মরি লাজে
শুন হে নাগর রায়।
এ সব না জানি মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায়॥
শীতল চরণ যে লয় শরণ
তাহারে এমনি রোষ।
অবলা-বচনে কত খেণে খেণে
কত শত হয় দোষ॥
প্রাণপতি তুমি কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল তুমি সে নয়ন
দাঁড়াব কাহার কাছে॥"

চণ্ডীদাস বলে— শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সভার প্রাণ ॥

টীকা

পঙ্‌ ৫-৮। তু°—"ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনু, আর কেহ নাহি মোর" (প্রথমখণ্ড, ৩৯৯ সং পদ)।

৯-১২। তু°—"গুরু গরবিত, তারা বলে কত, সে সব গৌরব বাসি" (ঐ, ৩৯৭ সং পদ)।

১৫-১৬। তু°—"অবলা জনার, দোষ না লইবে, তিলে কত হয় দোষ" (ঐ, ৩৯৫ সং পদ)।

১৭-২০। তু°—"আনের অনেক, আছে আনজন, রাধার কেবল তুমি" (ঐ, ৩৯৪ সং পদ)।

[৬৫৩]

শ্রীরাগ।

"তুমি বিদগধ রায়।
বলিতে কি জানি কি আর বলিব
সকলি গোচর পায় ॥

যে বল সে বল মোরে নাগর-শেখর।
পর কৈল আপন আপন কৈল পর ॥
মনের আগুন কত উঠে অনিবার।
কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার ॥
এমন ব্যথিত নাই [১] আপনা বলিতে।
আন কথা কহিলে করএ [১] অন্য চিতে [২]
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনা।
মিছামিছি বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী ॥
তোমার কলঙ্ক হেম-মালা করি গলে
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে ॥
ঘরে হৈল পরিবাদ লোকের গঞ্জনা।
তাহাতে নিঠুর তুমি এবে গেল জানা ॥
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে।
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলে পীরিতে
তোমার পীরিতি গোপী তেজিয়া সকল
দাণ্ডাইতে নারি মোরা হইল বিকল ॥"
চণ্ডীদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী।
হরষে পরসমণি পরিবে এখনি ॥

পাঠান্তর :—

১ পাই, নী, সা। কহয়ে অনুচিতে, নী।

টীকা

পঙ্‌—১ ৩। তু°—"বঁধু, কি আর বলিব আমি। যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জানহ তুমি" (প্রঃ খঃ, ৪০১ সং পদ)।

৫। তু°—"আপন যে জন, তারে কৈল পর, পরেরে করিল ঘর" (ঐ, ২৩৯ সং পদ)।

৯-১১। তু°—"যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে, শাশুড়ী ননদী তারা। বলে—'শ্যাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী' এমতি তাহার ধারা ॥"

(ঐ, ৩৯৬ সং পদ)।

[৬৫৪]

রাগ—কাফি

নয়ন তরল বহে প্রেমবারি
অথির কুলের বালা।
খেনে খেনে উঠে বিরহ আগুন
দুগুণ হইল জ্বালা ॥

মলয়-চন্দন মৃগমদ যত
অঙ্গেতে আছিল মাখা।
হৃদয়-কাঁচুলি তিতিল সকল
তাহা নাহি গেল রাখা॥
প্রেমে ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।
ব্যাধ-বাণ খায়্যা হইয়া ধাউল[১]
চারিদিকে চাহি[২] সারা॥
ক্ষীণ গোপীগণে চাহে[৩] চারিপাশে[৪]
বিরহ বেদনা পায়্যা।
কাষ্ঠ-সম যেন চিত্রের পুতলি
সারি সারি দাণ্ডাইয়া॥
"কি শুনি কি শুনি বিষম শঙ্কট
হৃদয়ে হইল বেথা।
আর কি জীবন শঙ্কট হইল
কি আর দেখহ হেথা[৪]॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
এমত তাহার রীত।
চল গিয়া জলে পৈস[৫] কুতূহলে
মরিব এ নহে[৬] চিত॥
কি আর পরাণ রাখিব আমরা
কি শুনি দারুণ বোল।
যার লাগি এত বিষম বিবাদ
নয়নে বহিছে লোর॥"
এই অনুমান করে গোপীগণ
কহত ইহার বাণী।
নাগর-বচন বিষের সমান
এবে সে ইহাই জানি॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনী
এই মোর মনে লয়।
ভকতি-আদরে সরস বচনে
বিনতি করহ পায়॥

পাঠান্তর :-

[১] ধাওল, নী [২] নাহি, ঐ
[৩] চাহি চারি পানে, ঐ [৪] সেথা সা; বি
[৫] প্রেম, সা।

টীকা

পঙ্—১-৮। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বদন অবনত করিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন, অশ্রুতে কুচকুঙ্কুম প্রক্ষালিত করিতে লাগিলেন, এবং অশ্রু নয়নের কজ্জলকে হরণ করিল (ভা. ১০।২৯।২৬)।

৯-১২। তু—"তেমন বাউল, হরিণীর প্রায় সে জন চৌদিকে চায়" (প্রঃ খঃ, ২৩২ সং পদ)।

১৫-১৬। তু—"কাষ্ঠের পুতলি, রহে দাণ্ডাইয়া, চিত্তের কায়ার প্রায়" (ঐ)

৬৫৫

রাগ—

"তুমি বঁধু ব্রজের জীবন।
জাতি কুল করি আরোপণ[১]
তুমি নহ নিঠুরাই পনা।
কেনে দেহ বিরহ-বেদনা॥
যে ভজে তোমার দুটী পায়
তারে নাথ হেন না জুয়ায়॥
গৃহ-পরিবার পরিহরি।
তোমারে ভজিল ব্রজনারী॥
দেখ নাথ মনে বিচারিয়া।
যত দুখ তোমার লাগিয়া॥
শাশুড়ী খুরের অতি ধার।
খরতর তাহার বিচার॥

কান্দিতে না পারি তব লাগি।
তবু বলে শ্যামের সোহাগী ॥
ঘরে পরে তোমার বিবাদ।
বাহির হইয়া[১] যাইতে সাধ[২] ॥"
চণ্ডীদাস দেখিয়া দুঃখিত।
শ্যামে কহিতে অনুচিত ॥

পাঠান্তর :

১ করিয়া রোপণ, নী, সা।
২-২ হইত সাধে বাদ, সা, বি।

টীকা

পঙ্‌—২। তু°—"জাতিকুলশীল, সকল মজিল, ও রাঙ্গা চরণতলে" (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)।

১০। তু°—"তোমার কারণে, এত পরমাদ, শুনহে মুরলিধর" (ঐ, ২৩৯ সং পদ)।

১৩-১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৬৫৬]

রাগ- ধানসী

রাধা কহে---"শুন আমার বচন
নিশ্চয় করিয়া কও।
কেনে হেন চিত করিলে বেকত
এত নিদারুণ নও ॥
তোমা হেন ধন পরম কারণ
পাইল অনেক সাধে।
বিহি দিয়া পুনঃ করিল এমন
কি আর বলিবে রাধে ॥
যে দেখি তোমার আচার বিচার
কুটিল অন্তর বড়ি।
সরল যে জন নাহি তার কোন
কুটিল কুটক ছাড়ি ॥
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পূরিয়া
যতনে তাহাকে পুষে।
কোন কোন দিনে সেই বাদিয়ারে
দংশয়ে আপন রোষে ॥
ভুজঙ্গ সমান তেন তুয়া মন
তোঁহার চলন বাঁকা।
তোমার অন্তর সেই সে সোসর
এ দুই তুলনা একা ॥
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি।
অন্তর কুটিল মুখে মধুপর
আমরা এমন বাসি।
যে ছিল তা হল তাহাই করিল
নিরমল যেবা ছিল।
তাহে দিয়া কা'ল ঠাকুরালী ডালি
কলঙ্ক উঠিল ভাল ॥"
চণ্ডীদাস কহে শুন বলি রাধা
ঐছন কানুর নেহা।
অমিয়া সেচনে সরল বচনে
সঁপহ আপন দেহা ॥

টীকা

পঙ্‌—১১-১২। তু°—"এমতি পীরিতি, জানহ আরতি, সরল যাহার চিত" (পঃ খঃ, ২৩৯ সং পদ)।

২৩-২৪। তু°—"উপরে মধুর, দেখি মনোহর, অন্তরে আছয়ে গাঢ়" (ঐ)।

২৭-২৮। তু°—"কুলে দিলে কালী, করিলে কুলটী, কলঙ্ক হইল সারা" (ঐ, ২৪৩ সং পদ)।

[৬৫৭]

রাগ—পূরবী

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
কহেন কাহিনী যতি।
"তুমি সুনাগর গুণের সাগর
কি জানি তোমার রীতি ॥
হাসি রসাইয়া কুল ভাঙ্গাইয়া[১]
নিদানে এমনি কর।
এ নহে উচিত তোর অনুচিত
কালিয়া-বরণ-ধর ॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
বড়ই কঠিন সেহ।
তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি
এবে হে জানিল এহ ॥
তখন প্রথম পীরিতি করিলে
দেখাইলে[২] আকাশের চাঁদ।
কত মুখে হাসি বচন সেচন
ইবে সে পাতিলে ফাঁদ ॥
হৃদয় যাকর কালিয়া-বরণ
সে মেনে কঠিন বড়ি।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিলে[৩]
এবে সে হইল গাঢ়ি ॥
আমরা হইএ কুলের বৌহারি
কি বলিতে মোরা পারি।
তাহার উচিত করিলা বেকত
শুন হে প্রাণের হরি ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুন বিনোদিনি
সকল স্বপন সম।
কানুর ঐছন পীরিতি কেবল
কেন বা করিহ ভ্রম ॥"

পাঠান্তর :-

[১] ভাসাইয়া, সা। [২] দেখি, সা, বি
[৩] করিতে, ঐ

টীকা

পঙ্‌—৫-৬। তু°—"হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া নিদানে ডারিলে জলে" (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)।

১৩-১৪। তু°—"তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা, অনেক কহিলা মোরে" (ঐ)।

১৭। যাকর—যাহার। তু°—"কালিয়া বরণ, ধরয়ে যে জন, সে জন কঠিন বড়" (ঐ, ৩৫২ সং পদ)। ৬৭০ সং পদও তুলনীয়।

[৬৫৮]

তথা রাগ

"বঁধু, তুমি বড় কঠিন পরাণ।
ইবে মোরা জানি অনুমান ॥
কেনে তুমি বিরস বদন।"
কহে যত গোপ[১]-সখীগণ ॥
"ওহে তুমি বিদগধ রায়।
মো সভারে হেন না জুয়ায় ॥
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয় লাগে[২]।
মরিব সকলে[৩] তব আগে[৩]
দাণ্ডাইয়া দেখহ আপনে।
হয় নয় বুঝ নিজ মনে ॥
একে একে ব্রজের রমণী।
হেঁট মাথে খুঁটএ ধরণী ॥
পাসরিলে সে সব পীরিতি।
পরিণামে হেন কর গতি ॥

তুয়া বিনে আর কেবা আছে।
আমরা দাঁড়াব কার কাছে॥"
চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি।
সুখে রসে কর রাসকেলি॥

পাঠান্তর :—

১। গোপী, নী
২। পাবে, ঐ, বি, সা।
৩-৩। তোমার নিজ ভাবে, ঐ।

টীকা

পং—৭। তু°—"স্ত্রী-বধ-পাতকী, ভয় না গণহ, শুনহ কমল আঁখি" (প্রঃ খঃ, ২৪১ সং পদ)।

৮-১০। তু°—"আঁখি আড় হলে, এখনি মরিব, এখানে দাঁড়ায়ে দেখ। হয় নয় এই, দেখ তবে যাই, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক॥" (ঐ, ২৪০ সং পদ)।

১২। তু°—"কেবল চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখিত করিতে লাগিলেন" (ভা, ১০।২০।২৬)।

[৬৫৯]

যেদিন হইতে তোমার সহিতে
পহিলে হয়েছে দেখা।
সে সব বচন রয়েছে ঘোষণ
যেমত শেলেরই রেখা॥
শপথি করিয়া পীরিতি করিলে
তাহা বা রাখিলে কই।
কে আছে ব্যথিত কাহারে কহিব
যে দুখে আমরা রই॥
আপনি বলিলে আপনি কহিলে
আবার এমত কর।
আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার॥
একটি বচন করি নিবেদন
শুনহে নাগর রায়।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
ধরেছিলে দুটি পায়॥
দোসর বচন করি নিবেদন
শুনহে নন্দের সুত।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
দশনে ধরিলে কুট॥
তেসর বচন করি নিবেদন
দাঁড়ায়ে শুনহে তুমি।
এ জনমের মত ফিরে চাও তুমি
বিদায় হয়ে যাই আমি॥"
এ কথা শুনিয়া রসিক নাগর
ভাসিল নয়ানের জলে।
রসিক নাগর হইল কাতর
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

দ্রষ্টব্য :—নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে ইহার পরবর্তী ৪২৭ সংখ্যক পদে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধার "মান উপজল" বলিয়া লিখিত আছে। ইহা রাসের দ্বিতীয় পালার বর্ণনীয় বিষয়। (৫৪৪ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। ঐ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত ৮৩টি পদে এই মানের অভিনয় এবং ভাগবতাতিরিক্ত অন্যান্য লীলা ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐ পদগুলি যে দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত তাহাও বুঝা যাইতেছে। এজন্য ঐ পালাতেই ইহাদিগকে স্থাপন করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পদে (অর্থাৎ নীলরতন বাবুর ৫১০ সংখ্যক পদে) গোপীকে কাঁধে লইবার প্রসঙ্গ আছে। ইহা পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার অন্তর্গত বলিয়া

ঐ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট পালাটি ইহার পরেই স্থাপন করা হইয়াছে। এই কাঁধে লইবার ঘটনাটি যে প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ প্রথমখণ্ডের পদে রহিয়াছে, যথা—

কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা॥
(প্রথমখণ্ড, ২৪৩ সং পদ)।

অতএব ইহার পূর্ব্বেই যে রাসের এই ঘটনা একবার বর্ণিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

পঙ্—১-৬। তু' –"যে দিন মাধবীতরুছায়। কি বোল বলিলে যদুরায়॥ তখন করিলে তুমি পণ। এবে কর এখন এমন॥ (প্রঃ খঃ, ২৩৪ সং পদ)। এই পরিকল্পনাট দীন চণ্ডীদাসের নিজস্ব। প্রথমখণ্ডের অনেক পদেই ইহার উল্লেখ আছে (ঐ ভূমিকা, ২৷৷০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব এই সকল রচনা যে একই কবির কল্পনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

হাসি কহে কিছু রসময় কান—
"ইহার এমন রীত।
রাধার যেমত দশা উপজল
তেমতি ইহার চিত॥"
"ভাল ভাল," বলি কহে বনমালী—
"তোমারে লইব কাঁধে।
বড় নহে এই তার পরিণাম"
কহিলা শ্যামরু চাঁদে॥
সরস বচন পেয়ে সেই গোপী
উঠিয়া বসন বাঁধে।
"হের আসি," কহে - "আর কিবা মোহে
মোরে আসি লহ কাঁধে॥"
সুঘড় শেখর জানিল অন্তর
ইহার এমন দশা।
মদ-অহঙ্কার হইল ইহার
পাওল বিষম দশা॥
হাসি গুণমণি কহে এক বাণী
"তুমি কি চড়িবে কাঁধে।"
চণ্ডীদাস কয়— বিপাক পড়িল
সে গোপী পড়ল ধন্দে॥

[৬৬০]

* * * আগল শ্রম অতিভরে
বিকল হইল প্রাণ
রাস-জাগরণে অলস সঘনে
আঁখি ঢুলু ঢুলু করে।
আর আমি মেনে চলিতে না পারি
শুনহ নাগর রে॥
তবে সে যাইতে পারি এ কাননে
যদি কাঁধে করি লহ।
তবে সে যাইতে পারি বনভিতে
আগে এ কবুল কহ॥"

দ্রষ্টব্য:—ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এক গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন (ঐ, ১০।২৯।৪৩, ১০।৩০।৩০)। কিন্তু ভাগবতকার কোন গোপীর নাম উল্লেখ করেন নাই, অথচ ১০।২৯।৪৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় ঐ গোপীকে রাধা বলা হইয়াছে। ইহার সহিত দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া সেই গোপীকে রাধা বলেন নাই, অন্য কোন রমণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পরবর্ত্তী ৬৬৩ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। বোধ হয় রাধাকে প্রধানা নায়িকা করিয়া তাঁহার বিপ্রলম্ভ-দশা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে কবি নূতনত্বের অবতারণা করিয়া থাকিবেন।

টীকা

পঙ্ ১-১০। কৃষ্ণকান্তা সেই গোপী বনপ্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্বে কহিয়াছিলেন—"হে প্রিয়তম, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যথায় ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল" (ভা, ১০৩০।৩১)।

১৫-১৬। কৃষ্ণ কহিলেন—"তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর" (ঐ, ১০।৩০।৩২)।

[৬৬১]

শ্রী।

"শুন গুণমণি কহি এক বাণী
কাঁধেতে করহ মোরে।
তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে
নিশ্চয় কহিয়ে তোরে॥"
"আইস ধনী রামা কাঁধে করি তোমা"
সেখানে বসিলা হরি।
শ্যামের সরস বচন পাইয়া
দাঁড়াইল গোপনারী॥
বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।
হেন বেলে তথি চলি গেলা কতি
সে নব গোকুল-চাঁদে॥
সেই নব নারী কাঠের পুতলি
দাঁড়ায়ে চেতন হরি।
যেমন আকাশে বজর ভাঙ্গিয়া
পড়ল শিরের 'পরি॥
কান্দয়ে করুণে পড়িয়া কাননে
ধূলায়ে ধূসর তনু।
যেমন হরিণী বিকল হইয়া
কাননে বেড়ায় পুনু॥
অচেতন সরে রোদন বেদন
হারায়ে পরাণ-পতি।
"কোথা গেল নাথ ছাড়ি মোর সাথ
তোমারে না দেখি কতি॥"
সেই নব-রামা শ্যামেরে খুঁজিয়া
একাকী কাননে পড়ি।
মুখে নাহি বাণী যেন অনাথিনী
শিরে করাঘাত পাড়ি॥
যেন সে ধবলি সোনার পুতলি
পড়িয়া কানন-বনে।
বিকল হইয়া মূরছা খাইয়ে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—৫। তু°—কৃষ্ণ প্রেয়সীকে কহিলেন—"তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর" (ভা, ১০।৩০।৩২)।

৯-১২। তু°—"সেই গোপী স্কন্ধারোহণে উদ্যতা হইবা-মাত্র ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন" (ভা, ঐ)।

১৭-১৮। তু°—"তখন সেই গোপী বিশেষরূপে অনুতাপ করিতে লাগিলেন" (ভা, ঐ)।

২৩-২৪। তু°—"হা নাথ, হা প্রিয়তম! কোথায় রহিলে!" (ভা, ১০।৩০।৩৩)।

[৬৬২]

কেদার।

"ওহে নাথ কি করিয়া গেলে।
বজর পাড়িয়ে মোর ভালে॥
আমি সে করল কোন কাজ।
পরিহরি সতীপণা লাজ॥

আগু পাছু কিছু না গুণিনু।
ছার মুখে কি বোল বুলিনু ॥
তুমি পতি পুরুষরতনে।
ইহা না জানিল পরিণামে ॥
অপরাধ ক্ষম এইবার।
শুন নাথ মহিমা তোমার ॥
অবলা কি জানে গুণরাশি।
আমি তোমার চরণের দাসা ॥
আপনার গুণে কর দয়া।
লইয়াছি তুয়া পদ-ছায়া ॥”
দীন হীন চণ্ডীদাস বলে।
কানু খুঁজিবারে ধনী চলে ॥

টীকা

পঙ্—১২। তু°—“আমরা তোমার বিনা মূল্যের দাসী (ভা, ১০।৩১।২)।

১৩। তু°—“কৃপা করিয়া একবার দর্শন দাও” (ভা, ১০।৩১।১)।

[৬৬৩]

হেথা রাধা বিনোদিনী রমণীর শিরোমণি
কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পথে।
প্রিয় সহচরী সনে চলে সখী অন্বেষণে
বড়ই হইল অনুরথে ॥
বিরহে আকুল ধনী আর যত গোপিনী
সেই বনে প্রবেশিল গিয়া।
দেখিল চরণচিহ্ন বিহি পদ আছে শূন্য
তার কাছে কাছে আরসিয়া ॥
“রমণীর পদ আছে সে পদের কাছে কাছে
ঐ দেখ নয়ন চাহিয়া।
এই দেখ গুণমণি আনিয়া বা কোন ধনী
বেশ কৈল হরষ হইয়া ॥
তার চিহ্ন দেখ আরে সিন্দূর দেওল তারে
পত্রে মথি পরাইল ভালে।
সেই পত্র ঐ দেখ কাজলের আছে রেখ
সুবেশ করল কুতূহলে ॥
চন্দন দিয়াছে অঙ্গে তার চিহ্ন দেখ রঙ্গে
এই দেখ তাহার নিশান।”
নয়ন আগুন হয়ে বদনে বসন লয়ে
অতি বড় উঠি গেল মান ॥
“তুলিয়া বনের ফুলে বেশ বনাইল ভালে
এই দেখ কুসুম তুলিয়া।
এই বৃক্ষ-লতা ধরি কুসুম ভাঙ্গল হরি
তার চিহ্ন দেখ না আসিয়া ॥
তা দেখিয়া অনুরাগী বিরহ উঠিল আগি
কোন রামা এল কৃষ্ণ লয়ে।”
চণ্ডীদাস কহে জানি সঙ্গে লয়ে গোপধনী
তবে কানু গেছেন ছাড়িয়ে ॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। তু°—গোপীগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন” (ভা, ১০৩০।৪)।

৭। তু°—“তাঁহারা বনের এক প্রদেশে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন” (ভা, ১০।৩০।২১)।

৯-১০। তু°—“তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের অগ্রেই এক রমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন” (১০।৩০।২২)।

২১-২২। তু°—“কৃষ্ণ এখানে পুষ্পাদি দ্বারা আপনার কামিনীর কেশ-প্রসাধন করিয়াছিলেন” (ভা, ১০।৩০।২৯)।

২৫। তু°—"এই সকল পদচিহ্ন আমাদের অতিশয় দুঃখ জন্মাইতেছে" (ভা, ১০।৩০।২৬)।

[৬৬৪]

কানড়া।

অতি সে আকুল দেখিয়া বিকল
সে নব কিশোরী রাই।
অতি দুরন্তর মানেতে মোহিত
কিছু না বোলয়ে তাই॥
"সে কোন কামিনী কুলের রমণী
কেমন তাহার কাজ।
সবারে তেজিয়া বঁধুরে লইয়া
বিহরে বনের মাঝ॥
একে বিরহিণী বিয়োগ-বিরাগে
তাহে ভেল অতি বিরাগী।
যে আছে মরমে তাহা সে করিব
যদি বা পাইয়ে লাগি॥
সে এত ব্যথিত এ সব থাকিতে
সে হইল এতেক ভাল।
এই অনুরাগে রাগিনা অন্তরে
বিয়োগ উঠিয়া গেল॥"
সেই পথে চলি যায় সবে মিলি
রাধার সঙ্গেতে দেখা।
সেই গোপনারী মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়িয়া আছিল একা॥
চণ্ডীদাস বলে— শুন বিনোদিনি
ইহার ঐছন দশা।
নিষ্ঠুর বচন কহিতে ইহার
পাইলা পরভাষা (?)॥

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। তু°—"এই রমণী গোপীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া একা নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিয়াছে" (ভা, ১০।৩০।২৬)।

১৭-২০। তু°—"পরে তাঁহারা প্রিয়বিশ্লেষে বিমোহিতা ঐ অবলাকে অবলোকন করিলেন" (ভা, ১০।৩০।৩৪)।

[৬৬৫]

কানড়া

"সখি, এমন তোমারে কেন দেখি।
একলা গহন বনে পড়িয়া আছহ কেনে
আভরণ সকল উপেখি।"
রাধা আগে কহে বাণী "কি আর পুছহ তুমি
কহিতে বহুত হয়ে লাজ।
মুই অভাগিনী নারী বচন-চাতুরী করি
করিলাঙ আপনি অকাজ॥
বৃন্দাবন-রাসরসে জাগি সব গোপী শেষে
উজাগর নিশিশেষে এই।
রাধার বাসনা সাধে কানুর চরিতে কাঁধে
তোমারে তেজিয়া গেল সেই॥
আমারে লইয়া শ্যাম আইলা সে বনধাম
আগে সে কহিল ফলভাষা।
ভাঙ্গি মোর অহঙ্কার সুখ গেল ছারখার
আমার হইল হেন দশা॥
তোমার ভাঙ্গিতে মান তেজি গেল কোন স্থান
সেই মত একাকিনী বনে।"
শুনি সুধামুখী রাধা হৃদয়ে পাইল ব্যথা
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদের ১০-১১ পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় যে, রাসের সময়ে রাধাও কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন। যদি এই পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রাসের সময়ে কৃষ্ণের অন্তর্হিত হইবার কারণ স্বরূপ কবি ৬৬০ সংখ্যক পদের পূর্ব্বে এইরূপ কোন ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাসের এই পালাটি এইভাবে রচিত হইয়াছিল—কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণের আগমন, উক্তি-প্রত্যুক্তি, রাসের আরম্ভ, এবং রাসের শেষভাগে রাধার কাঁধে চড়িবার প্রবৃত্তি, ও এক গোপীকে লইয়া কৃষ্ণের অন্তর্হিত হওয়া। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯ সংখ্যক পদের পাদটীকায় (এই গ্রন্থের ৬২৬ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তিনি লিখিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী প্রায় ৪০টি পদ পাওয়া যায় নাই। ঐ পদের পরে নবকুঞ্জরলীলার পরিসমাপ্তি এবং তৎপর রাধার কাঁধে চড়িবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি এই পালার অন্তর্ভূত ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। পরবর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য।

[৬৬৬]

এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী।
অধিক হইলা বিরহিণী॥
"কি আর করিব সখি বল।
কানু বড় নিদয় হইল॥
বনে বনে খুঁজিতে মাধাই।
তার দরশন নাহি পাই॥
তেজব কঠিন পরাণ।
সে পহুঁ করল নিদান॥
জানল দোহে ভেল বাম।
আমরা কি পাওব কান॥
যার লাগি তেজহ গেহ।
তছু পদে সোপনু দেহ॥
গুরুজন পরিজন-আশ।
দূরে ডারনু অভিলাষ॥
কুবচন করিল ভূষণ।
অপথ সপথ কৈল পণ॥
পাড়ার পড়সি দিল ডোর।
সে কানু করল নিজ কোর॥
নিশ্চয় তেজল গুণমণি।
অনুরাগে যতেক গোপিনী॥"
দান চণ্ডীদাস বলে তায়।
এখনি মিলব যদুরায়॥

পং—১-২ তু —"ঐ গোপীর কথা শুনিয়া অন্যান্য গোপী পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন" (ভা, ১০।৩০।৩৪)।

৯। রাধার এই উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি এবং অন্য এক গোপী উভয়েই কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন, এবং এজন্য কৃষ্ণ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭। ২৩৯ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৬৬৭]

কামোদ

"শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব।
কালিয়া কানুর লাগি আনলে পশিব॥
যাহার লাগিয়ে হল এত পরমাদ।
সে জন করিল সুখ-সম্পদেতে বাদ॥
সকল গোপিনী বলে "আর কিবা দেখ
সে শ্যাম নৈরাশ হল কি আর উপেখ॥
যে জন করিত দয়া সে হল নিঠুর।
তেজিয়া বিমুখ ভেল, কৈল অতিদূর॥

যমুনাতে গিয়ে চল মরিব ডুবিয়া।
এ ছার জীবন কেন থাকিয়ে ধরিয়া॥"
দীন চণ্ডীদাস বলে এত পরমাদ।
এখনি মিলব কানু মিটিবেক সাধ॥

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, গোপীগণ আক্ষেপ করিতে করিতে যমুনাপুলিনে আগমন করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩০।৩৭)।

[৬৬৮]

কানড়া

"শুনহ সজনি আর কি দেখহ
মরণ হইল সারা।
যাইয়া যমুনা মরিব সজনি
এ শুন আমার ধারা॥"
এই মনে ঠানি সকল গোপিনী
যাইয়া যমুনাকূলে।
সব গোপীগণ হেন কৈল মন
ঝাঁপ দিতে সেই জলে॥
বুঝিল নিশ্চয় সেই যদুরায়
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয়ে।
আসি দেখা দিল সেই সে নাগর
বচন মধুর কয়ে॥
দেখিয়া নাগর গুণের সাগর
নবীন ব্রজের রামা।
চণ্ডীদাস বলে নাগরী সকল
উঠলি উথল প্রেমা॥

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, গোপীগণের আক্ষেপ শুনিয়া কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় দর্শন দিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩২।২)।

[৬৬৯]

সুহই

নাগর পাইয়া নাগরীসকল
সুখের নাহিক ওর।
যেন বা কে ধন পাইয়া তেমন
বঁধুয়া করিল কোর॥
নয়নের তারা খসিয়া গেছিল
আসিয়া বসিল পুনঃ।
জল ছাড়া হয়ে শফরী বিকল
সে জল পাইল হেন॥
যেমন চাঁদের রসের বিহনে
চকোর অবশ হয়ে।
রস পেয়ে যেন পরাণে জিয়ল
তেন সে শ্যামেরে পেয়ে॥
যেন মেঘরস লাগিয়া চাতক
পিয়াসে পিউ সে পিউ।
রস-আলাপনে চাতক বাঁচল
এ রস না জানে কেউ॥
পাইয়া নাগর নাগরী সকল
কহিতে লাগিল তায়ে।
এমন পীরিতি নাহি দেখি কতি
চণ্ডীদাস গুণ গায়ে॥

টীকা

পঙ্—২। ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপীগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৩২।২-৮)।

৫-১৬। ভাগবতে এই হর্ষ মুমুক্ষু ব্যক্তির ঈশ্বর প্রাপ্তির ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০।৩২।৮), কিন্তু চণ্ডীদাস এখানে কবিজনোচিত সহজ উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

[৬৭০]

ধানশী।

"বঁধু, ভাল সে বটহ তুমি।
এক অপরাধ জনম অবধি
করিয়া আছিল আমি॥
সেই অপরাধ বিষম বিবাদ
করিলা নাগর রায়।
আমরা অবলা অখলা কি জানি
সকল গোচর পায়॥
কালিয়া যে জন কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দঢ়।
কালার সঙ্গেতে যে করে পীরিতি
পরিণামে হয়ে আর॥
যখন না ছিল তোমার মিলন
তখন আছিল ভাল।
হাসিয়া হাসিয়া জাতি কুল নিয়া
নিদানে আনল জ্বাল॥
পরের পরাণ হরিতে তোমার
তিলেক নাহিক দয়া।
পরবশ তুমি কি বলিব আমি
যেমন কায়ার ছায়া॥
যেমন জলের বিম্বুক সম্মুখে
দেখিয়া মিলায়ে যায়।
তোমার পীরিতি দেখিতে তেমন"
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

টীকা

পঙ্—২-৫। জন্মাবধি আমি তোমার প্রেমে পাগলিনী, (তু°-নী-৩১৪ সং পদ) ইহাই আমার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, এখন দেখিতেছি তোমাদ্বারা বিষম অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা তোমার কাঁধে চড়িতে চাওয়া ব্যতীত জন্মাবধি আমি তোমার নিকট আর কোন অপরাধ করি নাই, তুমি তাহাই অবলম্বন করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিলে!

৮-৯। ৬৫৭ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪-১৫। ঐ

১৮। তু°—"যে জন পরের বশ, সে কি জানে আন রস (৩০৩ সং পদ)।

[৬৭১]

ধানশী।

"ভাল হইল বঁধু তোমার পীরিতি
নিশির স্বপন যেন।
কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
সে সব মিছাই যেন॥
আমরা অবলা অখলা রমণী
তিলে কতবার ভুলি।
দোষ গুণ আদি কিসের অবধি
ধরিয়াছ বনমালী॥
ভাল সে তোমার চরিত বেভার
এবে সে জানিলু কানু।
নিজ বশ নহ পরবশ হও
তোমারি স্বপন-তনু॥
তুমি দয়া কর দয়ার সাগর
কলপতরুর গাছে।
শীতল দেখিয়া ও দুটি পঙ্কজ
শরণ লইয়াছি কাছে॥

এ নহে তোমার মহিমা করিতে
অবলা জনার দুখ।
এড়িয়া কাননে গেলা কোন স্থানে
কত না হইল দুখ॥"
চণ্ডীদাস বলে — যে হল সে হল
এখন পাইলা কান।
পরশ-রতন করিয়া ভূষণ
হৃদয়ে করহ স্থান॥

[৬৭২]

সিন্ধুড়া

"হেদে হে কমল-কান কা সনে করহ মান
দোষ গুণ কিছুই না লও।
পরবশ রস প্রেম এবে সে জানিল হেম
অমিয়া সেচনে কথা কও॥
তোমার অমৃত-বাণী কত বোল পেয়ে জানি
হাসি পরকিত সুধাময়।
এমন রতন ধন পাইয়া অবলা জন
কোথা ছিল হেন মনে লয়॥
তোমার কারণে হরি গৃহকাজ পরিহরি
গুরু গরবিত যত জনে।
তোমার কলঙ্ক-মালা হৃদয়ে পরেছি কালা
লইলাঙ করিয়া চন্দনে॥
যে বল সে বল কানু তোমারে সঁপিনু তনু
মো সবা ছাড়িবে জানি পাছে।
দেখ দেখি ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমা বিনে
আর সে দাঁড়াব কার কাছে॥
যে কর উচিত কাজ শুন হে নাগররাজ
পর ভাব না করিহ মনে।
ব্রজনারী-মনস্কাম কে পূরাবে ওহে শ্যাম,"
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই সময়ে গোপীগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেহ ভজনকারীকে অনুরূপ ভজনা করে, কেহ ভজনার অপেক্ষা না করিয়াই ভজনা করে, আবার কেহ ভজনকারী কি অভজনকারী কাহাকেও ভজনা করে না, ইহার কারণ কি?" (ভা, ১০।৩২।১৫)। এই পদে গোপীগণও বলিতেছেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ দুঃখ দিতেছেন কেন?

পঙ্‌—৬। পরকিত—প্রকৃত।

১৫-১৬। তু°—"একুলে ওকুলে, গোকুলে দুকুলে, আর কেবা মোর আছে" (প্রঃ খঃ ৩৯৯ সং পদ)।

[৬৭৩]

সিন্ধুড়া।

"কি আর বলিব পায়।
শুন হে নাগর রায়॥
তার কি পরাণ এড়ি।
কাননে রহিলা ছাড়ি॥
আমরা অবলা নারী।
দোষগুণ নাহি ধরি॥
তুমি সে পরাণ-বন্ধু।
কেবল করুণাসিন্ধু॥"

দীন চণ্ডীদাস কয়
সুধারস তুমি ময় ॥

১৩। তু°—“এই সকল বিবেচনা করিয়া তোমরাও আমার প্রতি দোষারোপ করিওনা” (ভা, ১০৷৩২৷২০)।

[৬৭৪]

সিন্ধুড়া।

শুনিয়া রাধার বিনয়-বচন
কহিতে লাগিলা তায়।
“তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এ কথা কহিব কায় ॥
তোমা না দেখিয়া আঁখির পলক
যদি বা নাহিক দেখি।
দেখিলে জুড়াই না দেখিলে মরি
শুন শশধরমুখি ॥”
হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
তুষিতে লাগল তায়।
রসাল বচনে করিয়া সেচনে
কটাক্ষ নয়নে চায় ॥
“যা হল তা হল মনে না ভাবিহ
শুনহ সুন্দরী রাধা।
তোমার মরমে আমার মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥”
রমণীমাঝারে তুষিয়া নাগর
চাহিয়া সবার পানে।
এমন পীরিতি কোথাও না দেখি
চণ্ডীদাস রস ভণে ॥

টীকা

পঙ্‌—৯-১২। কৃষ্ণ যে মধুর বাক্যে গোপীগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০৷৩২৷১৫-২১)।

[৬৭৫]

পূরবী।

দেখিলা নাগর নাগরী সকল
দিয়া সে রসের ভারা।
যেমন কুসুম মধুর সরসে
অলিকুল পিয়ে তারা ॥
খতে খতে খতে লাখ শত শত
রমণী একেক রয়।
কানু সে লুবধ ভ্রমর যেমন
মধুপানে অতিশয় ॥
মধুরসে মাতি যেন মত্ত হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
সবারে তুষিয়া নাগর রসিয়া
করুণ বাঁশীর গানে ॥
মধুর সুস্বরে বাঁশী বাজাইয়া
নাগর চতুর রায়।
গুপত পীরিতি বাঁশীর আরতি
এ কথা না জানে মায় ॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা গোপীগণ
না জানে গৃহের পতি।
যেমন যে ছিল তেমন পৈশল
ঐছন আরতি গতি ॥
যদুনাথ গেলা নন্দের মহলে
শুতলি মায়ের কোলে।
জননী না জানে এ রস-বেভার
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—প্রথমখণ্ডের অন্তর্গত "অক্রূরাগমন" পালার প্রথম পদটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরু চন্দ্র। (ঐ, ১৯৩ সং পদ)

এখানে যে কোন বিশেষ রাত্রির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বিশ্বাস এই উল্লেখে রাসলীলার রাত্রির কথাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই পালাটি অক্রূরাগমনের পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট ছিল। ভাগবতেও রাসের কিছু পরেই অক্রূরাগমন বর্ণিত হইয়াছে

পঙ্‌—৫-৮। ভাগবতেও আছে যে, রাসস্থলে যত সংখ্যক গোপী ছিলেন, কৃষ্ণ আপনাকে তত সংখ্যক করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩৩।২০), এবং এইরূপে একাকী শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত বিহার করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩৩।৩)।

১৮-২০। ভাগবতে আছে যে, ব্রজবাসিগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া স্ব স্ব পত্নীদিগকে আপনাদের পার্শ্বেই অবস্থিত মনে করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩৩।৩৭)। অন্যত্র—অভিসারাদিকালে যোগমায়া-কল্পিত তাদৃক্ গোপীমূর্ত্তি গৃহান্তর্ব্বর্ত্তিনী দেখিয়া গোপগণের এইরূপ বোধ হইত যে, আমার পত্নী আমার গৃহে আছে (উজ্জ্বলনীলমণি), অতএব রাসান্তে যখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন মায়াকল্পিত স্ত্রীমূর্ত্তি সকল অন্তর্হিত হইল, আর গোপীরা তৎপরিবর্ত্তে গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন বলিয়া তাঁহাদের পতিগণ রাসের ব্যাপার জানিতে পারিলেন না (ভাগবতের উক্ত শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) গোবিন্দলীলামৃতেও বর্ণিত আছে যে, রজনী-বিলাসের পরে রাধা ও কৃষ্ণ গুরুজনদিগের গৃহদ্বারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নিজালয়ে আগমন করত স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন (ঐ, ১।১১৫)।

পূর্ব্বরাগ

প্রবেশিকা

নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের প্রথমভাগেই পূর্ব্ব-রাগের পদগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণ গাভী অন্বেষণকালে বৃষভানুপুরে যাইয়া রাধাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া সখা সুবলের নিকট সেই ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পূর্ব্বরাগের পালাটির আরম্ভ হইয়াছে। তৎপর সুবল বাজীকর-বেশে বৃষভানুপুরে যাইয়া রাধাকে যমুনা-স্নানের ব্যবস্থা দিয়া আসিলেন। রাধা যমুনায় স্নান করিতে আসিলে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু উভয়ের মিলন হইল না। তৎপর কবি বলিয়াছেন—

নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস-ভিতরে থুই :
সূর্য্যপূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব। ইত্যাদি।
(পরবর্ত্তী ৭১৩ সং পদ)।

এইখানেই নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত পালা শেষ হইয়াছে, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পরে উভয়ের মিলন-বিষয়ক যে পালা কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, তাহা নীলরতন বাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে সূর্য্যপূজাছলে উভয়ের মিলনের একটি পালা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, এবং কবি যে পূর্ব্বরাগের নিশানা দিয়া পদ রচনা করিয়া-ছিলেন ইহাতে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে (১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬-১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পালার এই অংশ নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথমাংশের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও সুবলের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ যে হঠাৎ রাধাকে দেখিয়া-ছিলেন (প্রথমাংশের প্রারম্ভের পদটি দ্রষ্টব্য) তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

হেদে হে সুবল সখা, আচম্বিতে দিল দেখা
চিত্রের পুতলী হেন বাসি।
(ঐ, ৭ পৃষ্ঠার ১৮৬২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

তৎপর মিলনের পরে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন

তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।
(ঐ, ৯ পৃঃ)।

এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদটিতেও রাধা কর্ত্তৃক সূর্য্য-পূজার উল্লেখ রহিয়াছে। সখীগণের প্রশ্নে রাধা বলিতেছেন —

পূজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে। ইত্যাদি।

অতএব পূজার ছলে আনিয়া রাধাকে কৃষ্ণের সহিত

মিলিত করাইবেন বলিয়া পালার প্রথমাংশে কবি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা এইরূপে এইস্থানে সংঘটিত হইল দেখা যাইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে যে পালাটির আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষের অংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যাইতেছে (ইহার বিস্তৃত আলোচনা ১৩৩৬ সালের "প্রবাসী" পত্রের ৬৩০-৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতএব এই দুইটি পালা একত্রিত করিয়া এই গ্রন্থমধ্যে স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বরাগের পদবিন্যাস। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাধার রূপ বর্ণনার পদগুলি একস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের কতকগুলিতে রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার প্রসঙ্গ আছে, আর কতকগুলিতে স্নানের ঘাটে দেখার উল্লেখ রহিয়াছে। এজন্য তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বরাগের পালাটি দীন চণ্ডীদাস এইভাবে রচনা করিয়াছিলেন—প্রথমতঃ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুবলের নিকট রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার ঘটনা বর্ণন, তৎপরে আঙ্গিনায় দেখার উল্লেখ করা রাধার রূপ বর্ণনা, সুবলের সান্ত্বনা দান, বৃষভানুপুরে গমন এবং রাধাকে যমুনা-স্নানের ব্যবস্থা দান, রাধার স্নান করিতে আগমন, রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, স্নান-কালীন কৃষ্ণকে দেখার উল্লেখ করা রাধার পূর্ব্ব-রাগের পদ, স্নানকালীন রাধাকে দেখার উল্লেখ করা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার রূপ বর্ণনার পদ, সুবলের সান্ত্বনা, এবং পুনরায় বৃষভানুপুরে যাইয়া সূর্য্যপূজা-ছলে রাধাকে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত করান। পালার মধ্যে পদগুলি এই পর্য্যায়েই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই পালাতে শতাধিক পদ ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। তন্মধ্যে পালার প্রথমাংশে নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে ৬৯টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে প্রাপ্ত শেষের অংশে ১৮৬১ হইতে ১৯০৬ সংখ্যা চিহ্নিত (১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬-১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ৪৬টি পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি সন্দেহজনক হইলেও, পূর্ব্বরাগের পালাতে যে শতাধিক পদ ছিল তাহা ধারণা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বরাগের বর্ণনায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের সমাবেশ রহিয়াছে। অনেকে কবিত্বের মোহে ইহাদিগকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন। আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না। এই সকল উৎকৃষ্ট পদ রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার, এবং স্নানের ঘাটে দেখার প্রসঙ্গ লইয়া রচিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত, অতএব এখানে বড়ু চণ্ডীদাসকে টানিয়া আনা সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল বড়ায়ের মুখে রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া, ইহাতে আঙ্গিনায় দেখার, বা স্নানের ঘাটে দেখার প্রসঙ্গ নাই। অতএব এইজাতীয় পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বরাগ কাহাকে বলে? উজ্জ্বলনীলমণি-কার লিখিয়াছেন

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥
(ঐ, ৮৩৮ পৃঃ)।

সাহিত্য-দর্পণে আছে—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাঽপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥
শ্রবনস্তু ভবেত্তত্র দূতবন্দীসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্॥
(৩য় পরিঃ)।

দশরূপে আছে—

সাক্ষাৎপ্রতিকৃতিস্বপ্নচ্ছায়ামায়াসু দর্শনম্ ইত্যাদি
(৪র্থ পরিঃ)

মিলনের পূর্ব্বে দর্শন বা শ্রবণ দ্বারা নায়কনায়িকার মনে মিলনের যে অভিলাষ জাগরিত হয় তাহাই পূর্ব্বরাগ। দূত, ভাট বা সখীর মুখে গুণকীর্ত্তন শুনার নাম শ্রবণ, এবং ইন্দ্রজালে, চিত্রে, স্বপ্নে বা সাক্ষাৎ দর্শনের নাম দর্শন। কবি যে ভাবে পূর্ব্বরাগের পালাটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া ইহাতে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছিলেন। বৃষভানুপুরে রাধাকে সাক্ষাৎ দর্শনে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইল, সুবলের অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দেখিয়া রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, তারপর নাম শ্রবণেও তিনি বিমোহিত হইলেন (রাধার পক্ষে শ্রবণ ও দর্শন উভয়ই সংঘটিত হইল). তৎপর যমুনা-স্নানে আসিয়া পুনরায় উভয়ের সাক্ষাৎ দর্শন হইল, কিন্তু সাবধানী কবি বলিয়া দিলেন—

নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে পৈই।

এখানে উজ্জ্বলনীলমণির উদ্ধৃত "সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং" কথাটি অবলম্বন করিয়া যে পালা-রচনা করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ঘটনার দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এখানেই মিলন সংঘটিত হইলে পূর্ব্বরাগের পালা শেষ হইয়া যাইত, এবং রাধার পূর্ব্বরাগ বিশদভাবে বর্ণিত হইত না। অতএব কবি রাধাকে স্নানের ঘাটে দেখার পরে কৃষ্ণের অভিলাষ এবং রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া পরে সূর্য্যপূজাচ্ছলে আনিয়া তাঁহাদের মিলন সংঘটিত করাইয়াছেন। এই পালাতে সাক্ষাৎ দর্শন, ইন্দ্রজালে দর্শন, চিত্রে দর্শন প্রভৃতি অনেক ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য আলোচনা পরবর্ত্তী পদগুলির পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বরাগ

[৬৭৬

রাগ বরাড়ি

একদিন গোচারণে সকল সখা সনে
বসি এক তরুয়ার ছায়।
নন্দের নন্দন হরি কহে কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায় ॥
"সখা হে, কহ দেখি কি করি উপায়।
হিয়া করে কেন মত সহিতে না পারি এত
নিরন্তর জ্বলিছে হিয়ায় ॥
হৃদয়ের কথা জান আমার বচন শুন
কহ দেখি আমার মরম।
মরম-ব্যথিত তুমি কি আর বলিব আমি
নয়ানে হইয়াছে এক ভ্রম ॥
অপূর্ব্ব সে অকস্মাতে দেখিল নয়ন-ভিতে
পূর্ব্বাপর যা দেখিল ভাই।
শুন সখা মন দিয়া যেমন করিছে হিয়া
শ্রবণ-পরশ কিছু কই ॥
পূর্ব্বাপর যে দেখিল তাহা কিছু রাগ হৈল
সেইরূপ পূর্ব্বরাগ হ'ল।
পূর্ব্বরাগ-আগি হেন জ্বলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল ॥
সেই হইতে তনু মোর মরমে হয়েছে ভোর
তনু মন সব হৈল ঢল।
* * * * * *
* * * * ॥
আচম্বিতে পরদিনে ধবলী চলিলা বনে
গেল বৃকভানুপুর দিয়া।
দেখিল ধবলী নাই খুঁজিল অনেক ঠাঁই
অনুসারে চলিল পাঁজিয়া ॥
দেখি সে খুরের চিহ্ন রহি যাই ভিন্ন ভিন্ন
পদ-অনুসারে গেল চলি।
বৃকভানুপুর-বনে আনের ধেনুর সনে
ধবলী মিলিয়া গেল ভালি ॥
তাঁহা যে দেখিল ভাই অকথ্য কথন এই
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি।
ছায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বৃকভানু-মহলেতে উগি ॥
মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে।
ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুধা বরিখয়ে মুখে ॥
স্বপ্ন সম দেখি তারে ছায়ার সমান পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।"
চণ্ডীদাস কহে তাথে শুন প্রভু যদুনাথে
এ কথা বুঝিবে আন কাজে।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—চণ্ডীদাস এই পালাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার লিখিয়াছেন—

"আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়ো বাচাঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদঙ্গিতৈঃ কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে --

"অপি মাধবরাগস্থ প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাচ্চারুতাধিকা॥"
(ঐ, ৮৪ পৃঃ)

ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া" অলঙ্কারকৌস্তুভের এই বচনানুসারে যদিচ বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভে ভাবের প্রথম বিক্রিয়ান্তরই স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অন্বেষণ সম্ভব হয়, তথাপি লজ্জাধৈর্য্য-কুলাচারাদি দ্বারা আবৃতা স্ত্রীর পুরুষের প্রতি সহসা পূর্ব্বরাগ প্রকট হয় না কিন্তু পুরুষের ধৈর্য্যলজ্জাদি আবরক না হওয়াতে প্রায় পুরুষ কর্ত্তৃকই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ সম্ভবপর হয়। তবে যে স্ত্রীলোকের পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিবার কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবলমাত্র রমণীর পূর্ব্বরাগে চারুতার আধিক্য হেতু (উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৪৪ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করিলে নায়কের পূর্ব্বরাগই আগে বর্ণনা করা উচিত, কিন্তু রসাধিক্য হেতু নায়িকার পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। চণ্ডীদাস বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই পালাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কবি উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

পঙ্—৪। পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় সুবলের উল্লেখ উজ্জ্বল-নীলমণির একটি শ্লোকেও রহিয়াছে। রত্যুদ্ভবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, উপমা, স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতির আবির্ভাব হয়" (ঐ, ৬৫৩ পৃঃ)। তন্মধ্যে অভিযোগের অন্তর্গত স্বাভিযোগের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন—"যমুনাতটে চঞ্চলনয়না যে রমণী আমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, সে কে?" (ঐ, ৬৫৫ পৃঃ)।

১২। অকস্মাৎ দর্শন ও অকস্মাৎ শ্রবণ পূর্ব্বরাগের কারণ বটে। এই সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"কোন কোন পণ্ডিত পূর্ব্বরাগ বিষয়ে প্রথম নয়নপ্রীতি, তৎপর যথাক্রমে আসক্তি, সঙ্কল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জাবিনাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু এই দশ দশা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (ঐ, ৮৬৮ পৃঃ)। এখানে প্রথমেই নয়ন-প্রীতির বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৬-১৭। কবি এখানে নিজেই পূর্ব্বরাগ ব্যাখ্যা করিতেছেন:—পূর্ব্বে রূপ দেখিয়া যে রাগের উদয় হইয়াছে তাহাই পূর্ব্বরাগ। তু°—"রূপ লাবণ্য যার দেখি জন্মে ক্ষোভ। প্রাপ্তি কারণে সদা চিত্তে হয় লোভ॥ পূর্ব্বরাগের ঘর এই সদা চিন্ত মনে।" (রসসার, ১৩ পৃঃ)।

২২। এই পদে দুই দিনের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দিন অকস্মাৎ দর্শন, পরের দিন ধেনু-অন্বেষণে সাক্ষাৎ। ইহার পরে সুবলের নিকট এই সকল ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

২৫। পাজিয়া --পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।

শেষ ৪ পংক্তি। প্রবেশিকায় উদ্ধৃত দশরূপের "স্বপ্নচ্ছায়ামায়াসু দর্শনম্" এই সূত্রের আদর্শে ইহা রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অথবা আবেগের আধিক্য হেতু যেমন কৃষ্ণকে দর্শনান্তর রাধা বলিয়াছিলেন—"আমি এই রূপ স্বপ্নে দেখিলাম, কি জাগরণে দেখিলাম, কি রাত্রে দৃষ্ট হইল, কি দিনে প্রত্যক্ষ হইল, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই।" (বিদগ্ধমাধব, ৮২ পৃঃ)।

৬৭৭]

কানড়া

"মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতলি কায়া।
তাহে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপম ছায়া॥
বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া
যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি॥

কি আর কহিব নয়ান চঞ্চল
নানা আভরণ গায়।
নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
লাখ লাখ অলি ধায়॥
চলিল যখন দেখিল তখন
গমন হংসিনা প্রায়।
আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে
এমত রূপের কায়॥
সোনার নূপুর বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শবদ করে।
চলিয়া যাইতে সে মন্দগামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে॥
যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই।
ঐছন দেখিনু মধুর মূরতি
আপন নয়ানে চাই॥
হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত
দেখিলাম নয়ান-কোণে।
যেমত দেখিনু রাজার কুমারী”
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে॥

শেষ দুই পঙ্‌ক্তি :—রাধাকে এখানে রাজার কুমারী বলা হইয়াছে। ললিতমাধব নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে রাধার জন্ম-সম্বন্ধীয় এই বিবরণ পাওয়া যায়—রাধা বিন্ধ্য পর্ব্বতের দুহিতা, শৈশবে রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হন। পরে বৃষভানু গোপের প্রতি তাঁহার লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। এই গোপাদগের রাজা ছিলেন নন্দ, বৃষভানু তাঁহার অধীনস্থ প্রতিপত্তিশালী গোপ হইলে, তাঁহার “রাজা” এই সম্মানসূচক উপাধি থাকা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক প্রতি-পালিত হওয়াতে রাধাকে রাজার কুমারীও বলা যাইতে পারে। আর এক দিক দিয়াও রাধার এই আখ্যার সার্থকতা লক্ষিত হইতে পারে। উজ্জ্বলনীলমণিতে রত্যুদ্ভবের কারণসমূহের মধ্যে “সম্বন্ধের” উল্লেখ রহিয়াছে। কুল, রূপ, সৌশীল্য প্রভৃতি সমগ্রত্বের গৌরবকে সম্বন্ধ বলা হয় (ঐ, ৬৬৩ পৃঃ)। রাজকুমারীর কুলগৌরবের সহিত তাঁহার রূপগুণাদির ধারণা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া থাকে। এই পদেও কবি রাধার তড়িতের ন্যায় বর্ণ, চঞ্চল লোচন, অমৃতময় হাসি, হংসিনীর ন্যায় গমন এবং নানা প্রকার বেশ-পারিপাট্যের বর্ণনা করিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তদুপরি তিনি রাজার কুমারী। তাঁহার রূপগুণ তাঁহার বংশ-গরিমার উপযুক্তই বটে। এই জন্যই তিনি জগৎ-মোহন কৃষ্ণেরও মোহিনী হইতে পারিয়াছেন।

দ্বিজ ভণিতা :—এই পদের এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি পদের দ্বিজ ভণিতা সম্বন্ধে আলোচনা এই খণ্ডের ভূমিকায় এবং প্রথমখণ্ডের ভূমিকার ২৮/-৩৲ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬৭৮]

সুহই

“দেখিয়া মূরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগিল তাই।
যেই সে দেখিল তখন হইতে
কিছু না সম্বিত পাই॥
ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
শুনত সুবল সখা।
সেই নব রামা আর পুন বেরি
কখন হইবে দেখা॥
কহিল মরম তোমার গোচর
শুন হে সুবল তুমি।
মরম-বেদন জানে কোন্ জন
বিকল হইল আমি॥

সেই কথা মোর মনে পড়ি গেল
কহিব কাহার আগে।
কালি হতে মন কেমন করিছে
হৃদয়-ভিতরে জাগে॥
শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে॥
কি হল অন্তরে হিয়া জর জর
বিঁধল সন্ধান শরে।
জর-জর কৈল পরাণ-পুতলি
মন-মত্ত-হাতীবরে॥"
চণ্ডীদাসে বলে – "শুনহ রসিক
নাগর চতুর কান।
হইবে দরশ করিবে পরশ
ইহাতে নাহিক আন।"

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বরাগে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, প্রভৃতি দশা উপস্থিত হয়। কবি এখন কৃষ্ণের এই সকল অবস্থার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন।

শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয় :—এখানে কবি এই আখ্যায়িকার সূত্র-বিন্যাস করিয়াছেন। প্রথমতঃ সুবলের দৌত্যে রাধা যমুনাস্নানে আসিলে কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, পরে সূর্য্যপূজা-ছলে তাঁহাদের মিলন হইবে। পরবর্ত্তী পালাটিও এই ভাবেই রচিত হইয়াছে। অতএব সমগ্র পালাটি যে একই কবির কল্পনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

[৬৭৯]

তুড়ি[1]

"তড়িৎ[2]-বরণী[2] হরিণী-নয়নী
দেখিনু[3] আঙ্গিনা-মাঝে।
কি[4] জানি কি[4] দিয়া অমিয়া[5] ছানিয়া
গঢ়িল কোন[5] বা[6] রাজে॥

সই[7], কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি[8] গেল[8] চিতে
বড়ই রসের কূপ॥

সোনার কটোরি কুচযুগ-গিরি
কণক মন্দির লাগে।
তাহার উপর চূড়াটি বনালে[9]
হিয়ার[10] অবর[10] ভাগে॥

এমন[11] কারিগর বনাইলে ঘর
দেখিতে না পানু[12] তারে।
দেখিতে পাইগুঁ[13] শিরোপা যে[14] দিগুঁ[14]
এমতি[15] মন যে করে॥

ঐছন[16] মন্দিরে শয়ন যে[17] করে[17]
কেমন[18] নাগর সে[19]।
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু[20] দে[21]॥

হিয়ার মালা যৌবন[22]-ডালা
পশারী-পশার[23] যেন।
চাঁদ যে কাটিয়া চাকা[24] যে গড়িয়া[24]
তাহাতে বৈসাল হেন[25]॥

অধরের[26] সুধা পড়িছেক[27] জ্বদা
দশন মুকুতা-শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি॥"

চণ্ডীদাস কয়— ও[২৮] কথা কি[২৯] হয়[২৯]
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ যদি পাছে
তবে সে কুৎসা[৩০] রটে[৩০] ॥

নী-৮, বিপু, ২৯২, ২৩৮৯

১ বাদ, সকল পুথি।
২-২ তরুণী বরণী, নী (পাঃ), ২৯২, ২৩৮৯।
৩ পেখিনু, ২৯২ ; দেখিঞা, ২৩৮৯।
৪-৪ কিবা সে, নী ; না জানি, ২৩৮৯।
৫-৫ ছানিঞা গড়িল, সে দেহ কোনো, ২৩৮৯।
৬ জে, ২৯২, ২৩৮৯।
৭ সই, সকল পাঠে।
৮-৮ পসিল জে, ২৯২ ; সামাইল, ২৩৮৯।
৯ বনায়ল, ২৩৮৯ ; বনাইলে, ২৯২।
১০-১০ সে আর অধিক, নী, ২৯২।
১১ কে এমন, নী।
১২ পাইল, ২৯২ ; পাল্য, ২৩৮৯।
১৩ পাইথু, ২৯২।
১৪-১৪ করিথু, ২৯২, ২৩৮৯।
১৫ এমনি, ২৩৮৯। ১৬ এই কে, ২৯২, ২৩৮৯
১৭-১৭ করয়ে, নী। ১৮ সে যেনে, নী, ২৯২।
১৯ কে, নী, ২৯২। ২০ পাইল, ২৯২।
২১ সে, নী। ২২ জৌবনের, ২৩৮৯।
২৩ পশারল, নী, ২৯২।
২৪ কাটা জে করিয়া, ২৯২।
২৫ তেন, ২৯২, ২৩৮৯। ২৬ অধর, নী, ২৯২।
২৭ পড়িছে, নী, ২৯২।
২৮ ই, ২৩৮৯। ২৯-২৯ সহয়, ২৯২।
৩০-৩০ কুচ্ছা ঘটে, ২৯২।

দ্রষ্টব্য :—এই পদ হইতে ৬৮৪ সং পদ পর্য্যন্ত ৬টি পদে রাধার রূপ বর্ণনা চলিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৬৭৮ সং পদের পরে ৬৮৫ সং পদ পাঠ করিলেও আখ্যায়িকার ক্রম ভঙ্গ হয় না, বরং ঐ দুইটি পদেই পালার সংযোজক সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, মধ্যবর্ত্তী এই ৬টি পদ গল্পাংশসম্ভূত কুসুম মাত্র, ইহাদিগকে অতিরিক্ত যোজনা বলিয়া ধরিয়া লইলেও উপাখ্যান-ভাগের কোনই ক্ষতি হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩টি পদেও রাধার রূপ বর্ণনা রহিয়াছে, আবার এই ৬টি পদেও সেই বিষয় পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ এই সকল পদে একই বিষয়ের পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য এই সকল পদের প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। মূল আখ্যায়িকার বক্তা কৃষ্ণ এবং শ্রোতা সুবল, কিন্তু এই ৬টি পদই সখী সম্বোধনে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও বর্ণনার বিষয় চণ্ডীদাসের মূল আখ্যায়িকা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মূলে "সুবল" ছিল, পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইলে অবশ্যই কতকটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় কিন্তু সকল পুথিতেই "সই বা সখী" শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এই সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পূর্ব্বরাগেও এই আখ্যায়িকার স্থান নাই। যে ভাবেই এই পদগুলির উদ্ভব হইয়া থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, পূর্ব্বরাগের এই পালা রচিত হইবার পরে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। কবিত্বে শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়া পাঠকগণের উপভোগের জন্য এই পদগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

টীকা

পঙ্‌—১। তড়িৎ-বরণী—তু—"কনকনিকস সম তনু-কান্তি-লীলা" (কৃঃ কীঃ, ৫৯ পৃঃ)।

৩-৪। রাজে—রাজ (প্রধান, শ্রেষ্ঠ) মিস্ত্রী, এই অর্থে রাজমিস্ত্রী হইতে। তু—বিধাতা চন্দ্রমণ্ডল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন (নৈষধঃ, ২২৫)।

৭। সকল পাঠেই "সই" রহিয়াছে, কিন্তু পালাটিতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ সুবলের নিকট এই কথা বলিতেছেন, অতএব এই পদটি চণ্ডীদাসের রচিত হইলে "সখা" বা "সুবল" জাতীয় কোন শব্দ থাকা উচিত ছিল। পদকল্পতরুতে "সাক্ষাদ্দর্শন", "অপরাহ্নে দর্শন" প্রভৃতি পর্য্যায়ে

বিভিন্ন কবির রচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের অনেকগুলি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে (ঐ, ১৯২-২১১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের অধিকাংশই "সজনি" বা "সই" সম্বোধনে রচিত। তন্মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের পদও রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া বিচ্ছিন্ন পদাবলী রচনা করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের ন্যায় আখ্যায়িকামূলক পালাগানের আকারে বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই। অতএব তাঁহারা ইচ্ছামত "সজনি" বা "সখী" সম্বোধনে পদ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে "সুবল" স্থানে "সজনি" বা "সখী" সম্বোধনে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, সুতরাং এই সকল পদ সন্দেহজনক।

৮-১১। কুচদ্বয় গুরুত্বে গিরিতুল্য, এবং আকৃতি ও বর্ণে সোনার বাটির ন্যায়, দেখিলেই স্বর্ণমন্দিরের ন্যায় বোধ হয়, আবার ইহার উপরিস্থ বৃন্ত দেখিয়া মনে হয় যেন স্তনমন্দিরের উপর, হৃদয়ের অপর দিকে, চূড়া বাঁধা হইয়াছে। অবর—অপর। লাগে—বোধ হয়। তু°—"কুচ উলট কটোরে" (কৃঃ কীঃ, ৯১ পৃঃ)।

১২-১৩। তু°—"কোণ বিশ্বকর্ম্মে নিম্মিল তুঈ তন" (কৃঃ কীঃ, ৬৫ পৃঃ)। অথবা—যেমন নৈষধচরিতে, তিন জন ইহাতে সৃষ্টির দক্ষতা দেখাইয়াছেন—প্রথমতঃ বিধাতা, তৎপর যৌবন, অবশেষে কামদেব (ঐ, ৭।১০৭)।

১৬-১৯। রাধার অন্তর্নিহিত গুপ্ত মন্মথ যেন স্তনরূপ মন্দির-দেহে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তু —"স্ফুরতি রতিপতিঃ গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু।" দে—দেহ।

২০-২৩। বক্ষোপরে হার লম্বমান রহিয়াছে, এবং সেখানে যৌবন-লক্ষণ স্তনদ্বয়ও বিরাজিত, ইহাদের সম্মিলনে যে শোভা হইয়াছে, তাহা সুসজ্জিত বিপণির পণ্যসম্ভারের ন্যায়। বোধ হয় যেন কেহ চাঁদ কাটিয়া চক্রাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

মন্তব্য :—এই জাতীয় পদরচনায় কবির মৌলিকত্ব বড় বেশী নাই, কারণ রূপ বর্ণনায় এই প্রকার উপমাদি প্রয়োগ করাই কবিগণের চিরপ্রসিদ্ধ রীতি। সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া যথাসম্ভব পরবর্তী পদগুলিতেও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজ পত্র" হইতে সঙ্কলিত করিয়া একটি পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ওকি অপরূপ দেখি ধনি।
পিষ্ঠেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত
কিম্বা ফনি কিম্বা বেণী॥
অলকা-বেষ্টিত কনকে রচিত
শিতি কিম্বা সৌদামিনি।
তার অধদেসে অন্ধকারো নাসে
সিন্দুর কি দিনমনি॥
খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল
কি সফরি অনুমানি।
কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর
কিছুই না জানি॥
কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ
কিবা হয় তনুখানি।
কি কুচ কি গিরি বুঝিতে না পারি
কি কোক বিহিন পানি॥
কি মৃনাল-দণ্ড কিবা করি-সুণ্ড
কিবা বাহুর সুবলনি।
ত্রিবলি ত্রিগুন কি কাম সোপান
কিবা নাভি তরঙ্গিনি॥
কিবা কোটীদেস কিবা পসু ইষ
মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি।
কিবা রম্ভা তরু কিবা যুগ্ম উরু
কিবা মরাল চলনি॥
লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায়
চল্যাছ লো বিনোদিনি।
নন্দলাল ভনে চায়্যা আমা পানে
হাস্যা কথা কহ সুনি॥

[সা-প-প, ১৩২৯ সন, ১২৪ পৃঃ।]

লালচন্দ্র বিখ্যাত কবি নহেন, অথচ রূপ বর্ণনায় তিনি যে সকল উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়, এবং চণ্ডীদাসের অনেক পদেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে প্রচলিত পদাবলীতে ভাষা অনেক সুললিত হইয়াছে। অতএব মৌলিকত্ব বেশী না থাকিলেও এই সকল পদ রচনায় যে পাণ্ডিত্য ও রচনা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

[৬৮০]

শ্রীগান্ধার [১]

বদন সুন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার [২] ঝলকে পরাণ চমকে
তিমির পাইল ভয়॥
নয়ান-চাহনি বিষের ধায়নি
তিখিন তিখিন শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল [৩] জ্বর [৩]
মদন পাইল ডর [৪]॥
সই,[৫] কে বলে [৬] কুচযুগ বেল [৭]।
সোনার গুলি শোভিছে [৮] ভালি
যুবা [৯] বধিবার [৯] শেল॥ ধ্রু [১০]
আজানুলম্বিত করিকর [১১] মত [১১]
কনক ভুজ [১২] যে সাজে।
হেরিয়া মদন [১৩] গেল সে [১৪] সদন
মুখ না তুলিছে [১৫] লাজে॥
মাঝা [১৬] খিন তার সিংহের আকার [১৬]
নিতম্ব [১৭] বিমান চাকে [১৭]।
চরণ কমলে ভ্রমরা বুলয়ে [১৮]
চৌদিকে [১৯] বেড়িয়া ঝাঁকে [২০]॥
পদযুগ [২১]-রাজে [২১] যাবক যে [২২] সাজে
মিহির-শোভিত [২৩] জনু।
চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়
দেখিতে নারিলু [২৪] তনু॥

নী-৯ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭।
১ বাদ, ২৯২, ২৯৭।
২ চুলের, ২৯২।
৩-৩ উপজল ডর, ২৯২।
৪ এই চারি পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯৭।
৫ সখি, ২৯৭। ৬ কহ, ঐ। ৭ ভাল, ঐ।
৮ শোভয়ে, ২৯২ ; সোভএ, ২৯৭।
৯-৯ যুবক ধরিবার, নী ; জুবক বধের, ২৯২।
১০ বাদ, নী, ২৯৭।
১১-১১ করিবর শুণ্ডিত, নী, ২৯২।
১২ চুড়ি, ২৯২, ২৯৭।
১৩ বদন, ২৯৭। ১৪ জে, ২৯২, ২৯৭।
১৫ তুলিল, নী।
১৬-১৬ মাজা যে ডম্বরু, সিংহিনী আকার, নী ; মাঝ, অতি খিন, কেশরি জেমন, ২৯৭।
১৭-১৭ চাক, নী ; বিমান জেমন চাক, ২৯৭।
১৮ দোলয়ে, নী ; দোলএ, ২৯৭।
১৯ চুদিগে, ২৯৭। ২০ ঝাঁক, নী, ২৯৭।
২১-২১ অঙ্গুলির মাঝে, নী, ২৯২।
২২ বাদ, নী। ২৩ সহিত, ২৯৭।
২৪ নারিনু, নী, ২৯২।

টীকা

পঙ্‌—১-৪। তু°—"পূর্ণিমাতিথির মুখরূপ চন্দ্রকে জয় করিয়া ইহার মুখখানি নিজের গর্ব্ব পূর্ণ করিয়াছে, (নৈষধ-চরিত, ৭।৫৩), এবং "ইহা সম্মুখের ও পার্শ্বের অন্ধকার সরাইয়া দিয়াছে" (ঐ, ৭।২১)। তু°—"ষোলকলা সংপূন্ন চন্দ্রবদন" (কৃঃ কীঃ, ৬৯ পৃঃ) এবং "মুখশশী-ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার" (তরু, ২০৭ সং পদ)।

৫। তু°—"কালকূট বিষহরি জ্ঞানল কটাক্ষ" (কৃঃ কীঃ, ৬৯ পৃঃ)।

৬। তু°—"অর্জ্জুনের বাণ জিনী তাহার সন্ধানে" (কৃঃ কীঃ, ৯৯ পৃঃ) এবং "নয়ন কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিন্ধিতে ধায়" (তরু, ১৫২ সংপদ)।

৭। তু° -"তৈখনে মরমে মদনজ্বর উপজল" (তরু, ১৯৬ সং পদ)।

৮। যেহেতু ইহা ঐন্দ্রজালিক অর্থাৎ সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী পুষ্পশর কন্দর্পেরও মোহনকারী হইয়াছে। তু°—"ইন্দ্রজালিক, কুসুম সায়ক, কুহকি ভেলি বরনারী" (তরু, পদ সং ৫৭)।

১০ ১১। তু°—"দময়ন্তীর দুইটি নাসিকা যেন নলের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কাম ও রতি দেবীর দুইটি বন্দুকের নাল" (নৈষধচরিত, ২।২৮)। আবার—মদনের গুলিকার উল্লেখ : ঐ, ৩।১২৭)।

১৪-১৫। নিজের পাশ ভ্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া মদন বাহুদ্বয়কে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

১৭। তু°—"কামদেব জগজ্জয়ের জন্য নিতম্বরূপ চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন" (নৈষধচরিত, ৭।৮৮)।

২০-২১। তু°—"পাদপদ্ম প্রবাল অপেক্ষাও অধিক রক্তবর্ণ" (নৈষধচরিত, ৭।৯৯)।

[৩৮১]

তুড়ি [১]

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি
চমকি চলিয়ে [২] গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল [৩] কামিনী [৩]
ততহি উদিত ভেল ॥
সই [৪], জনমিয়ে [৫] দেখি নাই হেন নারী [৫]।
রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন সে [৬] চাহনি [৬]
গলে [৭] যে [৭] গোতিম হারি ॥
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার [৮] করয়ে তাই [৮]।
অঙ্গের বসন ঘুচায়ে [৯] কখন
সঘনে ঝাঁপয়ে তাই [১০] ॥
মনের সহিতে মনের কৌতুকে
সখীর কাছেতে [১১] যাই [১১]।
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারালুঁ ভাই ॥
চলন ভঙ্গিম [১২] অতি সুরঙ্গিম [১৩]
হংস [১৪]-গতি জিনি থোর [১৪]।
অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উথলি [১৫] জোর ॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে
দারুণ দাহন [১৬] তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
বিন্ধিয়া [১৭] করল পার [১৭]।
জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন হরিল [১৮] মোর।
চণ্ডীদাসে কয় [১৯] ব্যাধি কিছু নয়
দেখিয়া হইলা [১৯] ভোর ॥

নী—৪ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭।

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭। ২ চাহিয়ে, নী।

৩-৩ জতেক রমণী, ২৯৭। ৪ বাদ, ২৯৭।

৫-৫ জনমি দেখি নাঞি হেন জে নারি, ২৯২ ; কভু না দেখি যে এমন নারি, ২৯৭।

৬-৬ সে চাহন, নী ; যে°, ২৯২।

৭-৭ °সে, নী ; গলায়, ২৯৭।

৮-৮ °যাই, নী ; ঝঙ্কারে বেড়িআ রাই, ২৯৭।

৯ খসায়, ২৯৭ ।

১০ এই দুই পঙক্তি ২৯২ পুথিতে নাই ।

১১-১১ সঙ্গেতে রাই, ২৯২ ।

১২ ভঙ্গি, ২৯২ ; সুভঙ্গি, ২৯৭ ।

১৩ সুরঙ্গি, ২৯২, ২৯৭ ।

১৪-১৪ চাপটিলে জীবন মোর, নী ; ঠাহরে পরান মোর, ২৯৭ ।

১৫ উছলি, ২৯৭ ।

১৬ দরশি, নী ; দেহসি, ২৯৭ ।

১৭-১৭ বিঁধিলে বাণ যে জার, নী, ২৯২ ।

১৮ নাহিক, নী ; নহিল, ২৯২ ।

১৯-১৯ কহে, ব্যাধি সমাধি নহে, দেখিয়া হইলাম, নী ; কহে, বেয়াধি সমাধি নহে, দেখিয়া হইল, ২৯২ ।

টীকা

পঙ্ -৪ । "সঙ্গের সহচরী কামিনীগণের মধ্যে উপস্থিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, এমনী বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন " (নী—৪ পৃঃ) । তুঃ -"মেঘমাল সঞে তড়িত-লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল" (তরু, পদ সং—১৯৫) ।

১৭ । হংসের গমনভঙ্গী অপেক্ষাও অধিকতর ধীর-মন্থর । তুঃ—"মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে" (কৃঃ কাঃ, ১২ পৃঃ) ।

[৬৮২]

গান্ধার [১] ।

পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ [২] নাগরা
সখীর সহিতে যায় ।
সকল অঙ্গ মদন-তরঙ্গ [৩]
হসিত [৪] বদনে [৫] চায় ॥
সই [৬], কে বল [৭] মোহিনী সেহ [৮] ।
বিধি [৯] পাই [১০] সহায় এমতি [১১] হয় [১১]
তা সনে করি যে লেহ [১২] ॥ ধ্রু [১৩] ॥
নীল মুকুতার [১৪] হার [১৫] মনোহর [১৫]
শোভিত দেখি যে [১৬] গলে [১৭] ।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চাঁদেরে [১৮] বেড়িয়া জ্বলে [১৯] ॥ [২০]
কুচ যে [২১] মণ্ডলী কনক কটোরি [২২]
বনালে [২৩] কেমন ধাতা ।
হাসির [২৪] যে রাশি মনের যে খুসি
দান যে করিছে দাতা [২৫] ॥
চণ্ডীদাসে [২৬] কয় [২৬] মনে [২৭] করি ভয় [২৭]
কি দান [২৮] মাগিবা তায় ।
যে ধন মাগয়ে [২৯] তাহা না পাইয়ে [৩০]
অপযশ রহি [৩১] যায় [৩১] ॥ [৩২]

নী—৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ; তরু, ১৯৮ ।

১ শ্রীগান্ধার, ২৯১, ২৯২ ; তুড়ী, তরু ; বাদ, ২৯৭ ।

২ দেখিনু, নী, ২৯১, ২৯২ ; নবিন, ২৯৭ ।

৩ রঙ্গ, তরু । ৪ ঈষৎ, ২৯৭ ।

৫ নয়নে, ২৯৭ । ৬ সখি, ২৯৭ ।

৭ কেমন, নী ; বলে, ২৯৭ ।

৮ সে, নী, ২৯১, ২৯৭ ।

৯ যদি, নী, তরু, ২৯১, ২৯৭ ।

১০ বাদ, ২৯২ ; সে, ২৯৭ ।

১১-১১ এমনি, নী ; অনুমতি দেয়, ২৯৭ ।

১২ নেহ, তরু ; লে, নী, ২৯১, ২৯৭ ।

১৩ বাদ, নী, ২৯৭ ।

১৪ মুকুতা, তরু ; যে তার ২৯১ ।

১৫-১৫ হার লম্বিত, নী ; হার যেকতা, তরু ; মুকুতা হার, ২৯১ ।

১৬ দেখিলুঁ, তরু ; দেখিলু, ২৯১ ।

১৭ ভাল, নী, তরু, ২৯১ ।

[১৮] চান্দে, তরু ; চান্দ, ২৯১ ; চান্দকে, ২৯২।

[১৯] জাল, নী, তরু, ২৯১, ২৯২।

[২০] ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই।

[২১] এ, তরু।

[২২] পুথলি, ২৯১ ; পুতলি, ২৯২।

[২৩] বনালো, তরু ; বনাঞাছে, ২৯১ ; বনাইল, ২৯২।

[২৪-২৫] হাসির রাশি, মনের খুসি, দান করে যদি দাতা, নী, তরু ; হাসিয়ে রাশি, মনের খোসি, দান করিছে দাতা, ২৯১ ; হাসিয়ে জে রাসি—ধাতা, ২৯২।

[২৬] চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৯২।

[২৬] কহে, নী, তরু।

[২৭-২৭] দান যদি নহে, নী ; যদি দান হয়ে, তরু ; দান সে হয়, ২৯১ ; মনেতে কি হয়, ২৯২।

[২৮] ২৯১ পুথির পাঠ, অন্যত্র "জানি"।

[২৯] মাগিবে, ২৯২, ২৯৭। [৩০] পাইবে, ঐ।

[৩১-৩১] বাড়িয়া জায়, ২৯২ ; পাছে রয়, ২৯৭।

[৩২] এই দুই পঙক্তি তরুতে আছে—ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে, তিমিরে লাগয়ে ভয়।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বরাগের প্রথম পদটিতে (৬৭৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) আছে—"মহল ছাড়িয়া আসি, সঙ্গে সহচরী দাসী" ইত্যাদি। বোধ হয় ইহা হইতেই 'সখীর সহিত পথে জড়াজড়ি করিয়া যায়' এই পরিকল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে। °তরুতে এই পদের সহিত বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি-রচিত কয়েকটি পথে দেখার পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। ইহাদের ভাবসাদৃশ্য তুলনীয়।

পঙ্—৩-৪। তু—"রাধার ভ্রূযুগলই ধনু, কটাক্ষই বাণ, বাহুদ্বয় নাগপাশ ইত্যাদি, অতএব শ্রীরাধিকার শরীর কন্দর্প-রাজের সুবিশাল অস্ত্রশালার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।" (গোবিন্দলীলামৃত, ৫৭৩-৪)।

অন্যত্র—"শরীরে কামদেব ও যৌবন বয়স ইহারা দুই-জনে সাঁতার দিতেছে" (নৈষধচরিত, ২।৩১)।

৫। তু°—"কাহাঁ রমণি ও কে উহ জান" (তরু, পদ সং ১৯৩)।

৬। আমার সৌভাগ্যবশতঃ ভগবান সহায় হইলে।

৮-১১। ব্যাখ্যার জন্য °তরু ১৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অথবা গলদেশে মণিমুক্তাগঠিত হারের দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, এবং তদুপরি মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলটির উদয় হইয়াছে (নৈষধ-চরিত, ৭।৭৬-৭), দেখিলে মনে হয় যেন চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া তারকারাজি শোভা পাইতেছে।

১৪-১৫। শ্রীরাধিকা যেন হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া চলিয়াছেন। হাসি দান করিবার পরিকল্পনা নৈষধচরিতেও রহিয়াছে, যথা—দময়ন্তী তাঁহার হাসির সহস্রভাগের এক ভাগও যদি দান করেন, ইত্যাদি (ঐ, ৭।৪৩)।

[৬৮৮]

তুড়ি[১]।

বেলি অসকালে[২] দেখিলুঁ[৩] যে[৪] ভালে
পথেতে[৫] যাইতে[৬] সে।
জুড়াল[৭] কেবল[৮] নয়ন[৯] যুগল[১০]
চিনিতে নারিলু[১১] কে॥
সই[১২], রূপ[১৩] কে[১৪] চাহিতে[১৫] পারে।
সে[১৬] অঙ্গের আভা বসন-শোভা
পাসরিতে[১৭] নারি[১৭] তারে॥ধ্রু[১৮]॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর[১৯] সহিতে
কনক কটোরি[২০] হাতে।
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে[২১]॥[২২]
নীল[২৩] যে[২৪] শাড়ী মোহনকারী[২৫]
উছলিত[২৬] দেখি[২৭] পাশ।
কি আর পরাণে, সঁপিলুঁ[২৮] চরণে[২৮]
সদা[২৯] করি অভিলাষ[২৯]॥

কুচযুগ-গিরি কনক[৩০] কটোরি
শোভিত[৩১] হিয়ার মাঝে।
ধীরে[৩২] ধীরে[৩২] যায়[৩৩] চমকিয়া[৩৪] চায়[৩৫]
ঘন[৩৬] না চাহে লোকলাজে[৩৬] ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা[৩৭]
চলন মন্থর[৩৮] গতি।
কোন ভাগ্যবানে পাইয়াছে[৩৯] দানে
ভজিয়া[৪০] সে উমাপতি[৪০] ॥
চণ্ডীদাসে কয় মূরতি[৪১] সে[৪২] নয়[৪২]
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া[৪৩] যতন করিয়া
গঠিল[৪৪] বুঝি[৪৪] অনুমানে ॥

নী-[১] ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭, ২৩৮৯ ; তরু, ২০২।

[১] বাদ, সকল পুথি। [২] য়বসানকালে, ২৯৬।

[৩] দেখিনু, নী, ২৯২ ; দেখিলাম, ২৯৬ ; দেখিল, ২৯৭।

[৪] সে, ২৯২, ২৯৭ ; বাদ, নী, ২৯১, ২৯৬।

[৫] পথে জে, ২৩৮৯, ২৯১ (যে), ২৯২, ২৯৬।

[৬] যাইতেছে, ২৯১ ; আইসে, ২৯৭, ২৯২ ; জাইছে, ২৯৬।

[৭] জুড়ায়, তরু ; যুড়ালা, ২৯১ ; জুড়াইল, ২৯২ ; যুড়াইল, ২৯৬, ২৯৭।

[৮] সকল, ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ; মোর, ২৯৬।

[৯] নয়ান, ২৯১, ২৯৬ ; নআন, ২৯৭।

[১০] এই পঙক্তিটী ২৩৮৯ পুথিতে আছে—"নয়ানজুগল করিল সিতল"।

[১১] নারিনু, নী, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭।

[১২] সখি, ২৯৭। [১৩] সেরূপ, নী।

[১৪] কেবা বা, ২৩৮৯ ; কেবা, ২৯২, ২৯৬।

[১৫] চাহিবারে, ২৯১, ২৯২।

[১৬] বাদ, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭, নী।

[১৭-১৭] চিনিতে না পারি, ২৯২।

[১৮] বাদ, নী, ২৯৬, ২৯৭, ২৩৮৯।

[১৯] মদিরা, ২৯১।

[২০] কঙ্কন, ২৩৮৯ ; টোড়র, ২৯১, ২৯২ ; কোটর, ২৯৬

[২১] মাথে, তরু ; নখে, ২৯১ ; নাসাতে, ২৯৬।

[২২] এই ৪ পঙক্তি বাদ, ২৯৭।

[২৩] নিলমনি, ২৩৮৯ ; পরি নিল, ২৯৭।

[২৪] বাদ, নী, তরু, ২৩৮৯, ২৯৭।

[২৫-২৫] মোহন কবরি, ২৯৭।

[২৬] উছলিতে, নী, তরু, ২৯১, ২৯২ ; উচলিতে, ২৯৬ ; উলটিতে, ২৯৭।

[২৭] দেখিলুঁ, ২৯১ ; দেখিনু, ২৯২, ২৯৬ ; দেখিলু, ২৯৭।

[২৮-২৮] বিধির করনে, ২৩৮৯ ; সঁপিনু, নী ; সোঁপিলুঁ, তরু, ২৯১ ; সোপিল, ২৯২ ; সোপলো, ২৯৬ ; সোপিব, ২৯৭।

[২৯-২৯] দাস করি মনে আশ, নী, তরু, ২৯২, ২৯৬ ; দাস করএ য়াস, ২৩৮৯ ; হইব তাহার দাস, ২৯৭।

[৩০] কনয়া, ২৯৬। [৩১] শোভিছে, ২৯৭।

[৩২-৩২] ধীরি ২, ২৩৮৯ ; ধিরি ২, ২৯১, ২৯২, ২৯৬ ; মন্দ ২, ২৯৭।

[৩৩] চায়, নী ; জাই, ২৩৮৯, ২৯২, ২৯৬ ; যাই, ২৯১।

[৩৪] চমকিত, ২৯১ ; সচকিত, ২৯২ ; সুচকিত, ২৯৬ ; ইসত ২, ২৯৭।

[৩৫] যায়, নী ; চাই, ২৩৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৬।

[৩৬-৩৬] বেকত লোকের মাঝে, ২৩৮৯ ; চাই, ২৯১ ; নাহি লোক, ২৯২ ; চাহ, ২৯৬।

[৩৭] ইহার পরে ২৯৮ পুথির পাতা নাই।

[৩৮] কুঞ্জর, ২৯৭।

[৩৯] পাঞাছে কি, তরু ; পাল্য কোন, ২৩৮৯, ২৯১, ২৯৭ ; পাইয়া কোন, ২৯২।

[৪০-৪০] সেবিআ উমা পার্ব্বতি, ২৯৭।

[৪১] যুবতি, ২৩৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

[৪২-৪২] এ নয়, তরু।

৪০ আনিয়া, ২৯২, ২৯৭ ; আনিঞা, ২৯১ ।

৪৪-৪৪ গড়িল কি, ২৩৮৯ ; গড়িল সে, তরু ; গড়ল°, ২৯১ ; গড়িল বিধি, ২৯৭ ।

টীকা

:—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৭৬ সং পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধাকে একবার হঠাৎ দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপর দাসীর সহিত জল আনিতে যাইতে দেখিয়াছিলেন। ইহা অপরাহ্নে হইয়াছিল কিনা তাহার কোন উল্লেখ ঐ পদে নাই, কিন্তু পদকল্পতরুতে "অপরাহ্নে দর্শন" পর্য্যায়ে তিনটি পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ২০১-২০৩ সং পদ দ্রষ্টব্য), আবার ২১৪ সং পদেও "বেলি অবসান কালে" দর্শনের উক্তি রহিয়াছে। এই সকল পদের পরিকল্পনায় কে কাহার নিকট ঋণী তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

পং—৩। তু°—"হেরইতে ভৈগেলুঁ ভোর" (তরু, ১৯২ সং পদ)।

১৩-১৫। তু°—"তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা। কনক-কমল হেরি কাহে না লোভা" (ঐ, ১৯৩)।

১৮-১৯। তু°—"মুখে হেরি সুন্দরি, ভরমহি চঞ্চল, চকিত চমকি চলি যাই" (ঐ, ১৯৯)।

[৬৮৪]

আশাবরি[1]।

রমণীর[2] মণি-[2] পেখিলু[3] আপনি[4]
ভূষণ[5]-শোভিত[6]-গায়[7]।
দেখিতে[8] দেখিতে[8] বিজুরি[9] ঝলকে[9]
ধৈরজ[10] ধরা না যায়[10] ॥
সই[11], চাহনি মোহিনী[12] ঘোর[13]।
মরমে[14] লাগিল[14] হেরিয়া[15] বুঝিল[15]
রূপের নাহিক ওর[16] ॥ ধ্রু[17] ॥
বদন-চান্দ[18] কামের ফান্দ[19]
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে[20]।
কেশের আগ চুম্বয়ে জাগ[21]
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে[22]।[23]
বসন খসয়ে[24] আঙ্গুলে[25] চাপয়ে[26]
কর[27] সে করছে[27] থুয়া[28]।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে[29]
কেমনে ধরিব হিয়া ॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে[30]
সাপিনী লাগয়ে[31] মোয়[32]
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী[33] থোয়[34] ॥
দশনের[35] কাঁতি মুকুতার[36] পাঁতি
হাসিতে[37] উগারে[37] শশী।
পরাণ পুতলি হইল পাগলী
মরমে[38] রহিল[38] পশি ॥
শুধু[39] যে হিয়া রহিল[40] পড়িয়া
বস্তু[41] যে চলিল[41] তায়।
চণ্ডীদাসে কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ পায়[42] ॥

নী—৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯ ; তরু, ২০৩।

১ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯ ।

২-২ রমনের রমনি, ২৯১ ; রমনে রমনি, ২৯২, ২৩৮৯ ; মোহন রমনি, ২৯৭।

৩ পেখিনু, নী, ২৯১, ২৯২।

৪ অমনি, ২৯১ ; আপুনি, ২৯৭ ; কামিনি, ২৩৮৯।

৫ অভরণ, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

৬ সহিতে, নী, তরু ; সহিত, ২৯১ ২৯২।

৭ এই পঙক্তিটি ২৩৮৯ পুথিতে আছে—নানা অভরণ গায়।

৮-৮ হেরিতে ২, ২৯৭।

৯-৯ বিযুরিময়, ২৯১ ; বিজুরিময়, ২৯২, ২৯৭

১০-১০ ধৈরযে ধৈরয নয়, নী ; ধৈরজে°, তরু, ২৯১ ; ধৈরজ ধৈরজ নয়, ২৯৭ ; ধৈরজ ধরিল নয়, ২৩৮৯ ।

১১ বাদ, ২৯৭ ।

১২ মোহনি, তরু, ২৯৭, ২৩৮৯ ; মোহন, ২৯১ ।

১৩ থোরি, ২৯১ ; থোর, নী, তরু, ২৯২, ২৯৭ ।

১৪-১৪ মরম বান্ধলুঁ, তরু ।

১৫-১৫ °ভুলিলু, তরু ; আরজে বুলিল, ২৯২ ; হেরি জে° ২৩৮৯ ।

১৬ ওরি, ২৯১ ; য়োর, ২৯৭ ।

১৭ বাদ, নী, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯ ।

১৮ ছাঁদ, নী । ১৯ ফাঁদ, ঐ ।

২০ কাঁদে, ঐ ।

২১ চাগ, নী ; চাগ, তরু, ৪১৪৪ ; ঠাগ, ২৩৮৯ ; ভাগ, ৫৪২১ ।

২২ বাঁধে, নী ।

২৩ এই দুই পঙক্তি ২৯২ পুথিতে নাই ; প্রথম পঙক্তিটি ২৯৭ পুথিতে এই ভাবে আছে—কেসের আগঙ চুম্ব চাতক নিরম্ব ।

২৪ । খসায়, ২৯৭ ।

২৫ অঙ্গুলি, নী, তরু, ২৯৭ । ২৬ চাপায়, ২৯৭ ।

২৭-২৭ °করচে, নী ; কড়ছে করছি, ২৯১, ২৯২ ; করচে ২, ২৯৭ ; কড়চে কড়চ, ২৩৮৯ ; কড়ছে কড়ছে, ৫৪২১ ।

২৮ থুইয়া, নী, তরু ।

২৯ ক্ষেপয়ে, ২৯৭ ।

৩০ আঁধারে, নী ; ২৩৮৯ পুথিতে জলের সহিত "আন্ধারে" ও কেশের সহিত "কান্ধারে" আছে ।

৩১ লাগিল, নী, ২৯১ ; নাশিল, ৫৪২১ ।

৩২ । মোয়ী, ২৯১ ; মোই, ২৯২ ; মুঞী, ২৯৭ ; মএ, ৫৪২১ ;

৩৩ । নাগিনী, নী ।

৩৪ । থোই, ২৯১ ; থুই, ২৯২, ২৯৭ ।

৩৫ । দশন, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ।

৩৬ । মুকুতা, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ।

৩৭-৩৭ । হাস উগারয়ে, তরু ।

৩৮-৩৮ । °লাগিল, নী ; °রহল, তরু ; মনে যে লাগিল, ২৯১ ; মনে জে রহিল, ২৯২ ; মনে তারহল, ২৩৮৯ ।

৩৯ শুন, তরু ।

৪০ রহল, তরু ।

৪১-৪১ । বস্তু রহল, তরু ; পরাণ নিল, ২৯৭ ।

৪২ । রয়, নী, তরু ।

টীকা

পঙ্—৩ ৪ । নায়িকার রূপ, অথবা অলঙ্কারের অন্তর্গত রত্নের জ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় ঝিকমিক করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমি ধৈর্য্য হারাইয়াছি । (তু°—নৈষধচরিত, ৭।১৯ ; কুমারসম্ভব, ১।৩৮) ।

৮ । যেহেতু তাঁহার দুইটি ভ্রূ যেন কামদেবের ধনু, নাসিকা যেন গুলি নিক্ষেপ করিবার বন্দুকের নাল, এবং নয়নে যেন কামদেবের বাণ সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইত্যাদি (নৈষধচরিত, ২।২৮, ৭।২৭ ইত্যাদি) ।

৯ । ইহা লাবণ্য-জলপ্রবাহ উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া (ঐ, ৭।১১) এইরূপ বোধ হয় । তু —"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়" (তরু, ১৫২ সং পদ) ।

১০ । জাগ—সং জঙ্ঘা শব্দজ । কেশ লম্বিত হইয়া জানু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে ।

১৩ । "কটিতে হস্ত রাখিয়া অঙ্গুলি চাপিতেছেন" (তরু, টীকা) । কটি-কক্ষ হইতে কড়ছ কি ? (ঐ) ।

১৬-১৭ । রাধার মুখে লাবণ্যরূপ জল উছলিয়া পড়িতেছে এবং তাহাতে শৈবালরূপ কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলও বিরাজিত । তন্মধ্যে কালসর্পরূপ ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে বলিয়া বোধ হয় । তু —"লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল" (কৃঃ কীঃ, ১৯৫ পৃঃ), এবং—"ভ্রূহি কাল শাপে, যুগল তাহাত, শোভএ নিচল হোই" (ঐ, ৭৩ পৃঃ) ।

২০ । মুক্তার পঙ্‌ক্তির ন্যায় দন্তের কান্তি (কুমারসম্ভব, ১।৪৪) ।

২১ । যেহেতু শুভ্রদশনকান্তিসুশোভিত তাঁহার মধুর হাস্য (ঐ) ।

[৬৮৫]

সুহই।

এ বোল শুনিয়া সুবল সাঙ্গাত
কহেন উত্তর বোল।
"ইহার বচন জানিয়ে সকলি
করিব এখন ওর।"

কহেন সুবল সখা।
"তোমার চরিত করিব বেকত
তা সনে করাব দেখা॥

তোমার মরম বুঝিনু করম
শুন রসময় কান।
তা সনে মিলন করাব যতনে
ইহাতে নাহিক আন॥

তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম সখা।
বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমারে করাব দেখা।

ভাল সে জানিল মনের গুমান
আমি সে করিব ভাই।"
সুবলের বোলে অতি কুতূহলে
আনন্দ হইল তাই॥

নর্ম্মসখাগণ বসি পঞ্চজন
সুবল ত্রিবিট তথা।
এ মধুমঙ্গল বিদূষক দল
কহেন মরম কথা॥

এ পীঠমদন তেঁই সে সুজন
কহিতে লাগিল তায়।
সুবল বচন মর্ম্মত বেকতা (?)
কহন নাহিক যায়॥

কমল-নয়ন কহেন বচন
"শুনহ বচন মোর।"
চণ্ডীদাস যায়, অতি সে ত্বরায়
বৃকভানুপুর ওর॥

টীকা

পঙ্—৪। ওর—সীমা, সমাধান।

১২। সুবল নর্ম্মসখা বলিয়া।

২০। উজ্জ্বলনীলমণির সহায়ভেদ প্রকরণে পাঁচ প্রকার সহায়ের উল্লেখ রহিয়াছে—যথা—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ এবং প্রিয়নর্ম্মসখ (ঐ, ৪৯ পৃঃ)।

২২। বিদগ্ধমাধব নাটকে মধুমঙ্গল নামক বিদূষকের উল্লেখ রহিয়াছে।

২৪। আদর্শে "এপিচ মদন" আছে। ইহা পীঠমর্দ্দ হইবে বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী ৬৯০ সং পদ দ্রষ্টব্য।

[৬৮৬]

কানাড়া।

"শুন প্রাণসখা আমি সে জানিয়ে
অনেক টোনার খেলা।
তাহাই খেলিতে যাইব ত্বরিতে
শুন পরাণের কালা।"
কহে তব তায় সেই যদুরায়
"কিবা সে খেলিবে ভাই।
দেখি তাহা আমি আপন নয়ানে
তবে সে প্রতীত যাই॥
সখাহে সুবল, এইখানে খেল
কোন্ সে করিবে টোনা।
যদি মনে লাগে এই হিয়া জাগে
তবে সে যাইবে জানা॥"

"বৈঠহ আনন্দে তরু আশানন্দে
আমি সে ধরিব ছলা।"
কানুর গোচরে সুবল সাঙ্গাত
করিতে লাগিল খেলা॥
আগে সে ধরিল আবেশ করিল
পূর্ব্ব অবতার-লীলা।
শ্রীরাম ধানুকী সহিতে জানকী
করিতে লাগিল খেলা॥
তাহাই ছাড়িয়া শিশুপাল হয়
দন্তবক্র আদি করি।
এই সব খেলা করেন সুবল
দেখেন প্রাণের হরি॥
তাহা ছাড়ি পুন ধরেন তখন
নৃসিংহরূপের কায়া।
হাতে অস্ত্র টাঙ্গী প্রচণ্ড মূরতি
চণ্ডীদাস দেখে চায়া॥

তাহা ছাড়ি সখা আর দিল দেখা
কূর্ম্মের আকৃতি অতি।
বরাহ বামন আদি আর যত
* অবতার তথি॥
তাহা দেখাইল ভাই সে সুবল
"দেখহ কালিয়া শ্যাম।
এ সব মুরতি তাহার পিরীতি
কহত আমার ঠাম॥"
বরাহ মূরতি দেখায়ে আকৃতি
দেখিতে সুবল সখা।
সকল মূরতি দেখি জনে জনে
আর কোন্ আছে দেখা॥
চণ্ডীদাস বলে মনেতে না লাগে
যতেক দেখিল খেলা।
চাহি সখা পানে কমলনয়ানে
"আর কোন্ আছে লীলা?"

টীকা

পঙ্-২২। দন্তবক্র—শিশুপালের ভ্রাতা।

[৬৮৭]

ধাবড়ী।

ছাড়িয়া সে তনু দেখাইল জনু
ধরি হলধর-রূপ।
কাঁধেতে লাঙ্গল দেখি তাহা ভাল
বড়ই রসের কূপ।
তেজি সেই কায়া আর ধরে মায়া
ধরিলা মৎস্যের তনু।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজিত
মূরতি হইলা তনু॥

[৬৮৮]

বরাড়ী।

পুন সে ধরিল অতি মনোহর
এ নব মূরতি বেশ।
পরিধান নীল বসন ভূষণ
অতি সুচাঁচর কেশ॥
নব সে নলিন ভুবন-মোহন
চিত্রের পুতলি যৈছে।
কনক মঞ্জরি সুচারু গঠন
বেকত দেখিল তৈছে॥

সোণার প্রতিমা বিজুরি-উজোর
নয়ান-ভঙ্গিমা তায়।
কণক কটোরি বদরি সমান
দেখি মন মূরছায়॥
নীল শাড়ী তাহে ওড়নী ভঙ্গীমা
চাহনি কটাক্ষে বাঁকে।
মদন কম্পিত হইল বেকত
সেই সে মূরতি দেখে॥
মধুর মূরতি দেখি যদুপতি
হরষ পাইল তার।
"পূরবে দেখিল যেমন মূরতি
সেই মত অভিপ্রায়॥
মনমত্তহাতী ধরিতে না পারি
মরমে লাগিল তাহা।"
এই অনুমানে করি নিরীক্ষণে
পুলক মানিল দেহা
কহেন সুবল "কেন দেখাইনু
মনেতে লাগিল তাহা।
কহ কহ ভাই, প্রাণ কানাই,
এই সে কেমন দেহা।"
ছাড়িয়া মূরতি সুবল আকৃতি
হইল যেমত সখা।
নন্দের নন্দন মোহিত মানল
চণ্ডীদাস দেখে একা॥

টীকা

দ্রষ্টব্যঃ—সুবল এখন রাধার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সুবলের সহিত রাধার রূপসাদৃশ্য ছিল, ইহা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে সুবল-মিলন পালা রচিত হইয়াছিল।

পঙ্-৫-৬। নববিকসিত নলিনীর ন্যায়, অথবা চিত্রাঙ্কিত মনোহর মূর্ত্তির ন্যায় (নী, ১৪ পৃঃ)।

৭। কনক মঞ্জরি—তু°—"অমলা তড়িতদণ্ড হেম মঞ্জরি, জিনি অতি সুন্দর দেহা" (তরু, ২৭১ সং পদ)। গঠন পারিপাট্যে রাধাকে কনক মঞ্জরির ন্যায় বোধ হয়। আদর্শে "মঞ্জির" আছে। তু—"কেতকীকলিকা-কম্পকলেবরদ্যুতি" (বিদগ্ধমাধব, ১০৯ পৃঃ)।

১৭-২০। পূর্ব্বে সাক্ষাতে আমি রাধাকে যেরূপ দেখিয়াছি, সুবল সেইরূপ মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

[৬৮৯]

জয়শ্রী।

"শুন শুন ভেয়া নন্দ-দুলালিয়া
যে দেখিল হেন খেলি।
দেখাইনু এত মনেতে লাগিল
কহ দেখি বনমালী?"
কহে নন্দসুত তায়ে— "আমার মরম-ভেয়ে,
যে দেখিনু বৃকভানুপুরে।
তাহাতে ইহাতে খেদ নাহি কিছু বর্ণভেদ
পশি পুন রহিল অন্তরে॥
সেই যেন কমলিনী দেখিল তেমতি খানি
শুন ভাই সুবল সাঙ্গাত।
ও জন যতন করি দেখাহ আমারে বেরি
কেমনে ইহারে দেখি সাত॥
শুন সখা মর্ম্ম-বোল অন্তর হইল ভোল
এই সেই দেখিনু সাক্ষাত।
কেমন উপায় মিলি সেই সে চন্দ্রিকা বালি
শুন শুন মরম সাঙ্গাত॥"
সুবল কহেন তাহে — "আমি মিলাওব তোহে
ইহাতে অন্যথা নাহি কিছু।
গিয়া বৃকভানুপুরে খেলাইব কুতুহলে
মোহিত করিব তাহে পিছু॥

যাব পঞ্চ শিশু সনে সবে হইয়া একমনে
খেলিব বিনোদ খেলা অতি।
মায়া-ছলে মুগ্ধ করি মোহন মুরতি ধরি
অনায়াসে দেখাব যুবতী ॥
এই যমুনার তটে বৈস ভাই সুনিকটে
চম্পকের বন অনুপাম।"
চণ্ডীদাস সুখ চিতে দেখে তাহা একভিতে
গভরেত বংশীগুণ গান ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পঙ্—১৩-১৬ নীতে নাই।

পঙ্—৩। আমি যাহা দেখাইয়াছি তাহা তোমার মনে ধরিয়াছে কি ?

৫। মরম ভেয়ে—নর্ম্মসখা।

১২। সাত—সাক্ষাতে।

[৬৯০]

কানড়া।

ধরি অনুপম বাজিকর যেন
খেলার কতেক তানে
সুবল ত্রিবিট এ পীঠ-মদন
মধুমঙ্গলের সনে ॥
কহে বিদূষক— "শুন হে সুবল,
নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।
তবে যে খেলিব নানামত খেলা
গাইব নাচিব রঙ্গে।"
নানা যন্ত্র নিলা নানা সে প্রতিমা
কাঠের পুতলি লৈয়া।
আর যত নিল মধুর মধুর
বাদিয়া বাদির ছায়া ॥
নানা বেশ ধরি যেন বাজিকর
নাচায় পুতলি কায়া।
বহু মন্ত্র তন্ত্র যার নাহি অন্ত
কতেক জানায় মায়া ॥
চলে পঞ্চজন হয়ে একমন
বৃকভানুপুর যায়।
পথে যায় তথি খেলে খেলা অতি
চণ্ডীদাস সুখী তায় ॥

[৬৯১]

বরাড়ী।

বৃকভানুপুরে গিয়া কুতূহলে
সুবল এ চারি-জনে।
রাজার দুয়ারে এ গান বাজন
করেন আনন্দ মনে ॥
কেহ গায় অতি কেহ বায় তথি
আনন্দ কৌতুক মনে।
বৃকভানুরাজা শুনি সুললিত
অতি সে মধুর গানে ॥
রাজা কহে—"কোন্ গুণীর গমন
জান একজন দ্বারে।
নেহত খবর আনত গোচর"
ভেজিয়া দিল সে চরে ॥
গিয়া একজন বুঝল কারণ—
কেন বা আইলে তোরা।
কোন দেশে ঘর কহত সত্বর
কি বটে তোদের ধারা ॥

রাজা বৃকভানু পাঠাইল পুনু
লইতে তোদের তরে।
'কোন্ জন মোর দুয়ারে প্রবেশি
গায়ন বাজন করে"'?
কহে বাজিকর— "শুনহ উত্তর
বিদেশে মোদের ঘর।
গুণিজন হই আইনু হেথায়
লহ আমাদের সর॥
এই সে লালসে হইল মানসে
আইল পঞ্চম বালা।
রাজার গোচর" কহে বাজিকর—
"দেখাব বাজির খেলা॥
কিছু গুণগ্রাম করিব সন্ধান
খেলিতে বাজির খেলা।
এই সে কারণে আইল যতনে
এ পঞ্চ করিয়া মেলা॥"
"ভাল ভাল"—বলি আইল সে চর
কহিল রাজার পাশে।
চণ্ডীদাস কহে— শুন মহারাজ,
বড় গুণিজন সে॥

[৬৯২]

বরাড়ি

চরকে পুছিল বৃকভানু রাজা—
"কোন্ গুণী এই বটে।
কেন বা আইল কোন্ প্রয়োজন
কহত বচন ফুটে॥"

করযোড় করি কহে বরাবরি—
"শুনহ নৃপতি তুমি।
বিদেশ হইতে পঞ্চ বাজিকর
আইল বালক গুণী॥
বাজির পুতলি অনেক আছয়ে
নানা যন্ত্র দেখি তথি।
বহু গুণ জানে গায়ন নাচন
শুন মহানরপতি॥"
কহে গুণিজন— "শুনহ রাজন্,
খেলিব কিছুই খেলা।"
"ভাল, ভাল" বলি বৃকভানু রাজা
ত্বরায়ে বাহির হৈলা॥
বাহির দুয়ারে বিচিত্র বিছানা
পাড়িল সকল জনে।
তাহে বৃকভানু বৈঠল হরিষে
ডাকি আনি গুণিজনে॥
নৃপে আজ্ঞা দিল মহল আটনে
রাণীবর্গ আদি করি।
ঝরকা উপরে বসিলা হরিষে
সব সহচরী মিলি॥
রাধার জননী কৃত্তিকা মোহিনা
বৈঠল ঝরকাপরে।
বিনোদিনী রাধা সুন্দরী অগাধা
বৈঠল মায়ের কোড়ে॥
ললিতা সুন্দরী অনঙ্গমঞ্জরী
বৈঠল রাধার পাশে।
শত সহচরী চামর ঢুলায়
পাখা ঝুলে প্রতি আশে॥
নানা সেবা করে প্রতি সহচরী
আনন্দ কৌতুক বড়ি।
কনক-ঝারিতে বারি পূরি করি
থরে থরে সব এড়ি॥

তাম্বূল বাটাতে রেখেছে ত্বরিতে
কর্পূর মিশান করি।
চণ্ডীদাস বলে নানা উপহার
আনি থোয় সারি সারি॥

টীকা

পঙ্—২১। মহল-আটনে—অবরোধে।
২৩। ঝরকা—জাল-গবাক্ষ।
২৫। কৃত্তিকা—রাধা যে কীর্ত্তিদার কন্যা তাহার উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণিতে রহিয়াছে (ঐ. ১৩১ পৃঃ)। ভবিষ্যপুরাণেও রাধার জন্মবৃত্তান্তে কীর্ত্তিদাকে রাধার মাতা বলা হইয়াছে।

"শুন মহারাজ, কি গুণ খেলিব
কহ না উত্তর বাণী।
এই পঞ্চজনে গুণ গুণ ভেদ
অনেক খেলিতে জানি॥
অবধান কর বৃকভানু রাজা,
খেলাতে করহ মন।"
চণ্ডীদাস বলে রাজার গোচর
খেলায় সে পঞ্চজন॥

[৬৯৩]

বিহাগড়া।

রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে
"এ কি এ দেখিতে দেখি।"
কহেন জননী — "শুন বিনোদিনি,
বাজিকর ওই পেখি॥
কোন্ দেশ হতে এই পঞ্চ শিশু
এই সে করিবে বাজি।
তোমার পিতার আবেশ হইল
বাজিয়ার দেখিতে বাজি॥
তথির কারণে বাহির দুয়ারে
বসিল তোমার পিতা।
বাজিকর আগে দেখহ চাহিয়া
এমত না দেখি কোথা॥"
রাজা আজ্ঞা দিল গুণী পঞ্চজনে
"কি গুণ জানহ তোরা।
খেলহ আনন্দে মনের কৌতুকে
কেমন বাজির ধারা॥"

[৬৯৪]

ধানশ্রী।

আগে খেলে গুণী দশ অবতার
দেখহ নয়ানে চাই।
খেলে নানা খেলা সেই পঞ্চবালা
এক দিঠে দেখে তাই॥
মৎস্য অবতার চারি ভুজধর
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।
তারপর আর দেখায়ে গোচর
কূর্ম্মরাজ অনুসঙ্গ॥
তারপর আর হইল সত্বর
বরাহ আকৃতি কায়া।
আনন্দে মগন অন্তর হইল
দেখিয়ে বাজির ছায়া॥
নৃসিংহ-মূরতি হইল আকৃতি
প্রবল প্রতাপ বড়ি।
হিরণ্যকশিপু জানুতে ধরিয়ে
বিদারল নখে চিঁড়ি॥

নখেতে ছেদিল হৃদয়-ভিতর
টানিল একুশ নাড়া।
হুহু হুহু স্বরে কম্পিত ধরণী
দীঘল নিশ্বাস ছাড়ি॥
তবে সে হইল বামন-মূরতি
ত্রিপদ হইল কায়া।
বলিরে লইল পাতাল-ভুবনে
দেখায়ে এ সব মায়া।
তারপর হয় শ্রীরাম-মূরতি
কাঁধেতে ধনুক শর।
সঙ্গেতে মৈথিলা জনক-নন্দিনা
দেখি অতি মনোহর।
তা দেখি রাজার মনে অতি সুখ
এ বড়ি মূরতি সুখ।
দেখিতে দেখিতে আন নহে চিতে
দূরে গেল অতি দুখ॥
পুন তা ত্যজিল আবেশ হইল
ভৃগুরাম অবতার।
প্রবল প্রতাপে বসুমতী কাঁপে
মাথায় জটার ভার॥
অতি খরশাণ টাঙ্গীর বাখান
নিঃক্ষেত্রি করিল যাতে।
চণ্ডীদাস বলে অতি কুতূহলে
দেখি সুখ লাগে তাতে॥

টীকা

পঙ্‌—১৩-২০। তু'-নৃসিংহাবতারে তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটী এবং ভীষণরূপে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে রাখিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। (ভা, ২।৭।১৪)।

[৬৯৫]

শ্রীনটরাগ।

পুন বলরাম রোহিণী-নন্দন
ধরিল ধবল কায়া।
হল কাঁধে করি আনন্দে মগন
করিল বাজির ছায়া॥
পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ-অবতার
হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদরা
সুভদ্রা তাহাতে চিন॥
বলরাম পুন হইল তখন
দেখে বৃকভানু রাজে।
দেখিয়া মূরতি পরম পীরিতি
পাওল সে সভামাঝে।
পুন তা ত্যজিয়া কল্কি-অবতার
ধরেন মূরতি কায়া।
অশ্বের উপরে ধরি দুইকরে
সংহার অনুপ ছায়া॥
নানা অবতার করিল সত্বর
দেখিয়া মোহিত মন।
দশ অবতার ভেদ দেখাইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

টীকা

পঙ্‌—৫৮। এখানে বুদ্ধাবতারের বর্ণনা লক্ষণীয় বুদ্ধদেব তিন মূর্ত্তিতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এই উক্তিতে বুঝা যায়, পুরীধামের বিগ্রহ যে বুদ্ধ-মূর্ত্তির রূপান্তর মাত্র তাহা কবি জ্ঞাত ছিলেন।

[৬৯৬]

কানাড়া।

আর খেলে খেলা বাজিকর-বালা
দেখায় পাণ্ডব-বংশ।
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির ভীম সহোদর
অর্জ্জুন ধরিল অংশ॥
নকুল আকৃতি ধরিলা মূরতি
সহদেব রূপ প্রায়।
দেখিতে রাজার চিত মন হরে
নয়নে দেখিল তায়॥
ত্যজি আনরূপ ধরিল তখনি
শিশুপাল-রূপ হয়।
সূর্য্যবংশকুল ভগীরথগণ
অজ আদি করি নয়॥
নানা রাজকুল নানা অবতার
দেখিলা অনেক খেলা।
কহেন রাজন্— "আর কিবা জান
কহ বাজিকরবালা॥"
"আর খেলা আছে বৃকভানু-রাজে
কহি যে তোমার কাছে।
একমন করি হেরহ রাজন্,
খেলি এ সভার মাঝে॥"
চণ্ডীদাস বলে— পুন সে ধরিল
নন্দ উপনন্দ যত।
যশোদা রোহিণী বরজ-রমণী
তাহা দেখাইল কত॥

[৬৯৭]

সিন্ধুড়া।

তবে সে হইল শ্রীদাম সুদাম
স্তোককৃষ্ণ বলরাম।
অর্জ্জুন সুবল অংশসেন কোকিল
বসন্ত, প্রধান রাম॥
কিঙ্কিণী ঝঙ্কার অতি মনোহর
ধবল বালক-মূর্ত্তি।
করে কোন গুণ গুণের আখ্যান
করে হয়ে নানা শক্তি॥
দেখিয়া মূরতি বিলক্ষণ জ্যোতি
নানা সে বন্ধান বেশে।
অনুপ সুন্দর মূরতি কিশোর
বিনোদ বন্ধান কেশে॥
নানা সে কুসুম গাঁথিয়ে সুষম
বিনোদ বন্ধান চূড়া।
হেরম্ব-অনুজ তলে আরোপিত
ভবজ অনুজ গাড়া॥
সে রূপ ছাড়িয়া মদনমোহন
মূরতি কৈশোর হয়।
চণ্ডীদাস বলে বৃকভানু-বালা
দেখি পাছে মূরছায়॥

টীকা

পঙ্—১-৪। এই সকল গোপবালকের নাম সুহৃৎ, সখা প্রভৃতি ক্রমে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে (ঐ, ৭২১-৩০ পৃঃ)। অংশসেন—অংশু এবং ভদ্রসেন কি? সুবল, অর্জ্জুন ও বসন্ত প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য। প্রধান রাম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলরাম।

৫-৬। এখন বলরামের রূপবর্ণনা চলিতেছে। বলরামের বর্ণ শ্বেত, এবং তাঁহার কিঙ্কিণীর মনোহর শব্দ

হইতেছে। তু°—"কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রুণু ঝুনু গান" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

১৫-১৬। পরবর্ত্তী ৭১৭ সং পদে (নী—৫৬ সং পদ) অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। হেরম্বের অনুজ কার্ত্তিকেয়, তাঁহার তলে (বাহনরূপে) আরোপিত ময়ূর, লক্ষণায় ময়ূরপুচ্ছ গাড়া প্রোথিত। তু°—যুগলরূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাসের পদে —"তাপর ময়ূর অহি" (বৈ-প-ল, ১৯৭ পৃঃ) এবং বলরামের রূপ-বর্ণনায়—"টলমল শিখিদল তায়" (ঐ, ৯৭ পৃঃ)। ভবজ অনুজ বোধ হয় হেরম্ব-অনুজের বিশেষণ। কিন্তু পাঠ সন্দেহজনক। পরবর্ত্তী ৭১৭ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

| ৬৯৮ |

সিন্ধুড়া

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ-অবতার
হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন
জলদ সমান দেখা॥
যেমত অঞ্জন ললিত রঞ্জন
কিবা অতসীর ফুল।
যেন কুবলয় -দল সরোরুহ
যেমত কানড় ফুল॥
কোন রূপ হেন নহে নিরুপম
দেখিয়াছি বহু রূপ।
বিবিধ বন্ধান করিয়া সন্ধান
গড়ল রসের কূপ॥
চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিঙ্গুল দলিয়া যৈছে।
তাহতে অধিক বিম্বফল সম
লখিতে না পারে কৈছে॥
তাহাতে রঞ্জিত দশ নখ-চাঁদ
চরণে শোভিত ভাল।
তাহার শোভাতে দশদিক শোভা
সকল করেছে আলো॥
কনক কিঙ্কিণী কলহংস জিনি
পীতের বসন সাজে।
এ চুয়া চন্দন অঙ্গে সুলেপন
মৃগমদ আদি রাজে॥
বনমালা গলে কিবা শোভা করে
শোভিত কৌস্তুভ তায়।
যমুনাতে যেন চাঁদ ঝলমল
দেখিতে তেমতি প্রায়॥
শিখা মনোহর অধিক সুন্দর
শিরে পুচ্ছ শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলয়ে
যেমতি রবির প্রায়॥
অধর বান্ধুলি সুন্দর উপমা
দশন দাড়িম্ব-বীজে।
ভালে সে শোভিত চন্দনের চাঁদ
তাহে গোরোচনা সাজে॥
নয়ন-কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা-কিনারে মেঘের ধারাটি
অধিক দিয়াছে দেখা॥
নবগ্রহ বেড়ি তাহার উপরে
মুকুতা তুসারি সাজে।
প্রবাল মাণিক মণির মালায়
বেড়িয়া তাহার মাঝে॥
বিচিত্র চামর কেশের আটুনি
বান্ধিয়া বিনোদ চূড়া।
নানা সে কুসুম অতি সে সুষম
তাহে মালা দিয়ে বেড়া

তাপরে ময়ূর— শিখণ্ড আরোপি
করেতে মোহন বাঁশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটাক্ষ চাহনি
অমিয়া মধুর হাসি ॥
দেখিয়া সে রূপ মদন মূরছে
কুলের কামিনী যত।
মুনির মানস জপ-তপ ছাড়ি
ও রূপ দেখিয়া কত ॥
বৃকভানুপুরে নাগর নাগরী
পড়িছে মূরছা খাই।
ঢলিয়া পড়িল বৃকভানু রাজা
দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই ॥

টীকা

পঙ্‌—৩-৪। তু° "অভিনব জলধর অঙ্গ" (বৈ-প-ল, ৩০৭ পৃঃ)।

৫। তু°—"অঞ্জন-গঞ্জন, জগজনরঞ্জন" (ঐ ৩০৬ পৃঃ)।

৬। তু°—"সুন্দর শ্যামর দে॥ নব কুবলয়দল, কিয়ে অতসীফুল, নীল মুকুর মণি আভা" (ঐ, ১৯৬ পৃঃ)।

৭। তু°—"কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর" (ঐ, ৩০৬ পৃঃ)।

৮। তু°—"কানড় কুসুম জিনি, শ্যামের বদনখানি" (নী—৬৪ সং পদ)

১১-১২। তু°—"এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে, প্রতি অঙ্গে মদনের শরে" (নী—৫৯ সং পদ)।

১৩-১৬। তু°—"তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ" (বৈ-প-ল, ৩০৫ পৃঃ)। সাধারণতঃ ওষ্ঠ বিম্বফলের সহিতই উপমিত হয়, কিন্তু এখানে বর্ণসাদৃশ্যে রক্তবর্ণ চরণের সহিত বিম্বফলের তুলনা করা হইয়াছে।

১৭-১৮। তু°—"নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপাম" (ঐ, ৩১১ পৃঃ)।

২১। তু°—"তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ" (ঐ, ৩০৫ পৃঃ)।

২৬-২৮—কৃষ্ণের নবনীরদ বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন কাল যমুনার জলে প্রতিফলিত চন্দ্র ঝিকমিক করিতেছে।

[৬১৯]

সিন্ধুড়া।

রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা।
নগরে চাতরে সব পড়িল ঘোষণা ॥
"রূপবতী কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি।
জনমিয়া হেন রূপ নাহি দেখি কতি ॥"
বৃকভানুপুরে যত পুরবাসিগণ।
মুগধ হইয়া রহে দেখিয়া সুঠান ॥
"এ বড় বিষম বাজি কখন না দেখি।
কি আনন্দ দেখিয়া মজিল যেন আঁখি ॥"
লাগিল মোহ-নিগড়া রহে এক চিতে।
তটস্থ হইয়া রহে কেহ কোন ভিতে।
মদন-মূরতি দেখি রাজা বৃকভানু।
গদগদ সর্ব্ব ভেল পুলকিত তনু ॥
সম্বিত পাইয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে।
"দেখিল নয়ান ভরি রূপ সুমধুরে ॥
প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মূরতি দেখি।"
চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ উপেখি ॥

টীকা

পঙ্‌—৯-১০। কাহারও মন মোহাবিষ্ট হইল, আবার কেহ বা স্তব্ধীভূত হইয়া রহিল।

[৭০০]

কানড়া।

ঝরকা উপরে কৃত্তিকা সুন্দরী
তা সনে সুন্দরী রাধা।
দেখিতে সে খেলা মন ভেল ভোলা
সকলি মানিল বাধা ॥

হৃদয়-ভিতরে পশি গেল রূপ
ধৈরজ নাহিক রহে।
"এমন মুরতি এ মহীমণ্ডলে
কভু ত নাহিক হয়ে ॥

হেন রূপ সখি, কোথা না আছিল
কে হেন আনিল নিধি।
কেমন করিয়া এমন বরণ
বসিয়া গড়িল বিধি ॥"

হৃদয়-মাঝারে পশিল ও রূপ
* বিদগধি রাই।
মানস পূরিয়া সরল হৃদয়ে
মগন হইল তাই ॥

কহিতে না পারে মরম-বেদন
মনের পোড়নি ভেল।
হৃদয়-ভিতর তরল অন্তর
জর জর হৈয়া গেল ॥

দেখিতে দেখিতে ভুলিল নাগরী
মুদল নয়ান দুটি।
রসের আবেশে ঠেকিল সুন্দরী
কুলের ভরম টুটি।

"এই সে পুরুষ- রতনে যতনে
যদি বা মিলয়ে মোরে।
তোমারে কি দিয়া তুষিব হরিষে
কিনিয়া লইবে মোরে ॥
জনমে জনমে তোমারে তুষিব
ঘোষিব তোমার গুণে।"
এ বোল বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

[৭০১]

কানড়া।

এ কথা জননী কিছুই না জানে
সঙ্গের সঙ্গতি গুণে।
গোপত আখ্যান ইহা কে জানিবে
কেহ সে নাহিক জানে ॥

মূর্চ্ছিত কিশোরী আপনা পাসরি
পড়ল ধরণী-মাঝে।
যেমত সোনার পুতলি পড়ল
অবনীমণ্ডল-মাঝে ॥

কাঞ্চন-বরণী সুবলমোহিনী
দামিনী চমকে যেন।
অগেয়ান হৈয়া সুধী নাহি রহে
পড়িল কিশোরী তেন ॥

বিস্মিত হইলা ললিতা সুন্দরী
অনঙ্গমঞ্জরী কহে।
"আচম্বিতে হেন রাই অচেতন
কেন বা এমন হয়ে ॥

এই মাত্র খেলা দেখিতে দেখিতে
এমন কেন বা হল।
কি হেতু ইহার বুঝিতে নারিয়ে
সবাই হইল ভোল ॥"

কৃত্তিকা কহেন— "রাধা কেন হেন
মুদিয়া নয়ন দুই।
চেতন নাহিক কাঠের পুতলি
পড়িয়া রহল রাই ॥"
কান্দিয়া বিকল মায়ের অন্তর
কহেন সবার আগে।
"এ কি পরমাদ বিষম বিষাদ
বালিকা দেখিয়া লাগে ॥
এক সহচরী আন ডাক দিয়া
কহত রাজার আগে।
আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই"
চণ্ডীদাস যায় লগে ॥

টীকা

পঙ্—২। সখীগণের কৌশলে।
৯। পরবর্ত্তী ৭০৯ সং পদ দ্রষ্টব্য।
১৩-১৪। অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি সখীব নাম চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছে।

[৭০২]

নটনারায়ণ।

গিয়া একজনে কহে কাণে কাণে
বৃকভানু রাজা কাছে।
"অপরূপ এক অন্তঃপুরে দেখ
অদ্ভুত কথা আছে ॥
আচম্বিতে হেদে ঝরকা উপরে
কৃত্তিকা বৈঠল তায়।
সঙ্গে সহচরী রাধিকা সুন্দরী
বসিলা মায়ের ঠায় ॥
দেখিতে লাগিলা বাজিকর-ছায়া
তোমার নন্দিনী রাধা।
আচম্বিতে কেন মূরছা খাইয়া
সে তনু হয়াছে আধা ॥
তুরিতে গমন করহ রাজন
বিলম্বে নাহিক কাজ।"
এ কথা শুনিয়া বৃকভানু-মাথে
পড়িল আকাশ-বাজ ॥
যেমত আছিল সভাতে বসিয়া
তেমতি উঠিয়া গেলা।
বিয়োগ অন্তরে গেলা অন্তঃপুরে
দেখিতে আপন বালা ॥
"কি হৈল, কি হৈল," বলে বৃকভানু
"আচম্বিতে কিবা শুনি।
আন কোন জন দেখাহ এখন
কে কহে কেমন বাণী ॥
কোন দেবঘাত দেবের নির্ম্মিত
কোন বা দেবের বায়।
আনহ চেতনা কোন বা গোপিনী
দেখাহ তুরিত তায় ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুন মহারাজ,
আনিয়া চেতনী কেহ।
নাটিকা ধরিয়া দেখহ বুঝিয়া
নিবিষ্ট করিয়া দেহ ॥"

টীকা

পঙ্—১। বাজিকর-ছায়া—সুবলের বহুরূপী খেলা।
১৯। বিয়োগ—বিষাদিত।
২৫-২৬। কোন দেবতা কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছে কিনা, অথবা কোন অপদেবতার বাতাস গায়ে লাগিয়াছে

কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য চেতনসম্পাদনশক্তিশালিনী কোন গোপ-রমণীকে আনিয়া দেখাও

৩১। নাটিকা—নাড়ী।

[৭০৩]

কামোদ।

সহচরী ধায় আনিতে চেতনী
আনি আহীরিণী এক।
দেখিয়া নাটিকা করে কর ধরি
বুঝিলা যে পরতেক॥
"নহে জ্বর-জ্বালা দেব অপঘাত
কোন বা বায়ুর জোর।
বুঝিতে নারিল কি হেতু ইহার
মনেতে হইল ভোর॥
বুঝিতে নারিল নাটিকা চঞ্চল
না হয় এ জ্বর-জ্বালা।
নহে দেবঘাত নহে সান্নিপাত
নহে উপদেব-খেলা॥
নাটিকা ভিতরে কিছু না পাওল
শুন বৃকভানু-রাজে।
দেখি তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়িয়ে স্বতন্ত্র
বসিয়া ঘরের মাঝে॥"
আনি স্বর্ণ-ঝারি তাহা করে ধরি
পড়ে মন্ত্র বারে বার।
ঝাড়ি অনিবার তন্ত্র করি সার
চৈতন্য না হয় তার॥

তার পর গলে বান্ধি কুতূহলে
ঔষধি বান্ধিল রামা।
নহে নিবারণ দ্বিগুণ বাড়ল
তাহে কিছু নহে ক্ষমা॥
অনেক প্রকার প্রবন্ধ করিল
তাহাতে না হয় ভাল।
আর কোন মন্ত্র ঝাড়িয়ে স্বতন্ত্র
কাণে শুনাইলে ভাল॥
জ্বালিয়া অনল তাহে ধূণা দিল
মায়ের নির্ম্মিত বাণ।
উপদেব হ'ত তখনি ছাড়িত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

টীকা

পং—১৪। ক্ষমা—উপশম।
৩০। বাণ—অভিচারাদি মন্ত্রপ্রয়োগ।

---

[৭০৪]

সুহই।

"হেদে গো চেতনী বুড়া আহীরিণী
ঝাড়হ লতার ছলে।
কি জানি দংশিল আসি কোন ঘাতে
জানি বিষ করে বলে॥
দেহ পানীপড়া কর নাড়া ঝাড়া
যদি বা ছুঁইল অঙ্গ।
বান্ধহ ধরণী শুন গোয়ালিনী
তিলেক না কর ভঙ্গ॥

ঝাড়হ চৌসাপা বলি ধর্ম্মবাপা
চন্দ্র সূর্য্য করি মেলা।
নিদান বিধান পানীসার আন
ঝাড়হ আমার বালা॥"
তথাপি না হয়ে তিলেক চেতন
তৈছন রহল রাই।
পানীসার জলে নাহি বিষ জালে
নাহি সংবরণ পাই॥
নানা সে উপায় ঝাড়িল সবাই
না হয় কণ্ঠহি বোল।
মুদিত নয়ান বয়ান বচন
মরমে আছয়ে ভোর॥
কোন সহচরী চামর ঢুলায়
শীতল বলিয়া গায়।
সরোরুহ দল আনি বিছাওল
রাই শুতাওল তায়॥
মলয় চন্দন করয়ে লেপন
শীতল হইবে বলি।
অঙ্গে উঠে জ্বালা শুকাইছে ত্বরা
গরল সমান ভেলি॥
বহু তন্ত্র মন্ত্র করিল বন্ধন
চেতন নাহিক মানি।
এ কথা কেহ যে জানিতে না পারে
চণ্ডীদাস কিছু জানি॥

টীকা

পঙ-২। লতার—সাপের। সর্পে দংশন করিয়াছে মনে করিয়া।

৩। ঘাতে—"সুযুগে"।

৭। ধরণী—ডোর।

৮। ক্ষণমাত্রও খুলিয়া দিও না।

৯-১০। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজপত্র" হইতে সঙ্কলন করিয়া সাপের বিষ দূর করিবার একটি মন্ত্র ১৩২৯ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে আছে "চৌসাপার বিষ ডাইনে বায় চল।" চতুষ্পদ হইতে চৌসাপা হইলে, তক্ষকজাতীয় বিষধর সর্প (যাহার চারি পা) ইহা দ্বারা বুঝাইতে পারে। উক্ত সাপের মন্ত্রে অনেক দেবতারও উল্লেখ আছে।

১১। পানীসার—সর্পদংশনের চিকিৎসায় রোগীর মাথায় জলধারা দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাকে পানীসার নিদান বা শেষ চিকিৎসা বলা হয়। "জালে—জারে, জীর্ণ হয়, নষ্ট হয়।"

২০। অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আছে।

২১-২২। তুং—গীতগোবিন্দ, ৪।২-৪।

এবং—

"কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভায়ে যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
—(কৃঃ কীঃ, ২৯৭ পৃঃ)।

৭০৫

ধানশী।

কহে বাজিকর— "খেলিল বিস্তর
রাজা গেল অন্তঃপুরে।
গুণীর সম্মান না করিয়া কেন
ত্বরিতে চলিলা ঘরে॥"
এই সব কথা কহে বাজিকর
সভার মাঝারে বসি।
গুণীর গোচরে কহিল সত্বরে
এক সহচরী দাসী॥

"শুন বাজিকর কহিল সত্বর
দেখিতে তোমার খেলা।
অন্তঃপুরে বড় বিষম হইল
এক বৃকভানু বালা॥

তার নাম রাধা সুন্দরী আগাধা
ভুবনমোহিনী রূপে।
তুলনা নাহিক তাহার সুবেশ
দেখিতে চলিলা ভূপে॥"

দাসীর বচন শুনিয়া শুধায়
যত বাজিকর বালা।
"কিরূপ দেখিলে নয়ান গোচরে
কাহার হইল খেলা॥"

"কোন দেব বটে নিশাচর কুটে
যোগিনী ডাকিনী হয়।"
"কাহার পরশ বুঝিলে কি হেতু
কেমনে দেখিল ভয়॥"

"আনিয়া চেতনী এক গোয়ালিনী
ধরিল নাটীর টান।
নহে দেবঘাত আনের নির্ঘাত
না পাইল কিছু জ্ঞান॥"

চণ্ডীদাস বলে — দেখিল যেমত
বড়ই দেবের খেলা।
যেমতি দেখিল উঠিল তৈছন
অন্তর-ভিতরে জ্বালা॥

টীকা

পঙ্‌- ২৬। নাটীর—নাড়ীর।
২৮। কিছুই বুঝিতে পারিল না।

[৭০৬]

ধানশী

এ কথা শুনিয়া সহচরী-আগে
কহে বাজিকর-রায়।
"আমি কিছু জানি তন্ত্র মন্ত্র যত
দেবঘাত আছে গায়॥"
সহচরী দাসী কহিতে লাগিল
"শুন বাজিকর তোরা।
যদি বা পারহ ভাল করিবারে
পাবে খাসা জামাজোড়া॥

বহু রত্ন পাবে রাজার গোচরে
কতক রজত দান।"
কহে বাজিকর -- "অনেক জানিয়ে
সন্ধান বিধান আন॥"

"ভাল ভাল", বলি দাসী গেলা চলি
কহিতে রাজার কাছে।
করযোড় করি করিছে গোহারা
"এক নিবেদন আছে॥

যেই বাজিকর তোমার দুয়ারে
খেলায় নাটের ছায়া।
সেই জন কহে— 'বহু মন্ত্র জানি
নাটীকা দেখিতে কায়া॥

সেই কোন দেব দেখিয়া অন্তরে
ভয় সে মানিল চিতে।
সেই সে নির্ঘাত দেব অপঘাত
পাইল ঝরকা হৈতে॥

তাহারে দেখিলে ভাল করি দিব
ইহাতে নাহিক আন।
রাজার গোচরে বোলহ আমারে
কহিনু তোমার স্থান'॥"

শুনি বৃকভানু পুলকিত তনু
"আনত সেই সে গুণী।
করুক গেয়ান যে হয় বিধান
তারে ডাক দিয়া আনি॥"
গিয়া সেই দাসী বাহিরে প্রবেশি
ডাকিয়া আনিল তারে।
অতি কুতূহলে সুবল চলিল
লয়ে গেল অন্তঃপুরে॥
গিয়া সে সুবল রাধার গোচরে
ধরিল তাহার নাড়ী।
নানা সেই তন্ত্র মন্ত্র আরোপিয়া
প্রকার প্রবন্ধে ঝাড়ি॥
চণ্ডীদাস কহে — শুনহে সুবল
আর আছে কিছু দোষ।
বীজমন্ত্র কহ শ্রবণ ভিতরে
তবে হবে পরিতোষ॥

[৭০৭]

ধানশী

গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল
সুমন্ত্র কহিল কাণে।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায় রাধার স্থানে॥
"সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিলে যে, তেঁহ
হয়েন রসিকরাজ।
সে পহু নাগর সুগড় মূরতি
বসতি গোকুল-মাঝ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেহ।
এই কুড়ি বর্ণ ভেদ জানাইল
পরম স্বরূপ সেহ॥
সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন
সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি।
সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন
গোকুলে গোপীর পতি॥
সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি
এই কৃষ্ণ রূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন
যেই জন রাখে লেহা॥"
যবে প্রবেশিল 'কৃষ্ণ'-নাম কাণে
তখনি হইল ভাল।
আঁখি দুই মেলি করেতে কচালি
দুঃখ অতিদূরে গেল॥
চণ্ডীদাস বলে চেতন হইল
সেই বৃকভানু-বালা।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল চাহিয়া
দূরে গেল যত জ্বালা॥

[৭০৮]

কামোদ

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ধ্রু॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে[২] পাইব, সই[২], তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয় ॥
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।”
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

নী—৫৬; নচ—৫৩ পৃঃ, ৩৭, ১৮১। পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত এই সকল গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

[১-১] সজনী কেন বা—পাঠা

[২-২] কেমনে বা পাসরিব, ঐ।

প্রবেশিকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির পাদটীকায় নীলরতনবাবু লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণ নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাধিকার চেতন হইল, এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন—

“সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।” ইত্যাদি।

ইহাতে বুঝা যায় যে, নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে এই পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু রাধার পূর্ব্বরাগের পদগুলি তিনি পরে একসঙ্গে মুদ্রিত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় এই পদটি সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এই পদটি অবলম্বন করিয়া নীলরতনবাবু নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, এবং অনেক টীকাকার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতেও বিরত হন নাই। কিন্তু পদটি যে পূর্ব্বরাগের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা পূর্ব্বরাগের উদয় হয় (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)। কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের এই বিধি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বরাগের পালাটি রচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ চিত্রপট দর্শনে এবং পরে কৃষ্ণ নাম শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, কবি এইভাবেই আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, অতএব এই পদে কোন গূঢ় অর্থের সন্ধান করিতে যাওয়া সঙ্গত কিনা ইহাই বিবেচ্য বিষয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এই পদটির রচনায় চণ্ডীদাসের মৌলিকত্বও বড় বেশী নাই, কারণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করিয়া রূপগোস্বামী কৃষ্ণনাম শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগ-উন্মেষের বর্ণনা বহুপূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন। বিদগ্ধমাধবের অনেক স্থলে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—“যখন শ্রীরাধা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করেন, তখনি রোমাঞ্চিতা হইয়া কোন এক রমণীয়ভাব প্রাপ্ত হন” (ঐ, ২৯ পৃঃ)। অন্যত্র—“সখি! এক ব্যক্তির কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মতি বিলোপ করিতেছে” (ঐ, ৮৯ পৃঃ)। আবার—“সখি, কৃষ্ণ নাম উপস্থিত হইলেই আমাদের প্রিয়সখী ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন” (ঐ, ৪০৭ পৃঃ) ইত্যাদি। কিন্তু বিদগ্ধমাধবের “তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং” (ঐ, ২৯ পৃঃ) ইত্যাদি শ্লোকের প্রভাবও আলোচ্য পদটিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। অনেক স্থলে যে ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও পরবর্ত্তী টীকাতে প্রদর্শিত হইল।

টীকা

পঙ্—১-৩। তুঃ—“সখি, ‘কৃষ্ণ’ এই দুই অক্ষর নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মতি বিলোপ করিতেছে” (বিদগ্ধমাধব, ৮৯ পৃঃ)। অথবা—“কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাজিত করে” (ঐ, ২৯-৩০ পৃঃ)।

তুঃ নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী” (ঐ, ৩০ পৃঃ)। অর্থাৎ—কত অমৃত দ্বারা “কৃষ্ণ” এই বর্ণদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জানি না। শ্যাম-নামে—শ্যামের নাম “কৃষ্ণ”, তাহাতে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে দেখা যায় যে, সুবল “কৃষ্ণ” এই নামই রাধাকে শুনাইয়াছিলেন,

অতএব সর্ব্বত্রই "শ্যাম-নাম" ষষ্ঠীতৎপুরুষবদ্ধ পদ-রূপেই গ্রহণ করা উচিত। তু°—"কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গঢ়িল ইহা, কৃষ্ণ এই দু আঁখর করি" (যদুনন্দনদাস-কৃত অনুবাদ)। অন্যত্র—"'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষরের কি মধুরতা।" (বিদগ্ধমাধব, ৬৩ পৃঃ)।

৫। তু°—"কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি যদি তুণ্ডে অর্থাৎ বদনমধ্যে নৃত্য করে, তাহা হইলে বহু বহু তুণ্ডের নিমিত্ত রতি বিস্তার করে" (ঐ, ২৯ পৃঃ)।

৬। তু°—"মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে পরাজিত অর্থাৎ দেহ অবশ করিয়া দেয়" (ঐ, ৩০ পৃঃ)।

৭। তু°—"অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়" (যদুনন্দন দাস-কৃত অনুবাদ)। অতএব পাঠান্তরের "কেমনে বা পাসরিব তারে" পাঠ সুসঙ্গত নহে।

৮-১১। কৃষ্ণ নামের প্রভাবেই আমার এইরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অঙ্গের স্পর্শ পাইলে আমার কি অবস্থা হইত তাহা বলিতে পারি না। তু°—"যাহার নাম মাত্রেই সুন্দরীদিগের চিত্তকে এইরূপ বিমোহিত করিতেছে, না জানি সে কিরূপ সুন্দর।" (বিদগ্ধ°, ৬৩ পৃঃ)। যেখানে তিনি বাস করেন, সেই স্থানের রমণীরা তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া, তাহাদের যুবতী-ধর্ম্ম কিরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহাই ভাবিতেছি। কোন প্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তু°—"হেরি কুলবতী, ছাড়ে নিজপতি, তেজি লাজ ভয় মান" (নী—৫৮)।

১৪-১৫। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের "বিশাল বক্ষঃস্থল কুলস্ত্রী-দিগের ধৈর্য্য-নদী রোধ করিতে সুপণ্ডিত, মুখচন্দ্র কুলধর্ম্ম নষ্ট করে, লোচনভঙ্গী কুলস্ত্রীদিগের সমুদায় ধর্ম্ম গ্রাস করে" (বিদগ্ধমাধব, ১৩৯-৪০ পৃঃ)। অথবা—শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া "যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়" (জ্ঞানদাসের পদে, বৈ-প-ল, ২০৫ পৃঃ)।

[৭০৯]

চাহে চারি পাশে কুরঙ্গ-নয়ানে
দেখিল সুবল সখা।
যেমত তড়িৎ দামিনী চমকে
তৈছন পাইল দেখা॥
সুবল মুদিল সে দুটি নয়ান
চাহিতে নাহিক পারে।
রূপের ছটায় নয়ন বারিল
দেখি অতি মনোহরে॥
দেখিয়া নয়ন ভরিলা তখন
সেই বাজিকর শিশু।
কহিতে লাগিলা বৃকভানু রাজা
গুণীরে ডাকিয়া কিছু॥
"তুমি আসি মোর নন্দিনী জিয়ালে
কি দিব তোমারে দান।
আপন হৃদয়— ভিতরে আনিয়া
যবে দিয়ে তোরে প্রাণ॥"
তবে কহে শিশু — "শুন মহারাজা,
গুণীর একাজ হয়ে।
পর-উপকার বড়ই দুর্ল্লভ
সকল জনেতে কয়ে॥
পর-হিংসা সম নাহিক পাতক
এ তিন ভুবন লোকে।
ধিক রহু তার জীবন অসার
কি আর বলিব তাকে॥
যদি কোন ছলে করে উপকার
যেমত বন্ধুর প্রায়।
ইহ লোক তরে উহ লোক তরে"
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

[৭১০]

কানাড়া

এ বোল শুনিয়া বৃকভানু রাজা
মগন হইলা চিতে।
"তোমারে কি দিয়া আমি সে তুষিব
কি তোবে আছয়ে দিতে॥
পরাণ কাড়িয়া দিই তোমা হাতে
তবু সে শোধন নয়।
কোন বস্তু দিয়া তোমা সুখী করি
হেন মোর মনে হয়॥"
করেতে ধরিয়া বাহির হইলা
সেই শিশু লই সঙ্গে।
নানা রত্ন আদি কনকের মালা
দিল হরষিত রঙ্গে॥
মণি মাণিকের মালা অতি শোভা
দিল সে এ পঞ্চজনে।
মকর-কুণ্ডল দোহারিয়া দিল
অতি আনন্দিত মনে॥
সোনার পদক অতি মনোহর
তাহে তাড়বালা শোভে।
বিচিত্র বসন সোনায় জড়িত
দিল মহারাজ তবে॥
বহুত কাঞ্চন রজত পূরিয়া
যুতে যুতে দিল যত।
হরষ বদনে তুষি পঞ্চজনে
আদর করিল কত॥
চণ্ডীদাস তাই দেখে দাঁড়াইয়া
বৃকভানু ধরি করে।
আদর করিয়া ভক্ষ্যের সামগ্রী
কত আনি দিল তারে॥

[৭১১]

শ্রীনট

কহে পঞ্চজন— "শুনহ রাজন,
এক নিবেদন আছে।
তোমার নন্দিনী সঙ্গে একজন
নিরবধি থাকে কাছে॥
দেবের নির্ঘাত হৈয়াছিল অঙ্গে
এবে জানি কোন দোষ।
যমুনাতে স্নান করাহ যতনে
ঘুচুক দেবের রোষ॥
এক তীর্থ হয় পতিত-পাবনী
করিলে তাহাতে স্নান।
সব দোষ ঘুচে তবে অন্ন রুচে
ইহাতে নাহিক আন॥"
তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
যমুনা সিনান লাগি।
চলে সহচরা রসের নাগরী
রসময় ধনা আগি॥
চলিতে গমন মন্থর সুচারু
ভুবন করেছে আলা।
সেই পঞ্চশিশু বৃন্দাবন-বনে
আগে সে চলিয়া গেলা॥
যথা নটবর নাগর শেখর
চতুরের চূড়ামণি।
সেইখানে গিয়া বলিল, দেখিয়া
রহিল সুবল জানি॥
চণ্ডীদাস বলে— শুন হে সুবল,
গমন করিল রাই।
সহচরী সনে যমুনা-সিনানে
দেখিল পথেতে চাই॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। কোন অদৃশ্য দেবতা সর্ব্বদা তোমার কন্যার সঙ্গে রহিয়াছে।

৫। নির্ঘাত—আঘাত, আক্রমণ, প্রকোপ।

৬। এখনও বোধ হয় কোন দোষ রহিয়াছে।

৯। যমুনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৭১২

বরাড়ী

যমুনা নিকট যথা বংশীবট
অতি সে সুন্দর থল।
নানা পক্ষিগণ তরুগণ তাতে
ধরে নানা ফুল ফল॥
নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকি চামেলি কুন্দ।
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারুলির গন্ধ॥
গুলাল দুলাল ঝাঁটি গজকুন্দ
কিংশুক আমলা কত।
কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়
লাখে লাখে ফুল যত॥
হংস হংসিনী চক্রবাক অতি
চকোর চকোরী ডাকে।
কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী
গুঞ্জরিছে লাখে লাখে॥
তরুলতা আর লবঙ্গ লতায়ে
বেষ্টিত মাধবী-তরু।
সেইখানে নব নাগর কালিয়া
মোহন মূরতি ধরু॥
সেহেন মূরতি জলধর অতি
হেলিয়া মাধবী-তলা।
চূড়ার টালনি বঙ্কিম চাহনি
ভুবন করেছে আলা॥
বিনোদিয়া চূড়া মালতিয়া বেড়া
ময়ূর-শিখণ্ড উড়ে।
ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরাজিত
কে হেন বাঁধিল চূড়ে॥
নাসিকার আগে মাণিকের চুলি
গজমতি তাহে দোলে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ভঙ্গিমা হইয়া
দাঁড়ায়ে মাধবীতলে॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে।
অলিকুল মত্ত লাখে লাখে কত
সতত তাহে বিরাজে॥
পীত পরিধান বিনোদ বন্ধান
চরণে নূপুর বায়।
পঞ্চধ্বনি শুনি মগন মেদিনী
মধুর মুরলী গায়॥
চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
সুখের নাহিক ওর।
এবে সে এ বেশে যুবতী ভুলিল
মরমে হইল ভোর॥

টীকা

পঙ্—১। বংশীবট নামক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ-চিহ্নিত স্থান (গোবিন্দলীলামৃত, ২১।২৬)। গোবিন্দলীলামৃতের ২১শ সর্গে এই স্থানের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে।

এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ২০৫-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৭১৩]

সিন্ধুড়া

পথের মাঝেতে আছেন সুবল
হেনই সময়ে রাই।
সহচরী সনে খরিতে মিলিল
যমুনা সিনানে যাই ॥
কহেন সুবল— "অপরূপ আগে
স্থল জল সেই দিকে।
যে রূপ ছায়াতে দেখিয়ে মূর্চ্ছিত
সহজ মূরতি আগে ॥
এ পথে গমন না কর বিলম্ব
আগে দেখ নটরায়।"
হংস গমনা রাজার নন্দিনী
প্রবেশ করল তায় ॥
সহচরী রহে পথের মাঝারে
সুবল সঙ্গেতে তথা।
দেখিয়া নাগর নাগরীর মুখ
মূরছিত ভেল তথা।
অবশ পরশ নয়ান নয়ান
হেরিয়া নাগরী পানে।
নাগরী নাগরে হৃদয়ের পরে
বাঁধিল সে দুই জনে ॥
কেবল দরশ হইল হরস
নয়ানে নয়ানে খেলা।
বচনে মিলিন হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা ॥
বৃকভানুসুতা চরণ হইতে
নিরীক্ষণ করে চূড়া।
মনের মানসে আপনার চিতে
হৃদয়ে বাঁধল গাঢ়া ॥
মনে মনে বন- ফুল তুলি রাখে
পূজল চরণ দুই।
নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই ॥
সূর্য্য-পূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব ॥
এ কথা অনেক বিচার করিতে
রসের চাতুর্য্য বড়ি।
সুগড় হইলে এ সব জানিলে
বুঝিব চাতুরী তারি ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাতুরী রসের সার।
রসিক হইলে জানিতে পারয়ে
কিবা সে কি রসধার ॥

টীকা

পদ—৬। স্থল জল—থই জল, "জানুদঘ্নজল" অর্থাৎ জানুপরিমিত জল। গোবিন্দলীলামৃত, ২১।২৭।।

৭। যাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তুমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে তিনি ঐদিকে রহিয়াছেন।

১৭-২০। স্পর্শ হইল না, কিন্তু চক্ষে দেখিয়া উভয়ে উভয়কে উপভোগ করিলেন।

২১-২২। কেবল দর্শন হইল, স্পর্শন হইল না। এই স্থানে ঐরূপ মিলন হইলে পূর্ব্বরাগের পালা শেষ হইয়া যায় বলিয়া কবি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)।

৩৩-৩৬। সূর্য্য-পূজা ছলে আনিয়া উভয়ের মিলন সংঘটন করাইবেন, কবি এই কথা বলিতেছেন। ইহা পরবর্ত্তী পালার সূত্ররূপে বলা হইয়াছে। (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

[৭১৪]

ধানশী[১]

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া[২] কাঁদিয়া[২]
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি॥

বাম[৩] করোপর রাখিয়া[৪] কপোল[৪]
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি[৫] ধারা॥

হেন কালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবার[৬] তরে।
সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া
তুলি[৭] বসাইল কোরে[৭]॥

নিজ বাস দিয়া মুখানি[৮] মুছায়া[৮]
কহিছে[৯] মধুর বাণী।
"আজু কেন ধনি হয়েছ এমনি
কি[১০] হেতু কহনা[১০] শুনি॥

সব[১১]দিন[১১]সুখে হাসি বিনে[১২] মুখে
কখন[১৩] না দেখি[১৩] আন।
আজু[১৪] কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ॥

চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান[১৪]।"
চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে[১৫]
শ্যামের[১৬] পিরীতি-বাণ॥

নী—৪৫ ; নচ—১৪০ পৃঃ ; বিপু, ২৮৯।

১ বাদ, ২৮৯ ২-২ কান্দি ২, ঐ।
৩ নিজ, নী। ৪-৪ ধরিয়া কপাল, ২৮৯
৫ মেঘের, ২৮৯। ৬ ভেটিবার, ঐ।
৭-৭ তুলিলা লইয়া করে, নী।
৮-৮ মুছিয়া পুছয়ে, ঐ।
৯ মধুর, ঐ।
১০-১০ কহবা কি লাগি, ঐ।
১১-১১ আজনম, ঐ। ১২ বিধু, ঐ।
১৩-১৩ কভু না হেরিয়ে, ঐ।
১৪-১৪ বাদ, ২৮৯।
১৫ মরমে, ঐ। ১৬ কানুর, ঐ।

টীকা

রাধা যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী আখ্যায়িকার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া পদটি প্রথমেই স্থাপিত হইল।

পঙ্—৫-৬। দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলার চিত্রের অনুরূপ। তুং—"বামহস্তের উপর বদন ন্যস্ত করিয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় শকুন্তলা ভর্তৃচিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছে" (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৪র্থ অঙ্ক)।

৭-৮। তুং—রাধার প্রতি বিশাখার উক্তি—"তোমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইয়া ভূমিকে পঙ্কিল করিতেছে।" (বিদগ্ধমাধব, ৬৯ পৃঃ)।

১৫-১৬। ললিতা বিশাখা সখীর উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১৩ সং পদে রহিয়াছে। বিদগ্ধমাধব নাটকেও রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় ললিতা আসিয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সখি, তোমার অঙ্গ বিবশ কেন?" (ঐ, ৬৬ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্য :—নচ'র পাঠান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা পুথি হইতে জ্ঞানদাসের ভণিতাসহ এই পদের অনুরূপ একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

[৭১৭]

ধানশী

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার[১]
তিলে[২] তিলে[২] আসি[৩] যাও[৪] ।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চাও[৫] ॥

রাই[৬], এমন কেনে বা হৈলে[৭] ।
গুরু দুরুজনে ভয়[৮] নাহি মনে[৮]
কোথা বা কি দেবে পাইলে ॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সংবরণ নাহি কর[৯] ।
বসি থাকি থাকি উঠ[১০]যে[১০] চমকি
ভূষণ[১১] খসাঞা[১২] পর[১৩] ॥
রাজার ঝিয়ারী[১৪] বয়সে কিশোরা
তাহে কুলবধূ[১৫] বালা ।
কিবা অভিলাষে বাঢ়াল্যে লালসে
বুঝিতে[১৬] নারি এ ছলা[১৬] ॥
তোমার চরিত অতি বিপরীত
হাত বাড়াইলা চাঁদে ।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে[১৭]
ঠেকিলে কালিয়া[১৮] ফাঁদে ॥

নী-৪৬ ; নচ-৪৭ পৃঃ ; তরু, ২৯ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি ।

[১] দশবার, ২৯২
[২-২] নিত্য নিত্য, ২৯৭
[৩] আস্য, ২৯৭ ; আসে, নী
[৪] যায়, তরু, নী
[৫] চায়, ঐ
[৬] সই, ২৯৭
[৭] হৈল, তরু, ২৯২ ; হইল, নী
[৮-৮] ভয় না মানিল, নী ; নাহি মন, তরু ; না মানিলে, ২৯৭ ।
[৯] করে, তরু, নী, ২৯২
[১০-১০] উঠসি, নচ [১১] বসন, ২৯৭
[১২] খসাইঞা, ঐ । [১৩] পরে, তরু, নী ।
[১৪] কুমারী, তরু । [১৫] কুলবতী, নী ।
[১৬-১৬] না বুঝি তাহার, তরু ।
[১৭] অনুনয়, নী । [১৮] বন্ধুর, ২৯৭ ; কালার, ২৯২

পদটি নী, নচ এবং তরুতে বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত রহিয়াছে ।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির প্রথম অংশ উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, শেষের অংশেও বিদগ্ধমাধব নাটকে বর্ণিত পৌর্ণমাসী প্রভৃতির উক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । বস্তুতঃ নচ গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় যে পাঠান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আছে—"রাধা বিনোদিনী, নবানুরাগিনী, শ্যাম-প্রেম জাগে যারে । তা দেখি সখিনী, আকুল হইঞা, কহে পূর্ণমাসী তারে ॥" ইহাতেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বিদগ্ধমাধব নাটক হইতে কবি ভাব গ্রহণ করিয়াছেন । নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা নামক টীকাতেও আছে—"ললিতা শ্রীরাধামাহ ।" তরুতেও "রাধার প্রতি সখীর উক্তি" রূপে এই পদের পাঠান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে । অতএব রাধাকেই বলা হইতেছে, এইভাবেই পদের পাঠ গৃহীত হইল । ইহাতে পূর্ব্বরাগে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ।

পঙ্-১-৪ । তু'—"ত্বমুদর্বসিতান্নিক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারাঙ্ঘতং ব্রজসীমনি ।" ইত্যাদি ।

(উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৪৬ পৃঃ)

অর্থাৎ—"তুমি কেন ঘটিকার মধ্যে শতবার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ব্রজসীমায় গমন করতঃ তথা হইতে পুনরাগমন করিতেছ, কেনই বা গুরুতর ত্রাসহেতু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কদম্বকাননের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ ?"

(ঐ) ।

৫। তু°—"অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন ?"

(বিদগ্ধমাধব, ৬৬ পৃঃ)

৬-৭। "সামী মোর দুরুবার, গোআল বিশাল, প্রতিবোল ননন্দ বাছে" (কৃঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ)। এইরূপ দুর্ব্বার স্বামী, এবং ননন্দাদি দুর্জ্জনদিগকেও তুমি ভয় করিতেছ না, তুমি কি কোন দেবতা প্রাপ্ত হইয়াছ ? তু°—"যাহার পদ লক্ষ্মী সেবা করেন, তুমি কি সেই অসুলভ বস্তুতে অভিলাষ করিতেছ ?" (বিদগ্ধমাধব, ১৭৮ পৃঃ)।

অথবা—"রাধার চিত্ত ভূমিতে কোন্ নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।"

(ঐ, ৯৬-৭ পৃঃ)।

৮-১১। পদকল্পতরুর ২৪ পৃষ্ঠায় যে পাঠান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে এই চারি পংক্তি নাই। মূলরচনায় ইহা ছিল কি না সন্দেহজনক।

সদাই চঞ্চল—বারবার ঘরের বাহিরে যাতায়াত করিতেছেন বলিয়া।

১২-১৫। তুমি রাজার ঝিয়ারী—"বিশুদ্ধ কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ" (বিদগ্ধমাধব, ১০২ পৃঃ), এবং বয়সে কিশোরী, যেহেতু "এযাবৎ তোমার মতি রসিকতা সমূহে পটীয়সী হয় নাই, শরীরে বাল্যচাঞ্চল্যই রহিয়াছে, তথাপি তুমি মনে ক্ষোভ বিস্তার করিতেছ কেন ?"

(ঐ, ৯৩ পৃঃ)।

১৬-১৭। তু°—"তুমি গগনচর চন্দ্রকে দুই হস্তে গ্রহণ করিতে কুতুকিনী হইও না" (ঐ, ১৭৯ পৃঃ)।

১৯। তু°—"এই কোমলাঙ্গী কুরঙ্গী প্রথমে জালে নিপাতিত হইলেন" (ঐ, ৬৫ পৃঃ)।

[৭১৬]

সিন্ধুড়া

আগো[১], রাধার কি হৈল[২] অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে[৩] একলে
না শুনে কাহারো[৪] কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরক্তি[৫] আচরে[৬] রাঙ্গা বাস পরে
মহা[৭] যোগিনীর[৭] পারা॥

আউলাইয়া[৮] বেণী খুলয়ে[৯] গাঁথনি
দেখয়ে আপন[১০] চুলি।
হসিত[১১] বদনে[১২] চাহে মেঘপানে[১৩]
কি কহে[১৪] দুহাত তুলি॥

এক দিঠে[১৫] করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

নী ৪৭ ; নচ-৫০ পৃঃ ; তর বিপ্র, ২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি।

[১] কেবল নী-তে আছে। [২] হলো, নী।
[৩] থাকই, ঐ। [৪] কাহার, ঐ।
[৫] বিরতি, তরু, নী, ২৯২। [৬] আহারে, ঐ।
[৭-৭] যেমত যোগিনী, তরু ; যেন , নী।
[৮] এলাইয়া, নী। [৯] ফুলয়ে, তরু।
[১০] খসাওা, ঐ। [১১] সুহাস, ২৯৭।
[১২] বয়ানে, নী। [১৩] চন্দ্র°, ২৯৭ ; নচ
[১৪] চাহে, ২৯২, ২৯৭ ; [১৫] দিঠি, ২৯৭।

পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত তরু ও নচ'তে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্য:—পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কোন সখী কাহারও নিকটে রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। দীন চণ্ডীদাসের রচনার ধারা অনুসরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এইরূপ পদ তাঁহা দ্বারা রচিত হইলে ইহার পূর্ব্বে সখীদের কথোপকথনমূলক কোন ঘটনা তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রহকারগণের কৃপায় পদটি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতএব পালা হইতে বিচ্ছিন্ন পদটির রচয়িতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারেনা। বিশেষতঃ বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থের ভাব-সাদৃশ্য যে পদটিতে রহিয়াছে তাহাও পাদটীকায় প্রদর্শিত হইল। এই অনুকরণ অপরের পক্ষেও দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

টীকা

পদ—১-৭। উজ্জ্বলনীলমণিতে পদ্যাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত রহিয়াছে:—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিম্বা বিয়োগিন্যসি॥
(ঐ, ৬২১ পৃঃ; তু—পদ্যাবলী, ২৩৯ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ—পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধাকে বিশাখা বলিতেছেন—"রাধে, তোমার আহারে বিরতি হইল কেন? সমস্ত বিষয়েই তোমাকে নিবৃত্ত দেখিতেছি। তোমার নাসাগ্রে নয়ন, মনের একতান, মৌনাবলম্বন প্রভৃতিতে তোমার নিকট এই বিশ্ব শূন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব সখি! তুমি যোগিনী কি বিয়োগিনী তাহা সত্য করিয়া বল।" নচ'তে বলা হইয়াছে—"পদটি এই শ্লোকেরই আধারের উপর রচিত বলিয়া মনে হয়।" পদের প্রথমাংশে এই শ্লোকের প্রভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু অন্যত্রও ইহার ভাবসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

৬-৭ তু—"তদবধি চিরচিন্তাচক্রশক্তা বিরক্তিং
মম মতিরুপভোগে যোগিনীব প্রযাতি॥
(বিদগ্ধমাধব, ১০৭ পৃঃ)।

অর্থাৎ—"আমার মতি চিরকালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ন্যায় উপভোগ বিষয়ে বিরক্তি লাভ করিয়াছে।"

রাঙ্গা বাস পরে—রাধার বসনের বর্ণ নীল, কিন্তু যোগিনীর অনুকরণে, অথবা অনুরাগব্যঞ্জক বলিয়া এখানে রাঙ্গা বাসের উল্লেখ রহিয়াছে।

৮-৯। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাদৃশ্যের জন্য।

১০-১১। তু—"যদি দৈবাৎ অসিতবর্ণ নবজলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয় ইচ্ছা করেন।" (বিদগ্ধমাধব, ১৯১ পৃঃ)।

১২-১৫। তু—"শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প অবলম্বন করে। ইহা মুকুন্দের নবানুরাগ সমূহেরই ঔদ্ধত্য (ঐ, ৯৬-৯৭ পৃঃ)।

৭১৭ |

গান্ধার[১]

সই[২], কি[৩] আজু[৩] দেখিলু[৪] রঙ্গ।
আজু[৫] গিয়াছিলু[৫] যমুনা-সিনানে[৬]
দুই চারি সখী[৭]-সঙ্গ॥
একে[৮] কাল[৮] দেহ,— বসন ভূষণ—
চূড়াটি টালিয়া[৯] বামে।
হিরণ্য[১০] জনুজ[১০] তাহে[১১] আরোপিত
বেড়িয়া কুসুম-দামে[১১]॥
তার মাঝে[১২] দিয়া[১৩] ময়ূরের পাখা
হেলিছে দুলিছে বায়।
যেমন[১৪] রবির সুতার তরঙ্গ
লহরী তেমতি প্রায়[১৪]॥

ভালে[১৫] শশধর মলয়[১৬] চন্দন
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ[১৭] পেয়ে[১৮] অলিকুল[১৯]
করে[২০] আসি[২০] আনাগোনা॥
নাসা খগ জিনি কিবা[২১] কির গণি[২১]
এ[২২] দুটি[২২] লখিলে নয়।
আকর্ণ[২৩] পূরিত এ[২৪] দুটি লোচন[২৪]
চঞ্চল[২৫] শোভিত[২৬] হয়[২৭]॥
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে
অমিয়া বরিখে[২৮] রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা থাকি দিবা[২৯] নিশি[২৯]॥[৩০]
গলে[৩১] বনমালা[৩১] কিবা[৩২] করে আলা[৩২]
যমুনা দুকূল ভরি।
পীতবাস অতি কাঞ্চন[৩৩] মূরতি
করেতে মুরলী ধরি॥
এত দিন বসি গোকুল-নগরে
না দেখি না শুনি কাণে।
এমন মূরতি গড়ে কোন বিধি
দীন[৩৪] চণ্ডীদাসে[৩৪] ভণে॥

নী-৫৬; বিপু, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ৩৪০, ২৩৯৪, ৩৮১২ ইত্যাদি।

১ রাগ সারদ, ২৯৫; বাদ, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪, ৩৪০, ৩৮১২।

২ সখি, ২৮৯, ২৯৭; মাই, ৩৮১২; বাদ, ৩৪০।

৩-৩ আজু কি, ২৮৯; কি আর, ২৯৭।

৪ দেখিল, নী; দেখিনু, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪; পেখিলু, ৩৮১২।

৫-৫ °গিয়াছিলাম, ২৮৯; °গিয়াছিনু, ২৯৫, ২৩৯৪।

৬-৬ যমুনার কূলে, নী। এই পঙ্ক্তিটী ২৯৭ পুথিতে এইভাবে আছে—"জমুনা সিনানে, গিআছিলাম আমি।"

৭ জন, নী।

৮-৮ এক কালা, নী; °কালা, ৩৮১২।

৯ বেন্ধাছে, ২৮৯; টালনি, ২৯৭; টালিএ, ২৩৯৪।

১০-১০ হেরম্ব অম্বুজ, নী, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪; হেরম্বু অম্বুজ, ২৯৭; হেরম্ব জম্বুজ, ৩৪০; হিরণ্যজম্বুতা (জ?) র, ৩৮১২।

১১-১১ বাদ, ৩৮১২। ১২ মাঝ, নী।

১৩ বাদ, ৩৮১২।

১৪-১৪ জেন রবিসুতা তরঙ্গ লহরী তেমতি দেখিয়ে প্রায়, ৩৮১২।

১৫ তাহে, নী, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪; তাতে, ৩৮১২; তাথে, ৩৪০।

১৬ মলয়া, ২৯৭।

১৭ সৌরভে, ২৮৯।

১৮ পেয়া, ২৮৯; পায়্যা, ২৯৫, ৩৮১২; পাইআ, ২৯৭; প্যায়', ২৩৯৪।

১৯ অলিগণ, ২৮৯; অলিরাজ, ২৯৭।

২০-২০ কত করে, ২৮৯, ৩৮১২, ৩৪০; তাহে করে, ২৯৫, ২৩৯৪;

২১-২১ বাদ, নী; 'করিগনি, ২৮৯; 'কিরগুনি, ২৯৭।

২২-২২ এই দুই, নী, ২৯৭; দুই, ২৮৯, ৩৮১২; ও দুই, ৩৪০।

২৩ শ্রীকণ্ঠ, ২৯৭।

২৪-২৪ সে দুই নআন, ২৮৯; সে, নী, ২৯৫, ২৩৯৪; এই দুই', ৩৮১২; ওদুটি', ৩৪০।

২৫ চঞ্চলে, নী।

২৬ সভিত, ২৮৯, ২৩৯৪।

২৭ তায়, নী।

২৮ বরিসে, ২৮৯।

২৯-২৯ নিশি দিশি, নী, ৩৪০।

৩০ এই চারি পঙ্ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই।

৩১-৩১ গলার মালা, ৩৪০।

৩২-৩২ করিছে আলা, ঐ।

৩৩ মোহন, ৩৮১২।

৩৪-৩৪ দ্বিজ চণ্ডীদাস, নী, ২৯৭; দ্বিজ°, ৩৮১২

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১১ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা মাত্র একজন সখী সঙ্গে করিয়া যমুনা-স্নানে গিয়াছিলেন, কিন্তু এই পদে "দুইচারি" সখীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, অথচ পদটি রাধার স্নানের প্রসঙ্গ লইয়াই রচিত হইয়াছে, এবং চণ্ডীদাসের মূল রচনার ভাব ও বর্ণনা ইহাতে অনুকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়: এইজন্য পদটি সন্দেহজনক ও পরবর্ত্তী রচনা বলিয়াই বোধ হয়। রাধা অন্য কোন সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের রচনায় এইরূপ কোন আখ্যায়িকা আমরা ইহার পূর্ব্বে পাই নাই। তাহার অভাবে বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় এই পদটিকে স্বস্থানে আরোপিত করা সম্ভবপর নহে।

পঙ্-৪। এখানে শ্যামের একটা মোটামুটি রূপবর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।—তাঁহার দেহ কাল, এবং বসনভূষণে সজ্জিত। "একে কাল দেহ", এবং "বসনভূষণ", এই উভয়ই ন্যূনপদ বাক্য, পদবিন্যাসে দ্রুত রূপবর্ণনার প্রয়াস সূচিত করে। কিন্তু ৫ম পঙ্ক্তিতে চূড়ার প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়াই কবি রাধাকে অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে রূপবর্ণনায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলে পর, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবার কালে, প্রথমতঃ যেরূপ গোলমাল হইয়া যায়, চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ঠিক সেই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়াছে। কাল—অর্থাৎ নবজলধর-বর্ণ।

৬-৭। নী'তে আছে "হেরম্ব অনুজ"। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৯৭ সং পদেও "হেরম্ব অনুজ তলে আরোপিত" রহিয়াছে (নী-২৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা সহজবোধ্য নহে। কিন্তু পাঠান্তরে "হিরণ্যজনুজ" পাওয়া যাইতেছে। হিরণ্য (স্বর্ণ) হইতে জনু (উৎপত্তি) যাহার (অর্থাৎ সোনার গুটিকা)—হিরণ্যজনু। এই প্রকার গুটিকা গ্রথিত করিয়া জাত (প্রস্তুত) মালা বিশেষকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪ সং পদে (নী-৫২৭ সং পদ) শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার বর্ণনায় আছে—"সোনার ছুথরি, মালা দিয়া ফেরি, মাণিক খোপনি সাজে।" অতএব শ্রীকৃষ্ণের চূড়াতে যে দুই স্তর সোনার মালা ছিল, এই বর্ণনা চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদেও পাওয়া যাইতেছে। আবার হেরম্ব অনুজ অর্থে কার্ত্তিকেয়, এবং লক্ষণায় ময়ূরপুচ্ছের কল্পনাও এই স্থানে করা যায় না, কারণ পরবর্ত্তী ৮ম পঙ্ক্তিতেই ময়ূরপুচ্ছের কথা রহিয়াছে। অতএব হিরণ্যজনুজ পাঠই গৃহীত হইল।

১০-১১। রবিসুতা যমুনার তরঙ্গের ন্যায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

১২-১৩। তু°—"কপালে মলয় চন্দন তিলক, তাহে গোরোচনা ফোঁটা" (প্রথম খণ্ড, ১৯৪ সং পদ)।

১৬। নাসিকা গরুড় অথবা টীয়াপাখীর চঞ্চুর ন্যায়। তু°—"নাসা সে সুন্দর, জেমত কিরের চঞ্চু" (১৬ সং পদ)।

[৭১৮]

কামোদ[১]

বরণ দেখিলু[২] শ্যাম জিনিয়াত[৩] কোটী কাম
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙ ধনু-ভঙ্গী-ঠাম নয়ান-কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই, এমন সুন্দর বরকান।
হেরিয়া[৪] সে মুরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া[৫] লাজ ভয় মান॥ধ্রু[৬]॥
এ বড় কারিগরে[৭] কুঁদিলে[৮] তাহারে
প্রতি অঙ্গে[৯] মদনের শরে।
যুবতী-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দলন[১০] করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিলু[১১] দর্পণাকার
তাহার উপরে[১২] মালা বিরাজিত[১৩]
কি দিব উপমা তার॥

নাভির উপরে লোম[১৪]-লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
উরুর[১৫] বলনি রাম[১৬] কদলী[১৬]
তমাল[১৭] জিনিয়া[১৭] আভা॥
চরণ-নখরে[১৮] বিধু বিরাজিত[১৮]
মণির[১৯] মঞ্জীর[১৯] তায়।
চণ্ডীদাসের[২০] হিয়া সেরূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

নী—৫৯ ; তরু, ১৫৩ ; বিপু—৩৩৪৮

১ বাদ, ৩৩৪৮
২ দেখিনু, নী ; দেখিল, ৩৩৪৮
৩ জিনিয়া জে, ৩৩৪৮
৪ হেরি, নী
৫ তেজিয়া, ৩৩৪৮
৬ বাদ, নী, ৩৩৪৮
৭ কারিকরে, নী
৮ কুন্দিলে, তরু
৯ অঙ্গ, ৩৩৪৮
১০ দমন, নী, তরু
১১ দেখিনু, নী, ৩৩৪৮
১২ উপর, ৩৩৪৮
১৩ মনোহর, ঐ
১৪ রোম, ঐ
১৫ ভুরুর, নী
১৬-১৬ কামধনু জিনি, নী ; কদলিনী, ৩৩৪৮
১৭-১৭ ইন্দ্র ধনুকের, নী
১৮-১৮ নখ কোণ, জাবক রঞ্জিত যেন, ৩৩৪৮
১৯-১৯ মণিময় নুপুর, ঐ
২০ চণ্ডীদাস, নী

টীকা

দ্রষ্টব্য :—শ্রীরাধা কোন সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইলে ইহার পূর্ব্বে এইরূপ কোন আখ্যায়িকা নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট ছিল। সেই আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত বর্ণনাত্মক এই পদটি সংগ্রহ-গ্রন্থের সাহায্যে প্রচারিত হইয়া থাকিবে, অথবা রাধার পূর্ব্বরাগের এইরূপ পদ বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থের প্রভাবাধীনেও রচিত হইতে পারে।

পঙ্—১। কোটী কাম—তু°—"কন্দর্পকোটিললিতং বপুরাদধানঃ" (পদ্যাবলী, ৯১ পৃঃ)।

২। তু°—"পূর্ণিমাতিথির চন্দ্রকে জয় করিয়া ইহার মুখখানি নিজের গর্ব্ব পূর্ণ করিয়াছে" (নৈষধ, ৭।৫৩)।

৩। তু°—"ভ্রূ দুইটি রতিদেবী ও কামদেবের দুইখানি ধনু" (ঐ, ২।২৮)। অন্যত্র—"কামানসদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল (কৃঃ কীঃ, ৬ পৃঃ)।

৫-৭। যেহেতু—"তাঁহার বক্ষঃস্থল কুলস্ত্রীদিগের ধৈর্য্য নদী রোধ করে, মুখচন্দ্র কুলধর্ম্ম সঙ্কোচ করে, বাহু লজ্জা বিনাশ করে, এবং লোচনভঙ্গীরূপ ভুজঙ্গ কুলস্ত্রীদিগের সমুদায় ধর্ম্ম গ্রাস করে" (বিদগ্ধমাধব, ১৩৯-৪০ পৃঃ)।

১০-১১। তু°—"এষ স্থৈর্য্যভুজঙ্গসঙ্ঘদমনাসঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরা" (ঐ, ৭১ পৃঃ)। উপমার সাদৃশ্য লক্ষণীয়

১৬-১৭। তু°—"নাভি-সরোবরে লোম-ভুজঙ্গিনী" (তৎ, ২১ সং পদ)।

৭১৯।

কামোদ[১]

যাইতে[২] দেখিনু[৩] শ্যামে কি করিবে[৪] কোটী কামে
ভাঙ[৫]-ভঙ্গিম সুঠাম।
ও[৬] চাঁদ বদনে চাহে যাহা[৭] পানে
সে ছাড়ে কুল অভিমান।

সই, এমন সুন্দর কান।
হেরি[৮] কুলবতী[৮] ছাড়ে নিজপতি
তেজি[৯] লাজ ভয় মান[১০] ।ধ্রু[১১]॥

অতি সুশোভিত[১২] বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখি যে[১৩] দর্পণাকার[১৪]
তাহার উপরে[১৫] মাল শোভিয়াছে ভাল
উপজে[১৬] মদন-বিকার[১৬] ॥
নাভির[১৭] উপরে[১৭] জনু তমাল জিনিয়া তনু
দলিত[১৮] অঞ্জন[১৮] জিনি[১৯] আভা।
বড় কারিকর[২০] কুঁদিয়াছে ভাল[২০]
রাম কদলি জিনি[২১] শোভা ॥
চরণ[২২] নখের শোভা যে চান্দের[২২]
মণিময় নূপুর পায়[২৩]।
চণ্ডীদাসের হিয়া ওরূপ[২৪] দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

নী—৫৮ ; বিপু—২৯২, ২৯৭

[১] বাদ, ২৯২, ২৯৭ [২] সখি জাইতে, ২৯৭
[৩] দেখিল, নী, ২৯২ [৪] কবে তার, ২৯৭
[৫] ভাণ্ডর, ২৯২, ২৯৭ [৬] বাদ, নী ; সে, ২৯৭
জার, ২৯৭ [৮-৮] হেরিআ যুবতি, ঐ
[৯] তেজিয়া, ২৯২
[১০] সান, ২৯২ ; আন, ২৯৭
[১১] বাদ, নী, ২৯৭ [১২] সে শোভিত, নী
[১৩] সে, নী ; এ, ২৯৭
[১৪] দর্পন আকার, ২৯২ ; দর্পন কোর, ২৯৭
[১৫-১৫] তাহাপর মাল, শোভিয়াছে ভাল, ২৯৭ ; উপর, মণিময় হার, ২৯২
[১৬-১৬] উপজিছে, ২৯২ ; ধৈরজ না রহে মোর, ২৯৭
[১৭-১৭] নাভিপর, ২৯৭
[১৮-১৮] দলিতাঞ্জন, ২৯২ [১৯] বাদ, ২৯৭
[২০-২০] কারিগরে, উরে কুন্দিআছে, ২৯৭ ; কারিকর উরে, কুঁদিয়াছে ভালে তারে, ২৯২
[২১] বাদ, নী, ২৯৭
[২২-২২] চরণ-নখর-কোণে, রঞ্জিত শোভিত মেনে, নী, ২৯৭
[২৩] তায়, ২৯২, নী। [২৪] সে, ২৯২, ২৯৭

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিকে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ৫৮ সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া পৃথক্ পদরূপে স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদটিরই প্রকারভেদ মাত্র

[৭২০]

ধানশী[১]

সই গো, কিবা সে শ্যামের ছবি[২]।
কোটী মদন জনু নিন্দিত[৩] শ্যাম[৩]-তনু
উদয়[৪] হৈয়াছে শশী রবি[৪] ॥
কিবা[৫] অপরূপ[৫] অমিয়া[৬] স্বরূপ[৬]
নয়ন[৭] জুড়ায় চাঞা[৮]।
হেন[৯] মনে লয়[৯] নহে[১০] কুল ভয়[১০]
কোলে করি গিয়া[১১] ধাঞা[১১] ॥
তরল[১২] মূরলী[১৩] করিল পাগলী
রহিতে না[১৪] দিল[১৪] ঘরে।
সবারে বলিয়া[১৫] বিদায় লইব[১৬]
কি[১৭] মোর[১৭] সোদর[১৮] পরে[১৮] ॥
ধরম করম দূরে তেয়াগিলুঁ[১৯]
মরমে[২০] লাগিল যে।
চণ্ডীদাসে[২১] ভণে[২২] আপন[২৩] পরাণে[২৩]
বুঝিয়া করিবে সে[২৪] ॥

নী—৬০ ; বিপু—২৯২, ২৯৭
[১] বাদ, ২৯২, ২৯৭
[২-২] শ্যামের বরণছটায় কিবা ছবি, নী, (শ্যামের কিরণ°) ২৯২ ; (শ্যামের বদন°) নী (পাঠান্তর)।
[৩-৩] জিনিয়া শ্যামের, ২৯২ ; নিন্দিয়া°, নী।

৪-৪ উদইছে যেন রবি শশী, নী ; উদয়িছে জেন°, ২৯২ ।

৫-৫ কিবা সে শ্যামের রূপ, নী, ২৯২ (সেই কিবা°)

৬-৬ সুধাময় রসকূপ, নী ; বাদ, ২৯২

৭ নয়ান, ২৯২, ২৯৭

৮ যাহা চেয়ে, নী।

৯-৯ হেন মোর মনে হয়, নী ; হেন মনে হয়, ২৯২

১০-১০ যদি লোকভয় নয়, নী ; করি লোক ভয় নয়, ২৯২

১১-১১ জাঞা ধাঞা, ২৯২ ; যেয়ে ধেয়ে, নী ।

১২ তরুণ, নী ; এমন, ২৯৭

১৩ মুরুতি, ২৯৭

১৪-১৪ নারিলুঁ, ২৯২, ২৯৭

১৫ কহিয়া, ২৯২, ২৯৭

১৬ হইয়া, ২৯২ ; হইব, ২৯৭

১৭-১৭ কি কবে, ২৯২ ; কি করে, নী ।

১৮ দোসর, ২৯২ ; সহদর, ২৯৭

১৯ তেয়াগিল. নী ২০ মনেতে, ২৯২, ২৯৭

২১ চণ্ডীদাস, নী ২২ কয়, ২৯৭

২৩-২৩ আপনার মনে, ২৯৭

২৪ জে, ২৯২

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখীর প্রতি রাধার উক্তি। এইজাতীয় পদের আখ্যায়িকা সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পাদটীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। পদটির প্রথমভাগে দীর্ঘ ত্রিপদী এবং শেষের অংশে লঘু ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ একই পদ এইরূপ দুই প্রকার ছন্দে রচিত হইতে দেখিলে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হইয়া থাকে। তারপর পদবর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম অংশে রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু ইহার পরেই বংশীধ্বনি শ্রবণের কথা রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালা যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না। অতএব চণ্ডীদাসের রচিত কি না সে সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পঙ্—৮-১১। তু°—"গুরুজনের গঞ্জনা, অযশ, গৃহস্বামীর কঠিন ব্যবহার, মুরারির মুরলী এ সমস্ত একেবারে বিস্মরণ করাইয়া দিল" (পদ্যাবলী, ১৭৩ শ্লোক)।

। ৭২১ ।

কামোদ[১]

"জলদ-বরণ[২] কানু দলিত-অঞ্জন তনু[৩]
উদয়[৪] হয়াছে[৪] সুধাময়।
নয়ন-চকোর মোর পিতে[৫] করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ[৬] নাহি সয়[৬] ॥

সই, কি[৭] পেখলু যমুনার কুলে[৭]।
ভালে সে গোকুল[৮] —নাগরী[৯] পাগল[১০]
সকল লোকেতে বলে ॥[১১]॥ ধ্রু

কিবা সে চাহনি ভুবন-ভুলানী[১২]
দোলনী[১৩] গলার মাল।
মধুর[১৪] ছলে[১৪] ভ্রমরা বুলে[১৫]
বেড়িয়া তঁহি[১৬] রসাল ॥

দুইটি[১৭] লোচন মদনের বাণ
চাহিয়া[১৮] পরাণে[১৯] হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায় শরমে
পরাণ[২০] সহিতে টানে ॥"

চণ্ডীদাসে কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল
কি[২১] তার কুলবিচার[২১] ॥

নী—৬১ ; বিপু—২৯২, ২৯৭, ৩৩৪৮

১ বাদ, সকল পুথি ২ কিবা সে বরন, ৩৩৪৮

৩ জনু, নী (পাঠ৷)

৪-৪ উদইছে, নী, ২৯২ ; উগারিছে, ২৯৭

৫ চিত, ৩৩৪৮

৬-৬ লখিল নাহি হয়, ২৯২, ২৯৭, ৩৩৪৮

৭-৭ দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে, নী, ২৯২; দেখিলুঁ জাইতে জলে, ২৯৭

৮ গোকুলনারী, নী

৯ হইয়াছে, নী ; হয়্যাছে, ২৯২

১০ পাগলী, নী ১১ বাদ, নী, ২৯৭, ৩৩৪৮

১২ ভুলনী, নী, ২৯২ ; মোহনি, ৩৩৪৮

১৩ শোভিত, নী

১৪-১৪ °লোভে, নী ; কিবা মধুলোভে, ২৯২ ; মধুর লোভএ, ২৯৭

১৫ বুলয়ে, ২৯২, ২৯৭ ; ভুলে, ৩৩৪৮

১৬ গাওএ, ৩৩৪৮ ১৭ সে ছই. ঐ।

১৮ দেখিতে, নী, ২৯২ ১৯ পরাণ, নী।

২০ অন্তর, ২৯৭

২১-২১ কুলে তিলাঞ্জলি তার, ২৯৭ ; কুল জে ছার, ৩৩৪৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি, কিন্তু এইরূপ রূপবর্ণনার নূতনত্ব কিছুই নাই, সর্ব্বত্রই কবিগণের চিরাচরিত রীতিই অনুসৃত হইয়াছে, এবং ইহাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়. যথা—

পঙ্-১। তু°—"নবজলধর, করে ঢল ঢল, বরণ অঞ্জন সম" (প্রথমখণ্ড, ১৬ সং পদ, ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

২। তু —":জন কোটি চান্দ, উদয় করিল, রসের পশরা হাটে" (ঐ)।

৩-৪। তু°—হেরি শ্যামরূপ, নয়ন ভরিয়া, আঁখির নিমিখ নয়" (ঐ, ১০৫ সং পদ) ইত্যাদি।

[৭২২]

কামোদ[১]

সুধা ছানিয়া কেবা ও[২] সুধা ঢেলেছে রে[২]
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল[৩] রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥

থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখ বনাইল রে[৪]
জবা ছানিয়া[৫] কৈল গণ্ড[৫]।[৬]
বিম্বফল যিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥

কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥

অদলি[৭] উপাড়ি[৭] কেবা কদলি রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

নী—৬২ ; নচ—৫৮ পৃঃ ; বিপু, ২৯২, ৩৩৪৮, ৫১১২

১ বাদ, ২৯২, ৩৩৪৮

২ °গো, নী, ২৯২ ; সুদা ঢালিয়াছেরে, ৩৩৪৮, ৫১১২

৩ আনিল, নী, ২৯২, ৫১১২ ; বৈশাইয়াছে, ৩৩৪৮

৪-৪ মু'খানি বনা'ল রে, নী

৫-৫ নিঙ্গড়িয়া°, নী ; ছানি গঢ়ল অধর, ৩৩৪৮

* পরবর্ত্তী অংশ নিম্নলিখিত পুথিত্রয়ে এইভাবে আছে :—

কম্বু জিনিয়া কেবা গ্রিবা বনাইল রে
ঐছন দেখি শ্যামকণ্ঠ ॥
অর্গল জিনিঞা কেবা ভুজ বনাইল রে
ঐছন দেখি যে উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডিদাস দেখে জুগে জুগ ॥

২৯২ পুথি।

অর্গল জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইলে রে
কোকিল জিনিয়া কৈল স্বর ॥
* * * * * বনাইল রে
কমল জিনিয়া পদ্ম কর।
আরদ্র মথিয়া কেবা সারদ্র বনাইলে রে
ঐছ * * * ॥

৩৩৪৮ পুথি।

অর্গল জিনিঞা কেবা কণ্ঠ বনাইলে রে
ঐছন দেখি উরুযুগে।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাঞাছে রে
চণ্ডিদাসে দেখে যুগে যুগে ॥

৫১১২ সং পুথি।

মন্তব্য :—শেষ ১৪ পঙ্ক্তির স্থানে এই সকল পুথিতে ৬ ও ৪ পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

৭-৭। আদলি উপরে, নী, নচ, ২৯২ প্রভৃতি সকল আদর্শে। গৃহীত পাঠ শ্রীমান্ মৃণাল সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুথি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব কিছুই নাই, কারণ কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ উপমার সাহায্যে ইহা রচিত হইয়াছে। পদটিতে বক্তা ও শ্রোতার সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা রাধার উক্তিরূপেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। পাঠান্তরের বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া ইহার আদি রূপ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

পঙ্—১-২। তু°—"কিবা সে শ্যামের রূপ, সুধাময় রসকূপ" (নী, ৬০ সং পদ)।

এবং—তু°—"অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া, গঢ়িল সে অনুমানে" (তরু, ২০২ সং পদ)।

৩। গঠন-পারিপাট্য ও চঞ্চলতার সাদৃশ্যহেতু খঞ্জনের সহিত চক্ষুর উপমা দেওয়া হয়। একপ্রকার খঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ, বুক সাদা (শব্দকোষ)। দময়ন্তীর রূপ বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মা কলাগাছের পাঁচ ছয় খানা পাট ফেলাইয়া দিয়া, সে স্থানের সাদা ভাগ নিয়া, তারা দুইটির দুই ধার যেন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর নীলোৎপলের পাঁচ ছয়টা পাতা ফেলাইয়া দিয়া, সে স্থানের নীল ভাগ নিয়া, যেন তারা দুইটি গঠন করিয়াছেন" (ঐ, ৭।৬১)। অতএব চক্ষুতে খঞ্জনের ন্যায়, সাদা ও কালার সমন্বয় রহিয়াছে। এই রূপসাদৃশ্যে কৃষ্ণের চক্ষু দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ কজ্জলাধিক কৃষ্ণবর্ণ খঞ্জন পাখী বসাইয়া রাখিয়াছেন।

৪-৫। তু°—"চন্দ্রমণ্ডল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া বিধাতা মুখ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন" (নৈষধচরিত, ২।২৫)। নিঙড়ান—"যন্ত্রেণ ইক্ষুদণ্ডাদিকং নিষ্পীড্য তৎসাররূপং রসাধিকং" বাহির করন। চন্দ্রের সুধার নির্য্যাস দ্বারা যেন মুখ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১১-১২। হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের প্রভাযুক্ত পীতাম্বর। তু°—"হারিদ্রনিভপ্রভেয়ম্" (নৈষধচ, ৭।১৩)।

১৩-১৪। তু°—"যাঁহার তনুদ্বারা মরকত কান্তিসমূহের মনোহরতা বিস্তৃত হয়" (বিদগ্ধমাধব, ৮০ পৃঃ)।

১৫-১৬। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ তাহা কুসুমের সমাবেশে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তু°—"সগর শরীর, কুসুম তুঅ সিরজল" (উমাপতি-কৃত পারিজাত হরণ, ২১ পৃঃ)।

১৭। অদলি অর্থাৎ দল বা পত্ররহিত; উপড়—অধোমুখ (শব্দকোষ)। উপাড়ি—অধোমুখ করিয়া। পত্রহীন কদলীবৃক্ষ যেন কেহ অধোমুখ করিয়া রোপণ

করিয়াছে। তু°—"উরু শোভে বিপরীত রাম-কদলী" (কৃঃ কীঃ, ৪৮ পৃঃ)। নৈষধচরিতে পত্রহীন অবনতমস্তক কদলীর সহিত উরুর উপমা দেওয়া হইয়াছে (ঐ, ৭।৯২-৯৩)। অথবা—উপাড়ি—উৎপাটিত করিয়া। অদল= পত্রশূন্য বৃক্ষ (বিশ্বকোষ); তু°—অপত=পত্রহীন (বিদ্যাপতি, ৭২০ সং পদ)। কদল=রম্ভাতরু, স্ত্রীলিঙ্গে—কদলী (জ্ঞানেন্দ্র), ইহার বিশেষণ বলিয়া অদলী (=পুথিতে অদলি)। কে রম্ভাতরু উৎপাটিত করিয়া রোপণ করিয়াছে।

[৭২৩]

ধানশী[১]

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি[২] বাউরি[৩] পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥

যমুনা যাইতে কদম্ব-তলাতে
দেখিলে[৪] যে[৫] কোন জনে।
যুবতী-জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেইখানে॥

সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি[৬]
চাহিয়া তাহার পানে ॥ধ্রু[৭]॥

একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুলশীল নাশে
কালিয়ার[৮] প্রেম[৮]-মধু॥

নী—৫০ ; নচ—৪৬ পৃঃ ; তরু—১৩৪

১ করুণা রাগ, তরু। ২ হইলা, ঐ।
৩ বাউলি, তরু (পাঠা°)। ৪ দেখিয়া, নী।
৫ সে, তরু। ৬ রাখিলে, ঐ।
৭ বাদ, নী। ৮-৮ কালিয়া প্রেমের, ঐ

পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত তরু এবং নচ'তে মুদ্রিত হইয়াছে। এইরূপ আর একটি পদ পাঠান্তরের সহিত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

[৭২৩ক]

কামোদ[১]

সোনার[২] নাতিনা কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ[২]
না[৩] বুঝি তোমার অভিপ্রায়[৩]।
সদাই কাঁদনা দেখি অঝরে[৪] ঝুরয়ে আঁখি
জাতি কুল সব পাছে যায়॥

যমুনার জলে যাও কদমতল[৫]-পানে[৬] চাও
না জানি দেখিলা[৭] কোন জনে।
শ্যামল[৮] বরণ তনু উপমা নাহিক জনু[৮]
সে জন পড়িছে বুঝি মনে॥

ঘরে আসি নাহি[৯] খাও[৯] সদাই তাহারে[১০] চাও[১০]
বুঝিল[১১] তোমার মন[১২]-কথা।
একথা[১৩] শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে[১৪] তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোর[১৫] বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার[১৬] বধূ[১৬]।
কহে বড়ু[১৭] চণ্ডীদাসে কুলশীল সব ভাসে
লাগিল[১৮] কালিয়া-প্রেম-মধু[১৮]॥

নী—৪৯ ; নচ—১ পৃঃ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭, ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১

১ বাদ, সকল পুথিতে

২-২ নাতি নাকি যেসে জায়, বিরলে দেখিলে তায়, ২৯২

৩-৩ না বুঝি যে তোমার আশয়, ২৯২

৪ অঝরু, নী ; অঝুরে, ২৯৭

৫ কদম্বতলার, ২৯২, ২৯৭ ৬ পাশে, নী।

৭ দেখিলে, ২৯৭ ; দেখিল, ২৯২

৮-৮ ৩বরণ হিরণ পিন্ধন বসি থাকে যখন তখন, নী ; শ্যামের বরণ পিতবসন বস্তা থাকে জখন, ২৯৭ ; নী ও নচ'র মিলিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

৯-৯ মন জায়, ২৯৭

১০-১০ তার পানে চায়, ২৯৭

১১ বুঝিলাম, নী ; বুঝিলাঙ, ২৯৭

১২ মনের, নী, ২৯৭

১৩ এখনি, নী; এখন, ২৯৭ ১৪ বুলিবে, ২৯২

১৫ তোমার, নী, ২৯৭ ১৬-১৬ রাজার ঝি, ২৯৭

১৭ এই, ২৯৭, ৫১১২ ; বাদ, ৫৪২০, ৫৪২১

১৮-১৮ এখন করিবে আর কি, ২৯৭

টীকা

"সোণার নাতিনী" সম্বোধনে পদদ্বয় রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে বড়াইর উক্তি রূপে ধরিয়া লইবার কোনই কারণ নাই, এবং ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, এই পদদ্বয়ে "ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরোধী কিছুই নাই।" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "নাতিনী" ও "পরাণ-নাতিনী" আখ্যায় বহুবার বড়ায়ি রাধাকে সম্বোধন করিলেও, এই পদদ্বয়ের ভাব সম্পূর্ণই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণের প্রেম-নিবেদন শুনিয়া রাধা বড়াইকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, আর এই পদদ্বয়ে দেখা যায় যে, কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়া রাধা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য পাগলিনী হইয়াছেন! এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য থাকা ত দূরের কথা, পদদ্বয়ের ভাব যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা বুঝাইবার জন্য কোন টীকাকারের প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। প্রথম পদটি পদকল্পতরুতে মুখরার উক্তিরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বিদগ্ধ-মাধব নাটকে মুখরার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন যশোদার ধাত্রী, এবং রাধা ছিলেন তাঁহার "অপ্পণো ণত্তিনী" (ঐ, ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব নাতিনী সম্বোধনে রচিত পদ মুখরার উক্তিরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এজন্য বড়াইকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। বিদগ্ধমাধবে রাধা ও কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় মুখরা, নান্দীমুখী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

পৌর্ণমাসীর প্রশ্নের উত্তরে মুখরার উক্তি—"রাধা ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া উৎকম্প অবলম্বন করে, গুঞ্জাপুঞ্জ দর্শনমাত্রে সজল নেত্রে চিৎকার করিতে থাকে, অতএব তাহার চিত্তে কি নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না" (বিদগ্ধমাধব, ৯৬-৭ পৃঃ)।

এবং—"তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হও কেন?" (ঐ, ১০৪ পৃঃ)।

অন্যত্র—"তুমি সচ্চরিত্রা, বিশুদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তোমার পতি অতিশয় প্রেমবান্, অতএব তুমি এমত দুঃসাহসিক বিষয়ে মতি করিতেছ কেন?" (ঐ, ১০২ পৃঃ)।

কিন্তু দ্বিতীয় পদটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। এই ভণিতাও সন্দেহজনক, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১, সং পুথিতে এবং 'নচ'র একটি পাঠান্তরেও বড়ু ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এক সময়ে এই পদটি বড়ু বিহীন ভণিতায় চলিয়া আসিতেছিল। পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, কারণ যমুনাতে গিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়া রাধার পূর্ব্ব-রাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, তখন এই পদটিও বড়ু চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায় না। অতএব ভণিতার বড়ু শব্দটি

অতিশয় সন্দেহজনক। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় পদটি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একটির আদর্শে অপরটি রচিত হইয়াছে। প্রথম পদের লঘু ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে দুই দুইটি অক্ষর যোগ করিয়া দ্বিতীয় পদটি রচিত হইতে পারে। উভয় পদের শেষ চারি পঙ্‌ক্তি মিলাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। পদকল্পতরুতে যখন প্রথম পদটিই উদ্ধৃত রহিয়াছে, তখন ইহারই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া আমরা দ্বিতীয় পদটিকে নানাদিক্ দিয়া বিচার করিয়াই প্রথম পদের আদর্শে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। ১৩৩৬ সালের প্রবাসী পত্রের ৬৩৪-৫ পৃষ্ঠায় আমরা এই দুইটি পদ লইয়া আলোচনা করিয়াও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম।

[৭২৪]

তিরোতা[১]

হাম[২] সে অবলা হৃদয়[৩] অখলা[৩]
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে[৪] লিখিয়া[৪]
বিশাখা দেখাল আনি ॥
হরি, হরি, এমন কেনে বা হ'ল।
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে[৫]
আমারে ডারিয়া[৬] দিল[৬] ॥
বয়সে কিশোর অতি[৭] মনোহর
অতি সুমধুর[৮] রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
অমিয়া[৯] রসের[১০] কূপ ॥
নিজ পরিজন সে জন[১১] আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে না[১২] পারি ছাড়িতে[১২]
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

নী—৫৫ ; তরু, ১৪৩ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭

১ সুহই, তরু (পাঠা°) ; বাদ, ২৯২, ২৯৭

২ আমি, তরু (পাঠা°), ২৯২, ২৯৭

৩-৩ হৃদয়ে, তরু ; হ্থল হৃদয়, ২৯২ ; অথল হৃদয়া, ২৯৭

৪-৪ পটেত°, তরু ; লেখি চিত্রপটে, ২৯২, ২৯৭

৫ শিখায়, ২৯২, ২৯৭

৬-৬ ফেলিয়া গেল, ২৯২ ; পেলিআ দিল, ২৯৭

৭ রূপ, নী, ২৯২ ; বেশ, তরু

৮ সে মধুর, তরু (পাঠা°)

৯ বড়ই, নী, তরু

১০ সুধার, ২৯২

১১ হেন, তরু ; নহে, নী

১২-১২ ছাড়া নহে চিতে, তরু, নী (°নাহি°) ; ছাড়া না জায় চিতে, ২৯৭

টীকা

এই পদটি বিদগ্ধমাধবের নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে :—

শিশিরয়দৃশৌ দৃষ্টা দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতেঃ
পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাত্বং বিলাসফলকাঙ্কিতঃ।
শিব শিব কথং জানীমস্তামবক্রধিয়ো বয়ং
নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনং ॥
(ঐ, বহরমপুর সং, ১০৫ পৃঃ)

পৌর্ণমাসী বিশাখাকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাধাকে দেখাইতে বলিয়াছিলেন। ঐ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাধার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা রাধা

নিজেই উক্ত শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন—"আমাকে পরিবারবর্গে উপদেশ দিয়াছিল যে, রাধে, যদি চিত্রপটে নেত্র নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার অন্তরতাপ দূরীভূত হইবে, আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু যখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন কৃষ্ণের লোচনদ্বয় অতিশয় শীতল, এবং মূর্ত্তি নবকৈশোর লক্ষিত হইয়াছিল। শিব শিব! আমরা সরলবুদ্ধি, ঐ পট যে নিবিড় জ্বালাসমূহ প্রকাশ করিবে, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব।" এই পদটি উজ্জ্বলনীলমণিতে চিত্রপটে দর্শনের দৃষ্টান্তরূপেও উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ৮৩৯ পৃঃ)।

দীন চণ্ডীদাসের এই পালাতে রাধাকে পট দেখান হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বিশাখা দেখান নাই, সুবল দেখাইয়াছিলেন। অতএব এই পদটি যে এই পালার অন্তর্ভূত নহে, অন্য স্থান হইতে আহরিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

[৭২৫]

ধানশী[১]

"ওঝা[২] বেজা[২] আন[৩] গিয়া পাইয়াছে[৪] ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি[৫] উঠে ঐ বৃকভানু সুতা ॥"
কালা[৬] কানুর বরণ চিকণ[৬] যবে পড়ে মনে।
মুরছি[৭] পড়িয়া[৭] ধনী[৮] কাঁদে[৮] ভূম খানে ॥
রক্ষা অক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি[৯] ধনীর[৯] চুলে।
কেহ[১০] বলে—"আনি দেহ কালার গলার ফুলে ॥
কালিয়া[১১] কোঙর থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে[১১] ॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক [১২] যাবে অঙ্গের জ্বালা[১২] ॥
চণ্ডীদাস[১৩] কহে[১৩]—"সবে[১৪] যারে কহ ভূত[১৪]।
সে[১৫] শ্যাম কালিয়া চিকণ নন্দঘোষের পূত[১৫] ॥"

নী—৫১; নচ—১৫৪ পৃঃ; বিপু, ২৯২, ২৯৭। তু°—তরু, ১১৮ সং পদ

[১] বাদ, ২৯২, ২৯৭
[২-২] রোঝা ওঝা, নী; য়োঝা রোঝা, ২৯৭
[৩] আনি, ২৯৭
[৪] পেয়েছে কি, নী; পাইআছে কোন, ২৯৭
[৫] কাঁপি, নী
[৬-৬] কানাই কোঙর চিকণ, নী; কালা কোঙর হিরণ কিরণ, ২৯২
[৭-৭] মুরছিত হইয়া, ২৯৭
[৮-৮] কান্দে ধরি, ২৯২, ২৯৭
[৯-৯] ধরিয়া মাএর, ২৯৭
[১০] সভে, ২৯২
[১১-১১] বাদ, ২৯২, ২৯৭
[১২-১২] ঘুচিবে জাইবে অঙ্গের মলা, ২৯২
[১৩-১৩] চণ্ডিদাসেতে কয়, ২৯২, ২৯৭
[১৪-১৭] জাইবেক ভূত, ২৯২; জাবেক ভূতা, ২৯৭
শ্যাম চিকন কালা সে নন্দের ঘরের সুত, ২৯২;
শ্যাম চিকনিয়া সেই নন্দের ঘরের পুতা, ২৯৭

টীকা

পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। রাধার এইরূপ দরদিগণের সন্ধান করিতে গেলে প্রথমে সখীগণের কথাই আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও সম্ভবপর। নচ'তে উদ্ধৃত এই পদের একটি পাঠান্তরে দেখা যায় যে, পদটি "পূর্ণমাসী কহে যদি রাধা ভাল হবে" ইত্যাদিক্রমে আরম্ভ হইয়াছে। বিদগ্ধমাধব নাটকে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় পৌর্ণমাসীর উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পদকল্পতরুতে এই পদের আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত একটী পদ বংশীবদনের ভূমিকায় উদ্ধৃত আছে (ঐ, ১১৮ সং পদ)। ইহার টীকায় সম্পাদক সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"এই পদের স্থায় কিয়দংশ ত্রিপদী ও বাকী অংশ পয়ার ছন্দে রচিত পদ পদাবলী-সাহিত্যে বিরল।" কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রিপদী

ছন্দে রচিত এই পদের অনুরূপ আর একটি পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী'তে এবং পদকল্পতরুতেই সঙ্কলিত রহিয়াছে (ঐ, ১৩৫ সং পদ। এই পদটি নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল)। এইরূপ নানাপ্রকার বৈষম্যের দরুণ এই পদের আদি রূপ এবং ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহাতে পূর্ব্বরাগের অন্তর্গত ব্যাধিদশা বর্ণিত হইয়াছে। "বাহা অভীষ্টের অলাভহেতু শরীরের পাণ্ডুতা বৈবর্ণ্য, এবং উত্তাপজনক হয়, তাহাকে ব্যাধি বলে। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস, পতনাদি হইয়া থাকে" (উজ্জলনীলমণি, ৮৫৩ পৃঃ)। এই পদের ইহাই বিশিষ্টতা।

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি নীর ৫২ এবং পদকল্পতরুর ১৩৫ সং পদ। তরুতে ইহা বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে। ৭২৫ সং পদের সহিত ইহার যে ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা ঐ পদের পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য)। একই পদের এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি কৃত্রিমতার পরিচায়ক মাত্র।

[৭২৬]

ধানশী

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কাঁপয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥
কেহ বলে মাই ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃকভানু সুতা॥
রক্ষা-মন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
"নিশ্চয় কহি যে আনি দাও এবে
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি ঘুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥"

[৭২৭]

শ্রীরাগ[১]

"এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ[২] পুন[৩]॥
না বান্ধে[৪] চিকুর না পরে চীর।
না খায়[৫] আহার না পীয়ে নীর[৬]॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল[৭] ব্যাধি।
যত তত করি না হয়ে[৮] সুধী॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিনে মানুষ[৯] নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে[১০] চাই॥
তুলা খানি[১১] দিলুঁ[১২] নাসিকামাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ[১৩] শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস[১৪] না বহে[১৫] জীব।
বিলম্ব না কর[১৬], আমার দিব॥"
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ[১৭] রাধা॥

নী—৬৯ ; নচ—৬২ পৃঃ ; তরু, ৯৮

১ সুহই, তরু (পাঠা)। ২ আইমু, নী।

৩ পুনঃ, ঐ। ৪ বাধে, ঐ।

৫ খায়ে, তরু।

৬ এই দুই পঙ্‌ক্তি তরুতে পরবর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পরে আছে।

বাড়ল, নী। ৮ নহিয়ে, ঐ।

মানুখ, তরু। ১০ রৈয়াছে, তরু

টুকী, তরু (পাঠা)। ১২ দিলে, নী।

বুঝিনু, ঐ। ১৪ শোয়াস, তরু

রহে, তরু ১৬ সহে, তরু।

ঔখধ, নী ; ঔখদ, তরু।

টীকা

—ইহা কোন দূতীর উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের নিদান-অবস্থা দেখিয়া আসিয়া কেহ রাধার নিকট তাহ বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যায়িকায় এইরূপ ঘটনার সমাবেশ নাই, এবং দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালা যতটা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও সখীগণের এইরূপ দৌত্যের আভাস পাওয়া যায় না। তথাপি এই পদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্ব্বরাগ বর্ণনার শেষভাগে লিখিত আছে—নায়িকার পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সেইরূপ ক্রমে শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ব্বরাগ জানিতে হইবে (ঐ, ৮৬৯ পৃঃ)। পূর্ব্বরাগের অন্তর্গত "মূর্চ্ছা" বা "মোহ" অবস্থার বর্ণনাই এই পদে রহিয়াছে। পদমধ্যেও "নিদান" অবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে রাধার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অবস্থার বর্ণনাই এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদটিতে পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরহাবস্থা এক সখী কর্ত্তৃক রাধার নিকট বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সহিত এই পদের কিছু ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যথা—

পঙ্‌—১-৪। তু°—

"সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী"

(৫।২)।

৮। তু°—"বহু বিলপতি তব নাম" (৫।৫)।

১৪। তু°—"ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনম্" (৫।৮)

[৭২৮]

তিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে তোহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত ॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর ॥
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলট করয়ে পানি ॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে ॥
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥

নী—৬৮ ; তরু, ৯৪।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে ব্যাখ্যা ও পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই পদসম্বন্ধীয় মন্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

পঙ্‌-২। তু°—"জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরম্" (গীতগোবিন্দ, ৫।৭)।

১১। তু°—"সীদতি তব বিরহে বনমালী" (ঐ, ৫।২)।

১২। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই আখ্যায়িকার স্থান নাই, অতএব বড়ু-ভণিতা সন্দেহজনক।

[৭২৯]

গান্ধার[১]

"নাতি[২] নাকি[২] আস[৩] যাও রাধা সনে কথা কও
শুনিয়াছিলাম[৪] পরের[৫] মুখে।
মনে করি কোন দিনে দেখা হবে নাতি[৬] সনে
ভাল হ'ল দেখিলাম[৭] তোকে ॥
চেটো[৮] নেটো[৮] যায় জলে তারে[৯] নাকি[১০] ধর ছলে[১১]
এমন[১২] তোমার নাকি[১৩] রীত।
যারে[১৪] তুমি ধর ছলে[১৫] সেই আসি[১৬] মোরে বলে
নহিলে না হথু[১৭] পরতীত[১৮] ॥
সুজন কখন নও[১৯] পর-নারী নিতে চাও[২০]
এমনি[২১] তোমার অভিলাষ।
আমি[২২] শুনিলাম ভালে যদি শুনে তার কুলে
শুনিলে হইবে অপভাষ ॥
নিশ্বাস ফোঁপাশ ছাড় আছাড় খাইয়া পড়
বুঝিলাম তোমার[২৩] মনের কথা।
নহে কেনে[২৪] ঘাটে মাঠে তোর[২৫] অপযশ রটে[২৬]
শুনিতে পাই[২৭] এসব কথা ॥
আমার কথাটি শুন না করিহ ইহা পুনঃ
না[২৮] মজে নন্দের কুলগারি।"
দ্বিজ[২৯] চণ্ডীদাসে[২৯] কয় 'ও কথা কি[৩০] মনে লয়[৩০]
নাগরী[৩১]-যৌবন[৩২] হৈল বৈরী ॥

নী—৬৫ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি।
১ বাদ, ২৯২, ২৯৭
২-২ নিতি নিতি, নী ; নিত্য নাকি, ২৯৭
৩ আসি, নী ; য়েস, ২৯২ ; আস্য, ২৯৭
৪ সুনিলাঙ, ২৯২, ২৯৭
৫ পরেরি, ২৯২ ; লোকের, ২৯৭
৬ তার, নী, ২৯৭ ৭ দেখিলাঙ, ২৯৭
৮-৮ চেটা লেটা, ২৯২ ; মেঞা ছেল্যা, ২৯৭
৯ তার, নী, ২৯২ ১০ তুমি, ২৯৭
১১ চুলে, নী, ২৯২ ১২ এমত, নী।
১৩ কোন, নী ; কেনে, ২৯৭
১৪ যার, নী, ২৯২ ; তারে, ২৯৭
১৫ চুলে, নী, ২৯২
১৬ এসে, নী ; আস্যা, ২৯৭
১৭ নহিতাম, নী ; হইত, ২৯৭
১৮ বিপরিত, ২৯৭ ১৯ নহ, ঐ।
২০ চাহ, ঐ।
২১ এমন, ২৯২ ; এমতি, ২৯৭
২২ আসিত, নী, ২৯২ ২৩ তোর, ২৯৭
২৪ কেহ, নী ২৫ তোমার, ২৯২
২৬ ঘটে, ২৯৭ ২৭ পাইলুঁ, ২৯৭
২৮ জেন নাহি, ২৯৭
২৯-২৯ চণ্ডিদাসেতে, ২৯২ ; চণ্ডিদাসে, ২৯৭
৩০-৩০ কেমনে হয়, ২৯৭
৩১ নাগরীর, নী, ২৯৭
৩২ পীরিতি, নী, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এই পদটি রাধার পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে শাসন করিতেছে, রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা এই পদের উদ্দেশ্য নয়। পাঠান্তরে ভণিতায় দ্বিজ শব্দ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন এই পদটি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী অংশের প্রবেশিকা

রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার উল্লেখ করা রূপ-বর্ণনার পদ এই পালার প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৎপর সুবলের পরামর্শে রাধা যমুনায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পদগুলিতে রাধাকে স্নানের ঘাটে দেখার উল্লেখ রহিয়াছে, এজন্য আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাদিগকে ইহার পরেই স্থাপিত করা হইল। এই সকল পদেও রাধার রূপবর্ণনা রহিয়াছে, এবং তাহাতে একই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলিতে কবিত্ব এবং রচনা কৌশলের নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহাদের রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পদগুলির পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

[৭৩০]

শ্রীগান্ধার[১]

"একে সে[২] সুন্দরী কনক পুতলি
খঞ্জন লোচন[৩] তার।
বদন-কমলে[৪] ভ্রমরা গুঞ্জরে[৫]
তিমির কেশের ভার[৬] ॥
সই[৭], নবীন কলিকা[৮] সে।
দৈবে উপজিল দেখিতে পাইল[৯]
কাহারে[১০] সুধাব কে[১০] ॥
নয়ন[১১] উজরে[১১] পরাণ জুড়য়ে[১২]
ধৈরয ঘুচা'ল[১৩] মোর[১৩]।
সঙ্গে কেহো[১৪] নাই শুন ওরে[১৫] ভাই
মদনে[১৬] করিল ভোর[১৬] ॥
কিবা[১৭] দন্ত দ্বিজ[১৮] দাড়িম্বের[১৯] বীজ
ওষ্ঠ বিম্বক[২০] শোভা।
দেখিয়া ওরূপে[২১] মদন কুলুপে[২২]
মনেতে[২৩] হইল লোভা ॥
গলার[২৪] যে[২৫] মাল শোভিয়াছে[২৬] ভাল
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বনে পড়িছে বদনে
বহিছে পিঙ্গল[২৭] ধার ॥"
চণ্ডীদাসে[২৮] বলে[২৯] গিয়াছিল[৩০] জলে
আইল আপন ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি সুন্দরী[৩১] নাগরী
তুমি কি করিবে তারে ॥

নী—১০; বিপু, ২৯২, ২৯৭, ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১

[১] বাদ, ২৯২, ২৯৭ [২] যে, নী

[৩] নআন, ২৯৭ [৪] কোমলে, ২৯৭

[৫] বুলয়ে, নী, ২৯২ [৬] ধার, নী, ২৯২

[৭] সখি, ২৯৭; সই, ২৯২

[৮] বালিকা, নী, ২৯২ [৯] না পাইল, নী।

[১০-১০] সুমতি না দিল কে, নী; সুমতি না দিল সে, ২৯২

[১১-১১] নয়নে নয়নে, ২৯৭; নজরে ২, ২৯২

[১২] ছুটয়ে, নী, ২৯২

[১৩-১৩] উঠাল যে, নী; ঘুচাইল যে, ২৯২; উড়াইল, ২৯৭

[১৪] কেহু, নী। [১৫] কহি, নী; রহে, ২৯২

[১৬-১৬] কাহারে সুধাব কে, নী, ২৯২

[১৭] বাদ, নী, এই পঙ্ক্তি এবং পরবর্ত্তী ৩ পঙ্ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই।

[১৮] চিজ, ২৯২ [১৯] দাড়িম্ব, নী

[২০] বিম্বুক, ২৯২

[২১] যুবকে, নী; উলফে, ২৯২, ২৯৭; গৃহীত পাঠ ৫১১২ পুথি হইতে।

[২২] কোপে, নী। [২৩] মনজে, ২৯২

[২৪] গলায়, নী। [২৫] বাদ, নী, ২৯২

[২৬] শোভিত, নী; শুভিছে, ২৯২

[২৭] পিঙ্গল, ২৯৭ [২৮] চণ্ডীদাস, নী

[২৯] বোলে, ২৯২ [৩০] গিআছিলে, ২৯৭

[৩১] সুন্দর, ২৯৭

টীকা

পঙ্—১-৪। এখানে কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় সুন্দরী (তু°—"দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচিঃ" অর্থাৎ—রাধার অঙ্গকান্তি স্বর্ণেরও কষ্টদশা উপস্থিত করিয়াছে (উজ্জ্বলনী°, ১০৭ পৃঃ), তাঁহার লোচন খঞ্জনের ন্যায়, কমলভ্রমে বদনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, (কারণ, "তাঁহার বদনকমল চঞ্চল", ঐ, ১০৩ পৃঃ) এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ন্যায় তাঁহার কেশদাম।

৫। পদটি চণ্ডীদাসের রচিত হইলে "সই" সম্বোধন থাকিতে পারে না।

৬। যেন কোন দৈবশক্তিপ্রভাবে উদ্ভূত হইয়া আমার নেত্রপথবর্ত্তী হইয়াছে। কারণ—"বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি" অর্থাৎ—রাধার তুল্য মধুরাকৃতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না (উজ্জ্বলনী°, ১০৭ পৃঃ)।

৭। চণ্ডীদাসের এই পালাতে কৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বেই একাধিকবার রাধাকে দেখিয়াছেন, অতএব তিনি যে রাধাকে চিনেন না, এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। অথবা—এই মূর্ত্তি অপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অতএব কাহার নিকট ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব।

৮-৯। উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল, এবং আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছি।

১০। এই পালাতে রাধা সখীর সঙ্গে যমুনায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু একাই স্নানের ঘাটে গিয়াছিলেন বলিয়া সঙ্গে কেহ নাই ইহা বলা যাইতে পারে।

১৪-১৫। রূপ দেখিয়া মদনও আবদ্ধ বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। কুলুপে = কুলুফে, বদ্ধ হয় (জ্ঞানেন্দ্র)। দেখিয়া যুবকে মদন কোপে, অথবা—দেখিয়া উলফে, মদন কুলুফে, ইত্যাদি পাঠের উদ্ভব লিপিকরগণের অসতর্কতা নিবন্ধন হইয়াছে।

১৬-১৯। রাধার দ্বাদশ আভরণ, এবং ষোড়শ শৃঙ্গারের মধ্যে গলদেশে নক্ষত্রতুল্য হার, ও মুখকমলে তাম্বুলের উল্লেখ রহিয়াছে। (উজ্জ্বলনী, ১০৪ পৃঃ)।

[৭৩১]

তুড়ি[১]

চম্পক-বরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র[২] বেণী দুলিছে জনি[২]
কপিলা-চামর-পারা ॥

সখি, যাইতে দেখিলুঁ[৩] ঘাটে[৪]।
জগত-মোহিনী হরিণ-নয়নী
ভানুর ঝিয়ারি[৫] বটে ॥

হিয়া জর জর খসিল[৬] পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চলল[৭] কামিনী[৭] বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ-তটে[৮] ॥

না পাই সমাধি কি হৈল বেয়াধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি কিছু[৯] নয়[৯]
যবে[১০] সে পাইবে[১০] তারে ॥

নী--১১ ; বিপু—২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি।
[১] বাদ, ২৯২, ২৯৭
[২] শুচিত্র জানিয়া, দুলিছে কবরি, ২৯৭
[৩] দেখিনু, নী।
[৪] বাটে, ২৯২, ২৯৭
[৫] দুলারি, ২৯২ ; দুরারি, ২৯৭
[৬] পাজর খসল, ২৯২ ; °অন্তর, ২৯৭
[৭] গজেন্দ্রগামিনি, ২৯২ ; হংসগমনি, ২৯৭
[৮] বটে, ২৯২, ২৯৭
[৯-৯] সমাধি হয়, ২৯২, নী।
[১০-১০] পাইবে যবে, নী। বিরলে পাইলে, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখী সম্বোধনে রচিত। পদমধ্যে রাধাকে বৃষভানু-দুহিতা বলা হইয়াছে, এবং বর্ণনাও বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত।

[৭৩২]

তুড়ি[১]

থির বিজুরি সম[২] যে[২] গৌরী
পেখিলুঁ[৩] ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে ॥

সই[৪], মরম কহিলুঁ[৫] তোরে।
আড় নয়নে[৬] ঈষৎ হাসিয়া
বিকল[৭] করিল[৮] মোরে ॥ ধ্রু[৯] ॥
ফুলের গেঁড়ুয়া[১০] লুফিয়া[১১] ধরয়ে[১১]
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ[১২] কুচযুগ[১৩]— বসন ঘুচায়ে[১৪]
মুচকি মুচকি হাস ॥
চরণ[১৫]-কমলে[১৬] মল্লতোড়ল[১৭]
সুন্দর[১৮] যাবক[১৮]-রেখা।
কহে চণ্ডীদাস[১৯]— হৃদয়ে[২০] উল্লাস[২০]
পালটি[২১] হইবে দেখা ॥

নী, ১২ ; তরু, ২০৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬ ইত্যাদি।

১ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

২-২ বরণ, নী, তরু ; ঝিনিঞা, ২৯১ ; সম, ২৯৬, ২৯৭

৩ পেখিনু, নী ; পেখিলু, তরু, ২৯১, ২৯৬ ; দেখিলু, ২৯৭

৪ আলো সই, ২৯২ ; আগো সই, ২৯৬ ; সখি, ২৯৭

৫ কহিয়ে, নী, ২৯১

৬ নয়নে, তরু, ২৯১, ২৯৬, ২৯৭

৭ আকুল, তরু, ২৯১

৮ করিলে, তরু ; করল, নী।

৯ বাদ, ২৯১, ২৯৬, ২৯৭, নী।

১০ গেরুয়া, নী।

১১-১১ ধরএ লুফিয়া, ২৯৭ ১২ উচল, ২৯৬

১৩ কুচযুগে, ২৯১ ; কুচে, ২৯২, ২৯৬ ; কুচের, ২৯৭

১৪ ঘুচে, ২৯১, ২৯২, ২৯৬ ; খসায়, ২৯৭

১৫ রাতুল, ২৯১

১৬ চরণে, ২৯১ ; যুগলে, ২৯২, ২৯৬

১৭ °তোড়র, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

১৮-১৮ তাহে আবকের, ২৯১ ; সুরঙ্গ°, ২৯৭

১৯ চণ্ডীদাসে, তরু, ২৯১, ২৯৭

২০-২০ হৃদয়-উল্লাসে, তরু ; সে হেন সুন্দরী, ২৯১। বাশুলি আদেশে, তরু (পাঠা°)।

২১ পুন কি, ২৯১, ২৯৭

দ্রষ্টব্য :—পদটি রসকল্পবল্লী গ্রন্থে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (নচ, ১৫৮-৬০ পৃঃ)। পূর্ব্বরাগের এই পালাতে দীন চণ্ডীদাস রাধাকে প্রেমময়ী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ নায়িকার ন্যায় এইরূপ চঞ্চলতার ছাপ তাঁহাতে নাই। নচ'র পাঠান্তরে এই পদের পূর্ব্বে রসকল্পবল্লী হইতে যে পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অতএব পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার করিয়া এই পরিকল্পনা এবং পদটিও গোপালদাসের বলিয়া মনে হইতেছে। যমুনায় স্নান করিতে আসিয়া রাধার সহিত কৃষ্ণের যে ভাবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পদে রহিয়াছে (৭১৩ সং পদ)। তাহাতে এমন কথা নাই যে, যমুনার ঘাটে বসিয়া রাধা চুল বাঁধিয়াছিলেন, এবং মল বাজাইয়া ফুলের গোলক লইয়া খেলা করিয়াছিলেন। অতএব এই পালাতে যে এই পদের স্থান নাই, তাহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

টীকা

পঙ্—১। অচঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা।

৩। কানড় কবরী—কানড় পুষ্পাকৃতি, অথবা কানড় সাপের কুণ্ডলাকৃতি, অথবা কর্ণাট দেশে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আবদ্ধ খোঁপা।

৮। গেঁড়ুয়া—সং কন্দুক হইতে, গোলাকৃতি পুষ্পগুচ্ছ

[৭৩৩]

ধানশী[১]।

"সুবল,[২] সে[৩] ধনী কে কহ[৪] বটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ[৫] ঘাটে ॥

[৬]শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে হেম হার দোলে
সুমেরু-শিখর জিনি[৭]॥
সিনিয়া[৮] উঠিতে নিতম্ব তটীতে[৯]
পড়েছে[১০] চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে[১১] আঁধার কনক[১২] চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে দু'গুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
সাঁঝেতে[১৩] উদয় যেন[১৪] সুধাময়
দেখিয়ে হইলুঁ[১৫] ভোলা।
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া[১৬] নহে থির[১৬]
মনমথ জ্বরে ভোর॥"
কহে[১৭] চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে[১৭]
শুনহে নাগর[১৮] চন্দা[১৮]।
সে[১৯] যে বৃকভানু[১৯] রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

নী—১৩; নচ—১৬০-৪ পৃঃ; তরু, ২১০; বিপু, ২৩৯০

১ বেলাবলী, তরু; তিরোথা ধানশী, ঐ (পাঠা)।
২ সজনি, তরু; স্বজনি, নী।
৩ ও, তরু, নী।
৪ বাদ, ২৩৯০
৫ দেখিনু, নী; দেখিলাম, ২৩৯০
৬ ইহার পর ৮ পঙ্ক্তি ২৩৯০ পুথিতে নাই।
৭ জানি, তরু
৮ নাহিয়া, ২৩৯০
৯ নিকটে, ২৩৯০
১০ এলয়্যাছে, ২৩৯০
১১ কালিয়্যা, ২৩৯০
১২ কলঙ্ক, নী
১৩ মাজিতে, তরু।
১৪ শুধু, তরু, নী।
১৫ হইনু, হইলাম, ২৩৯০
১৬-১৬ অঙ্গ জরজর, ২৩৯০
১৭-১৭ কহে জগন্নাথ, সখিগণ সাথ, ২৩৯০
১৮-১৮ গোকুল চান্দা, ২৩৯০
১৯-১৯ সে বড় রঙ্গিনী, ২৩৯০

টীকা

দ্রষ্টব্য:—পদটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা সুবল-সম্বোধনে রচিত হইয়াছে, এবং ইহার ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ১৩৩৬ সালের প্রবাসী-পত্রে এই পদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম—"রাধা যমুনাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সেই কথা কৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। কৃষ্ণ-সুবলঘটিত রাধার স্নানের আখ্যায়িকাটি দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত। বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস তাহা অবলম্বনে পদরচনা করিয়াছেন, ইহা যে রাম না হইতে রামায়ণ রচনার মত বোধ হয়। আবার দেখুন, বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা সাগরের ঘরে পদুমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃষভানু-নন্দিনী যে রাধা, একথা বড়ু চণ্ডীদাস প্রচার করেন নাই, অথচ এখানে ভণিতার মধ্যে তাহাও প্রচারিত হইয়াছে।" (ঐ, ৬৩৪ পৃঃ)। যমুনায় স্নান করিবার কালে যে, রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকাও বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন নাই, এবং সুবল-সখার নামও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। অতএব ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ থাকিলেও বড়ু চণ্ডীদাসকে এই পদের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তারপর ভণিতাটিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রবাসী প্রত্রের উক্ত প্রবন্ধে আমরাই প্রথমে সন্ধান দেই, যে পদটি জগন্নাথের ভণিতায় বিশ্ববিত্তালয়ের ২৩৯০ সং পুথিতে পাওয়া যাইতেছে (ঐ, ৬৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। নচ'র একটি পাঠান্তরেও জগন্নাথ দাসের ভণিতা মিলিতেছে। (ঐ, ১৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত পদকল্পতরুর অনেক পাঠান্তরে লোচনদাসের ভণিতা পাওয়া যায় (ঐ, ১৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথ দাসের আর একটি পদও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে (পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এবং ইনি "সুবল-মিলন" নামক পালাও রচনা করিয়াছিলেন। অতএব এই পদের রচয়িতা-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু পদটি যে দীন চণ্ডীদাসের নহে, এই বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। পূর্ব্বরাগের এই পালাতে চণ্ডীদাস রাধার যমুনা-স্নানের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে এমন ধারণাও করা যায় না যে, রাধা ঘাটে বসিয়া চুল বাঁধিয়াছিলেন, বা নীল শাড়ী নিঙ্ড়াইতে নিঙ্ড়াইতে কৃষ্ণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল পদ পরবর্ত্তী কবিদিগের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত। ব্যাখ্যার জন্য পদকল্পতরু ১৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৭৩৪]

কামোদ।

সখিগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরি
সদাই মনেতে জাগে॥
সই, সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর বড়॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি পদকল্পতরুতে নাই, এবং কোন পুথিতেও আমরা প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগের এই পালাতে দীন চণ্ডীদাস একজন সখী-সঙ্গে রাধাকে যমুনা-স্নানে পাঠাইয়াছেন (২১১ সং পদ দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই পদের প্রথম পঙ্ক্তিতেই "সখীগণের" উল্লেখ রহিয়াছে, এবং পদমধ্যে আছে—"সই, সে নব রমণী কে?" অর্থাৎ কৃষ্ণ যেন রাধাকে চিনেন না, তাই কোন সখীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু পালার প্রারম্ভেই সুবল কৃষ্ণকে রাধার পরিচয় দিয়া দিয়াছেন, অতএব এই জাতীয় উক্তি সামঞ্জস্য-বর্জ্জিত। পদটি পূর্ব্বে এই পালার অন্তর্ভূত ছিল না, পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে।

পঙ্—১-২। তু°—"সহচরি মেলি, চললি বররঙ্গিণি, কালিন্দি করই সিনান" (তরু, ২০৪ সং পদ)।

৩। তু°—"বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে" (নী—১০ সং পদ)।

৫-৮। নায়িকার রূপে যেন অলঙ্কারের মণি-মাণিক্যাদির বর্ণ মলিন করিয়া দিয়াছে।

[৭৩৫]

তুড়ি

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি লই[১] যে[১] তার।
কপালে[২] ললিত[৩] চাঁদ সুশোভিত[৪]
সিন্দূর[৫] অরুণ-ফার[৬] ॥
সই, কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার[৭] ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
মরমে রহল পশি ॥ ধ্রু ॥
হিয়ার[৭] উপর মণিময় হার
গগনমণ্ডল হেরু[৮]।
কুচযুগ গিরি কনয়া[৯] কঠোরি[৯]
উলটি[১০] পড়য়ে মেরু[১১] ॥
উরু[১২] যে লম্বিত কাম যে স্তম্ভিত[১২]
হেরিয়ে[১৩] নিতম্বে তার[১৩]।
যেন[১৪] বনফুল হেরি যে দুকুল[১৪]
জলদ-সোঙরি[১৫]-ধার ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে[১৬]
হেরিয়া নয়ান[১৭]-কোণে।
জনম সফলে যমুনার[১৮] কুলে[১৮]
মিলায়ল[১৯] কোন জনে[১৯] ॥

নী—১৫ ; তরু, ২০৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭, ২৩৮৯

১-১। না দিয়ে, ২৯১, ২৯২ ; জাইত্র, ২৯৭ ; লইঞা, ২৩৮৯ ; দিয়ে যে, নী, তরু।

২। কপল, ২৯২ ; কপোল, ২৯১, ২৯৬

৩। লোলিত, ২৯১, ২৯২, ২৯৬

৪। শোভিত, নী ; যে শোভিত, তরু, ২৯২

৫। সুন্দর, নী, তরু, ২৯১, ২৯৬

৬। আর, নী, তরু ; ভার, ২৩৮৯

৭। গলার, নী, তরু, ২৯১, ২৯২

৮। হেরি, ২৯১

৯-৯। কনক গাগরি, নী, তরু, ২৯২, ২৯৬

১০। উলসি, ২৯১ ১১। সুমেরি, ২৯১

১২-১২। গুরু যে উরুতে লম্বিত কেশ, নী ; উরজে উরুতে লম্বিত কেশ, তরু ; °সম্বিত, ২৯১

১৩-১৩। হেরি যে সুন্দর ভার, নী ; হেরিয়ে সুন্দর তার, তরু, ২৯১, ২৯৬ ; হেরি যে লম্বিত তার, ২৯২, ২৩৮৯

১৪-১৪। বহিয়া দুকুল, বরণের ফুল, নী ; চরণের ফুল, হেরি যে দুকুল, তরু ; চরণ যুগল, হেরিয়া দুকুল, ২৯১ ; চরণ কুল, হেরি দুকুল, ২৯২

১৫। শোভিত, নী, তরু।

১৬। আভাসে, ২৩৮৯

১৭। নখের, নী, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

১৮-১৮। বিহি আনি দিল, নী ; পায়া পুণ্যফলে, সকল পুঁথি।

১৯-১৯। এমন কোন বা জনে, নী।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখী-সম্বোধনে রচিত হইয়াছে, অতএব এই পালাতে ইহার স্থান নাই।

পঙ্‌-১-২। সুমার্জিত গৌরবর্ণা নায়িকার অবয়বে স্বর্ণ-মুকুর-সাদৃশ্য অনুভূত হয়, ইহার নিছনি বা বালাই লইতে বাসনা জন্মে।

৩-৪। কপালে চন্দনবিন্দু চন্দ্রবৎ, এবং সিন্দুর-ফোঁটা অরুণের আকৃতিবিশিষ্ট। ফার=বিস্তার। তু°—বি-স্ফর ধাতু হইতে বিস্ফার=বিস্তার।

১১। তু°—"পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা" (তরু, ২০৯ সং পদ)। সুমেরুর সহিত উপমা—তু°—"সুমেরু-শিখর জিনি" (৭৩৩ সং পদ)।

১২-১৩। "করিকর পারা" (৭৩৬ সং পদ) নায়িকার উরুদ্বয় দীর্ঘায়ত; কামদেব নিজের রথচক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নায়িকার নিতম্বচক্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন।

১৪-১৫। নায়িকার ওড়নায় এমন নিপুণতার সহিত পুষ্পাদি খচিত আছে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন

বনফুল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, অথবা—ইহা তদ্বৎ নির্ম্মল এবং রমণীয়, আর ঐ ওড়নার পাড় এমন গাঢ় নীলবর্ণ যে, দেখিলেই জলদবর্ণের কথা মনে করাইয়া দেয়।

[৭৩৬]

তুড়ি।

"কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায় ॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল ॥
আঁখি-তারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥
কিবা দন্ত-ভাঁতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁতায় সিন্দূর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি ॥
শ্রীফল-যুগল যিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে ॥
কেশরী-জিনি কৃশ মাঝাখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ-কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করি-কর পারা ॥
চরণ-যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মূরছা পায় ॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি যে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী ॥"

পঙ্—৭-৮। নায়িকার সুবিস্তৃত চক্ষুর উপরে রাজহংসাকৃতি অলকাবলী দুলিতেছে, অথবা তদ্রূপ চিত্রপুষ্পাদি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যেন মরালগণ মানসসরোবর ভ্রমে তাহাতে ক্রীড়া করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

৯-১২। তু—"ব্রহ্মা নীলোৎপলের পাঁচ ছয়টা পাতা ফেলিয়া দিয়া সে স্থানের নীলভাগ নিয়া নয়নযুগলের তারা দুইটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন" (নৈষধ, ৭।৩১)।

[৭৩৭]

* * * *

"স্থির মান ভাই আপন চিত্ত ॥
তাহারে মিলাব তোমার সঙ্গ।
তবে মোর নাম……রঙ্গ ॥"
একথা শুনিতে হরষ কানু।
পুলক হইল সকল তনু ॥
"তাহারে হেরিতে বৈগেলুঁ ভোর
সুখের অবধি নাহিক ওর ॥

তৈখনে পড়িল অঙ্গের ধড়া।
বিথার হইল মাথার চূড়া॥
নূপুর পড়িল ধরণীতলে।
এসব বচন কহিল তোরে॥"
চণ্ডীদাস বলে চরণতলে।
সুবল ইহার জানিল মূলে॥ ১৮৬১॥

দ্রষ্টব্য :—ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথির ১৮৬১ সং পদ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার রূপ বর্ণনার পরে সুবলের উক্তি রহিয়াছে।

[৭৩৮]

ধানশী

"হেদে হে সুবল সখা আচম্বিতে দিল দেখা
চিত্রের পুতলি হেন বাসি।
কিবা সে অঙ্গের ভঙ্গী কনক পুতলি রঙ্গী
মন্দ মধুর কৈল হাসি॥
সে কথা পড়িল মনে আমার মরমে জানে
কুটিল নয়ন কর বাঁকা।
দেখিতে তাহার রঙ্গ অবশ করিল অঙ্গ
শুন ভাই মরমের সখা॥
সে হইতে তনু মোর মদনে হইল ভোর
প্রাণ মোর স্থির নাহি মানে।
তোমারে কহিল এহ বিচার করিয়া কহ
বেদনা কহিল তোর স্থানে॥"
হাসিয়া সুবল কয়— "শুন তুয়া রসময়,
রসিক নাগরী দিব আনি।
তবে সে আমার নাম সুবল বলিয়া গান (?)
নিসন্দে জানিহ তুমি॥"

কালিয়া নাগর কহে— "সকলি কহিল তোহে
মরম সরম সব কথা।
বুঝিয়া যে কর তুমি কি আর বলিব আমি
বড়ই হইল হিয়ার বেথা॥"
"ভাল, ভাল," বলি কহে অতি স্নেহ প্রেমমোহে
"চল ভাই নিজ ঘরে যাই।"
সুবল সংহতি যাই নন্দের মন্দিরে আই
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গাই॥ ১৮৬২॥

[৭৩৯]

তুড়ি রাগ

কহেন সুবল তবে মধুর বচন।
"ইহার বিচার ভাই কহিব এখন॥"
নিভৃতে বসিল গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গতি।
সুবল কহেন—"কিছু শুন যদুপতি॥
বৃখভানুপুরে যাব একটি বিচার।"
মনে মনে কহি বাক্য রচিলা সুসার॥
"যাইব তথায় যদি শুন বনমালী।
ইহার বচন কিছু নিবেদন করি॥
ধরিব কনহু ছলা, হব পাটদার।
তবে বৃখভানুপুরে করিয়া সুসার॥
নানা অবতার লিখ মৎস্য কূর্ম্ম আদি।
বরাহ নৃসিংহরূপ এই বিবিধ॥
লিখিব বাউন.........তি রাম।
ভৃগুরাম বলরাম লিখিব অনুপাম॥
শ্রীনন্দ যশোদা লিখি তরুলতা।
নানামত জীব হাথে লিখিয়ে সর্ব্বথা॥
পশ্চাতে লিখিয়ে রূপ নবঘন শ্যাম।
চতুর মুরলী ধরি বেশ অনুপাম॥

সেই চিত্রপট দেখাইব সভা শেষে।
পট দেখি মুগধ হরষ হয় যিসে॥
এই তন্ত্র মন্ত্র করিব গোসাই রাধা।
ইহাতে অন্যথা নহে না করিব বাধা॥"
দীন চণ্ডীদাস বলে অনুমানি।
চিত্রপট দেখি যেন লাগয়ে মোহিনী॥১৮৬৩॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পালার প্রথমভাগে সুবল বাজিকর বেশে গিয়াছিলেন, এখন পুনরায় পাটদার (পটকার, পটুয়া) হইয়া যাইতেছেন।

পঙ্—১৩। বাউন—বামন

মৎস্য কূর্ম্ম আর নৃসিংহ অবতার
বরাহ মুরতি সারা।
বামন শ্রীরাম আর ভৃগুরাম
রোহিণী-নন্দন পারা॥
তিন রাম রূপ লিখিলা স্বরূপ
শ্রীনন্দ যশোদা আদি।
তরুলতা যত লিখিলা বেকত
আর সে যমুনা নদী॥
নানা পক্ষিগণ লেখিলা তৈছন
নানা জীব করি মেলা।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
আনন্দ রসের খেলা॥১৮৬৪॥

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বে বেশ ধারণ করিয়া এইসকল মূর্ত্তি রাধাকে দেখাইয়াছিলেন, এখন চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবেন।

[৭৪০]

শ্রীনট

"ভাল, ভাল," বলি নাগর-শেখর
সুবল পানেতে চায়।
"লিখ চিত্রপট হইয়া নিকট
মোর মনে হেন ভায়॥"
আনিয়া কাগত পট করি যুত
যাহার উপমা নহে।
আনি তুলিকাঠি লিখিতে লাগল
অতি সে সুবল মোহে॥
নানা অবতার মৎস্য কূর্ম্ম আদি
নানা তরু জীব করি।
নানা পক্ষিগণ লিখিল তৈখন
তাহা কি কহিতে পারি॥

[৭৪১]

ধানশ্রী

তবে আর পট লিখিলা নিকট
নব ঘন শ্যামরূপ।
দেখিতে কি দেখি পিছলিয়ে আঁখি
আনন্দ রসের কূপ॥
জলদ-বরণ যেন নব ঘন
চরণে নপুর দিল।
নখচন্দ্র দশ যেন শশধর
অতি সে উজর ভেল॥
রতন নপুর চরণ উপর
সোনার বসন সাজে।
কটি মাঝে কিবা ঘাঘর কিঙ্কিণি
কলহংস পারা বাজে॥

সুনাভি গভীর অতি সে মধুর
কুন্দ কন্দর শোভা।
কুঞ্জর সোসর কুম্ভ পরিসর
তৈছন দেখিতে আভা॥
তাথে সুলেপন মলয় চন্দন
মৃগমদ তাথে সাজে।
সুগন্ধ পাইয়া অলিকুল যত
তাহাতে আসিয়া মজে॥
সুবাহু গঠন সুবল-মোহন
বলয়া বিরাজে ভাল।
কর দুটি যেন হিঙ্গুল সমান
দশ চান্দ শোভে তার॥
......পদক করে ঢল ঢল
বনমালা শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডলে শোভিত
যেন দীন.........॥১৮৬৫॥

দ্রষ্টব্য:—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ রূপবর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক পদেই রহিয়াছে।

ইহার পরে ৩৭টি পদ পাওয়া যায় নাই। এই সকল পদে সুবলের পটুয়া হইয়া বৃষভানুপুরে গমন, এবং রাধাকে সূর্য্যপূজাছলে বৃন্দাবনে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন করান প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত হইয়াছিল। ইহার পরে মিলনের পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

[৭৪২]

... ... দোহে সে পুলক
অতি সে আনন্দ পায়ে॥
চলল সুন্দরী যেথা সহচরী
সুবল যেখানে আছে।
নবোঢ়া মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে॥
সুবল জানল সকল মরম
চিত্তের আনন্দ বড়ি।
চণ্ডীদাস তাথে আনন্দ অপার
সুবল চরণে পড়ি॥১৯০৩॥

[৭৪৩]

শ্রীরাগ

চলল যমুনা-সিনান আশে।
সহচরিগণ রাধারে পুছে॥
"দেখিলে বনের দেবতা কৈছে।
কেমন বরণ ভূষণ তৈছে॥
কেমন মূরতি কহ না রাধে।
কত সুখ কৈলে মনের সাধে॥
কেমন দেবতা কোন বা স্থান।
কেমন মূরতি কি তার নাম॥"
রাধা কহে তবে সভার আগে।
"শুনহ শ্রবণে ঐছন রাগে॥
পূজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে।
তিঁহ সে থাকেন বটের মূলে॥
... ...মুরতি কায়া।
দেখিতে না পাই কনহুঁ ছায়া॥
যখন পূজল নৈবেদ্য ফুলে।
... ...ঘনে বুলে॥
শব্দ শুনিতে কাঁপল দেহ।
না দেখি মুরতি শব্দ এহ॥
... ...দেখি রূপ।
উঠিল লহরি ভয়ের কূপ॥
তরাসে এ অঙ্গ শৈবাল ফুলে।
... ...যেমন টলে॥

…   …মোর অঙ্গ তৈছন হয়।
বড়ই অন্তরে লাগল ভয় ॥
বন…   …   …কানে।
নাহিক মূরতি কহিল মনে ॥"
কহে রসবতি সুন্দরী রাধা।
"পূজল সেখানে করিয়া সাধা ॥
একেলা গেলড়ি দেবের স্থানে।
তোমরা এখানে রহিলে কেনে ॥"
কহে সহচরী রাধার পাশে।
"কহিলা সুবল আমার কাছে ॥
আন জন গেলে দেবের ক্রোধ।
আমরা পাই সে মনের বোধ ॥
তেই সে না গেলুঁ তোমার সাথে।
আমরা রহিলুঁ এই সে পথে ॥"
হাসি রসবতি নবীন রাই।
দীন চণ্ডীদাস এগুণ গাই ॥১৯০৪॥

—এই পদ পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা সখীগণের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সুবলের চক্রান্তে একেলা পূজার জন্ম বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

[৭৪৪]

তুড়ি রাগ

সহচরী বলে-"ভালে শুন নবরামা।
না দেখ মূরতি রতি বনচারী নামা ॥"
একথা শুনিয়া রাধা হাসিতে লাগল।
"বনচারী দেবে কতি দেখিতে না পাল্য ॥"
চলিলা যমুনা স্নানে সহচরী সনে।
স্নান করি রসবতী চলিলা ভবনে ॥
নিজ নিকেতনে গৌরী করিল পয়ান।
ভাবিতে লাগিল সেই রূপের আখ্যান ॥
নাগর বটের মূলে আছয়ে বসিয়া।
নবঘন পথ চাহি সুবল লাগিয়া ॥
হেনক সময়ে আসি সুবল মিলিল।
চিত্রপট কথা সকল কহিতে লাগিল ॥
নাগর হরষ বড় সুবলের বোলে।
আনন্দে সুবল লয়া করিলেন কোলে ॥
"তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।
বহুমূল্য হেম মণি দিলে তুমি দানে ॥
হে…মনি রত্ন কত খুজিলে সে পাই।
প্রাণ সমতুল বস্তু দিলে মোর ঠাঁই ॥
কিনিলে আমার মন প্রেমডোর দিয়া।
ইহাকে অধিক কিবা সুখী হইল পায়্যা ॥"
চণ্ডীদাস কহে কিছু করিয়া বিনয়।
পূর্ববরাগ সখা-উক্তি এই রস কয় ॥১৯০৫॥

[৭৪৫]

রাগ কাফি

কহিতে লাগিল তবে রাজা পরীক্ষিত।
"কহ কহ মুনিবর, আকর্ষিল চিত।
প্রেমরস কথা শুনি অমৃতের ধারা।
কোন্ প্রয়োজন উক্তি কহ মুনি সারা।"
"ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা নৈমিষারণ্যেতে।
গরুড়পুরাণ কথা শুনিলে তুরিতে ॥
যাটি সহস্র মুনি শুনি কহে খগরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ কথা দেখি পাখ-মাঝ ॥
বিস্মিত হইলা ব্যাস দেখি পক্ষরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ লেখা পাখের সমাজ ॥

গরুড় পুরাণ কথা আর বৈবর্ত্ত।
বিষ্ণুপুরাণ কথা আর শ্রীভাগবত॥
চারিপুরাণ ঘাটি সখা-উক্তি হয়ে।
পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিলে নিশ্চয়ে॥
সুবল-মিলন আর পূর্ব্ব কথা শুনি।
নানা মত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব আনি॥
শ্রীভাগবতে আছে সখার গণন।
রাধিকার নামতত্ত্ব পরম কথন॥
বিস্তার না কৈল ব্যাস রাখিলা গোপনে।
সাঁটিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে॥"
এ ষট সম্বাদ কথা [অ] পূর্ব্ব কথন।
পিক সনে শুক পক্ষ কহেন বচন॥
পিক কহে—"শুনিলাঙ পূর্ব্বরাগ কথা।
সখা-উক্তি নবোঢ়ারস রতিগুণ-গাথা॥
আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে।
অমৃত-বচন-কথা শুনি একমনে॥"
শুক কহে—"শুন পিক আর এক শ্রেণি।
যুগল-মধুর-রস অমিয়ার কণি॥
* * * *
দীন চণ্ডীদাস কহে সমুদ্রের কণি॥১৯০৬॥

দ্রষ্টব্য:—এইখানে পূর্ব্বরাগের পালা শেষ হইয়াছে। ইহার পরে যুগলমধুররসের বর্ণনা আরম্ভ হইবে।

পঙ্-১। পালার মধ্যে পরীক্ষিতের উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২ সং পদেও রহিয়াছে।

১৭-১৮। ভাগবতে সখাগণের কথা আছে, কিন্তু রাধিকার নাম নাই। কবি বলিতেছেন যে, ব্যাসদেব ইহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-টীকাকারগণ ভাগবতের অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যায় রাধার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কবি এখানে তাহারই ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বরাগের পরিশিষ্ট

দ্রষ্টব্য :—নী-তে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে ৪৫ হইতে ৬৯ সংখ্যক ২৫টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১৮টি পদ পূর্ব্বেই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৭টি পদ এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

[৭৪৬]

বালা ধানশী

এ সখি সুন্দরি, কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥
বড়ু চণ্ডীদাস কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয়॥

নী, ৪৮

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—"প্রিয়সখি! অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন?" (বিদগ্ধমাধব, ৬৬ পৃঃ।)

৩-৪। তু°—"তোমার লোচনযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে, তোমার নিশ্বাস স্তনাবরণ-বস্ত্রকে নৃত্য করাইতেছে, এবং রোমাঞ্চপুঞ্জ তোমার মূর্ত্তিকে কণ্টকিত করিতেছে।" (ঐ, ৬৯-৭০ পৃঃ।)

৭-৮। তু°—"নিশ্চয় ইনি শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্ত্তৃক দংশিতা হইয়াছেন।" (ঐ, ৬৯ পৃঃ।) অতত্ত্ব—মূলে আছে "তা নূণং" (সং—তন্নূনং), ইহারই বাঙ্গালা "অতএব, নিশ্চয়।" এইজন্য নচ-ধৃত পাঠ "অতএ" হইতে পারে (ঐ, ৫৩ পৃঃ)। "এতত্ত্ব" পাঠও সম্ভবপর।

দ্রষ্টব্য :—বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছে এই পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বহির্ভূত। অতএব এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায় না। বিশেষতঃ উদ্ধৃত টীকা পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, পদটি বিদগ্ধমাধব নাটকের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে এইরূপে কতকগুলি পদে যে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

[৭৪৭]

তুড়ি

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালারূপখানি
তোমারে করিয়া ভোরে॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা
না হত এমন ভারে।
সে বড় নাগর গুণের সাগর
কিবা না করিতে পারে॥

শুন শুন রাই কহি তব ঠাঁই
ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি
আছয় গোকুলপুরে॥
ইহাতে এখন দেখি যে কেমন
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
বুঝিলে বুঝিতে নারে॥

নী, ৫৩।

টীকা

পঙ্—১-২। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩-৪। তু°—"বোধ হয় মাধবমাধুর্য্য তোমার শ্রবণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে।" (বিদগ্ধমাধব, ৭০ পৃঃ।)

৯। বিদগ্ধমাধবে পৌর্ণমাসী এই ভাবেই রাধাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা—"বাছা! কিছু জিজ্ঞাসা করি।" (ঐ, ১০২ পৃঃ।)

১০। তু°—"এমত দুঃসাহস-বিষয়ে মতি করিতেছ কেন?" (ঐ)

১১-১২। তু°—"গোকুলমধ্যে সুচরিত্রা বলিয়া তোমার কথা প্রসিদ্ধ আছে।" (ঐ)

১৩-১৪। তু°—"তুমি কি বন্ধুজনের সমীপে লজ্জিত হইবে না?" (ঐ)

দ্রষ্টব্য :—এই পদেও বিদগ্ধমাধব নাটকের ভাবসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

[৭৪৮]

সুহই

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া[১] ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥[২]

সখি হে, নিশ্চয় করিয়া[৩] কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনা-মন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥ ধ্রু

শুনিয়া ললিতা কহে— "অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী-ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ॥[৪]"

রাই কহে—"কেবা হেন[৫] মুরলী বাজায় যেন[৬]
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি[৭] তনু শীতল করিয়া॥[৭]

অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে[৮] না পাইয়ে[৮] ওর॥"

নী—৬৩; তরু, ১৪২

১ ছিনিয়া, নী ২ মনে, ঐ ৩ কহিয়া, ঐ
৪ স্নেহ, তরু ৫ কেন, নী ৬ হেন, ঐ
৭-৭ শীতল করিয়া মোর হিয়া, ঐ
৮-৮ চণ্ডীদাস ভাবি না পায়, ঐ।

দ্রষ্টব্য :—বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এই পরিকল্পনা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালাতেও নাই, অথচ

বিদগ্ধমাধবে রহিয়াছে। যদুনন্দন দাসের অনুবাদেও তাঁহার ভণিতায় পদটি পাওয়া যাইতেছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তীকালে ইহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তরুর ভূমিকায় ইহার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন (ঐ, ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

টীকা

পঙ্—১-৪। কদম্বের বন হইতে অকস্মাৎ একটি শব্দ উত্থিত হইয়া আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তদ্দ্বারা আমি এক অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। (বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ।)

৬-৭। এই শব্দ যুবতীগণের ধৈর্য্যরূপ ভুজঙ্গসঙ্গদমন বিষয়ে গরুড়-সদৃশ। (ঐ, ৭১ পৃঃ।)

৮-৯। ললিতা বলিলেন—সখি! ইহা অন্য কোন শব্দ নহে, মুরলীর শব্দ। (ঐ, ৬৭ পৃঃ।)

১৪-১৭। সখি! এ হিম নয়, কিন্তু হিমের ন্যায় কম্পিত করিতেছে; এ তাপ নয়, কিন্তু উষ্ণতা ধারণ করিতেছে। (ঐ, ৬৮ পৃঃ।)

[৭৪৯]

কামোদ

স্বজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে॥
গোকুলনগর মাঝে আর যে রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকাচম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ নিয়ে
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে।
সে শিরে চূড়ার ঠাম কেবল যৈছন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া।
সে শিরে বেনানিজালে নব গুঞ্জামণিমালে
চঞ্চল চাঁদপরে পারা।
পায়ের উপরে থুয়ে পা কদম্ব-হেলন গা
গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা॥

নী, ৫৭।

[৭৫০]

সুহই

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা।
নবজলধর রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঁই জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥
নয়ানকটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়া কুসুম যিনি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দপানে
পরাণে বাঁচিবে সখি কে॥

নী, ৬৪।

[৭৫১]

বিভাষ

সেই কোন বিধি আনি সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে যে বাণী অবশ তখনি
মুরছি পড়ল হামে॥
সই, কি আর বলিব আমি।
সে তিন আঁখর কৈল জর জর
হইল অন্তরগামী॥
সব কলেবর কাঁপে থর থর
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরাণ-মিত।
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে
পরশে ঘুচব জ্বালা॥

নী, ৬৬।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির ৫ম পঙ্‌ক্তিতে "সই" এবং ১১শ পঙ্‌ক্তিতে "পরাণমিত" সম্বোধন রহিয়াছে বলিয়া পাঠ সন্দেহজনক পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের কল্পনার বহির্ভূত।

---

[৭৫২]

সুহই

হেদে লো সুন্দরি প্রেমের আগরি
শুনহ নাগর-কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া তোহারি লাগিয়া
কাঁদিয়ে আকুল তথা॥
রাই রাই করি ফুকারি ফুকারি
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনী মিলে॥

রাই, অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরিতি যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি॥

প্রেম-অমিয়া বাড়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
পূরাহ মনের সাধা॥

নী, ৬৭।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের কয়েকটি শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে।

পঙ্—১-৬। তু°—"মনোহর বাস-ভবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন, আর ভূমিশয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, এবং সর্ব্বদা তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরিতাপ করিতেছেন।" (গীতগোবিন্দ, ৫।৫।)

৭-৮। তু°—"হে প্রিয়সখি! তুমি শ্রীমতী-সমীপে গমন করিয়া আমার অনুনয় জ্ঞাপন কর, এবং তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" (ঐ, ৫।১।)

শ্রীকৃষ্ণের সখী-সম্বোধনে রচিত পদগুলি গীতগোবিন্দের প্রভাবজাত, কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালায় এই পরিকল্পনা নাই, কিন্তু গীতগোবিন্দে রহিয়াছে।

যুগলমধুররস

প্রথম পল্লব

প্রবেশিকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪৫ সং পদে দেখা যায় যে, কবি "যুগলমধুররসের" বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, আর তাহার পরবর্ত্তী পদটিও "অথ বিপ্রলম্ভ" পরিচয়ে আরম্ভ হইয়াছে (৭৫৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে বিপ্রলম্ভের উল্লেখে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, কবি যুগলমধুররসের একটিকে বিপ্রলম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে এই যুগলের অপরটি কি? রসশাস্ত্রে মধুররসকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি এখন বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ পর্য্যায়ে মধুররসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। যুগলের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের) মধুররস, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগই লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ, যথা—

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৩৫ পৃঃ।)

অর্থাৎ—"নায়কনায়িকাদ্বয়ের অযুক্ত এবং যুক্ত সময়ে পরস্পর অভিমত আলিঙ্গনচুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে। ইহা সম্ভোগের পুষ্টিকারক।" বিপ্রলম্ভ কেবল যে সম্ভোগপোষক তাহা নহে, ইহা "নিরবধিচমৎকারসমর্পকত্বেন সম্ভোগপুঞ্জময় এব।" অতএব সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলম্ভে আনন্দোল্লাসাদি অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥
(পদ্যাবলী, ২৪০ সং শ্লোক।)

উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য ভেদে বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার বলা হইয়াছে, যথা—

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
(ঐ, ৮৩৭ পৃঃ।)

কিন্তু সাহিত্যদর্পণে প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিবর্ত্তে "করুণের" উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

স চ পূর্ব্বরাগ-মান-প্রবাস-করুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।
(ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

সকল প্রাচীন রসশাস্ত্রেই করুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, প্রেমবৈচিত্ত্যের নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, করুণের স্থানে প্রেমবৈচিত্ত্যের

পরিকল্পনা বৈষ্ণবগণ করিয়াছেন। শৃঙ্গারবীর-করুণাদি ভেদে যে নয় প্রকার (মতান্তরে আট ও দশ) কাব্যরস নির্দ্দেশিত হয়, তদন্তর্গত করুণের সহিত বিপ্রলম্ভের করুণের পার্থক্য রহিয়াছে। করুণবিপ্রলম্ভ সম্বন্ধে বলা হয়—

যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে।
বিমনায়তে যদৈকস্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলম্ভাখ্যঃ॥
(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিঃ।)

অর্থাৎ—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে তাহার জন্য অপরের আক্ষেপে করুণবিপ্রলম্ভ হয়, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি পরে পুনর্জীবিত হয়, নতুবা করুণ কাব্যরস হয় মাত্র। অতএব রূপ-গোস্বামী কেবল যে করুণবিপ্রলম্ভের স্থানে প্রেম-বৈচিত্ত্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, এই নূতন শব্দটি তিনি বিশিষ্টার্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন, কারণ উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার নিম্নলিখিত প্রকার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥
(ঐ, ২১২ পৃঃ।)

অর্থাৎ—প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। ইহাতে নায়কনায়িকার মৃত্যু বা পুনর্জীবিত হওয়ার কোন কথাই নাই। অতএব প্রেমবৈচিত্ত্যের এই নূতন পরিকল্পনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজস্বই বলিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে এই প্রেমবৈচিত্ত্যের আক্ষেপ এবং করুণবিপ্রলম্ভের আক্ষেপ হইতে আক্ষেপানুরাগের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উজ্জ্বলনীলমণির বহরমপুর সংস্করণের শেষ-ভাগে চতুঃষষ্টিরসবিবৃতিতে প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রকার-ভেদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, সখীর প্রতি, নিজের প্রতি প্রভৃতি আট রকমের আক্ষেপের উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার একাদশপল্লবে আক্ষেপানুরাগ-ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—"স এব নানাবিধো যথা—

কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈবমাত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।
দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু।"

অতএব প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগ যে পরবর্ত্তী কালে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১৯০৬ সং পদে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪? সং পদ দ্রষ্টব্য) যুগলমধুররস বর্ণনার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। তৎপরে "অথ বিপ্রলম্ভ, উল্লাস" পরিচয়ে ১৯০৭ সং পদ (পরবর্ত্তী ৭৫৩ সং পদ দ্রষ্টব্য) আরম্ভ হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ (পরবর্ত্তী পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার পরে প্রায় ৯২টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। তৎপরে ১৯৯৯ হইতে ২০০২ সংখ্যক যে চারিটি পদ পাওয়া যাইতেছে তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহারা আক্ষেপানুরাগের পদ (পরবর্ত্তী ৭৫৪-৭৫৭ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগেরই শতাধিক পদ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নীলরতনবাবুর সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫০-৩৯১ সং পদ পর্য্যন্ত ১৪২টি পদ আক্ষেপানুরাগ-পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই

পদগুলি "নায়ক-সম্বোধনে" (অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ), "সখী-সম্বোধনে" (অর্থাৎ সখীর প্রতি আক্ষেপ), বংশীর প্রতি আক্ষেপ, পিরীতির প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়-বিভাগে সজ্জীভূত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি পদ সন্দেহজনক এবং অন্য কবির রচিত হইলেও যথোচিত পাদ-টীকার সহিত তাহাদিগকে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইল। তরুতে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে ৭৯৯ হইতে ৯৯২ সংখ্যক ১৭৪টি পদ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৬৩টি পদে চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়। সমগ্র তরুতে চণ্ডীদাস ভণিতার পদ ১১৮টি মাত্র। অতএব ইহার অর্দ্ধাধিক পদই আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ভুক্ত।

এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এখানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগান রচনার সুযোগ নাই। কবি এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভণিতার গোলমাল প্রধানতঃ এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ধারাবাহিক পালাগানে অন্য কবির পদ সন্নিবিষ্ট করা সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না, কিন্তু বিচ্ছিন্ন পদ-সমষ্টিতে ইহা সহজেই করা যাইতে পারে। আক্ষেপানুরাগের পদাবলীতেও এই জন্য বড়ু আদি, কবি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাসের পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণ কোথা হইতে পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া রাখিয়া গেলে, চণ্ডীদাসসমস্যা এইরূপ জটিলাকার ধারণ করিত না।

কিন্তু ভণিতা যে ভাবেই থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাস কখনও প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগের নিশানা দিয়া পদ রচনা করিতে পারেন না, কারণ ঐ শব্দ দুইটি পরবর্ত্তীকালে সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই অধ্যায়ে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ পাইলে তাহা বিচার করিয়া গ্রহণ করা উচিত। প্রধানতঃ দুই কারণে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এই অধ্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসের অনুকরণে পদ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অনুকরণই, বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে। অতএব ভাবসাদৃশ্য দেখিলেই তাহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়, যেমন এই গ্রন্থের ৪৬৩ সং পদকে বিদ্যাপতির পদ বলা যায় না, তাঁহার অনুকরণ মাত্র বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পরবর্ত্তী সংগ্রহকার-গণের দ্বারা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত হইতে পারে, যেমন "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সংগৃহীত হইয়া নী-তে ২০১ সং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ অনুকরণজাত, না সঙ্কলিত তাহা বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ সংখ্যক পদে (প্রথম খণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি মধুররস সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "এ কথা অনেক কহিব বিস্তারে" ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে তিনি নানাভাবেই এই রস বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে দানলীলা ও নৌকা-লীলায় প্রসঙ্গতঃ সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে. তৎপরে অক্রূরাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন গোপীগণের আক্ষেপে বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত প্রবাস বর্ণিত হইয়াছিল, ইহার পরে ভাবসম্মিলনে পুনরায় সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগেই বিপ্রলম্ভের পালা আরম্ভ হইয়াছে, তৎপরে গৌণরাসে সম্ভোগ, এবং রাসে

মান ও মিলন, তৎপরে একটি সম্পূর্ণ পালাতে কবি পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাস ইতিপূর্ব্বে নানাভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই পালাতে প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল। যুগলমধুররস-সম্বন্ধে তিনি আর যাহা বলিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী দুই পল্লবে সন্নিবিষ্ট হইল।

[৭৫৩]

সুই রাগ

একদিন বসি নাগর রসিয়া
বসিয়া চাঁপার বনে।
কহে বিনোদিনী হরষবদনী
চাহিয়া পিয়ার পানে ॥
"আজ সে তোমার বেশ বনায়ব
বসিয়া চাঁপার বনে।
তবে সে পূরব মনোরথ কাম
শুনহ নাগর কানে ॥"
তুলি বনফুল হার বনাওল
তুলব সুন্দরী রাই।
চন্দনের চাঁদ ভালে পরা(ইল)
পিয়ার বদনে চাই ॥
পুন শশধর কিবা সে শোভন
চাঁচর কুন্তল আটি।
পটুয়ার ডোরী ......দোফেরী
বান্ধল সে পরিপাটি ॥
নানা ফুলদাম বেরি অনুপাম
এ গজমুকুতা ছড়া।
দুসারি মালি ... ...
... ... ॥১৯০৭॥

টীকা

উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"রূঢ়ভাবে (যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয়, ঐ, ৭৬৭ পৃঃ) বিপ্রলম্ভ সম্বন্ধীয় সম্ভোগ উৎপন্ন হয়, এই সম্ভোগ নির্ভর আনন্দরাশির পরম অবধি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। এইভাবে বিরহ হইলে তজ্জন্য দ্বিগুণ পীড়া হয়," ইত্যাদি (ঐ, ৯৪৯ পৃঃ)।

কবি নিজেও পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭০ সং পদে বলিয়াছেন—

"হরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে।"

এই পদটির শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই। পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে সাজাইতেছিলেন, তাহার পরে বোধ হয় "প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদ-ভয়ে" রাধা পীড়া অনুভব করিয়াছিলেন (প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা, ঐ, ৯১২ পৃঃ), যেমন নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে রহিয়াছে—

"রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর ॥"
(তরু, ৭৬৬ সং পদ।)

অথবা—

"কানুক কোরে কলাবতি কাতর।
কহত কানু পরদেশ ॥"
(ঐ, ৭৭০ সং পদ।)

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্য-গ্রন্থের ১৯০৭ সং পদ। তৎপরে প্রায় ৯২টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। পরবর্ত্তী পদটি উক্ত গ্রন্থের ১৯৯৯ সং পদ।

[৭৫৪]

··· শেষ নিশি দ্বিতীয় প্রহরে
দেখিল স্বপনে এই।
দেখিতে দেখিতে ঘুম দূরে গেল
কাতরে চলিল সেই ॥
তেজিল শয়ন কচালি নয়ন
বৈঠল শেজের মাঝ।
ননদীর ভয়ে বাহির না হই
বুঝিল আপন কাজ ॥
সেই হতে মোর হিয়া জর জর
পরাণ হইল সারা।
বল বল দেখি কেমন উপায়
করিমু কেমন ধারা ॥
মোর মন সেই এমত হইল
যেমন বাউল প্রায়।
পুন কর জুড়ি কহেন বচন
দীন চণ্ডীদাস তায় ॥১৯৯৯॥

মন্তব্য:—এই পদে গৌণ-সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। স্বপ্নশেষে যে বিরহাবস্থা তাহাই বিপ্রলম্ভের বিষয়ীভূত বলিয়া পদটি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। সম্ভোগস্মৃতির অন্যান্য পদ তৃতীয় পল্লবে দ্রষ্টব্য।

যে দিন দেখল কদম্বের তলে
চাহিয়া অকাজ কইনু।
সেই দিন হতে অঙ্গ জর জর
না জানি কি ফল পানু ॥
গৃহপতিজনে বিষ সম দেখি
লোকের বচন রুঠা।
বুক দুরু দুরু কেমন করয়ে
এ বড়ি বিষম লেঠা ॥
জাতি কুল শীল আর কিবা রয়
বেক ··· ··· ··· ···।
··· ··· ··· ··· করে কানাকানি
তুলয়ে দারুণ রব ॥

শ্যাম বিহনে জীবন না রহে
এ অঙ্গ হইল ঢল ॥
সঙ্গ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
ঐছন পীরিতি লেহা।
কানুর পীরিতি যে জন করিল
তাহার পুড়য়ে দেহা ॥২০০০॥

মন্তব্য:—এই পদে রাধার সখী-সম্বোধনে আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

[৭৫৫]

রাগ সুই সিন্ধুড়া

কহিমু কাহার আগে।
তুমি সে বেথিত তথির কারণে
কহিল তোমার লগে ॥

[৭৫৬]

শ্রীনট

কাহারে কহিব মরম কথা।
উগারিতে নারি হিয়ার বেথা।
যে হয় ব্যথিত তাহারে কই।
মরম-বেদনা কহিল এই ॥

ঘরে পরে হল্য কলঙ্ক সারা।
তনু তেয়াগিব এমতি ধারা ॥
কেন বা চাহিল কালিয়া পানে।
হিয়া জর জর মরম স্থানে ॥
কে এত সহিব বিষম তাপ।
জলে গিয়া দিব দারুণ ঝাঁপ ॥
ননদী-বচনে কুশের কাঁটা।
চণ্ডীদাস কহে বিষম লেঠা ॥২০০১।

টীকা

মন্তব্য:—এই পদে রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্-১-২। তু°—

"কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত ॥
(নী—৩৫৮ সং পদ।)

৫। তু°—"জগৎ-ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন।"
(৭৬২ সং পদ।)

৭। তু°—

"কি কাজ করিনু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে।"
(৭৫৭ সং পদ।)

১১। তু°—

"ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা।"
(৭৬১ সং পদ।)

---

[৩৫৭]

কাফি কানাড়া

কি কাজ করিনু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে।
এ ঘরে বসতি নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে ॥

যেমন বাউল হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ।
তেমত করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন ॥

পরের পরাণ হরিতে নাগর
পাতয়ে কতেক ফান্দ।
কোন্ কুলবতী পীরিতি করিয়া
এ চিত্তে ধৈরজ বান্ধ ॥২০০২॥

মন্তব্য:—এই পদেও রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি এখন আক্ষেপানুরাগ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুঁথির পদ এইখানে শেষ হইল। ইহার পরে বিপ্রলম্ভের এই প্রথম পল্লবে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস হইতে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি, দ্বিতীয় পল্লবে কলহান্তরিতা, বাসকসজ্জিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকা বর্ণনার পদগুলি, এবং তৃতীয় পল্লবে গৌণ-সম্ভোগের অন্তর্গত সম্ভোগ-স্মৃতির পদগুলি সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ

প্রবেশিকা

পদকল্পতরুতে এই পর্য্যায়ে স্থাপিত ৭৯৯ হইতে ৮১৯ সংখ্যক ২১টি পদের মধ্যে ৬টি মাত্র (৮০১, ৮০৫, ৮১০, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) চণ্ডীদাস ভণিতার পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু নী-তে ২৫০ হইতে ২৫৯ সংখ্যক ১০টি পদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে "ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে" (নী—২৫০) পদটি তরুতে গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে ৮৬৮ সংখ্যক পদরূপে সঙ্কলিত রহিয়াছে। ইহা সেই পর্য্যায়েই সন্নিবিষ্ট হইল। অবশিষ্ট ৯টি পদের মধ্যে তরুতে উদ্ধৃত ৬টি পদই নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তরুর ৭৫৫ সং পদটিও নী-তে এই পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে এবং দুইটি নূতন পদও ইহাতে যোগ করা হইয়াছে। এই সকল পদ এখানে সঙ্কলিত হইল।

চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচলিত অন্যান্য পদের ভাবসাদৃশ্য যে এই সকল পদে রহিয়াছে তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইল। একই ভাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া চণ্ডীদাস এই জাতীয় বিবিধ পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। নচ-র দুইটি নূতন পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাদটীকায় ইহাদেরও ভাবসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি। এই ভাবের বহু পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। ভানুসিংহের পদাবলীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলে তাহাও চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইত। এইরূপে চণ্ডীদাসের পদাবলী যে কতটা পরিপুষ্ট হইয়াছে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

[৭৫৮]

শ্রীরাগ[১]

সকলি[২] আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।[২]
না জানিয়া যদি করেছি[৩] পীরিতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে[৪] দেখিয়া
খাইলুঁ[৫] আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
সো[৬] যদি জানিতাম[৭] অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল[৮] সকল[৮]
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি।
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে[৯] সাধ।
প্রথম পীরিতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগ[১০]-আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই[১১] যদি করে আনে।
চণ্ডীদাসে কহে এমনি পীরিতি
করয়ে সুজন সনে॥

নী, ২৫৭ ; তরু, ৮০১

১ শ্রী, নী
২-২ বন্ধু সকলি আমার দোষ, তরু
৩ কর্য়্যাছি, তরু ৪ সম্মুখে, নী

[৫] আইনু, নী

[৬] মো, তরু [৭] জানিতাঙ, ঐ

[৮-৮] সকল মজিল, মজিল সকলি, তরু (পাঠা°)

[৯] করিয়ে, তরু [১০] ত্রিভাগের, নী

[১১] সেহ, তরু

টীকা

পঙ্—১৪। তু°—

"কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইনু
সে পুনি আপন দোষ॥"

(নী—৩৪৭ সং পদ।)

৫-৮। তু°—

"অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দে।"

(নী—২৫৩ সং পদ।)

৯-১০। তু°—

"মুই যদি জানিতু এত তবে কেন হব রত
না করিতু হেন সব কাজ।"

(নী—৩৭৮ সং পদ।)

১৩-১৬। শ্যামের সহিত যখন প্রথম পিরীতি করি তখন প্রাণে অসীম আশা পোষণ করিয়াছিলাম, এখন সেই আশা পূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা, একবার তাঁহাকে চক্ষে দেখিতেও পাই না। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, পিরীতির প্রথম অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার যে তীব্রতা ছিল, এখন তাহার তিন-ভাগের অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকও নাই।

[৭৫৯]

সুহই[১]

কি[২] মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।[২]
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥[৩]
ঘর কৈনু[৪] বাহির, বাহির কৈনু[৫] ঘর।
পরকে[৬] আপনা করি আপনি হনু পর ॥[৬]
কোন বিধি সিরজিল[৭] সোতের[৮] সেঁওলি
এমন ব্যথিত[৯] নাই ডাকে রাধা বলি ॥[১০]
বঁধু[১১] যদি তুমি মোরে[১১] নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া[১২] রও ॥
চণ্ডীদাস[১৩] কহে হিয়া শুনিতে যুড়ায়।
এমন পীরিতি আর না দেখি কোথায় ॥[১৩]

নী, ২৫৪ ; তরু. ৮০৫ ; বিপু, ২৯২, ৪৫৫৯

[১] বাদ, ২৯২

[২-২] বন্ধু হে কি মোহিনি তুমি জান. ২৯২

[৩] ২৯২ পুথিতে এই দুই পঙ্ক্তি পরবর্ত্তী দুই পঙ্ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

[৪, ৫] কনু, ২৯২ ; কৈলুঁ, তরু (সর্ব্বত্র)

[৬-৬] পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর, নী, তরু, (°কৈলুঁ°) [৭] সিরজিলে, তরু

[৮-৮] সতের শিয়লি, ২৯২ ; °শেহলি, তরু

[৯] বেথিত. তরু, ২৯২

[১০] এই দুই পঙ্ক্তি তরুর পাঠান্তরে নাই

[১১-১১] বন্ধু হে তুমি মোরে, ২৯২ ; বন্ধু তুমি যদি মোরে, তরু [১২] দাড়াইয়া, ২৯২

[১৩-১৩] বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥
নী, তরু (°চণ্ডীদাসে° °আপনা°)।

চণ্ডিদাস বলে এই বাসুলি কৃপায়।
এমন পিরিতি আমি না দেখি কোথায় ॥
২৯২ এবং নী (পাঠা°)

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপোক্তি রূপে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৫৯ সং পুথিতে প্রোষিতভর্তৃকা পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। নী ও তরুতে বাশুলীর উল্লেখ-যুক্ত দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু নী-র পাঠান্তরে এবং ২৯২ সং পুঁথিতে "দ্বিজ" ভণিতা দৃষ্ট হয় না, এবং তরুর পাঠান্তরে বাশুলীরও উল্লেখ নাই। ইহা ব্যতীত নচ-র পাঠান্তরে এই পদের ভণিতায় রাঘবেন্দ্র, সৈয়দ মর্ত্তুজা, এবং ভবানন্দের (হরিবংশ দ্রষ্টব্য) নাম পাওয়া যাইতেছে। আবার, তরুর পাঠান্তরে দেখা যায় যে, ৭-৮ পঙ্‌ক্তিদ্বয় মাত্র একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং ২৯২ পুথিতে ২-৩ পঙ্‌ক্তিদ্বয় ৩-৪ পঙক্তিদ্বয়ের পরে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব এই পদের ভণিতা এবং কলি-বিন্যাস-সম্বন্ধেও মত-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এইজন্য ইহার রচয়িতা এবং পদের আদিরূপ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। ভণিতার দুই পঙ্‌ক্তি নচ-র পাঠান্তর হইতে সঙ্কলিত হইল।

পঙ্‌—১-২। তু°—

"ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলালে কত।"
(প্রঃ খঃ, ৩৯১ সং পদ।)

৫-৬। তু°—

"আপন যে জন তারে কৈল পর
পরেরে করিল ঘর।"
(ঐ, ২৩৯ সং পদ।)

৭। বিধির বিধানে আমি স্রোতের শৈবালের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছি, আমাকে আপনার বলিবার কেহ নাই। তু°—"এ কুলে ও কুলে, গোকুলে দুকুলে, আর কেবা মোর আছে। রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥" (ঐ, ৩৯৯ সং পদ।) পরবর্ত্তী ৭৬৫ সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৯-১০। তু°—

"আঁখি আড় হলে এখনি মরিব
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ।"
(ঐ, ২৪০ সং পদ।)

[৭৬০]

তুড়ি

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয়[১] জানিহ[২] মুই ভখিব[৩] গরলে॥
এছার পরাণে মোর[৪] কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ।
খাইতে সোয়াস্তি[৫] নাই, নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

নী, ২৫৪ ; তরু, ৮১০

[১] নিচয়, নী [২] জানিমু, ঐ
[৩] ভখিমু, তরু ; ভুঞ্জিব, ঐ (পাঠা°)
[৪] আর, তরু [৫] সোয়াস্ত, ঐ

টীকা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণকে রাধা "বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, এবং এইরূপ ভণিতাও তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

পঙ্—২। তু°—

"রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।"

(প্রঃ খঃ, ৩৯৯ সং পদ।)

৩। তু—

"গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে।"

(৭৬৩ সং পদ।)

৭। তু°—

"আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে।"

(প্রঃ খঃ, ৪৮০ সং পদ।)

৮-৯ না করিথে, ২৯২

৮-৭ মাঝারে থুতে, ঐ

৮ তোমায়, ঐ ৯ হাম, নী, তরু

১০ কুলের রমণী, ২৯২

১১ ঘরে, নী, ২৯২ ১২ পরমাদ, নী

১৩-১৪ না যায় তমুত, তরু; তবুত না জানি, নী

১৪ তার, ২৯২

১৫-১২ জীবন হেতু তোমার পিরিতি, ২৯২

১৬ কবি, তরু

১৭ এই শেষ দুই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৯২ পুথিতে আছে—"ধুবিনি চরণরজে, ধ্যান করি হিয়া মাঝে, চণ্ডীদাস করয়ে বিনতি।"

[৭৬১]

সিন্ধুড়া[১]

যখন পীরিতি কৈলা[২] আনি চাঁদ হাতে দিলা[৩]
আপনি[৪] করিতা মোর[৪] বেশ।
আঁখি[৫] আড় নাহি[৬] কর[৬] হিয়ার উপরে[৭] ধর[৭]
এবে তোমা[৮] দেখিতে সন্দেশ॥
একে আমি[৯] পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী[১০]
ঘরে[১১] হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে[১২] প্রাণ তবু[১৩] নাহি জানে[১৩] আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষ-মাখা দেয়[১৪] খোঁটা
তাহে[১৫] তুমি এত নিদারুণ।[১৫]
দ্বিজ[১৬] চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥[১৭]

নী, ২৫১; তরু, ৮১৪; বিপু, ২৯২

১ বাদ, ২৯২ ২ কৈলে, ঐ

৩ দিলে, ঐ ৪-৪ আপনে করিয়া দিথে, ঐ

৫ আঁখির, নী, তরু

টীকা

পঙ্-১। তু°—

"পহিলা পীরিতি যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ।"

(৩৫২ সং পদ।)

২-৪। তু°—

"দিয়া প্রেমরাশি, কত মধু ঢারি, সিঞ্চিয়া করল শাখা।
ডালে মূলে কাটি, পেলাএল দূরে, পুনই সে না পাই দেখা।"

(৪৮২ সং পদ।)

৫-৬। তু°—

"অমুখণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহিরে পরবাস।"

(তরু, ৮৩৯ সং পদ।)

৮। পরমাদে—প্রমাদে; তথাপি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমি একমনে তোমারই ধ্যান করি।

৯। তু°—"ননদী বচনে পাঁজরে বিঁধে ঘুণ।"

(নী, ৩৮৩ সং পদ।)

এবং— "ননদী বচনে কুশের কাঁটা।"

(৭৫৩ সং পদ।)

দ্রষ্টব্য:—নী-তে "দ্বিজ," তরুতে "কবি," এবং ২৯২ সং পুথিতে ধ্রুবনীচরণ ধ্যানকারী চণ্ডীদাস রহিয়াছে। এইরূপ পাঠ-বৈষম্যের দরুন এই পদের রচয়িতার সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

[৭৬২]

সুহই[১]

আরে[২] মোর আরে মোর[২] বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পীরিতের[৩] দায়॥
ভাবিতে[৪] গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ[৪]।
জগৎ[৫] ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন[৫]॥
তোমা[৬] সনে পীরিতি করি কিবা কাজ কৈনু।
মনু লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু[৬]॥
না জানি অন্তরে মোর কিনা[৭] হৈল[৭] ব্যথা।
একে মরি মনোদুখে[৮] তাতে[৯] নানা কথা॥
শয়নে[১০] স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোর প্রেম নয়॥[১০]
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু[১১] মরি মিছা[১২] দায়।[১২]
চণ্ডীদাসে[১৩] কহে[১৪] কার কথায়[১৫] কি[১৬] যায়॥

নী, ২৫৬; তরু, ৮১৫; বিপু, ২৯১, ২৯২

১ বাদ, ২৯১, ২৯২
২-২ আরে মোর, নী; হেদে হে, তরু
৩ পিরিতি, ২৯১
৪-৪ সই ভাবিতে গুণিতে তনু খীণ, ২৯১ ২৯২; °গুণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ, তরু
৫-৫ জগভরি কলঙ্ক রহিল কুদিন, ২৯১, তরু (° এই চিন)
৬-৬ বাদ, ২৯১, ২৯২, তরু
৭-৭ হৈল কিনা, ২৯১; কি হৈল, নী
মনের দুখে, ২৯১; মনদুখে, ২৯২
আরে, নী; আর, ২৯২, তরু
১০-১০ বাদ, ২৯১, ২৯২, তরু
১১ বঁধু, নী; বাদ, ২৯১
১২-১২ হে রায়, ২৯১
১৩ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২, তরু
১৪ কয়, ২৯১ ১৫ বোলে, ২৯২
১৬ কিবা, নী, ২৯২

দ্রষ্টব্য:—৫-৬ এবং ৯-১০ পঙ্‌ক্তি চারিটি ২৯১, ২৯২ সং পুথিতে এবং তরুতে পাওয়া যায় না।

[৭৬৩]

ভাটিয়ারী[১]

তুমিত[২] নাগর রসের[৩] সাগর
যেমত[৪] ভ্রমর-রীত।
আমি[৫] ত[৫] দুঃখিনী কুল[৬]কলঙ্কিনী
হইনু[৭] করিয়া[৭] প্রীত॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা[৮] কহিলে কি যায়[৮]
পরাণ[৯] সহিছে[১০] যত॥[১০]
অনেক সাধের পীরিতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি সে[১১] মনে লয়॥[১১]
চণ্ডীদাস কহে[১২] পীরিতি[১৩] বিষম[১৩]
শুন[১৪] বড়ুয়ার বহু।
পীরিতি-বিচ্ছেদ হইলে মরণ[১৫]
এমতি না হউ কেহু॥[১৬]

নী, ২৫৯; তরু, ৮১৬; বিপু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

১ বাদ, সকল পুথি ২ সে, ২৯১
৩ গুণের, ৩৩০০ ৪ যেমন, নী
৫-৫ আমরা, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০
৬ হনু, ২৯২; হৈলুঁ, ২৯১; হইনু, ৩৩০০
৭-৭ করি তোমা সনে, ২৯২, ২৯১; করিঞা তোমার সনে, ৩৩০০; হইলুঁ°, তরু
৮-৮ বেদনে, না জায় পরানে, ২৯২
৯ পরানে, তরু, ২৯২, ২৯১
১০-১০ সহিব কত, ২৯১
১১-১১ মনে সে হয়, ২৯২; মনেতে লয়, ২৯১
১২ কয়, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০
১৩-১৩ এমন না হয়, ২৯২; পিরিতি এমতি হয়, ২৯১; ৩৩০০ (°এমন°)
১৪ সুনলো, ২৯২; শুনহ, ২৯১
১৫ বিপদ, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০ ১৬ কাহু, ঐ

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—

"ভ্রমরা সমান আছে কতজন
মধুলোভে করে প্রীত।
মধু পান করি উড়িয়া পলায়
এমতি তাহার রীত॥"

(নী, ৭৮৩ সং পদ।)

৩-৪। তু°—"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে।"

প্রঃ খঃ, ৪০৫ সং পদ।)

৫-৬। তু°—

"গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত না সহিব প্রাণে।"

(নী, ৩১৬ সং পদ।)

৭-৮। তু°—

"মনের বেদনা কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়য়ে
তেমতি করিছে বুক।"

(প্রঃ খঃ, ৩৯৬ সং পদ।)

৯-১২। তু°—

"আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
থুইতে সোয়াস্তি নাই।"

(ঐ, ৩৯৩ সং পদ।)

এবং—

"তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।"

(ঐ, ৪০৭ সং পদ।)

[৭৬৪]

পটমঞ্জরী

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ-রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে[১] জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি তোমায় বঁধু পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া[২] রাখ স্থির করি॥

নী, ২৫২; তরু, ৭৫৫
১ ভরে, নী ২ হিয়ায়, তরু

টীকা

পঙ্‌—১। তু°—"তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।"

(প্রঃ খঃ, ৩৯৯ সং পদ।)

২। তু°—"ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনু, আর কেহ নাহি মোর।"

(ঐ)

৩। তু°—"শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, কভু না
পাসরি তোমা

(ঐ, ৪০৭ সং পদ।)

৫-৮। তু°—

"সাধেতে বেড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥"

(নী, ২৯৬ সং পদ।

পরসঙ্গে—প্রসঙ্গক্রমে। দরবয়ে—দ্রব হয়।

[৭৬৫]

ধানশী

যখন নাগর পীরিতি করিলা
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুই ত অবলা অখলা হৃদয়
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥
পীরিতি মুরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে।
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এত পরমাদ করে॥
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দে॥
নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিকের বসতি
পীরিতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয় দুই এক হয়
তবে সে পীরিতি হয়।
(নতু) খলের পীরিতি তুষের অনল
ধিকি ধিকি যেন বয়॥

নী, ২৫৩

টীকা

পঙ্‌—১-৪। তু°—

"প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্চনে
করিলে অনেক সুখ।
কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুখ॥"

(প্রঃ খঃ, ২৯২ সং পদ।)

আমাকে স্রোতের শেওলার ন্যায় আশ্রয়হীন করিয়া এখন প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ; কারণ, তোমার জন্য আমি—

"জাতি কুল বলি দিলাম তিলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ॥"

(নী, ৩৭৩ সং পদ।)

এইরূপে আমাকে আশ্রয়হীন করিয়া, এখন "নিদানে ভারিলে জলে" (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)। পূর্ববর্তী ৭৫৯ সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৫-৮। তু°—

"হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥"

(নী, ৫৫ সং পদ।)

১৩-১৬। তু°—

"পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥"

(নী, ৩৩৪ সং পদ।)

১৭-২০। তু°—

"প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।"

(নী, ৭৮৮ সং পদ।)

অথবা—

"মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ॥"

(নী, ৭৯৫ সং পদ।)

২১-২২। তু°—

"দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।"

(নী, ৩৮৪ সং পদ।)

মন্তব্য :—এই পদটিতে যে চণ্ডীদাস-ভণিতায় প্রচলিত অন্যান্য পদের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা উপরে টীকায় প্রদর্শিত হইল। অতএব এই পদটি চণ্ডীদাসের মূল রচনায় ছিল, না পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য পদের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। এজন্য ইহাকে সন্দেহজনক পদপর্য্যায়ে স্থাপন করা যায়।

[৭৬৬]

কামোদ

বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনা বৈঠয়ে জগত মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥
লোক মুখে জানিনু লখি আগে না দেখিনু
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর
স্ত্রীবধে ভয় নাহি কর।
গগন-ইন্দু আনিয়া করে কর দর্শাইয়া
এবে কেন এমতি আচর॥
পীরিতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেন পীরিতি করে সাধ।
চণ্ডীদাসে কয় মোর মনে হেন লয়
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥

নী, ২৫৮ ; অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

।

পঙ্—৩। তাহারা তোমার প্রতি চাহিলে কি বিপদে পতিত হইবে তাহা আগে বুঝিতে না পারিয়া তোমার মুখ দেখে।

৬-৭। তু°—

"আগুপাছু না গণিয়া যে ধনী করম খেয়া
প্রেম করে পরের পুরুষে।
পরিণামে পায় দুখ কখন নাহিক সুখ
অগম পাথারে পড়ে শেষে॥"

(প্রথম খণ্ড, ৩০৩ সং পদ।)

৯। তু°—"স্ত্রীবধ পাতকী, ভয় না গণহ"

(ঐ, ২৪১ সং পদ।)

১০। তু°—"হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি"

(ঐ, ৩০৩ সং পদ।)

১২। দয়বয়ে—দ্রব হয়।

১৫। তু°—

"অনেক যতনে পীরিতি রতনে
ভাঙ্গিতে তিলেকে পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম
শুনহ প্রাণের হরি॥"

(ঐ, ৩৭৮ সং পদ

[৭৬৭]

বন্ধু, চিত-নিবারণ তুমি।
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমার সনে
পাশরিতে নারি আমি।
ও চাঁদ-বদন না দেখি যখন
শুনহে প্রাণের হরি।
অনাথীর প্রাণ করে আনচান
দিনে কতবার মরি॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি।
তুমি হেন শ্যাম মোরে হলে বাম
বড় অভাগিনী আমি॥
তখন করিলে যেমন পীরিতি
এখন এমতি কর।
অবলা হইলে পরমাদ হ'ত
পুরুষ হইয়া তর॥
চণ্ডীদাস ভণে কানুর চরণে
শুনহে প্রাণের হরি।
সকল ছাড়িয়া শরণ যে লয়
তাহার এমতি করি॥

টীকা

নচ—৮৭ পৃঃ।

পঙ্—১-৩। তু°—

"যেদিন হইতে, তোমার সহিতে, পহিলে হয়েছে দেখা।
সে সব বচন, রয়েছে ঘোষণ, যেমত শেলের রেখা॥"

(৬৫৯ সং পদ।)

৪-৭। তু°—

"তিলেক না দেখি, ও চাঁদবদন, মরমে মরিয়া থাকি।"

(প্রথম খণ্ড, ৩৯৫ সং পদ।)

৮-৯। তু°—"তোমা হেন ধন, অমূল্য রতন, তোমার তুলনা তুমি।"

(ঐ, ৩৯৪ সং পদ।)

১২-১৫। তু°—

"আপনি বলিলে, আপনি কহিলে
আবার এমত কর।
আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার॥"

(৬৫৯ সং পদ।)

মন্তব্য:—এই পদ এবং পরবর্তী পদটি অন্যান্য পদের অস্থিমাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়।

[৭৬৮]

বঁধু, ভিন না বাসিও তুমি।
পতি-গুরুজন এ ঘরকরণ
সকল ছাড়্যাছি আমি॥

আবাল হইতে আন নাহি চিতে
ওপদ কর্যাছি সার।
তুমি মোর ধন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥

তোমার লাগিয়া চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে।
পথ পানে চাই দেখিতে না পাই
লোকে আস্যা দেখে পাছে॥

ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যেন দংশে কালসাপ।
চণ্ডীদাস কহে পীরিতি করিয়া
বড়ই পাইলা তাপ॥

নচ, ৮৬ পৃঃ; অপ্রঃ পঃ, ৫০ পৃঃ; বিপু, ২৮৯

দ্রষ্টব্য:—পদটি বিপু ২৮৯তেও পাওয়া গিয়াছে, যথা-

বন্ধু, ভিন না বাসিহ তুমি।
পতি গুরুজন এ ঘরকরন
সকল ছাড়িলেম আমি॥
সিসুকাল হোইতে আন নাহি চিতে
উ পদ করেছি সার।
তুমি ধনজন জিবন জোবন
তুমি সে গলার হার॥
সপনে সপনে ঘুম জাগরনে
কভু ছাড়া নাহি তোমা।
অবলার তুটি হয় কত কোটি
সকল করিবে খেমা॥
এক নিবেদন গলাএ বসন
দিয়া বলি শ্যাম রায়।
চণ্ডিদাস বলে অনুগত জন
না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়॥ ৪৪॥

টিকা

পঙ্-২-৩। তু°—
"তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া।"
(৫৬৪ সং পদ।)

৪-৭। তু°—
"শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
তুমি ধনজন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥"
(প্রঃ খঃ, ৪০৭ সং পদ।)

১০-১১। তু°—
"যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
(ঐ, ৫৫২ সং পদ।)

১২-১৩। তু°—"গুরুজন-কুবচনে শেলের যে ঘায়।"
(নী, ৬৮৩ সং পদ।)

বংশীর প্রতি আক্ষেপ

[৭৬৯]

সজনি লো সই।
তিলেক[২] দাঁড়াও খানিক শ্যামের
বাঁশীর কথাটি কই[১]॥ ধ্রু॥
শ্যামের[৩] বাঁশীটি দুপুর্যা[৪] ডাকাতি
সরবস হরি নিল।
হিয়া দগদগি পরাণ-পাগলী[৫]
কেন বা এমতি কৈল॥

এমতি বেভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার [৬] সনে।
গোপত [৭] করিয়া কেন না রাখিলে [৭]
বেকত করিলে কেনে॥
দোষ পরিহর [৮] বাঁশীটি সম্বর
আমরা[৯] তোমার [৯] দাসী।
চণ্ডীদাস ভণে কহিছ [১০] কেমনে [১০]
কানু [১১]-সরবস বাঁশী [১২]

দ্রষ্টব্য :—তরুতে এই পর্য্যায়ে চণ্ডীদাসের যে পাঁচটি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে তাহা প্রথমেই স্থাপিত হইল।

নী, ২৬১ ; তরু, ৮২৭ ; বিপু, ২৯২

[১] বাদ, ২৯২
[২-২] তিলেক দাড়াও সুনিয়া জাও, শ্যাম বন্ধুর কথা কই, ২৯২ : খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই, তরু ; খানিক দাঁড়াও শ্যামের°, নী
[৩] কানুর, ২৯২
[৪] দুপুরে, নী
[৫] পুড়নি, তরু
[৬] তাহার, তরু, নী
[৭-৭] গোপত রাখিল কেন না বুলিল, ২৯২
[৮] পরিহরি, নী
[৯-৯] মো হয় তাকর, নী
[১০-১০] সম্বরহ মনে, ঐ
[১১] কালার, ঐ
[১২] সর্ব্ব শেষের ৮ পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে তরুতে এই পাঠ আছে :

খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিলে বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডীদাস কহে এই সে কারণে
কানু-সরবস বাঁশী।

নী-তে প্রায় ইহাই পাঠান্তররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

টীকা

পঙ—[৪-৫] তু°—"কদম্বের বন হইতে উত্থিত বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমি কুলীনগৃহিণীগণের নিন্দনীয় কোন অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

(বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ।)

[৬-৭] তু°—"আমার হৃদয়ে কেন গুরুতর বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।" (ঐ, ৭২-পৃঃ।)

[৮-১১] তু°—"গোপত বলিয়া কেন না বলিলে
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে॥"
(নী, ৩০০ সং পদ।)

বোধহয় "রাধা, রাধা" বলিয়া বংশীর ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের গুপ্ত প্রেম প্রকাশের ভয়ে রাধা এই কথা বলিতেছেন।

তু°—"নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা" (নী, ৫৭ সং পদ।)

[১২] তু°—"বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।"
(৭৭৩ সং পদ।)

---

[৭৭০]

ধানশী [১]

কালা [২] গরলের জ্বালা[২] আর [৩] তাহে অবলা [৩]
তাহে [৪] মুই কুলের [৪] বৌহারি [৫]।
আরে [৬] মরমের [৬] ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে [৭] যে [৮] গুমরিয়া [৮] মরি॥

সখি [৯] হে, [৯] বংশী দংশিল [১০] মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ [১১] না রহে ধড়ে [১১]
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে[১২] ॥ ধ্রু ॥

মুরলী [১৩] সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মণী লাভ ॥ [১৩]

নী, ২৬৭ ; তরু, ৮২৮ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

[১] বাদ, সকল পুথি
[২-২] কালা হল্য গলার মালা, ২৯২
আর কি সহে অবলা, নী
[৪-৪] আর তাহে কুলের , ২৯২
[৫] বোহারি, ২৯১ ; বহারি, ২৯২
[৬-৬] অন্তরে মরম, তরু, নী, ২৯২ ; আর°, ৩৩০০
[৭] গোপতে, তরু ; গোপথে, ২৯১, ৩৩০০
[৮-৮] গুমরি, তরু, নী ; ফুকরি, ২৯১ ; গোমরিঞা, ৩৩০০
[৯-৯] সই, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০
[১০] দংশিলে, তরু
[১১-১১] প্রাণ নাহি রহে, ২৯১
[১২] বাদ, ২৯১, ৩৩০০
[১৩-১৩] এই চারি পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে তরু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০ পুথিতে –

"কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী" এই পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার একটি ত্রিপদী ও অপরটি পয়ার ছন্দে রচিত। একই পদে এইরূপ দুই ছন্দের সমাবেশ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। নী-তে এই দুইটি পদ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—যদি এই দুইটি পদ মূলে একই পদের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই পদের ভণিতা পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে পরবর্ত্তী পদের টীকাও দ্রষ্টব্য

[৭৭১]

ধানশী [১]

কালার লাগিয়া হাম [২] হব বনবাসী।
কালা নিলে [৩] জাতিকুল প্রাণ [৪] নিলে [৪] বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সভারি [৫] সুলভ [৬] বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥ [৭]
অন্তরে [৮] অসার বাঁশী বাহিরে সরল। [৮]
পিবয়ে অধরসুধা উগারে গরল ॥
যে [৯] ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাঙ। [৯]
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে [১০] ভাসাঙ ॥ [১১]
দ্বিজ[১২] চণ্ডীদাসে[১২] কহে[১৩] বংশী কি করিবে।
সকলের[১৪] মূল কালা তারে না পারিবে। [১৪]

নী, ২৬৫ ; তরু, ৮২৮ ; বিপু ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

[১] বাদ, তরু এবং সকল পুথি
[২] আমি, সকল পুথি
[৩] °নিল, ২৯১, ২৯২
[৪-৪] পরাণে মাল, ২৯১ ; °নিল, ২৯২
[৫] সংসারের, নী, ২৯১, ৩৩০০ ; সংসারে, ২৯২
[৬] দুর্ল্লভ, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০
[৭] ইহার পরে নী-তে আছে—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে ॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী ॥

অপর তিনখানা পুঁথিতে আছে—

আর যেই মোর মন নহে গৃহকাজে।
নিশিদিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে॥
—২৯২ সং পুঁথি।

আর মোন মোর না রহে গৃহকাজে।—৩৩০০ সং পুঁথি।

আর মোর মন নাহি রহে গৃহকাজে।—২৯১ সং পুঁথি, ইত্যাদি।

৮-৮ অন্তরে সরল বাঁশী বাহিরে প্রবল, নী; অন্তরে কঠিন০, ২৯২, ৩৩০০; অন্তরে বাহির০, ২৯১

৯-৯ জেনা দেশে বাঁশির ঘর সে না দেশে জাঙ, সকল পুঁথি। ০তার লাগি পাঙ, নী

১০ দহেতে, ৩৩০০

১১ পেলাঙ, ২৯১, ২৯২

১২-১২ চণ্ডি দাশেতে, ২৯১, ২৯২,; চণ্ডিদাষ, ৩৩০০

১৩-১৩ বলে বাঁশী আমার কি করে, নী; কহে বাঁশী কিবা করে, ২৯২, ৩৩০০; কহে বংশী কি কএ, ২৯১

১৪-১৪ আপন করম দোষ দোষ দিব কারে, নী এবং সকল পুঁথি

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই পদের দ্বিজ ভণিতা নী এবং উল্লিখিত তিনখানা পুঁথিতে নাই। নচ-র পাঠান্তরে দুইখানা পুঁথিতেও ইহা দৃষ্ট হয় না (ঐ, ৯৫ পৃঃ) এবং একখানা পুঁথিতে বড়ু চণ্ডীদাসেরও ভণিতা রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত ইহার সংযোগ এবং নানা প্রকার পাঠান্তর দৃষ্টে এই পদটি সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হয়।

পঙ্—৫-৬: তু০—বংশীর সদ্বংশে জন্ম, সর্ব্বদা কৃষ্ণের করে অবস্থিতি করে, এবং জাতিও সরলা, অথচ গোপী-মোহনকারী বিষম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

(বিদগ্ধমাধব, ৩৩৪ পৃঃ।)

[৭৭২]

তুড়ি[১]

মুরলীর স্বরে রহিবে[২] কি ঘরে
গোকুল[৩]-যুবতীগণে।[৩]
আকুল[৪] হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে॥[৪]

কি রঙ্গ-লীলা মিলায় শিলা
শুনিলে[৫] সে[৬] ধ্বনি[৬] কানে।
যমুনা পবন স্থগিত[৭] গমন[৮]
ভুবন মোহিত গানে॥

আনন্দ উদয় শুধু[৯] সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
মরমে[১০] জ্বালা জায়ে কি অবলা
হানয়ে[১১] মদন-বাণে॥

কুলবতী-কুল করে[১২] নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাসে ভণে রাখিও[১৩] মরমে
কি[১৪] মোহিনা কালা[১৪] জানে॥

নী, ২৬৪; তরু, ৮২৯; বিপু, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

১ বাদ, ২৯২, ২৯৩ ৩৩০০

২ রহিব, সকল পুঁথি

৩-৩ গোকুলে আকুল প্রাণ, সকল পুঁথি

৪-৪ কালিয়া নাগর, অমিয়া সাগর, অমিয়া মুরলী তান, ঐ

৫ শুনিতে, তরু, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৬-৬ সুন্দর, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৭ থকিত, তরু; স্থকিত, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৮ গগন, ২৯২, ২৯৩

৯ সুখ, তরু, ৩৩০০

১০ রম্যারম্যা, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

হানিল, ২৯২, ৩৩০০ ; হানিলে, ২৯৩

কৈল, তরু, ২৯২, ২৯৩

রাখিহ, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; রাখিয়, ৩৩০০

১৪-১৫ কেমন মোহিনী, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

টীকা

পঙ্-১—৪। তু°—"কর্ণকুহরে বংশীরব প্রবেশমাত্র গোকুলরমণীরা বারম্বার নিবারিতা হইয়াও বনের দিকে ছুটিয়া যায়" (বিদগ্ধমাধব, ২২৩-৪ পৃঃ)।

৫-৮। তু°—"শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদ্য করাতে নদীসকলের জলরাশি স্তম্ভিত হইল, প্রস্তরচয় দ্রবীভূত হইল, স্থাবর সকল কম্পিত হইল, এবং জঙ্গমগণ স্থাবর-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল।" (ঐ, ৪২ পৃঃ।)

৯-১০। তু° "অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য্য পদাবলী, কি জানি কেমন করে মনে।" যদুনন্দনদাস-কৃত অনুবাদ, বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ।)

১১-১২। তু°—"এই বংশীধ্বনি যুবতীগণের ধৈর্য্য ও লজ্জা, এবং সাধ্বীগণের গর্ব্ব নাশ করে (বিদগ্ধমাধবের একটি শ্লোকের ভাবার্থ, ঐ, ৭১ পৃঃ)।

১৩। বংশী যুবতীগণের মান ধন অপহরণ করে (ঐ, ৩৫২ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্যঃ—এই পদটিতে বিদগ্ধমাধবের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে।

[৭৭৩]

সুহই

বিষম বাঁশীর কথা কহনে[১] না যায়[১]।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী[২] যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হারে[৩] সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥[৩]
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মন।[৪]
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সবলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥

নী, ২৬২ ; তরু, ৮৩০

১-১ কহিলে না হয়, তরু

২ হরিণ, নী

৩-৩ বাদ, তরু

৪ মৌন, নী

টীকা

পঙ্—১-৪ পূর্ব্ববর্ত্তী পদের ১-৪ পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য।

৫-৬। তু°—"গৃহকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে যে (মুরলীধ্বনি) করস্তম্ভ করাইয়া দেয়।" (বিদগ্ধমাধব ২৮৯ পৃঃ)।

৭। তু°—"রাত্রিতে পতিক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিলে যে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসে।" (ঐ)। বিদগ্ধমাধবে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে নারদ, ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি বিমোহিত হইয়াছিলেন।

[৭৭৪]

বাঁশীর নিঃস্বান কাণে সান্ধাইল বিষস্বরে
এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।
কেবা করে প্রাণ দান সেচয়ে বা কোন জন
তবে যায় এ দুখের ওর ॥
সই, হিয়া মোর কেন কাঁপে।
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির
এ বাঁশীর মধুর আলাপে ॥

মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
তেঁই পূরে হাসিয়া হাসিয়া ॥
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে শবদ যায় আকাশে
মুণীন্দ্র মূরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কাণে হানয়ে মরম স্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে ॥

নী, ২৬৬।

[৭৭৫]

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশীয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে ॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রইতে নারি ঘরে।
মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে ॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুলবন্ধ না করিহ ভঙ্গ ॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা।
মরমে মরমের ব্যথা নাহি জানে কালা ॥
কালা কালা বলিয়া আসয়ে জগৎ-জনে।
চরণে শরণ নিল না বাসিল ভিনে ॥
একে ত অবলা জাতি পরের অধীন।
* * * * * ॥
নিরমল কুল ছিল তাহে দিনু কালি।
হাতে হাতে মাথে নিনু কলঙ্কের ডালি ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশীয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি ॥

নী, ২৬৮।

[৭৭৬]

রাগ কানড়া[১]

সই, পশিল[২] বিষম বাঁশী।[৩]
বাহির করিতে যতন করিনু[৪]
মরমে[৫] রহিল পশি ॥
তেরছ[৬] নয়ানে[৬] বাণের সন্ধানে[৭]
না[৮] বাজে এমন[৮] নয়।
বাজিলে[৯] অন্তরে[১০] আকুল করয়ে
যতনে পরাণ রয় ॥
নাহি দিবা নিশি মন[১১] যে[১১] করিছে
এ কথা কহিব কায়।
মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ[১২]
কে না পরতীত যায় ॥
আঁধুয়া[১৩] পুকুরে[১৩] যেন[১৪] মীন থাকে[১৪]
হাঁপায়ে[১৫] ধীবর জালে।
তেন আছি হাম[১৬] এ ঘরকরণে
গুরু জনা[১৭] যত বলে ॥
ক্ষুরের উপরে রাধার[১৮] বসতি[১৮]
নাড়িতে কাটয়ে দেহ।[১৯]
আমার দুখের আচার বিচার
এ কথা বুঝিবে কেহ।[২০]
বণিক[২১]-জনার[২১] করাত যেমন
দুদিগে[২২] কাটিয়া যায়।
তেমতি[২৩] আমার গুরুজনা কাটে
দীন[২৪] চণ্ডীদাসে[২৫] গায় ॥[২৬]

নী, ২৬৯ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪
১ ২৯২ পুথির পাঠ ; বাদ, অন্যত্র
২ পুরিল, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪
৩ গ্যাসি, ২৮৯ ; গাঁসি, ২৯৭
৪ করিলাম, ২৮৯ ; করিনু, নী

৫ অন্তরে, ২৯৭

৬-৬ তোর নয়ানের ২৯৭ ; °নয়ান, ২৩৯৪

৭ সন্ধান, ২৩৯৪

৮-৮ হানল যেমনি, ২৯২ ; °এমনি, নী

৯ বাজিল, ২৯২

১০ মরমে, ২৯৭

১১-১১ যেমন, নী, ২৮৯, ২৯২ ; এমন, ২৯৭

১২ দুগুণ, ২৯৭

১৩-১৩ পথুর ভিতরে, ২৮৯

১৪-১৪ মিন জেন থাকএ, ২৯৭

১৫ ঝাঁপয়ে, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

১৬ আমি, ২৯৭, ২৩৯৪

১৭ জন, ২৩৯৪

১৮-১৮ বসতি রাধার, ২৮৯ ২৩৯৪ ; ধারের বসতি, ২৯২

১৯ দে, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪

২০ কে, ঐ

২১-২১ সঙ্খ বণিকের, ২৩৯৪

২২ দুদিক, নী

২৩ তেমন, ঐ

২৪ দ্বিজ, নী, ২৯৭ ; বড়ু, ২৯২

২৫ চণ্ডীদাস, নী

২৬ কয়, নী

দ্রষ্টব্য :—একই পদে দ্বিজ, দীন ও বড়ুভণিতা পাওয়া যাইতেছে। এই বিশেষণগুলি পরবর্তী কালে যে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

টীকা

পঙ্—১-৩। তু°—

"এ বড়ি বিষম বাঁশীটি বেঁধল
বুকে বাজি পিঠে পার।
টানিলে যতনে বাহির না হয়
এ দুখে জীব কি আর॥"
(৫৮১ সং পদ।)

১০-১১। তু°—

"কাহারে কহিব মনের আগুন
জলিয়া জলিয়া উঠে।"
(নী, ৩২৭ সং পদ।)

১২-১৫। তু°—

"সরোবর মাঝে মীন যেন থাকে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লয়ে জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে॥"
(নী, ৩৪৩ সং পদ।)

অথবা—

"যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"
(প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ।)

২০-২১। তু°—

"শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।"
(নী, ২৮৮ সং পদ।)

নিজের প্রতি আক্ষেপ

[৭৭৭]

গান্ধার[১]

ধিক রহুঁ[২] জীবনে পরাধীন[৩] যেহ।[৩]
তাহার অধিক দুখ[৪] পরাধীন[৫] লেহ॥[৫]
এ[৬] পাপ-কপালে বিহি[৭] এমতি লিখিল।[৮]
সুধার সায়র[৯] মোর[১০] গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল[১১] ভরিয়া[১২] যেন[১৩] উঠিল হিয়ায়॥

শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি[১৪] কোলে।
পীরিতি[১৫]-অনল[১৬]-তাপে[১৬]
পাষাণ যে[১৭] গলে[১৭] ॥
ছায়া দেখি বসি যদি[১৮] তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু[১৯] লতাপাতা সনে ॥
যমুনার জলে গিয়া[২০] যদি[২১]দিই ঝাঁপ[২১]।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
অতএ[২২] এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল-বিষে[২২] ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ পীরিতি ইবে[২৩] বধয়ে[২৪] পরাণ ॥

নী, ৩৬৩ ; তরু, ৮৩৪ ; বিপু. ২৯২, ২৯৮, ইত্যাদি।

১ শ্রীরাগ, ২৯৮
২ রহু, নী, ২৯২, ২৯৮
৩-৩ যে পরাধীন জায়ে, নী, তরু ('পরাধিনী°)
৪ ধিক, নী, তরু, ২৯২
৫-৫ °হয়ে, নী ; পরবশ হয়ে, তরু
৬ বাদ, ২৯২ ৭ বিধি, ২৯৮
৮ করিল, ২৯২
৯ সাগরে, তরু ; সায়রে, ২৯৮
১০ মোরে, তরু, ২৯২, ২৯৮
১১ গরলে, ২৯৮ ১২ ভেদিয়া, ২৯২
১৩ কেনে, তরু, ২৯৮ ; মোর, ২৯২
১৪ কৈলাম, তরু ১৫ এ দেহ, তরু
১৬-১৬ অনলে সে, ২৯২ ; আনল°, ২৯৮
১৭-১৭ সে জ্বলে, নী ; সে°, তরু
১৮ যাই, তরু ১৯ তনু, তরু
২০ জাঞা, ২৯৮ ; যদি, তরু
২১-২১ দিয়ে হাম ঝাঁপ, তরু
২২-২২ বাদ, ২৯২, ২৯৮
২৩ সেই, তরু ; মোর, নী, ২৯২
২৪ বধিল, নী

টীকা

—১। তু°—

"পরের অধিনী ঘুচিবে কখনি
এমতি করিবে ধাতা।"
(নী, ৩১৬ সং পদ

তু°—

"অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"
(নী, ৩১১ সং পদ

[৭৭৮]

গান্ধার[১]

যত নিবারিয়ে[২] চিতে[৩] নিবার[৪] না[৫] যায় রে।
আনপথে যাইতে[৬] সে কানু[৬]-পথে ধায়[৭] রে ॥
এ[৮] ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।[৮]
যার নাম না[৯] লইব তার নাম লয় রে ॥[৯]
এ ছার নাসিকা মুই যত[১০] করি[১০] বন্ধ।[১১]
তবুত দারুণ নাসা পায়[১২] শ্যাম[১৩]-গন্ধ ॥
সে না[১৪] কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ[১৫] শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥[১৬]
[১৭]চণ্ডীদাস বলে[১৭] রাই[১৮] ভাল ভাবে আছ।[১৯]
মনের মরম কথা কারে[২০] জানি পুছ ॥[২০]

নী, ৩৬৯ ; তরু, ৮৩৫ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথা রাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২
২ ে-বারিয়ে, ২৯২ ; নিবারিতে, ২৯৮
৩ পায়, তরু ; মনে, ২৯২ ; চাই, ২৯৮
৪ নেবারা, ২৯২ ; নিবারাত, ২৯৮
৫ নাহি, ২৯৮

৬-৬ চলিতে চায় আন, নী; জাইতে মন°, ২৯২; চলিতে পা আন, ২৯৮

৭ জায়, ২৯৮

৮-৮ বাদ, ২৯২; এ ছার বাষনা মোরে হইল কাল রে, ২৯৮

৯-৯ নাহি লই লয় তার নাম রে, তরু; না লই তার সদা নাম°, ২৯২

১০-১০ কত করু, নী

১১ এই এক পঙ্ক্তির স্থানে ২৯২ পুথিতে আছে—"এ পাপ নাসিকা আমি নাসা কৈলু বন্ধ;" এবং ২৯৮ পুথিতে আছে—"এ নাক নাশীকা মুঞী নাসা কৈল বন্ধ রে।"

১২ লয়, ২৯২ ১৩ তার, নী

১৪ বাদ, নী ১৫ পরসঙ্গে, ঐ

১৬ এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, ২৯৮, ২৯২। ২৯২ পুথিতে একটি অতিরিক্ত পঙ্ক্তি আছে—"জারে না দেখিএ আখি তারে সদা দেখে রে," ইহা "এ পাপ নাসিকা" ইত্যাদি পঙ্ক্তিটির পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

১৭-১৭ কহে চণ্ডীদাস, তরু; চণ্ডীদাষে কহে, ২৯৮

১৮ বাদ, ২৯৮ ১৯ আছরে, ২৯৮

২০-২০ কাহে নাহি পুছরে, ২৯৮

টীকা

"আনুকূল্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"—

ইহারই অভিব্যক্তি এই পদে রহিয়াছে।

পঙ্—১।

"আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।"

(নী, ৩০১ সং পদ।)

৩-৪। তু°—

"আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সম্মুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥"

(তরু, ৮৩৮ সং পদ।)

৭-৮। তু°—

"শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে নাহি তায়
শ্রবণ তা পানে রয়।"

(নী, ৩২৮ সং পদ)।

[৭৭৯]

শ্রী[১]

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী[২] ঘরে রহে[৩] একেশ্বরী॥[৪]
ধিক্ রহু হেন জন হয়ে[৫] প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি[৬] না[৭] মরে॥
বড় ডাকে[৮] কথাটি কহিতে যে না পারে।
পরপুরুষেতে[৯] রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুই ঘুচাইনু[১০] আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥

নী, ৩৭০; তরু, ৮৩৭

১ পদটি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই

২ পরাধীন, নী ৩ রহি, নী

৪ একাশ্বরী, তরু (পাঠা°)

৫ হৈয়া, তরু ৬ এখনি, তরু (পাঠা°

৭ সে, নী ৮ ডাকি, তরু (পাঠা°

৯ °পুরুষেত, পুরুষের, (ঐ)

১০ ঘুচাইলুঁ, তরু

পঙ্—১-২। তু°—

"আন্ধার ঘরের কোনে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী॥

(তরু, ৮৩৮ সং পদ।)

৩। তু°- "তাহার অধীন তুখ পরাধীন লেহ।"
(৭৭৭ সং পদ

[৭৮০]

গান্ধার[১]

কেনে[২] বা পীরিতি কৈলুঁ[৩] শ্যাম[৪] বঁধুর[৪] সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে ॥
কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি ॥
না রুচে ভোজন-পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল যেন[৫] এ ঘরকরণে ॥
ঘরে গুরু দুরুজন ননদিনী আগি।
দু[৬] আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কানু লাগি ॥[৬]
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ, যেতে[৭] পথ[৮] নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই ॥

নী, ৩৫৩; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ ইত্যাদি।
১ যথারাগ, ২৯৮; বাদ, ২৯২, ৩৩০০
২ কেন, নী
৩ কৈলাম, নী; কল্যাম, ২৯২; ৩৩০০; কলু, ২৯৮
৪-৪ কালা কানুর, নী (পাঠান্তর), ২৯২, ৩৩০০
৫ মোর, নী
৬-৬ দুই আখি নিরবধি ঝুরে কানু লাগি, ২৯২; °কান্দে শ্যাম লাগী, ২৯৮
৭ জাইতে, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
৮ দেশ, ২৯৮

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—
"কেন বা কানুর সনে পীরিতি করিলুঁ।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিলুঁ ॥"
(৭৮১ সং পদ।)

৩-৬। এই চারি পঙ্‌ক্তি দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ৭৮৩ সং পদের দুইটি কলির অনুরূপ, যথা—
"কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি ॥
খাইতে না রুচে অন্ন, শুইতে না লয় মন।
বিষে মিশাইল যেন এ ঘর-করণ ॥"
তু°—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।"
(নী, ২৫৪ সং পদ।)
এবং—
"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসি যাও।"
(৭১৫ সং পদ, এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।)

৭-৮। তু°—
"যদি বা কখন, কাঁদি কোন ছলে, শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে শ্যাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী, এমতি তাহার ধারা ॥"
(প্রঃ খঃ, ৩৯৬ সং পদ।)

৯। তু°—
"যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"
(প্রথমখণ্ড, ১০৯ সং পদ।)

[৭৮১]

সুহই[১]

কেন বা কানুর সনে পীরিতি করিলুঁ।[২]
না ঘুচে দারুণ লেহা[৩] ঝুরিয়া[৩] মরিলুঁ ॥[৪]
আর[৫] জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন[৬] নিঃসৃত নহে বুকে খাইল সাপ ॥[৬]
জনম হৈতে কুল গেল, ধরম গেল[৭] দূরে।
নিশি দিন[৮] মোর মন কানু লাগি[৯] ঝুরে ॥[১০]
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার।[১১]
বুঝিলুঁ[১২] পীরিতি[১৩] হয়[১২] স্বতন্ত্র আচার ॥[১৪]

[১৬]করম-দোষে জনমে মোর এই ফল ধরে।[১৬]
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥

নী, ৩৬১ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ইত্যাদি।

[১] যথা রাগ, ২৯৮ ; বাদ ২৯২

[২] করিনু, নী ; করুলু, ২৯৮

[৩-৩] লেহ ঝুর্যা ২, ২৯৮

[৪] মরিনু, নী ; মলু, ২৯৮

[৫] ঘরের, ২৯২ ; ঘরে, ২৯৮

[৬-৬] বুকে খেলে°, নী ; বিষ মিশাইল জেন বুকে°, ২৯২ ; বচনে মিশাইল জেন বুকে°, ২৯৮

[৭] রহিল, ২৯৮

[৮] দিশি, ২৯২

[৯] গুণে, ২৯২

[১০] এই পঙ্‌ক্তিটি ২৯৮ পুথিতে এই ভাবে আছে— দিবা নিশি যোন মোর কানুর লাগিয়া ঝুরে

[১১] বিচারে, ২৯৮

[১২] বুঝিনু, নী

[১৩] পীরিতের, নী, ২৯৮

[১৪] নহে, ২৯২

[১৫] আচারে, ২৯৮

[১৬-১৬] করমের দোষেরে জনমে কিবা করে, নী ; করমের দোষ সব ধরমে কি করে, ২৯৮

টীকা

পঙ্‌—১২। তু°—

"কেনে বা পীরিতি কৈলুঁ শ্যামবঁধুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে।"

(৭৮০ সং পদ।)

৩। তু°—

"তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়।"

(৭৮৩ সং পদ।)

৪। কারণ—

"বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম।"

এবং—

"অবলার যত দুঃখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।"

(প্রথমখণ্ড, ৪০০ সং পদ।)

৫। কারণ—

"শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।"

(৪০৭ সং পদ।)

৬। তু°—

"নাহি জানি দিবানিশি মরিয়ে ঝুরিয়া।"

(৭৮৩ সং পদ।)

দ্রষ্টব্য:—জন্ম হইতে রাধা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বহির্ভূত, এবং "পীরিতি" শব্দটিও কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হয় নাই, অতএব ভণিতায় "বড়ু চণ্ডীদাস" থাকিলেও এই পদ উক্ত কবি রচনা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

[৭৮২]

তুড়ি[১]

কি হৈল[২] কি হৈল[২] মোরে[৩] কানুর[৩] পীরিতি।
আঁখি ঝোরে পুলকেতে[৪] প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে[৫] সোয়াস্তি নাই[৫] নিঁদ[৬] গেল দূরে।
কানু[৮] কানু করি প্রাণ[৮] নিরবধি ঝুরে॥ধ্রু[৯]
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।[১০]
নব অনুরাগে চিত নিষেধ[১১] না মানে॥

এনা রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে বিঁধিল[১২] মোর কানু-প্রেম-শেল ॥
নিগূঢ় পীরিতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস[১৩] বড়[১৩] হইল[১৪] ফাঁফর ॥

নী, ৩৫৫; তরু, ৯২৬; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ইত্যাদি।

১ যথা রাগ, ২৯৮; বাদ, অন্তত্র

২-২ হল্য, ২৯১, ২৯২; হইল, ২৯৩, ২৯৮

৩ মোর, নী

৪ শ্যামের, ২৯৮

৫ পুলকিত, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; সদা মোর, ২৯৮

৬-৬ সেই হইতে স্বাস্তী, ২৯৮

৭ নিন্দ, সকল পুথিতে

৮ কানু লাগি প্রান মোর, ২৯৮

৯ বাদ, ২৯১, ২৯৩, ২৯৮

১০ শুনে, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮

১১ নিশধ, ২৯১; ধৈরজ, নী (পাঠান্তর), ২৯৮

১২ রহিল, নী (পাঠা); বিন্দিল, ২৯১; বিন্ধোল, ২৯২

১৩-১৩ চণ্ডীদাস মার্ত্ত, ২৯১; চণ্ডীদাস কবি, নী; বড়ু চণ্ডীদাস, ২৯২, ২৯৩; চণ্ডীদাস তবে, ২৯৮

১৪ পড়িলা, ২৯১; পড়িল, ২৯২, ২৯৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—প্রথমতঃ পীরিতি-গন্ধী পদ বড়ুচ ণ্ডীদাসের হইতে পারে না। তারপর এই পদের ভণিতাও সামঞ্জস্য-বর্জ্জিত। তরুতে "ইথে চণ্ডীদাস বড়", নী-তে "ইথে চণ্ডীদাস কবি", এবং পাঠান্তরে "কবি—বড়", ২৯১ সং পুথিতে "চণ্ডাদাস মার্ত্ত" (মাত্র), ২৯৮ সং পুথিতে "চণ্ডীদাস তবে", ২৯২ এবং ২৯৩ সং পুথিতে "বড়ু চণ্ডীদাস", নচ র পাঠান্তরে "কহে চণ্ডীদাস ইথে," "দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে" ইত্যাদি (ঐ, ২০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত পদটি যদুনাথদাস, জ্ঞানদাস এবং নরহরির ভণিতাতেও পাওয়া যাইতেছে (নচ, ২০১-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই প্রকার পাঠবিভিন্নতার অন্তরালে প্রকৃত পদকর্ত্তার সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নহে। তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পীরিতি-গন্ধী এই সকল পদ বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন নাই। বোধ হয় "বড়" হইতে "বড়ু" ভণিতার উদ্ভব হইয়াছে।

এই পদটি তরুতে আক্ষেপানুরাগের শেষের অংশে "তত্রানুরাগঃ প্রকারান্তরং" পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

পঙ্—১। তুং—

"বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি।"
(৭৮০ সং পদ।)

৩। তুং—

"খাইতে না রুচে অন্ন, শুইতে না লয় মন।"
(৭৮৩ সং পদ।)

৪। তুং—

"নিশিদিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে।"
(৭৮১ সং পদ।)

৫। পাউস—সং-প্রাবৃষ হইতে, বর্ষাকাল (তরু, টীকা)। বর্ষাগমে নূতন জলে মাছ নির্ভয়ে বিচরণ করে।

৮। তুং—

"বুকে খেয়েছি, শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার।"
(নী, ২৭৩ সং পদ।)

[৭৮৩]

শ্রী[১]

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা[২] কানুর[২] পীরিতি ॥
খাইতে না[৩] রুচে[৩] অন্ন শুইতে[৪] না লয়[৪] মন।
বিষে[৫] মিশাইল[৫] যেন[৬] এ[৬] ঘরকরণ

পাসরিতে চাহি মনে[৮] পাসরা না যায়।
তুষের অনল[৯] যেন জ্বলিছে হিয়ায় ॥[১০]
হাসি[১১] হাসি শ্যাম[১১]-সনে[১২] পীরিতি করিয়া।
নাহি জানি[১৩] দিবানিশি[১৪] মরিয়ে[১৫] ঝুরিয়া ॥
পীরিতি এমন জ্বালা[১৬] জানিব কেমনে।
তবে[১৭] কেনে পীরিতি করিব শ্যাম[১৭] সনে ॥
পীরিতি গরলে[১৮] মোর হেন দশা[১৯] ভেল।[২০]
আছিল সোণার তনু[২১] কাল[২২] হৈয়া গেল ॥[২২]
পীরিতি[২৩] বিচ্ছেদে পাপ পরাণ না রয়।[২৩]
এমতি[২৪] পীরিতি দীন[২৫] চণ্ডীদাসে কয় ॥[২৬]

নী. ৩৬৬; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, ২৩৯৪ ইত্যাদি।

১ বাদ, ২৮৯, ২৯১ ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; রাগ বড়ারি ২৩৯৪

২-২ শ্যাম বন্ধুর, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; °বন্ধুর, ২৩৯৪

৩-৩ নারিয়ে, ২৯২

৪-৪ খাইতে না লয়, ২৮৯; শুতে না লয়, ২৯৭; স্থির নহে, ২৩৯৪

৫ বিষ, নী, ২৯২, ২৯৩; বিশ, ২৯১; বিস, ২৩৯৪

৬ মিশাইলে, নী

৭-৭ মোর ই, ২৯১

৮ জদি, নী, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪

৯ আনল, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪

এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৯১, ২৯৩ পুথিতে নাই

১১-১১ হাসিতে শ্যামের, নী; হাসিএ শ্যামের, ২৮৯; হাশিতে ২ শ্যাম, ২৯১; কি খেনে বন্ধুর, ২৯৭; হাসিতে ২, ২৩৯৪

১২ সঙ্গে, ২৮৯, ২৯১; খল, ২৩৯৪

১৩ যায়, নী

১৪ ২৯৩ পুথিতে "নাহি জানি"র পূর্ব্বে "দিবানিশি" আছে। ২৯৭ পুথিতে আছে—দিবানিসি সদাই আমি মরিগে°।

১৫ মরয়ে, নী; মরিগে, ২৯৭; মরিয়া, ২৩৯৪

১৬ হবে, ২৮৯; বন্থা, ২৩৯৪

১৭-১৭ °কেন বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে, নী; °পীরিতি বাড়াব শ্যাম, ২৩৯৪, ২৮৯; জানিলে পীরিতি না করিতাঙ শ্যাম, ২৯১; °করিব বন্ধুর, ২৯৭

১৮ আনলে, ২৮৯, ২৯৭

১৯ গতি, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯৭

২০ হল্য, ২৮৯, ২৩৯৪

২১ দেহ, নী

২২-২২ কালী-হৃআ গেল, ২৯৭; হৈয়া গেল কাল, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

২৩-২৩ তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সহে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; তিলেক বিচ্ছেদ পাপ°, ২৮৯

২৪ এমন, নী, ২৮৯; বিষম, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; এহেন, ২৯৭

২৫ দ্বিজ, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; বড়ু, ২৯১

২৬ কহে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

টীকা

দ্রষ্টব্য:—ভণিতা-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নী এবং ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭ সং পুথিতে আছে "দ্বিজ"; ২৩৯৪, ৪৫৫৭, ৪২০২ সং পুথিতে "দীন" এবং ২৯১ সং পুথিতে "বড়ু" ভণিতা রহিয়াছে। ইহার জন্য কবি নিজে দায়ী নহেন, কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী লেখক বা গায়কগণ-কর্ত্তৃক এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জাতীয় নজির অবলম্বন করিয়া অনেকে বড়ু চণ্ডীদাসকে দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

পঙ্—১-৪। এই চারি পঙ্‌ক্তি ৭৮০ সং পদে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫। তু°—

"পাসরিতে চাহি মনে পাসরা না যায় গো।"
(নী, ২৭৭ সং পদ)

৬। তু°—

"কাহারে কহিব. মনের আগুন, জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে

(নী, ৩২৭ সং পদ)

১২। তু°—

"পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা।"

(নী, ২৮৭ সং পদ)

[৭৮৪]

সুহই[১]

পীরিতি লাগিয়া দিলু[২] পরাণ নিছনি।
কানু বিনে[৩] দোসর দুকানে[৪] নাহি শুনি ॥
কানুরূপ[৫] নিরখিয়া[৬] রতি[৭] নাহি ছুটে।
কি[৮] বোল বলিব আমি কত চিতে উঠে ॥[৮]
মনোদুখে[৯] হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানুপরসঙ্গ বিনে[১০] তিলেক না জীয়ে ॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লয়েছি তারে করিয়া[১১] খেয়াতি ॥[১১]
আর যত অভিলাস[১২] দিলু[১৩] বঁধুর পায়।
বড়ু[১৪] চণ্ডীদাসে[১৪] কহে যেবা যারে ভায়।

নী, ৩৬৭, বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ তথা, ২৯৮; বাদ, ২৯২
২ দিনু, নী
৩ বিনু, ২৯২
৪ দুকুলে, ২৯৮
৫ রূপ, নী, ২৯৮
৬ দেখিঞা, ২৯৮
৭-৭ জার আরতি, ২৯৮; আরতি, নী
৮-৮ বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিতে, না; বল না কি করি সই চিতে জত উঠে, ২৯৮
৯ °দুখ, ২৯২
১০ বিনু, নী
১১-১১ কুলশীলজাতি, নী
১২ অভিমান, নী, ২৯২
১৩ দিনু, ঐ
১৪-১৪ চণ্ডিদাসেতে, ২৯২; চণ্ডীদাষ বড়ু, ২৯৮

দ্রষ্টব্য:—২৯২ পুথিতে পদের ভণিতায় "বড়ু" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

[৭৮৫]

শ্রী[১]

কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে[২] অন্তর।
যাহারে মরমী কহি[৩] সে বাসয়ে পর ॥
আপনা[৪] বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এতদিনে বুঝিনু[৫] সে ভাবিয়া অন্তরে ॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয়[৬] মোরে ॥
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে[৭] ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাই[৮] আপনা[৯] বলিয়া ॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি[১০] কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে.

নী. ৩৭২; তরু, ৪৮১

১ পদটি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।
২ জানে, নী
৩ বাসি, তরু (পাঠাং)
৪ আপনার, তরু

৫ বুঝিলুঁ, তরু

৬ দেই, ঐ (পাঠা°)

৭ মনেন্ত, তরু

৮ নাহি, নাগ্রি, ঐ (পাঠা°)

৯ আপন, নী

১০ যুগতি, তরু

টীকা

পঙ্—১। তু°—

"কাহারে কহিব, মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত।"
(নী, ৩৫৮ সং পদ)

অথবা—

"কাহারে কহিব, কেবা পতিয়াব, আমার যাতনা যত।"
(প্রথম খ° ৩৯৩ সং পদ)

২। কারণ—

"সুজন দেখিয়া, পীরিতি করিলুঁ, পরিণামে এত জ্বালা।"
(ঐ, ৩৯৫ সং পদ)

৩-৪, ৭-৮। তু°—

"ভাবিয়া দেখিনু, এ তিন ভুবনে, আপনা বলিব কায়।"
(ঐ, ৩৯৯ সং পদ)

৫-৬। তু°—

"মনের বেদনা, কহিতে কহিতে, দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।"
(ঐ, ৩৯৬ সং পদ)

৯। তু°—

"এ দেশে না রব সই, দূর দেশে যাব।"
(নী, ৩১০ সং পদ)

টীকা

দ্রষ্টব্যঃ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার যোগিনী হইবার কথা আছে বলিয়াই এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না। এই ভাব যদি বড়ু চণ্ডীদাসেরই নিজস্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী যে কোন কবি তাহা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিতে পারেন, এ জন্য দ্বিজ ভণিতা থাকা সত্ত্বেও বড়ুকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। উপরের টীকায় এই পদের প্রত্যেক পঙ্ক্তির ভাব-সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, দ্বিজ স্থানে বড়ুর পরিকল্পনা সম্পূর্ণই অনাবশ্যক।

এই পদটি তরুতে সখীর প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

[৭৮৬]

সুহই[১]

আনিল[২] অমিয়া-পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন[৩] মিঠ তেয়াগিয়া ॥
তিতায়[৪] তিতিল দেহ মিঠ হবে কেন।[৫]
জ্বলন্ত অনলে[৬] যেন পুড়িছে পরাণ ॥[৭]
বাহিরে অনল[৮] জ্বলে দেখে সব লোকে।
অন্তর[৯] জ্বলিয়া[১০] উঠে তাপ লাগে বুকে ॥
পাপ দেহের তাপ মোর[১১] ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে[১২] চণ্ডীদাসে ॥[১২]

নী, ৩৫৯ ; বিপ্, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ যথা রাগ, ২৯৮

২ আনিয়া, ২৯২, ২৯৮

৩ কেন, ২৯২ ; যাতে ২৯৮

৪ তিতায়ে, ২৯২

৫ কেনে, ২৯২

৬ আনলে, ২৯২

৭ পরাণে, ২৯২

৮ আনল, ২৯২, ২৯৮

৯ অন্তরে, ২৯৮

১০ পুড়িয়া, নী

১১ বাদ, ২৯২, ২৯৮

১২-১২ চণ্ডীদাশে ভাষে, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-৩। তু°—

"পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।"

(নী, ৩৩৪ সং পদ)

পানা—সং—পানক হইতে, শর্করাদি মিশ্রিত পানীয় (শব্দকোষ), যেমন চিনিপানা, মিস্রিপানা ইত্যাদি। দুগ্ধে মিশ্রিত অমৃতবৎ পানীয় আমার নিকট তিক্ত বোধ হইল।

৪। তু°—"কাহারে কহিব মনের আগুন
জলিয়া জলিয়া উঠে।"

(ঐ, ৩২৭ সং পদ)

৫-৬। তু°—

"বন পোড়ে বলে বনে আগুনি
দেখয়ে জগৎ লোকে।
এ বড়ি বিষম শুনগো সজনি
জলে উঠে বিনি ফুকে॥"

(ঐ, ৩২৬ সং পদ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥"

(ঐ, ২৯৪ পৃঃ)

এবং

"একেঁ দহদহ ঘসির আগুন
আরে কেনা জালে ফুকে।"

(ঐ, ৩৪৯ পৃঃ)

এইরূপ বিরহানলের পরিকল্পনা বিদগ্ধমাধবেও রহিয়াছে। যথা—"নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনম্।"

এবং ইহারই অনুবাদে রাধার পূর্ব্বরাগ-বর্ণনায় চণ্ডীদাসের পদে—

"বিষম বাড়ব- অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল।"

(পূর্ব্ববর্ত্তী, ৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)

এইপ্রকার ভাবসাদৃশ্য কবিগণের অভিন্নত্ব সূচিত করে না, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাব অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কবিগণ পদ রচনা করিতে পারেন। অতএব এইরূপ ভাবসাদৃশ্য দেখিয়াই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করিবার কোনই হেতু নাই।

---

[৭৮৭]

পঠমঞ্জরী[১]

একে কাল হৈল মোর[২] নয়লি[৩] যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন।
আর কাল হৈল মোর[৪] কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর[৫] যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর[৬] গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই[৭] শুনে[৮] যে[৮] কাহিনী।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে[৯] কহে না কহ এমন।
কারু[১০] কোন দোষ নাই সব[১১] এক জন।

নী, ৩৬০ ; তরু, ৯৪৫

১ পটমঞ্জরী, নী ২ মোরে, তরু
৩ নহুলি, তরু ৪ মোরে, তরু
৫ মোরে, তরু ৬ মোরে, তরু
৭ নাহি, তরু ৮-৮ শুনয়ে, নী

৯ চণ্ডীদাস, নী কার, নী
১১ সবে, তরু

টীকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯২ সং পুঁথি হইতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত পদটি আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম (ঐ, ১৩৩৯, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য):—

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল॥
আর কাল হইল মোরে পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জোবন॥
আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল॥
ইত্যাদি।

এই পদের প্রথম চারি পঙ্ক্তির সহিত আলোচ্য পদটির প্রথম চারি পঙ্ক্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া দ্বিজ ভণিতার এই সম্পূর্ণ পদটিকেই বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই গ্রন্থের ৪৬৩ সং পদে আছে—

"আজু নিজ দেহ দেহ করি মানি
আজু গেহা ভেল গেহা।
* * * *
আজু মলয়গিরি মন্দ পবন বহ
আকাশে উদিত হউ চন্দা।
অবহু মউরগণ নাদ সাধে করু
কোকিল কুহহু ধন্ধা॥" ইত্যাদি।

ইহার সহিত বিদ্যাপতির একটি পদের ভাব-সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই পদটি বিদ্যাপতি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অনুকরণে এই পদ রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের যে কোন পদ পরবর্ত্তী কবিগণ-কর্ত্তৃক অনুকৃত হইতে পারে। আলোচ্য পদটিতেও এইরূপ অনুকরণের নিদর্শন রহিয়াছে মাত্র, কিন্তু সে জন্য সম্পূর্ণ পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না।

নচ-র পাঠান্তরে এই পদের ভণিতার দুই পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নোদ্ধৃত দুই পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে—

প্রাণ সই নিবেদন করি।
নিশ্চয় কহিনুঁ জলে প্রবেশিয়া মরি॥

ইহার উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন— "অনুমান হয়, মূল রচনায় এই পয়ারটিই ছিল, উপরে নী-ধৃত ও আমাদের পাঠে প্রদত্ত ভণিতার পয়ারটি পরবর্ত্তী কালের।" দ্বিজ ভণিতার উৎপত্তি যে পরবর্ত্তী কালে হইয়াছে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

[৭৮৮]

ধানশী[১]

কাহারে কহিব মনের মরম[২]
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা[৩]
সদাই[৪] চমকে[৫] চিত॥
গুরুজন[৬] আগে দাঁড়াইতে[৭] নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক্[৮] নেহারিতে
সব[৮] শ্যামময়[৮] দেখি॥
সখীর সহিতে জলেরে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল[৯]
তাহে কি পরাণ রয়।
কুলের ধরম[১০] রাখিতে নারিনু[১১]
কহিনু[১২] সবার[১৩] আগে[১৪]।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর[১৫]
সদাই হিয়ায়[১৬] জাগে॥

নী, ৩৫৮; বিপু, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি।

১ যথারাগ, ২৯৮

২ কথা, ২৯২

৩ বেদন, ২৯২

৪-৪ সদা চমকয়ে, ২৯২

৫ গুরুজনা, ২৯৮

৬ ভাড়াইতে, ২৯২, ২৯৮

৭ দিগ, ২৯২, ২৯৮

৮-৮ সকল শ্যাম, ২৯৮; শ্যামময় সব, ২৯২

৯ টলমল, ২৯২, ২৯৮

১০ ভরম, ২৯২

১১ নারিলু, ২৯৮

১২ কহিলু ২৯৮; কহিলাম, নী

১৩ সভার, ২৯২, ২৯৮

১৪ মাঝে, ২৯২, ২৯৮

১৫ নাগর, ২৯৮

১৬ হিয়ার মাঝারে, ২৯৮

টীকা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সং পুথি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই পদটি "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"তে রামচন্দ্রের ভণিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ইহাকে জ্ঞানদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যাইতেছে (নচ, ১৯০ পৃঃ)। অতএব এই পদের রচয়িতার সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

[৭৮৯]

শ্রীঃ

যাহার সহিত যাহার পীরিতি
সেই সে মরম জানে।
লোক-চরচায় ফিরিয়া না চায়[২]
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহ[৩]-কর্ম্মে থাকি সদাই চমকি
গুমরে গুমরে মরি।[৩]
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা[৪] গঞ্জয়ে নানা[৪]
তাহা বা[৫] কাহারে[৬] কই।[৬]
মরণ সমান করে অপমান
বন্ধুর লাগিয়া[৭] সই।[৭]
কাহারে কহিব কেবা পীত্যাইব[৮]
কে জানে মরম[৯]-দুখ।
চণ্ডীদাসে[১০] কয়[১০] আশয়[১১] ছাড়হ[১১]
তবে সে পাইবে সুখ॥

নী, ৩৬২; বিপু ২৯৭।

১ বাদ, ২৯৭ ২ চাই, নী

৩-৩ গ্রহকাজ করিতে, গুমুরি আমার, ফুকুরিআ কান্দিতে নারি, ২৯৭

৪-৪ গুরুজন বলে কুবচন, ২৯৭

৫ কি, ২৯৭

৬-৬ কহিব কি, নী

৭-৭ কারণ সে, ঐ

৮ নিবারিবে, নী

৯ মনের, ২৯৭

১০-১০ চণ্ডীদাস কহে, নী

১১-১১ করহ ঘোষণা, ঐ

টীকা

পঙ্—৮। তু—"চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।"
নী-৩৪৬ সং পদ

৯-১০। "শাশুড়ীননদী গঞ্জে দিবারাতি
তাহা বা সহিব কত।"
নী, ২৯৮ সং পদ

[৭৯০]

শ্রী[১]

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি ফল পেলুঁ ।[২]
হিয়া দগদগি পরাণ[৩] পোড়নি[৩]
মনের[৪] আগুনে মলুঁ ॥[৪]
গোকুল-নগরে কেবা[৫] কি না করে[৫]
তাহে[৬] কি নিষেধ বাধা ।[৬]
সতী[৭] কুলবতী সে সব যুবতী[৭]
শ্যাম[৮]-কলঙ্কিনী রাধা ॥
এ ঘর দারুণ[৯] বিধি[১০] নিদারুণ
বসতি[১১] পরের বশে ।
হেন করে[১২] মন[১২] হউক মরণ
কি[১৩] আর জীবনে যশে ॥[১৩]
বাহির হইতে[১৪] লোক চরচাতে[১৫]
বিষ[১৬] মিশাইল[১৬] ঘরে ।
পীরিতি করিয়া[১৭] জগতে[১৮] বৈরিয়া[১৮]
আপনা[১৯] বলিব কারে[২০] ॥
রাধা[২১] বলি নাম কেহ নাহি লবে
এখনি এমনি মলে ।[২১]
চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে
[২২] সদয়[২২] হলে ॥

নী, ৩৬৫ ; বিপু, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪ ইত্যাদি ।

১ রাগ কামদ, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৭

২ পান্থ, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

৩-৩ মনের আগুনে, ২৯৭ ; °পুড়নি, ২৩৯৪, ২৮৯

৪-৪ দ্বিগুন পুড়িয়া মলুঁ, ২৯৭ ; মনু, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

৫-৫ কেবা না কি করে, ২৯৭

৬-৬ তাহারে নাহিক বাধা, ২৩৯৪ ; তাহে বা নিষেধ,° ২৮৯

৭-৭ সে সব যুবতি কুলবতি সতি, ২৩৯৪

৮ হাম, নী ; কানু, ২৯৭

৯ করণ, ২৩৯৪, ২৯৭

১০ বিহি, ২৯৭

১১ পীরিতি, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

১২-১২ করি মনে, ২৮৯

১৩-১৩ আর যত অপযশে, নী ; কি য়ার গোরব জসে, ২৩৯৪ ; কি য়ার জিবনে য়াসে, ২৮৯ ; কি আর জস অবজসে, ২৯৭

১৪ বেড়াতে, নী, ২৮৯

১৫ পরতীতে, ২৮৯

১৬-১৬ বিষম হইল, নী ; বিস জে হইনু, ২৩৯৪

১৭ বলিয়া, নী, ২৮৯

১৮-১৮ যতেক বৈরী, নী ; জগতের বৈরী ২৮৯

১৯ আপন, নী

২০ এই চারি পঙ্ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই

২১-২১ রাধা মেনে কেহ, নাম নাহি লবে, এখানে অমনি মলে, নী ; রাধিকা বলিয়্যা, নাম নাহি ধরে, থুইলে এমতি মল্যো, ২৩৯৪ ; রাধা বলি নাম, কেহ নাই ধরে, ঐথনে অোমনি মোল্যো, ২৮৯ ; রাধা বলি নাম, কেহ নাহি ধরে, এমনি এমনি মোলে, ২৯৭

২২-২২ বঁধু আপনার, নী, ২৮৯, ২৯৭

টীকা

পঙ—৫-৮ তু°—

"কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী।"
নী. ৩৫৪ সং পদ

৭৯৩ সং পদও দ্রষ্টব্য।

১৩-১৪। তু°—"বিষ মিশাইল যেন এ ঘর-করণে।"
৭৮০ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি কিছু রূপান্তরিত ভাবে নী, ৩৬৪ সং পদরূপে এবং তরুর ৯২০ সং পদরূপেও পাওয়া যাইতেছে। ঐ দুইটি পদ ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল।

[৭৯০ক]

মুঞি মৈলুঁ মৈলুঁ মরিয়া গেলুঁ
ঠেকিলুঁ পীরিতি-রসে।
এ ঘর-করণ বিহি নিদারুণ
সকলি পরের বশে ॥
কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পাইলুঁ।
হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি
মনের আগুনে মৈলুঁ ॥

তরু, ৯২০ সং পদ।

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পানু।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মনু ॥
মরিনু মরিনু মরিয়া গেনু
ঠেকিনু পীরিতি-রসে।
আর কেহ জানি এ রসে ভুলে না
ঠেকিলে জানিবে শেষে ॥
এ ঘরকরণ বিহি নিদারুণ
বসতি পরের বশে।
মাগ এই বর মরণ সফল
কি আর এ সব আশে ॥
এখনি জানিলে আর কি জানিবে
জানিবে পীরিতি শেষে।
অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে
তাহা জানে চণ্ডীদাসে ॥

নী, ৩৬৪ সং পদ।

[৭৯১]

সুহই

জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব ॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিবে ॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি।
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি ॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া ॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে ॥
ভাল মন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন।
তেঁই সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয় ॥
নী, ৩৮৯

পঙ্—১। তুং—
"জনম গোয়ানু বিরহ বেদনে
তিলেক নাহিক সুখ।"
(৩৫১ সং পদ)

পঙ্—২। তুং—
"নিশি দিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে।"
(৭৮১ সং পদ)

৫-৬। তুং—
"শপথি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে।
(নী, ৩১৬ সং পদ)

এবং—"ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব বঁধুর পাশে।"

(নী, ৩৭১ সং পদ)

২-১০। তু°—

"কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।"

(৭৫৮ সং পদ)

দ্রষ্টব্য :—পদটি ভাবে ও ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কিন্তু এই পদের অনুরূপ ত্রিপদী ছন্দে রচিত আর একটি পদ ৩৫৭ সং পদরূপে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী-তে সঙ্কলিত রহিয়াছে (পরবর্তী পদ দ্রষ্টব্য)। নচ-র দুইটি পাঠান্তরে ঐ পদে বড়ু ভণিতা দৃষ্ট হয় না, অতএব মূলে ঐ পদে বড়ু ভণিতা ছিল কি না সন্দেহজনক। "সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি" ইত্যাদি পদটির ন্যায় এই পদেও পয়ারকে ত্রিপদীতে পরিণত করিয়া পরে "বড়ু" শব্দ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

[৭৯১ক]

শ্রীগান্ধার[১]

জনম গোঁয়ানু দুঃখে কত না[২] সহিব[২] বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল বেথা কুলশীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব॥

কুলে দিলুঁ[৩] তিলাঞ্জলি গুরুদিঠে দিলুঁ[৪] বালি[৪]
কানু লাগি এমতি করিলুঁ।[৫]
ছাড়িলুঁ[৬] গৃহের সাধ কানু হৈল[৭] পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পালুঁ॥[৮]

অবলা কি[৯] জানে[৯] কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঞি সে আনলে পুড়ে মরে॥

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

নী, ৩৫৭ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

[১] গান্ধার রাগ, ২৯৮ [২-২] সহিবেক ৩৩০০
[৩] দিল, ২৯২ [৪-৪] দিলাম ধূলী, ২৯৮
[৫] করিনু, ২৯২ [৬] ছাড়িল, ঐ
[৭] কৈল, ২৯৮, নী [৮] পানু, ২৯২
[৯-৯] না গণে, নী

সখীর প্রতি আক্ষেপ

[৭৯২]

তুড়ি[১]

কানড়[২] কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে[৩] যার[৪] লাগে।
ছাড়য়ে[৫] সকল কাজ তেজে[৬] কুলভয় লাজ[৭]
মরয়ে[৮] কালিয়া অনুরাগে॥

সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন[৯]-কোণে না চাহিও[১০] তার[১১] পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ॥ধ্রু॥[১২]

আরতি[১৩] পীরিতি মনে যে করে[১৩] কালিয়া সনে
কথন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভস[১৪]কালা[১৫]
মন-[১৬]সূতে গাঁথি[১৬]মালা[১৭]
ভাবিয়া[১৮] জপিয়া[১৯] প্রাণ গেল॥

নিশিদিশি[২০] অনুখণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে[২১]জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন[২২] নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥

দারুণ মুরলী[২৩]স্বর[২৪] না মানে[২৫] আপন পর
মরম[২৬] ভেদিয়া[২৭] যার থাকে।
দ্বিজ[২৮] চণ্ডীদাসে[২৮]কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে[২৯] সেই[৩০] পাকে।

নী, ২৬০ ; তরু, ৭৯৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ইত্যাদি

১ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২ কা [ন] ড়, ২৯১ ; কাল, ২৯২
৩ নয়ানে, নী ; ২৯১, ২৯৩
৪ যদি, নী, তরু, ২৯১
৫ ছাড়ায়, নী, ২৯২ ; তেজিয়া, তরু ; ছাড়ায়ে, ২৯৩
৬ তেজি, নী
৭ এই পদাংশ তরুতে—"জাতি কুলশীল লাজ" রূপে আছে
৮ মরিব, নী ; মরিবে, তরু, ২৯১
৯ নয়নে, নী, ২৯১, ২৯৩
১০ চাহিয়, ২৯২, ২৯৩ ; চাহ, ২৯১, তরু
১১ তাহার, ২৯১
১২ বাদ, নী, ২৯১, ২৯৩
১৩-১৩ পীরিতি আরতি মনে°, নী ; আরতি জে করে মনে নিঠুর, ২৯২, ২৯৩
১৪ ভূষণ, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
১৫ মালা, ২৯২, ২৯৩
১৬-১৬ মনেতে গাঁথিয়া, নী, তরু ; ২৯১ (গলাতে°)
১৭ গো, ২৯২, ২৯৩
১৮ জাগিয়া, নী ; জপিয়া, ২৯২, ২৯৩
১৯ জাগিয়া, তরু, (পাঠা°)
২০ নিশি দিন, ঐ
২১ আনলে, নী, ২৯১, ১৯২, ২৯৩
২২ ছাড়ান, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৩ মদন, ২৯১
২৪ শর, ২৯২
২৫ জানে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৬ মরমে, নী, ২৯১
২৭ ভিজিয়া, ২৯১
২৮-২৮ চণ্ডিদাসেতে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৯ হইব, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
৩০ ঐ, ২৯১, ২৯২ (য়ই), ২৯৩ (অই)

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—

"তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ ধনী
কেবা কোথা দেখ ভাল আছে কেবা
পরাণে লইল টানি॥"

(৪৮৩ সং পদ)

৬-৯। কারণ—

"কালিয়া যে জন কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দর।
কালার সঙ্গেতে যে করে পীরিতি
পরিণামে হয়ে আর॥"

(৬৭০ সং পদ)

১৮। বিশ্ববিত্তালয়ের ২৯১, ২৯২, ২৯৩ সং পুথিতে ভণিতায় "দ্বিজ" নাই। নচ-র অনেক পাঠান্তরেও দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু একখানা পুথিতে "দ্বিজ শ্যামদাসের" ভণিতা পাওয়া যায়। অতএব এই ভণিতা সন্দেহজনক।

দ্রষ্টব্য:—তরুতে এই পদটি রূপানুরাগ পর্য্যায়ে, এবং নী-তে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

[৭৯৩]

সিন্ধুড়া[১]

(তোমরা[২] মোরে[২])
ডাকিয়া শুধাও[৩] না, প্রাণ আন[৪]-চান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হলুঁ[৫] দোষী ॥ধ্রু॥[৬]

গোকুল-নগরে কেবা কি না করে
তাহে[৭] কি[৭] নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহির[৮] হইতে[৯] লোক[১০]-চরচাতে[১০]
বিষ[১১] মিশাইল[১১] ঘরে।
পীরিতি[১২] করিয়া[১২] সব[১৩] হৈল[১৩] বৈরি
আপনা বলিব কারে ॥
তোমরা[১৪] আমার[১৫] পরম[১৬] ব্যথিত
জীবনে মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের[১৭] দোষী[১৮] হলে[১৯] সে কি[১৯]
ছাড়য়ে[২০] আপন অঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন গোকুলের[২১] কানু[২১]
সবাই আপনা বলে।
মো[২২] পুনি ইছিয়া[২২] নিছিয়া[২৩] লইলুঁ[২৩]
আন[২৪] জনমের[২৪] ফলে ॥
রাধা[২৫] বলি আর ডাকি না সুধাও[২৫]
এখনি[২৬] এখানে[২৬] মৈলে।
চণ্ডীদাসে বলে সকলি পাইবে
বঁধুয়া আপন হৈলে ॥

নী, ২৭০ ; তরু, ৮৪৩ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ইত্যাদি।

১ বাদ, সকল পুথি
২-২ বাদ, সকল পুথি
৩ শুধায়, ২৯১, ২৯২
৪ ২৯২ পুথিতে এই শব্দের জন্য কতকটা স্থান বাদ রাখা হইয়াছে, বোধ হয় লেখক শব্দটি কি হইবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই।
৫ হৈলাম, নী, তরু ; হলাম, ২৯১ ; হইলাম, ২৮৯
৬ একমাত্র তরুতে আছে।
৭-৭ তারে নাই, নী, ২৯২ ; তারে°, ২৯১
৮ বাহিরে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
৯ বেড়াতে, নী
১০-১০ লোকে চরচায়, তরু
১১-১১ বচন মিশাল, ২৯২
১২-১২ পীরিতি পীরিতি করি, নী, ২৯১, ২৯৮ ; °করি,; ২৯১
১৩-১৩ জগতের, তরু, নী (পাঃ) ; জগৎ হৈল, নী জগৎ হইল, ২৯১, ২৯৮
১৪ তুমি সে, ২৯১
১৫ পরাণের, তরু, নী, ২৮৯
১৬-১৬ বেথিত আছিলা, তরু ; মরম°, নী, ২৯৮
১৭ দোষ, নী
১৮ দোষিনী, তরু, নী (পাঃ)
১৯-১৯ হইলে, তরু, নী
২০ কে ছাড়ে, তরু
২১-২১ গোকুল কানাই, নী ; °কান, তরু, ২৯১
২২-২২ সো পুন°, নী ; আপনি নিছনি, ২৯২
২৩-২৩ লইয়া আপনি, ২৯২ ; লইল নিছিয়া, নী
২৪-২৪ অনাদি জনম, তরু ; অনেক জনম, ২৯৮
২৫-২৫ রাধা বলি ডাকি, শুধাইতে নাই, নী, ২৯২, ২৯১ ; ২৯৮ (রাধা বলি কেহ°)
২৬-২৬ এখনে এমানে, নী ; এখনি এইখানে, ২৯১ ; এমনি জেমতি, ২৯২ ; এমতি এখানে, ২৯৮

টীকা

পঙ্‌—৩-৬। তুং—

"এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥"

(৭৫১ সং পদ)

৭৯০ সং পদও দ্রষ্টব্য।

৭-৮। বাহিরে লোকে আমার এই প্রেম লইয়া এমন আলোচনা করিতেছে যে আমার ঘরে থাকা কষ্টকর হইয়া পড়িল।

১৩-১৪। নিজের অঙ্গ বিবিধ প্রকারে রোগদুষ্ট হইলেও যেমন লোকে তাহা ত্যাগ করিতে চায় না, সেইরূপ এই প্রেম করিয়া আমি অপরাধী হইলেও তোমরা আমার ব্যথার ব্যথী জীবনমরণের সঙ্গিনী সখীগণ আমাকে ত্যাগ করিও না।

১৭-১৮। যে কানুকে সকলেই আপনা বলিয়া ভাবে, আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বশতঃ আমি সেই কানুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি, অতএব আমাকে তোমরা দোষী করিতে পার না। অথবা, কানু বহুকান্তাপ্রিয়, এমন লোককে আমি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর, ছাড়িয়া যাইও না।

[৭৯৪]

সিন্ধুড়া

দেখিলে কলঙ্কিনীর[১] মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥[২]
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে[৩] দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥[৩]
কাল-মাণিকের মালা গাঁথি নিজ[৪] গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।[৫]
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাসে কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

নী, ২৭১ ; তরু, ৮৪৪

[১] কলঙ্কীর, নী
[২] হইবে, তরু
[৩-৩] তরুতে এই পঙ্‌ক্তিটি ৮ম পংক্তির স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং এই স্থানে—"এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া" আছে।
[৪] নিব, তরু [৫] পরিয়া, তরু

টীকা

ইহা রাধার আক্ষেপোক্তি। সখীরা রাধাকে কলঙ্কিনী বলিয়া তিরস্কার করিয়া কৃষ্ণকে ভুলিবার কথা বলিয়াছিল, তাহার উত্তরে রাধা সখীগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যখন এইরূপ বলিতেছ, তখন এই কলঙ্কিনীর মুখ আর দেখিও না; তোমরা ফিরিয়া ঘরে যাও, আর আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করি।"

[৭৯৫]

তুড়ি[১]

আগুনি[২] জ্বালিয়া[২] মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।[৩]
গরল ভখিব[৪] এখনি[৫] মরিব
নতুবা লউক[৬] যম॥[৩]
সই, জ্বালহ আনল চিতা।
সীমন্তিনী[৭] আনিয়া কেশ[৮] যে বান্ধিয়া[৮]
সিন্দুর দেহ[৯] যে[৯] সীঁথা॥

তমু তেয়াগিয়া সতী যে হইয়া[১০]
সাধিব মনেতে[১১] যত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি
আমারে সেবিবে কত॥

জানিবে[১২] তখন[১২] বিরহ-বেদন
পরের লাগয়ে যত।
তাপিত হইলে তাপ[১৩] সে জানিবে[১৩]
তাপ[১৪] যে লাগয়ে[১৪] কত॥

বিনা যে বেদন[১৫] না হয়[১৬] চেতন[১৭]
দরদে[১৮] দরদী নয়।
পর[১৯] দরদের দরদী জানয়ে[১৯]
সেই সে সুজন হয়॥

আপনি যে[২০] মরে কিবা[২১] করে পরে
দোস[২২] বলহে বা কেনে।
কাহার কারণ কে সহে মরণ
চণ্ডীদাস বলে[২৩] মনে॥[২৪]

নী, ২৭২ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮
২-২ গুরুজনে জড়িয়া, ২৯২
৩ মনে, ২৮৯
৪ ভখিয়া, ২৮৯ ; খাইব, ২৯২
৫ আপনি, নী ; মু পুন, ২৯২ ; সো পুন, ২৯৮
৬-৬ [*] ন্ধ শমনে, ২৮৯ ; নেউক,° ২৯২ ; নেউক শমন, ২৯৮ ; °শমন, নী
৭-৭ সীমন্তিনী,° নী ; সেমন্তি আনই, ২৯৮
৮-৮ কেশ সে বান্ধাই, ২৯৮ ; কেশেতে বান্ধাহ, ২৮৯ ; কেশ বাঁধিয়া, নী
৯-৯ দেহত, ২৮৯ ; দেয় সে, ২৯৮
১০ হইব, নী, ২৮৯
১১ মনের, নী, ২৮৯
১২-১২ তখনি জানিবে, নী, ২৯৮
১৩-১৩ এ তাপ যে জানে, ২৯২ ; °জানয়ে, নী
১৪-১৪ এ তপ করয়ে কত, ২৯২, °হয় যে,° নী
১৫ বেদনে, নী, ২৯২, ২৯৮
১৬ জানে, নী
১৭ চেতনে, নী, ২৯৮, ২৯২
১৮ দরদের, নী, ২৯৮
১৯-১৯ পরের বেদন দরদি যে জন, ২৯২
২০ বাদ, নী, ২৯৮
২১ কি, নী, ২৯৮ ; কি করিব, ২৮৯
২২-২২ সোদর নহে, নী, ২৯২
২৩ ভণে, ২৯৮
২৪ মেনে, নী ; মেন, ২৮৯, ২৯২

দ্রষ্টব্য:—এই পদের ভাবসাদৃশ্য প্রথম খণ্ডের ২৩৬ সং পদে এবং ইহার পরিশিষ্টের ৭ সং পদেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

[৭৯৬]

সই, কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার॥

মনু মনু মনু মনু গো সখি
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিনু
এমতি হবে কে জানে॥

সকল গোকুল হইল আকুল
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে পীরিতি করিয়া
কি হ'ল অন্তরে ব্যথা॥

স্থির হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলেতে পথ নাহি দেখি
মুখে না বাহিরায় রা॥
পীরিতি রতন পীরিতি যতন
পীরিতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণ বধিলে আমার॥
কে জানে কেমন পীরিতি এমন
পীরিতি কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজন সেহ সুখমন
কহে দীন চণ্ডীদাস॥

নী, ২৭৩

টীকা

পঙ্—২-৩। তু°—
"পশিয়া সে শ্যাম-শেল বাহির না ভেল"।
নী, ২৭৫ সং পদ

[৭৯৭]

ধানশী[১]

সজনি[২], না কহ ও সব কথা।
কালার[৩] পীরিতি[৪] যাহার[৫] অন্তরে[৫]
জনম অবধি[৬] ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি[৭] কালা।
তথাপি[৮] সে কালা অন্তরে জাগয়ে[৮]
কালা হৈল জপ-মালা॥
বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইয়া
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার[৯] আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন-বনে॥[৯]
ঘরে[১০] গুরুজন[১০] বলে কুবচন
না যাব লোকের[১১] পাড়া।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পীরিতি
জাতি কুল সব[১২] ছাড়া॥

নী, ২৭৪ ; তরু, ৯৩৩ ; বিপু, ২৯২, ২৯৩

[১] বাদ, ২৯২, ২৯৩
[২] সই, তরু
[৩] কালিয়া, নী
[৪] পীরিতি যার, ঐ
[৫-৫] যাহারে লাগিল, তরু ; মরমে লাগিয়াছে, নী ; "মরমে, ২৯৩
[৬] হইতে, তরু ; অবধি তার, নী
[৭] হেরি, নী
[৮-৮] দিবস রজনী আন নাহি জানি, নী ; রজনি দিবসে আন নাহি চিতে, ২৯২, ২৯৩ ; তভুত সে°, তরু
[৯-৯] গুরুগরবিত বিদিত করিব, পরিবাদ জেন জানে, ২৯২, ২৯৩
[১০-১০] গুরু পরিজন, নী, তরু
[১১] সে লোক, তরু ; ও ছার, ২৯২, ২৯৩
[১২] শীল, তরু

[৭৯৮]

সুহই[১]

সই, আর বা[২] সহিব[২] কত।
আপনা খাইনু[৩] ছাড়িতে নারিনু[৪]
হইতে নারিনু[৫] রত॥

ঝাঁপ যেই[6] দিয়া[7] জলেতে পশিয়া[8]
যমুনায় থাকিব মরি।
গোঠেতে[9] যাইতে ধেনু চরাইতে
সেখানে[10] দেখিবে[10] হরি ॥
এখনি তখনি বচন[11] দুখানি
পরিমাণ কিছু নয়।
কহিতে কহিতে সোণা যে বরিখে[12]
রাঙ্গের তুলনা নয় ॥
ধাউর[13] চতুর চোর[14] যে ছেছড়[14]
[15] সব যে মিছাই কয়।[15]
তাহার অধিক দ্বিগুণ চাতুরী
টীট ঢঙ্গেতে[16] কয় ॥
এমতি[17] নাগর গুণের সাগর
এমতি বচন[18] তার।[18]
এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে
কেবা[19] কোথা হৈল[19] পার ॥
চণ্ডীদাসে কয় ক্রোধা[20] যেবা হয়[20]
সেই[21] না এতেক[21] কয়।
আপনাকে[22] বুঝি মনেতে সমুঝি[23]
মনের মনেতে রয় ॥

নী, ২৭৬ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২
২-২ আর যে কহিব, নী, ২৯৮
৩-৩-৫ °লু, ২৯৮
৬ যে, নী, ২৯৮
৭ দিব, ২৯৮
৮ পশিব, ২৯৮
৯ গোঠে জে, ২৯৮
১০-১০ দেখিব সেখানে, ঐ
১১ চরণ, ২৯২, ২৯৮
১২ বরিখয়ে, ২৯৮
১৩ ধাঙ্গর, নী
১৪-১৪ চতুর জে চোর, ২৯২ ; চোর যে টীট নী
১৫-১৫ জে সব জে মিছাই কয়, ২৯৮
১৬ ঢঙ্গতে যে, ২৯২
১৭ যেমতি, ২৯২
১৮-১৮ বচনে তোর, ২৯৮
১৯-১৯ কে কোথা হইয়াছে, ২৯২
২০-২০ ক্রোধে কিনা ২৯২, ২৯৮
২১-২১ সেই ভয়েতে কে, ২৯৮ ; সেইত°, নী
২ আপনা, নী, ২৯৮
৩ সম্বরি, নী, ২৯৮

পঙ্—১-২। আমি আর কত সহ্য করিব! আমি নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি তথাপি কানুকে পরিত্যাগ করি নাই।

৪-৭। এখন আমি এই সঙ্কল্প করিয়াছি যে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া মরিয়া থাকিব, যেন গোষ্ঠে ধেনু চরাইতে যাইবার কালে আমার মৃতদেহ কানুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে (যাহা জীবিত অবস্থায় আমি করাইতে পারি নাই)।

৮-১১। তাহার কথার কোন স্থিরতা নাই; ইহা এখন এক প্রকার এবং তখন (অন্য সময়) অন্য প্রকার হয়, অতএব ইহার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। কহিবার সময় মনে হয় যে তাহা খাঁটী সোনা, এবং তাহাতে রাঙ্গের ভাজও নাই, কিন্তু পরে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তু°—"তোমার বচন পাষাণ নিশান, এবে সে রাঙ্গের পারা" (২৩৮ সং পদ)।

১২-১৫। চতুর, ধাউর, চোর, ছেছড়, ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু শঠচূড়ামণি কানু ইহাদের সকলের চেয়েও দ্বিগুণ চতুরতার সহিত বিবিধ ঢঙ্গে কথা বলিয়া থাকে। উজ্জ্বলনীলমণির মানপ্রকরণে বলা হইয়াছে যে, ক্রোধবশতঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কপটশিরোমণি, খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত্ত প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন (ঐ, ৯১০ পৃঃ)।

[৭৯৯]

তুড়ি[১]

পাশসিতে চাহি তারে পাশরা[২] না যায়[২] গো।
না দেখি তাহার রূপ মন[৩] কেনে[৩] টানে গো ॥
পথে চলি যাই যদি চাহি লোক পানে গো।
তার কথায় না রয়[৪] মন, তারে কেন[৫] টানে গো ॥
খাইতে যদি বসি তবে খাইতে না[৬] পারি[৬] গো।
কেশ পানে চাহি[৭] যদি[৭] নয়ান কেন[৮] ঝোরে[৮] গো।
বসন পরিয়া[৯] থাকি চাহি[১০] বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা[১১] মনে ঝাপে [১১] গো ॥
না জানি কি হৈল মোর[১২] কোথা আমি যাব গো।
না[১৩] জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥[১৩]
চণ্ডীদাসে[১৪] কহে মন[১৫] নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা[১৬] লাগি আছে[১৬] গো ॥

নী—২৭৭ ; বিপু, ২৯৮

১ জথারাগ, ২৯৮ ২-২ পাষরিতে নারি, ঐ
৩ মনে কেন, নী ৪ রহে, ২৯৮
৫ কেনে, ঐ ৬-৬ নারি কেনে, ঐ
৭-৭ চাহিলে, নী ৮-৮ ঝুরে কেনে, ২৯৮
পরি, ঐ ১০ জদি চাহি, ঐ
১১-১১ সদাই ঝাপে মোরে, ঐ
ঘরে, ঐ ১৩-১৩ বাদ, ঐ
১৪ চণ্ডীদাস, নী ১৫ মনে ঐ
১৬-১৬ লাগীয়া আছত্র, ২৯৮

[৮০০]

শ্রীগন্ধার[১]

কাল জল ঢালিতে[২] কালিয়া[৩] পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে[৪] স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া[৫] বেশ নাহি করি।
কাল[৬] অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥[৬]
আলো[৭] সই[৭], মুই গণিলুঁ[৮] নিদান।
বিনোদ[৯] বঁধুয়া বিনে[১০] না রহে পরাণ ॥ধ্রু॥
মনের দুঃখের[১১] কথা মনে সে[১২] রহিল।
পশিয়া[১৩] সে[১৪] শ্যাম[১৪]-শেল বাহির না ভেল ॥
চণ্ডীদাসে[১৬] কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল[১৭] দগধে পরাণ ॥

নী, ২৭৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি।

১ সুহই, নী ; বাদ, ২৯১, ২৯২
২ ২৯২ পুথিতে ইহার পরে "সই" আছে।
৩ কালাচান্দ, ২৯৮
৪ শয়ন, ২৯১, ২৯৮
৫ এলুইআ, ২৯১ ; এল্যাইয়া, ২৯২ ; আলুয়াঞা, ২৯৮
৬-৬ করে কর জুড়িয়া কাজল নাহি পরি, নী
৭-৭ সই আল, ২৯১, ২৯২ ; সইলো, ২৯৮
৮ শুনিলু, নী ; শুনিলাঙ, ২৯১ ; গনিলাম, ২৯৮
৯ বিনদ, ২৯১, ২৯২ ১০ বিনু, ২৯২
১১ মরম, নী ১২ তে, ২৯১
১৩ ফুটিয়া, নী ; ফুটিল, ২৯১, ২৯২
১৪-১৪ শ্যামের, ২৯১, ২৯২
১৫ হৈল, ২৯১ ; হইল, ২৯৮
১৬ চণ্ডীদাস, নী ১৭ শ্যামশেল, ২৯৮

[৮০১]

বরাড়ি[১]

কানড়[২] কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড়ি[৩] মরমে[৪] মোর[৫] বেথা।[৬]
যেখানে সেখানে যাই সদাই[৭] শুনিতে পাই[৭]
কাণে কাণে অই সব কথা ॥[৮]

সই[৯], লোকে বলে কালা-পরিবাদ।[৯]
কালার[১০] ভরমে হাম[১০] জলদে[১১] না হেরি গো[১১]
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥ধ্রু॥[১২]
যমুনা সিনানে যাই আঁখি তুলি[১৩] নাহি চাই[১৪]
তরুয়া[১৫] কদম্বতলা পানে।[১৫]
যেখানে[১৬] সেখানে[১৬] থাকি[১৭]
বাঁশীটি শুনিয়ে[১৮] যদি[১৮]
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে ॥
চণ্ডীদাসে[১৯] ইথে কহে[১৯] সদাই অন্তরে[২০] রহে[২০]
পাশরিলে না যায় পাশরা।
দেখিতে[২১] দেখিতে[২১] হরে[২২]
তনু[২৩] মন[২৩] চুরি[২৪] করে[২৪]
না চিনিলুঁ[২৫] কালা কিবা[২৬] গোরা ॥

নী, ২৭৮; তরু, ৯০৫; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ সুহই রাগ, ২৯২

২ কালা, ২৯২; কাল, ২৯১, ২৯৮

৩ বড়, তরু, ২৯৮ ৪ মনের, তরু

৫ মন, তরু, নী ৬ ব্যথা, নী

৭-৭ সকল লোকের ঠাঞি, তরু, নী (°ঠাঁই); শুদাই°, ২৯১

৮-৮ কাণাকাণি শুনি এই কথা, তরু, নী; °কানে কহে ওনা কথা, ২৯১; কানাকানী কি কহে ওনা কথা, ২৯৮

৯-৯ দারুণ লোক বলে মোরে কালা°, ২৯১; দারুণ লোকেতে বলে কালা°, ২৯২,২৯৮ (°মোরে বলে°)

১০-১০ তাহার বরণ ভ্রমে, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১১-১১ জলদ শ্যামের সনে, ২৯২, ২৯৮; জলদ না হেরিয়ে, ২৯১

১২ বাদ, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১৩ মেলি, তরু

১৪ দুটি আঁখি তুলি নাঞি, ২৯১

১৫-১৫ চাই তরুয়া কদম্ব পানে, ২৯১

১৬-১৬ যথা তথা বসে, তরু

১৭ আমি, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১৮-১৮ শুনিলে লো, ২৯১, ২৯২, ২৯৮; শুনিয়া গো, নী

১৯-১৯ বড়ু°, তরু (পাঠা); চণ্ডীদাসেতে°, ২৯১; চণ্ডীদাসেতে কয়, ২৯২; দ্বিজ চণ্ডীদাসে, ২৯৮

২০-২০ অন্তর দহে, তরু; °রয়, ২৯২

২১-২১ জপিতে জপিতে, নী

২২ হরি, নী, ২৯৮

২৩-২৩ প্রাণ জে, ২৯১

২৪-২৪ করে চুরি, নী, ২৯৮

২৫ চিনিয়ে, তরু; চিনি যে, নী; চিহ্নিলাম, ২৯৮; চি [নি] লাঙ, ২৯১

২৬ কিম্বা, নী; কি, ২৯১, ২৯৮; কিয়ে, ২৯২

টীকা

প —১ কন্দোট হইতে কানড়, নীলপদ্ম (জ্ঞানেন্দ্র) পাঠান্তরের "কাল" শব্দ তুলনীয়।

৩-৫। তু°—

"সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিঞা দিল
রাধিকা কাহাঞির সঙ্গে আছে।"
(কৃঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ)

৭। তু°—

"কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি" (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ)।

১২। তরুর পাঠান্তরে "বড়ু চণ্ডীদাসে" রহিয়াছে; ২৯৮ সং পুথির্তে "দ্বিজ" পাঠ পাওয়া যায়, এবং তরু, নী, ২৯১, ২৯২ সং পুথিতে শুধু "চণ্ডীদাস" পাঠই ধৃত হইয়াছে। আবার নচ-র একটি পাঠান্তরেও রাজীবলোচনের ভণিতা মিলিতেছে (ঐ, ১২১ পৃঃ)। অতএব এই পদের ভণিতা সন্দেহজনক।

[৮০২]

সুহই[১]

এই[২] ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।[২]
না[৩] জানি কানুর-প্রেম[৩] তিলে[৪] পাছে টুটে ॥[৪]
গড়ন[৫] ভাঙ্গিতে সই[৬] আছে কত খল।[৭]
ভাঙ্গিলে[৮] গড়িতে[৯] পারে সে বড়[১০] বিরল ॥[১০]
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদমুখের[১১] মধুর হাসে[১২] তিলেক জুড়াই ॥[১৩]
এমন[১৪] বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।[১৫]
হাম[১৬] নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥[১৬]
চণ্ডীদাস বলে[১৭] রাই[১৮] ভাবিছ অনেক।
তোমার পীরিতি বিনে না[১৯] জীবে[২০] তিলেক ॥

নী, ২৭৯, ২৮০ ; তরু, ৮৯৪ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[১] বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[২-২] সই, মনে মোর এই ভয় উঠে, নী ; সই মনে ভয় বড় উঠে, ২৮৯ ; সই, এই মনে ভয় উঠে, ২৯২ ; সই মোনে অই ভয় বড় উঠে, ২৯৮

[৩-৩] শ্যাম বঁধুর পীরিতিখানি, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[৪-৪] তিলে জানি টুটে, তরু ; °জনি ছুটে, নী (২৮০ পৃঃ) ; তিলেক°, ২৮৯ ; তিলেক নাহিক ছুটে, ২৯২ ; তিলেক পাছে জানি°, ২৯৮

[৫] গঢ়ন, ২৮৯ [৬] বন্ধু, ২৮৯ ২৯২, ২৯৮

[৭] জন, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[৮] ভাঙ্গিয়া, তরু, নী (২৮০ পৃঃ)

[৯] গঢ়িতে, ২৮৯

[১০-১০] বড়ি সুজন, ২৮৯ ; °সুজন, নী, ২৯২, ২৯৮

[১১] চাঁদ মুখে, তরু (পাঠা) [১২] হাসি, তরু

[১৩] এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৮৯, ২৯২, ২৯৮ পুথিতে এবং নী ২৭৯ সং পদে নাই।

[১৪] সে হেন, তরু ; এ, ২৯৮, নী (২৮০ পৃঃ)

[১৫] ভাঙ্গাবে, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[১৬-১৬] অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে, নী (২৭৯), ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[১৭] কহে, তরু, ২৮৯, ২৯৮, নী (২৮০ পৃঃ)

[১৮] রাধে, নী [১৯] সে, নী (২৮০ পৃঃ)

[২০] জীবে, নী

টীকা

এই একটি পদ হইতে নী-র ২৭৯ ও ২৮০ সংখ্যক পদদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ২৮০ সংখ্যক পদটির পাঠ ও তরুর ৮৯৪ সং পদের পাঠ প্রায় অভিন্ন। তাহাই অবলম্বন করিয়া এখানে পাঠ উদ্ধৃত হইল।

সখী সম্বোধনের এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

[৮০৩]

ধানশী[১]

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পীরিতি ঝুরি দিবা রাতি
সদাই[২] চমকে[২] চিত ॥
সই, ছাড়িতে নারি[৩] যে[৩] কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্ক[৪]-ডালা ॥
মাথায়[৫] করিয়া দেশে দেশে ফিরে[৬]
মাগিয়া খাইব তবে।
সতী চরচার কুলের বিচার
তবে সে আমার যাবে ॥
চণ্ডীদাস[৭] কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পীরিতি করে।
পীরিতি লাগিয়া মরয়ে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে ॥[৭]

নী, ২৮২ ; বিপু, ২৯২

[১] বাদ, ২৯২ [২-২] সদা চমকায়, ২৯২

[৩-৩] নারিব, ২৯২ [৪] কলঙ্কের, নী

[৫-] মাথায়ে, ২৯২ [৬] ফিরিয়া, ২৯২

[৭-৭] এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই; তাহার পরিবর্ত্তে এখানে নী—৩৫৪ সং পদটী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ পদটি তরুতেও ৮৮৬ সং পদরূপে পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ছন্দের পার্থক্যের দরুণ আমরা ইহাকে পৃথক্ পদরূপেই ধরিয়া লইতেছি।

[৮০৪]

ধানশী

অগো সই, কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া
কেবা যাবে পরতীত ॥
খাইতে পীরিতি শুইতে পীরিতি
পীরিতি স্বপনে দেখি।
পীরিতি লহরে আকুল হইয়া
পরাণ পীরিতি সাগী ॥
পীরিতি আঁখর জপি নিরন্তর
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া
নিছিদ দিলাম কুল ॥
চণ্ডীদাস কয় অসীম পীরিতি
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া যতেক রাখিয়ে
পীরিতি পাইবা তত ॥

নী ২৮৩ ; অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

[৮০৫]

তুড়ি

আমার মনের কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেমে কুটিলতা রীত।
কুল-ধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত ॥

নী, ২৮৪ ; অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

[৮০৬]

ধানশী[১]

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা ॥
সই, ছাড়িতে বল[২] যদি[২] তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে ॥ধ্রু॥[৩]
যে দিন যেখানে যেই[৪] সব লীলা
করেন কালিয়া কানু।[৪]
সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া[৫] রহিনু[৬]
শুনিতাম[৭] ও মৃদু[৭] বেণু ॥
এতরূপে নহে হিয়া পরতীত
যাইতাম[৮] কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাসে কহে এত[৯] প্রাণে সহে[৯]
বিষম[১০] বিষের জ্বালা ॥

নী ২৮৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি   ২-২ নারিব, নী

৩ বাদ, নী, ২৯১

৩-৪ জে সব রিতি লীলা করে কালা কানু, ২৯২, ২৯১

৫ হৈয়া, নী   ৬ রহিথাম, ২৯২ ; রহিতু, ২৯১

৭-৭ শুনিতাঙ মধুর, ২৯১   ৮ জাইতাঙ, ২৯১

৯-৯ এত কি পরাণে সয়, ২৯২ ; প্রাণে নাহি শজ, ২৯১

১০ বচন, ২৯২, ২৯১

টীকা

পঙ্—২-৬। তু°—

"কুজন বচনে ছাড়িব কেমনে
সেহেন গুণের নিধি।"
(নী—২৮১ সং পদ)

[৮০৭]

সিন্ধুড়া[১]

বলে[২] বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।[২]
ছাড়িতে নারিব আমি[৩] শ্যাম চিকণ ধন ॥
সে রূপ-লাবণি[৪] মোর হিয়ায় লাগি[৫] আছে।[৫]
হিয়া[৬] হৈতে[৬] পাঁজর কাটি[৭] ল'য়া[৮] যায় পাছে ॥
সখি[৯] এই ভয় মনে বড়[৯] বাসি।
অচেতন[১০] নাহি থাকি, জাগি দিবানিশি ॥ধ্রু॥[১১]
অলসে আইসে নিঁদ যদি দুটি আঁখে।[১২]
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া কাঁখে ॥[১৩]
এমন পিয়ারে মোর[১৪] ছাড়িতে লোকে[১৪] বলে।
তোমরা বলিবে[১৫] যদি[১৫] খাইব গরলে ॥
কানু[১৬]-রূপের[১৬] নিছনি নিছিয়া দিলু[১৭] 'কুল।[১৭]
এত দিনে বিহি[১৮] মোরে হৈল অনুকূল ॥[১৯]
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক[২০] দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি ঝুরে ॥
চণ্ডীদাসে[২১] বলে রাই এমতি চাহ[২২] বটে।
সুঘরের[২৩] পীরিতি হৈলে কভু[২৪] নাহি[২৪] টুটে ॥[২৫]

নী, ২৮৬ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৯২

২-২ বোলে বা না বোলে কেনে গৃহের গুরুজন, ২৯২, ২৯৮ (°গৃহে°)

৩ মুক্তি   ৪ লাবণ্য, ২৯৮

৫-৫ লাগিয়াছে, ২৯২, ২৯৮

৬-৬ হিয়ায় হইতে, ২৯৮   ৭ কাটীঞা, ২৯৮

৮ লইয়া, নী ; বাদ, ২৯৮

৯-৯ °ভয় বড, ২৯২ ; সেই এই ভয় এই বড় মনে, ২৯৮

১০ অচেতন, নী,   ১১ বাদ, নী, ২৯২

১২ আখি, ২৯৮   ১৩ রাখি, ২৯৮

১৪-১৪ জেই ছাড়িবারে, ২৯২ ; মোয় ছাড়িতে, ২৯৮

১৫-১৫ °তবে, ২৯২ ; জদি বল, ২৯৮

১৬-১৬ কাল রূপে, ২৯২   ১৭-১৭ দিনু কুলে, নী

১৮ বিধী, ২৯২   ১৯ অনুকূলে, নী

২০ জাউ, ২৯২ ; জাকু, ২৯৮

২১ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২

২২ সে, ২৯২   ২৩ সুগড়ের, ২৯২

২৪-২৪ পিরিতি কি, ২৯২   ছুটে, ২৯২

[৮০৮]

দাস পাড়িয়া[১]

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন কিবা[২] আমি নিলু গো ॥[২]
কারো সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবুত[৩] দারুণ লোকে কহে[৪] নানা কথা[৪] গো ॥

তার সনে মোর দেখা নাহি[৫] পরিচয়[৫] গো।
দেখা[৬] হইলে কইত যদি তার বোল সইত গো ॥[৬]
মিছা কথা ক'য়া[৭] পরের মন ভারি করে গো।
পরকুচ্ছায় ধরম মেনে কেমন করি সয় গো ॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছে কথা কয় গো।
আপন[৮] মনে বুঝে দেখ হয় কি না হয় গো ॥[৮]

নী, ২৭৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৯২, ২৯৮

২-২ দিলাম আমি গো, নী ; নিল কোন পাকে গো, ২৯৮

৩ তথাপি, ২৯২

৪-৪ সেই কথা কয়, ২৯২ ; মিছা কথা কয়, ২৯৮

৫-৫ নাই মিছা কথা রটে, নী, ২৯২

৬-৬ মুখ ঠাটে কথা কয় পাজর ফেটে জায় গো, ২৯২ ; ২৯৮ পুথিতে এইস্থানে—"একে নারি কুলের বৈরি দেখিতে নারে ঘরে গো" আছে ; এবং এই পঙ্ক্তিটি ২৯২ পুথিতেও ইহার পরে আছে

৭ কইয়ে, নী

৮-৮ হয় কি না হয় মনে আপনা বুঝি দেখ গো, নী ; হয় কি না হয় আপন মনে বুঝে দেখি গো, ২৯৮

[৮০৯]

তুড়ি[১]

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
মনের[২] বেদনা[২] জানয়ে[৩] যে জনা[৩]
তাহারে[৪] পরাণ দি[৪] ॥
সই[৫], কহিতে বাসি যে ডর।[৬]
যাহার[৭] লাগিয়া সব[৮] তেয়াগিলুঁ[৮]
সে কেন বাসয়ে পর ॥ধ্রু॥
কানুর পীরিতি ভাবিতে[৯] ভাবিতে[৯]
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন[১০]
আসিতে যাইতে কাটে ॥
সোনার গাগরী যেন[১১] বিষ ভরি[১১]
দুধে[১২] পূরি তার মুখ।[১২]
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ ॥
চণ্ডীদাসে কয়[১৩] শুনহ[১৪] সুন্দরি[১৫]
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম-বঁধু সনে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে ॥

নী, ২৮৮ ; তরু, ৯৫৭ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ২৯৮, ৩২৫ ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথিতে ; ধানশী, তরু।

২-২ অন্তর°, নী ; অন্তরের°, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ; অন্তরে°, ২৯৮ ; অন্তর বাহির, ৩২৫, তরু

৩-৩ যেজন জানয়ে, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩২৫

৪-৪ পরাণ কাটিয়া দি, নী ; তাহারে পরাণ কাটিয়া দি, ২৯১ ; পরাণ কাটিয়া দি, ২৯২, ২৯৩

৫ সুনল সই, ২৯২, ২৯৩। তরুতে এই ৩ পঙ্ক্তি পদের প্রথমে আছে

৬ এই পঙ্ক্তি হইতে পরবর্ত্তী ৬ পঙ্ক্তি ৩২৫ পুথিতে নাই

৭ তাহার, ২৮৯, ২৯১

৮-৮ সকল ছাড়িলু, ঐ

৯-৯ বলিতে বলিতে, নী, ২৯১ ; কহিতে কহিতে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩ ; কহিতে শুনিতে, তরু

১০ পিরিতি, ২৯১, ২৯৮

১১-১১ তাথে বিস পুরি, ২৮৯ ; বিথ ভরি, নী। বিশে জেন পুরি, ২৯১ ; তাথে বিষ ভরি, ৩২৫। পদটি তরুতে এই পঙ্ক্তির পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে

১২-১২ দুধেতে ভরিয়া মুখ, নী; দুগ্ধেতে পুরিয়া মুখ, ২৯২, ২৯৩ ; মুখে পুরিয়া তার দুদ, ৩২৫

১৩ বলে, ২৮৯, ২৯১ ; কহে, ২৯২

১৪ সুনগো, ২৮৯ ; সুনলো, ২৯২, ২৯৩

১৫ এই চারি পঙ্ক্তির স্থানে ৩২৫ পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ আছে—

ধরণি জিনিঞা ভাবের ভার।
কহিতে বহিতে সকতি কার॥
একথা কহিব তাহার আগে।
শ্যাম-ধন জার হিয়ার জাগে॥
পুলকে আকুল জাকর চিত।
সুখের সায়রে সিনাএ নিত॥
কহএ নরহরি পিরিতি-রিত।
সদাই উঠয়ে চমকি চিত॥

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপোক্তি পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পঙ্—১-২। কারণ—

"সুজনে কুজনে পীরিতি হইলে
সদাই দুখের ঘর।"

(নী—৭৮৩ সং পদ)

পঙ্—৩-৪। তু°—

"সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে
এমতি পরাণ ঝুরে।" (ঐ)

৬। তু°—"তোমার কারণে সব তেয়াগিনু" ইত্যাদি

(৬৫১ সং পদ)

১০-১১। তু°—

"বণিক্ জনার করাত যেমন
দুদিকে কাটিয়া যায়।"

(নী—২৬৯ সং পদ)

১২-১৩। তু°—

"যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি।" ইত্যাদি

(৬৫৬ সং পদ)

[৮১০]

সিন্ধুড়া[১]

পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবুত দরুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥
কি হৈল কলঙ্ক রব শুনি যথা তথা।
কেন বা পীরিতি কৈনু[২] খানু আপন মাথা॥
না বল না বল সই[৩] সে[৪] কানুর[৪] গুণ।
হাতের কালি গালে দিলু[৫] মাথে[৬] কালি[৬] চূণ
আর না করিব পাপ পীরিতের লেহা।
পোড়া কড়ি সমান করিনু[৭] নিজ[৭] দেহা॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল[৮] কুজনা॥[৮]
চণ্ডীদাসে কহে তুমি[৯] না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা॥

নী, ২৮৯ ; বিপু, ২৯২

১ বাদ, ২৯২
২ কনু, ২৯২
৩ সখি, ঐ
৪-৪ আপনার, ঐ
৫ দিল, নী
৬-৬ মাখি নিলু, ২৯২
৭-৭ করিল মন্থু, ঐ
৮-৮ করম আপনা, ঐ
৯ রাই, ঐ

[৮১১]

ধানশী রাগ[১]

এক[২] জ্বালা ঘর[৩] হৈল[৪] বাহিরে[৫] জ্বালা কানু
জ্বালাতে[৬] জ্বলিল প্রাণ[৭] সারা হৈল[৮] তনু ॥
কি[৯] করিব কোথা যাব[৯] কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা[১০] যাবে পরতীত।[১০]
মরণ অধিক ভেল[১১] কানুর পীরিত ॥[১২]
জারিলেক তনু মন, কি আর[১৩] ঔষধে।
জগত ভরিল এই[১৪] কানু-পরিবাদে ॥
লোক-মাঝে[১৫] ঠাঁই নাই অপযশ[১৬] দেশে।
[১৭] আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥[১৭]

নী, ২৯০ ; তরু, ৯২৫ ; বিপু ; ২৯২, ২৯৮, ৪৪১৫

১ তুড়ী, নী, তরু ; ধানশী, ২৯২
২ একে, ২৯৮ ৩ ঘরে, নী, ২৯৮
৪ হইল, ২৯৮
৫ আর, নী, তরু, ২৯২
৬ জালায়ে, ২৯২
৭ দে, নী ; পরাণ, ২৯৮
৮ হইল, নী, ২৯৮
৯-৯ কোথাকারে যাব সই, নী, ২৯৮ ; কোথায় যাইব সই, তরু
১০-১০ আমি কে জানে প্রতীত, নী
১১ হৈল, ২৯২
১২ পিরিতি, ২৯৮ ; পিরিতি, তরু
১৩ করে, নী ; আছে, তরু ; কাজ, ২৯৮
১৪ কালা, তরু
১৫ লাজে, তরু, ২৯৮
১৬ অবজষ, ২৯৮
১৭-১৭ °কবি কহে চণ্ডীদাসে, ২৯২ ; বাবুলি আদেশ পাই কহে°, ২৯৮ ; বাশুলী আদেশে কবি কহে°, ৪৪১৫

টীকা

পঙ—১। তু°—

"বাহির হইতে লোক-চরচাতে
বিষ মিশাইল ঘরে।"
(নী—২৭০ সং পদ)

৪। তু°—"গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।"
(নী—৬৮৩ সং পদ)

৫। তু°—"কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।"
(নী—২৮২ সং পদ)

১০। নী এবং তরুতে "দ্বিজ", ২৯২ এবং ৪৪১৫ সং পুথিদ্বয়ে "কবি", ২৯৮ সং পুথিতে কেবল চণ্ডীদাস, এবং নচ-র এক পাঠান্তরে "কবি দ্বিজ" ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাস-রচিত অন্যান্য পদের সহিত ইহার ভাব-সাদৃশ্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে। বিভিন্ন প্রকার ভণিতা ইহার কৃত্রিমতার পরিচায়ক।

[৮১২]

সিন্ধুড়া[১]

এ দেশে বসতি[২] নাই[২] যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি কান্দে[৩] প্রাণ[৩] তারে পাব কিসে ॥
বল[৪] না উপায় সই বল[৫] না উপায়।
জনম অবধি[৬] দুখ[৭] রহল হিয়ায় ॥ ধ্রু॥[৮]
তিতে[৯] কৈল তনু[১০] মন[১০] ননদী-বচনে।[১১]
কত বা[১২] সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে ॥[১৩]
বিষ খাইলে দেহ যাবে[১৪] রব রবে[১৫] দেশে।
কলঙ্ক[১৬] ঘুষিবে লোকে, নিষেধিল চণ্ডীদাসে ॥[১৭]

নী, ২৯১ ; তরু, ৯১৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০, ৪৪৫৯, ৪৪১৫

১ যথা রাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ৩৩০০
২-২ °নহিল, ২৯২, ৩৩০০
৩-৩ প্রাণ কাঁদে, নী ; প্রাণ কান্দে, তরু ; পরাণ কান্দে ৩৩০০
৪ বোল, তরু
৫ বোল, তরু ; কহ, ২৯৮
৬ হইতে, ২৯৮, ৩৩০০
৭ ৩৩০০ পুথিতে ইহার পরে "মোর" শব্দ আছে
৮ বাদ, তরু, নী, ২৯৮, ৩৩০০
৯ তিতা, নী, ২৯৮
১০-১০ দেহ মোর, নী, তরু, ৩৩০০ ; মোর দেহ, ২৯৮
১১ ননদীর বোলে, তরু (পাঠা°)
১২ না, তরু, ২৯২,৩৩০০, ২৯৮
১৩ পঙ্‌ক্তিটি ২৯৮ পুথিতে এই ভাবে আছে :—
"কতনা কহিব দুখ সহিব দুখ এ পাপ পরানে।"
১৪ যাইবে, নী,
১৫ রহিবে, নী, ২৯২, ৩৩০০ ; রৈব ২৯৮
১৬-১৬ এই পাঠ ২৯২, ৪৪৫৯, ৪৪১৫ পুথিতে আছে ; অন্যত্র—

বাশুলী	আদেশে	কহে	কবি	চণ্ডীদাসে,	নী
"	"	"	দ্বিজ	"	তরু
"	"	কহিব	কহে	"	২৯৮
"	"	কবি	কহে	"	৩৩০০

টীকা

পঙ্—৪। আমার জন্মের সময় হইতেই আমি কানুর প্রতি অনুরাগবতী, কিন্তু আজও তাঁহাকে পাইলাম না, অতএব আমার মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। জন্মকাল হইতেই যে রাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা তাহা নী—৩১৪ সংখ্যক পদেও বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, অতএব এই পদও বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

৭-৮। এখন বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে অপযশ রহিয়া যাইবে, এবং লোকে কলঙ্ক ঘোষণা করিবে, অতএব চণ্ডীদাস রাধাকে সেইরূপ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

শেষ পঙ্‌ক্তিটি অনুধাবনযোগ্য। পরিষদ্-সংস্করণে ইহাতে কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, পদকল্পতরুতে তাহার স্থানে দ্বিজ চণ্ডীদাস পাওয়া যায় ; অন্য দুইখানি পুথিতেও "কবি" পাঠটি রক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই পাঠটি যে খাঁটী নহে তাহার ধারণা আমরা করিতে পারি। দেখা যাইতেছে যে, এই "কবি" "দ্বিজ" নির্ভরযোগ্য ভণিতা নহে, এবং বাশুলীকেও আনিয়া ইহাদের সহিত যোগ করা হইয়াছে। ২৯২, ৪৪৫৯, ৪৪১৫ সং পুথিতে যে পাঠ আছে, তাহাই গ্রহণ করা হইল।

[৮১৩]

রাগ রামকেলী[১]

আর কি বলিব সখি।[২]
এ[৩] কুল ও কুল[৩] দুকুল মজিল[৪]
বড়[৫] পরমাদ দেখি॥[৬]
শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি[৭]
তাহা বা[৭] সহিব[৮] কত।
পাড়ার[৯] পড়শী ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত॥[১০]
অবলা-পরাণে এত[১১] কিনা সয়[১১]
শুন[১২] গো পরাণ[১২]-সই।
মরম-বেদন যতেক[১৩] যাতন[১৩]
আপনা[১৪] বলিয়া কই॥
এ ঘরকরণ কুলের ধরম
ভরম সরম গেল॥
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল[১৫]
নিশ্চয় মরণ ভেল॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি[১৬]
সে শ্যাম তোমার বটে।
কি করিতে পারে গুরু দুরুজনা
কানু[১৭] সে রয়েছে বাটে[১৭]

না, ২৯৮ ; বিপু, ২৯৭, ২৩৯৪ ইত্যাদি

১ বাদ, নী, ২৯৭

২-২ সই, কি আর জীবনে সাধ, নী ; সই আর কি জীবনে সাদ, ২৯৭ ; আর কি জিবের সাদ, ২৩৯৪

৩-৩ ইকুল উকুল, ২৯২, ২৩৯৪ ; °উকুল, ২৯৭

৪ ভাবিতে, ২৯৭ ; ভাবিয়া, নী, ২৩৯৪

৫-৫ বাড়াইলা পরমাদ, নী ; দেখি বড় পরমাদ, ২৯৭ ; বড় হল পরমাদ, ২৩৯৪

৬ নিরবধি, ২৩৯৪ ৭ তাহা না, ২৯২

৮ কহিব, ২৩৯৪

৯ এ পাপ, ২৯২ ; এ পাট, ২৯৭

১০ কত, ২৯৭

১১-১১ এত কি সহিএ, ২৯৭ , এত কিবা সহে, ২৩৯৪

১২-১২ সুনল সজনী, ২৯২ ; °প্রাণের, ২৯৭ ; °সুজন, ২৩৯৪

১৩-১৩ বুঝে কোন জনা, ২৯৭

১৪ আপন, নী ১৫ ভরিআ, ২৯৭

১৬-১৬ সুনল সুন্দরি, ২৯২ ; শুন শুন রাধা, নী, ২৯৭ (°রাধে)

১৭-১৭ কাল সাপ আছে°, সকল পুথি

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও পুনরাবৃত্তি মাত্র।

[৮১৪]

ধানশী[১]

কে আছে বুঝিয়া বলিবে সুঝিয়া
আমার পিয়ার পাশে।[২]
পীরিতি[৩] গোপত না করে বেকত[৩]
শুনিয়া লোকেতে হাসে ॥
গোপত[৪] বলিয়া কেন বা বলিলে
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে ॥[৪]

সই, এমতি কেনে বা হল।
পরের যে[৫] নারী নিল[৬] মন[৬] হরি
নিশ্চয় ছাড়িয়া গেল ॥ধ্রু॥[৭]
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক হইল[৮] সালঙ্ক
তবু যে না পানু[৯] হরি ॥
পুরুষ পরশ হইল[১০] দুরস
বিছুরি[১১] আপন মতি।[১২]
জনম অবধি না পাই[১৩] সোয়াথি[১৪]
কাঁদিয়া মরি যে নিতি ॥[১৫]
চণ্ডীদাসে কয় সুজন যে হয়
এমতি না করে সে।
তাহার পীরিতি পাষাণে[১৬] লেখতি[১৬]
মুছিলে[১৭] না মুছে সে ॥[১৭]

নী, ৩০০ ; বিপু, ২৯২

১ বাদ, ২৯২ ২ কাছে, ২৯২

৩-৩ পিরিতি গোপত না করে বেকত, ২৯২

৪-৪ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই

৫ বাদ, নী ৬-৬ মন যে, নী

৭ বাদ, নী ৮ করিয়া ২৯২

৯ পাইনু, ২৯২ ১০ হইব, ২৯২

১১ বিছুরল, ২৯২ ১২ রীত, ২৯২

১৩ পানু, ২৯২ ১৪ সোয়াস্তি, নী

১৫ নীত, ২৯২ ১৬-১৬ পাশান লেখতি, ২৯২

১৭-১৭ মুছিলেও নাহি মুছে, নী

[৮১৫]

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি
আর জানি কার হয়॥

আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে॥

কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পরমনে দুখে॥

নী, ৩০১ ; বিপু, ৩২৭ ; তু°—বিপু, ২৯৩

এই পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ পুথিতে এই ভাবে আছে :—

কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যখন দেখিব আপন নয়নে
কহিতে কা সনে কথা।
কেশ পরিহরি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

কান ভাঙ্গানি দিয়া শ্যামেরে ভাঙ্গায়া
এমত করিল যে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥
কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যামবন্ধু সনে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে॥

দ্রষ্টব্য :—নরহরির এই পদটির রচনা-সাদৃশ্য আলোচ্য পদে এবং পরবর্ত্তী পদে (নী—৩০১ ও ৩০২ সং পদদ্বয়ে) রহিয়াছে। ৩০১ সং পদের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি এবং উদ্ধৃত পদের ৪-৭ পঙ্‌ক্তি প্রায় অভিন্ন। ৩০১ সং পদের ১৭-১৯ পঙ্‌ক্তি এই পদের ৯-১১ পঙক্তির পুনরুক্তি মাত্র। পরবর্ত্তী পদের পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।

[৮১৬]

গান্ধার[১]

দেখিব যে দিনে আপন নয়ানে
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করি[২] কেশ[৩] ঘুচাইব[৩]
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।[৪]

এমত সাধের বঁধুয়া আমার
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সেহেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
এমতি করিল কে।
হৃদি সীদতি আমার যেমতি
তেমতি পুড়ুক সে॥

কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
আসিবে তোমা নিকটে ॥

নী, ৩০২; বিপু, ২৯৩

১ বাদ, ২৯৩

২-২ °করিব, নী; বেশ জে°, ২৯৩

৩-৩ কেশ যে ছিড়িব, ২৯৩

৪ ইহার পরে ২৯৩ সং পুঁথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৮১৫ সং পদের অধিকাংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে।

[৮১৭]

ধানশী[১]

সই, তাহারে বলিব কি।[২]
এমতি করিয়া পীরিতি[৩] করিলে[৪]
বৃথায়[৫] জীবন[৬] জী ॥[৭]
ধরমগণে[৮] ভয় না মানে
কেবল[৯] ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম[১০] মনে ডাকাতিয়া সনে
ঘুচিল ভাল যে লেহ ॥
বিনি[১২] যে[১৩] পরখি[১৩] রূপ যে[১৪] দরখি[১৪]
ভুলিনু[১৫] পরের বোলে।
পীরিতি করিয়া[১৬] কলঙ্কী[১৭] হইয়া[১৮]
ডুবিনু[১৯] অগাধ জলে ॥
গুরুর গঞ্জন নাহি[২০] সহে মন[২০]
না[২১] জানি কিসের বসে।[২১]
অমিয়া ঘুচিয়া[২২] গরল হইল[২৩]
এমতি বুঝিলু[২৪] শেষে ॥
আগে যদি জানি[২৫] ও[২৬] সব কাহিনী[২৬]
এ[২৭] মতি না করি[২৭] মনে।
সে হেন পীরিতি হবে[২৮] বিপরীতি
কে জানে এমন মনে ॥
চণ্ডীদাসে[২৯] কয়[৩০] ধৈর্য্য ধরি[৩১] রহ[৩২]
কাহারে[৩৩] না কহ[৩৪] কথা।
কথা যে[৩৫] কহিবে বৃথাই[৩৬] হইবে[৩৬]
মনেতে[৩৭] পাইবে ব্যথা[৩৭] ॥

নী, ৩০৩; বিপু, ২৯২ ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮; বাদ, ২৯২

২ কী, ২৯২

৩ শপথি, নী; সপতি, ২৯৮

৪ করিল, ২৯৮ ৫ বৃথাই, ২৯২, ২৯৮

৬ জীবারে, ২৯২, ২৯৮ ৭ বাদ, নী

৮ গুণে, নী ৯ এমন, নী

১০ বুঝিনু, ২৯২ ১১ দেহ, নী

১২ বিনা, ২৯২ ১৩-১৩ পরখে, ২৯৮

১৪-১৪ দরখে, ২৯৮

১৫ ভুলিল, ২৯২; ভুলিলু, ২৯৮

১৬ করিনু, ২৯২ ১৭ কলঙ্ক, নী

১৮ হইনু, ২৯২; হইল, নী

১৯ ডুবিলু, ২৯৮

২০-২০ সহি সদাতন, নী; সহিল অমন, নী (পাঠান্তর); সহিল জেমন, ২৯৮

২১-২১ না জানিনু সেই রসে, নী (পাঠান্তর); °রসে, ২৯৮

২২ হইয়া, নী, ২৯৮ ২৩ লাগীল, ২৯৮

২৪ বুঝিলাম, নী; বুঝিলু, ২৯৮

২৫ জানিতুঁ, নী, ২৯৮

২৬-২৬ সতর্কে থাকিতুঁ, নী; সভয় হইতুঁ, ২৯৮

২৭-২৭ এমত না করিতুঁ, নী; এমতি না করিতুঁ, ২৯৮

২৮ হইবে, ২৯৮

২৯ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২

৩০ কহে, নী

৩১ করি, ২৯২, ২৯৮

৩২ রয়, ঐ

৩৩ কাহুরে, ২৯৮

৩৪ কয়, ২৯২ ; কহে, ২৯৮

৩৫ সে, ২৯৮

৩৬-৩৬ যথা সে যাইবে, নী ; বৃথা জে হইবে, ২৯২ ; বৃথায় হইবে, নী (পাঠান্তর)

৩৭-৩৭ বৃথাই মনের ব্যথা, নী (পাঠান্তর), ২৯২, ২৯৮

[৮১৮]

ধানশী[১]

পীরিতি পসার লইয়া[২] বেভার[৩]
দেখি[৪] যে[৪] জগৎ ময়।
যত[৫] সে[৫] নাগরী কুলের কুমারী
কলঙ্কী[৬] আমারে[৬] কয়।
সখি[৭] না[৮] জানি[৮] কি হবে[৯] মোর।[১০]
সে শ্যামনাগর গুণের[১১] সাগর
কেমনে বাসিব পর[১২] ॥ ধ্রু ॥[১৩]
সে গুণ স্মরিতে[১৪] যাহা[১৫] করে[১৫] চিতে
তাহা বা বলিব[১৬] কত।
গুরুজনা[১৭]-কুলে[১৮] ডুবাইয়া মূলে[১৯]
তাহাতে[২০] হইব রত ॥
থাকিলে এ[২১] দেশে মোরে[২২] দেখি[২২] হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে যত[২৩] বলে মোকে[২৩]
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
কহে[২৪] চণ্ডীদাস বাশুলীর[২৫] আশ[২৫]
যদি[২৬] হয় এমন রীত।[২৬]
যার[২৭] সনে হয় পীরিতি করয়
কহিলে সে[২৮] পরতীত ॥

নী, ৩০৪ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ২৮৭

২ লইত, ২৮৭

৩ ব্যভার, নী

৪-৪ দেখিয়ে, নী, ২৯২, ২৮৭

৫-৫ যতেক, নী

৬-৬ কলঙ্ক আমার, ২৯৮, ২৯৭ (°আমারে)

৭ সই. ২৯২, ২৮৭

৮-৮ জানিনা, নী

৯ হইবে, নী

১০ মোরে, ২৮৭

১১ বিষের, ২৯৮

১২ পরে, ২৮৭

১৩ বাদ, নী, ২৯২, ২৮৭

১৪ সোঙরিতে, নী, ২৯৮, ২৮৭

১৫-১৫ কত উঠে, ২৯২ ; যেমন করএ, ২৯৮ ; যেমন করে, ২৮৭

১৬ কহিব, ২৯২, ২৮৭

১৭ গুরুজন, ২৯২, ২৯৮, ২৮৭

১৮ কুল, ২৯২

১৯ মূল, ঐ

২০ তাহারে, ২৯২, ২৮৭

২১ যে, নী, ২৮৭ ; সে ২৯৮

২২-২২ আমারে, নী ; আমারে জে, ২৯২ ; আমারে সে, ২৮৭

২৩-২৩ তত দেয় শোকে, নী ; দেয় জে সোকে, ২৯৮ ; জত দেয় সোকে, ২৮৭

২৪ কহে বড়, ২৯৮

২৫-২৫ বাশুলীর পাশ, নী ; বাশুলি আভাষ, ২৯২ ; °পায়°, ২৯৮

২৬-২৬ এমন যদি হয় মনোরীত, নী

২৭ কার, ২৯২ ; কারো, ২৯৮

২৮ সে হয়, নী, ২৮৭

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—

"কুলে কুলটিনী আছে কলঙ্কিনী
গোকুলে যতেক জনা।
সে সব যুবতী তারা বলে কত
দেখাইয়া সতীপনা ॥" (পরবর্ত্তী পদ)

[৮১৯]

ধানশী[১]

সই,[২] কি কাজ এ[৩] ছার ঘরে
শ্যাম[৪] নাম নিতে[৪] না পারি[৫] গৃহেতে
তবে[৬] তারা হেদে[৬] মরে
কুলে কুলটিনী[৭] আছে[৮] কলঙ্কিনী
গোকুলে কতেক জনা।
সে সব যুবতী তারা বলে কত
দেখাইয়া সতীপনা ॥[৯]
কেবল রাধার পরিবাদ সার
সে সব কুলের মণি।
লোক চরচাতে[১০] মলুঁ[১১] মলুঁ মলুঁ[১১]
কি ছাড় পড়সী গণি ॥
আমি সে হয়াছি[১২] শ্যাম-দ্বারে[১৩] বাঁধা[১৩]
মনেতে[১৪] করিয়া সার।[১৪]
লোক-চরচাতে পরাণ পুড়িছে
ইথে কি বলিব আর ॥[১৫]
চণ্ডীদাসে[১৬] কহে[১৭] শ্যাম সুনাগর
ভজহ[১৮] কিশোরী গোরী।
লোক-পরিবাদ মিছা যত[১৯] কহে[১৯]
গোকুলে গোপের নারী ॥[২০]

নী, ৩৩১ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

১ আশোআরী, ২৯২ ; বাগ য়াসয়ারি. ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯

২ বাদ, ২৮৯, ২৩৯৪ ৩ ই, ২৯২

৪-৪ শ্যামের মিলিতে, ২৮৯ ; সে শ্যাম বলিতে, ২৯২

৫ পাই, ২৮৯

৬-৬ তেঞি সে ভাবিএ, ২৮৯ ; তবে তারা মেনে ; ২৯২

৭ কুলাটিনি, ২৮৯, ২৯২ ; কুলটনি, ২৩৯৪

৮ জার, ২৮৯ ; জারা, ২৯২

৯ এই ৪ পঙ্‌ক্তি নী-তে নাই

১০ চরাচরে, নী

১১-১১ মনু মনু মনু, নী, ২৮৯ ; মন ২ নিতে, ২৩৯৪

১২ লয়েছি, নী ; লয়্যাছি, ২৯২ ; লয়াছি, ২৩৯৪

১৩-১৩ হেন মালা, নী, ২৯২, ২৩৯৪

১৪-১৪ হৃদয়ে পরিয়াছি, ঐ

১৫-১৫ কহে জত জন, শত কুবচন, সে বহি লইয়াছি, নী ; কহে যত জন কত কুবচন সে নিছিয়া লইয়াছি, ২৯২, বাদ, ২৩৯৪

১৬ চণ্ডীদাস, নী, ২৮৯

১৭ বলে, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

১৮ ভয় কি, ২৯২

১৯-১৯ যত হয়, নী ; সব হয়, ২৯২

২০ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই

[৮২০]

শ্রী[১]ঃ

সাঁজে[২] নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
গুণ গণি[৩] হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে ॥[৪]
সই, কি ছিল আমার করমে।[৫]
রোপিল কলপলতা না হল তাহার পাতা
শুকাইয়া গেল সেই[৬] ঠামে ॥ধ্রু॥
জনম অবধি[৭] করি ক্ষীর নীর ধরি[৭]
সিঞ্চিল[৮] ও লতামূলে।
ক্ষীরের গরিমা নীরের যে[৯] সীমা
হরিয়া লইল আনলে ॥
যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হইল[১০] বনবাসী।
চণ্ডীদাসে কয় সে কথাটি[১১] খাটি[১১] হয়
পরশে করিবে সুখী ॥

নী, ৩৩২ ; বিপু, ২৯৮
১ যথারাগ, ২৯৮
২ সে যে, ঐ
৩ শুণি, নী
৪ কাহারে, ২৯৮
৫ কপালে, ২৯৮
৬ বাদ, নী
৭-৭ অবধি ক্ষীর নীরে করি, নী
৮ সিচিল, নী
৯ বাদ, ঐ
১০ হৈল, ঐ
১১-১১ তাহার কি ঘাটি, ঐ

টীকা

পঙ্‌—১। রাধা বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রণয়ের প্রথমাবস্থাতেই শ্যামের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, জীবনের অধিকাংশ সময় এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কিরূপে কাটিবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

১০-১১। আমার প্রেমকল্পলতার মূলে ক্ষীর ও নীর সেচন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে আমি আজীবন চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বিরহানলে সেই ক্ষীরের পুষ্টিকর ক্ষমতা এবং নীরের স্নিগ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

[৮২১]

ধানশী[১]

দৈবের[২] যুকতি বিশেষ সুমতি[৩]
যাহারে লাগয়ে যেহ।[৪]
আন আন জনে করিয়া যতনে
প্রেমেতে গঢ়য়ে[৫] দেহ॥[৫]
সই, এমতি[৬] কানুর লেহ।[৭]
জনম অবধি রহিবে[৮] পীরিতি
বিচ্ছেদ না হবে[৯] সেহ[১০]॥ধ্রু॥[১১]
যাহা[১২] মনে ছিল তাহা না হইল
সোঙরি পরাণ কাঁদে।
লেহ-দাবানলে বন[১৩] যেন জ্বলে
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে মনে[১৪] চাহে[১৫] পথ পানে[১৫]
দেখয়ে[১৬] অনলময়।
বনের মাঝারে ছট্‌ফট্ করে
কত[১৭] বা পরাণে সয়॥[১৭]
বাহিরে[১৮] আসিয়া বাণ[১৯] যে খাইয়া[১৯]
পশিতে[২০] তাহাতে পুন।[২০]
গরল-আনলে শরীর বিকলে[২১]
শামাইতে[২২] নারে যেন॥
করিবর আদি না পায় সমাধি
ফিরিয়া চীৎকার করে।
আমি[২৩] কুলনারী ফুকারিতে নারি
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার[২৪] পীরিতি তাহার
রহিয়া[২৫] দহিছে মনে।[২৫]
ননদী-বচনে দগধে পরাণে[২৬]
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে[২৭] নয়ন-পিঁজরে[২৭]
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী সহায়
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
তার কি করে ননদী॥

নী, ৩১৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮
১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২
২ দৈব, নী, ২৯৮ ৩ গতি, নী, ২৯৮

[৪] তায়, নী ; জে, ২৯২
[৫-৫] গড়ায়ে দেয়, নী ; গঢ়ল দে, ২৯২
[৬] এমন, নী [৭] রসে, ঐ
[৮] রহিল, ২৯২, ২৯৮
[৯] হৈল, ২৯২ ; হইব, ২৯৮ [১০] শেষে, নী
[১১] বাদ, নী [১২] যেই, নী ; যে, ২৯৮
[১৩] মন, নী [১৪] চায়, নী
[১৫-১৫] পথ নাহি পায়, ঐ
[১৬] দেখি যে, ঐ ; দেখিয়ে, ২৯৮
[১৭-১৭] তাহে কি পরাণ রয়, ২৯৮
[১৮] অহীর, ২৯২, ২৯৮
[১৯-১৯] জড়াজড়ি হইয়া, ২৯২, ২৯৮ (°করিঞা)
[২০-২০] পড়িল তাহাতে জেন, ২৯২, ২৯৮
[২১] বিকল, নী
[২২] শামালিতে, ২৯২ ; সামাই, ২৯৮
[২৩] একে, নী, ২৯৮ [২৪] আমার, ২৯২, ২৯৮
[২৫-২৫] সহিতে সহিছে মন, ঐ
[২৬] জীবনে, ২৯৮
[২৭-২৭] নজরে ২ নয়ন সাজরে, ২৯২ ; বাদ, ২৯৮

পঙ্‌—১-৪। বিশেষ সুমতিবশতঃ দৈবাৎ কেহ কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। ইহাতেই স্বাভাবিক প্রীতির উদয় হয়, কিন্তু অনেকে সাধ্যসাধনা করিয়া প্রেমের সৃষ্টি করে, তাহাতে প্রকৃত প্রেম জন্মে না।

৫-৭। কানুর সহিতও আমার স্বাভাবিক প্রীতি জন্মিয়াছিল, ইহা চিরস্থায়ী হইবে ভাবিয়াছিলাম।

১০-১৯। তু°—

"প্রেমে ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।
ব্যাধ-বাণ খায়্যা হইয়া বাউল
চারিদিকে চাহি সারা॥"
(৬৫৪ সং পদ)

২৬-২৭। তু°—"ননদী-বচনে পাঁজরে বিঁধে ঘুণ।"
(নী—৩৮৩ সং পদ)

২৮-৩১। তু°—"যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর॥"
(১০৯ সং পদ)

[৮২২]

ধানশী[১]

জনম অবধি পীরিতি-বেয়াধি
অন্তরে রহিল[২] মোর।
থেকে থেকে উঠে পরাণ যে[৩] ফাটে
জ্বালার নাহিক ওর॥
সই, এ বড় বিষম[৪] বেথা।[৫]
কানুর কলঙ্ক জগতে হইল
জুড়াইব আর কোথা॥[৬]
বেয়াধি অবধি করিয়ে[৭] সমাধি[৭]
পাইয়ে[৮] ওঝার[৮] লাগি।
এমতি[৯] ঔষধি[১০] হয় অল্প মূল্য লয়
হিয়ার ঘুচাই[১১] আগি॥
জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বালিলে[১২] মূল।[১২]
তাহার অধিক দ্বিগুণ জ্বালাল[১৩]
খলের পীরিতি-শূল॥[১৪]
খলের সংহতি ছাড়িলুঁ পীরিতি
ছাড়িলুঁ সকল সুখ।
চণ্ডীদাসে কয় যদি দেখা হয়[১৫]
তবে কেন বাস দুখ॥

নী, ৩১৯ ; বিপু, ২৯১, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮
[১] বাদ, সকল পুথি [২] রহল, ২৯৮
[৩] বাদ, নী, ২৮৭ ; শে, ২৯১
[৪] মনের, ২৯১ [৫] কথা, নী, ২৯৮

৬ বাদ, নী

৭-৭ সমাধি করিয়ে, নী, ২৯২, ২৮৭, ২৯১

৮-৮ পাই এবে যার, নী; পাই জে রোঝার, ২৯৮; পাইএ বেজের, ২৯১, ২৮৭

৯ এমন, ২৯৮, ২৮৭, ২৯১

১০ ঔষধ, নী, ২৯৮, ২৮৭, ২৯১

১১ ঘুচায়, নী

১২-১২ জলিল মম, নী; জলিল°, ২৯২; জালাল্যে°, ২৮৭; জলিলে মৈলুঁ, ২৯১

১৩ জালায়, নী; জলালে, ২৯২; জলিল, ২৯৮; জলল, ২৯১

১৪ শুন, নী

১৫ ছানিনু, ২৯২; ছাড়িল, ২৯৮

১৬ নাহি হয়, ২৯১

টীকা

পঙ্‌—১-৪। তু'—

"জনম অবধি না পাই সোয়াস্তি
কাঁদিয়া মরি যে নীতি।"

(নী—৩০০ সং পদ)

এবং—

"জনম গোয়ানু দুঃখে কত না সহিব বুকে" ইত্যাদি

(৭৯১ ক সং পদ

---

[৮২৩]

ধানশী[১]

যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া
সাজে[২] সাজাদিলু দুধে।[২]
দধি সে নহিল জল যে[৩] হইল
পাইলু[৪] বড়[৫] যে দুখে॥[৫]
সই, দধি কেন[৬] ছিঁড়ি[৭] গেল।
কানুর পীরিতি কুলের করাতি
পরাণ কাটিয়া নিল॥[৮]
পীরিতি মুছিল[৯] আরতি[১০] ঘুচিল[১১]
না[১২] ঘুচে[১২] কলঙ্ক[১৩] জ্বালা।
তবু অভাগিনী[১৪] কহয়ে[১৫] কাহিনী
পরিবাদ দেই কালা॥
বুঝিলুঁ[১৬] যতনে প্রবোধি[১৭] পরাণে
ছাড়িলুঁ[১৮] তাহার আশ।
চিতে আর কত ভাবি অবিরত
দৈবে করিল[১৯] নৈরাশ॥
আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ[২০] পাপ[২০] দেহা।[২১]
চণ্ডীদাসে[২২] কয়[২৩] ছাড়িলে[২৪] ছাড়া নয়[২৪]
শুধুই[২৫] সুধাময় লেহা॥[২৬]

নী, ৩২০; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৯১, ২৯২; যথারাগ, ২৯৮

২-২ সাঁজেতে সাঁজাইলুঁ দুধ, ২৯১; সাজা সাজাইলু দুধ, ২৯৮; সাঁজে শাজাইনু দুধ, নী

৩ সে, নী, ২৯১; বাদ, ২৯৮

৪ পাইনু, নী, ২৯২ ৫-৫ বড়ই দুখ, নী, ২৯২

৬ কেনে, ২৯২, ২৯৮ ৭ ছিড়িআ, ২৯১

৮ বাদ, নী, ২৯১ ৯ ঘুচিল, নী, ২৯১, ২৯২

১০ আর, ২৯১

১১ না পূরিল, নী, ২৯১; পুরিল, ২৯২

১২-১২ ঘুচিল, ২৯১, ২৯২, ১৩ কলঙ্কের, ২৯২

১৪ অভাগির, ২৯১ ১৫ না ঘুচে, নী, ২৯১, ২৯৮

১৬ বুঝিলাম, নী; বুঝিলাঙ, ২৯১; বুঝিনু, ২৯২

১৭ প্রবোধিনু, নী; প্রবোধিল, ২৯১, ২৯৮

১৮ ছাড়িনু, নী, ২৯২; ছাড়িলাঙ, ২৯১

১৯ করল, ২৯১, ২৯৮ ২০-২০ আপন, ২৯৮

২১ দেহ, নী

২২ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২; চণ্ডীদাসেতে, ২৯১

২৩ কহে, নী, ২৯১, ২৯২

২৪-২৪ ছাড়িলে ছাড়ান নহে, নী, ২৯১; ছাড়ি নহে, ২৯২

২৫ শুধু, নী ২৬ লেহ, ঐ

টীকা

পঙ্—৬-৭ তু°—

"পীরিতি করাতিয়া   শিরে চড়াইয়া
কুল দুই ফার কৈল।"
নী—২৯৩ সং পদ

[৮২৪]

ধানশী[১]

ইক্ষু[২] রোপিণু   গাছ যে হইল
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পীরিতি   বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়॥[২]
সই, কে বলে মিঠা[৩] ইক্ষু[৩]-গুড়।
পরের বচনে   চাকিলুঁ[৪] বদনে
খাইলুঁ[৫] আপন[৬] মুড়॥
চাকিতে[৭] চাকিতে   লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মিঠ।
মোদক আনিয়া   ভিয়ান করিয়া
তবে সে লাগিল সীট॥
মশল্লা[৮] আনিলু[৯]   আগুনে চড়ালুঁ[১০]
বিছুরিলুঁ[১১] আপন ভাব।
বন্ধুর[১২] পীরিতি   বুঝলুঁ[১৩] এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে[১৪]   বুঝিলুঁ[১৫] মরমে[১৬]
বন্ধুর[১৭] নাহিক[১৮] দোষ।
চণ্ডীদাসে[১৯] কহে   পীরিতি[২০] করিয়া[২০]
কে[২১] কোথা পাইল[২১] যশ॥

নী, ৩২২; বিপ, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮   ২-২ বাদ, ২৯৮
৩-৩ এ সব মিট জে, ২৯৮
৪ চাখিলু, ২৮৯; চাকিনু, নী
৫ খাইনু, নী   ৬ আপনা, ২৯৮
৭ চাখিতে, ২৯৮   ৮ মসালা, ২৯৮
৯ আনিনু, নী   ১০ চড়ানু, নী; ডাইলুঁ, ২৯৮
১১ বিছুরিনু, নী
১২ কানুর, নী   ১৩ বুঝিনু, নী
১৪ করম, ২৯৮   ১৫ বুঝিনু, নী; কি বুঝিলুঁ, ২৯৮
করম, ২৯৮   বন্ধুর, নী
১৮ নহিল, ২৯৮   ১৯ চণ্ডীদাস, নী
২০-২০ পিরিঞা, ২৯৮
২১-২১ কে°, নী; কে কো [থা] পাইছে, ২৯৮

[৮২৫]

সিন্ধুরা[১]

সই, কি হইল কালার[২] জ্বালা।
রাতি[৩] দিন মন[৪]   করে[৫] উচাটন[৬]
হৃদয়ে[৭] জাগিছে কালা[৭]॥
মুদিয়া নয়ন   ঘুমাই যখন[৮]
কানুরে[৯] স্বপনে দেখি[৯]।
মনের মরম   তোমারে কহিনু[১০]
শুন[১১] গো মরম[১১] সখি॥
ঘরে নাহি[১২] মন   সদা[১৩] উচাটন
কি না[১৪] হৈল মোর[১৪] ব্যাধি।
কি জানি[১৫] কি হয়[১৫] বাঁচিতে[১৬] সংশয়[১৬]
কহ না ইহার বুধি॥[১৭]
সদাই[১৮] আমার   পরাণ-পুতলি[১৮]
কানুর চরণে বান্ধা।[১৯]
সে[২০] জন[২০]-পীরিতি[২১]   পাড়ার[২২] পড়সী
সদাই[২৩] করয়ে বাধা॥[২৩]

দূরে[২০] রহু তার আদর পীরিতি
সে জনা[২১] আঁখির[২২] বালি।
না যাব সে[২৩] ঘর পাড়ার[২৪] পড়সী
দেই দেউ[২৫] যত গালি ॥[২৬]
চণ্ডীদাসে[৩০] কহে[৩১] লোকের বচনে[৩২]
কিবা সে করিতে পারে।
আপন[৩৩] হৃদয়ে[৩৪] মনের মানসে
নিরবধি ভজ[৩৫] তারে ॥[৩৬]

নী, ৩২৪ ; বিপু, ২৯৫, ২৯৭, ২৮৯, ২৩৯৪ ইত্যাদি
১ রাগ সুই, ২৯৫ ; বাদ, অন্ত পুথি
২ কানুর, ২৯৭
৩ রাত্রি, নী, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
৪ খেদে, ২৮৯ ; হেন, ২৯৫, ২৩৯৪
৫ সদাই, নী, ২৮৯ ; সদা ২৯৫, ২৩৯৪
৬ উঠএ, ২৮৯
৭-৭ স্বপনে দেখি যে কালা, নী ; স্বপনে দেখিএ কালা, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪ (°দেখিয়া°)
৮-৮ মুদিত লোচনে, যদি বা ঘুমাই, নী, ২৯৮ (°নয়ানে°) ২৯৫, ২৩৯৪
৯-৯ হৃদয়ে কানুরে°, নী, ২৯৮, ২৯৫, ২৩৯৪
১০ কহিল, ২৮৯ ; কহিয়ে, ২৯৭
১১-১১ শুনরে প্রাণের, ২৯৭
১২ নাই, ২৮৯
১৩ মন, নী, ২৯৭ ; করে, ২৮৯
১৪-১৪ হল্য মোরে বা, ২৯৫, ২৩৯৪
১৫-১৫ °জীবন, নী ; °এমন, ২৮৯ ; করি সজনি, ২৩৯৪
১৬-১৬ বাচিব কেমন, ২৮৯
১৭ বুদ্ধি, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪
১৮-১৮ সদত রিদএ, আমার পরাণে, ২৮৯ ; সদাই হৃদয়, আমার পরাণ, নী ; সদয় হৃদয়ে, আমার পরাণ, ২৯৫, ২৩৯৪
১৯ বান্দা, ২৮৯ ; বাঁধা, নী
২০-২০ যে,° নী ; °জনার, ২৯৫, ২৩৯৪
২১ পিরিতে, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
এ পাট, ২৯৭
২৩-২৩ দেই দেশ জত বান্দা, ২৮৯ ; ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি এই পুথিতে নাই
২৪ ঘরে, ২৯৭ ২৫ জন, নী, ২৯৫
২৬ আঁখের, ২৯৫ ; চক্ষের, ২৯৭
২৭ তার, ২৯৭ ২৮ পাট, ২৯৭
২৯-২৯ যত গালি, নী ; দেউ গালাগালি, ২৯৫, ২৩৯৪ (দেকু°)
৩০ চণ্ডিদাস, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
৩১ বলে, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
৩২ বচন, নী, ২৯৫ ৩৩ আপনা, নী
৩৪ শুখের, ২৯৭
৩৫-৩৫ জপ তাকে, ২৯৭

[৮২১]

ধানশী[১]

না[২] জানি[২] পীরিতি এমন বলিয়া
তবে কি বাড়াতাম[৩] পা।
পীরিতি-বিচ্ছেদে জীবন না রহে
এলায়ে পড়িছে গা ॥
কহ[৪] কি বুদ্ধি করিব সখি।[৫]
একে লোকলাজ এ পাপ-পরাণ
ঘরে থির নাহি থাকি ॥
আপনার বুড়া[৬] অঙ্গুলি বিনিয়া
চলিতে নারি[৭] যে[৭] ধীরে।
আমার কপালে[৮] বিধির লিখন[৯]
মিছা দোষ দিব কারে ॥

ভাবিতে গণিতে কানুর[১০] পীরিতি
পরাণ হইল সারা।
সঘনে সঘনে[১১] সজল নয়নে[১১]
নিরবধি বহে ধারা ॥
চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি
দেখি যে অবোধপারা।
মিছা লোককথা চাঁদ যার[১২] সখা[১২]
কিবা করে লাখ[১৩] তারা ॥[১৩]

নী, ৩২৫ ; বিপু, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪, ২৯৫

[১] রাগ কানড়া, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭
[২-২] জানিতায, ২৯৭ [৩] বাড়ামু, নী
[৪] সখি কহনা, ২৯৭ ; সখি, ২৩৯৪
[৫] দেখি, নী, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭
[৬] বোঝা, ২৮৯
[৭-৭] নারিনু, ২৯৫, ২৯৭ ; নারিলাম, ২৩৯৪, ২৮৯
[৮] করমে, নী, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫
[৯] লিখনে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭
[১০] কালার, ২৯৭
[১১-১১] সপনে এ দুটি নআনে, ২৯৭
[১২-১২] সখা যার, নী [১৩-১৩] লাক তার, ২৯৭

[৮২৭]

ধা

শুন গো মরম-সখি।
কানুর পীরিতে[২] পরাণ না রহে
বড় পরমাদ দেখি ॥
কিবা সে কুদিনে[৩] দেখিলুঁ[৪] সেজনে[৫]
নয়ান পসারি দুটি।
সেই[৬] দিন হতে[৬] আন নাহি চিতে
পীরিতি-আনলে ছুটি ॥[৭]
আন[৮] সে[৮] আনলে বারি[৯] ঢালি[১০] দিলে
তখনি[১১] নিবায়ে যায়। [১২]
মনের আগুন[১৩] নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জ্বলয়ে[১৪] তায় ॥[১৪]
বন পুড়িছে[১৫] যে[১৫] বনের[১৬] আগুনে[১৬]
দেখয়ে জগৎ-লোকে।
এ বড়[১৭] বিষম শুন গো[১৮] সজনি
জ্বলে[১৯] উঠে বিনি ফুকে ॥[১৯]
হের দেখ সখি[২০] অঙ্গে [২১] হাত দিয়া
উঠিছে বিরহ-আগি।
সে শ্যাম[২২]-বিচ্ছেদ[২২] নেবারিতে[২৩] নারি[২৩]
সদা কাঁদি[২৪] তার[২৫] লাগি ॥[২৫]
চণ্ডীদাসে বলে[২৬] শুন বিনোদিনি
মিছাই ভাবনা কর।
শ্যামের কলঙ্ক চন্দন[২৭] করিয়া[২৭]
হৃদয়ে যতনে পর ॥[২৮]

নী, ৩২৬ ; বিপু, ২৯২, ২৯৫, ২৮৯, ২৯৭ ইত্যাদি

[১] কামোদ রাগ, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭
[২] পীরিতি, নী
[৩] কুদিন, নী
[৪] দেখিল, নী ; দেখিলাম, ২৮৯ ; দেখিনু, ২৯২, ২৩৯৪
[৫] সে হনে, নী
[৬-৬] সে দিন হইতে, ২৯২
[৭] ফাটি, ২৯২ ; তুটি, ২৯৭
[৮-৮] জলন্ত, ২৯৭
[৯] জল, ২৯৭
[১০] ডালি, ২৮৯ ; ডারি, ২৯২
[১১] এখনি, ২৯৭
[১২] নিভাএ, ২৮৯ ; নিভায়া, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৩] আগুনি, ২৯৭

১৪-১৪ জলিএ জাঅ, ২৮৯ ; জ্বলিয়,° নী, ২৯২ ;
পুড়িছে,° ২৯৭

১৫-১৫ পুড়ে জেন, ২৮৯ ; পোড়ে বলে, ২৯২, নী ;
জে পুড়য়ে, ২৩৯৪, ২৯৫

১৬-১৬ বনে আগুনি, নী

১৭ বড়ি, নী, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৫

১৮ লো, ২৯১

১৯-১৯ জলি,° ২৮৯, ২৯৭ ; জালিয়া উঠএ ফুকে, ২৯২ ;
°মিনি ফুকে, ২৩৯৪

২০ মোর, ২৯৭

২১ গাত্র, ঐ

২২-২২ শ্যামের লাগিয়া, ২৯৭ ; °বিচ্ছেদে, ২৮৯, ২৯৫ ;
°বিচ্ছাদে, ২৩৯৪

২৩-২৩ ক্ষুধার বিষাদে, নী ; পরাণ না রহে, ২৯৫ ;
শুধা দেহ সখি, ২৩৯৪, ২৯৫ ; পরাণ আকুল, ২৯৭

২৪ কান্দে ২৮৯, ২৩৯৪, ২৯৫

২৫-২৫ অনুরাগী, ২৯৭

২৬ কহে, ২৩৯৪ ; কয়ে ২৯২

২৭-২৭ পরিবাদে বাদ, ২৮৯ ; পরিবাদ প্রেম, ২৯২ ; যত
পরিবাদ, নী ; রতন,° ২৩৯৪, ২৯৫

২৮ ধর, নী

টীকা

পঙ্—১২-১৫। তু°—

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥"

কৃঃ কীঃ, ২৯৪ পৃঃ

এবং—"একেঁ দহদহ ঘসির আগুন
আরে কে না জালে ফুকে।"

ঐ, ৩৪৯ পৃঃ

[৮২৮]

সই[২], বড়[৩] পরমাদ[৩] দেখি।
কালা[৪] কানু[৪] সনে[৫] পীরিতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুন
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে[৬]
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল[৭] লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি
তাহে গুরুজন কাঁটা॥
যাইয়া[৮] নিভৃতে[৮] বসি[৯] এক ভিতে[৯]
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে[১০] বসিয়া[১০] ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু॥
ধীবর দেখিয়া জলে[১১] যত মীন[১১]
যেমন[১২] তরাসে কাঁপে।
আমার[১৩] তেমতি[১৩] ঘরের[১৪] বসতি[১৪]
গরজি[১৫] গরজি[১৫] ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি॥
চণ্ডীদাসে[১৬] বলে শুন[১৭] বিনোদিনি
সকলি সফল[১৮] মানি।
তুমি সে কালার[১৯] কালিয়া[২০] তোমার
জগতে সবাই জানি॥

নী, ৩২৭ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫ ইত্যাদি

১ তথারাগ, ২৯৫, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯, ২৯২

২ সখি, ২৮৯, ২৯৭ ; বাদ, ২৯৫

৩-৩ বড়ই প্রমাদ, নী

৪-৪ কানুর, নী ; শ্যামের, ২৯৭

৫ সনেতে, ২৯৭

৬ হইএ, ২৮৯ ; হইয়া, ২৯২, ২৯৭

৭ কানুর, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪

৮-৮ জাইতে," ২৮৯

৯-৯ °চিতে, ২৯৫ ; হয়ে এক চিতে, ২৩৯৪

১০-১০ নিশ্চয় জানিনু, ২৯৭

১১-১১ জত মিনগণ, ২৯২

১২ সে জেন, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪

১৩-১৩ তেমতি আমার, ২৯৭

১৪-১৪ এ ঘর বসতি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ; এ ঘর করণ, ২৯৭

১৫-১৫ বচন গরলে, ২৯২   ১৬ চণ্ডীদাস, ২৮৯, ২৯৫

১৭ শুনি, ২৮৯

১৮ স্বপন, নী, ২৯২, ২৯৭

১৯ কানুর, ২৯৭   কানু সে, ২৯৭

টীকা

পঙ্‌—১৬-১৯। তু°—

"যেন বেড়াজালে   সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"

প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

এবং—"সরোবর মাঝে   মীন যেন থাকে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল   হাতে লয়ে জাল
ত্বরিতে ঝাঁপয়ে তীরে॥"

নী. ৩৪৩ সং পদ

[৮৯]

সই, রহিতে নারিলু[2] ঘরে।
নিরবধি বলে   কালা[3] কলঙ্কিনী
এ কথা কহিব কারে।
ঘরে গুরুজনে   বলে[4] কুবচনে[4]
কালার[5] কলঙ্ক[6] সারা।
বিরলে যাইয়া[7]   সেখানে বসিয়া[8]
নয়নে গলয়ে[9] ধারা॥
কি করিব বল   ইহার উপায়
শুন গো মরম সখি।
এ পাপ-পরাণ[10]   সদাই চঞ্চল
ঘরে স্থির নাহি থাকি॥
বিষ ভৈল গৃহ[11]   ভোজন[12] না রুচে[12]
ঘুম সে[13] নাহিক হয়।
শ্যাম-পরসঙ্গ   বিনে[14] নাহি ভায়[15]
শ্রবণ[16] তা পানে রয়॥
গৃহকাজে চিত   না হয়[17] বেকত[18]
কালার[19] ভাবনা[20] লাগি।[21]
চণ্ডীদাসে বলে   কালার[22] পীরিতি
মরমে[23] রহিল জাগি॥[23]

নী, ৩২৮ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩ ইত্যাদি

১ সুইরাগ, ২৮৯, ২৩৯৪ ; সুহই রাগ, ২৯২ ; বাদ, ২৯৩

নারিলেম, ২৮৯ ; নারিলাম, ২৯২, ২৯৩ ; নারিনু, নী

৩ কানু, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৪

৪-৪ যত আছে মনে, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

৫ কালা, ২৮৯ ; কানুর, ২৯৩

৬ কলঙ্কিনি, ২৮৯   ৭ বসিয়া, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

৮ জাইয়া, ২৮৯, ২৩৯৪

৯ বহিছে, ২৩৯৪
১০ পরাণে, ২৮৯ ; দাবানল, ২৯২, ২৯৩
১১ হেন, ২৮৯ ; জেন ২৯৩
১২-১২ এ ঘরকরণ, ২৯৩ ১৩ বাদ, নী
১৪ বিনে আন, ২৯২, ২৯৩ ; বিনা, ২৮৯, ২৩৯৪
১৫ পায়, ২৮৯ ; ভাই, ২৩৯৪
১৬ জিবন, ২৩৯৪ ১৭ বয়, নী
১৮ বাঞ্ছিত, ২৩৯৪
১৯ কানুর, ২৯৩
২০ বেদন, ২৮৯
২১ গাড়া, ২৮৯ ; গাঢ়া, নী ; বাড়া, ২৩৯৪
২২ শ্যামের, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩
২৩-২৩ সকলে হইবে ছাড়া, নী, ২৮৯ (সকল°), ২৩৯৪ (°হইল°)

[৮৩০]

ধানশী[1]

সই[2], মরিব গরল খেয়া।[3]
কালার[4] পীরিতি বিরহ[5]-বেয়াধি
আমারে ঘেরিল[6] 'সিয়া ॥[7]
কত না সহিবে[8] অবলা-পরাণে
কুবচনে ভাজা[9] দেহ।[10]
মনের বেদনা[11] বুঝে কোন জনা
আনে[12] কি বুঝয়ে সেহ ॥[12]
হেন মনে করি বিষ খেয়া[13] মরি
দূরে যাউ[14] যত দুখ।
অখলা[15] রমণী কুলের কামিনী
সভার[16] হউক সুখ ॥
কত বা[17] সহিব লোকের[18] বচন[18]
সহিতে হইলু[19] কালী।
হেন মনে করি এ ঘরকরণে
দিব[20] সে আনল[21] জ্বালি ॥
চণ্ডীদাসে বলে শ্যামের[22] পীরিতি[22]
এমন[23] বিষম[23] লেহা।
পীরিতি আরতি যার উপজল[24]
তার কি আছয়ে[25] দেহা ॥

নী, ৩২৯ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২ ইত্যাদি

১ রাগ আছয়ার, ২৮৯ ; শ্রীরাগ, ২৯২, ২৩৯৪
২ বাদ, ২৮৯
৩ খেয়ে, নী
৪ কানুর, ঐ
৫ বিষম, নী, ২৮৯, ২৩৯৪
৬ বেরল, নী
৭ গিয়ে, নী
৮ সহিব, নী, ২৮৯, ২৩৯৪
৯ ভাজে, ২৩৯৪
১০ দে, ঐ
১১ বেদানা, ঐ
১২ আন কি বুঝিবে কেহ, নী ; আন কি বুঝিব এ, ২৮৯ ; °বুঝবে যে, ২৩৯৪
১৩ খেয়ে, নী
১৪ জাক ২৮৯ ; জাকু, ২৩৯৪
১৫ অখল, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪
১৬ সবার, নী
১৭ না, নী, ২৮৯, ২৯২
১৮-১৮ সেই কুবচন, নী ; অবলা পরাণে ২৮৯, ২৯২
১৯ হইনু, নী ; হইলাম, ২৮৯
২০ দিয়ে, ২৩৯৪ ২১ আগুন, ঐ
২২-২২ পীরিতি এমনি, ২৮৯ ; পীরিতি যেমন, ২৩৯৪ ; এমন পীরিতি, নী

২৩-২৩ বিষম প্রেমের, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

২৪ উপজিল. নী, ২৯২

২৫ থাকয়ে, ২৮৯, ২৩৯৪

[৮৩১]

ধানশী[১]

সই[২], আর কিছু কৈয় না গো।
আমার[৩] সকলে বজর পড়ল[৩]
নন্দঘোষের[৪] পো ॥
কে জানে হইবে[৫] এত পরমাদ[৬]
স্বপনে নাহিক জানি।
তবে কি তা সনে বাড়াতাম[৭] প্রেম[৭]
অথল[৮] কুলের ধনী ॥
শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
সদা[৯] দেখি কালা[৯] কানু।
বিরহ-বেয়াধি কত দিনে[১০] যাবে[১০]
অবশ[১১] জীবন[১১] তনু ॥
শুন গো[১২] সজনি হেন মনে গণি[১৩]
গরল ভখিয়া[১৪] মরি।
তবে ঘুচে তাপ[১৫] বিষম সন্তাপ
গুপতে[১৬] গুমরি[১৭] মরি ॥[১৮]
কহে চণ্ডীদাসে[১৯] কাহ[২০]তুয়া পাশে[২০]
পীরিতি এমতি[২১] রাত।[২২]
কেন এত[২৩] তুমি করিছ বিবাদ[২৪]
ক্ষণেক ধৈরজ চিত।

নী, ৩৩০ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২ ইত্যাদি

১ বড়ারি রাগ, ২৯২ ; রাগ বড়াড়ি, ২৩৯৪ ; বাদ ২৮৯

২ বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

৩-৩ সকল বজর, পড়িয়া পরল, নী, ২৯২ ; সকল বজর পড়িল কেবল, ২৮৯

৪ গোকুলে নন্দের, নী, ২৮৯, ২৯২

৫ পাইব, নী, ২৮৯ ; পড়িব, ২৩৯৪

৬ পরিণামে, ২৮৯ ; অপবাদ, নী

৭-৭ বাড়াইমু ি, ২৮৯ ; বাড়ামু মরমে, ২৯২ ; °মরমে, ২৩৯৪ ; বাড়ামু মরমে, নী

৮ অথবা, নী

৯-৯ দেখিয়া কালিয়া, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

১০-১০ না সহিব, নী

১১-১১ কবে সে তেজিব, নী, ২৯২, ২৩৯৪

১২ শুনহ, নী, ২৯২ ; সুনহে, ২৩৯৪

১৩ করি, নী ; গুনি, ২৮৯, ২৩৯৪

১৪ ভখিয়া, নী, ২৯২ ১৫ পাপ, ২৮৯

১৬ গোপতে, নী ১৭ গোমরি, ঐ

১৮ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই

১৯ চণ্ডীদাস, নী ২০-২০ হিত আশ্বাস, নী

২১ এমত, নী ; এমন ২৮৯

২২ এই পঙ্‌ক্তির পরিবর্তে ২৩৯৪ পুথিতে "গুপতে গুমুরি মরি" আছে।

২৩ হেন, ২৮৯ ২৪ বিবাদ, নী, ২৮৯

২৫ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই।

৩২]

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা ॥

তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ[২] শ্যামবঁধু[৩] বিনু[৩]
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম[৪] করম[৪]
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি[৫] আরতি[৫]
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিলে কুমতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন বলে[৬] কুবচন
সে[৭] মোর চন্দন চূয়া।
শ্যাম-অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়শী দুর্জ্জন বলে কুবচন[৭]
না যাব সে লোকপাড়া।
চণ্ডীদাসে[৮] কয় কানুর পীরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

নী, ২৯৯ ; তরু, ৮৯৮ ; বিপু, ৩২৪

[১] সুহই, তরু [২] দেখিলাম, নী
[৩-৩] বিনে, নী ; বন্ধু, তরু
[৪-৪] কুলের ধরম, তরু
[৫-৫] রসের পরাণ, তরু [৬] বলু, ঐ
[৭-৭] বাদ, ঐ
[৮] জ্ঞানদাস, তরু, ৩২৪, নী (পাঠা)

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি জ্ঞানদাসকেই আরোপ করা হইয়াছে (তরু, ভূমিকা, ১০২ পৃঃ)।

[৮৩৩]

ধানশী

শুন শুন সই কহি তোরে।
পীরিতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পীরিতি-পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পীরিতি দুরন্ত কে জানে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলাজ পরাণে না বাঁধে থির॥
দোসর ধাতা পীরিতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগ সকল সিধি॥

নী—৩০৮

[৮৩৪]

শুন গো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর সর জননী আমার
নয়ন মুদিয়া দেখি।
জননী আমার করে হাহাকার
কহিল সকলে ডাকি॥

শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে আইল ত্বরিতে
সূতিকা মন্দির ঘরে॥
দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলাম অন্ধ কন্যা
বিধি এত দুখ দিলে॥
উঠ উঠ বলি করে ধরি তুলি
বসান যতন করে।
হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়ে
বঁধু পরশিল মোরে॥
পায়ে দিতে হাত মোর প্রাণনাথ
অন্তরে বাড়ল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
* * *॥
ঘুচিল অন্ধ বাড়িল আনন্দ
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে আনন্দিত মনে
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন যে জন জানে সেই জন
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন সদাই মগন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

নী—৩১৪

দ্রষ্টব্য :—এই পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধা অপেক্ষা বয়সে বড়। মহাভাবস্বরূপিণী রাধা যে জন্ম হইতেই কৃষ্ণগতপ্রাণা তাহা দেখাইবার জন্য বোধ হয় এই পদ রচিত হইয়াছে।

[৮৩৫]

সুহই

না জানে পীরিতি যারা নাহি পায় তাপ
পরবশ পীরিতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই, পীরিতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহি যে মরম॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন-জ্বালা।
কত বা সহিবে দুখ পরাধীন বালা॥
পীরিতি বেয়াধি যদি অন্তরে সামাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে মরণ করে লণ্ডক শমন॥

নী—৩১৭

[৮৩৬]

ধানশী

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে॥
ত্যজিলে কুল-শীল এ লোকলাজ।
কি গুরু-গৌরব গৃহের কাজ॥
ত্যজিয়া সব লেহা পীরিতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু
যে চিতে দাঁড়ায়েছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥

নী—৩২১

দ্রষ্টব্য :—পদ দুইটি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। পাঠ সন্তোষজনক নহে।

[৮৩৭]

বিহাগড়া

শুন ওগো সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে।
লোক-মুখে শুনি ইহা বলে লোক
কানু সনে রাধা আছে॥
গোকুল-নগরে গোপের মাঝারে
এতদিন আছি মোরা।
লোকমুখে শুনি কখন না চিনি
কানু কালা কিবা গোরা॥
ঘরের ঘরণী আছে কাল বাদিনী
পাপমতি ননদিনী।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আইস শ্যাম সোহাগিনি॥
কিবা সে শ্যাম কানু কার নাম
তাহা না বলিব কি।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আই মাইকে জানাই দেখি।
একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিনু আন নাহি জানি।
চণ্ডীদাস বলে ভাঁড়াইলা ভালে
ধন্য রাধা ঠাকুরাণি॥

নী—৩৩৩

টীকা

পঙ্—৩-৪। তু°—

"সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে।"

কৃঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ

৯-১০। তু°—

"ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।"

নী, ৩৫৩ সং পদ

[৮৩৮]

বিভাস

আমিত অবলা তাহে এত জ্বালা
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিল দড়॥
সহজে আপন বয়স যেমন
আর নহে হাম জানি।
স্বপন ভালিয়া সে রূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী॥
সই, মরণ ভাল।
সে নব নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এইত রসের কূপ॥
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ॥

নী—৩৪৯

[৮৩৯]

তুড়ি

শুন কমলিনি চল কুল রাখি
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মূরতি কালিয়া প্রকৃতি
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী তেজিয়া আপনি
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে জানকী সীতারে
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
বালী বধিবার কালে।
বলিকে ছলিয়া পাতালে লইল
কি দোষ উহার পেলে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে যেমত রাবণে
যেই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
যেবা পরচরচায় থাকে।
পীরিতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কুলেতে কি করে তাকে॥

নী—৩৫২

[৮৪০]

ধানশী

* * * * * *
* * * *
সেই হৈতে মোর মন নাহি লয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন্ ধনী কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হল
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরেশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে॥

নী—৩৫৬

দূতীর প্রতি আক্ষেপ

[৮৪১]

মল্লার[১]

দিবস রজনী দিন[২] গুণি গুণি
কি হৈল[৩] দারুণ[৪] ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া[৫] শ্রবণে
খাইলু[৬] আপন মাথা॥
শুন[৭] শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল[৭]।
সে[৮] ছার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে
সোণার বরণ কাল[৯]॥
বিষের[১০] গাগরি ক্ষীরে[১১] মুখে ভরি[১১]
কেবা আনি দিল আগে।
করিলু আহার না[১২] করি[১২] বিচার
এ[১৩] বধ কাহারে লাগে॥

নীর-লোভে মৃগী আনন্দে[14] ধাইতে[15]
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী[16] আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে॥
নবঘন[17] হেরি পিয়াসে চাতকী[17]
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক[18] বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥[19]
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মিশাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল॥[20]
রতন[21] পাইয়া[21] যতনে বাঁধিতে
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি[22]
দীন[23] চণ্ডীদাসে বলে॥

J :—তরুতে এই একটিমাত্র পদ এই পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

নী, ৩২৩ ; তরু, ৮৪৮ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ইত্যাদি

১ যথারাগ ২৯৮ ; বাদ, অন্য পুথি
২ গুণি, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮ ; গুণ, তরু
৩ ভেল, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
৪ অন্তরে, নী ৫ পাতিলুঁ, ২৯৮
৬ খাইনু, নী
৭-৭ কে বলে পীরিতি ভাল গো সখি, কে বলে পীরিতি ভাল, নী
৮ কি, তরু, ২৯১,২৯২, ২৯৩, ২৯৮
৯ বাদ, তরু, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
১০ সোনার, তরু ১১-১১ বিষ জল ভরি, তরু
১২-১২ করহু, সকল পুথি ১৩ সে, ঐ
১৪ পিয়াসে, তরু, ২৯১ ; তৃসাতে, ২৯৮
১৫ ধায়ই, ২৯১, ২৯২ ; ধাবই, ২৯৩
১৬ মরক, ২৯২
১৭-১৭ জলধর হেরি পিয়াসি চাতকি, ২৯১
১৮ বারিদ, ২৯২, ২৯৩
১৯ ইহার পরের ৪ পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই।
২০ হলা, ২৯১
২১-২১ লাখ হেম পেয়ে, নী, ২৯৮
২২ বিহি, ২৯২
২৩ দীন, ২৮৯ ; অন্যত্র

টীকা

পঙ্‌ ৯-১১। তু'—
"সোনার গাগরি যেন বিষ ভরি
দুধে পুরি তার মুখ।
বিচার করিয়া সে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥"
৮০৯ সং পদ

১৩-১৪। তু'—
"যেমন হরিণী বিন্ধল বেয়াধি
লইয়া ধেনুক শর।"
২৩১ সং পদ

১৫-১৬। তু—
"আগে আহার দিয়া মারল বাঁধিয়া
এমন করয়ে পাপ।"
নী, ৩৪৪ সং পদ

১৭-২০। তু'—
"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।"
নী, ২১১ সং পদ

২৫-২৬। তু'—
"মানিক হারানু হেলে।"
নী, ৩১১ সং পদ

বিধাতার প্রতি আক্ষেপ

[৮৪২]

বিহাগড়া[১]

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে[২] দিলু[৩] ছাই।
জনম[৪] হইতে দুখিনী করিলে দোসর দিলেক নাই[৪]
না[৫] দিলে রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।[৫]
এমতি আছিল তোর[৬] এ পাপ-বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাহি দেখা।
এ পাপ-করমে মোর এমতি সে[৭] লেখা॥[৭]
ঘরদুয়ারে[৮] আগুন দিয়া যাব বঁধুর[৯] পাশে।[৯]
আরতি[১০] পূরিবে তবে কহে চণ্ডীদাসে॥[১০]

দ্রষ্টব্য :—এই পর্যায়ে তরুতে তিনটি মাত্র পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। তাহাই প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইল।

নী, ৩৭১ ; তরু, ৮৫০ ; বিপু, ২৯২।
১ তেউট বিহাগ, তরু ; বাদ, ২৯২
২ কপালে, নী (পাঃ)
৩ দিলাম, তরু ; দিয়ে, নী
৪-৪ জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই, তরু, নী
৫-৫ না দিল রসিক জন মুরুখের সনে, ২৯২ ; না দিল রসিক জন মোর পুরুষের সনে, নী (পাঃ)
৬ ঘোর, নী, ২৯২
৭-৭ লেখাজোখা, নী, তরু
৮ দ্বারে, ২৯২
৯-৯ দুরদেশে, তরু, ২৯২
১০-১০ আরতি পীরিতি তবে কহে চণ্ডীদাসে, নী
"কহে কবি চণ্ডীদাসে, তরু ;
তবে মোর আরতি পুরিব কহে চণ্ডিদাশে, ২৯২
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, নী (পাঠা°)

দ্রষ্টব্য :—ভণিতার পাঠ-বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

[৮৪৩]

বিহাগড়া[১]

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণবঁধু[২] তার লাগি পাই॥
গুরু দুরুজন[৩] যত বঁধুরে[৪] দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপুরে যেন পোড়ে[৫] তার ঘর।
এতেক যুবতী আছে গোকুল-নগরে।
কেনা বঁধুকে[৬] দেখি[৭] বুক ফাটি[৮] মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে[৯] ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥

নী, ৩৮২ ; তরু, ৮৫১
১ তথারাগ (বিহাগ) তরু ২ বন্ধুর, ঐ
৩ দুরজন, নী
৪ বন্ধুর, তরু ; এবং পরেও
৫ পুড়ে, নী ৬ বন্ধুরে, তরু।
৭ দেখে, নী ৮ ফেটে, ঐ
৯ চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

পং—১-২। কারণ—

"কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী।"

নী, ৩৭০ সং পদ

অতএব—

"ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই।

এবং—

ঘরদুয়ারে আগুন দিয়া যাব বঁধুর পাশে।"

নী, ৩৭১ সং পদ

৪। সন্ধ্যামুনি—সর্পবিশেষ।

৫-৬। তু°—

"পরচরচায় যে থাকে সদায়
সাপে খাক্ তার বুকে।"

নী, ১৯৬ সং পদ

৯-১০। তু°—

"গোকুল-নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপনা বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥"

নী, ২৯৪ সং পদ

---

[৮৪৪]

শ্রী[১]

আপনা আপনি ভাবিছি[২] রজনী
কতনা[৩] উঠিছে[৩] দুঃখ।
যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই
না দেখাই এ[৪]পাপ মুখ॥
সই, কানু[৫] দিল মোরে[৬] শোকে।[৭]
পীরিতি করিয়া আশা[৮] না পূরিল[৯]
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥[১০]
একে[১১] অভাগিনী হাম[১২] একাকিনী[১২]
নহিল[১৩] দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত[১৪] বলে মোকে
তাহাত[১৫] না যায় শোনা॥
বিধি[১৬] যদি শুনিত মরণ হইত[১৭]
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে[১৮] কয় এমতি[১৯] হইলে[১৯]
পীরিতির[২০] কিবা সুখ॥[২০]

নী, ৬১৫; তরু, ৮৫২; বিপু, ২৮৭ ২৯১, ২৯২, ইত্যাদি

[১] যথারাগ, ২৯৮; শ্রীরাগ, তরু
[২] দিবস, নী, তরু; অন্যত্র ভাবিছি
[৩-৩] ভাবিয়ে কতেক, নী, তরু; °উঠয়ে ২৯৮
[৪] বাদ, তরু [৫] বিধি, তরু, নী
[৬] মোকে, ২৮৭, ২৯১ [৭] শোক, ২৯১, ২৮৭
[৮] আরতি, সকল পুথি
[৯] পূরল, তরু, নী, ২৮৭, ২৯১
[১০] লোকে, তরু, নী, ২৯২ [১১] হাম, তরু, নী
[১২-১২] তাতে°, নী; তাহে°, তরু; কিছু নাহি জানি, ২৯
[১৩] নাহিক, ২৯৮ [১৪] জেবা, ২৮৭, ২৯১, ২
[১৫] বাদ, ২৮৭; ও, নী; যে, তরু
[১৬-১৬] যদি বিধি°, নী; বিধি°, ২৮৭; °সুনিথ, ২৯২
[১৭] হইথ, ২৯২
[১৮] চণ্ডীদাস, নী, ২৯২; চণ্ডিদাসেতে, ২৯১
[১৯-১৯] জদি এমতি হয়, ২৮৭; জদিবা°, ২৯১; জদি যেমন হয়, ২৯২; জদি হেন হয়, ২৯৮
[২০-২০] পিরিতি কিসের°, ২৮৭, ২৯৮; তবে পিরিতি কিসের°, ২৯১, ২৯২

---

[৮৪৫]

শ্রী[১]

পর[২] পুরুষে[২] যৌবন সঁপিলে
আশা[৩] না পূরয়ে তায়।
আপন যে[৪] পতি[৪] বিছুরিলে কতি
দ্বিগুণ দুখ[৫] সে পায়॥

সই, বিধি সে [৫] কৈল এমন রীতি।[৬]
কুলবতী হ'য়া [৭] পতি তেয়াগিয়া
পরপতি সনে [৮] প্রীতি ॥[৯] ধ্রু ॥ [১০]
পহিলে নহিল [১১] এবে সে [১২] জানিল
দুকুল ভাসিল জলে।
পীরিতি করাতি [১৩] শিরে চড়াইয়া
কুল [১৪] দুই ফার [১৫] কৈলে।[১৬]
দুদিকে ভাসিতে [১৭] উডু ডুবু দিতে [১৮]
কিনারা নহিল [১৯] দেখি।
মহাজন[২০] ঘরে চোরে চুরি করে
পড়শী দেয় যে [২১] সাখী ॥
তলাস করিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
ধনের না পায় লেশ।
মনেতে বুঝিয়া মরয়ে[২২] ঝুরিয়া[২২]
কপালে[২৩] সে দেয়[২৩] দোষ ॥
এমন ডাকাতি বঁধুর পীরিতি
হরি[২৪] নিল[২৪] মোর[২৫] মন।
আপনা কি[২৬] পর বিছরলু[২৭] সব
ত্যজিলু[২৮] গৃহের[২৯] জন।[২৯]
বাশুলি-কৃপায় চণ্ডীদাসে[৩০] গায়[৩০]
দোসর বোধিনী [৩১] জনা।
সকলি পাইবে কুলে [৩২] সে [৩২] রহিবে
আনি [৩৩] দিলে [৩৩] নন্দনন্দনা ॥

[৭] হইয়া, নী ; হঞা, ২৯১, ২৯৮
[৮] শঙে, ২৯১ ; সঞে, ২৯২ [৯] প্রীত, ২৯২
[১০] বাদ, নী, ২৯১ [১১] সহিল, নী, ২৯৮
[১২] বাদ, ২৯১
[১৩] করাতিয়া, নী, ২৯১, ২৯৮
[১৪] পুন, ২৯২ [১৫] ফাক, ২৯১, ২৯২
[১৬] করে, ২৯২ [১৭] ভাসিল, নী
[১৮] চিত্তে, ২৯১, ২৯৮ ; করিতে, ২৯২
[১৯] নাহিক, ২৯১ ; হইল, ২৯২
[২০] মহাজনের, নী, ২৯১, ২৯৮
[২১] আসিয়া, নী ; দেখশিআ, ২৯১ ; আসি, ২৯৮
[২২-২২] তাহাবে বেড়িয়া, ২৯২ ; মরমে ঝুরিয়ে, নী ; °ঝুঝিঞা, ২৯৮
[২৩-২৩] তাহারি কপালে, নী ; তাহারি কপালের, ২৯১ ; তারি কপালে, ২৯৮
[২৪-২৪] হরিল, ২৯১ ; হরিল জে, ২৯৮
[২৫] আমার, ২৯৮ [২৬] বাদ, নী, ২৯৮
[২৭] বিছুরল, নী ; বিছরিনু, ২৯১ ; বিছরলু, ২৯৮
[২৮] ত্যজিল, নী ; তেজি, ২৯২
[২৯-২৯] গৃহ গুরুজন, নী, ২৯১ ; গৃহে গুরুজন, ২৯২
[৩০-৩০] চণ্ডীদাস হিয়ায়, নী, ২৯১, ২৯৮
[৩১] ধোবিক, নী, ২৯৮
[৩২-৩২] কুশলে, ২৯১
[৩৩-৩৩] আলিঙ্গনে, নী, ২৯২ ; আলিঙ্গিলে, ২৯৮

[৮৪৬]

সিন্ধুড়া [১]

গোকুল-নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা [২] বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে [৩]
দারুণ লোকেতে হাসে ॥

নী, ২৯৩ ; বিপু, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
[১] বাদ, ২৯১, ২৯২ ; যথারাগ, ২৯৮
[২-২] পরেক রূপে, ২৯১
[৩] আস, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
[৪-৪] রতন, নী ; রতি, ২৯১, ২৯৮
[৫] সুখ, নী
[৬-৬] শে করিল এমতি রিতি, ২৯১ ; কৈল যেই রিত, ২৯২ ; °করিল°, ২৯৮, নী

সই, কি জানি কি হৈল মোরে ।
আপনা বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে ॥[৪] ধ্রু ॥
কুলের কামিনী হাম একাকিনী[৫]
নহিল দোসর জনা ।
রসিয়া[৬] নাগরী[৬] গুরুজনা বৈরি
এ বড় মুরখপণা ॥[৭]
বিধির বিধান এমন করল[৮]
বুঝিলু[৯] করম-দোষে ।
আগু[১০] পাছু বুঝি[১০] না কৈল সমঝি[১১]
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২৯৪ ; বিপু, ২৯৮ ইত্যাদি
[১] যথারাগ, ২৯৮ [২] আপনার, ঐ
[৩] বলিতে, ঐ [৪] বাদ, নী
[৫] অভাগিনি, ২৯৮ [৬-৬] রসিক নাগর, নী
[৭] মুরখ জনা, নী (পাঠা°) ; মুর অপজস, ২৯৮
[৮] করণ, নী [৯] বুঝিলু, ঐ
[১০-১০] আগেতে বুঝিয়া, ঐ ; আগে পাছে, ঐ (পাঠা°)
[১১] সুঝিয়া, নী

[৮৪৭]

গান্ধার[১]

পীরিতি লাগিয়া আমি সব[২] তেয়াগিনু ।[৩]
তবুত[৪] শ্যামের[৫] সনে[৬] গোঙাতে নারিনু
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম ।
কি ক্ষণে করিনু প্রেম না জানি মরম ॥[৬]
ঘরে ঘরে[৭] চাতরে কুলটা হল[৮] খ্যাতি ।
কানু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি ॥
চল চল আলো সই ওঝার[৯] বাড়ী যাই ।[৯]
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই ॥[১০]
পীরিতি[১১] মিরিতি[১১] লাগি যেবা করে আশ
পীরিতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

নী, ২৯৫ ; বিপু, ২৯৮
[১] যথারাগ, ২৯৮ [২] কুল, ২৯৮
[৩] তেয়াগীলাম, ঐ [৪] তভুত, ঐ
[৫] শ্যামবন্ধু, ঐ
[৬-৬] ২৯৮ পুথিতে এই অংশ বড়ই অস্পষ্ট
[৭] পরে, ২৯৮ [৮] হইল, ঐ
[৯-৯] মোরা আপন বাড়ি জাঙো ঐ
[১০] খাঙো, ঐ
[১১-১১] পীরিতে মরিতে, নী

কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য :—তরুতে এই পর্য্যায়ে চণ্ডীদাস-ভণিতার এই একটি মাত্র পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে ।

[৮০৮]

ধানশী[১]

কুলের বৈরি হইল মুরলী
সকলি[২] করিল[২] নাশে ।
মদন-কিরাতি[৩] মধুর মুরতি[৪]
ধরিতে আইল শেষে ॥[৫]
সই, জীবন[৬] যে নেয় বাঁশী ।[৬]
পীরিতির[৭] আঠা ননদিনী[৮] কাঁটা[৯]
পড়সী[১০] হইল ফাঁসী[১০] ॥ ধ্রু ॥

বৃন্দাবন-মাঝে বেড়ায় যে[11] সাজে[11]
ধরিতে[12] যুবতী-জনা।
যমুনার কূলে[13] কদম্বের[14] তলে[15]
আসিয়া[16] করিল থানা॥
এক[17] পাশ হৈয়া হাতে[18] শান্ দিয়া[18]
দেখে যে বসিল পাখী।
ধীরি ধীরি যায় ভঙ্গি[19] করি[19] চায়
আনলা[20] চালায় দেখি॥
গাছের ডালে বসিয়াছে[21] ভালে
তাকায়ে[22] সে[22] এক দিঠে।
জড়ান[23] যে[24] আঠা নাহি[25] যায়[25] কাটা
লাগিল পাখীর পিঠে॥
পড়িয়া[26] ভূমিতে[27] ধড়ফড়াইতে[28]
কিরাতে[29] ধরিল পাখে।
পাখে পাখ[30] দিয়া বান্ধিল টানিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় যে পাখী।
পাখা[31] খুলি দেয়[31] আটা[32] যে ধোয়ায়[32]
তবে সে এড়ান দেখি॥

নী—২৬৩; তরু, ৮৫৭; বিপু, ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি

[1] বাদ, ২৯১, ২৯২

[2-2] করিল সকল, নী, ২৯১ [3] কীরিতি, ২৯২

[4] যুবতী, নী, তরু; পাখি, ২৯১

[5] দেশে, তরু, নী, ২৯১

[6-6] জীব না এমন বাসি, তরু; জিব না এমন বাঁশি, ২৯১; জীবন যেমন বাসী, ২৯২; জীবন মন নেয় বাঁশী, নী

[7] পীরিতি, তরু, নী, ২৯১

[8] ননদী, তরু, নী

[9] খোটা, তরু (পাঠা°)

[10-10] আনলা হইল বাঁশী, নী; আনল°, ২৯১, ২৯২

[11-11] সাজে, তরু; সেজে, নী

[12] বধিতে, ২৯১ [13] জলে, ২৯২

[14] গাছের, নী, তরু, ২৯১ [15] ডালে, ২৯১

[16] বসিয়া, নী; করিল (আসিয়া), ২৯১

[17] এই চারি পঙ্ক্তি তরুতে নাই

[18-18] থাকি লুকাইয়া, নী; হাথে দেই খেয়া, ২৯১

[19-19] তার পানে, নী; তাহা পানে, ২৯১

[20] নল জে, ২৯২

[21] বসিয়া, তরু, নী; বস্যাছে, ২৯১

[22-22] তাক করে, তরু, নী, ২৯১

[23] চড়াইল, ২৯১ [24] বাদ, তরু, নী, ২৯১

[25-25] না যায়, তরু, ২৯১; লাগায়, নী

[26] পড়িল, ২৯২ [27] ভূমেতে, নী

[28] ধড়ফড়ইতে, তরু; ধড়ফড় করিতে, ২৯১

[29] কিরাত, ২৯২

[30] পাখা, তরু, ২৯১; পাখে, নী

[31-31] ছাড়িয়া দেয়, তরু; ছাড়ায়া দেয়ায়, ২৯২; ছাড়িআ ধোঅ, ২৯১

[32-32] পাখা যে°, তরু; °সে°, ২৯২; পাখের আঠা জাঅ, ২৯১

গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য:—এই পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট পদগুলি সকলই তরুতে সঙ্কলিত রহিয়াছে

[৮৪৯]

সিন্ধুড়া[1]

তাহারে বুঝাও[2] সই পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে[3] আগি॥

কাহারে না কহি কথা রহি[৪] দুখে ভাসি।[৪]
ননদী-দ্বিগুণ বাদী[৫] এ পোড়া[৬] পড়শী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার[৭] সনে[৭] কব[৮] আমি[৯] কানুর[১০] সে[১০] কথা ॥
যত দূরে যাবে[১১] বন্ধু[১১] তত দূরে যাব।
পরাণ[১২]-দেসার লাগি[১২] কোথা[১৩] গেলে পাব ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

নী—২৯৭ ; তরু, ৮৬০ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০, ইত্যাদি

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ৩৩০০
২ বুঝাই, নী, তরু, ২৯২, ২৯৮
৩ লাগে, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
৪-৪ থাকি দুখ বাসি, ঐ ৫ জালা, ২৯২
৬ পাপ, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ ; পাড়া, তরু
৭-৭ কা সনে, ২৯২
৮ কহিব, নী, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
৯ কালা, নী, ৩৩০০ ; আর, তরু ; সে, ২৯৮
১০-১০ কানুর, তরু ; কালা কানুর, ২৯২ ; কালা-রসের, ২৯৮
১১-১১ যায় মন, নী, তরু ; তুমি, ২৯৮, ৩৩০০
১২-১২ পীরিতি পরাণ-ভাগী, নী, তরু, ৩৩০০ ; পরাণ পীরিতি লাগি, ২৯৮ ; গৃহীত পাঠ তরুর পাঠান্তর হইতে
১৩ যথা, তরু ; জোথা, ২৯২

[৮৫০]

শ্রী[১]

পরের অধীনী[২] ঘুচিবে কখনি[৩]
এমতি[৪] করিবে[৪] ধাতা।
গোকুল-নগরে প্রতি[৫] ঘরে ঘরে
না শুনি পীরিতি-কথা ॥
সই, যে বল[৬] সে বল[৭] মোরে।
শপথি[৮] করিয়া বলি[৯] দাঁড়াইয়া
না রব[১০] এ[১০] পাপ ঘরে ॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন[১১]
কত[১২] না সহিবে[১২] প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া[১৩] যাইব চলিয়া[১৪]
রহিব গহন বনে ॥
বনে[১৫] যে[১৫] থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ-জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া[১৬] জুড়াইবে[১৬]
ঘুচিবে[১৭] অন্তর[১৭]-ব্যথা।
চণ্ডীদাসে[১৮] কয় স্বতন্তরী[১৯] হয়
তবে সে এমন[২০] বটে।
যে সব কহিলে কহিতে[২১] পারিলে[২১]
তবে সে এ[২২] তাপ[২২] ছুটে ॥

নী—৩১৬ ; তরু, ৮৬১ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ শ্রীরাগ, তরু ; বাদ, ২৯২, ২৯৮
২ রমণী, তরু ; অধিন, ২৯২ ; অধীন, ২৯৮
৩ কখন, ২৯২ ; তখন, ২৯৮
৪-৪ এমন করিল, ২৯২ ৫ সব, ২৯৮
৬ বলে, ২৯২ ৭ বলু, ঐ
৮ শপতি, তরু, ২৯২ ; সবতি, ২৯৮
৯-৯ বলি দাঁড়াইয়া, তরু ; বলেছি দড়ায়া, ২৯২ ; বলিছি ডাকিঞা, ২৯৮
১০-১০ না রহিব, ২৯৮ ১১ তর্জ্জন, ২৯২, ২৯৮
১২-১২ কবা সহিব, নী ; আর শুনিব, ২৯৮
১৩ যে তেজিয়া, নী
১৪ ছাড়িয়া, ২৯২ ; ছাড়িঞা, ২৯৮
১৫-১৫ বনেতে, ২৯২
১৬-১৬ পরাণ জুড়াবে, ২৯২, ২৯৮
১৭-১৭ অন্তরের বাইবে, নী ; ঘুচিবে মনের, তরু ; অন্তরের জাবে, ২৯৮

১৮ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৯২

১৯ স্বতন্ত্র, ২৯২, ২৯৮ ২০ এমতি, ২৯৮

২১-২১ সে সব হইলে, ২৯২, ২৯৮

২২-২২ তাপ যে, নী, ২৯২ ; সে তাপ, ২৯৮

[৮৫১]

ছার দেশে বাস[২] হইল[৩] নাহি[৪] দোসর জনা।
মরমের মরমী বিনে[৫] না[৬] জানে বেদনা॥
চিত উচাটন করে[৭] মন ঝুনু ঝুনু।[৭]
ননদী[৮]-বচনে পাঁজরে বিঁধে[৯] ঘুণ॥[১০]
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু মোরে[১১] বিমুখ[১২] ননদী[১৩] হৈল[১৪] বৈরী॥
গুরুজন[১৫]-কুবচনে[১৬] শেলের যে ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি[১৭] উপায়॥
বাশুলী[১৮] আদেশে দ্বিজ[১৮] চণ্ডীদাস-গীত।
আপনা[১৯] আপনি চিত[১৯] করহ সম্বিত॥

নী—৮৮৩ ; তরু, ৮৬২ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০, ৪৪১৫, ৪৫৬০

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ৩৩০০

২ বসতি, নী, তরু, ২৯২ ; বসত, ৩৩০০

৩ বাদ, নী ৪ নাহিক, তরু

৫ নৈলে, নী, তরু ৬ কে, ২৯২

৭-৭ সদা কত উঠে মনে, তরু

৮ ননদিনীর, তরু ; ননদীর, নী ; ননদিনি, ২৯৮

৯ বিন্ধিলেক, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

১০ মন্থু, নী ১১ হৈল, তরু

১২ বিমুখ হইল, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

১৩ ননদিনী, নী, ২৯৮ ১৪ বাদ, নী

১৫ গুরুতর, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

১৬ কুবচন, নী, তরু, ২৯৮, ৩৩০০

১৭ হবে, নী

১৮-১৮ [১৮]কহায় বলে, নী, ২৯২, ২৯৮, ৪৫৬০, ৩৩০০ ; [১৮]কবি, তরু (পাঠা[১৮]) ; [১৮]সহায়[১৮], ৪৪১৫

১৯-১৯ আপনার চিত ধনি, নী

দ্রষ্টব্য :—পদটিতে নূতনত্ব কিছুই নাই, এই পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য পদের ভাব-সাদৃশ্য ইহাতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ পদের ভণিতা বড়ই সন্দেহজনক। তরুতে "দ্বিজ", এবং পাঠান্তরে "কবি", নী-তে বাশুলী ও চণ্ডীদাস, এবং পাঠান্তরে কবি চণ্ডীদাস, অন্যান্য পুথিতেও পাঠ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

[৮৫২]

পটমঞ্জরী[১]

নিশ্বাস ছাড়িতে না[২] দেয় ঘরের[২] গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥[৩]
শুন[৪] শুন[৪] প্রাণ[৫] প্রিয় সই।
তুমি সে আমার[৬] আমি[৭] সে তোমার[৭],
তেই সে[৮] তোমারে[৮] কই। ধ্রু॥[৯]
বিনিছলে ছার[১০] দেশে[১০] সদাই[১১] ধরে চুরি।
হেন মনে[১২] করে[১৩] জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সাধেতে[১৪] বেড়াই[১৪] যদি সখীগণ-সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে[১৫] তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া[১৬] লোকে[১৬] না[১৭] জানে পীরিতি বলে[১৮] কারে।
তুমি যদি বল সমাধান[১৯] দেই[১৯] ঘরে॥
চণ্ডীদাসে বলে[২০] শুন আমার যুকতি।
অধিক[২১] যাতনা[২২] যার দ্বিগুণ[২৩] পীরিতি॥

নী—২৯৬ ; তরু, ৮৬৩ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮, ইত্যাদি

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯১, ২৯২

২-২ নারি ঘর, ২৯২

৩ ইহার পরে তিন পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই

৪-৪ শুন, ২৯১ ; সুনলো ২, ২৯২

৫ প্রাণের, ২৯১ ৬ আমার হও, নী

৭-৭ বাদ, ২৯১, ২৯২, নী

৮-৮ তোমার আগে, ২৯১, ২৯২ ; তোমায়, নী

৯ বাদ, ২৯১, নী

১০-১০ ছলে সে, তরু ; সদা সই, ২৯২

১১ মোরে, ২৯২ ১২ মন, তরু, ২৯১

১৩ করি, ২৯১, ২৯২ ; হয়, ২৯৮

১৪-১৪ সতী সাধে দাঁড়াই, নী, তরু, ২৯১ (°পাতাই), ২৯৮

১৫ পুরল, ২৯১, ২৯৮

১৬-১৬ পাড়ার লোক, তরু ; ছার লোকে, ২৯২, ২৯৮ (°লোক)

১৭ নাহি, ২৯১

১৮ বলি, তরু, ২৯১, ২৯২ ; বলীয়া, ২৯৮

১৯-১৯ °দিয়ে, তরু, ২৯৮ (°দিএ) ; সই সমাধিয়া, নী, ২৯১, ২৯২

২০ কহে, ২৯২ ২১ দ্বিগুণ, ২৯১

২২-২২ জ্বালা তার বার অধিক, তরু ; °অধিক, ২৯২

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

"যেন বেড়াজালে, সফরী সলিলে,
তেমতি আমার ঘর।"

প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

৬-৭। তু—

"যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে, শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে শ্যাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী, এমতি তাহার ধারা॥
হেন মনে করে, শুনি কুবচন, গরল ভখিয়া মরি।"

প্রথম খণ্ড, ৩৯৬ সং পদ

৮-১১। তু°—

"গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল॥"

নী—২৫২ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—নচ'র পাঠান্তরে এই পদটি দুইখানি পুথিতে যদুনাথ দাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।

---

[৮৫৩]

সিন্ধুড়া

সই, এত কি[১] সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলে[২] আপন কানে॥ ধ্রু॥
পরের কথায় এত কথা কহে[৩]
ইহাতে কহিব কি।
কানু-পরিবাদে ভুবন[৪] ভরিল[৫]
বৃথাই[৬] জীবনে[৭] জি।
কানুরে পাইত এ[৮] সব[৮] কহিত
তবে[৯] বা সে বোল ভাল।[৯]
মিছা[১০] পরিবাদে বাদিনী হইয়া[১০]
জর জর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝায়ে[১১] শ্যামেরে কহিয়ে[১২]
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাসে[১৩] কহে[১৪] ধৈর্য্য ধরি[১৪] রহ
কে[১৫] কিবা করিবে[১৫] কার॥

নী—২৯২ ; তরু, ৮৬৭

১ এ, নী ২ শুনিলা, তরু

৩ কয়, ঐ (পাঠা°) ৪ জগত, ঐ

৫ ভুলিল, ভাসিল, ঐ
৬ বৃথায়, নী ; কেমনে, তরু (পাঠা°)
৭ পরাণে, তরু
৮-৮ তবে যে, ঐ (পাঠা°)
৯-৯ °বোলে', নী ; তবে ভালবাসে বোল, সে বোল আমার ভাল, তরু (পাঠা°)
১০-১০ মিছা বাদে পরিবাদিনী হইয়া, তরু (পাঠা°)
১১ বুঝাঞা, বুঝাইয়া, বুঝিয়া, ঐ
১২ কহিয়া, তরু
১৩-১৩ চণ্ডীদাস কহে, নী
১৪ করি, তরু
১৫-১৫ কে কোথা কি করে, তরু

।

পঙ্—২-৩। সখীর সাক্ষাতে ননদিনী আসিয়া রাধাকে তিরস্কার করিয়া গেল, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। অতএব এই পদটি যে ঐরূপ কোন আখ্যায়িকার সন্ধান দিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই জাতীয় কোন পালা হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে।

দ্রষ্টব্য :—এই পদের পাদটীকায় তরুতে লিখিত আছে যে, পাঁচখানা পুঁথিতে এই পদের পরে "তাহারে বুঝাই সই" ইত্যাদি পদের প্রথম চারি পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

[৮৫৪]

ধানশী

তাদরে দেখিলুঁ[১] নটচাঁদে।[২]
সেই হৈতে উঠে মোর কানু-পরিবাদে
এতেক যুবতীগণ[৩] আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে
স্বামী গায়াতে মারে বাড়ি।[৪]
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী।[৫]
ননদী[৬] দেখয়ে চৌখের[৭] বালি।
শ্যাম-নাগর তোলাই[৮] সদাই[৯] পাড়ে গালি
এ দুখে পাঁজর[১০] হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিলুঁ[১১] এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে[১২] পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়।

নী—২৫০ ; তরু, ৮৬৮

১ দেখিনু, নী	২ নঠ°, তরু
৩ যুবতী, তরু	৪ বারি, নী
৫ শাশুড়ী, ঐ	৬ ননদিনী, ঐ
৭ চোখের, ঐ	৮ তোমায় ঐ
৯ বাদ, ঐ	১০ পাঁজল, ঐ
১১ দেখিনু, ঐ	১২ চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে গুরুজনের প্রতি আক্ষেপোক্তি-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু নী-তে ইহা নায়ক-সম্বোধনের পদরূপে ধৃত হইয়াছে।

পঙ্—১। তু°—"ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী" (কৃঃ কীঃ, ৩২১ পৃঃ)। ভাদ্রমাসের চতুর্থীর চন্দ্র (যাহাকে নষ্টচন্দ্র বলে) দেখিলে অকারণ কলঙ্কাপবাদ ঘটিয়া থাকে (স্যমন্তকমণির উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)। রাধা বলিতেছেন যে, নষ্টচন্দ্র দেখাতে অকারণ তাঁহার কানু-কলঙ্ক রটিয়াছে। তু°—"তে কারণে বাঁশী চুরি দোষসি জগন্নাথে", ঐ।

৩-৫। তু°—

"গোকুল-নগরে, কেবা কিনা করে, তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী, হাম কলঙ্কিনী রাধা।"

নী, ৩৬৫ সং পদ

৫। তু°—

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা ॥

তরু, ৮১১ সং পদ

৬। তু°—"দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি।"

ঐ, ৮১২ সং পদ

৭। তু°—

"এখন বাসয়ে, যেন কালকুটি, নয়নে আছয়ে মিশি।"

২৩৬ সং পদ

৮। তু°—

"শুনাইয়া মোকে, আর কাকে ডাকে,
আইস শ্যাম-সোহাগিনী।"

নী, ৩৩৩ সং পদ

১১-১২। এই দুই পঙ্‌ক্তির পাঠান্তরে তরুতে আছে—

কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
বলরামদাস বলে কি কৈল বিধাতা॥

বলরামদাস-রচিত আক্ষেপানুরাগের অনেকগুলি পদ তরুতে উদ্ধৃত আছে। এই জাতীয় পদ তাঁহাদ্বারাও রচিত হইতে পারে। অসমাক্ষর ছন্দেও তিনি পদ রচনা করিয়াছেন (তরু, ৮২২ সং পদ দ্রষ্টব্য)। পদে দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, বড়ু হইতে ইহার পার্থক্য প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ ভাব-সাদৃশ্য থাকিলেও, ঐরূপ সাদৃশ্য যে অন্যান্য কবি-রচিত পদের সহিতও রহিয়াছে, তাহা উপরে টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণ করা পরবর্ত্তী যে কোন কবির পক্ষে অতি সহজ কাজ, এ জন্য দ্বিজ স্থানে বড়ুকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। অতএব এই পদের রচয়িতা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

প্রেমের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য:—পদকল্পতরুতে আক্ষেপানুরাগ-বিবৃতিতে আট প্রকারের আক্ষেপের উল্লেখ আছে, যথা—কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, নিজের প্রতি, সখীর প্রতি, প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি। ইহাতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ নাই, অথচ উক্ত গ্রন্থে "গুরুগণের প্রতি আক্ষেপ" পর্য্যায়ের পরে "প্রেমের প্রতি আক্ষেপ" নির্দ্দেশে অনেকগুলি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণির শেষভাগে চতুঃষষ্টিরসবিবৃতিতে প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রকারভেদে প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগকে যে একই পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারও সন্ধান মিলিতেছে।

পদকল্পতরুতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে ৮৭০ হইতে ৮৯৮ সংখ্যক যে ২৯টি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনটি মাত্র পদ জ্ঞানদাসের, অবশিষ্ট ২৬টি পদই চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী অংশেও চণ্ডীদাস-ভণিতার পদ রহিয়াছে। এই সকল পদ এই অধ্যায়ের প্রথমভাগেই স্থাপিত হইল।

[৮৫৭]

পটমঞ্জরী[১]

সই[২] কি বুকে[৩] দারুণ ব্যথা।[৪]
সে দেশে যাইব যথা[৫] না শুনিব[৬]
পাপ-পীরিতের[৭] কথা॥ ধ্রু॥[৭]

সই,[৮] কে বলে পীরিতি ভাল।[৮]
হাসিতে[৯] হাসিতে[৯] পীরিতি করিনু[১০]
কাঁদিতে জনম গেল॥

কুলবতী হৈয়ে[১১] কুলে[১২] দাঁড়াইয়ে[১৩]
যে ধনী[১৪] পীরিতি করে।
তুষের[১৫] অনল[১৬] যেন সাজাইয়া[১৭]
এমতি[১৮] পুড়িয়া মরে॥

হাম[19] অভাগিনী[19] এ[20] দুখে দুখিনী[20]
প্রেমে ছল ছল আঁখি ।
চণ্ডীদাস[21] বলে[22] এমতি[23] হইলে[23]
পরাণ[24] সংশয় দেখি ॥

নী—৩০৯ ; তরু, ৮৭০ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৯৮, ২৩৯৪ ইত্যাদি

১ যথা রাগ, ২৯৮ ; বাদ ২৯২, ২৮৯, ২৯১, ২৯৭ ; ধানশী, ২৯২ ; রাগ ধানসি ২৩৯৪

২ বাদ, তরু, নী, ২৯৮, ২৯২ , ২৩৯৪

৩ বুকে হইল, ২৩৯৪

৪ বেথা, তরু, ২৯৮, ২৮৯, ২৯১, ২৯২ ; ব্রথা, ২৩৯৪ ; কথা ২৯৭

৫-৫ যে দেশে না শুনি, নী, তরু ; জে দেসে°, ২৯৮, ২৯৭ ; যেথা°, ২৯১ ; জে দেসে না সুনিব, ২৯২

৬ পিরিতির, ২৯৮, ২৯১, ২৩৯৪

৭ বাদ, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৩৯৪

৮-৮ পিরিতি বলিয়া, এ তিন আখের, কে বলে পিরিতি ভাল, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৭ (°তিনটি আখর°)

৯-৯ শ্যাম বন্ধু সনে, ২৯৭

১০ করিলু ২৯৮, ২৯১ ; করিয়া, তরু, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪ ; করিআ, ২৯৭

১১ হৈয়া, তরু, ২৯২ ; হইঞা ২৯৮ ; হয়্যা, ২৩৯৪, ২৯৭ ; হআ, ২৮৯ ; হঞা, ২৯১

১২ কুলেত, ২৯৮ ; কুলেতে, ২৯১ ; কুল, ২৯২, ২৩৯৪

১৩ ডাড়াইঞা, ২৯৮ ; দাণ্ডাইয়া, ২৮৯, ২৯৭ ; থাকিয়া ২৯১ ; দাঁড়াইয়া, তরু ; তেগিয়া, ২৯২ ; তিয়াগিয়া, ২৩৯৪

১৪ জন, ২৯৮, ২৩৯৪ ; জনা ২৯২, ২৮৯

১৫ ডুবেতে, ২৯২

১৬ আনল, তরু, ২৯৮, ২৯২, ২৮৯, ২৯১, ২৯৭ ; আগুন, ২৩৯৪

১৭ না জানিঞা, ২৯৮ ; ভেজাইয়া, ২৯২, ২৮৯, ২৯২

১৮ ভেমতি, ২৩৯৪, ২৯৭, ২৯২, ২৮৯, ২৯২ ; সদাই, ২৯১

১৯-১৯ রাই বিনোদিনি, ২৯১, ২৯২, ২৩৯৪

২০-২০ ও দুঃখ°, ২৯৮ ; দুঃখের দুখিনী, ২৯২ ; জনম দুখিনি, ২৮৯ ; জেমন°, ২৩৯৪ ; উ দুখে°, ২৯৭

২১ চণ্ডিদাসে, ২৯১, ২৯২, ২৯৭

২২ কহে, নী, তরু, ২৯১, ২৯৭

২৩-২৩ যে গতি হইল, তরু, ২৯২ ; যে মতি হইল, নী ; জে গতি হইব, ২৯১ ; কানুর পিরিতি, ২৮৯, ২৩৯৪ ; শ্যামের পিরিতি, ২৯২ ; বন্ধুর পিরিতি, ২৯৭

২৪ জিবন, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৭

---

[৮৫৬]

শ্রী[1]

পীরিতি-মুরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান[2]-কোণে ।
পীরিতি বলিয়া নাম শুনাইতে[3]
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
সখি, আর কি বলিব তোরে ।[4]
পীরিতি বলিয়া এ তিন[5] আঁখর
এত দুখ দিল মোরে ॥[6]
পীরিতি[7]-আরতি কভু না করিব[7]
শয়নে[8] স্বপনে[8] মনে ।
পীরিতি-নগরে[9] বসতি ত্যজিয়া
রহিব গহন বনে ॥
পীরিতি-পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জবাস ।
পীরিতি-বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥

নী—৩০৬ ; তরু, ৮৭১ ; বিপু, ২৯২, ২৯৩, ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২ নয়নের, ২৯২ ; নয়ানের, ২৯৩

৩ শুনাইতে, নী ৪ তোখে, ২৯২, ২৯৩
৫-৫ দারুণ, ২৯২, ২৯৩ ৬ মোকে, ঐ
৭-৭ পিরিতি মুকুতি কভু না স্মরিব, ঐ
৮-৮ শয়ন স্বপন, তরু, ২৯২, ২৯৩
৯ নগরের, নী

[৮৫৭]

শ্রী[১]

পীরিতি-রসের[২] সায়র[৩] দেখিয়া
নাহিতে[৪] নামিলুঁ[৫] তায়।
নাহিয়া[৬] উঠিয়া[৭] ফিরিয়া[৮] চাহিতে[৯]
লাগিল দুখের বায়॥
সই,[১০] কেবা নিরমিল[১১] প্রেম-সরোবর
সুধাময়[১২] তার জল।
দুখের মকর[১৩] ফিরে[১৪] নিরন্তর[১৪]
প্রাণ করে টলমল॥[১৫] ধ্রু॥
গুরুজন[১৬]-জ্বালা[১৬] জলের[১৭] শিহলা[১৮]
পড়সী-জিয়ল[১৯] মাছে।
কুলপানীফল কাঁটাতে[২০] সকল
সলিল ঢাকিয়া[২১] আছে॥
কলঙ্ক-পানায়[২২] সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ[২৩] যদি।
অন্তর[২৪] বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
চণ্ডীদাসে[২৫] কহে[২৫] শুন[২৬] বিনোদিনি[২৬]
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায়[২৭] তার ঠাঁই॥[২৭]

নী—৩৮৭; তরু, ৮৭২; বিপু, ২৮৯ ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ৩২৭ ইত্যাদি
১ সকল পুথি
২ সুখের, তরু, ২৮৯, ২৯১, ৩২৭
৩ সাগর, নী, ২৯৮; সাএর, ৩২৭
৪ নাইতে, ২৯২, ২৯৩, ৩২৭
৫ নামিলাম, নী, তরু, ২৯২; ডুবিলু, ২৯৮, ৩২৭; ডুবিলাঙ, ৩২৯
৬ ডুবিঞা, ২৯৮
৭ উঠিতে, ২৯২, ২৯৮, ৩২৭, ৩২৯
৮ ফিরিএ, ২৮৯ ৯ চাহিএ ২৯৮
১০ বাদ, নী, তরু, ২৮৯, ২৯৮, ৩২৮, ৩২৯
১১ সিরজালে ২৮৯; সিরজীল, ৩২৭, ৩২৯
১২ নিরমল, ২৮৯, তরু; শুকমল, ৩২৭; সুখময়, ২৯২, ২৯৩, ৩২৯
১৩ মগর, ২৮৯, ২৯৮, ২৯২, ৩২৯
১৪-১৪ ভাসে°, ২৯৮; দেখিয়া সকল, ৩২৭
১৫ টলবল, ২৮৯, ২৯১, ৩২৭, ৩২৯
১৬-১৬ ননদি°, ২৮৯; ঘরে গুরুজন, ৩২৭
১৭ পানিয়, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ৩২৭
১৮ সেহলা, নী, ২৮৯; শিহালা, তরু; সিয়লা ২৯৮; সিউলি, ৩২৭; সেহালা, ৩২৯
১৯ জিউল, নী
২০ কাঁটায়, তরু, ২৯২, ৩২৭, ২৯৩, ২৯৮; কাটায়ে, ২৯২; কাটাএ, ২৮৯, ৩২৯
২১ বেড়িয়া, তরু; ঘেরিয়া, ২৮৯; ঝাঁপিয়া, ২৯১
২২ পানা, ২৮৯, ২৯৮, ৩২৭, ৩২৯; পানা তায়, ২৯১
২৩ খাইল, নী
২৪ অন্তর, নী, ২৮৯, ২৯৮; ভিতরে, ৩২৯
২৫-২৫ কহে চণ্ডীদাস, নী, তরু; °বলে ২৯১
২৬-২৬ সুনল সুন্দরি, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮ (শুনগো°), ২৯১ (সুনহ°)
২৭-২৭ তার ঠাঁই ঠাঁই, নী

[৮৫৮]

সুহিনী[১]

"শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি কানুর পীরিতি
কোথায়[২] তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে টিকে কোন্ স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে পারাপার[৩] করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে ত্যজিব
সোঙরি তাহার পা ॥"
সখী কহে সার— "দেখি নিরাকার[৪]
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ-ছুরি বৈসে মনোপরি[৫]
জাতির বাহিরে[৬] সে ॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গী[৭]।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে[৮]
পীরিতি অদ্ভুত রঙ্গী[৯] ॥
কহে চণ্ডীদাসে[১০] বাশুলী-আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পীরিতি-নগরে বসতি করেছ[১১]
পরেছ[১২] পীরিতি-বাস ॥

নী—৩০২ ; তরু, ৮৭৩

১ বাদ, নী
২ কোথাই, তরু
৩ পারাবার, তরু (পাঠা°)
৪ নৈরাকার, তরু
৫ মানপরি, ঐ (পাঠা°)
৬ বাহির, নী
৭ সঙ্গে, তরু (পাঠা°)
৮ ছাড়িয়া, তরু
৯ রঙ্গে, ঐ (পাঠা°)
১০ চণ্ডীদাস, নী
১১ কর্যাছ, তরু
১২ পর্যাছ, তরু

[৮৫৯]

সুহিনী[১]

পীরিতি বলিয়া[২] এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া[৩] ছানিয়া[৪] খাইলুঁ[৫]
তিতায়[৬] তিতিল[৭] দে ॥
সই, এ কথা কহিব[৮] কারে[৮]।
হিয়ার ভিতরে[৯] বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে ॥[১০] ধ্রু ॥[১১]
পিয়ার[১২] পীরিতি বিষম[১৩] আরতি
আরম্ভ[১৪] অবধি[১৪] শেষ।
পুন[১৫] নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥
প্রকট[১৬] পীরিতি আরতি বাঢ়ালুঁ[১৭]
মিরিতি[৮] সাধিলুঁ[১৮] কাজে।
লোক-চরচায়[১৯] কুল[২০] রক্ষা দায়[২০]
জগত ভরিল লাজে ॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।[২১]
ভাবিতে[২২] ভাবিতে[২২] তনু জর জর
বাউলী[২৩] হইয়া গেলুঁ ॥[২৪]
এমন[২৫] পীরিতি[২৫] না জানি এ[২৬] রীতি[২৬]
পরিণামে কিবা হয়।
পীরিতি পরম[২৭] সুখ[২৮] দুখময়[২৮]
চণ্ডীদাসে[২৯] ইহা[২৯] কয় ॥

নী—৩৩৪ ; তরু, ৮৭৪ ; বিপ্, ২৮৯, ২৯১-৩ ; ৩৪৩৬, ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২,৩ বলিয়ে, ৩৪৩৬ ৪ ছানিয়ে, ঐ

৫ খাইনু, নী, ২৯২, ২৯৩ ; খাইতে, ৩৪৩৬

৬ বিষেতে, ২৯২, ২৯৩

৭ জারিল, ২৯২, ২৯৩ ; ভরিল, ২৮৯

৮-৮ কহিল নহে, তরু ; কহন নয়, ৩৪৩৬ ; কহিলে নয়, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ ; কহিল নহে, ২৯১

৯ ভিতর, নী, তরু

১০ কহে, তরু, ২৯১ ; হয়, ৩৪৩৬, ২৮৯ ; কয়, ২৯২, ২৯৩

১১ বাদ, নী, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১

১২ পীয়াক, ৩৪৩৬ ; পিআক, ২৯১

১৩ প্রথম, নী, তরু, ৩৪৩৬, ২৯১, ২৯৩, ২৯১

১৪-১৪ তাহার নাহিক, নী, তরু ; অতুল°, ৩৪৩৬ ; আবাল°, ২৯৩ ; অতুল অবোধ, ২৮৯ ; আতুল°, ২৯১

১৫ এবে, ৩৪৩৬

১৬ কপট, নী, তরু, ৩৪৩৬, ২৮৯, ২৯১

১৭ বাঢ়াঞা, তরু ; বাজায়ে, ৩৪৩৬ ; বাড়ায়ে, নী ; বাজায়া, ২৮৯

১৮-১৮ মরণ অধিক, নী ; সাধিল আপন, ৩৪৩৬ ; পিরিতি সাধিল, ২৮৯

১৯ চরচায়ে, তরু ; চরাচর, ৩৪৩৬ ; চরচা, ২৯২, ২৯৩ ; চরচাতে, ২৮৯ ; চরচার, ২৯১

২০-২০ কুলের খাঁখার, তরু, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১

২১ মনু, নী, ৩৪৩৬

২২ কহিতে কহিতে, নী, তরু, ২৮৯

২৩ পাগলী, নী, তরু, ২৯১ ; কালি, ৩৪৩৬

২৪ গেনু, নী, ৩৪৩৬, ২৯২

২৫-২৫ এমতি°, তরু ; পীরিতি এমতি, ৩৪৩৬, ২৯২ ২৮৯, ২৯১

২৬-২৬ কি°, ২৯২, ২৯৩ ; আরতি, ২৮৯

২৭ পরাণে, ৩৪৩৬ ; পরাণ, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১

২৮-২৮ দুখময় হয়, নী ; হয় দুখময়, তরু ; কহে সুখ সুখ, ৩৪৩৬ ; হয় দুখ সুখ, ২৮৯ ; হয় দুঃখ সুখময়, ২৯১

২৯-২৯ দ্বিজ চণ্ডীদাসে, নী, তরু, ২৮৯, ২৯১-৩

[৮৬০]

শ্রী[1]

পীরিতি পীরিতি পীরিতি[2] মূরতি
হৃদয়ে লাগয়ে[3] সে ।[4]
পরাণ ছাড়িলে[5] পীরিতি না ছাড়ে[5]
পীরিতি গঢ়ল[6] কে ॥[7]
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না[8] জানি আছিল কোথা[8] ।
পীরিতি-কণ্টক হৃদয়ে[9] ফুটিল[10]
পরাণ-পুতলি যথা ।
পীরিতি পীরিতি পীরিতি আনল[11]
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল ।
পীরিতি[12] আনল নিভাইলে[13] নহে[13]
হৃদয়ে[14] রহিল[15] শেল ॥
চণ্ডীদাস[16] বাণী[17] শুন বিনোদিনি
পীরিতের[18] না কও কথা ।[18]
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে[19] তথা[19] ॥[20]

নী—৩৭৭ ; তরু, ৮৭৫ ; বিপ্ ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩

২ কিরীতি, নী, তরু

৩ লাগল, তরু, ২৯৮ ; লাগিল, নী

৪ জে, ২৮৯ ; সেল, ২৯৮

৫-৫ ছাড়িয়া পিরিতি কেমনে, ২৮৯

৬ গড়ল, নী, ২৯৩ ; গড়িল, ২৯৮, ২৮৯

৭ কেহ, ২৯৮ ; সে, ২৮৯

৮-৮ শ্রবণে সুনিল কোথা, ২৯২, ২৯৩ ; শ্রবণে শুনিতাঙ কথা, ২৯৮, ২৮৯ (°সুনিলাম°)

৯ হিয়ায়, তরু, ২৮৯

১০ ফুটল, তরু, ২৯২, ২৯৩

১১ অনল, তরু ১২ বিষম, তরু

১৩-১৩ নিভালে না নিভায়, নী, ২৯২, ২৮৯ ; নিভাইলে না নিভায়, ২৯৩ ; নিভাইল নহে, তরু ; নিভাইতে না নিভায়, ২৯৮

১৪ হিয়ায়, তরু ১৫ রহল, ২৯৮, ২৮৯

১৬ চণ্ডীদাসের, নী, ২৯২, ২৯৩

১৭ বলে, ২৮৯

১৮-১৮ পিরিতি না কহে কথা, তরু, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩

১৯-১৯ রহিবে কোথা, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ (থাকএ)

২০ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯৮ পুথিতে নাই

৮৬১

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিল ২ প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে ৩ গাছ যে ৪ হইল ৫
সাধল ৬ মরণ ৭ নিজ॥ ৭
সই, প্রেম ৮-তরু কেন হৈল। ৮
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে ৯ জনম গেল॥ ধ্রু॥ ১০
পীরিতি করিয়া ১১ সুখ যে পাইব
শুনিলুঁ ১২ সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইলুঁ ১৩ আপন মুখে॥ ১৩
অমিয়া হইত স্বাদ ১৪ যে লাগিত ১৪
হইল ১৫ গরল ফলে।
কানুর পীরিতি শেষে ১৬ হেন ১৬ রীতি
জানিলুঁ ১৭ পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি ১৮ পূরিল
আর ১৯ না চাহিব ১৯ লেহা। ২০
চণ্ডীদাস ভণে ২১ পরশন ২২ বিনে
কেমনে ধরিবে ২৩ দেহা॥

নী—৩৭০ ; তরু, ৮৭৬ ; বিপু, ২৮৭, ২৯৮

১ শ্রীরাগ, তরু ; বাদ, ২৮৭, ২৯৮

২ আনিনু, নী

৩ করিব, ২৮৭, ২৯৮

৪ সে, ঐ ৫ হইব, ঐ

৬ সাধিল, নী ; সাধিব, ২৮৭, ২৯৮

৭ মনের কাজ, ২৮৭, ২৯৮ ; মরম°, তরু

৮-৮ প্রেমের গাছ কেনে বা হইল, ২৮৭ ; প্রেমের গাছ কেবা বনাইল, ২৯৮

৯ সেঁচিতে, ২৮৭ ১০ বাদ, নী

১১ করিব, ২৮৭, ২৯৮ ১২ শুনিনু, নী

১৩-১৩ খাইনু°, নী ; খাইতে লাগিল দুখে, ২৮৭ ; খাইতে লাগিল মুখে, ২৯৮

১৪-১৪ স্বাদু লাগিত, নী, তরু ; স্বাদু লাগীতে, ২৯৮

১৫ উপজিল, ২৮৭ ; উপজল, ২৯৮

১৬-১৬ এমন যে, ২৮৭ ; এমতি জে, ২৯৮

১৭ জানিনু, নী

১৮ সকল, ২৮৭, ২৯৮

১৯-১৯ না চাব ও সুধা, ২৮৭ ; না ছারে ও শুধা, ২৯৮

২০ নেহা, তরু ২১ কহে, নী, তরু

২২ সে পরস, ২৮৭

২৩ রহিবে, ২৮৭, ২৯৮

[৮৬২]

কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।[২]
ঘসিয়া আনিয়া[৩] হিয়ায়[৪] লইতে[৪]
দ্বিগুণ[৫] জ্বালা যে[৫] হয়॥
সই, কে বলে পীরিতি হীরা।[৬]
সোনায়[৭] জড়িয়া[৮] হিয়ায়[৯] করিতে
দুখ সে[১০] লাগিল[১০] ফিরা॥
পরশ-পাথর হয়[১১] যে[১১] শীতল
বলে[১২] যে[১২] সকল লোকে।
আমি[১৩] অভাগিনী পীরিতি[১৪] না জানি[১৪]
এতেক[১৫] পাইলুঁ[১৫] শোকে॥[১৬]
সব কুলবতী করয়ে পীরিতি
এমতি[১৭] না হয়[১৮] তারে।[১৯]
এ পাড়া[২০]-পড়সী ডাকিনী[২১]-সদৃশী[২১]
সকলি[২২] দোষয়ে মোরে॥[২২]
গৃহের গৃহিণী সঙ্গে[২৩] ননদিনী
বলয়ে[২৪] বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে[২৫] সহিবে কত॥[২৬]
নান্নুরের[২৭] মাঠে গ্রামের নিকটে[২৭]
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইবে কোথা॥

নী—৩৪২ ; তরু, ৮৭৭ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

২ সৌরভ কয়, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

৩ আনিল, ঐ ৪-৪ হিয়াতে যে দিল, ঐ

৫-৫ দহন দ্বিগুণ, নী, তরু

৬ হিরা, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

৭ সোনাতে, ঐ ৮ জড়িতে, ঐ

৯ হিয়াতে, ২৮৭, ২৯২

১০-১০ উপজিল, তরু ; লাগল, ২৮৭ ; যে লাগল, ২৯৮

১১-১১ বড়ই, তরু

১২-১২ কহয়ে, তরু ; বলয়ে, নী ; বোলএ, ২৯৮

১৩ মুই, তরু ; নী (পাঠান্তর)

১৪-১৪ লাগিল আগুনি, তরু

১৫-১৫ কতেক পাইনু, নী ; পাইলুঁ এতেক, তরু ; কতেক পাইল, ২৯৮

১৬ দুঃখ, তরু ও নী (পাঠান্তর)

১৭ এমত, তরু ১৮ হয়ে, ২৮৭, ২৯২

১৯ কারে, তরু

২০ পাপ, নী ; পাট, ২৮৭ ; পাব, ২৯৮

২১-২১ ডাহিনী, তরু ; সকল ডাহিনী, নী ; জতেক ডাহিনী, ২৮৭ ; সকল ডাহসি, ২৯৮ ; সভে বলে দুসি, ২৯২।

২২-২২ এমত না যায় তারে, তরু, নী (পাঠান্তর), কলঙ্কি বলয়ে মোরে, ২৯২।

২৩ আর, তরু

২৪ বোলয়ে, তরু ; বোলত, ২৮৭ ; বোলএ, ২৯২, ২৯৮ ২৫ পরাণ, নী

২৬ দুই পঙ্‌ক্তি ২৯৮ পুথিতে নাই

২৭-২৭ নান্নুরের মাঠে, সে প্রেমের হাটে, ২৮৭ ; নান্নুরের হাটে, গ্রামের মাঠে, ২৯২ ; নানোরের মাঠে, গ্রামের হাটে, ২৯৮, তরু (নান্নুরের) ; হাটে, নী (পাঠান্তর)

টীকা

পঙ্‌—১-৪। বিরহাবস্থায় এইরূপ অনুভূতি জন্মে, ইহা কবিপ্রসিদ্ধি। তু°—"নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনু-বিন্দতি খেদমধীরম্" (গীতগোবিন্দ, ৪।২)।

এবং ইহারই অনুকরণে বড়ু চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

"সরস চন্দন-পঙ্কে।
আল, দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥"

কৃঃ কী, ৩৭৮ পৃঃ

৮-১১। তু°—

"শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পীরিতি অনল তাপে পাষাণ যে গলে॥"

নী—৩৬৩ সং পদ

১২-১৫। তু°—

"এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥"

নী—২৫০ সং পদ

এবং—

"গোকুল-নগরে কেবা কিনা করে
তাহে কি নিষেধ-বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
হায় কলঙ্কিনী রাধা॥"

নী—৩৬৫ সং পদ

১৬-১৯। তু°—

"তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী।"

নী—২৫০ সং পদ

এবং—

"গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।"

নী—৩১৬ সং পদ

২০-২৩। চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদের সহিত এই পদের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। অতএব এই পদটির অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব কিছুই নাই। কেবলমাত্র বাশুলী ও নান্নুরের উল্লেখ করা এই ভণিতাটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বড়ু চণ্ডীদাস কোথাও বাশুলীর আবাসস্থানের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু এই পদে নান্নুরের হাটে মাঠে প্রভৃতির নির্দ্দেশ রহিয়াছে, আবার ছাতনাতে এক বাশুলীর আস্তানা গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব এই নির্দ্দেশের মূল্য কি, তাহা বুঝা যায় না রাগাত্মিক পদেও গ্রাম্যদেবী বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে বাশুলী বলিতেছেন—

"হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামে দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাস সে যতনে তাহারে॥"

নী—৭৬৮ সং পদ

এই বাশুলী নান্নুরের দেবী নহেন, তিনি রসিক-নগরে বাস করেন। রাগাত্মিক পদে এই দার্শনিক ব্যাখ্যার সার্থকতা রহিয়াছে, কিন্তু এই পদে বাশুলী দেবী নান্নুরের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার ছাতনাতেও গ্রামের নিকটে বাশুলীর মন্দির প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অতএব কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে হয় শেষ শব্দটি "কোথা" না হইয়া "তথা" হইলে অর্থগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। পদটিতে সহজ-সাধনার প্রভাব পড়িয়াছে।

[৮৬৩]

আপনা খাইলুঁ[২] সোনা কিনি[তে][৩] দিলুঁ[৩]
ভূষণে ভূষিব[৪] দেহ।
সোনা সে[৫] নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ।[৬]
সই, মদন[৭]-সোনার না চিনে সোনা।[৭]
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া[৮]
গড়ি[৯] দিল যে গহনা॥ ধ্রু॥
পীরিতি[১০] ভাঙ্গিতে[১০] ঝলকে[১১] দেখিতে[১২]
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন সব[১৩] গেল কাজ না[১৪] হইল[১৪]
শেল যে[১৫] লাগিল[১৫] বুকে॥
যেমতি[১৬] যে মতি[১৬] তেমতি[১৭] সে গতি[১৭]
ভাবিয়া দেখিলুঁ[১৮] চিতে।
খলের কথায়[১৯] পাথারে সাঁতারি[২০]
উঠিতে নারিলুঁ[২১] ভিতে॥

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি মানে[২২]
না পুরেয়ে[২৩] সব[২৩] সাধ[২৪]।
খাইতে[২৫] নাই[২৬] ঘরে সাধ বহু করে
বিধি[২৭] করে[২৮] অনুবাদ ॥
চণ্ডীদাসে কয়[২৯] বাশুলী-কৃপায়[৩০]
আর নিবেদিব কায়।
তবু[৩১] ত পীরিতি নাহি[৩২] পায়[৩২] যদি
পরাণে মরিয়া যায় ॥

নী—৩৪১ ; তরু, ৮৭৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮
১ যথারাগ, ২৯৮
২ খাইনু, নী ; খাইলু, ২৯৮
যে কিনিলুঁ, তরু ; যে কিনিনু, নী ; কিনি দিলু, ২৯৮
৪ ভূষিত, ২৯৮ যে, তরু, নী
৬ নেহ, তরু (পাঠান্তর)
৭-৭ মদন-সোনারে না চিনে সোনা, তরু, নী ; °নাহে°, ২৯৮ ; °না চিনা°, ২৯২
৮ ঝালিয়া, ২৯২, ২৯৮
৯ আনি, ২৯২, ২৯৮
১০-১০ প্রতি অঙ্গুলিতে, তরু ; পিরিতি অঙ্গেতে, ২৯৮ ; পরিতে অঙ্গেতে, নী
১১ ঝলক, ২৯৮ ১ সহিতে, ২৯২, ২৯৮
১৩ যে, নী, ২৯৮ ; সে, তরু
১৪-১৪ না হৈল, ২৯৮
১৫-১৫ রহি গেল, তরু, নী
১৬-১৬ যেন মোর°, তরু ; যেমত°, নী, ২৯৮
১৭-১৭ তেমতি এ°, তরু ; তেমতি গতি, নী, ২৯৮
১৮ দেখিনু, নী ; দেখিলু, ২৯৮, ২৯২
১৯ কথা যে, ২৯৮
২০ ভাষায়, ২৯২ ; সাতারে, ২৯৮
২১ নারিনু, নী ; নারিলু, ২৯২, ২৯৮
২২ জানে, তরু, নী
২৩-২৩ পুরে এ সব, নী, ২৯৮
২৪ ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই
খাজে, ২৯৮ নাহি, তরু, ২৯৮
বিহি; তরু কে কার, ২৯৮
কহে, তরু কৃপায়ে, তরু
তভু, তরু, ২৯২
না পাইলে, ২৯২, ২৯৮

টীকা

পঙ্‌. ১-৪। সোনা কিনিতে পিতল কেনা হইয়াছে, কারণ—"সুজন দেখিয়া পীরিতি করিলুঁ, পরিণামে এত জ্বালা" (৩৯৫ সং পদ)।

৫-৭। সোনার—স্বর্ণকার। মদনকে দিয়া সোনা কিনাইয়াছি, কারণ—"দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ" ছিল, "অব সোই বিরাগে প্রেমক ঐছন রীতি" দেখিয়া বুঝিতেছি যে, স্বর্ণকার মদন সোনা না চিনিয়া পিতল আনিয়া গহনা গড়াইয়া দিয়াছে।

৮-২১। এখন পীরিতি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া লোকে টিট্‌কারী দেয়। আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি, অথচ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ইহা আমার মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ হইয়াছে।

১২-১৫। এখন বুঝিয়াছি যে, আমার মনোবৃত্তির অনুরূপ ফলই.আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। খলের কথায় বিশ্বাস করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আর কূলে উঠিতে পারিলাম না।

দ্রষ্টব্য :—বাশুলীর উল্লেখ করা ভণিতা সন্দেহজনক ; ২৯২ পুথিতে নাই।

[৮৬৪]

শ্রী[১]

কানুর পীরিতি মরণের[২] সাথি[২]
বুঝিলু[৩] এতেক দিনে।
মরিলে ছাড়িবে সঙ্গে কি[৪] যাইবে
কহ না[৫] ইহার বিধানে ॥ [৬]

সই, জীয়স্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল সকলি ছাড়িল[৭]
তবুত[৮] না ছাড়ে কালা ॥ ধ্রু ॥[৯]
শয়নে স্বপনে না করিয়ে[১০] মনে
ধরম গণিয়া থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন[১১]
অন্তরে জ্বালয়ে[১২] উকি ॥
সরোবর মাঝে মীন যেন[১৩] থাকে[১৩]
উঠে তপন[১৪] দেখিবারে।
ধীবর[১৫] যে কাল[১৫] হাতে[১৬] লয়ে[১৭] জাল
তুরিতে[১৮] ঝাঁপয়ে তারে ॥[১৯]
কানুর পীরিতি শমন[২০] মূরতি[২০]
যাহার হিয়ায়[২১] থাকে।
খলের গরলে[২২] জারে[২৩] সেই জনে[২৩]
কলঙ্কী[২৪] বলয়ে লোকে ॥[২৪]
চণ্ডীদাস[২৫]-মন বাশুলী-চরণ
উপদেশ[২৬] রজক[২৭]-নারী।
সহিতে সহিতে[২৮] কিছু না ভাবিবে
রহিবে[২৯] একান্ত করি ॥

নী—৩৪৩ ; তরু, ৮৭৯ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৯২, ২৯৮
২ মরমে বেয়াধি, তরু, নী (পাঠান্তর)
৩ হইল, তরু ; পাইল, নী (পাঠান্তর)
৪ নাহি, ২৯৮ ৫ বাদ, ২৯২
৬ এই দুই পঙ্ক্তির স্থলে "তরুতে" আছে—"মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে, কিনা করিব বিধানে।" পাঠান্তর—"না যাইবে" স্থলে "নাহি যাইবে"; "কিনা করিব" স্থলে "না করিব কি"; "মৈলে" হইতে "যাইবে" পর্য্যন্ত, নী (পাঠান্তর)
৭ ডুবিল, তরু, নী, ২৯২
৮ ছাড়িলে, তরু, নী ; ছাড়িতে, ২৯২
৯ বাদ, নী ১০ করিয়া, নী
১১ কদথন, তরু (পাঠা)
১২ জলয়ে, ঐ ; উঠয়ে, নী
১৩-১৩ যে থাকয়ে, তরু ; জে থাকে, ২৯২
১৪ আনল, ২৯২ ; অগ্নি, নী, তরু
১৫-১৫ ধীবর কাল, তরু ; বিধী বড় কাল, ২৯৮
১৬ তাহে, তরু (পাঠা)
১৭ লই, তরু ; লয়া, ২৯২ ; লঞা, ২৯৮
১৮ তোরায়ে, ২৯২ ; আড়িঞা, ২৯৮
১৯ তীরে, নী ; তাকে, ২৯৮
২০-২০ কালের বসতি, তরু, নী, ২৯৮
২১ হৃদয়ে, ২৯২, ২৯৮
২২ খলনে, তরু ; বচনে, নী (পাঠান্তর)
২৩-২৩ জারিল সকলে, নী, ২৯২, ২৯৮ ; যারে সেই জানে, তরু (পাঠা°)
২৪-২৪ কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে, তরু, নী (পাঠান্তর)
২৫ চণ্ডীদাসের, নী
২৬ আদেশে, তরু, নী (পাঠান্তর)
২৭ রজকী, নী ; রষক, রজুক, তরু (পাঠা°); রহক, নী (পাঠান্তর)
২৮ সহিবে, নী, তরু, ২৯২, ২৯৮
২৯ কহিবে, নী ; বলিবে, নী (পাঠান্তর)

টীকা

পঙ্—৬-৭। তু°—

"জনম হৈতে কুল গেল, ধরম গেল দূরে।
নিশিদিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে॥"

নী—৩৬১ সং পদ

৮—১১। তু°—

"নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার।" ঐ

১২-১৫। তু°—

"যেন বেড়াজালে সফরী সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"

প্রাঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

অথবা—

"আঁধুরা পুকুরে যে মীন থাকয়ে
ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।"

নী—২৬৯ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—ভণিতাতে স্পষ্ট সহজিয়া প্রভাব রহিয়াছে, অতএব এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

---

[৮৬৫]

যাবত জনমে কি হৈল মরমে[২]
পীরিতি হইল কাল।
অন্তরে[৩] বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে[৪] ভাল॥
সই, বল[৫] না[৫] উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিলু[৬] তোরে।[১] ধ্রু॥[৭]
ননদী-বচনে জ্বলিছে[৮] পরাণে
আপাদমস্তকচুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায়[৯] করিয়া[৯]
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যে[১০] যায় ঘুচে[১১] সব[১১] দায়
না বলে ছাড়[১২] যে [১২] লোকে।
চণ্ডীদাসে[১৩] কয়[১৪] না[১৫] করিহ ভয়[১৫]
কি করে[১৬] অধম লোকে॥[১৭]

নী—৩১২ ; তরু, ৮৮০ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ ২৯২

২ করমে, তরু, ২৯২, ২৯৮ ৩ অন্তর, ঐ

৪ হইব, ২৯২ ৫-৫ বলহ, ২৯৮

৬ কহিনু, নী, ২৯২ ; কহিল, ২৯৮

৭ বাদ, নী, তরু ৮ পুরিল, ২৯২, ২৯৮

৯-৯ লই মাথে তুলি, ২৯২ ১০ বাদ, নী, তরু, ২৯৮

১১-১১ ঘূচিবে, তরু, ২৯৮ ; °সে, নী

১২-১২ এ ছাড়, তরু ; এ ছাড় জে, ২৯৮

১৩ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৯২ ১৪ কহে, তরু

১৫-১৫ এমতি হইলে, তরু ১৬ করিবে, নী, ২৯৮

১৭ এই পঙ্‌ক্তির স্থানে তরুতে আছে—"মরিবে তাহারা শোকে"

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

"জনম অবধি পীরিতি-বেয়াধি
অন্তরে রহিল মোর।"

নী—৩১৯ সং পদ

৬। তু—

"জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।"

নী—৩৮৩ সং পদ

৭। কারণ—

"মরমের মরমী বিনে না জানে বেদনা।" ঐ

৮-৯। তু°—

"ননদী-বচনে পাঁজরে বিঁধে ঘুণ।" ঐ

১০-১১। তু°—

"ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া।"

নী—৩১৩ সং পদ

১২-১৩। তু°—

"যে সব কহিলে, করিতে পারিলে, তবে সে তাপ ছুটে।"

[৮৬৬]

সিন্ধুড়া[১]

আমরা সরল[২] পীরিতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ[৩] রীতি[৪] বিছুরিলুঁ[৫] পতি
কলঙ্কী[৬] সকলে[৭] কয়॥
সই, দৈবে হৈল[৮] হেন রীত।[৮]
অন্তর[৯] জ্বলিল[১০] পরাণ পুড়িল
ঐছন[১১] কানুর[১২] প্রীত॥[১৩] ধ্রু
মাটী খোদাইয়া খাল বনাইয়া[১৪]
উপরে দেয়ল[১৫] চাপ।
(আগে)[১৬] আহার দিয়া
মারয়ে[১৭] বান্ধিয়া[১৮]
এমন[১৯] করয়ে পাপ॥
নায়ে[২০] চড়াইয়া[২০] দরিয়ায়[২১] লৈয়া[২১]
ছাড়য়ে[২২] অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করে[২৩] ডুবিয়া না[২৪] মরে[২৪]
উঠিতে না[২৫] পারে[২৫] কূলে॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
নিদয়[২৬] হইল মোরে।[২৬]
চণ্ডীদাসে[২৭] কয় এমতি কি[২৮] হয়
তুমি[২৯] সে ভাবহ তারে॥[২৯]

নী, ৩৪৪ ; তরু, ৮৮১ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ২ সকল, ২৯২
৩ আনন্দ, ২৯২, ২৯৮ ৪ মতি, ২৯২
৫ বিছুরি, ২৯২ ; বিছরিঞা, ২৯৮ ; বিছুরল, নী
৬ কলঙ্ক, নী, তরু, ২৯৮
৭ সবাই, নী ; সভাই, তরু
৮-৮ °মতি, তরু, নী ; জে এমত°, ২৯২ ; সে করিল এমন রিতি, ২৯৮
৯ অন্তরে, নী ১০ জারিল, ২৯৮
১১ এমতি, ২৯২ ; এমন, ২৯৮
১২ পীরিতি, নী, তরু
১৩ রীতি, নী, তরু ; পিরিতি, ২৯৮
১৪ বানাইয়া, তরু
দেয়ই, ২৯২, ২৯৮ ; দেওল, নী
বাদ, তরু, ২৯৮ ১৭ মারল, নী
বাঁধিয়া, ঐ ১৯ জেমনে, ২৯২
২০-২০ নৌকায় চড়ায়ে, নী ; নৌকাতে চড়াঞা, তরু ; নৌকায় চড়াইঞা, ২৯৮
২১-২১ দরিয়াতে লয়ে, নী ; দরিয়াতে°, তরু ; °লয়া, ২৯২ ; দরিয়ায় দিঞা, ২৯৮
২২ এড়য়ে, ২৯২ ২৩ করি, তরু
২৪-২৪ °মরি, তরু ; সে মারে, ২৯৮ ; মরয়ে, ২৯২
২৫-২৫ নারিয়ে, তরু ; নারয়ে, ২৯২ ; না পায়, ২৯৮
২৬-২৬ চলিল আপন ঘরে, তরু, নী
২৭ চণ্ডিদাস, ২৯২ ২৮ সে, তরু
২৯-২৯ তুমি আন তারে, ২৯৮ ; তুমি ভাব কার তরে, ২৯২

টীকা

পঙ্—১-২। তু°

"আনিল অমিয়া-পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া॥"

(নী—৩৫৯ সং পদ)

৩-৪। মহানন্দ রীতি—কারণ—"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)। এইজন্য বিছুরিলুঁ পতি, অর্থাৎ—"কুলবতী হৈয়া, পতি তেয়াগিয়া, পরপতি সনে প্রীতি" (নী—২৯৩ সং পদ), অতএব—"কলঙ্কী বলয়ে লোকে" (নী—৩৪৩ সং পদ)। পরকীয়াতে আনন্দ অধিক, ইহার উল্লেখে পদটি যে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৫। তু°—"সই, বিধি করিল এমত রীতি।"

(নী—২৯৩ সং পদ)

৬-৭। তু°—

"কালার পীরিতি, গরল সমান, নাখাইলে থাকে সুখে।
পীরিতি-অনলে, পুড়িয়া মরে যে, জনম যার তার দুখে।"
(নী—৩৭৪ সং পদ)

১০-১১। তু°—

"ক্ষীর নাড়ু করি, বিষে মিলাইয়া, অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া, খাইতে খাইতে, নিকটে মরণ ভেল।"
(নী—৩২৩ সং পদ)

১৪-১৫। তু°—

"দু'দিকে ভাসিল, উড়ু ডুবু দিতে, কিনারা নহিল দেখি।"
(নী—২৯৩ সং পদ)

[৮৬৭]

ধানশী[১]

সুখের লাগিয়া পীরিতি করিনু[২]
শ্যাম[৩] বঁধুয়ার সনে।[৩]
পরিণামে এত দুখ হবে[৪] বলি[৪]
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পীরিতি[৫] বিষম মানি।[৫]
এত[৬] সুখে এত দুখ হবে[৭] বলি[৭]
স্বপনে[৮] নাহিক[৮] জানি॥ ধ্রু॥[৯]
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কিসের[১০] লাগিয়া[১১] যেন।[১২]
দরশন-আশে[১৩] যে জন ফিরিত[১৪]
সে এত নিঠুর কেন॥[১৫]
বল[১৬] না কি বুদ্ধি করিব এখন[১৬]
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ[১৭] পোড়নি[১৭]
কি[১৮] দিলে[১৮] হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাসে কহে[১৯] শুন[২০] বিনোদিনি[২০]
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

নী, ৩৩৮; তরু, ৮৮২; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ইত্যাদি

[১] বাদ, সকল পুথি
[২] করিনু, নী; করিলাম, ২৮৯
[৩-৩] পরান বন্ধুর, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩
[৪-৪] °বল্যা, তরু; হব বল্যা, ২৯১; জে হবে, ২৯২, ২৯৩; হইবেক বল্যা, ২৯৮
[৫-৫] এ বড়ি আকুতি গণি, ২৯১
[৬] তত, নী (পাঠান্তর)
[৭-৭] °বল্যা, তরু [৮-৮] স্বপনেতে নাহি, ২৮৯
[৯] বাদ, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
[১০] কি শেল, নী, তরু, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
[১১] লাগিল, ঐ [১২] জান, ২৯১
[১৩] লাগি, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
[১৪] ফিরয়ে, নী, তরু; ঘুরয়ে, ২৯২, ২৯৩
[১৫] এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৮৯ পুথিতে নাই
[১৬-১৬] বলনা বলনা, কি বুদ্ধি করিব, তরু, ২৮৯, ২৯৮ (বলনা বলনা সই); বলনা কি বুদ্ধি করি, ২৯১; সই কি বুদ্ধি করিব, ২৯২, ২৯৩
[১৭-১৭] কি দিলে জুড়াব, ২৮৯, ২৯১ (°জুড়াএ), ২৯৮; কিসে জুড়াইব, ২৯২, ২৯৩
[১৮-১৮] কেমনে, নী (পাঠান্তর), ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
[১৯] বলে, ২৮৯, ২৯১, ২৯৮; কয়, ২৯৩
[২০-২০] °গো সজনি, ২৮৯; শুনহ সুন্দরি, ২৯১; সুনল সুন্দরি, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮

[৮৬৮]

শ্রী[১]

বিবিধ কুসুম[২] যতনে আনিয়া
গাঁথিলুঁ[৩] পীরিতি[৪]-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে[৫] জ্বলিল গলা॥
সই, মালা কেন[৬] হেন[৭] হৈল।
মালায়[৮] করিয়া বিষ[৯] মিশাইয়া[৯]
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায়[১০] জ্বলিয়া উঠিল যে[১১] হিয়া
আপাদমস্তকচুল।
এমন[১২] না দেখি[১২] শুন[১৩] ওলো সখি[১৩]
আগুন[১৪] হইল ফুল॥
ফুলের[১৫] উপরে[১৬] চন্দন লাগল[১৭]
সংযোগ হইল ভাল।
দুই[১৮] এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি[১৯] ধসিল
নির্ম্মূল[২০] হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কিছু[২১] নাহি ভয়[২১]
ঐছন কানুর[২২] লেহ॥

নী, ৩৪৫ ; তরু, ৮৮৩ ; বিপু ; ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি
১ বাদ, ২৯১, ২৯২ ২ কুশুমে, ২৯১
৩ গাঁথিনু, নী ; গাঁথিল, ২৯১ ; গাথিলু, ২৯২
৪ রসের, ২৯১, ২৯২ ৫ মালাতে, ২৯২
৬ কেনে, ঐ ৭ এমন, ২৯১, ২৯২
৮ মালাতে, ২৯২
৯-৯ বিশ জে আনিঞা, ২৯১
১০ জালাতে, ২৯১, ২৯২ ১১ বাদ, ২৯২
১২-১২ এমত°, ২৯২ ; কি কহিব সখি, তরু
১৩-১৩ শুনল সখি, ২৯১, ২৯২ (শোনল°) ; না শুনি না দেখি, তরু
১৪ আগুনি, ২৯২ ১৫ তাহার, ২৯২
১৬ উপর, তরু, ২৯২
১৭ লাগএ, ২৯১ ; পাইয়া, ২৯২
১৮ দোহে, ২৯১ ; দুয়ে, ২৯২
১৯ অধিক, ২৯২ ২০ নির্ম্মল, নী, ২৯১
২১-২১ কহিবে না হয়, তরু ২২ মানুষ, নী

[৮৬৯]

শ্রী[১]

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলু[২]
ঝালেতে[৩] জ্বলিল[৪] দেহ।[৫]
স্বাদু[৬] সে[৭] নহিল[৭] জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কেহ॥[৮]
সই, ভোজনে[৯] বিস্বাদ[১০] ভেল।[১১]
কানুর পীরিতি রভস[১২] এমতি[১২]
কি[১৩] জানি কেমন হল॥[১৩]ধ্রু॥
পীরিতি-রসের সায়র[১৪] দেখিয়া
আরতি বাঢ়ালুঁ[১৫] তাতে।[১৬]
তবে[১৭] সে[১৭] সজনি দিবস[১৮] রজনী
আনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পীরিতে ডুবিল[১৯] দেহ।
নিমে লুণে[২০] সুধা[২০] একত্র করিয়া
ঐছন কানুর[২১] লেহ॥
চণ্ডীদাসে কয় প্রাণে[২২] এত সয়[২২]
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ[২৩] তাহে আধা[২৩]
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥

নী, ৩৩৯ ; তরু, ৮৮৪ ; বিপু, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, অন্যত্র

২ করিনু, নী ; করিলাঙ, ২৮৭, ২৯১, ২৯২ ; করিঞা, ২৯৮

৩ জ্বালাতে, তরু, নী (পাঠান্তর)

৪ ঝালিল, নী, ২৮৭ ; জ্বলিল, নী (পাঠান্তর)

৫ দে, নী, ২৮৭, ২৯১, তরু

৬ স্বাদ, ২৯১ ; আস্বাদ, ২৯৮

৭-৭ নহিল, তরু, নী, ২৯৮ ; না হৈল, ২৮৭ ; না পাইল, ২৯১

৮ কে, নী, তরু, ২৮৭, ২৯১

৯ ভোজন, নী, তরু, ২৯১, ২৯৮

১০ বিস্বাদু, ২৮৭

১১ হৈল, তরু, নী, ২৮৭, ২৯১ ; হইল, ২৯৮

১২-১২ রস এই মতি, নী ; হেন রসবতী, তরু ; এমন রস, ২৮৭ ; জানিলু এমতি, ২৯২

১৩-১৩ স্বাদ গন্ধ দূরে গেল, তরু

১৪ নাগর, নী, তরু ; সাগর, ২৮৭, ২৯৮

১৫ বাড়াইনু, নী ; বাঢ়াই, ২৮৭

১৬ তাথে, নী, ২৯২, ২৯৮

১৭-১৭ পরাণ, সকল পুথি

১৮ গনিঞা, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

১৯ পুড়িল, সকল পুথি

২০-২০ দুধ দিয়া, নী ; সুধা দিয়া, তরু

২১ তাহার, ২৮৭, ২৯১, ২৯৮, ২৯২

২২-২২ হিয়ার সহয়, নী, তরু ; হিয়ায় এত সয়, ২৮৭, ২৯৮ ; হিয়া এত সয়, ২৯২

২৩-২৩ বিষগুণা° নী ; বিষগুণ°, তরু ; বিস আধগুণা, ২৮৭, ২৯১, ২৯৮

টীকা

পঙ্‌—১৮। তু°—"বিষামৃতে একত্রে মিলন"
(চৈঃ চঃ, মধ্যের দ্বিতীয়ে)

[৮৭০]

সূহই[১]

পাপ-পরাণে কত সহিবেক জ্বালা ।
শিশুকালে[২] মরি গেলে হইত[৩] যে ভালা ॥
জ্বালা[৪] জঞ্জাল সই[৫] তবে[৫] পরিহরি ।
ছেদন[৬] করিয়া[৬] দেও[৭] পীরিতের ডুরি ॥
তেমতি নহিলে[৮] যার[৯] এমতি ব্যাভার ।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার ॥
চণ্ডীদাসে[১০] কহে ইহা[১১] বাশুলী কৃপায় ।
পীরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় ॥

নী, ৩১৩ ; তরু, ৮৮৫ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ তথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২

২ শিষুতে, ২৯২ ; সিষুতে, ২৯৮

৩ হইথ, ২৯২

৪ এ জ্বালা, তরু ; জ্বালা, ২৯২

৫-৫ সব, ২৯২ ; সকল, ২৯৮ ; °তবে সে, নী

৬-৬ ছেদনে ছেদিয়া, ২৯২, ২৯৮

৭ দেহ, তরু ; দিলু, ২৯৮ ; দাও, ২৯২

৮ নহিল, তরু, ২৯২ ; হইল, ২৯৮

৯ এখন, ২৯২

১০ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২

১১ এই, নী, ২৯৮ ; যেই, ২৯২

[৮৭১]

সূহই[১]

ধরম[২] করম[৩] গেল[৩] গুরু-গরবিত ।
অবশ করিল কালা[৪] কানুর[৫] পীরিত ॥
ঘরে পরে কি না বলে কবির হাম[৬] কি ।
কেবা না[৭] করয়ে[৭] প্রেম আমি সে[৮] কলঙ্কী ॥

বাহির হইতে[৯] নারি লোক-চরচাতে।
হেন[১০] মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে
একে নারী কুলবতী[১১] অবলা বলে লোকে
কানু[১২] -পরিবাদ হৈল[১২], পুড়্যা[১৩] মরি শোকে ॥
খাইতে নারি[১৪] যে[১৪] কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাল্য[১৫] অন্তরে ॥
জারিলেক[১৬] তনু মন ব্যাপিল শরীরে।[১৭]
চণ্ডীদাসে বলে ভাল হইবে সুস্থিরে ॥[১৮]

নী, ৩৫৪ ; তরু, ৮৮৬ ; বিপু, ২৯২, ৩৩০০ ইত্যাদি

১ বাদ, ২৯২, ৩৩০০

২ ইহার পূর্ব্বে ২৯২ পুথিতে নীর ২৮২ সং পদটীর প্রথম ১১ পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং ভণিতার ৪ পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে ১২ পঙ্‌ক্তির এই পদটী সংযোজিত হইয়াছে

৩-৩ করম সরম ভরম কোথা গেল, ২৯২ ; করম কোথাকারে গেল, ৩৩০০

৪ মোরে, ২৯২, ৩৩০০

৫ কালার, ৩৩০০

৬ বাদ, ২৯২, ৩৩০০

৭-৭ নাহি করে, ২৯২

৮ বাদ, ২৯২, ৩৩০০

৯ বেরাইতে, ২৯২ ; বেরাতে, ৩৩০০

১০-১০ এমন করয়ে মন বিষ খাই জিতে, ২৯২, ৩৩০০ (এমতি°)

১১ কুলের বৈরি, ২৯২, ৩৩০০

১২-১২ কানু-বাদ সদা বলে, ২৯২, ৩৩০০ (°সভাই°)

১৩ পুড়িয়া, নী, ৩৩০০ ; পুড়ে, ২৯২

১৪-১৪ নারিয়ে, তরু, ৩৩০০

১৫ সাঁধাইল, নী ; সামাইল, তরু ; সন্তাইল, ৩৩০০

১৬ জারিল সে, তরু

১৭ শরীর, তরু, নী

১৮ সুস্থির, ঐ

পদটী তরুতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপ, এবং নী-তে স্বগতকথন পর্য্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর অন্যান্য পদের সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে, যথা—

পঙ্—১। তু°—

"ধরম করম সকলি মজিল, ধাধসে পরাণ রাখি।"
(প্রঃ খঃ, ২৬১ সং পদ)

২। তু°—

"বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি।"
(নী—৩৫৩ সং পদ)

৩। তু°—

"কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়।"
(ঐ, ২৮২ সং পদ)

৪। তু°—

"এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে।"
(নী—২৫০ সং পদ)

৫। তু°—

"বাহির হইতে, লোকচরচাতে, বিষ মিশাইল ঘরে।"
(ঐ, ২৭০ সং পদ)

৬। তু°—

"হেন মনে করি, বিষ খেয়ে মরি"
(ঐ, ৩২৯ সং পদ)

৯। তু°—

"খাইতে না রুচে অন্ন, শুইনে না লয় মন।"
(নী—৩৬৬ সং পদ)

১০-১১। তু°—

"পীরিতি-গরলে মোর হেন দশা ভেল।
আছিল সোনার তনু কাল হৈয়া গেল ॥" (ঐ)

[৮৭২]

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিলুঁ[২]
অনলে[৩] পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে[৪] সিনান করিতে
সকলি[৫] গরল ভেল ॥
সখি[৬], কি মোর করম[৭]-লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ[৮] সেবিলুঁ[৯]
ভানুর[১০] কিরণ দেখি ॥[১১]ধ্রু
উচল[১২] বলিয়া অচলে চড়িলুঁ[১২]
পড়িলুঁ[১৩] অগাধ জলে।
লছমি[১৪] চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল[১৫]
মাণিক হারালুঁ[১৬] হেলে ॥
নগর বসালাম[১৭] সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে ॥[১৮]
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ[১৯]
বজর[২০] পড়িয়া গেল।[২০]
কহে[২১] চণ্ডীদাস[২১] শ্যামের[২২] পীরিতি[২২]
মরণ[২৩] অধিক শেল[২৩] ॥

নী, ৩১১ ; তরু, ৮৮৭

১ ধানশী, তরু,
২ বান্ধিলুঁ, তরু ; বাঁধিলু, নী
৩ আগুনে, নী ; আনলে, তরু
৪ হিল্লোলে, তরু (পাঠ) ৫ সুধই, ঐ
৬ সখি হে, তরু ; সই, ঐ (পাঠা)
৭ কপালে, নী ; করমে, তরু
৮ চান্দ সে, তরু (পাঠা) ৯ সেবিনু, নী
১০ রবির, তরু ১১ বাদ, নী
১২-১২ নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে, তরু
পড়িনু, নী ১৪ লছিমী, তরু
বেড়ল, বাঢ়ল, তরু ১৬ হারানু, নী
বসালেম, নী
এই চারি পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই
সেবিনু, নী
২০-২০ পাইনু ববজ তাপে, নী (পাঠান্তর)
২১-২১ জ্ঞানদাস কহে, তরু, নী (পাঠা°)
২২-২২ কানুর°, নী (পাঠান্তর), তরু ; পীরিতি করিয়া নী (পাঠান্তর)
২৩-২৩ মরমে রহল শেল, নী

দ্রষ্টব্য :—পদটী চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই উভয়ের ভণিতাতেই মিলিতেছে।

[৮৭৩]

সিন্ধুড়া

এ দেশে না রব[১] সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ-পীরিতের কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পীরিতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা[২] জ্বালি[৩] দিবে সে ॥
পীরিতি আঁখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে[৪] তাহার আর না দেখি বয়ানে ॥
পীরিতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ[৫] চণ্ডীদাসে[৫] কহে ইহার গুরু তুমি ॥

নী, ৩১০ ; তরু, ৮৮৮

১ রহিব, তরু ২ বেথা, ঐ
৩ জানি, ঐ ৪ করে, নী
৫-৫ চণ্ডীদাসে কহে রামী, ঐ

দ্রষ্টব্য :—রামী-চণ্ডীদাস-ঘটিত প্রেমের কাহিনী সহজিয়াদের কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু পাঠান্তরে রামীর উল্লেখ নাই।

অতএব এই পদ অবলম্বন করিয়া রামীর অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না।

[৮৭৪]

ধানশী[১]

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে শুধাব[২] কাহাকে[৩]
ঘুচাব[৪] মনের ব্যথা ॥
পীরিতি-মূরতি[৫] পীরিতি-রতন[৬]
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে[৭] জনমে[৭]
কি[৮] ভাগ্য করিয়াছিল ॥
সই, পীরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে মানুষ[৯] জনমে
কি সুখে[১০] আছয়ে[১১] তারা ॥ ধ্রু ॥
যে জনা[১২] যা বিনে না জীয়ে[১৩] পরাণে
সেই[১৪] তার কুল বাসি।[১৪]
তবে কেনে[১৫] তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥
গোকুল-নগরে কেবা কিনা করে
অবোধ সে[১৬] মূঢ়[১৬] লোকে।
চণ্ডীদাস[১৭] ভণে[১৭] মরুক সে জনে[১৮]
পরচরচায় থাকে ॥

নী, ৩৩৭ ; তরু, ৮৮৯ ; বিপু ২৯২, ২৯৩ ইত্যাদি

[১] বালা ধানশী, তরু ; বাদ, ২৯২, ২৯৩
[২] শুধাই, নী ; সোধাই, তরু
[৩] কাহাতে, তরু
[৪] ঘুচাই, নী, তরু
রতন, নী [৬] যতন, ঐ
[৭-৭] জনম ভরিয়া, ২৯২, ২৯৩
[৮] বাদ, তরু, ২৯২, ২৯৩
[৯] জনমে, তরু
[১০] সুখ, তরু, ২৯২, ২৯৩
[১১] জানয়ে, ঐ
[১২] জন, নী, তরু [১৩] রহে, নী, তরু
[১৪.১৪] সে যে হয় কুলনাশী, নী, তরু (°হৈল°)
[১৫] কেন, নী
[১৬-১৬] মূঢ় যে, নী ; মূঢ় সে, তরু
[১৭-১৭] চণ্ডীদাসের মন, নী, ২৯২, ২৯৩
[১৮] জন, ঐ

টীকা

পং—১২-১৫। কোন রমণী যদি কোন পরপুরুষকেও এমন গভীরভাবে ভালবাসে যে, ঐ পুরুষকে না পাইলে তাহার জীবনান্ত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকেই ঐ রমণীর কুল বলা হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ঐ রমণী কুলবতী হইতে পারে, ইহাই সহজিয়া পিরীতির মূলতত্ত্ব।

তু°—"ও যেন মো বিনে, মজল অমনি, এমতি দোঁহার ভাব।" (নী—১৮৩ সং পদ)। ইহাকেই বলে—"কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে" (নী—৭৯৮ সং পদ)।

রাধা বলিতেছেন,—"আমি এই ভাবে কুল রক্ষা করিতেছি, কিন্তু মূর্খ গোকুলবাসীরা এই পিরীতি-তত্ত্ব জানে না বলিয়া আমাকে কলঙ্কিনী বলে।" তু°—"রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী, আনে কহে অপযশ।" (নী—৩৩৫ সং পদ)।

দ্রষ্টব্য :—পদটী সহজিয়া প্রভাবান্বিত, অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

[৮৭৫]

শ্রী[১]

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ[২] তিন ভুবনে[২] সার[৩] ।
এই মোর মনে হয় রাতি[৪] দিনে
ইহা বই[৫] নাহি আর ॥
বিহি[৬] এক চিতে[৭] ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী ।
সুধার[৮] সায়র[৯] মথন[১০] করিতে[১১]
তাহে[১২] উপজিল রি ॥
পুন[১৩] যে মথিয়া অমিয়া হইল[১৩]
তাহে[১৪] ভিয়াইল[১৫] তি ।
সকল সুখের এ[১৬] তিন আঁখর[১৬]
উপমা[১৭] দিব[১৮] যে[১৮] কি ॥
যাহার মরমে পশিল[১৯] যতনে[১৯]
এ তিন আঁখর সার ।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা[২০] জাতি কুল তার ॥[২০]
এ[২১] হেন[২১] পীরিতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা[২২] হয় ।
পীরিতি-বন্ধন না[২৩] যায় খণ্ডন[২৩]
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

নী—৩৭৯ ; তরু, ৮৯০ ; বিপু ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬, ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২-২ °ভুবন, নী, তরু ; ভুবনে আনিল, ২৩৯৬

৩ এই দুই পঙ্‌ক্তি নী ব্যতীত সর্ব্বত্রই পরবর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৪ রাত্রি, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬

৫ বহি, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; বৈ, ২৩৯৬

৬ বিধি, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬

৭ চিত্তে, ২৯২, ২৯৩

৮ রসের, তরু ; সুখের, ২৯২, ২৯৩

৯ সায়রে, নী

১০ মন্থন, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; মথিতে, ২৩৯৬

১১ করিয়া, নী, ২৯২, ২৯৩ ; মথিতে, ২৩৯৬

১২ তাতে, তরু

১৩-১৩ পীরিতি রসের সায়র মথিয়া, নী, ২৩৯৬ (°মথিতে) ; অমিয়া মথিয়া তাহে জে হইল, ২৯২, ২৯৩

১৪ তাহা, ২৯২, ২৯৩

১৫ উপজিল, নী, ২৩৯৬

১৬-১৬ সায়র মথিয়া, ২৩৯৬

১৭ তুলনা, তরু, ২৯২, ২৯৩

১৮-১৮ বলিব, ২৯২, ২৯৩ ; বলিতে, ২৩৯৬

১৯-১৯ ভেদিয়া জনমে, ২৩৯৬

২০-২০ কি তার জিবনে আর, ঐ

২১-২১ এই জে, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬

২২ জানি, নী ; কি জানি, ২৩৯৬

২৩-২৩ বড়ই বিষম, তরু, ২৯২, ২৯৩

টীকা

পঙ্‌—৫-১০। পীরিতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথমভাগেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সুখের সাগর হইতে পী, রসের সাগর হইতে রি, এবং প্রেমের সাগর হইতে তি-র উৎপত্তি হইয়াছিল (৪৩০-২ সং পদত্রয় দ্রষ্টব্য)।

[৮৭৬]

শ্রী[১]

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের[২] সায়র[২]-মাঝে ।
প্রেম-পরিমল লুবধ[৩] ভ্রমর[৩]
ধায়ল[৪] আপন কাজে ॥

ভ্রমর[৫] জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঞি[৬] সে তাহার[৭] বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে[৮] অপযশ ॥
সই, এ কথা বুঝিবে[৯] কে।
যে জনা[১০] জানয়ে সে[১১] যদি না কহে[১১]
কেমনে ধরিব দে ॥ ধ্রু ॥[১২]
সুজন[১৩] কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে যে জন মিলয়ে
তাহারে পরাণ দি ॥[১৩]
ধরম করম লোক-চরচাতে[১৪]
এ কথা বুঝিতে নারে।[১৫]
এ তিন আঁখর যাহার মরমে[১৬]
সেই সে বুঝিতে পারে ॥[১৭]
হেমের[১৮] গাগরি যেন বিষে ভরি
দুগ্ধে ভরি তার মুখ।
বিচার করিয়া জে জন না পিয়ে
পরিণামে পায় দুখ ॥[১৮]
কহে[১৯] চণ্ডীদাস[২০] শুনগো[২১] সুন্দরি[২২]
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি[২৩] ছার[২৩] জীবন[২৪] তার ॥

নী—৩৩৫ ; তরু, ৮৯১ ; বিপু, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ২৮৯, ৩২৭, ৩৪৩৬, ৪২০২

১ বাদ, সকল পুথি

২-২ ফুটিল সাএর, ২৮৯ ; রূপীয়ু হিয়ার, ২৩৮৬, ৩৪৩৬ ; ফুটিল সায়র, ২৩৯৬

৩-৩ লহ ২ করে, ২৮৯ ; লোভিত ভমর, ২৩৮৬ ; লুব্ধ°, ২৩৯৬ ; লোভিত ভ্রমর, ৩৪৩৬

৪ ধাওল, নী, ৩২৭ ; ধাইল, ২৮৯

৫ ভ্রমরা, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ৩৪৩৬

৬ তেঁই, নী ; তেয়ি, ৩৪৩৬

৭ তাহারি, ২৩৮৬

৮ করে, নী, ৩২৭ ; গাত্র, ২৩৯৬

৯ কহিব, ৩২৭, ২৮৯

১০ জন, নী, তরু, ৩২৭

১১-১১ সে জনা কহয়ে, ২৮৯ ; সেই সে কহিব, ৩২৭

১২ এই ৩ পঙ্‌ক্তি, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ৩৪৩৬ পুথিতে নাই।

১৩-১৩ বাদ, ২৩৮৬ পুথি ভিন্ন সর্ব্বত্র

১৪ চরচএে, ৩২৭ ; চরাচর, ২৮৯, ২৩৮৬, ৩৪৩৬

১৫-১৫ জে জনা ছাড়িতে পারে, ২৮৯, ২৩৯৬

১৬ অন্তরে, ৩২৭, ২৩৯৬ ; রিদয়ে, ৩৪৩৬, ২৩৮৬

১৭ এই দুই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৮৯ পুথিতে আছে—'পিরিতি বলিয়া, এই জে বচন, সেই সে কহিতে পারে।'

১৮-১৮ এই ৪ পঙ্‌ক্তি ২৩৯৬ ভিন্ন অন্যত্র নাই।

১৯ ভণে, ৩২৭।

২০ নরহরি, ৩২৭, ৩৪৩৬, ৪২০২, ২৩৮৬, ২৩৯৬, তরু (পাঠা)।

২১ শুনহে, নী ; শুনল, তরু ; শুনহ, ৩২৭

২২ নাগরি, নী

২৩-২৩ বৃথাই, ২৩৯৬

২৪ পরাণ, তরু; জনম, ২৩৯৬

টীকা

পঙ্—১-৪। রসের সাগরে পিরীতি কমল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, তাহার প্রেমরূপ পরিমলে প্রলুব্ধ হইয়া ভ্রমর আপন কাজে অর্থাৎ মধুপান করিবার জন্য তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছে।

৫-৬। কমলের মাধুর্য্য যে তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে নহে, কিন্তু অন্তর্নিহিত পরিমলে, ইহা ভ্রমর জানে, এবং এইজন্যই কমলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রকৃত রসিকেরাও সেইরূপ রসের লীলা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ কাম পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রেমের জন্য উন্মত্ত হয়, কিন্তু সাধারণ লোকে

ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহাদের অপযশ ঘোষণা করে।

তু°—"ও রূপ দেখিয়ে মরম করয়ে
রসিক কহায় সে?"
(নী—১৯০ সং পদ)

আর এই রূপ কিরূপ?

"যেমন দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনলশিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥"
(নী—৮০৫ সং পদ)

১২-১৫। কুজন পরিত্যাগ করিয়া সুজন বাছিয়া লও, যথা—

"আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিব তায়।"
(নী—৭৮৩ সং পদ)

ইহা যে বুঝিতে পারে না, তাহাকে আর কি বলিব? সুজন পাইলে তাহাকে প্রাণ দেই, কারণ—

"যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিতি দঢ়।"
(নী—৭৮৩ সং পদ)

১৬-১৯। সাধারণ লোক, যাহারা ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং লোকাচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, যাহারা পী-রি-তি-পাগল, তাহারাই বোঝে।

২০-২৩। তু°—

"বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে॥"
(নী—৩২৩ সং পদ)

এইরূপ বিচার না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হওয়াতে এখন আমাকে এই কষ্ট পাইতে হইয়াছে

২৪। নী, তরু, ও ২৮৯ সং পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, কিন্তু পাঁচখানা পুথিতে এবং তরুর পাঠান্তরে নরহরির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। সহজিয়া প্রেমের এইরূপ অভিব্যক্তি চৈতন্যদেবের অনেক পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছে বলিয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরকে এই পদ আরোপ করা সঙ্গত নয়। নরহরি নামধারী পরবর্ত্তী কোন কবি এই সহজিয়া পীরিতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

দ্রষ্টব্য:—১৯২৭ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জার্নেল নামক পত্রিকায় এই পদের নরহরি-ভণিতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। (ঐ, ৫৫-৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

[৮৭৭]

শ্রী[১]

সুখের পীরিতি আনন্দের[২] রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
কাঞ্চন[৩] পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে[৪] সে রসময়॥[৫]
সই, কেমন[৬] কারিগর[৭] সেহ।[৮]
এ[৮] সব সংযোগ কেমনে করিলে[৮]
কেমনে[৯] গড়িলে দেহ॥[১০] ধ্রু॥[১১]
সিন্ধুর[১২] ভিতরে অমিয়া থাকয়ে
কেমনে পাইল[১৩] সেহ।[১৩]
মাটীর ভিতরে কাঞ্চন গড়য়ে
সন্দেহ এ[১৪] বড়ি এহ॥[১৫]

মদন-মাদন থাকে কোন স্থানে
বুঝিতে সন্দেহ এহ ।[১৫]
এ তিন আনিয়া একত্রে ছানিয়া
গড়িল কেমন দেহ ॥[১৬]
তিন তিন গুণে বিন্ধিল[১৭] পরাণে[১৭]
পাঁজর[১৮] ধসিয়া[১৯] গেল ।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল[২০] এমতি শেল ॥
এমতি অকাজ করে কোন্ রাজ
বুঝিতে নারিলুঁ[২১] মোরা ।
কুলের ধরমে তেজিলুঁ[২২] মরমে
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাসে কয় মিছা[২৩] গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে ।
আপনা আপনি বলয়ে[২৪] কুবাণী[২৫]
আপন মনের[২৬] সুখে ॥

নী, ৩৪০ ; তরু, ৮৯২ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, তরু, ২৯৮ ; বাদ, অন্য পুথি

২ আনন্দ যে, তরু, নী

৩ মধুর, তরু

৪-৪ মাখিলে এমতি লয়, নী, ২৯৮ ; মাখিতে এ তিন হয়, ২৮৭ ; মাখি যেমন মনেতে লয়, ২৯২

৫ কিবা, তরু ; যেমন, ২৯২

৬ কারিকর, নী, ২৮৭, ২৯২

৭ সে, তরু, ২৮৭, ২৯২

৮-৮ এমত সংযোগে, করি অনুরাগে, তরু ; কেমতে করিল, ২৯২

৯ কেমতে, তরু

১০ দে, তরু, ২৮৭ ; সে, ২৯২

১১ বাদ, নী, ২৯২

১২ পরবর্তী ৮ পঙ্‌ক্তির পরিবর্তে তরুতে এই ৪ পঙ্‌ক্তি আছে :—

"সাগর-মাঝারে থাকয়ে অমিয়া
কেমনে পাইবে সেহ ।
মদন-মাদন পাইল কোন স্থান
রসে নিরমিল দেহ ॥"

এই ৪ পঙ্‌ক্তিই নী-তে ১২-১৫শ পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

১৩-১৩ পাইবে লেহা, ২৮৭ ; ৩জে, ২৯৮

১৪-১৪ হয় বড়ি এ, ২৯৮

১৫ হয়, নী, ২৮৭, ২৯৮

১৬ দেয়, ২৮৭

১৭-১৭ বিন্ধিলেক ঘুণে, তরু, নী, ২৯৮

১৮ পাঁজরে, নী, ২৯২

১৯ পশিয়া, নী, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

২০ আনিলে, তরু

২১ নারিল, নী

২২ ত্যজিনু, ঐ

২৩ অন্য, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

২৪ বোলহ, তরু ; বলে জে, ২৯৮ ; বলায়, নী

২৫ কাহিনী, তরু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

২৬ মরম, নী

টীকা

পঙ্—১-২ । প্রেম, রূপ ও আনন্দের স্থিতি একাধারে ।

৩-৪ । কাঞ্চন রূপের, পীযূষ আনন্দের, এবং মদন আকর্ষণ বা প্রেমের স্বরূপ । এই তিনটীর সংমিশ্রণে রসময় বা আস্বাদনীয় হয় ।

৫-৭ । এই তিনটীর সংযোগে অদ্ভুত দক্ষতার সহিত বিধাতৃ-কর্তৃক মূর্তি নির্ম্মিত হইয়াছে ।

৮-১৫ । এখন এই তিনটীর অবস্থান সম্বন্ধে বলা হইতেছে । সিন্ধুতে অমৃত থাকে (কারণ সমুদ্রমন্থনে ইহা উদ্ভূত হইয়াছিল), মাটীর ভিতরে অর্থাৎ খনিতে কাঞ্চনের অবস্থিতি, আর মদন মাদন প্রভৃতির আকর্ষণ ভাবরাজ্যে । এই তিনটী সংগ্রহ করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে ।

[৮৭৮]

শ্রী[১]

সই, পীরিতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না[২] জানি রাতি কি দিন ॥[২] ধ্রু[৩]
পীরিতি পীরিতি সব জন[৪] কহে
পীরিতি কেমন রীত।
রসের[৫] স্বরূপ পীরিতি মুরতি
কেবা করে পরতীত ॥[৫]
সই, কি আর কুল[৬]-বিচারে।
শ্যাম বঁধু বিনে তিলেক না জীব[৭]
কি মোর সোদর[৮] পরে। [৯]
পীরিতি মন্তর[১০] জপে[১১] যেই জন[১১]
নাহিক তাহার মুল।
বঁধুর পীরিতে আপনা বেচিলুঁ[১২]
নিছি[১৩] দিলুঁ[১৪] জাতিকুল ॥
সে রূপ-সাগরে[১৫] নয়ান[১৬] ডুবিল[১৭]
সে গুণে বাঁধিল[১৮] হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল[১৯] যে চিতে[১৯]
নিবারিব[২০] কিবা[২০] দিয়া ॥
খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি[২১]
আছিতে আছিয়ে[২২] ঘরে।
চণ্ডদাসে[২৩] কয়[২৪] ইঙ্গিত পাইলে
আগুন[২৫] ভেজায় ঘরে[২৫] ॥

নী—৩৩৬ ; তরু, ৮৯৩ ; বিপু ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২

২-২ না জানিয়ে রাতিদিন, তরু ; না জানি কি রাতিদিন, ২৯৮

৩ বাদ, নী, ২৯২

৪ জনা, তরু

৫-৫ রসের পীরিতি, রসের স্বরূপ, কেনা করে পরতীত, নী ; রসের স্বরূপ, ভাবিতে ২, কেনা করে পরতীত, ২৯২ ; রসের স্বরূপ ভাবিতে পিরিতি°, ২৯৮

৬ কুলের, ২৯২, ২৯৮

৭ জিয়ে, ২৯২

৮ দোশর, ২৯২ ; দোষর, ২৯৮

৯ এই তিন পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই

১০ মন্ত্র, ২৯২

১১-১১ জপি নিরন্তর, নী

বেচিনু, নী. ২৯২ ; বেচলু ২৯৮

নিছিয়া, নী, ২৯২ ; নিছিঞা, ২৯৮

দিনু, নী, ২৯২ ; দিলু ২৯৮

সায়রে, ২৯২

নয়ন, তরু, ২৯২

ডুবল, তরু (পাঠা°)।

বান্ধল, তরু ; বান্ধিল, ২৯২ ; বান্ধলু ২৯৮

ডুবল মন, ২৯২ ; ডুবল মন যে, ২৯৮

২০-২০ আনিব কি গুণ, ২৯২, ২৯৮

২১ ছিলু, ২৯৮

২২ আছয়ে, নী

২৩ চণ্ডীদাস, তরু, ২৯২

২৪ কহে, তরু, ২৯২

২৫-২৫ অনল দি ঘর দ্বারে, তরু ; অনল দিয়ে দুয়ারে, তরু (পাঠ°) ; আগুনি মিটাব ঘরে, ২৯২ ; আগুন মেটাব ঘরে, ২৯৮

টীকা

পঙ্‌—৬-৭। পীরিতি পূর্ব্বরসময়, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারে না।

১৯-২২। আমি খাইবার কালে খাই, শুইবার সময় শুই, এবং ঘরেও আছি, কিন্তু আমার প্রাণ সর্ব্বদাই শ্যামের প্রতি নিবিষ্ট রহিয়াছে, এই সকল কাজে আমার মন নাই। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, রাধার অবস্থা এমন হইয়াছে যে, একটু ইঙ্গিত পাইলেই সে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

[৮৭৯]

শ্রীরাগ[১]

শ্যামের পীরিতি হইল[২] মিরিতি[২]
তবে কি পরাণ[৩]-ফলে।
পীরিতি[৪] পরাণ করিলে সমান[৪]
কে[৫] তারে জীয়ন্ত বলে॥
যদি[৬] হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাও[৬]
তবে সে এ দুখ টুটে।[৭]
আন[৮] মত[৮] শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ[৯]-রতন পীরিতি-পরশ[৯]
জুখিলুঁ[১০] হৃদয়[১১]-তুলে।
পীরিতি পরশ[১২] দ্বিগুণ[১৩] হইল[১৪]
পরাণ উঠিল চুলে॥[১৫]
জাতি কুল বলি[১৬] দিলুঁ[১৭] তিলাঞ্জলি[১৮]
আর[১৯] সতী[২০]-চরচাতে।
তনু ধন[২১] জন[২১] জীবন যৌবন
নিছিলুঁ[২২] কালা[২৩]-পীরিতে।[২৪]
হিয়ায়[২৫] হিয়ায় লাগিয়া রহিব[২৫]
পরাণে পরাণ[২৬] জোড়া।[২৭]
না[২৮]জানি কি খেনে[২৯] কি[৩০] দিয়া কি কৈল[৩০]
মরিলে[৩১] না যায় ছাড়া॥
তিলেক[৩২] মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে[৩৩] স্বপনে[৩৩] বন্ধু।
কহে[৩৪] চণ্ডীদাস[৩৪] মরমে রহল[৩৫]
পীরিতি অমিয়া-সিন্ধু॥

নী—৩৮১; তরু, ৮৯৫; বিপ্-২৯১, ২৯২, ২৯৮; সাপ°, ২০১

[১] গান্ধার, ২৯২; বাদ, ২৯১

[২-২] মুরতি হইল, তরু, নী; নিরিতি হইলে, ২৯১; হইলে মিরিতি, ২৯২; হইল মিরিতি, ২৯৮; মিরিতি হইলে, সাপ, ২৯১

[৩] পরাণে, তরু

[৪-৪] পরাণে পিরিতে সমান করিলে, তরু; পরাণ পীরিতি সমান করিলে, নী, ২৯১, ২৯৮ (°সম করিল)।

[৫] কি, ২৯২

[৬-৬] °পাউ, নী; সই যদি শে শ্যাম বন্ধুর লাগালি পাঙ, ২৯১; জদি সেই°, ২৯২; সই জদি শ্যামের লাগী পাঙো, ২৯৮

[৭] ছুটে, ২৯২

[৮-৮] আন উপায়, নী, ২৯১, ২৯৮; আনোপায়, ২৯২

[৯-৯] পরাণ সমান পিরিতি রতন, তরু, নী, (পাঠান্তর); °পিরিতি পরেশ, ২৯১; পিরিতি পরাণ করিল জতন, ২৯২

[১০] জুকিনু, নী; লাগিল, ২৯২

[১১] হৃদয়ে, তরু (পাঠা°)

[১২] রতন, তরু, নী; বেয়াধি, নী (পাঠান্তর), ২৯১

[১৩] অধিক, তরু, নী; না হলা, ২৯২

[১৪] সমাধী, ২৯২

[১৫] তুলে, তরু (পাঠা°)

[১৬] বতি, ২৯১

[১৭] দিয়ে, নী; দিল, ২৯২

[১৮] জলাঞ্জলি, নী (পাঠান্তর)

[১৯] কি আর, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

[২০] সে, ২৯২

[২১-২১] মন ধন, ২৯৮

[২২] নিছিনু, নী; নিছাৈলাম, ২৯৮; নিছিলি, ২৯২

[২৩] শ্যামের, ২৯১, ২৯৮; শ্যাম, ২৯২

[২৪] পৃতে, ২৯১

[২৫-২৫] হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব, তরু, নী; হীয়ারে হীয়া রাখিব লাগিয়া, ২৯২; হিয়ারে ২ লাগিয়া রাখিব, ২৯৮

[২৬] পরাণে, তরু, ২৯১, ২৯২

[২৭] জড়া, তরু

[২৮] কি, তরু, নী [২৯] ক্ষেণে, নী

[৩০-৩০] কি কৈল কি জানে, ২৯২

৩১ মল্যোহ, ২৯৮ ৩২ তিলেক, নী

৩৩-৩৩ সপনে সে শ্যাম, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

৩৪-৩৪ চণ্ডিদাসে কহে, ২৯১, ২৯২ (°কয়), ২৯৮

৩৫ রহিল, নী ; হানএ, ২৯১ ; হানয়, ২৯২, ২৯৮

পঙ্—১-২। শ্যামের পীরিতি আমার মৃত্যুসম হইল, এখন তাহার বিরহে আর প্রাণে কাজ কি? তু — "পীরিতি-বিচ্ছেদে, জীবন না রহে।" (নী—৩২৫ সং পদ)। মিরিতি—মৃত্যুসম।

৩-৪। যাহারা পীরিতি ও প্রাণ সমান ভাবে, তাহারা বিচার-বুদ্ধিহীন, কারণ প্রাণ হইতে পীরিতি বড়। তু°—

"পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পীরিতি ছাড়িতে নারে।"
(প্রঃ খঃ, ৩৯১ সং পদ)

৯-১২। তু°—

"পীরিতি মিরিতি তুলে তোলাইলুঁ
পীরিতি গুরুয়া ভার।"
(তরু, ৯১৯ সং পদ)

পীরিতি-পরশ—পীরিতিরূপ স্পর্শমণি।

[৮৮০]

শ্রী[১]

কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল[২] বিধি।
কুজন[৩]-বচনে[৩] ছাড়িব[৪] কেমনে[৪]
সেহেন গুণের নিধি ॥
বঁধুর[৫] পীরিতি শেলের সমান[৬]
পহিলে পশিল[৭] বুকে।
দেখিতে[৮] দেখিতে[৮] ব্যথাটি বাঢ়িল[৯]
এ দুখ কহিব কাকে ॥
হিয়া দরদর[১০] করে নিরন্তর
যারে[১১] না দেখিলে মরি।[১১]
হিয়ার ভিতরে কি শেল সামা'ল[১২]
বল না কি বুদ্ধি[১৩] করি ॥
অন্য ব্যথা নয় বোধে শোধে রয়[১৪]
হিয়ার মাঝারে[১৫] থুয়া।[১৬]
কোন্[১৭] কুলবতী কুল মজাইয়া[১৭]
কেমনে রয়েছে[১৮] সয়া ॥[১৯]
আমরা[২০] অখল হৃদয় সরল[২০]
কথায়[২১] ভুলিয়া গেলুঁ।[২২]
পরের কথায়[২৩] পীরিতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া[২৪] মলুঁ ॥[২৫]
সকল ফুলে ভ্রমরা[২৬] বুলে
কি[২৭] তার আপন[২৮] পর।
চণ্ডীদাস[২৯] কহে[৩০] কানুর পীরিতি
কেবল[৩১] দুখের ঘর ॥

নী, ২৮১ ; তরু, ৮৯৬ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২ করল, ২৯১, ২৯২

৩-৩ কুজনের°, ২৮৯, ২৯১ ; কুজনার°, ২৯৮ ; কুজনের বোলে, ২৯২

৪-৪ ছাড়িতে নারিব, তরু, ২৯২

৫ বন্ধুর, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ; এই চারি পঙ্ক্তি ২৯২ পুথিতে পরবর্তী চারি পঙ্ক্তির পরে আছে।

৬ ঘা, নী, তরু, ২৯১, ২৯৮ ; ঘাতক, ২৮৯

৭ সহিল, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯৮ ; সহিলুঁ, তরু

৮-৮ ভাবিতে ভাবিতে, ২৯১

৯ বাঢ়ল, নী ; বাড়এ, ২৮৯ ; বাড়ীল, ২৯৮ ; বাঢ়ল, ২৯২

১০ দগদগ, তরু ; দগদগি, ২৯২ ; জর ২, ২৯৮

১১-১১ মোরে জারে না দেখিলে তারে মরি, ২৯২ ; °পেখিলে°, ২৮৯

১২ সাঁধাইল, নী ; সন্তাইল, তরু ; সন্তাল্য, ২৮৯ ; সান্তাইল, ২৯১ ; সামাইল, ২৯২, ২৯৮

১৩ বুথি, ২৮৯, ২৯৮

১৪ যায়, নী

১৫ ভিতরে, ২৯১, ২৯২

১৬ থুইয়া, তরু ; থুঞা, ২৯১ ; থুয়্যা, ২৯৮

১৭-১৭ কুলবতী হৈয়া কুল তেয়াগিয়া, নী, ২৯২, ২৯৮

১৮ আছয়ে, ২৯২

১৯ সইয়া, তরু ; সঞা, ২৯১ ; সয়্যা, ২৯২, ২৯৮

২০-২০ অবলা অখল°, তরু ; আমরা অবলা সরল রিদয়, ২৮৯ ; আমরা অবলা অখল রিদঅ, ২৯১ ; আমরা অখল সরল রিদয়, ২৯২, ২৯৮ (°রিদয় সরল)

২১ কথায়ে, তরু, ২৯১ ; অলপে, ২৮৯ ; কথাতে, ২৯৮

২২ গেনু, নী

২৩ কথাএ, ২৯১

২৪ কান্দিয়া, তরু, ২৯২ ; কান্দিএ, ২৮৯ ; কান্দিঞা, ২৯১ ; কান্দিতে, ২৯৮

২৫ মনু, নী

২৬ ভ্রমর, ২৮৯, ২৯৮

২৭ কে, ২৯২

২৮ আপনা, তরু, ২৯১

২৯ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৮৯, ২৯২

৩০ বলে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮ ; বাদ, ২৯১

৩১ সদাই, ২৯৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদের ৯-১২, এবং ১৭-২০ এই আট পঙ্‌ক্তি অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায় না (তরু, পাঠান্তর দ্রষ্টব্য)।

পঙ্‌—১-২। তু°—

"বিহি নিকরুণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর।"

৩৫২ সং পদ

৩-৪। তু°—

"তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা।"

নী—২৮৫ সং পদ

৫-৮। তু°—

"স্থির হৈতে নারী প্রাণের সখী গো
বুকে খেয়েছি ঘা।"

নী—২৭৩ সং পদ

[৮৮১]

ধানশী[১]

নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইথু[২] সাথে।
গুরু-গরবিত[৩] বসতি আমার
পরাণ লইয়া[৪] হাতে ॥[৫]
সই, কি[৬] আর বলিব তোরে।[৬]
আপন অন্তর না করে[৭] বেকত
তবে সে কহি যে[৮] তারে[৯] ॥ধ্রু[১০]॥
মনের[১১] মরম যে জনা না জানে[১১]—
মরম[১২] জানিবে কে।
সেই সে জানয়ে[১৩] মনের মরম
এ রসে মজিল যে ॥
চোরের রমণী[১৪] যেন[১৫] অনাথিনী[১৫]
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি[১৬] করিলে[১৬]
তেমতি[১৭] সঙ্কট তারে ॥
কে আছে ব্যথিত যাবে[১৮] পরতীত[১৮]
এ দুখ কহিব[১৯] কারে।[২০]
হয়[২১] দুখ[২১]-ভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে ॥

পরে[২১] কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।[২২]
চণ্ডীদাসে বলে বনের[২৩] ভিতরে[২৩]
কভু[২৪] কি রোদন সাজে ॥[২৪]

নী, ৩৪৬; তরু, ৯৫৩; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ যথারাগ, ২৯৮; সিন্ধুড়া, তরু; বাদ, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

২ জাইথাম, ২৮৯; জাইতাঙ, ২৯১; জাইতু, ২৯৮; যাইত, নী

৩ গঞ্জিত, ২৮৯ ৪ করিঞা, ২৯৮

৫ সাথে, ২৯৮

৬-৬ ই কথা কহিব কারে, ২৮৯ ৭ কর, নী ২৯২

৮ কহিএ, ২৮৯, ২৯১, ২৯৮

৯ তোরে, নী

১০ বাদ, নী, ২৮৯, ২৯৮

১১-১১ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১২ মনের মরম, ঐ, নী, তরু

১৩ জানে, নী; জানিবে, ২৯২

১৪ মা যেন, নী; মা, ২৯১, ২৯৮; মায়ে, ২৯২, তরু

১৫-১৫ পোয়ের লাগিয়া, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ (°লাগী), তরু

১৬-১৬ °করিঞা, ২৯১; কুল তেয়াগিয়া, ২৯২

১৭ এমতি, তরু, নী; তেমত, ২৯১

১৮-১৮ করে পরহিত, ২৯২; করে মোর হিত, ২৯৮; করে°, তরু

১৯ কহি যে, নী

২০ এই দুই পঙ্ক্তি বাদ, ২৯১

২১-২১ এ দুখের, ২৯২

২২-২২ ভাবিতে গুণিতে জীবন সংশয়, পঞ্জর ঝাড়িল ঘুনে, ২৮৯; °সতত আপন কাজে, তরু

২৩-২৩ মনের ভিতরে, ২৮৯

২৪-২৪ তাহা কে বেদন জানে, ২৮৯; তাহে কি°, তরু

দ্রষ্টব্য :—প্রথম ৮ পঙ্ক্তির স্থানে তরুতে আছে—

"এমত বেভার না জানি তাহার
পিরিতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেনে না রাখিল
বেকত করিল কেনে ॥"

টীকা

পঙ—১২-১৫

"চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া, ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে, পীরিতি করিলে, এমতি ঘটিবে তারে ॥"

নী—৩৭৩ সং পদ

[৮৮২]

বড়ারি[১]

কেনে কৈলুঁ[২] পীরিতির সাধ।
পীরিতি-অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইলুঁ[৩] চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ ॥[৪]ধ্রু
মুঁই যদি জানিতুঁ[৫] এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ[৬] হেন সব কাজ।
ভুলিলুঁ[৭] পরের বোলে কুলটা হইলুঁ কুলে
জগৎ ভরিয়া রৈল[৮] লাজ ॥
যখন পীরিতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন তারে[৯] না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না[১০] করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে[১১] নিতে ॥
পীরিতি আঁখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
তার কিবা লাজ কুলভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পীরিতি আশ
তার বুঝি এই দশা[১২] হয় ॥

নী, ৩৭৮ ; তরু, ৯৫৬

১ বরাড়ী, তরু	২ কৈনু, নী
৩ পাইনু, ঐ	৪ বাদ, ঐ
৫ জানিতু, ঐ	৬ করিতু, তরু (পাঠা°)
৭ ভুলিনু, নী	৮ রইল, ঐ
৯ তাহে, ঐ	১০ বা, তরু (পাঠা°)
১১ চায়, নী	১২ সব, ঐ

[৮৮৩]

ধানশী

সই, কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি　　সরল লইনু
　সে পুনি আপন দোষ ॥
বাতাস বুঝিয়া　　ফেলাইতু পা
　বাড়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া　　কথা সে কহিয়ে
　রসিক বুঝিয়া লেহ ॥
মরক বুঝিয়ে　　ধরিয়ে ডাল
　ছায় সে বুঝিয়ে মাথা।
গাহক বুঝিয়া　　গুণ প্রকাশিয়ে
　ব্যথিত বুঝিয়া ব্যথা।
অবিচারে সই　　করিল পীরিতি
　কেন কৈল হেন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে　　ধী রহ সুন্দরি
　কহিলে পাইবে লাজে ॥

নী—৩৪৭

[৮৮৪]

ধানশী[১]

হিয়ার মাঝারে　　বিরলে[২] রাখিহ[৩]
　বিরল মনের কথা।
মরম না জানে　　ধরম বাখানে
　সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
যারে[৪] নাহি দেখি[৪]　　শয়নে স্বপনে
　না দেখি নয়ন-কোণে।
তবু[৫] সে সজনি　　দিবস-রজনী
　সদাই পড়িছে মনে ॥
হাম অভাগিনী　　পরের অধিনী
　সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি[৬]　　পুড়িছে পরাণী[৭]
　ঠেকিয়া পীরিতি-রসে ॥
অনুখন মন　　করে উচাটন
　না[৮] সরে মুখেতে[৮] কথা।
চণ্ডীদাসের মন　　অরুণ নয়ন
　ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥

নী, ৩৪৮ ; বিপু, ২৯২ ইত্যাদি

১ বাদ, ২৯২	২ যতনে, নী
৩ রাখিব, ঐ	৪-৪ না দেখি জনমে, ২৯২
৫ মোর, ঐ	৬ জেমন, ঐ
৭ পরাণ, ঐ	৮-৮ মুখে নাহি সরে, ঐ

[৮৮৫]

শ্রী[১]

পীরিতি-আনল　　ছুঁইলে মরণ
　শুনহ[২] কুলের[৩] বধূ।
আমার[৪] বচন　　না শুন এখন[৪]
　(পাছে[৫]) জানিবে কেমন[৬] মধু ॥

সই,[৭] ও বোল না বল মুখে।[৮]
পীরিতি-আনলে পুড়িয়া মরিবে
জনম যাইবে দুখে ॥ধ্রু[৯]॥
সদা ছট্‌ফট্ মুরলী বিকট
নট-পটী তার বেশ।
বিষের[১০] করণ[১০] তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ ॥
নয়ানের কোণে চাহে যার[১১] পানে
সে ছাড়ে জীবন-আশ।
কানুর[১২] পরশে অমিয়া বরিশে[১২]
কহে[১৩] বড়ু[১৩] চণ্ডীদাস ॥

নী, ৩৫১ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ ইত্যাদি
তু°—নী-৩৭৪

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, অন্যপুথি
২ সুনল, ২৯২, ৩৩০০ ; শুনলো, ২৯৮
৩ বড়ুয়ার, ২৯২
৪-৪ এখন না শুন আমার বচন, ২৯১ ; এখন আমার না সুন বচন, ২৯২ ; আমার এখন শুনল বচন, ২৯৮ ; আমার এখন না সুন বচন, ৩৩০০
৫ বাদ, নী, ২৯২
৬ জেমন, ২৯১, ২৯২ ৭ বাদ, ২৯২
৮ মোকে, নী, ২৯২ ৯ বাদ, নী, ২৯১, ০০
১০-১০ আর বিষ খাইলে, নী, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০
১১ যাহা, নী, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০
১২-১২ পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলে, নী, ২৯৮, ২৯১, ৩৩০০ (°রহিলেন)
১৩-১৩ বড়ু দ্বিজ, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০

দ্রষ্টব্য :—নী—৩৭৪ সং পদের সহিত (এই গ্রন্থের ৮৯২ সং পদ) এই পদের শেষ দশ পঙ্‌ক্তির মিল রহিয়াছে। একটী পদই এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুইটী পদ উৎপন্ন করিয়াছে। তিনখানা পুথিতে "বড়ু দ্বিজ" ভণিতা পাওয়া যায়। পদটী সন্দেহজনক বলিয়াই বোধ হয়।

[৮৮৬]

শ্রী[১]

সই, মরম[২] কহিয়ে তোকে।[২]
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
কভু না আনিব মুখে ॥
পীরিতি-মুরতি[৩] কভু[৪] না হেরিব[৪]
এ দুটী[৫] নয়ান-কোণে।
পীরিতির[৬] কথা আর না বলিব[৬]
মুদিয়া রহিব[৭] কাণে ॥
পীরিতি-নগরে বসতি ত্যজিয়া
থাকিব[৮] গহনবনে।
পীরিতি বলিয়া এ[৯] তিন আঁখর
যেন না পড়য়ে মনে ॥[৯]
পীরিতি-পাবক[১০] পরশ করিয়া
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পীরিতি-বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডীদাস কিবা।[১০]

নী, ৩০৫ ; বিপু, ২৯৮
১ যথারাগ, ২৯৮
২ আর কি বলিব তোয়ে, ২৯৮
৩ বলিঞা, ঐ
৪-৪ আর না দেখিব, ঐ ৫ দুই, ঐ
৬-৬ পীরিতি বলিয়া, নাম শুনাইতে, নী
৭ থোব, ২৯৮ ৮ রহিব, ২৯৮
৯-৯ আর না স্মোরব, সয়ন সপন মোনে, ২৯৮ ; এই পুথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট আছে।
১০-১০ পিরিতি পবন পরস লাগিঞা
উড়িএ বসন্ত বায়।
পিরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
দিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ২৯৮ পুথিতে

[৮৮৭]

পীরিতি বলিয়া এ[২] তিন[২] আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে[৩] পশিল সেই সে মজিল[৪]
কি তার কলঙ্ক[৫] লাজে॥
বেদ-বিধি-পর সব অগোচর
ইহা[৬] কি জানিবে[৭] আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥[৮]
ঢুঁহুক[৯] অধর সুধারস পানে[১০]
তাহে উপজিল পী।
নয়ানে[১১] নয়ানে বাণ বরিখনে
তাহে উপজিল রি॥[১১]
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে[১২] উপজিল তি।[১২]
এ তিন[১৩] আখর মুনি-মনোহর[১৩]
তাহার[১৪] তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥[১৫]

নী, ৩৮৫; বিপু, ১১১১, ২৮৬৫

১ বাদ, সকল পুথি
২-২ তিনটী, ১১১১ ৩ তাহে যে, নী
৪ জানিল, ঐ ৫ কুলভয়, ঐ
৬ ইথে, ২৮৬৫ ৭ জানে, নী
৮ এই ৪ পঙ্ক্তি ১১১১ পুথিতে নাই
৯ দুহার, ১১১১; দোহার, ২৮৬৫
১০ বাণী, নী ১১-১১ বাদ, নী
১২-১২ বাদ, নী ১৩-১৩ বাদ, ঐ
১৪ ইহার, ২৮৬৫
১৫-১৫ তাহে দুখসুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরণীরমণ করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া॥
বিপু—১১১১, ২৮৬৫

[৮৮৮]

শ্রী[১]

পীরিতি-নগরে বসতি করিব
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি[১] দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনু সকল পর॥[২]
পীরিতি[৩] দ্বারের কপাট করিব[৩]
পীরিতে[৪] বাঁধিব চাল।[৪]
পীরিতি[৫] আসকে সদাই থাকিব[৫]
পীরিতে গোঁয়াব কাল॥
পীরিতি-পালঙ্কে[৬] শয়ন করিব
পীরিতি বালিশ[৭] মাথে।
পীরিতি-বালিশে আলিস ত্যজিব[৮]
থাকিব[৯] পীরিতি সাথে॥
পীরিতি-সরসে[১০] সিনান করিব
পীরিতি[১১]-অঞ্জন লব।[১১]
পীরিতি[১২] ধরম পীরিতি করম
পীরিতে পরাণ দিব[১২]॥[১৩]
পীরিতি-বেশর[১৪] নাসাতে পরিব[১৪]
দুলিবে[১৫] নয়ান-কোণে[১৫]।
পীরিতি[১৬]-অঞ্জন লোচনে পরিব[১৬]
দীন[১৭] চণ্ডীদাস ভণে॥

নী, ৩৮৬ ; বিপু, ২৮৯, ৩৪৩৬। তু°—নী, ৩৯০

১ বাদ, সকল পুথি

২-২ বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিতি পড়সী, পীরিতি প্রেয়সী, অন্য সকলি পর, নী (৩৯০) ; পিরিতি পড়সি, করিব সজনি, তা বিনা সকলি পর, ২৮৯

৩-৩ পীরিতি কপাট দুয়ারে বসাব, ৩৪৩৬ ; পীরিতি সোহাগে এ দেহ রাখিব, (নী ৩৯০) ; পিরিতি সোহাগে সে ঘর দুআর, ২৮৯

৪-৪ বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিতি করিব বল, নী (৩৯০) ; পিরিতে ছাঅব চাল, ২৮৯

৫-৫ বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিতির কথা সদাই কহিব, নী (৩৯০) ; পিরিতি কপাট দুয়ারে রাখিব, ২৮৯

৬ উপরে, ৩৪৩৬ ৭ শিথান, নী (৩৮৬)

৮ করিব, নী (৩৯০) ; ছাড়িব, ৩৪৩৬, ২৮৯

৯ রহিব, নী (৩৯০), ২৮৯

১০ সায়রে, নী (৩৯০)

১১-১১ পীরিতি জল যে খাব, ঐ

১২-১২ পীরিতি দুখের দুখিনী সে জন, পরাণ বাঁধিয়া দিব, নী (৩৯০)

১৩ এই ৪ পঙ্‌ক্তি বাদ, ৩৪৩৬, এবং ইহার পরিবর্তে ২৮৯ পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ আছে—

পিরিতি বসন অঙ্গেতে পরিব, পিরিতি ভুসন অঙ্গে।
পিরিতি আলাপে সদাই থাকিব, রহিব পিরিতি সঙ্গে ॥
পিরিতি অঞ্জন, নয়ানে পরিব, মরম কাহারে কব।
পিরিতি বেদনা, জে জন জানএ, তাহারে বাটিআ দিব

১৪-১৪ নাসার বেশর করিব, নী (৩৮৬) ; °পরিব নাসীকা, ৩৪৩৬

১৫-১৫ রহিব বন্ধুয়া সনে, নী (৩৯০) ; দুলাব°, ৩৪৩৬

১৬-১৬ হৃদয় পিঞ্জরে পীরিতি থুইব, নী (৩৯০) ; পিরিতি পঞ্জরে পরাণ রাখিব, ২৮৯ ; জগদানন্দনে ভনএ পীরিতি, ৩৪৩৬

১৭-১৭ দ্বিজ,° নী ; পীরিতি কেহ না জানে, ৩৪৩৬

দ্রষ্টব্য :—৩৮৬ এবং ৩৯০ সংখ্যক পদদ্বয় একই পদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া উভয়ের পাঠান্তর এই-স্থানে প্রদত্ত হইল। একখানি পুথিতে জগদানন্দনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

---

[৬৮৯]

শ্রী১

কুলের ধরম২ ভরম৩ সরম৩
সকলি৪ হইমু৫ ছাড়া।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিমু
এবে৬ সে হইল গাঢ়া ॥৭
কে জানে এমন পরিণামে হবে৮
পাইব৯ এমনি৯ দুখ।
তবে কি পীরিতে১০ করিতাম রতি১০
এহেন প্রেমের১১ সুখ ॥
যা১২ দেখি যা১২ ধারা প্রাণ১৩ হব১৩ হারা
বাঁচিতে সংশয় ভেল।
আছিল আমার সোনার বরণ
কালি যে১৪ হইয়া১৪ গেল ॥
চণ্ডীদাসে১৫ বলে শ্যামের পীরিতি
যে ধনী করিয়া১৬ আছে।১৬
পীরিতি১৭ আদর১৭ করিয়া১৮ সে জন১৮
কেবা কোথা ভাল আছে ॥

নী, ৩৮৮ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৪ ইত্যাদি

১ শ্রীরাগ, ২৯২ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৩ ; জথারাগ, ২৩৯৪

২ ভরম, ২৩৯৪

৩-৩ সরম ভরম, ২৯২, ২৯৩ ; সরম ধরম, ২৩৯৪

৪ সকল, ২৩৯৪

৫ হৈল, নী ; হইযে, ২৮৯ ; হইল, ২৯২, ২৯৩

৬ ইবে, ২৮৯ ৭ বড়া, ২৩৯৪

৮ হব, নী, ২৮৯

৯-৯ এমন পাইব, নী ; °এমন, ২৮৯, ২৩৯৪ ; °এমতি, ২৯৩

১০-১০ পিরিতি বাড়াতাম আরতি, ২৮৯ ; পিরিতি করিমু আরতি, ২৯২, ২৯৩, নী

১১ পিরিতের, ২৩৯৪

১২-১২ এই দেখি, নী, ২৮৯ ; এই দেখ, ২৯২, ২৯৩

১৩-১৩ °হৈল, ২৮৯ ; প্রেম হৈল, নী ; প্রাণ হল্য, ২৯২, ২৯৩ (°হইল)

১৪-১৪ ভাবিতে কালিঞা, ২৮৯ ; কাল হৈয়া, নী ; কালিয়া°, ২৯২, ২৯৩

১৫ চণ্ডীদাস, নী

১৬-১৬ করিএ আছে, ২৮৯ ; করিছে, ২৩৯৪ ; করিয়াছে নী, ২৯২, ২৯৩

১৭-১৭ আদরে পিরিতি, ২৩৯৪

১৮-১৮ সে জন করিয়া, নী, ২৯৩ ; জে জন°, ২৮৯ ; °জে ধনি, ২৩৯৪

---

[৮৯০]

গান্ধার

যদি বা পীরিতি খানি সুজনের হয়।
নয়নে নয়নে মিলন হইলে
তবে সে ফিরিয়া লয় ॥
যে মোর পরাণের মরম বেথিত
তারে বা কিসের ভয়।
অতি দুরন্তর বিষম পীরিতি
সকলি পরাণে সয় ॥
অবলা হইয়া বিরলে রহিয়া
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে বাঁশীতে গীতের ঝামরু
এ বড় সুগড় পণা ॥
যেন মলয়জ শিলায় ঘষিতে
অধিক সৌরভ হয়।
শ্যাম বঁধুয়ার ঐছন পীরিতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

নী—৩৬৮

[৮৯১]

ধানশী

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু
সহজ পীরিতি কথা।
সেই হৈতে মোর তনু জর জর
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥
দৈবের ঘটিতে বঁধুর সহিতে
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান বেদের বিধান
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে ॥
জাতি কুল বলি দিতাম তিলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ ॥
কুলে কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে আদর করিয়ে
লইনু কলঙ্কের ডালি ॥
চোরের মা যেমন পোয়ের লাগিয়ে
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে পীরিতি করিলে
এমতি ঘটিবে তারে ॥

মুই অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া পীরিতি করিনু
লোক শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে পীরিতি-লক্ষণ
শুনগো বরজ নারি।
পীরিতি ঝুলিটি কাঁধেতে করিয়া
পীরিতি নগরে ফিরি॥

নী—৩৭৩

[৮৯২]

কালার পীরিতি গরল সমান
না খাইলে থাকে সুখে।
পীরিতি-অনলে পুড়িয়া মরে যে
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছট্ ফট্ ঘুরুণি নিপট
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে চাহে যাঁহা পানে
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর ঠেকিনু রহিল
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

নী—৩৭৪

দ্রষ্টব্য :—তু°—৮৮৫ সং পদ

[৮৯৩]

সিন্ধুড়া

যে জন না জানে পীরিতি-মরম
সে কেন পারিতি করে।
আপনা না বুঝে পরকে মজায়
পীরিতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি পীরিতি মরম
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত করিয়া যতন
মনকে প্রবোধ দিব॥
পীরিতি-রতন করিয়া যতন
পীরিতি করিব তায়।
দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পীরিতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে মনের উল্লাসে
এমতি হইবে যে।
সহজ-ভজন পাইবে সে জন
সহজ মানুষ সে॥

নী—৩৭৫

দ্রষ্টব্য :—এই পদে সহজভজনের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

[৮৯৪]

সিন্ধুড়া

পীরিতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণে মিশাইতে জানে
তবে সে পীরিতি ভাল॥

ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার সাধ নহে কভু
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত যে করে পীরিতি
তারে প্রেম-কৃপা হয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিতে পীরিতি করিয়া
থাকিব স্বরূপ-আশে।
স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

নী—৩৭৬

দ্রষ্টব্য :—তু°—নী—৭৮৩, ৮০৯ ইত্যাদি।

[৮৯৫]

শ্রী

পীরিতি পীরিতি মধুর পীরিতি
এ তিন ভুবনে কয়।
পীরিতি করিয়ে দেখিলাম ভাবিয়ে
কেবল গরলময়॥
পীরিতের কথা শুনিব হে যেথা
তথায় নাহিক যাব।
মনের সহিত করিয়া পীরিত
স্বরূপে চাহিয়া রব॥
এমতি করিয়া সুমতি হইয়া
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ-প্রভাবে সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

নী—৩৮০

[৮৯৬]

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পীরিতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পীরিতি অন্তরে পীরিতি মন্তরে
পীরিতি সাধিল যে॥
পীরিতি-রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পীরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি-আশ।
পীরিতি-সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

নী—৩৮৪

দ্রষ্টব্য :—উদ্ধৃত পদগুলি রাগাত্মিক পদ-পর্য্যায়ভুক্ত। সহজিয়া তত্ত্বের অভিব্যক্তিই এই সকল পদে দৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থে ইহারা ছিল কিনা সন্দেহজনক।

যুগলমধুররস

দ্বিতীয় পল্লব

প্রবেশিকা

রসশাস্ত্রে আট প্রকার নায়িকার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

অথাবস্থাষ্টকং সর্ব্বনায়িকানাং নিগদ্যতে।
তত্রাভিসারিকা বাসকসজ্জা চোৎকন্ঠিতা তথা ॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, ১৯২ পৃঃ)।

অর্থাৎ—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকন্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতপ্রেয়সী এবং স্বাধীনভর্ত্তৃকা এই অষ্টবিধ অবস্থা নায়িকাদিগের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বাধীনভর্ত্তৃকাকে স্বাধীনপতিকা, বাসকসজ্জাকে বাসকসজ্জিতা এবং বাসকসজ্জিকা, উৎকন্ঠিতাকে বিরহোৎকন্ঠিতা, কলহান্তরিতাকে অভিসন্ধিতা এবং কোপিতা, প্রোষিতপ্রেয়সীকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা, প্রোষিতপ্রিয়া, প্রোষিতনাথা প্রভৃতি নামেও বিভিন্ন রসশাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে স্বাধীনভর্ত্তৃকা ও প্রোষিতভর্ত্তৃকা পদদ্বয়ে "ভর্ত্তৃ" শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কিনা, তাহা লইয়া আলোচনা দৃষ্ট হয়। অবশেষে টীকাকার লিখিয়াছেন—"সর্ব্বত্রৈবালঙ্কারশাস্ত্রে প্রাচীনে অর্ব্বাচীনে বা পত্যুপপত্যোরেব ভর্ত্তৃশব্দপ্রয়োগো দৃষ্ট এব" (ঐ, ২০৩ পৃঃ)। বোধ হয় এই প্রকার আপত্তির খণ্ডনার্থে কোন কোন রসশাস্ত্রে প্রোষিতভর্ত্তৃকা শব্দের পরিবর্ত্তে প্রোষিতপ্রেয়সী, প্রোষিতপ্রিয়া প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই আটপ্রকার নায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা এই তিন নায়িকা সতত হৃষ্টচিত্তা এবং ভূষণাদি-দ্বারা মণ্ডিতা হয়, অবশিষ্ট পাঁচ নায়িকার ভূষণশূন্য, খেদান্বিত ও চিন্তাক্লিষ্ট অন্তঃকরণ হয়। (উজ্জ্বল°, ২০৬ পৃঃ)। মতান্তরে কেবলমাত্র স্বাধীনভর্ত্তৃকা ও বাসকসজ্জিকাই হর্ষযুক্তা হয় (দশরূপ, ২।৪০)।

এই সকল নায়িকার বিশেষত্ব-অবলম্বনে রচিত পদগুলি এই পল্লবে সঙ্কলিত হইল। নী-তে প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকার পদ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৫৪ সংখ্যক "পিয়া গেল দূরদেশে হাম অভাগিনী" ইত্যাদি পদটীকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা পর্য্যায়ে, এবং এই গ্রন্থের ৫৯২ সংখ্যক "বেশ বনাইছে শ্যাম" ইত্যাদি পদটীকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা পর্য্যায়ে স্থাপন করা যায়। ইহা ব্যতীত নায়িকাদিগের অন্যান্য অবস্থার বর্ণনা-বিষয়ক পদ এই গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাসকসজ্জিকা

[৮৯৭]

গান্ধার

রাধিকা আদেশে মনের হরষে
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী আর জাতি যূথী
সাজাইছে থরে থরে॥

আজ রচয়ে বাসকশেজ।
মণিগণচিত হেরি মুবছিত
কন্দর্পেরি ঘুচে তেজ॥

ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর
ফুলের হইল ঘর।
ফুলের বালিশ আলিস কারণ
প্রতিকূলে ফুলশর॥

শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয়-ঋতু মত্ত সহিত বসন্ত
মলয়-পবন বায়॥

উজরোল রাতি মণিময় বাতি
কর্পূর তাম্বূল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে— রাখি স্থানে স্থানে
শয়ন করল গোরী॥

নী, ২০৭

টীকা

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, ১৯৫-৬ পৃঃ)

এই শ্লোকের টীকায় বাসক শব্দ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"স্বং বাসয়তীতি স্ববাসকঃ" অর্থাৎ যে বাস করায় সে বাসক। "ত্বং কুঞ্জে তাবদ্বস অহং শীঘ্রমেষ্যামীতি নায়কস্তেনৈব নায়িকাং কুঞ্জে বাসয়তীত্যর্থঃ," অর্থাৎ তুমি অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি, এই বলিয়া যে নায়ক নায়িকাকে কুঞ্জে বাস করায়, সে বাসক। তাহার ইচ্ছানুসারে যে নায়িকা কুঞ্জে বসিয়া নিজের দেহ ও গৃহ সজ্জিত করে, তাহাকে বাসকসজ্জিকা বলে। বাসকসজ্জিকা নায়িকার হৃদয় মিলনের আশায় উৎফুল্ল থাকে, এই জন্যই পদটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই রহিয়াছে—"রাধিকা আদেশে, মনের হরষে" ইত্যাদি, অর্থাৎ কান্তের আদেশানুসারে আনন্দিত চিত্তে রাধিকা কুসুম রচনা করিতেছেন, তারপর পদমধ্যেও বিবিধ সাজসজ্জার উল্লেখ রহিয়াছে।

বাসকসজ্জিকার এই একটি মাত্র পদ নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা কোন পুঁথিতে ইহার সন্ধান পাই নাই। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একখানি পুঁথিতে চণ্ডীদাস-রচিত অভিসারিকা ও বাসকসজ্জিকার পদ পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি এই গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত হইল। ঐ পালার অন্তর্গত কোন পদের সহিত এই পদের মিল নাই। আমাদের মনে হয় চণ্ডীদাস ঐরূপ আখ্যায়িকামূলক পালার আকারে অষ্টনায়িকার অবস্থা

বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই জন্ত এই পদটি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে

উৎকণ্ঠিতা

[৮৯৮]

কিশলয় শেজ করি কেন জাগি রাতি।
মদন-তুরঙ্গন তাহে সঙ্গ হইল ভাতি ॥
চন্দ্রকিরণ তাহে বৈরি মোর ভেল।
দক্ষিণ-পবন মোয় সমূহ দুঃখ দিল ॥
অবহু এখন বঁধু না আইল ইহা।
কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুখ সয়া ॥
কালরাতি কাল মোর দংশিল শরীরে।
কি আর ঔষধ আছে বল না আমারে ॥
ধন্বন্তরি কাছে গিয়া সাধিব সব তন্ত্র।
ঘুচাব সকল জ্বালা, কাল সে ভুজঙ্গ ॥
মৃতমণিমন্ত্রে যেন মৃত হয়ে যায়।
তাহার অধিক যেন হৈল সব কায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এই সময়ের দোষ।
বিরস না ভাব তুমি না করিহ রোষ ॥

নী, ২০৯; কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই।

টীকা

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি, ১৯৭ পৃঃ)

এই শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে যে, নায়ক অপরাধী হইলেও তাহার নিরপরাধত্ব-জ্ঞানে উৎকণ্ঠার উদয় হয়, কিন্তু নিরপরাধ নায়ককে অপরাধী ভাবিলে মান-বিপ্রলম্ভ হয়। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহারাসকালীন রাধার মান ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। উৎকণ্ঠিতা অর্থে বিরহোৎকণ্ঠিতা

হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন, কারণের প্রতি বিতর্ক, আপনার অবস্থাদি বর্ণন উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চেষ্টা।

বাসকসজ্জা দশার শেষে, কলহান্তরিতা অবস্থায়, এবং পরাধীনত্ব-প্রযুক্ত মিলনের অভাব হইলে উৎকণ্ঠিতা অবস্থার উদ্ভব হয়। আলোচ্য পদে বাসকসজ্জা দশার শেষে উৎকণ্ঠিতা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

[৮৯৯]

দুয়ারের[২] আগে ফুলের বাগান[৩]
কিসের[৪] লাগিয়া কলুঁ।[৫]
মধু খাই[৬] খাই ভ্রমর মাতল
বিরহ-জ্বালাতে[৭] মলুঁ।[৮]
জাতি[৯] রুইনু যূথি[১০] রুইনু
রুইনু সুগন্ধ[১১] মালতী।
ফুলের বাসে নিদঁ নাহি[১২] আসে[১২]
পুরুষ নিঠুর জাতি ॥
কুসুম[১৩] তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া[১৪]
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই পায়[১৫] কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে।
চান্দ[১৬] ঝলমল দিক্ নিরমল
পিককুল তারা বোলে।
কোন্ গুণবতী অধিক গুণেতে
পিয়া ভুলাইয়া নিলে ॥[১৬]
আপনা[১৭] খাইয়া[১৭] সখীর বচনে[১৮]
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে— কানুর পীরিতি
যেন দরিদ্রের হেম ॥

নী, ২১০; বিপু, ২৯২

১	বাদ, ২৯২	২	দ্বারের, নী
৩	বাগ, ঐ	৪	কিসুখ, ঐ
৫	রুইনু, ঐ	৬-৬	খাইতে খাইতে, ঐ
৭	আলায়, ২৯২	৮	মৈনু, নী
৯	জুই, ২৯২	১০	জাই, ঐ
১১	গন্ধ, নী	১২-১২	না এসে, ২৯২
১৩	ফুল, ঐ	১৪	তেজিয়া, ঐ
১৫	তাই, নী	১৬-১৬	বাদ, নী
১৭-১৭	রতন মন্দিরে, নী, ২৯২	১৮	সহিতে, ঐ

[এই পঙ্‌ক্তির পাঠ নচ হইতে গৃহীত।]

পট

আর কি মিলব মোরে পিয়া গুণনিধি।
কি রাতি সুরাতি হবে অনুকূল বিধি॥
গগনে আছিল চাঁদ সেহ অতি মন্দ।
হিয়া জরজর হৈল খসিল পাঁজরের বন্ধ॥
এখনে না আইল পিয়া কে কৈল আটকে।
নিজ ঘরে রৈল কিবা পড়িয়া বিপাকে॥
শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে।
পরাণ গেলে কি করিবে পিয়াদরশনে॥
চণ্ডীদাস কহে—প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে॥

নী, ২১১

দ্রষ্টব্য :—এখানে "কারণের প্রতি বিতর্ক" বর্ণিত হইয়াছে।

[৯০১]

কামোদ

নাহ নিঠুরচিত ভেল কাহার চিত
তঁহি রহল আজু রাতি।
প্রাণ গুণি গুণি খোয়ানু রজনী
সহজে অবলা নারীজাতি॥
চণ্ডীদাস ভণে মরম সমানে
না মিলল আর কান।
জীবন যৌবন বৃথা অকারণ
কেমনে ধরিব প্রাণ॥

নী, ২১২

পঙ্—১। নাহ—নাথ।

[৯০১ ক]

কামোদ

আমার বসনা না হৈল তোষণা
আঁখের হইল আড়।
নিরবধি বিধি এমতি করিলে
কেমন ব্যাপার তার॥
সায়র নিকটে চাঁদ মিলিব
ঘুচিব মনের দুখ।
সুধা যে ক্ষরিবে অঙ্গ জুড়াইবে
পাইব পরম সুখ॥
পাপ নারী করি জনমিলে হরি
পরের পতির আশে।
কহে চণ্ডীদাসে— না মিলল শেষে
আপন করম দোষে॥

নী, ২১৩

দ্রষ্টব্য :—একই ভাবের পুনরুক্তি করিয়া এতগুলি পদ বিচ্ছিন্ন ভাবে একই কবি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা যায় না। সম্ভবতঃ বিভিন্ন পুথি হইতে পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। খণ্ডিতাপর্য্যায়ের পদগুলির ন্যায় এই পদগুলিও সন্দেহজনক।

বিপ্রলব্ধা

[৯০২]

নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে।
হেদে রে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে ॥
অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
জরজর হৈল তনু নিশি না পোহায় ॥
কর্পূর চন্দন চুয়া দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে ॥
নাহ নিঠুর যদি না আইসে ইহা।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া ॥
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া
চণ্ডীদাস কহে—তবে মিলিব আসিয়া ॥

নী, ২১৪

টীকা

সঙ্কেত করিয়া যদি নায়ক সমাগত না হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যথিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলব্ধা কহেন (উজ্জ্বলনীলমণি, ২০০ পৃঃ)। কৃষ্ণ রাত্রে আসিবেন বলিয়াছিলেন, রাধা সারারাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, তৎপরে প্রভাতে এই বিপ্রলব্ধা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

বৈরাগ্য, চিন্তা, খেদ, অশ্রু প্রভৃতি বিপ্রলব্ধা নায়িকার চেষ্টা।

পদটি নির্দ্দোষ নহে। প্রভাতেই বিপ্রলব্ধা দশার উদ্ভব হয়। এই পদের প্রথম পঙ্ক্তিতেই আছে—"নিশি প্রভাত হৈল", কিন্তু চতুর্থ পঙ্ক্তিতে "নিশি না পোহায়", এবং ষষ্ঠ পঙ্ক্তিতে "রজনী বঞ্চিব হাম" ইত্যাদি রহিয়াছে। এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তি আপত্তিকর সন্দেহ নাই। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী হইতে গোপালদাসের ভণিতার একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া নচ-তে বলা হইয়াছে—"চণ্ডীদাস ভণিতায় প্রাপ্ত পাঠ গোপালদাসের পদেরই বিকৃতি বলিয়া মনে হয়" (ঐ, ১৭৪ পৃঃ)। পদটি যে সন্দেহজনক তাহা উল্লিখিত দোষ-দৃষ্টে আমাদেরও ধারণা জন্মিয়াছে। পরবর্ত্তী পদটির সহিত তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। একই কবি এই দুইটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

[৯০৩]

ধানশী

দু-কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু-পথপানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী।—
"বাহির হইয়া দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি ॥"
পুনঃ কহে রাই— "না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে বাড়িয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি আর কেন সই
ভাসা গে যমুনা-জলে ॥

কুম্‌কুম কস্তুরী চুবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দূর মুছি কর দূর
নয়ানের কাজর-রেখা॥
আর না রাখিব এ ছার পরাণ
না যাব লোকের মাঝে।"
স্থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুর রাজে॥

নী, ২১৬

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই পদটি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ বলিয়া সন্তোষজনক।

খণ্ডিতা

চন্দ্রাবলীর উক্তি

[৯০৪]

কামোদ

"এই পথে নিতি কর গতায়তি
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস আমারে নৈরাশ
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ, করিয়া যতন
লয়ে চল নিকেতনে।
আজুকার নিশি রাধিকা রূপসী
বঞ্চুক নাগর বিনে॥"
এতেক শুনিয়া করেতে ধরিয়া
লইয়া চলিল বাস।
রাধা-ভয়ে হরি কাঁপে থরথরি
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

নী, ২১৭

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বের সঙ্কেত উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন রমণীর প্রিয়তম যদি অন্য রমণীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়া তাহার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করত প্রাতঃকালে সমাগত হয়, তাহা হইলে তদ্দর্শনে পূর্ব্ব নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ সঙ্কেত অনুসারে রাধার কুঞ্জে যাইতেছিলেন, পথে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণকে নিজের কুঞ্জে লইয়া গেলেন। এই পদ হইতে পালার আকারে খণ্ডিতা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে আসিব বলিয়া দ্বিতীয় প্রহরে আসিলে খণ্ডিতা হয় না, প্রাতঃকালে আসা চাই, এবং অন্য রমণীর ভোগচিহ্নও অঙ্গে থাকা চাই। (উজ্জ্বল-নীলমণি, টীকা, ১৯৮ পৃঃ)

অষ্টনায়িকাবর্ণনায় এই খণ্ডিতা প্রকরণে ধারাবাহিক পালাগানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা পালাটির শেষের অংশমাত্র। আমার বোধ হয়, এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়াও চণ্ডীদাস সুকৌশলে আখ্যায়িকামূলক পালা রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯০৫]

"চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে
এই নিবেদন তোরে ॥
কালি আসি হাম পূরাইব কাম
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলীনাথ ভুবনে বিদিত
জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥
তুমি যে আমার আমি যে তোমার
বিবাদে কি ফল আছে।
লোক জানাজানি কেন হয় ধনি
পীরিতি ভাঙ্গিবে পাছে ॥
দাদা বলরাম করে অন্বেষণ
ভ্রময়ে নগর মাঝে।"
চণ্ডীদাসে কয়— সে যদি জানয়
সবাই পড়িবে লাজে ॥

নী, ২১৮

চন্দ্রাবলীর প্রত্যুত্তর

[৯০৬]

বিহাগড়া

"কে বলে আমার তুমি সে রাধার
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী যাবে বুঝি হরি
রাধারে করিতে সুখী ॥
বঁধু হে, তুমিত রাধার নাথ।
তব ভারিভূরি ভাঙ্গিব মুরারি
রাখিব আপন সাথ ॥"
এতেক বলিয়া করেতে ধরিয়া
চুম্বয়ে বদন-চাঁদে।
রসিক নাগর হইয়া ফাঁপর
পড়িল বিষম ফাঁদে ॥
হেথা সুবদনী সখী সনে বাণী
কহয়ে কাতর-ভাষে।
"নিশি পোহাইল পিয়া না আইল"
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২১৯

[৯০৭]

ধানশী

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম-শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম ॥
গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াইল রাইএর আগে।
দেখে ফুলমালা তাম্বুলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥
নাগরে না দেখি মানিনী না চান
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে সে ভুরুর ভঙ্গিমা দেখিয়া
নাগর তরাসে কাঁপে ॥

রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরেরে পাড়ে গালি ।
চণ্ডীদাস বলে— লম্পটের সনে
কথা কৈলে তবু ভালি ॥

নী, ২২০

টীকা

ইহার পরে শ্রীরাধিকার উক্তি রহিয়াছে। ঐ পদগুলি রসশাস্ত্রোক্ত খণ্ডিতার সূত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহাতে একই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস এই জাতীয় সাতটি পদই রচনা করিয়াছিলেন কি না, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। পরবর্ত্তী অনেকগুলি পদ অন্যের ভণিতায় অন্যত্রও পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই সকল পদ সন্দেহজনক বলিয়াই আমরা ধারণা করিতে বাধ্য হইতেছি।

শ্রীরাধার ক্রোধোক্তি

[৯০৮]

ললিত[১]

"ভাল হৈল আরে[২] বঁধু[৩] আসিলা[৪] সকালে।
প্রভাতে[৫] দেখিলুঁ[৬] মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বঁধু[৭] তোমারে[৭] বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই ।ধ্রু[৮]॥ [৯]
আই আই পড়েছে[১০] মুখে[১১] কাজরের আভা।
ভালে সে সিন্দূর-দাগ[১৩] মুনি[১৩] মনোলোভা ॥
খর-নখ-দশনে[১৪] অঙ্গ জরজর।
কিবা[১৫] সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ॥
নীলপাটের শাটী[১৬] কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলে[১৭] কোন্[১৭] কাজে ॥
চারিদিকে[১৮] চায় নাগর আঁচলে[১৯] মুখ মুছে।"
চণ্ডীদাস[২০] কহে[২০] লাজ ধুইলে না[২১] ঘুচে ॥

নী, ২২১ ; বিপু, ২৯২ ; তরু, ৪০৩ সং পদ। তুং—রসমঞ্জরী, ৩২ পৃঃ।

[১] কেদার, তরু ; বাদ, ২৯২
[২] এলে, ২৯২ [৩] বন্ধু, তরু, ২৯২
[৪] আইলা, তরু ; আইলে, ২৯২
[৫] বিহানে, ২৯২ [৬] দেখলাম, নী, ২৯২
[৭-৭] বন্ধু তোমার, তরু [৮] বাদ, নী
[৯] এই দুই পঙ্ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই
[১০] পড়িছে, তরু
[১১] রূপ, তরু ; রূপে, ২৯২
[১২] শোভা, নী, তরু
[১৩-১৩] তোমার মুনির, ঐ
দংশনে, ২৯২ [১৫] ভালে, তরু, নী
শোভা, তরু
আইলা কিবা, তরু এলে, ২৯২
পানে, তরু, ২৯২ [১৯] আচারে, নী, ২৯২
[২০-২০] চণ্ডদাসের, তরু, ২৯২
[২১] কি, ২৯২

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় এই পদটি লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন (ঐ, ৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পদটি পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (যথা—গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে)। গোপালদাস ১৫৬৫ কি ১৫৮৫ শকে রস-কল্পবল্লী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পীতাম্বরদাসের "রসমঞ্জরী ও পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কালের মধ্যে ৫০ বৎসরের অধিক পার্থক্য ছিল না" (তরুর ভূমিকা) (৪৭ পৃঃ)। অতএব পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী রসমঞ্জরীতে পদটি গোপাল-দাসের ভণিতাতেই পাওয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে পদটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচারিত হইয়া

থাকিবে। এই জাতীয় সাতটি পদ এক চণ্ডীদাসের ভণিতাতেই পাওয়া যাইতেছে বলিয়া পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্তী রসমঞ্জরীর সাক্ষ্যই আমরা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি।

[৯০৯]

রামকেলী

"ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল॥
অধরের তাম্বূল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে॥
নীল কমল ঝামরু হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন্ রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙরে লয়েছে স্নেহ॥"
কুটিল-নয়ানে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া।
কহে চণ্ডীদাস— আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

নী. ২২২। তু°—বিপু ৬১৪৭

নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, এই পদটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৪ ও ১১৫৫ সংখ্যক পুথিদ্বয়ে নরহরির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৪৭ সংখ্যক পুথিতে নরহরি ও চণ্ডীদাসের ভণিতায় নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটি পাওয়া যায়—

নীল বরণ ঝামর হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন কলাবতী রসনিধি পায়ে
নিঙ্গুড়ে লয়েছে সেহ॥
তাম্বূলের দাগ অধরে লেগেছে
কালার উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিলাম
দিবস যাইবে ভাল॥
ভালের উপরে সিন্দু(ন্দু)রের বিন্দু
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
ভাল করে তোমায় দেখি॥
ছি ছি পুরুষ হইয়া এমন করহ
নারী হৈয়া সহি মোরা।
চণ্ডীদাস কয় আপন স্বভাব
ছড়িতে না পারে চোরা॥
(ঐ, ১৪৯ পৃঃ)

ছুঁইও না ছুইও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ॥
ঢুলু ঢুলু করে তোমার অরুণ দুটী আঁখি।
সুরঙ্গ অধর তোমার বিরঙ্গ কেন দেখি॥
অলকা তিলক মুখ কেনা কৈল দুর।
কোন রসবতী তোমার ভাবন কৈল চুর॥
সিন্দু(ন্দু)রের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
ভাল পুণ্যবতী তোমার পেয়েছিল দেখা॥
চোরের পারা বন্ধু তোমার সকল অঙ্গ দেখি।
হয় নয় প(পু)ছ দাস নরহরি সাখি॥
(ঐ, ১৪৯ পৃঃ)

বোধ হয় এইরূপ ছুইটি পদ মিলিত হইয়া নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। দেখিতেও পাওয়া যাইতেছে যে, তাহার প্রথম ছুই পঙ্‌ক্তির ছন্দের সহিত পরবর্ত্তী অংশের ছন্দের মিল নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিদ্বয়েও নী-তে উদ্ধৃত পদের অনুরূপ পদই পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বোধ হয় যে, বিভিন্ন ছন্দের ছুইটি পদ মিলিত হইয়া একটি পদ গঠিত ও প্রচারিত হইবার পরে নীলরতনবাবুর আদর্শ পুথি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল।

[৯১০]

বিভাষ

"হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়া কোন্ লাজে আস ॥[১]
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী[২] আজ পেয়েছিল লাগ ॥
নখপদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা হয়েছে[৩] ভূষিত ॥
কপোলে[৪] সিন্দুর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে[৫] তোমার আঁখি ছলছল ॥"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও, আমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥

নী, ২২৩ ; তরু, পদ সং ৩৯৩। তু°—নচ, ১৮০ পৃঃ

[১] এস, নী ; আইসো, তরু
[২] কুলবতি, তরু (পাঠান্তর)
[৩] করিলে, তরু
[৪] কপালে, ঐ
[৫] বিরহে, ঐ

নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুইখানি পুথিতে নরোত্তমদাসের ভণিতায় এইভাবের একটি পদ আছে। পদরসসারেও অনুরূপ একটি পদ গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়

[৯১১]

সিন্ধুড়া

"বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী-সঙ্গে যাপিলা যামিনী রঙ্গে
কত সুখে পোহালা রজনী ॥
নীল-নলিনী-আভা কে নিলে অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ কে নিল বরিহা কাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ-বধূ যে পিয়ে অধর-মধু
পাষাণে নিশান তার সাখী।
রক্ত উৎপল ফুলে যৈছন ভ্রমর বুলে
ঐছন ফিরয়ে দুটি আঁখি ॥
রচিয়া সিন্দুরের বিন্দু কে নিল চন্দন ইন্দু
নাসা ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় একথা অন্যথা নয়
ভাল জানে বৃষভানুসুতা ॥"

নী, ২২৪

দ্রষ্টব্য :—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৪ সং পুথিতে নরহরিদাসের ভণিতায় এইরূপ একটি পদ পাওয়া যায় (নচ—১৮৩ পৃঃ)।

পরবর্ত্তী তিনটি পদ অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, ইহাদের একটি চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন। অন্য ছুইটি প্রাচীন পুথি খুঁজিলে অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতে পারে।

[৯১২]

রামকেলী

এস এস বন্ধু করুণার সিন্ধু
রজনী গোঙালে ভালে ।
রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি
ভালত সুখেতে ছিলে ॥
নয়ানে কাজর কপালে সিন্দুর
ক্ষতবিক্ষত হে হিয়া ।
আঁখি ঢর ঢর পরি নীলাম্বর
হরি এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী পর-আশাধারী
কি বলিব বিধি তোয় ।
এমত কপট ধৃষ্ট লম্পট শঠ
হাতেতে সঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী পোহালাম আমি
তুমি ত সুখেতে ছিলে ।
রতিচিহ্ন সব লইয়া মাধব
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
এ মিনতি রাখ ঐখানে থাক
আঙ্গিনাতে না আইস ।
ছুঁইলে তোমারে ধরমে আমারে
না করিবে পরশ ॥
লোক-মুখে কত শুনিতাম যত
প্রতীত আজি হল সব ।
চণ্ডীদাস কয় নাগর দয়াময়
এত দয়ার স্বভাব ॥

নী—২২৫

[৯১৩]

ললিতা

আরে মোর আরে[১] মোর সোণার বঁধুর ।[১]
অধরে[২] কাজর দেখি[৩] কপালে সিন্দুর ॥
বদন-কমলে কিবা[৪] তাম্বুল[৫] শোভিত ।
পায়ের নখের ঘায়ে[৬] হিয়া[৭] বিদারিত ॥[৮]
এস[৯] না এস না বঁধু[৯] আঙ্গিনার কাছে ।
তোমারে ছুঁইলে[১০] মোর ধরম যায়[১১] পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহি[১২] পরতীত ।
এবে[১৩] সে দেখিনু[১৪] তোমার এই[১৫] সব রীত ॥[১৫]
সাধিলে[১৬] মনের কাজ[১৭] কি আর বিচার ।[১৮]
দূরে রহ[১৯] দূরে রহ[২০] প্রণাম[২১] আমার ॥
চণ্ডীদাস বলে[২২] ইহা বলিলে কেমনে ।
চোরেরে[২৩] না কহে কেহো এতেক[২৪] বচনে ॥

নী—২২৬ ; তরু, ৩৯১ ; বিপু, ২৯২

১-১ সোনার চান্দ বন্ধুর, ২৯২
২ নয়নে, ২৯২
৩ দিল, নী, ২৯২
৪ তোমা, ২৯২
৫ তাম্বুলে, ২৯২
৬ ঘায়, নী ; ঘাত, ২৯২
৭ হিয়ায়, তরু ; হিয়ারে, ২৯২
৮ বিদ্ধিত, তরু ; বিদিত, ২৯২
৯-৯ না আইস না আইস বন্ধু, তরু ; না এস ২ বন্ধু, ২৯২
১০ দেখিলে, তরু ১১ যাবে, তরু
১২ নহে, নী ; না হই, ২৯২ ১৩ আমিত, ২৯২
১৪ দেখিলাম, তরু, ২৯২
১৫-১৫ সব বিপরীত, তরু (পাঠান্তর)
২৯২ পুথিতে এই চরণের পরে "শুনিয়া পরের মুখে" ইত্যাদি চরণটি আছে ।
১৬ সাধিলা, তরু

১৭ সাধ, ঐ (পাঠান্তর)

১৮ তোমার, ২৯২

১৯ রহু, নী

২০ রহু, নী

২১ প্রণতি, তরু

২২ কহে, ২৯২ ; বোলে, তরু

২৩-২৩ চোর ধরিলে এত না কহে, নী ; চোর ধরিলেহ এত না কহে, তরু ; (ধরিলেহ স্থলে ধরিলেও, পাঠান্তর)

[৯১৪]

ললিতা

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কঙ্কণ-দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারি ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীলসর-মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বশ আচলেতে মু'খানি মুছাই ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥

নী—২২৭

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯১৫]

রামকেলী[১]

শুন শুন সুনয়নি[২] আমার যে রীত।
কহিলে[৩] প্রতীত নহে[৪] জগতে বিদিত ॥
তুমি না[৫] মানিবে[৫] তাহা আমি ভালে[৬] জানি।
এতেক[৭] না কহ ধনি[৭] অসঙ্গত[৮] বাণী ॥
সঙ্গত[৯] কহিলে[১০] ভাল শুনিতে হয় সুখ।
অসঙ্গত[১১] কহিলে[১২] পাইব[১৩] বড় দুখ ॥[১৩]
মিছা কথায় কত[১৪] পাপ[১৫] জানত[১৬] আপনি।[১৭]
জানিয়া না[১৮] মানে সেই সেইত[১৮] পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে পরম[১৯] সবে কেনে।
তাহার এমত[২০] বাদ[২০] হইবে[২১] তখনে ॥[২১]
চণ্ডীদাস বলে[২২] যদি [২৩] মিছা বলে থাকে।[২৩]
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার[২৪] কি যাবে ॥[২৪]

নী—২২৮ ; তরু, ৩৯২ ; বিপু, ২৯২

১ বাদ, ২৯২ ২ সুন্দরী, নী, ২৯২

৩ কহিতে নী ৪ হয়, ২৯২

৫-৫ নাহি মান, ২৯২

৬ ভাল, তরু (পাঠান্তর)

৭-৭ কহিছ য়েতেক কেন, ২৯২

৮ অসম্ভব, নী

৯ সঙ্গতি, তরু (পাঠা°)

১০ হইলে, তরু

১১ অসঙ্গতি, ঐ (পাঠা°)

১২ হইলে, তরু, নী (পাঠা°)

১৩-১৩ শুনিতে পাই দুখ, নী ; পাইয়ে বড়দুখ, তরু ; মনে পাই বড় দুখ, ২৯২

১৪ যত, তরু, ২৯২

১৫ দোষ , তরু (পাঠা°)

১৬ জানহ, তরু

১৭ আপুনি, তরু
১৮-১৮ যে না জানে সে অধম, নী ; নাহি মানে অধম, ২৯২ ; °সেই সে, তরু (পাঠা°)
১৯ ধরমে, তরু
২০-২০ এমন রীত, নী, ২৯২
২১-২১ °কেমনে, নী ; না হয় কথনে, ২৯২
২২ বোলে, তরু ; কহে, ২৯২
২৩-২৩ যেবা মিছা কথা কবে, তরু ; °বলে সবে, ২৯২
২৪-২৪ নহে কার কিবা জাবে, ২৯২ ; তোমার কিবা°, নী

কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে
পাপেতে ডুবিবা পাছে।"
কহে চণ্ডীদাস— "যাও চলি যথা
ধরমের থলী আছে॥"

নী—২২৯

শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর

[৯১৬]

রামকেলী

"ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর
শুনালে ধরম-কথা।
পরের রমণী মজালে যখন
ধরম আছিল কোথা॥
চোরের মুখেতে ধরম-কাহিনী
শুনিতে পায় যে হাসি।
পাপপুণ্য-জ্ঞান তোমার যতেক
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে দাও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা
তাহাতে নুনের ছিটে॥
আর না দেখিব ও কালমুখ
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা মনের মানুষ
যেখানে মন যে টানে॥

সখীর উক্তি

[৯১৭]

ধানশী

ললিতা কহয়ে—"শুন হে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥
শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর॥
শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোযে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়॥
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥"
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয়॥

নী—২৩১

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯১৮]

ধানশী

"না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥
বংশী পরশি আমি শপথ[১] করিয়ে।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগুবিন্দু দেখিয়া[২] সিন্দূরবিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ ॥"
এত কহি বিনোদরায়[৩] চলি[৪] যায়[৪] ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

নী—২৩০ ; তরু, ৩৭৪

[১] শপতি, তরু [২] দেখি, নী
[৩] নাগর, তরু [৪-৪] চলিতে চায়, তরু

রাধার মানে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা

[৯১৯]

ধানশী

কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহন বনে ॥
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত পড়ি ॥
"অপরাধী আমি কোথায় যাব।
রাই সুধামুখী কেমনে পাব ॥"
এতেক কহিলে মিললি রাই।
চণ্ডীদাস তবে জীবন পায় ॥

নী—২৩২

রাধার প্রতি কোন সখার সান্ত্বনা

[৯২০]

ভাটিয়ারী

রামা হে, কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান ॥
গোবর্দ্ধন-গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার ॥
কালীয় দমন করল যে জন
চরণযুগলবরে।
এবে সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে ॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর বরিখণ বিনে
না পিয়ে তাহার নীরে ॥
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে
পিবয়ে হেরিয়ে থোর।
তবহুঁ তাঁহারি নাম সোঙরিয়া
গলয়ে শতগুণ লোর ॥

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
কি আর করহ মান।
তুয়া অনুগত শ্যাম-মরকত
তো বিনু ভাবে না আন॥

নী—২৩৩

[৯২১]

ধানশী

তোদের দোঁহার দৈবের ঠাম।
নিতি নিতি তোরা কলহ করিবি
কত না সাধিব হাম॥
নিতি নিতি তোদের এমতি করিয়ে
কথাতে কথাতে দ্বন্দ্ব।
সে বলে—"রাই রসিক নহে"
তু বলিস—"উহ মন্দ॥"
সে হেন নাগর গুণের সাগর
জগৎ-দুর্ল্লভ লেহা।
তু হেন নাগরী প্রেমের আগরি
কেন বাড়াইলি লেহা॥
নিতি নিতি তোরা এমতি করিবি
ইথে কি পরাণ রয়।
চণ্ডীদাস কহে— অবলা-পরাণে
এত কি বেদনা সয়॥

নী—২৩৬

[৯২২]

ধানশী

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
গলে পীতবাস লৈয়া।
সে চাঁদ-বদনে ফিরি না চাহলি
তু বড় কঠিন মেয়া॥
সো শ্যাম নাগর জগৎদুর্ল্লভ
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে যার॥
তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি
হানিলি আপন বুকে॥
মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া
নিভাইবে আর কিসে।
শ্যাম-জলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

নী—২০৭

শ্রীরাধাকে শান্ত করিয়া কোন সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন

[৯২৩]

আসি সহচরী কহে ধীরি ধীরি
"শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে ঘুচাইলাম মানে
ধরিয়া রাইএর পায়॥
তবে যদি আর মান থাকে তার
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন মলিন দেখিলে
ঘুচিবে এখনি রোষ॥
ত্বরিত গমনে এস আমা সনে
গলেতে ধরিয়ে বাস।"
সো হেন নাগর হইয়া কাতর
দাঁড়াইল রাইএর পাশ॥
রাই কমলিনী হেরি গুণমণি
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে আনন্দ বাড়িল
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

নী—২৪২

[৯২৪]

ধানশী

ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী
প্রসন্ন বদনে কয়।
"আমি ত কেবল তোদের অধীন
যা বল শুনিতে হয়॥
সখি, তোরা মোর কর এই হিতে।
আর যেন কখন না করে এমন
পুছ উহায় ভাল মতে॥
পুন যদি আর এমত ব্যাভার
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি শ্রবণ-গোচরে
না করিব এ জনমে॥"
এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর বাণী।
"শুন বিনোদিনি জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী॥"
এত শুনি গোরী দুবাহু পশারি
বঁধুয়া করিল কোলে।
এই মনে হয় রসামৃত ময়
চণ্ডীদাসে ইহা বলে॥

নী—২৪৩

দ্রষ্টব্য :—এই পদে মানানন্তর সঙ্কীর্ণসম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

[৯২৫]

সুহই

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারায়ে ছিলাম।
শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়ে পরাণ পেলাম॥
সই, জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম-অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইয়া॥

তোরা সখীগণ করাহ সিনান
আনিয়া যমুনা-নীরে।
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস— শুনহ নাগর
এমন উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে
ইথে কি পরাণ রয়

নী—২৪৪-৫

[৯২৬]

শ্রী

রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ
আনল যমুনা-বারি।
নাগর সুন্দর সিনান করিল
উলসিত ভেল গোরী ॥
ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
পরাইল পীতবাস।
পরিয়া বসন হরষিত মন
বসিলা রাইক পাশ ॥
রাই বিনোদিনী তেরছ চাহনি
হানল বঁধুর চিতে।
নাগর সুন্দর প্রেমে গরগর
অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে না পায় সাহসে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

নী—২৪৬

দ্রষ্টব্য :—লজ্জা বা ভয়-হেতু যুবক-যুবতীর অল্পমাত্র সম্ভোগকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯৪২ পৃঃ)।

পূর্ব্ববর্তী পদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই পদগুলি পালার আকারেই রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যায় নাই।

মান-বিপ্রলম্ভ

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯২৭]

কামোদ

হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত।
কি হেতু দেখিয়ে মান অতি অনুচিত ॥
তোমা বিনা নাহি জানি মরম কি বাত।
কেন বা মলিন মুখ অবনত মাথ ॥
স্বপনক বাত নাহি কর পরতীত।
নয়নে দেখিলে কর যে হয় উচিত ॥
কোন রমণী দেখ রহল ছাপাই।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর কোন দোষ নাই ॥

নী—২৪৭

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পড়িলে বুঝা যায় যে, রাধিকা স্বপ্নে কৃষ্ণকে কোন রমণীর সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া

অভিমান করিয়াছিলেন, আর স্বপ্ন যে বিশ্বাসযোগ্য নহে ইহা বলিয়া কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জন করিতেছেন। উজ্জ্বল-নীলমণিতে আছে—"নিরপরাধত্বেঽপি সাপরাধত্বজ্ঞানে মানবিপ্রলম্ভ ইতি বিবেচনীয়ম্" (ঐ, টীকা, ১৯৭ পৃঃ)।

নাপিতিনী-বেশে মিলন

[৯২৮]

ধানশী

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
"শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরি।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥"
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী-বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলি করিল গমন।
রাইএর মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
"কি লাগিয়ে ধূলায় প'ড়ে বিনোদিনী রাই।
এস এস তুয়া পদে যাবক পরাই॥"
চরণমুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিলা তখন বিশাখা সুন্দরী।
"নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী।"
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাস বলে॥

নী—২৪৮

[৯২৯]

ধানশী

নাপিতিনী-করে ধরি রাই চন্দ্রমুখী।
কেমন নাপিতিনী তুমি হের এক দেখি॥
অঙ্গের বসন ধরি পাড়িয়া ফেলে দূরে।
রমণীর বেশ গেও রসিক গোচরে॥
পড়িল কল্পিত কুচ ভ্রম গেল দূরে।
সখীগণ সচকিত হেরিয়ে নাগরে॥
কি ছার মানের লাগি রমণী সাজিল।
এত বলি সুন্দরী বামে দাঁড়াইল॥
মানজনিত দুখ দূরে পরিহরি।
চণ্ডীদাস বলে—দোঁহার প্রেমের বলিহারি॥

নী—২৪৯

অভিসারিকা

[৯৩০]

সুহই

কহে সুবদনী— "শুন গো সজনি
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন জুড়াই জীবন
বদন দেখিব তার॥
তাহার আরতি কিবা দিবারাতি
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ ফেটে যায় বুক
গুমরে গুমরে মরি॥
সহে নাক আর করি অভিসারি
আজি হই বলরাম।
যশোদা-মন্দিরে যাইব সত্বরে
ভেটিব নাগর কান॥"

শুনিয়া ললিতা হাসি কহে কথা
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে— যশোদা যতনে
সঁপিবে তোমার করে॥

নী—২০৫

দ্রষ্টব্য:—"সে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায়, অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। ঐ অভিসারিকা জ্যোৎস্নায় এবং অন্ধকারে গমনযোগ্য বেশ দ্বারা জ্যোৎস্না ও তামসীভেদে দুই প্রকার হয়।" এখানে জ্যোৎস্নাভিসারের বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রকিরণে রাধা বাহির হইতে পারিতেছেন না বলিয়া চন্দ্রের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। তমোভিসারের পদ পরে স্থাপিত হইল।

জ্যোৎস্নাভিসারিকা

চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ

[৯৩১]

চন্দন-গঞ্জনা চাঁদ গগনে
যদি তোর পাই লাগি।
লোহার মৃণালে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি॥
শিখি সব তন্ত্র রাহু-গ্রহ-মন্ত্র
সাধন করিয়া আগে।
উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
তবেই গরব ভাঙ্গে॥
পূজি দেবরাজ সাধিব এ কাজ
ঢাকিয়া রাখিব মেঘে।
অমাবস্যা তিথি আঁধারিয়া রাতি
তেমতি সদাই লাগে॥
পরাশর তাথে মৎস্যগন্ধা সাথে
কুহায়ে সুরতি-রঙ্গ।
চণ্ডীদাস ভণে রাধিকার সনে
ঐছন শ্যামের রঙ্গ॥

নী—৮৬

চন্দ্রের উক্তি

[৯৩২]

যতি

শুন গো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজর কে।
কত কোটী চাঁদ উদয় করেছে
একলা তোমার দে॥
তুয়া একপদে চাঁদ শত নিন্দে
দন্ত অধিক শোভা।
তোমার তরাসে উছলি আকাশে
দেখিয়া ও রূপ আভা॥
কেবা তোমার অধিক উজর
তোমার অঙ্গের মলা।
বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
ধরে মোর ষোল কলা॥
সিন্দুর-কৌটা অধরের ছটা
অরুণ কাঁপিতে থাকে।
অরুণ সাহসে লঙ্কান্তরে থাকে
আমি পক্ষান্তর নাথে॥

খঞ্জন-গঞ্জন ও যুগ নয়ন
নাসা জিনি তিল ফুল ।
হেরিয়া বদন আকুল মদন
কি আর দিব সে তুল ॥
গৃধিনী জিনিয়া শ্রবণ যুগল
নয়ান বয়ান ভরসা ।
রূপের কথন নহে নিরীক্ষণ
চণ্ডীদাস করে আশা ॥

নী—৮৭

[৯৩৩]

ধানশী

কহিও তাঁহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
অনুরাগ হল গৃহ-কাজে ।
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥
সজনি, কোপ করেন দুরন্ত ।
গৃহকর্ম্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥
যে কুলে বিচ্ছেদ ভয় এ কুলে নহিলে নয়
সুসারিতে নিশি গেল আধা ।
আসিয়া মদন-সখা হেন বেলে দিল দেখা
কহ দূতি, কি করিবে রাধা ॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি বেড়াইতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় আর কি বিরহ সয়
ত্বরিতে মিলব বর কান ॥

নী—৮৯

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে কবির ভণিতা পাঠেও বুঝা যায় যে, রাধা কুঞ্জে যাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । সেই পদগুলি অনাবিষ্কৃত রাহিয়া গিয়াছে ।

এই পদটি পড়িয়া মনে হয় যে, রাধার যাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বোধ হয় কোন দূতীকে রাধার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন । রাধা তাহাকে বিলম্বের কারণ বলিতেছেন ।

সখীর প্রতি উক্তি

[৯৩৪]

পটমঞ্জরী

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে ।
গমন-বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভাতি ।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি ।
তবেত পাইব আমি বঁধুর সংহতি ॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ ।
সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডীদাস বলে—তুমি না ভাবিহ চিতে ।
সহজ এ কথা বটে, কেন পাও ভীতে ॥

নী—৮৮ । তুঃ—নচ-৬৩-৪ পৃঃ ।

নচতে বলা হইয়াছে যে, এই পদটির কতকাংশ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির ভণিতাতেও অন্যত্র পাওয়া যায় । কিন্তু এই পদটির প্রতি আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে প্রধানতঃ এইজন্য যে, এই পদের অনুরূপ আর একটি পদ (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য) দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে । উভয় পদেই সখীর প্রতি রাধার উক্তি মিলিতেছে । এই জাতীয় দুইটি পদ একই কবি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না ।

তমোভিসারিকা

[৯৩৫]

মল্লার[১]

সই, কি[২] আর[২] বলিব তোরে।
বহু[৩] পুণ্যফলে[৪] সেহেন বঁধুয়া[৫]
বিধি[৬] মিলায়ল[৬] মোরে ॥ ধ্রু[৭] ॥

এ ঘোর রজনী[৮] মেঘ[৯]-ঘটা বঁধু[৯]
কেমনে আইল[১০] বাটে।
আঙ্গিনার কোণে[১১] বঁধুয়া তিতিছে[১২]
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

নহি[১৩] স্বতন্তর গুরুজনা ডর [১৩]
বিলম্বে বাহির হনু।[১৪]
আহা[১৫] মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত[১৬] না যাতনা দিনু।[১৬]

বঁধুর পীরিতি আরতি[১৭] দেখিয়া[১৭]
মোর[১৮] মনে হেন করে।[১৮]
কলঙ্কের ডালি[১৯] মাথায়[২০] করিয়া
আনল[২১] ভেজাই[২২] ঘরে ॥

আপনার[২৩] দুখ সুখ করি মানি[২৪]
আমার দুখের[২৫] দুখী।
চণ্ডীদাসে[২৬] কহে[২৭] কানুর[২৮] পীরিতে[২৯]
জগৎ[৩০] হইল[৩০]

নী—১৯১ ; তরু, ৭১৫ ; বিপ্র, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

[১] বাদ, সকল পুথিতে

[২-২] আর কি, ২৯১

[৩] °কোন, তরু ; অনেক, নী, ২৯১-৩, ২৯৭

[৪] পুণ্যের ফলে, ২৯৭

[৫] কালিয়া, ২৯১

[৬-৬] আসিয়া মিলল, নী ; আনি°, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

[৭] বাদ, নী, সকল পুথিতে। এই তিন পঙ্‌ক্তি "তরুতে" পরবর্তী চারি পঙ্‌ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট আছে।

[৮] যামিনী, ২৯৭ ; বাদর, ২৯১

[৯-৯] মেঘের ঘটা, তরু

[১০] আইলা, ২৯২, ২৯৩ ; আইলে, ২৯৭

[১১] মাঝে, তরু (পাঠান্তর)

[১২] ভিজিছে, ঐ

[১৩-১৩] ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, তরু ; গুরুজনার ঘর, নহে সতন্তর, ২৯৭

[১৪] হৈনু, নী ; হনু, ২৯২

[১৫] হাহা, তরু (পাঠান্তর)

[১৬-১৬] জতেক জন্তনা°, ২৯১ ; °জন্তনা দিনু, ২৯২ ; °যন্ত্রণা°, ২৯৩ ; কতে জন্তনা দিনু, ২৯৭

[১৭-১৭] আদর দেখিতে, নী ; °দেখিতে, সাপ ২০১

[১৮-১৮] °মন যেবা, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ; হেন মোর মনে°, ২৯৭

[১৯] ডালা, ২৯৭

[২০] মাথায়ে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

[২১] আগুনী, সাপ ২০১

[২২] ভেজাব, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

[২৩] বন্ধু আপনার, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

[২৪] মানে, নী, তরু, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

[২৫] দুখেতে, নী

[২৬] চণ্ডীদাস, নী, তরু

[২৭] কয়, ২৯৭

[২৮] বন্ধুর, তরু, ২৯৭

[২৯] পীরিতি, নী, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

[৩০-৩০] শুনিতে জগৎ, নী ; শুনিয়া জগত, তরু ; সুনিতে জগত, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

মন্তব্য :—পদটি নীলরতনবাবুর "সম্ভোগ-স্মৃতি"তে এবং তরুতে "রসোদ্গার, দিনান্তরস্থ বার্ত্তা" পর্য্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। নচ-তে ইহা "সঙ্কেতকুঞ্জে মিলন" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাকে কুঞ্জে মিলনের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এই মিলন রাধার বাড়ীতেই

হইয়াছিল। পূর্ব্বে সঙ্কেত ছিল, কিন্তু রাধা সময় মত বাহির হইতে পারেন নাই, কৃষ্ণ আশ্রয়-স্থানের অভাবে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছেন, এমন সময় রাধা বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া এই কথা বলিতেছেন। ইহা তমোভিসারের পদ। পূর্ব্বে জ্যোৎস্নাভিসার বর্ণিত হইয়াছে, এখন তমোভিসারের পালা। উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এইরূপ অভিসারে "একটি মাত্র সখী সঙ্গে থাকে।" রাধা তাহাকেই সম্বোধন করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। এই জন্যই বোধ হয় "সই, কি আর বলিব তোরে" প্রভৃতি তিন পংক্তি অনেক পুথিতেই পদের প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদে দেখা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে অভিসার করাইয়াছেন। নচ-তে লিখিত হইয়াছে মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে পদটি নিম্নলিখিত আকারে উদ্ধৃত রহিয়াছে—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, বঁধু কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে গাথানি তিতিএ্যাছে দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
নহি স্বতন্তর গুরুজনার [ডর] বিলম্বে বাহির হনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া এতেক যন্ত্রণা দিনু॥
বঁধুর পীরিতি দেখিয়া আমার পরাণ কেমন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া অনল ভেজাব ঘরে॥
আজিকার দুখ সুখ করি মান যৌবন মোর দুঃখের দুঃখী।
চণ্ডীদাসে বলে বঁধুর পীরিতি ভাবিতে জগৎ সুখী॥

নচ—৬৮ পৃঃ।

দ্রষ্টব্য:—পরবর্ত্তী পরিশিষ্টে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় পল্লবের পরিশিষ্ট

[৯৩৬]

সুহই

শুন লো[১] রাজার[২] ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥
মিছাই[৩] করসি[৪] মান।
তো বিনু আকুল[৫] কান॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলা[৬] হরি॥
উলটি করলি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস[৭] গান॥[৮]

নী—২৩৪ ; তরু, পদ সং ৫৭৫ ; তু—নচ—৭৯ পৃঃ

১ হ, তরু   ২ রায়ান, ঐ (পাঠা°)
মিছই, তরু   ৪ করালি, তরু
জাগল, নী   ৬ জাগাইলে, তরু
চণ্ডীদাসে, ঐ (পাঠা)   ৮ ভান, ঐ

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রহিয়াছে। নীলরতনবাবু বোধ হয় তাহা হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস কোথায় পদটি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। পদটি পড়িলে বোধ হয়, রাধা কোন প্রকার সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে আনাইয়াছিলেন, এবং পরে মান করিয়াছেন। এইরূপ কোন ঘটনার আভাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত অংশে নাই। কিন্তু আর একটি পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা পদকল্পতরুর ২১৫ সং পদ, যথা—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি॥

বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈসত হাসিয়া
ধরিলা সখীর গলে॥

দেখাইয়া বয়ানচান্দে
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহুঁ তুরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই বলি কান্দে॥

হৃদয় দরশি থোর
তার মন করি চোর।
বিদ্যাপতি কহ শুনল সুন্দরি
কানু জিয়ায়বি মোর॥

এই দুইটি পদ একই সুরে বাধা, এবং রচনাও কিছু কিছু মিলিয়া হইতেছে। সঙ্কেত করার ঘটনাটি বিদ্যাপতির পদে বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত রহিয়াছে। "তাহা জাগাইলা হরি" অর্থে বোধ হয়—"সঙ্কেত দ্বারা তোমার প্রতি কৃষ্ণকে জাগরিত করিয়াছিলে।" আমাদের মনে হয়, এই দুইটি পদের মধ্যে একটি পূর্ব্বরাগের এবং অপরটি মানের পদ বলিয়া বর্ণনার কিছু বৈষম্য রহিয়াছে মাত্র। তরুর পদটি যেমন আসল বিদ্যাপতির নহে, আলোচ্য পদটিও তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই জাতীয় পদে ভণিতা অপেক্ষা ভাবের মূল্যই বেশী।

সই, পাছে এ সব হবে[7] আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥ ধ্রু।[8]
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ[9] গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ-যৌবনে
মিলিব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত বা রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রসশিরোমণি আসিবে[10] এখনি
বড়ু চণ্ডীদাসে[11] ভণে॥

নী, ২০৮; তরু, পদ সং ২৮২

১ তথা রাগ, তরু
২ বন্ধুর, ঐ, এবং পরে
৩ বিছাইনু, নী
৪ গাঁথিনু, ঐ
৫ সাজিনু, ঐ
৬ উজারিনু, ঐ
৭ হইবে, তরু
৮ বাদ, নী
৯ আইনু, ঐ
১০ আসিব, তরু
১১ চণ্ডীদাস, নী

দ্রষ্টব্য:—পদটি বোধ হয় পদকল্পতরু হইতে নীলরতন-বাবু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় সখী সম্বোধনের পদমাত্রই সন্দেহজনক। বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনে বাসকসজ্জিকা ও তৎপরবর্ত্তী উৎকণ্ঠিতা পর্য্যায়ের পদের কোনই স্থান নাই। অতএব এই পদটি সন্দেহজনক বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে।

[৯৩৭]

ধানশী[1]

বঁধুর[2] লাগিয়া শেজ বিছায়লু[3]
গাঁথিলুঁ[4] ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ[5] দীপ উজারলুঁ[6]
মন্দির হইল আলা॥

[৯৩৮]

সুহিনী

সে যে বৃষভানু-সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথ পানে চাঞা[1]॥

ফুল-শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া ।²
উজর চাঁদনী রাতি।
মন্দিরে রতন-বাতি ॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান ॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বঁধুয়ার³ পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥

নী, ২১৫ ; তরু, ৩৩১

¹ চাইয়া, নী; চাহিয়া, তরু (পাঠা ')।
² হইয়া, নী   ³ বন্ধুর, তরু

টীকা

দ্রষ্টব্য:—বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেও বৃষভানু-সুতা যে রাধা, এই উক্তি বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। বিশেষতঃ বাসকসজ্জা-পর্য্যায়ের এইরূপ পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নাই। গীতগোবিন্দ হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া এই পদ রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যথা—

পঙ্—২-৩। তু°—

বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপম্
সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥
(গীতগোবিন্দ, ৭।২)

৪। তু°—"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।"
(ঐ, ৬।৫)

৫-৬। তু°—
"বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।"

অর্থাৎ—শয্যা রচনা করিতেছেন, এবং দীর্ঘকাল তোমার ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন।
(ঐ, ৬।১১)

৭। তু°—"প্রসরতি শশধরবিম্বে।"
(ঐ, ৭।২)

৯ এবং ১১। তু°—
"মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।"
(ঐ, ৭।৩)

১০। তু°—"ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
(ঐ, ৬।৬)

[৯৩৯]

বিভাষ

উহাঁর নাম করো না, নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট, ভুবন ভরি লাজ ॥
উনি নাটের গুরু, সই, উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥
এনে চন্দ্র হাতে দিলে যখন ছিল উহাঁর কাজ।
এখন উহাঁর অনেক হল, আমরা পেলাম লাজ ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উহাঁর সনে লেহ করে তনু হৈল শেষে ॥

নী, ২৩৫ ; তু'—নচ, ৭৯ পৃঃ

দ্রষ্টব্য:—সখী সম্বোধনের এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই জাতীয় মানের পরিকল্পনা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। পদের ভাষা এবং ভাব নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয় (নচ, ৮০ পৃঃ)। এই সকল কারণে ইহাকে সন্দিগ্ধ পদ-পর্য্যায়ে স্থাপন করা হইল।

পঙ্—৪। তু°—

ভুরু নাচাইয়ে   মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলালে কত ॥
(প্রঃ খঃ, ৩৯১ সং পদ)

তু°—

তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা
অনেক কহিলা মোরে।
(ঐ, ২৪০ সং পদ)

অন্তরং ভেদো জাতো যস্যা ইত্যর্থে ত্যক্তকলহেত্যর্থঃ” (উজ্জ্বলনীলমণি, টীকা, ২০১ পৃঃ), অর্থাৎ কলহের পর মান-বিরতিতে সন্তাপিতা নায়িকার নাম কলহান্তরিতা। “যে নায়িকা পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহা যায়।”
(ঐ)

এই পদেও পদানত কান্তকে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাধার সন্তাপ বর্ণিত হইয়াছে।

কলহান্তরিতা

(রাধিকার উক্তি)

[৯৪০]

ধানশী

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর শেখর
কাঁহা সখি করল পয়ান॥
তপ বরত কত করি দিন যামিনী
যে কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্য ধন মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুহুঁ ঠেলিনু পায়॥
আরে সই, কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সেহেন পিয়া
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কি ফল হইবে বল
গোঁড়া কেটে আগে জল দিয়া॥

নী, ২৩৮

[৯৪১]

শ্রী[১]

রাই মুখে শুনলহি[২] ঐছন বোল।
সখীগণ কহে—“ধনি, নহ উতরোল॥
তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ।
কৈছে আছয়ে[৩] কছু না[৪] বুঝল[৪] এহ॥
তুহুঁ কাঁহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল॥”
ঐছে বিচার করত[৫] যাঁহা রাই।
তুরত হি এক সখী মিলল তাই॥
“এ ধনি, পদুমিনি, কর অবধান।
তোহারি নিয়রে মুঝে ভেজল কান॥”
চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখী রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই॥

নী, ২০৯; তরু, ১২৬

১ ধানশী, তরু শুনল, নী
৩ আছল, ঐ ৪. সমুঝল, ঐ
৫ কহত, ঐ

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলির পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই পদটি প্রকৃতপক্ষে কলহান্তরিতা পর্য্যায়ের। “কলহেন

দ্রষ্টব্য:—পদকল্পতরুতে এই পদটি ভণিতাহীন অবস্থায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু নী-তে এবং রমণীবাবুর

গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভণিতা-মিলিতেছে। তরুতে ইহা পূর্ব্বরাগে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু পদটি বিরহোৎকণ্ঠিতা পর্য্যায়েও স্থাপন করা যায়। ব্রজবুলির এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত হইতে পারে না। পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, কোন পালা হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য। অভাব রহিয়াছে, অথচ পূর্ব্বে এবং পরে রসিকদাস (৫৪১), বংশীবদন [৫৪৩, ৫৪৪ ভণিতান্তরে গোবিন্দদাস] প্রভৃতির ব্রজবুলির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রজবুলির এই পদদ্বয় যে বড়ু চণ্ডীদাসের নহে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

[৯৪২]

ধানশী[১]

রাইক ঐছন সকরুণ[২] ভাষ।
শুনি সখা আওল কানুক পাশ॥
কহইতে[৩] ঐছন[৩] সকল সংবাদ।
গদ্‌গদ কহইতে[৪] করই[৪] বিষাদ॥
নাগর[৫] শুনিয়া অছু বাণী।
"কহ সখী কি করয়ে কমল-নয়ানী[৫]॥"
"চল[৬] চল নাগর রসশিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥"
চণ্ডীদাস কহে—বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥[৬]

নী, ২৪০ ; তরু, ৫৪২

[১] সুহিনী বা গান্ধার, পাঠান্তর
[২] অকরুণ, তরু
[৩-৩] কহই না পারই, তরু; কহইতে, নী
[৪-৪] কহই, নী [৫-৫] বাদ, ঐ
[৬-৬] বাদ, তরু

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির সহিত এই পদের ভাব ও ভাষার মিল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, এই দুইটি পদ একই কবি রচনা করিয়াছিলেন, এবং ইহারা কোন পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তরুতে এই দুইটি পদেই ভণিতার

[৯৪৩]

শ্রী

হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবরে।
ধান দিলে খৈ হয় বিরহ-অনলে॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হৈল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুকে হৈল সলি॥
আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি দায়।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কূলে।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে॥
মরিবার বেলে রাধা সোঙরাইও রাধা।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুনহ বচন॥
দরশন দিয়ে রাধে রাখহ জীবন॥

নী, ২৪১। তু°—নচ, ৮ পৃঃ। নী র ও নচ-র পাঠ অবলম্বনে উদ্ধৃত পাঠ প্রদত্ত হইল।

দ্রষ্টব্য :—পদটিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর বর্ত্তমান রহিলেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতার পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নচ-তে শেষের দুইটি পয়ারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বলা হইয়াছে যে, হয়ত বড়ু চণ্ডীদাসের পদে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য প্রকার সিদ্ধান্তই সম্ভবপর। বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কোন কবির পক্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণে পদ-

রচনা অসম্ভব নহে। সন্তোষজনক প্রমাণের অভাবে আমরা ইহাকে সন্দিগ্ধ পদ-পর্য্যায়েই স্থাপন করিতেছি।

[৯৪৪]

হেদে হে বঁধুয়া আসিগা আমি।
পথে আন-ছলে দেখা হল ভালে
কি আর বলিবে তুমি॥
ভাল না হইবে কাজ।
চন্দ্রাবলীর স্থানে যদি কেহ কহে
শুনিলে পাইবে লাজ॥
সে যে করিবে দারুণ মান।
একুল ওকুল দুকুল যাইবে
পাথারে ভাসিবে শ্যাম॥
ইথে তোমার ভাল না হইবে।
চণ্ডীদাস ভণে— রাই যদি শুনে
কুঞ্জে উঠিতে না দিবে॥

নী—২৪১(ক)

দ্রষ্টব্য:—সখীর সহিত কৃষ্ণের দেখা হইবার ঘটনা লইয়া এই পদটি রচিত হইয়া থাকিবে। পদটি বোধ হয় খণ্ডিতা পর্য্যায়ভুক্ত। এই সকল বিচ্ছিন্ন পদের অন্তরালে যে একটা পালাবদ্ধ রচনার আভাস রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হয়।

অভিসারিকা

[৯৪৫]

একদিন বর[1] নাগর-শেখর
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে[2] সখীগণ সাথে[3]
যাইতে যমুনা জলে॥
রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করিল[4] তাথে[5]॥
গোধন চালায়ে[6] শিশুগণ লয়ে[7]
গমন করিলা[8] ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে[9]॥
কহে চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে
শুনলো[10] রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত[11] বঁধুর[12] সঙ্কেত
না ছাড়া[13] আপন হিয়ে॥

নী, ৮৫; তরু, ৩৫৩

১ বাদ, নী
২ বৃকভানু°, নী; °সুতা, তরু (পাঠা°)
৩ তাথে, তরু (পাঠা°) ৪ কয়ল, তরু
৫ তাতে, নী ৬ চালাঞা, তরু
৭ লৈয়া, তরু ৮ করিল, তরু (পাঠা°)
৯ গৃহের মাঝে, ঐ ১০ °ল, তরু
১১ তনুগত, ঐ (পাঠা°)
১২ বন্ধুর, তরু ১৩ ছাড়, নী

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি পদকল্পতরুতে "অভিসারিকা" পর্য্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলরতনবাবু বোধ হয় ঐ গ্রন্থ

হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার চণ্ডীদাসে স্থাপিত করিয়াছেন। এই পদটি আমরা কোন পুথিতে পাই নাই। পদটির ভাষা, রচনারীতি, এবং পরিকল্পনা পরবর্ত্তী চণ্ডীদাসের বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ সঙ্কেতের কথা দানলীলার প্রথম পদেও (পদ সং ১০৩) দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভণিতাতে বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার আংশিক বিশেষত্ব বটে, অথচ পদটিকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোথায়ও স্থাপন করা যায় না, এবং ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়াও ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার অনুরূপ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই পদে বাশুলীর উল্লেখ-করা ভণিতাটি আরোপিত হইয়াছে মাত্র। এ জন্ম ইহাকে সন্দিগ্ধ পদপর্য্যায়ে স্থাপন করা হইল। বৈষ্ণবদাস কোথা হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া রাখিয়া গেলে এই গোলমালের সৃষ্টি হইত না।

যুগলমধুররস

য় পল্লব

সম্ভোগ

প্রবেশিকা

মুখ্য ও গৌণভেদে সম্ভোগ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ, এবং স্বপ্নাবিষয়ে হরির প্রাপ্তিবিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯৬৪ পৃঃ)। মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকার, যথা— সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগানন্তর সংক্ষিপ্ত, মানানন্তর সঙ্কীর্ণ, কিয়দ্দূর প্রবাসানন্তর সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসানন্তর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইয়া থাকে (ঐ, ৯৩১-২ পৃঃ)। এই গ্রন্থের পূর্ব্বরাগ-পালাতে (৪১-৩ সং পদে) সংক্ষিপ্ত, রাসকালীন মানানন্তর (৫৮৩-৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) সঙ্কীর্ণ, রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর পুনরাগমনে (৬৬৮-৯ সং পদ দ্রষ্টব্য) সম্পন্ন, এবং মথুরা হইতে আগমনানন্তর ভাবোল্লাসে (৮৮-৩৯১ সং পদ দ্রষ্টব্য) সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। এখন যুগলমধুররস-পর্য্যায়ে বিপ্রলম্ভের পরে এই তৃতীয় পল্লবে বিভিন্ন জাতীয় সম্ভোগের কতকগুলি পদ সন্নিবিষ্ট হইল। এই সকল পদ নী-তে সম্ভোগস্মৃতি পর্য্যায়ে-সংগৃহীত রহিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

বর্ত্ম রোধন

[৯৪৬]

ধানশী

যাইতে জলে কদম্ব-তলে
ছালতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে গোপের বালা
দাঁড়াইল সেই পথে॥
"যাও আন বাটে গেলে এ ঘাটে
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে—"নিতি এই পথে যাই
আজি ঠেকাইবে কেটা॥"
হয় বলাবলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে কালীয়া নাগর
ছি ছি লাজে মরি মোরা॥

দ্রষ্টব্য :—চারি প্রকার সম্ভোগের মধ্যে বর্ষারোধন সংক্ষিপ্তসম্ভোগ বিভাগের অন্তর্গত। এখানে সেই জাতীয় একটিমাত্র পদ পাওয়া যাইতেছে। মহারাস, জলক্রীড়া, দানলীলা প্রভৃতি সম্ভোগের কয়েকটি পালা পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

এই পদটি পদকল্পতরুতে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার অন্তর্গত রসোদ্গার পর্য্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলরতন-বাবু ইহাকে "সম্ভোগ-স্মৃতি" বিভাগে স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

সখী-সমাগমে

[৯৪৭]

বিভাষ

শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা
আইলা রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে তথাপি রাধারে
পরাণ অধিক বাসে॥
দেখি সুবদনী উঠিলা অমনি
মিলিলা গলায় ধরি।
কত না যতনে রতন আসনে
বসায়[১] আদর করি॥
রাই-মুখ দেখি হই[২] মহাসুখী
কহয়ে কৌতুক-কথা।
রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয়া অধিক গাথা॥
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগন হইল রাধা।
চণ্ডীদাস-বাণী নিশির কাহিনী
শুনিতে লাগয়ে সাধা॥

নী, ১৮৬ ; তরু, ২৫২১

পাঠান্তর :—

১ বৈসায়ে, তরু

২ হৈয়া, নী

[৯৪৮]

ধানশী

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোড়ে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে বুক।
দেখি সখী কহে কহনা দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর-ধান্দা॥

নী—২০২

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিতে দেখা যাইতেছে যে, রজনী-বিলাস কহিতে যাইয়া রাধা নয়নের জলে বুক ভাসাইতে-ছেন। ইহার কারণ কি? সখীগণের নিকট সম্ভোগ-বর্ণনায় সাধারণতঃ আনন্দেরই উদয় হইয়া থাকে, তৎ-পরিবর্ত্তে রাধার ক্রন্দনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কবি নিজেই পদের শেষ পঙ্‌ক্তিতে বলিয়াছেন যে, ইহা "নাগর-ধান্দা"-জাত, অর্থাৎ (পরবর্ত্তী একটি পদে যেমন রাধা নিজেই বলিতেছেন যে) রাত্রিতে তিনি কৃষ্ণের ভ্রমে ননদিনীকে কোলে লইয়া অপদস্থ হইয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদসহ এই পদ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি পদ একই কল্পনাপ্রসূত পালার অন্তর্ভূত ছিল। ৯৫৩ সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

সখীর উক্তি

[৯৪৯]

সিন্ধুড়া

"রাই, আজু কেন হেন দেখি।
স্বরূপ করিয়া কহনা আমারে
মনের মরম সখি ॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি।
রসের ভরেতে অঙ্গ নাহি ধরে
বসন পড়িছে খসি ॥
এক কহিতে আর কহিতেছ
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সনে কিবা রসরঙ্গে
সাঙ্গ হয়েছে পারা ॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কহনা কহসি
কপট কেন বা কর ॥
ভালের সিন্দূর আধেক আছয়ে
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া এমন করিয়া
কেবা নিল এ সকল ॥"
চণ্ডীদাস কয়— যেবা সেই হয়
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিতে নারিবে
কিবা কর আর লাজ ॥

নী—২০৩

[৯৫০]

ধানশী

ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নী ॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণে কহইতে প্রিয়তম ভাষ ॥
"কহইতে না কহসি রজনীক কাজ।
আমার শপথি তোরে, যদি কর লাজ
পহিল সমাগমে হইল যত সুখ।
পুনহি মিলনে পাওব কত দুখ ॥"
ঐছন বচন শুনি কহে মৃদু ভাষি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি ॥

নী—২০৪

রাধার উক্তি

[৯৫১]

ললিতা

"আজুক[১] শয়নে[১] ননদিনী[২] সনে[২]
শুতিয়া[৩] আছিলুঁ[৪] সই।
যে ছিল করমে বঁধুর ভরমে
মরম তোমারে[৫] কই ॥
নিঁদের[৬] আলসে[৭] বঁধুর ধাধসে
তাহারে[৮] করিলুঁ[৯] কোরে[১০]।"
ননদী উঠিয়া বলিছে রুষিয়া—
"বঁধুয়া পাইলি[১১] কারে ॥[১২]

এত টাটপনা[১৩] জানে কোন্ জনা
বুঝিলুঁ তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া পরপতি লয়া
এমতি করহ নিতি ॥[১৪]
যে শুনি শ্রবণে পরের[১৫] বদনে
নয়নে দেখিলুঁ[১৬] তাই।
দাদা ঘরে এলে[১৭] করিব গোচরে
ক্ষণেক[১৮] বিরাজ[১৮] রাই ॥"
"নিঠুর[১৯] বচনে কাঁপিছে[২০] পরাণে
মরিয়া রহিলুঁ[২১] লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে[২২] থাকি[২২]
সঘনে আমারে ত্যজে ॥[২৩]
এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি
নয়ানে[২৪] দেখি সে[২৪] আর।"
চণ্ডীদাস[২৫] কয়— কিবা[২৬] কুলভয়[২৬]
কানুর পীরিতি যার ॥

নী, ১৮৭ ; তরু, ৭৪১ ; সাপ-২০১

পাঠান্তর :—

১-১ আজুকার রাতে, সাপ-২০১
২-২ ননদী সহিতে, ঐ
৩ স্বপনে, ঐ
৪ আছিনু, নী ; দেখিনু, সাপ-২০১
৫ তোহারে, তরু। ৬ নিন্দের, ঐ ; সাপ-২০১
৭ আলিসে, নী, সাপ-২০১
৮ যতনে, সাপ-২০১ ৯ করিনু, ঐ, নী
১০ কোড়ে, নী ১১ পায়াল, তরু
১২ এই দুই পঙ্‌ক্তি সাপ-২০১তে এই ভাবে আছে—
তখনি রুখিয়া, উঠিছে বলিয়া, এমন করহ ভোরে
১৩ টাঠ্, তরু
১৪ এই চারি পঙ্‌ক্তি বাদ, সাপ-২০১
১৫ লোকের, সাপ-২০১। ১৬ দেখিনু, ঐ, নী
১৭ আইলে, তরু, সাপ-২০১
১৮-১৮ খানিক থেয়াও, সাপ-২০১
নিরস, ঐ। ২০ কাপিনু, ঐ
আকুল, ঐ ; রহিনু, নী
২২-২২ গরবাথাকি, তরু, সাপ-২০১ ২৩ যজে, নী
২৪-২৪ প্রভাতে দেখিনু, সাপ-২০১ ; °দেখিয়ে, তরু
২৫ জ্ঞানদাস, সাপ-২০১
২৬-২৬ তার কিবা হয়, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৯৬ পৃষ্ঠায় সম্ভোগ-স্মৃতি পর্য্যায়ে, পদকল্পতরুতে রসোদ্গার পর্য্যায়ে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সং পুথিতেও পাওয়া যায়। শেষোক্ত পুথিতে ইহা জ্ঞানদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু এই পদটি পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী পদগুলির সহিত ঘটনাপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, চণ্ডীদাসের এই পদে পরবর্ত্তীকালে জ্ঞান-দাসের ভণিতা আরোপিত হইতে পারে। কিন্তু পদটি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানদাসের হইলে, এখানে চণ্ডীদাসের এইরূপ একটি পদের অভাব লক্ষিত হয়। ৯৫৩ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৯৫২]

তথারাগ

আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলু।[১]
বন্ধুর[২] ভরমে ননদিনী[৩] কোলে[৩] নিলু ॥[৪]
বন্ধু[৫] নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে[৬] তোর বন্ধু কোথা গেল পলাইয়া ॥
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধ-ভাগি ॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি। ১
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি ॥
কেমতে[৭] এড়াব[৮] সখি, সে পাপিনীর[৯] হাথে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরিতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরিতি

নী, ১৮৮ ; তরু, ৭৪২

১ আছিনু, নী — ২ বঁধুয়া, ঐ
৩-৩ ননদী কোড়ে, ঐ — ৪ নিনু, ঐ
৫ বঁধু, ঐ, এবং পরে — ৬ বলে, ঐ
৭ এমত, ঐ — ৮ যে ডরি, ঐ
৯ তাপিনীর, তরু এবং নী (পাঠান্তর)

দ্রষ্টব্য:—নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদটি "এই পদটিরই ভিন্ন ছন্দে (ত্রিপদীতে) অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়" (ঐ, প্রথম খণ্ড, ৬৯, এবং ১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আমরা এই মত সমর্থন করিতে পারি না। পূর্ব্ববর্ত্তী পদটিতে এক রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, আর এই পদটিতে যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর এক রাত্রির ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে তাহা পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়িলেই বুঝা যায়।

পঙ্—৫-৬। তুই সতী স্ত্রীগণের কুলধর্ম্মে আগুন দিয়াছিস, অর্থাৎ সতীকুলকলঙ্ক হইয়াছিস্; আমার ভ্রাতৃ-জায়ার এই ব্যবহার আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, কাজেই তোকে বধ করাই সঙ্গত; আমার অদৃষ্টগতিকে তোর বধভাগী হইতে হইল।

৮। আঁখির তাজনি—আঁখির তর্জ্জন

১১-১২। প্রেমের জন্য যে যত জ্বালা সহ্য করিতে পারে, তাহার প্রেমও তত উচ্চ অঙ্গের

[৯৫৩]

বিভাষ

পরাণ-বঁধুকে১ স্বপনে
বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিয়ল৩ বরণ বসন খানিতে
মু'খানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল৪ কোলে।৫
চরণ-উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইলুঁ৬-বলে॥৭
অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া৮ হইলুঁ৮ হারা।
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি৯ হইলে
আর কি পরাণ রয়॥১০

নী, ১৮৯ ; তরু, ৬৯৬

১ বন্ধুকে, তরু — ২ দেখিনু, নী
৩ পিঙ্গল, নী — ৪ করল, তরু
৫ কোরে, ঐ — ৬ পাইনু, নী
৭ বোলে, তরু — ৮-৮ জাগিয়ে হইনু, নী
৯ এমন, ঐ
১০ পদরত্নাকরে "চণ্ডীদাস" স্থলে "যদুনাথ" আছে

অন্যত্র শেষে চারি পঙ্‌ক্তির স্থলে—

চণ্ডীদাসে বোলে শুন বিনোদিনি
তোরে কি বলিব আর।
মুঞি অভাগিনী জনম-দুঃখিনী
পুন কি দেখিব আর॥

তরু (পাঠান্তর)

দ্রষ্টব্য:—যদুনাথের ভণিতা সত্ত্বেও সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই পদটি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন। নচ-তে বলা হইয়াছে "কোনও কোনও পুঁথিতে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।"

এইরূপ স্থলে সত্য-নির্ণয় সহজসাধ্য নহে, কিন্তু অধিকাংশ পুথিতেই যখন ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে তখন সতীশবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা ইহাকে চণ্ডীদাসের বলিয়াই আপাততঃ গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু সন্দেহের হেতু রহিয়া গেল। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৪৮ সং পদে রাধার ক্রন্দনের উল্লেখ রহিয়াছে। ৯৫১ সং পদের স্থানে এই পদটি স্থাপন করিলেও ক্রন্দনের হেতু নির্দ্দেশিত হইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি পদই অন্তের ভণিতায় পাওয়া যায় বলিয়া আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না।

[৯৭৪]

সিন্ধুড়া[১]

"যাই[২] যাই বলি পিয়া বলে তিন বোল।[২]
কত না চুম্বন দেই[৩] কত[৪] দেই[৪] কোল॥
করে[৫] কর দিয়া পিয়া শপথ দেই মাথ।[৫]
পুনঃ দরশন লাগি[৬] কহে[৭] কত বাত॥[৭]
পদ[৮] আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।[৯]
বদন[১০] নিরিখে মোর অথির হইয়া॥[১০]
নিগূঢ় পীরিতি পিয়ার[১১] আরতি[১২] বহুক।[১৩]
চণ্ডীদাসে[১৪] কহে হিয়ার[১৫] ভিতরে[১৬] রহুক।[১৭]

নী, ১৯২ ; তরু, ৬৭১। ইহা ব্যতীত পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯১, ২৯২, ২৯৭ সং পুথিতেও পাওয়া গিয়াছে।

[১] পঠমঞ্জরী, তরু (পাঠান্তর) ; কৌ রাগিনী, তরু ; বাদ ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ;

[২-২] আমি যাই যাই বলি বলে°, তরু, নী; জাই ২

প্রিয়া বলে তিন°, ২৯৭ ; আমি যাই যাই পিয়া বলে°, তরু (পাঠান্তর)।

[৩] দিছে, ২৯৭

[৪-৪] কতবার, ২৯৭

[৫-৫] °ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে, নী ; °ধরি পিয়া শপথি দেই মোরে, তরু ; °ধরি প্রিআ সপতি দেই মোর, ২৯১ ; °ধরিআ ষপতি দেই মোরে, ২৯৭ ; করে ধরি পিয়া সপতি দেই মোরে, °ধরি পিয়া শপথি দেই মোর, তরু (পাঠান্তর)

[৬] নাহি, ২৯১

[৭-৭] কত চেষ্টা করে, নী ; কত চাটু বোলে, তরু ; কত চাটু বোল, ২৯১ ; করে প্রিয়া মোরে, ২৯৭ ; পুন দেই কোরে, তরু (পাঠান্তর)

[৮] তরুতে এই দুই চরণের পরে উপরের দুই চরণ স্থাপিত হইয়াছে

[৯] উলটিয়া, নী, ২৯২, ২৯৭

[১০-১০] বয়ান নিরখে কত কাতর°, নী, তরু ; °নিরখে°, ২৯২ ; বআন নিরিখে কত কাতর°, ২৯১ ; °নিরখে কত কাতর হইয়া, ২৯৭

[১১] পিয়া, নী ; এই, ২৯২ ; প্রিআ, ২৯১

[১২] করেন, নী, ২৯১ [১৩] বহু, তরু ; বহুত, ২৯১

[১৪] চণ্ডীদাস, তরু, নী [১৫] পিয়া, ২৯২

[১৬] মাঝারে, তরু ; হিয়ারে, ২৯২

[১৭] রহু, তরু

শেষে চরণটি ২৯১ পুথিতে এইভাবে আছে—চণ্ডীদাশে কহে প্রিয়ার পিরিতি হিআর ভিতরে রহুক।

শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয় ২৯৭ পুথিতে এই ভাবে আছে—

প্রিয়ার পিরিতি হিয়ায় জাগিয়া রহিল।
চণ্ডিদাস কহে সে কুলসিল গেল॥

দ্রষ্টব্য :—পদটিতে বোধ হয় গৌণরাসের অন্তর্গত মিলনের পরে বিদায়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত এই পদসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

[৯৫৫]

সুহই

এমন পীরিতি কভু দেখি[১] নাই[১] শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা[২] আপনা[৩] আপনি ॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল[৪] আধ[৪] না দেখিলে যায় যে[৫] মরিয়া ॥
জল বিনু[৬] মীন জনু[৭] কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি, সেও[৮] হেন নহে।[৯]
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে।[১০]
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহো[১১] নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি[১২] চণ্ডীদাস[১৩] কহে ॥

না, ১৯৩ ; তরু, ৯১২

১-১ নাহি দেখি, তরু ২ বান্ধা, ঐ
৩ আপনি, নী ৪-৪ আধ তিল, তরু
৫ কি, নী ৬ বিনে ঐ
৭ যেন, তরু। ৮ সেঁহো, ঐ।
৯ নয়, ঐ ১০ রয়, ঐ
১১ সে, নী ১২ নাই, ঐ
১৩ চণ্ডীদাসে, তরু

দ্রষ্টব্য :—প্রথমেই প্রশ্ন আসে, এই পদটি কাহার উক্তি? কৃষ্ণের নহে, রাধিকারও নহে। আমাদের মনে হয়, যুগলমধুররসের অন্তর্গত বিপ্রলম্ভের পরে সম্ভোগ বর্ণনায় ইহা কবির বা কোন সখীর উক্তি। কিন্তু পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন এই পদ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

[৯৫৬]

সিন্ধুড়া

এমন পীরিতি কভু নাহি[১] দেখি শুনি।[১]
নিমিখে মানয়ে যুগ কোড়ে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।[২]
মুখ ফিরাইলে[৩] তার ভয়ে কাঁপে গা ॥[৪]
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর[৫] যেন[৫] প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা বলিতে সই[৬] বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি[৭] সব পরমাণ ॥

নী, ১৯৪ ; তরু, ৬৭০

১-১ দেখি নাই শুনি, নী ; দেখি নাহি শুনি, তরু
২ বাও, তরু (পাঠান্তর) ৩ ফিরাইতে, ঐ
৪ গাও, ঐ ৫-৫ যেন মোর, তরু
৬ সোই, ঐ (পাঠান্তর) ৭ সই, নী

[৯৫৭]

সুহই

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বধুর[১] কথা পড়ি গেল মনে ॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে[২] থরথরি ॥
কি কহিব সখি, সে হইল বিষম[৩] দায়।
ঠেকিলুঁ[৪] বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥
ননদী বলয়ে[৫] হে লো[৬] কিবা[৭] তোর হৈল।[৮]
চণ্ডীদাস[৯] বলে[৯] উহার কপালে যা[১০] ছিল ॥

নী, ১৯৫ ; তরু, ৭৩৯

১ বন্ধুর, তরু

২ কাঁপি, ঐ (পাঠান্তর)

৩ বড়, তরু ৪ ঠেকি, নী

৫ ঝোলয়ে তরু ৬ হেঁলো, নী

৭ কি না, তরু ৮ হইল, নী

৯-৯ কহে চণ্ডীদাস, তরু

১০ যে, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এইরূপ আখ্যায়িকা কোন পালাতেই পাওয়া যায় নাই।

[৯৭৮]

গান্ধার[১]

সাত[২] পাঁচ[২] সখী সঙ্গে বসিয়াছিলাম[৩] রঙ্গে
পাপমতি[৪] ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে আক্রোসিয়া[৫] ডাকে
"আস্য[৬] শ্যাম-সোহাগিনী॥
রাধা,[৭] তোমারে বলিব[৮] কি[৮]
ঠাঞি[৯] দুই তিন সে সকল কথা[৯]
কানেতে[১০] শুনিয়াছি॥ ধ্রু॥[১১]
তুমি কোন দিনে যমুনা-সিনানে
গিয়াছিলে নাকি[১২] একা।
সে[১৩] শ্যাম[১৩] সহিতে কদম্বতলাতে
হয়াছিল নাকি দেখা॥
সে[১৪] দিন হইতে[১৪] কানু[১৫] এই পথে[১৫]
নিতি করে আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী
তেঞি হল জানা শুনা॥
যে[১৬] দিন দেখিব আপন নয়ানে
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা[১৬]॥"

"এ[১৭] কি পরমাদ[১৭] দেয় পরিবাদ
এ[১৮] ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায়[১৯] যে থাকে সদায়[২০]
সাপে খাউ[২১] তার বুকে॥
গোকুল-নগরে গোপের মাঝারে[২২]
এত[২৩]দিন বসি মোরা।
কভু নাহি জানি কভু নাহি শুনি
কানু কাল[২৪] না কি[২৪] গোরা॥
বড়র[২৫] ঝিয়ারি বড়[২৬] নাম ধরি[২৬]
বোলাই[২৭] বড়ুয়া[২৮]-বউ।[২৮]
নিরমল কুলে কলঙ্ক[২৯] যে তুলে[২৯]
সে নারী গরল খাউ॥"
চিত থির[৩০] করি থাকহ সুন্দরি
যেন মন নাহি টলে।
কাহার কথায় কার কিবা যায়[৩১]
দ্বিজ[৩২] চণ্ডীদাসে বলে॥

নী, ১৯৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

১ বাদ, নী ভিন্ন অন্যত্র

২-২ সাধ করি, ২৯১

৩ বসিলা রঙ্গে নানা, ২৯১ ; বসি নানা, ২৯২, ২৯৩ ; বসিয়াছিলাঙ, ২৯৭

৪ হেন কালে পাপ, নী ; পাপমতি দেখে, ২৯৭

৫ তার কাছে, নী ; আর কাখে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

৬ আইস, নী ; বলে এস্য, ২৯২ ; এস্য ২, ২৯৩

৭ রাধা বিনোদিনী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, নী (পাঠান্তর)

৮-৮ কহিতে°, নী ; কহিতে আসিয়াছি, ২৯১ ; বলিতে°, নী (পাঠান্তর)

৯-৯ দুই চারি দিন, আমিহ ও কথা, নী ; চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার, নী (পাঠান্তর) ; °ও কথা আমি, ২৯২, ২৯২ ; °তোমার ও কথা, ২৯৭

১০ আপন কানেতে, ২৯১ ; লোক মুখে, ২৯৭ ; বড়ই, নী (পাঠান্তর)
১১ বাদ, নী   ১২ ধনি, ২৯৭
১৩-১৩ শ্যামের, নী
১৪-১৪ সেই দিন হৈতে, নী. ২৯২ ; সেই দিন হতে, ২৯৭
১৫-১৫ এই পথে পথে, নী
১৬-১৬ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
১৭-১৭ মিছা অপবাদ, ২৯১, ২৯৭ ; মিছামিছি করি, ২৯২, ২৯৩
১৮ কি, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
১৯ চরচাতে, ২৯১   ২০ ইহাতে, ঐ
২১ থাকু, নী, ২৯৭   ২২ সমাঝে, ২৯২, ২৯৩
২৩ জত, ঐ
২৪-২৪ কি কালিয়া, নী ; কাল কিএ. ২৯২, ২৯৩ ; কাল সে, ২৯৭
২৫ বড়ুয়ার, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৬-২৬ বড়র বহুরি, ২৯৭
২৭ বলই, নী ; বড়ই, ২৯২, ২৯৩ ; বলাইতে, ২৯৭
২৮-২৮ বড়ুআর বহু, ২৯১, ২৯২ ২৯৩ ; বড় বহু. ২৯৭
২৯-২৯ এ কথা সে বলে, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
৩০ দণ্ড, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ; পিত, ২৯৭
৩১ হয়, নী, ২৯২, ২৯৩
৩২ বড়ু, নী, ২৯১, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—এই পদের পাঠান্তরে দ্বিজ এবং বড়ু উভয় প্রকার ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তন পদ রচিত হইবার পরে সংঘটিত হইয়াছে।

[৯৫৯]

শ্রীরাগ[১]

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়[২] তাহার[৩] (চিতে তাহাই[৪] করি[৪])
স্বতন্তরী নই
তাহার[৫] গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তার মত[৬] মোরে করি
সে মোর মত হইল ॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
তেঁই সে তোমারে[৭] কই।[৮]
এই[৯] যে কাজ কহিতে[১০] লাজ
আপন মনেই রই ॥[১১]
তাহার প্রেমের বশ হইয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ
বালাই লইয়া মরি ॥

নী, ১৯৭ ; তরু, ১০৯৭
১ শ্রী, নী   ২ বাদ, তরু
৩ তার, ঐ   ৪-৪ বাদ, নী
৫ আপনার, তরু (পাঠান্তর)
৬ তাহার, তরু
৭ তোমায়, তরু ; তোমারি, ঐ (পাঠান্তর)
৮ কহি, তরু
৯ এ, নী, তরু (পাঠান্তর)
১০ কহইতে, তরু (পাঠান্তর)
১১ রহি, তরু

[৯৬০]

সওয়ারি

নিতিই[১] নূতন[১] পীরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি[২] যায়।
ঠাঁই নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়[৩]
পরিণামে নাহি থায় ॥[৪]

সখি হে, অদভুত তুঁহু প্রেম।
এত দিন চাই[১] অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম ॥ ধ্রু[২] ॥
উপমার গণ সব হৈল[৩] আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে[৮] করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাসে কহে তুঁহু[৯] সম নহে[১০]
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত ॥

নী, ১৯৮ ; তরু, ৯১৩

১	নিতুই নৌতুন, তরু	২	বাড়ি, নী
৩	বাড়ায়, ঐ	৪	ক্ষয়, ঐ
৫	ঠাঁই, ঐ	৬	বাদ, ঐ
৭	কৈল, তরু	৮	স্বভাবে, তরু
৯	দোহ, ঐ	১০	হয়ে, তরু

টীকা

দ্রষ্টব্য :—চৈতন্যচরিতামৃতের আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই ভাব লইয়া এই পদটি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পঙ্—১-৪।—তুং—

"রাধা প্রেম বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥

অন্যত্র-

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।

এবং- -

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি ॥
ঐ, আদির চতুর্থে।

কৃষ্ণের এইরূপ অপূর্ব্ব মাধুরী যে, "মাধুর্য্যামৃত" পান করিয়া কখনও তৃষ্ণার শান্তি হয় না, তৃষ্ণা অতৃপ্তই রহিয়া যায়। কৃষ্ণ এই মাধুর্য্যের বলে বিশ্বচরাচর আকর্ষণ করিতেছেন। রাধার চিত্তও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণের মাধুর্য্য নিত্য "নবনব হয়", আর রাধা-প্রেমও যেন তাহার সহিত "হোড়" করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অতএব উভয়ই ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণমাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম উভয়ই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ময়, কারণ বর্দ্ধিত হইবার স্থান না থাকিলেও ইহারা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

৫-৬। কৃষ্ণের কথায় বলিতে হয়—

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা চঞ্চল ॥ ঐ

এই প্রেম অতিশয় অদ্ভুত, কারণ আমি এত দিন অনুসন্ধান করিয়াও ইহার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই।

৭। ইহা কষিত কাঞ্চনের ন্যায় নির্ম্মল। প্রেমের নির্ম্মলতা কামবর্জ্জিত হওয়া।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ঐ

"অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ" বলিয়া রাধার প্রেম নিকষিত হেমতুল্য, "যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।" (ঐ)।

৮। যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পদে কতকগুলি উপমা-দ্বারা রাধাপ্রেম বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, যথা—

ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে।
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে। ইত্যাদি।
৯৫৫ সং পদ

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রকৃতি বুঝাইতে এই সকল উপমা ব্যর্থ হইয়া যায়।

১২-১৫। ঐ সকল উপমায় ভানু ও কমল, চাতক ও জলদ, চাঁদ ও চকোর যুগলের মধ্যে একে অপরের সমান নয়, কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই সমান। ত্রিভুবনে এই প্রেমের তুলনা হয় না।

[৯৬১]

সুহই[১]

বিরলে নিশিতে[২] আছিলু[৩] শুতিয়া[৪]
শুনগো পরাণ[৫]-সখি।
নিশিথে আসিয়া দিল দরশন
সে[৬] শ্যাম কমল[৬]-আঁখি ॥
পায়া[৭] বহু ধন অমূল্য রতন
থুইতে[৮] নাহিক ঠাঁই।
কোন্‌খানে থোব সে[৯] হেন সম্পদ্[৯]
মনে[১০] পরতীত নাই
যত ছিল তাপ দূরে গেল পাপ
বিরহ বেদনা জাতি।[১১]
বাটে[১২] পায়া[১৩] ধন আমার তেমন
তাহা না[১৪] রাখিব কতি ॥[১৫]
আজি[১৬] নিশি দিন ভেল শুভক্ষণ
বধুয়া[১৭] মিলল কোলে।
হাসি[১৮] বিনোদিনী অমিয়া[১৯] নিছনি[১৯]
আধ[২০] আধ বাণী[২০] বলে ॥
না পাই কহিতে বিরলে[২১] বসিয়া[২১]
মনে মোর যত আছে।
চণ্ডীদাসে[২২] বলে[২২] আসি প্রিয়া[২৩] মিলে[২৪]
সে কথা কহিবে পাছে ॥

নী, ২০০ ; বিপু, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ ইত্যাদি

১ বাদ, ২৮৯
২ বসিয়া, নী
৩ আছিল, ঐ
৪ সুতিএ, ২৮৯
৫ সজনী, ২৯২, ২৮৯
৬-৬ কমল-নয়ান, ২৮৯, নী ; কমল-বয়ন, ২৯২
৭ পেয়ে, নী
৮ গৃহেতে, ২৮৯
৯-৯ শ্যাম সুনাগর, ঐ
১০ মোর, নী, ২৯২
১১ যতি, নী, ২৮৯ ; জত, ২৯৩
১২ রাখে, নী ; লোকে, ২৮৯
১৩ পেয়ে, নী ; পেএা, ২৮৯
১৪ ইহা নী, ২৯৩, নী
১৫ কত, ২৯৩
১৬ আসি, ২৯২, ২৯৩
১৭ বন্ধুয়া, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩
১৮ রাই, ২৮৯
১৯-১৯ কহে আধ বাণী, নী, ২৯২, ২৮৯
২০-২০ হাসিয়া হাসিয়া, নী, ২৮৯ ; প্রেমে আধ আধ, ২৯২
২১-২১ বিরল হইয়া, নী, ২৯২, ২৯৩
২২-২২ চণ্ডীদাস কহে, নী
২৩ পিয়া, ২৯২, ২৯৩
২৪ মোরে, নী

[৯৬২]

আশাবরী

চলহ সই জল ভরিতে যাই
যে ঘাটে চন্দন চুয়া ভাসে।
কলসী ভাঙ্গিয়া ঝিকটি খেলিব
যাবত কৃষ্ণ না আইসে ॥
এসহ সকল সখী বৈসহ আমার কাছে
স্বপন কহি যে তোমার আগে।
নিশি দুপহরে স্বপন দেখিনু
বঁধুয়া শিয়রে জাগে ॥
শিয়রে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
গায়েতে বুলায় হাত।
সূতার সঞ্চার দ্বার নাহি নড়ে
কোন পথে গেলা প্রাণনাথ ॥

ডাহুকী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকোর ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বাশুলী-চরণ শিরেতে বন্দিয়া
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

নী, ১৯৯। রমণী মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাস (৩য় সং) ৫২২ পৃঃ, এবং নচ ২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য :—ভণিতাটি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুরূপ বটে, কিন্তু পদটি সন্দেহজনক। মনে হয় যেন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদাংশ এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জল ভরিবার প্রসঙ্গ লইয়া পদের আরম্ভ, পরে স্বপ্ন বর্ণনা, ইহাতে প্রথম চারি পঙ্‌ক্তির পরেই মনে হয় যেন আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে "সকল সখী"কে সম্বোধন করার পরে ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে "তোমার" সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে, পড়িলেই পরবর্ত্তী পদের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে। পদটি মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, এবং বিরহ খণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়াও ধারণা করা যায় না। জল ভরিতে গিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষায় ঝিকটি খেলিবার প্রস্তাবে বুঝা যায় যে, এই পদ কৃষ্ণের মথুরায় গমন লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই, রাধা যেন অচিরে কৃষ্ণের দর্শন পাইবেন, এই রূপ সঙ্কেত করিতেছেন। অতএব সখী সম্বোধনের এই জাতীয় পদকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহখণ্ডে স্থাপন করা যায় না, কারণ বিরহখণ্ডে কৃষ্ণের মথুরায় গমনের পরবর্ত্তী অংশই অপ্রাপ্ত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[২৮১]

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিলু সে চাঁদবদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ২০১ সং পদরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "রাধাবিরহ" খণ্ডে পাওয়া গিয়াছে (প্রথম সংস্করণ, ৩৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব ইহা যে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহা সংগ্রহগ্রন্থের-সাহায্যে প্রচলিত পদাবলীতে স্থানলাভ করিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা নিম্নলিখিত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে—

* বেলাবলীরাগঃ। কুড়ুকঃ॥
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥

এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ ভর্বে বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥

তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতি রস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

দ্রষ্টব্য :—আমাদের মনে হয়, এই পদের ভিত্তির উপরে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৯৬২ সং পদটির অধিকাংশ রচিত হইয়াছে। এই জন্যই উহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

[৯৬৪]

বিভাষ[১]

একলি[২] মন্দিরে আছিলা[৩] সুন্দরী
কোড়হি শ্যামরু[৪] চন্দ।[৫]
তবহু[৬] তাহার[৭] পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওল[৮] পীরিতিক[৯] ওর।
শ্যাম সুনাগর[১০] পীরিতি[১১]-শেখর[১১]
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন অঙ্গের[১২] ভূষণ[১২]
দেখিতে[১৩] অধিক জোর।[১৪]
বিবিধ কুসুমে বাঁধিল[১৫] কবরী
শিথিল না ভেল তোর॥[১৬]
অমল[১৭] কমল বদন-মাধুরী[১৭]
না ভেল মধুপ[১৮] সাথ।[১৮]
পুছইতে[১৯] ধনি[১৯] হেরসি ধরণী
হাসি না কহসি[২০] বাত॥[২১]
কিয়ে[২২] রতিপতি[২৩] বসতি[২৪]-সময়ে[২৪]
তেজিয়া[২৫] দেয়লি[২৬] ভঙ্গ।
চণ্ডীদাসে[২৭] কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে[২৮] না ভেল[২৮] সঙ্গ॥

নী, ১৯০ ; তরু, ৩৩৭। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২, ২৩৯৬ সং পুথিতেও পদটি পাওয়া গিয়াছে।

[১] ধানশী, তরু ; বাদ, ২৯২, ২৩৯৬
[২] একই, ২৯২ ; এক, ২৩৯৬
[৩] শুতলি, তরু [৪] শ্যামর, ঐ
[৫] চন্দ্র, ২৯২ [৬] তবহি, ঐ
[৭] তাকর, তরু ; তা সনে, ২৩৯৬
[৮] পাওলুঁ, তরু [৯] পীরিতি, নী
[১০] সুন্দর, ঐ
[১১-১১] রসের সাগর, তরু
[১২-১২] অঙ্গে বিলেপন, তরু
[১৩] দেখিয়ে, ঐ
[১৪] জোরি, ২৯২
[১৫] বান্ধল, তরু ; বান্ধিল, ২৯২
[১৬] তোরি, ২৯২
[১৭-১৭] বয়ান কমল, বিমল মধুর, নী ; বদন কমলে, বিমল অধরে, ২৩৯৬
[১৮-১৮] পুলক সাথ, নী
[১৯-১৯] হেঁট মাথা করি, ২৩৯৬
[২০] কহিল, ঐ
[২১] এই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৯২ পুথিতে "হেরি রহইতে ধনি, করে কর বারসি, হাসিয়া না কহে লাজে" পাঠ আছে।

অন্যত্র—

অমল কমল, বিমল মধুর, না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলি, বুঝি না করিলি কাজ॥
নী (পাঠান্তর)।

২২ কিবা, তরু, ২৩৯৬

২৩ ঋতুপতি, ২৯২, নী (পাঠা°) ; গৃহবতী, ২৩৯৬

২৪-২৪ °বিষয়ে, তরু ; আগমন তথি, ২৩৯৬ ; °বিষয়, ২৯২

২৫ দেখিয়া, তরু, ২৩৯৬

২৬ দেওলি, নী

২৭ চণ্ডীদাস, নী ; জ্ঞানদাস, তরু (এবং ইহার পাঠান্তরে)

২৮-২৮ না ভেল, নী ; না ভেলই, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—পাঠান্তরে জ্ঞানদাসেরও ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, অতএব পদটি সন্দেহজনক পদপর্য্যায়ে গ্রহণ করা হইল।

পরিশিষ্ট (১)

দ্রষ্টব্য :—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি পাওয়া গিয়াছে।

(১)

আজি গিআছিলাম জমুনা-সিনানে
সুনগো মরম সই।
মরম কথাটি ভরম রাখিহ
আপনা বলিআ কই ॥
সখি, ঘাটের নিকটে হের।
কাল জলে কাল অঙ্গ মিসাইয়া
বন্ধুয়া আছিল মোর ॥
হিঙ্গুর বরণ অধর সুন্দর
কাজল বরণ আখি।
কমল বলিয়া আনিবারে গেনু
লখিতে নারিনু সখি ॥
নিলবাস পরি সাতুরি সাতুরি
তাহার নিকট গেনু।
মনের ভরমে আপনার ভুজ
তাহার শ্যাম-অঙ্গে দিনু ॥
সেই ক্ষণে হরি ভুজে ভুজে ধরি
আলিঙ্গন মাগে নিধি।
সে হেন সঙ্কটে রাহুর নিকটে
ভাগ্যে সে রাখিল বিধি ॥
*নেহ কত কাল গুএ্যাইব
হেন বেবহার জার।
চণ্ডিদাস বলে জমুনা-সিনানে
একলা না জায় আর ॥ ২ ॥

বিপু—২৮৯

(২)

জমুনা জাইআ কদম্ব-তলাতে
দেখিয়া আইনু কানু।
সে হইতে মন করে উচাটন
বর জালা ধরে তনু ॥
সখি, মরে কিছু বলনা উপাঅ।
ভোজন সঅনে সদা পড়ে মনে
কেমতে পাসরি তাঅ ॥
মদন-মোহন মুরতি চিকন
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম।
হাসিঞা হাসিঞা নয়ান বাঁকাঞা
হানিল নয়ান বাণ ॥
গৃহকাজগণ লাগে উচাটন
তারে না দেখিলে মরি।
চণ্ডিদাস কয় উপাঅ আছয়
থাকহ ধৈরজ ধরি ॥ ৪ ॥

বিপু—২৮৯

(৩)

সোই পিরিতি বিসম বড়।
আমার কপালে জে হব তো হৈল্য
তোমরা থাকিহ দড় ॥
কানুর পিরিতি বড়ই বিসম
ছাড়িলে না জাঅ ছাড়া।
আমি সে ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ দুখ হএছে বাড়া ॥

পিরিতি বলিয়া কিবা সে সজনি
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া জতনে খাইনু
তিতায়ে ভরিল দে॥
বহুত পিরিতি বহুত দুঃখ
অলপ পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কান্দি জনম গেল॥
না জানি কপট জেই সে নিপট
পিরিতে হইনু ভোর।
চণ্ডিদাস বলে কালার পিরিতি
দুখের নাহিক ওর॥ ১৯॥

বিপু—২৮৯

(৪)

বধু, কি দিলে সুধার বান।
তরঙ্গ করিলে রাধার অন্তর
জর জর কৈলে প্রাণ॥
আছয়ে কামান গুণ নাই তাথে
যুজিলে বিসম পাসি।
কি খেনে হইল স্যাম-দরসন
প্রাণ হারাইনু বসি॥
আনচান করে রাধার পরাণে
দেখিয়া কানুর রিত।
সুন সখি সব কর অনুভব
কিসে হব মর হিত॥
বনের আগুন পুড়এ জখন
দেখএ জগত লোকে।
অন্তর আগুন দেখে কোন জন
জলি উঠে বিনি ফুকে॥
জেন ব্যাধ-বালা রাখে জালমালা
কুরঙ্গ পড়এ তাঅ।
তেন আসি দেহে ঘেরিল অবাধে
দিন চণ্ডিদাস গাঅ॥ ২৬॥

বিপু—২৮৯

(৫)

মন দড়াইনু পিরিতের কথা
আর না সুনিব কানে।
তবে জদি সুনি এ পাপ পরানি
তখনি করিব দানে॥
সখি পিরিতি এমনি কাজে।
হাটে বাটে ঘাটে কুলটা খেয়াতি
জগত ভরিল লাজে॥
এসব কলঙ্ক মলয় পঙ্কজ
হিয়াতে রাখিয়া নিলু।
পিরিতি করিএ পরাণ বিকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মলু॥
বস্তা মাটি খুটি হেসে কান্দা উটি
কি বলিতে কি না বলি।
গুরুজন দেখি ইঙ্গিত করিএ
দুকুলে লাগিল কালি॥
এতেক করিএ জদি না পাইনু
তারা কি রাখিল মনে।
চণ্ডিদাস বলে সকলি সহিলে
পরাণ করহ দানে॥ ৩১॥

বিপু—২৮৯

(৬)

বধু, এ বোল না বল মোরে।
না দেখিলে মুখ হয় জত দুখ
কে আছে কহিব কারে॥
ঘর নহে ঘর সব বাসি পর
জখন না থাক কাছে।
পরম লালস চিত ব্যাকুল
পুন পুন জাই নাছে॥
দাণ্ডাইএ থাকি জদি বা না দেখি
মনের দুখেতে মরি।
না জানি কি খেনে হল্য দরসনে
তিলে পাসরিতে নারি॥

উরে করাঘাত কহিব সভারে
তুমি মোর প্রাণপতি।
জারে না দেখিলে না রহে পরাণ
সেই তার কুলজাতি॥
জাউক কুরব দেসে দেসে সব
তাহে মু বান্ধিলু বুক।
চণ্ডিদাস বলে এমত না হলে
পিরিতি কেমন সুখ॥ ৪৬॥

বিপু—২৮৯

(৭)

সুনহে লম্পট দানি।
চরিত্র তোমার বেদে অগোচর
তাহা ভালে আমি জানি॥
আজু সে প্রভাতে চলিলা গোঠেতে
লইএ ধেনুর পাল।
হৈ হৈ রবে চলি গেলা সঙে
সঙ্গি লএ়া রাখ পাল॥
বেড়াইতে বনে লএ ধেনুগনে
করিথে মুরুলি ধ্বনি।
সে সব ছাড়িএ এখানে আসিএ
ঘাটে হৈলে মহাদানি॥
পাতি দানছলা ভুলাতে অবলা
পরেছ বনের ফল।
এতেক চাতুরি সিঁখেছ শ্রীহরি
মজাতে রাধার কুল॥
গোপিগণ সাথে বড়াই তাহাতে
জাইতে মথুরা ছলে।
পথে জদি দান দিএ আমি প্রাণ
কলঙ্ক থাকিবে কুলে॥
বচন রাধার সুনি সুনাগার
হাসিএ কহিছে বানি।
চণ্ডীদাস কয় কারে করে ভয়
সখা জার চক্রপানি॥ ৬৪॥

বিপু—২৮৯

(৮)

রাই লএ রামে কদম্ব-কাননে
দাণ্ডাল্য রসিক হরি।
রাহু জেন আসি গরাসিল সসি
তেমতি রাধারে হেরি॥
মেঘ হল হরি রাধিকা বিজুরি
নবঘনে বেড়ি আসি।
দুহার তুলনা দিতে নাহি সিমা
নখপরে কত সসি॥
নবঘন দেখি তিসিত চাতকি
রসময়ই হল্য তাঅ।
চাতকির আসা মিটাতে পিপাসা
নবঘন স্যাম রাঅ॥
রাধা লঞা কোরে নিভৃতে নিঅড়ে
রসময় রসে ভোর।
চান্দ পরে চান্দ ভুজে ভুজ বেড়ি
লালসে পিএ চকোর॥
মনে মন মিলে রিদএ রিদঅ
আখিতে মিলএ আখি।
দুহার মিলন নহে সাধারণ
দেখি চণ্ডিদাস সুখি॥ ৬৬॥

বিপু—২৮৯

(৯)

কেনে বা কানুকে আমি উপেখিয়া আনু
আপনা আপনি আমি গরল খাইনু॥
হায় হায় কিবা খেয়া্য য়েমতি কয়িনু।
হাথের রতন কেনে পায় পেলাইনু॥
সুধা পিবইতে গেনু ডুবিলাম বিষে।
হিয়া দগদগী হৈল্য জুড়াইব কিসে॥
চন্দন তরুর গাছ সেবিলাম ভালে।
আমিয়া বিরিখ বিখ হৈল দৈব বলে॥

কি জানি ললাটে মোর এমতি আছিল
চণ্ডিদাস বোলে সেই উদয় করিল ৩৩

বিপু—২৯২। তু°—নচ—৮১ পৃঃ

দ্রষ্টব্য:—এই পদে "কানু" রহিয়াছে বলিয়াই ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না, ভাব সাদৃশ্যেও নয়, কারণ পরবর্ত্তীকালে যে কেহ, কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণে পদ রচনা করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় ভণিতায় "বড়ু" শব্দের অভাব রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা বহুবার কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার এইপ্রকার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় নাই। তৎপর বংশী ও বিরহখণ্ডে রাধার পক্ষে এইরূপ উপেক্ষার কোনই প্রসঙ্গ নাই। অতএব পদটি সন্দেহজনক।

(১০)

অথ দান। বড়ারি॥

নিসেধ নিলজ বনমালি।
রাখালে না ভজে চন্দ্রাবলি॥
হেম ঘট দেখিয়া পাউ ডরে।
চোরার মন শাত পাচ করে॥
মাকড়ের হাথে নারিকল।
খাইতে করে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল
সাপের মাথায় মণি জ্বলে।
তাহা কি লইতে পারে বলে॥
বড়ু কহে বাসলির বরে।
চান্দ কি ধরিতে পারে বলে॥ ৪১॥

বিপু—২৯২; নী—পরিশিষ্ট—।৹ পৃঃ; তরু, ১৩৯৮; নচ—৯ পৃঃ

তরুতে সতীশ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।" তৎপর—"পদটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের" (নচ—৯ পৃঃ)। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন—"ভাব নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভণিতা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। পদটি জাল।" (ব-সা-প-প, ১৩৪৩ সাল, ২৯ পৃঃ)। বস্তুতঃ জাল পদ ধরিবার ইহাই একমাত্র উপায়—কখনও ভাব-সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু ভণিতার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না, আবার কখনও ভণিতা মিলে বটে, কিন্তু ভাব মিলে না। অতএব এই পদ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

(১১)

যথারাগ

সয়নে সুতিয়া থাকি ননদীর সনে গো।
ভরমে তাহার নাম জিহ্বা কেনে লয় গো॥
পথে জাই যদি না চাই লোক পানে গো।
তার কথায় না রয় মন তারে কেনে টানে গো॥
খেতে জদি বসি তবে খেতে কেনে নারি গো।
কেশপানে চাহিলে নয়ন কেনে ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি জদি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মোরে ঝাঁপে গো॥
না জানি কি হল্য মর কোথা আমি জাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডিদাস কহে মন নেবারিয়া রহ গো।
সে জন তোমার চিতে লাগিয়া রয়েছে গো॥

বিপু—২৯২; তু°—নী—২৭৭, এবং এই গ্রন্থের ৭৯৯ সং পদ

দ্রষ্টব্য:—সখীর প্রতি আক্ষেপ-পর্য্যায়ে ৭৯৯ সংখ্যক যে পদটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির মাত্র বৈষম্য দৃষ্ট হয়, অবশিষ্টাংশ প্রায় একরূপ। এতাদৃশ উদ্‌ভ্রান্ত বিকলতা পদদ্বারা প্রকাশ অতীব বিরল। ইহা ভাবসম্পদে শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না, কারণ প্রথমতঃ ভণিতায় "বড়ু" শব্দের অভাব রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আক্ষেপানুরাগের সুরে রচিত কবিতামাত্র, তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার স্থান

নাই, চতুর্থতঃ ৭৯৯ সং পদের সহিত সামঞ্জস্য হেতু ইহাকে পৃথক্ পদরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে।

(১২)

তথারাগ

একতরুবর দেখ উপজল
চারু সাখা ভেল তায়।
দুটি চান্দ তাহে ফলল সুন্দর
দুই[১] ফল[১] দেখ প্রায়॥
ফলের উপরে পাঁচ সসোধর
আচম্বিতে আসি রয়।
ফলে[২] ফলে ফুলে ফিরি ফিরি ফেরি
খগে চান্দে আসি রয়[২]॥
ফণিতে মউর দেখয়ে[৩] রুপুর[৩]
মেঘে মেঘে আচ্ছাদিয়া।
করিন্থা[৪] করিনি[৪] ডাকিছে বেকত
উঠহ প্রাণের[৫] পিয়া॥
দারুন ননদি সাসুড়ি অবোধি[৬]
অবোধ পাড়ার লোকে।
নানা কথা কয়্যা দিবেক আসিয়্যা
গঞ্জনা দিবেক মোকে॥
কি বলিব দুটি ও রাংগা চরণে
সকল গোচর আছে।
চণ্ডিদাসে বলে তুরিত গমন
লোকে য়াসি দেখে পাছে॥

বিপূ—২৯২, ২৯৫

১-১ বেদ ফল, ২৯২
২-২ ফলের উপরে খগে খগে চান্দে চান্দে অতিসয়, ঐ
৩-৩ দেখ এক পর, ঐ ৪-৪ কোকিল কুকুট, ঐ
৫ রসের, ঐ ৬ অবোধ, ২৯৫

দ্রষ্টব্য :—১৪৩ এবং ৬১৭ সং পদের সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। পদটি বোধ হয় গৌণরাগের পর্য্যায়-ভুক্ত। ৫১৫ সং পদের সহিত ইহার শেষের অংশ তুলনীয়।

(১৩)

তোমার বয়ন না দেখি জখন
জবে না দেখিএ তোয়।
তুলি সে চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আখি রোয়॥
তোমার বেণির চাঁচর চিকুর
জদি বা পড়এ মনে॥
কালজলে আখি আধাঞা দেখিএ
আপন মনের সনে॥
জবে মনে পড়ে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-সসি।
তার পানে চাঞা তারে নিরখিঞা
তবে নিবারণ বাসি॥
তোমার নয়ান চঞ্চল সঘন
সেই সদা পড়ে মনে।
তবে মন দিঞা নিবারন বাসি
খঞ্জন পাখিআ সনে॥
চণ্ডিদাস বলে হেন মনে লয়
সুন রসময় কান।
দুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে সে কা সনে মান॥

বিপূ—২৩৮৯

দ্রষ্টব্য :—পদটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, এবং শেষ পঙক্তি পাঠে বোধ হয়, ইহা মানের পর্য্যায়ভুক্ত। ৪১৯ সং পদরূপে ইহা ভাবসম্মিলনে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৪)

সোই, মরম কহিএ তোরে।
উভাবে জজ্জর জাহার অন্তর
এ কথা কহিব কারে॥
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলাম
সরির জারিল বিসে।
জাহার পরসে নিশির সপনে
তা বিনু জিবন কিসে॥

পাইয়া মাণিক আচলে রাখিলাম
কখনে হইনু হারা।
দিবস রজনি দিন গুনি গুনি
পঞ্জর হইল সারা॥
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
তাহে পড়ি গেনু চরে।
চণ্ডিদাস বলে শ্যামের পিরিতি
সদাই দুখের ঘরে॥

বিপু—২৮৯

[১৫]

নাঞি জানি নাঞি সুনি মনে পাই তাপ
পরবস পিরিতি আন্ধিআ ঘরে সাপ॥
শুন ল সৈ বড়ই পিরিতি বিসম।
না পাই মরমজন কহিএ মরম॥
গৃহে গুরু-গঞ্জন কুবচন জ্বা [লা]।
কতনা সহিব দুখ পরাধিন বালা॥
পিরিতি বেআধি যদি অন্তরে সামাইল।
ওসধ খাইতে জদি প্রাণ জদি গেল॥
চণ্ডিদাস বলে পিরিতি বিসম।
জিঅন্তে জেমন করে নেউক সমন॥

বিপু—২৯১

পরিশিষ্ট (২)

দ্রষ্টব্য:—এই পদগুলি বরিশাল জিলার অন্তর্গত রহমৎপুরে প্রাপ্ত একখানা পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশবাবু অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে চণ্ডীদাস-ভণিতার ২৭টি পদ মুদ্রিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮টি পদ এই পুথিতে অল্লাধিক পাঠ-বিভিন্নতার সহিত পাওয়া যাইতেছে (১-১৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এই পুথির অবশিষ্ট ৩টি পদ নূতন বলিয়াই বোধ হয়। পদমধ্যে অনেক প্রাদেশিকতার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেইগুলি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া পুথির পাঠ পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম এবং তৃতীয় পদে যে "দ্বিজ" পাঠ রহিয়াছে, তাহা অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে পাওয়া যায় না। প্রথম পদের দ্বিজ পাঠ যে পরবর্ত্তী যোজনা তাহা ছন্দের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(১)

বিরলে বসিআ সখির সুহিতে
কহিতে রসের কথা।
প্রাণর দুর্ল্লব মথুরাএ জাইবে
যুনিআ পাইলাম বেথা॥
অনুক্ষনে মন করে উচাটন
কেবা পরতিক তারে।
ভাবিতে ২ দেখিতে ২
পরান ফাটিয়া জারে॥
রজনি দিবসে মনের আবেসে
কি হইল দারুন বেথা।
লোক চরচায়ে করি লাজ ভয়ে
কাহারে কোহিব কথা॥
বিসম সংসারে আনল পাথারে
আকুল হৈইল চিত।
[দ্বিজ[1]] চণ্ডিদাষে কহে এমতি না করিও
সেষে হবে বিপরীত॥ ১॥

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে "দ্বিজ" ভণিতা নাই

(২)

সই কি আর বোল মোরে[1]।
রসিক-সিখর[2] ছারিআ জাইবে
কে[ম]তে রহিব ঘরে॥
কাহারে কহিব মনের বেদনা
প্রাণ মুর রহিবে কিষে।
আম্রত বলিআ গরল ভক্কিলাম
তনু জর জর বিষে॥
কে আছে এমন বুঝি [জ] যে মরম
জানিবে মনের দুখ।
যে বন্ধু লাগিআ পরান যে রোয়
মলিন হইল মুখ॥
পিরিতি লাগিআ মরিয়ে ঝুরিয়া
সরিল করিলাম কালা।
চণ্ডিদাসে কহে শুনলো যুবতি
বারিবে বিসম জ্বালা॥ ২॥

১ মর ২ সিকর

(৩)

কুলবতি হইআ পিরিতি করিলাম
জাহারে পাইবার আষে।
সে বন্ধু নাগর আমারে ছারিবে
হারাইলাম করম দোসে॥

বিধি কি আর বলিব তোরে।
রসিক-সিকর পরম দুর্ল্লব
পুননি মিলিবে মরে॥

আমি তো অবলা[১] কুলবতি বালা
ভালমন্দ নহে জানি।
এমত নাগর রসিক-সিকর
কেবা মিলাইবে আনি॥

জাহার কারন আমার পরান
আর কিছু নহে আষে।
অনেক যতনে পাইবে[২] নাগর
কহে[৩] দিজ চণ্ডিদাষে[৩] ॥ ৩ ॥

[১] অভলা [২] পাইব

[৩-৩] কহে চণ্ডীদাস রায়, অপ্রকাশিতপদরত্নাবলী, ১৬ পৃঃ

(৪)

কাহারে কহিব দুক্ষের কাহিনি
কহিতে নাহিক ঠাই।
খির স্বর দধি করি নানাবিধি
বন্ধুরে না দিলাম তাই॥

সই, কি আর তোমাতে কহি।
* * * * * *
* * * *॥

* * * * * *
* অকাজ কৈলাম।
বন্ধুর পিরিতি ঝোরে[১] দিবারাতি
জলন্ত আনলে রৈলাম॥

ক্ষেনে ক্ষেনে মন করে উচাটন
বিসম কুসুম-সরে।
কাহাতে কহিব কে আছে বান্ধব
পরান কেমন করে॥

কহে চণ্ডিদাস করহ বিশ্বাস
সে গো রাজার ঝি।
বিধির বিপাকে আপনা পর হয়ে
পরেরে বলিবে কি ॥ ৪ ॥

[১] জোরে

(৫)

সেই জে কালিআ বলিআ বলিআ
সদায় ঝোরে[১] দুটি আখি।
কি করি কি হয় না বুঝি[২] নিশ্চয়
সোন গো বিসাখা সখি॥

সই, কি আর বলগো মরে।
গরল ভক্ষিআ ছারিব পরান
মোন জেমতি করে॥

জখনে মোর সঙ্গে মিলন না ছিল
আমি তারে নহে চিনি।
চিত্রপট করি লেখা সহচরি
বিসাখা দেখাইল আনি॥

জাহার লাগিআ তনু জর জর
দেখিতে মোনের আষ।
অতি অভিলাষে[৩] তাহারে পাইব
কহে দিজ চণ্ডিদাস ॥ ৫ ॥

[১] জোরে [২] বুজি
[৩] অবিলাষে

(৬)

কাঞ্চন বরন দেহের গঠন
তাহারে করিলাম কালা।
সে পরপুরুস লাগি করি আষ
হইয়া কুলবতি বালা॥

পিরিতি করিআ মরিএ মরিআ
আনলে বেরিল ঘরে।
মন জে পামর ভাবে নিরান্তর
সে কানু নাগিআ ঝোরে[১] ॥
কে আছে এমন করে নিবারন
আনিয়া মিলাবে মোরে।
* * * * * *
* * * * ॥
চণ্ডিদাষে কহে মনের আনন্দে
সোনগো অদ্ভুত কথা।
সে বন্ধু নাগর তোমা ছারা নহে
অন্তরে না ভাবিও বেথা ॥ ৬ ॥

জোরে।

(৭)

পিরিতি বলিআ এ তিন আখর
আর না বলিও মুখে।
স্যামের সঙ্গে পিরিতি করিআ
জনম গোআইলাম দুখে ॥
আমি তো অবলা কুলবতি বালা
দিন গেল তার সোকে।
* * * * * *
* * * ॥
আগে না জানিআ পাছে না শুনিআ
পিরিতি মোনের সাদে।
মোনের ভরমে রতন হারাইলাম
বিধি লাগিল মরে বাদে ॥
* * * জন বলে কুবচন
ঘরে মোন নহে বান্দে।
চণ্ডিদাসে কহে বিরহ-আকুল
ঠেকিআ কালিআর ফান্দে ॥ ৭ ॥

(৮)

এ তিন আখর নামটি জাহার
আপনা বলিবে জে।
চাতক হইয়া চাহিতে চাহিতে
পাগল হইবে সে ॥
সই, পিরিতি জানিবে জারা।
পরান পুতলি হইবে পাগলি
অশ্রু বহে নয়নে ধারা ॥
দৈবের নিরবন্দে এমতি হইল
বিধিরে বলিব কি।
কানুর প্রেমেতে ঠেকিআ রহিলাম
হইআ রাজার ঝি
কুলের ক্কেকার না কৈল্লাম বিচার
সোনলো বচন মর।
চণ্ডিদাসে কহে পিরিতি-রতন
জাহার নাইক ওর ॥ ৮।

(৯)

কোকিলার[১] মুখেতে সুনিতে পাইলাম
বন্ধুর সুখের কথা।
মথুরা নাগরি পাএ নিল হরি
পুন কি আসিবে এথা ॥
সই, পিরিতি * জারা।
কুল জে জাইবে পরান হারাবে
জিওতে হইবে মরা ॥
আমি তো অবলা কুলবতি বালা
আপনা বুঝিতে নারি।
চণ্ডিদাস কহে সোনগো সুন্দরি
পিরিতি হইল বৈরি ॥ ৯ ॥

[১] কুথিলার

(১০)

অঙ্গের অবরন হাতের কঙ্কন
গলার মুকুতাহার।
চিন্তার আবেসে তনু মুখাইল
সেই লাগে মোর ভার॥
সই, এ দুস্ক কহিব কারে।
জতনে জে জন আমারে ঘটাইছে
সেই সে বুঝিতে পারে॥
পর-মন-দুস্ক পরে নাহি জানে
সুনি করে উপহাস।
আপনা বলিআ পিরিতি করিলাম
জাতি প্রান করিলাম নাস॥
চণ্ডিদাস কহে বিরহ দেখিআ
সোন গো রাজার ঝি।
রাধা রাধা বলি বংসিটী বাজাএ
বিচ্ছেদে ঠেকিআছে কি॥ ১০॥

(১১)

কালিয়া বরন নিরমিল জার
অন্তরে বাহিরে কালা।
নয়ন-হিলনে কিরূপ দেখিলাম
আমাকে বাড়িল[1] জালা॥
সই, গদ ২ হিআর মাঝে।
আমার অন্তরে দহে কলেবরে
কান্দিতে নারি লোকলাজে॥
নগর মাঝারে[2] লোক বলে মোরে
আসিল স্যামের রাই।
সেহ জে কলঙ্কে জগত ভরিল
দেখিতে না পাইলাম তাই॥
সাষুরি ননদি কানু-পরিবাদি
বিনে নাহি বলে আর।
চণ্ডীদাস কহে কালিআ রতন
তোমার গলার হার॥ ১১॥

বারিল মাজার

(১২)

গকুল-নগরে কেবা কি না করে
আর জে মথুরাবাসি।
পিরিতি মরম কেবা নাহি জানে
আমরা হইলাম দুসি॥
সই, কহিতে দগদে হিয়া।
ঘরে গুরু জোন বোলে কুবচোন
কানুরে হেলান দিআ॥
চোরের রমনি চাতকি চাহনি
ফুকারি কান্দিতে নারি।
সরির[1] ভিতরে প্রাণ জর জর
জালায়ে জলিয়া মরি॥
সই, রহিতে নারি মুই ঘরে।
গরল ভক্ষিআ[2] ছারিব পরান
নিশ্চয়ে কহিলাম তোরে।
চণ্ডিদাষ কহে এমতি করিলে
লোকে অপজস করে॥ ১২॥

সসির বক্ষিআ

(১৩)

মোনের[1] দোয়ার বারটী আমার[1]
সদায়ে ভাবয়ে চিত।
নিঠুরের[2] সঙ্গে পিরিতি করিআ
না বুজি তাহার রিত॥
সইগ, আর না বলিও মোরে।
সয়নে সপনে পাসরিতে নারি
বান্দিআছে প্রেমের ডোরে॥
এমন না জানি নবিন পিরীতি
মোরে হইল প্রমাদ।
সে হেন গুননিধি আমারে বঞ্চিআ
পুরল বিধি[র] সাদ॥

পিরিতি-বেয়াধি[৩] দিগু [ন] বাড়িল
না জানি আপনা হিত।
চণ্ডিদাষে কহে বেক্ত না কর
ধৈরজ[৪] কর চিত ॥ ১৩ ॥

১-১ মনের দুখেতে বারটি আখর অ-প-র
২ নিটরে ৩ বেহবাদি ৪ ধৈজ

(১৪)

গৃহেতে বসিআ মোনেরে কহিলাম
আর না বলির কালা।
তবুত পরানে আন নাহি জানে
* কানু জপমালা ॥
সইগ, আর না বলিও মোরে।
কালিআ বরন মোনেতে পরিলে
সে বর প্রমাদ করে ॥
কালিআ কাজল নয়নে পরিতে
মোর মোনে নাহি লয়ে।
কালিয়া বরনে পরান পাগলি
না জানি আর কত হয়ে ॥
জমুনার জল না পারি ভরিতে
দেখিয়া কালিয়া চাঁদ।
চণ্ডিদাষে কহে রহিতে নারিবে
অন্তরে বাহিরে ফান্দ ॥ ১৪ ॥

(১৫)

বেলা অবসেসে সখির সহিতে
ভরিতে জমুনার জল।
নয়ন হিলনে কিরূপ দেখিলাম
পরান হইল চল ॥
সইগ, একথা কহিব কারে।
সাপিনি ডংসিলে বিষের ছাআনি
তোনু জর ২ করে ॥
আপনার দুখ আপন অন্তরে
কেবা করে প্রত্যএ।
সাষুরি ননদি কথা কহি জদি
গরল বচন হিয়ায় ॥
অঙ্গের অঙ্গিনি সঙ্গের সঙ্গিনি
দুখ সুখ সেই জানে।
চণ্ডিদাসে কহে দুখ লাজ জত
না জানে কালিআ বিনে ॥ ১৫ ॥

(১৬)

কালিয়া চঞ্চল * * *
চাহিল জাহার পানে।
সেই সে জানিল নিকটে মরন
পরানে হানিল পাচবানে ॥
সইগ, আর কিছু নাহি রএ।
সয়ন ভোজন পরানী ছারিআ
কদম্বতলাতে জাহে ॥
বসন ভূসন অঙ্গের অভরন
তাহাতে কিছু নাহি কাজ।
উন্মত্ত[১] হইয়া ঘাত নিঘাতে
তেজিয়া ভয় লাজ ॥
অপজষ কথা লোকে জে কহিবে
তাহা কিছু নহে মনে।
চণ্ডিদাষে কহে তাহার পরান
হানিল কালিআ বিনে ॥ ১৬ ॥

১ উমত্য

(১৭)

ভাবিতে ২ ক্ষিন কলেবর
আবেষ হইয়া চিত।
* * * * * *
নয়নে আইল নিঁদ ॥
নিল বসন পাতিআ মুইলাম
ষই,[১] সোনগ সপন-কথা।
নাগর আসিল মন্দিরে মোর
ঘুচিল মোনের বেথা ॥
তাহার কারণে[২] আমার পরানে
[জত] পাইআছি মোন দুঃখ।
তাপ জালা যত সব পাসরিল
দেখিআ[৩] চাদমুখ ॥

সেই জে নাগর আমারে তুসিতে
বসিল মন্দিরে মোর।
চণ্ডিদাষে কহে সপনে পাইল
তোমার পিরিতি জোর ॥ ১৭ ॥

যুই কানে

(১৮)

নিল উৎপল বয়ন নিরমল
ভালে[১] বিরাজিত শসি।
আখির হিল্লোলে[২] বঙ্কিম চাহনি
অন্তরে লাগল[৩] পসি ॥
সই, ঠেকিলাম প্রেমের জোরে।
রতন[৪] পালঙ্কে বসিল নাগর
আমারে লইআ কোরে[৫] ॥
যুগন্ধি চন্দন[৬] অঙ্গেতে লেপন
করিল সয়ন দান।
ভুজলতা দল[৭] তুরিতে বেরল
সিতল করিল প্রান ॥
বয়ন উপরে বয়ন রাখিআ
খণ্ডিল মনের দুখ।
চণ্ডিদাসে কহে পরষে সিতল
পাইল পরম সুখ ॥ ১৮ ॥

১ ভাল ২ হিলোলে ৩ লাগর
৪ রত্তন ৫ কোলে ৬ চন্দ্যন
৭ ধল

(১৯)

* * * * সয়নে আছিলাম
পুরিআ মোনের সাদ।
সপন ভাঙ্গিল জাগিআ বসিলাম
না দেখিআ প্রাননাথ।
* * খিলাম সপন রঙ্গ।
নিবিল আনল দিগুন বারিল
তাপিত হইল অঙ্গ ॥
তাপের তাপিনি জালায়ে জরিত
করিআ রাখিল বিধি।
সয়নে সপনে দেখিআ নয়নে
হারাইলাম গুননিধি ॥
* * * * * *
* * *
চণ্ডিদাষে কহে সপন না কহ
থাকিআ এলোক পার ॥ ১৯ ॥

(২০)

কোন বিধাতা মুরতি করিআ
কেনে বা সির্জ্জিল নারি।
মোনের আনন্দে পাই তবে *
ধৈরজ ধরাইতে নারি ॥
বিধি, কি আর বলিব তোরে।
পরষ রতন রিদয়ে রাখিতে
কেনে বিরম্বিল মোরে ॥
এ রূপ জৈবন মোহন মোনহর
করিলা গোআল জাতি।
কুলের ধরম করম ছারিলাম
হইআ কুলবতি সতি ॥
অবলা-অখলা কুলবতি বালা
জে জনে পিরিতি করে।
চণ্ডিদাষে কহে মরমে লাগিলে
সে কি পাসরিতে পারে ॥ ২০ ॥

(২১)

নারীর জনম জে জোনে চাহিল
রহিল অপন ঘরে।
ব্যাধ[১]-মন্দিরে হরিনি জেমন
পরান তেমতি করে ॥

বিধি, তোমার কঠিন হিআ।
বুঝিতে[১] নারিল[২] আমারে বান্ধিল[৩]
কোন প্রেম-ডোর দিআ॥
ছারিতে চাহিএ ছারা [ন] না জায়ে
পিরিতি প্রেমের ফান্দে।
এ ছুটি নয়নে চাহে পথ পানে
ফুকারি ২ কান্দে॥
শ্যামের পিরিতি জে জনে জানিল
জনম-তাপিনি সেই।
চণ্ডিদাষে কহে জালায়ে জড়িত[৪]
পিরিতি করিল সেই॥ ২১॥

১ ব্যাদ ভূজিতে নাল
৩ বান্দিল
৪ জরিত

সমাপ্তি-বাক্য

চণ্ডিদাসের পদাবলী সোমাপ্ত। ইতি সন ১২৫৯ সাল। তারিখ ৬ বৈইসাগ। লিখিতং—সয়থর—শ্রীউদয়মনি বৈষ্ণবি, সাং রোহমৎপুর।

দ্রষ্টব্য:—১৯-২১ সং পদত্রয়ও শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সিঙ্গেরকাছ নামক স্থানের সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারে রক্ষিত সচ্চিদানন্দ সংগ্রহের $\frac{১৬ক}{১৭}$ সং পুথিতে ঠিক এইরূপ সংখ্যায় চিহ্নিত অবস্থায় পাওয়া যায় (ঐ, ১৯-২১ সং পদ)। এতদতিরিক্ত উক্ত পুথিতে ২২ সংখ্যক যে পদটি পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গনি এক মনে সান্দুড়ি গুরুজনে
ঘরে ননদি বৈরি।
পাপ পরাণে আন নাহি জানে
সে য়ার জালাএ মরি॥
সই, না বুঝি বিধির বিধান।
জলে জরজর কান্তি কলেবর
কেনে বা রহিল পরান॥
কিবা সে গরল সহেত আনল
জালার ঔসদি এই।
পিরিতি করিআ নিঠুর হইল
পাছে সে বুঝিবে সেই॥
কুলের খাথার কলঙ্ক রহিবে
লাজ ঘুসিব মুখে।
চণ্ডিদাসে কহে পিরিতে ঠেকিআ
পরাণ হারাবে দুখে॥ ২২॥

ইতি চণ্ডিদাসের পদ সমাপ্ত। সন ১২৫৫ সাল, ১৯ আশ্বিন।

পরিশিষ্ট (৩)

চণ্ডীদাসের অভিসারিকা ও বাসকসজ্জিকার পালা

দ্রষ্টব্য :—এই পালাটি ১৩৪২ সালের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল। (ঐ, ৫৮৯-৫৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(১)

সায়ংকাল গেল প্রদোষ হইল
ভোজন সারিল কাহ্ন।
তাম্বূল যোগান করিয়া বহন
কৈল পালঙ্কে শয়ান॥

রাধাগুণ-গান সদা মনে ধ্যান
অনুক্ষণে বলে রাধা।
ছন ছন মন আকুল পরাণ
নয়ানে না আসে নিদ্রা॥

সঙ্কেতের কথা হেজি (ভাবি) কালা কাহ্ন
চিত্তে নাই আর সুখ।
অট্টালিকা পরে জাগিছিল রাই
তেঁই মনে বড় দুখ।

কর-কমলকে জোড়ি করি রাই
নয়ানে সম্পাদি জল।
সে কথা সুমরি নাগর শ্রীহরি
কামে তনু ক্ষীণ কৈল॥

নিশি বারদণ্ড বুঝিয়া নাগর
বোলে এ সঙ্কেত বেলা।
চণ্ডীদাস বোলে চল এহি কালে
বানায়্যা সুবেশ মালা॥

(২)

নির্জ্জন দেখিয়া কালা বানাইল বেশ।
নানা বেশে বান্ধে চূড়া মনেতে হরেষ॥
আগে পাছে ডোলে ঝুম্পা ভূমিতে লোটায়।
বর্হি পিচ্ছবর-চূড়া বামেতে ডোলায়॥
তারপরে শোভে মাল সেমতি পাখুড়ি।
যুবতী কে বন্দি যাব দেখি তা মাধুরী॥
(অঙ্গুলী অঙ্গতে কাল পূরিয়াছে পায় ?)
একেত রঙ্গিয়া নাগর যুবতী ভুলায়॥
অগুরু চন্দন আর পায়েতে লেপিল।
মৃগ মদ * * লঞা ললাটে লিখিল॥
কর্ণেতে কুণ্ডল মালি দুকরে কঙ্কণ।
পয়রে (পায়েতে) নুপূর খঞ্জি চলে রুনু ঝুন।
পীত দুকুলের ঝটা কি কহিতে পারি।
নবীন ঘনেতে কিবা জড়িত বিজুরী॥
শ্রীবিম্ব অধরে করে তাম্বুল চর্ব্বণ।
চণ্ডীদাস বলে নাগর চলহ গহন॥

(৩)

বাহিরিল শ্যাম নাগর রাধা নাম স্মরি।
স-ধীরে গমন করে বামেতে বাঁশরী॥
ইতি উতি চাহে শ্যাম কোই নাহি আর।
বৃন্দা বিপিনেতে চলে সে নাগরবর॥
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে নীলমণি।
কুথানে ভেটিব আমার রাই বিনোদিনী॥

আমাকে চাহিঞা বসিথিবে রসময়ী ।
অতেক ভাবিয়া নাগর সত্বরে চলই ।
মদনের কুঞ্জে তবে সঙ্কেতের স্থান ।
তথা প্রবেশিল গিঞা মুরলী-বদন ॥
দেখিল নাগর-রায় ধনী নাই আর ।
বিরসিত মন হঞা বসে পালঙ্কের ॥
বিচারয়ে অখনে আসিবে গুণমণি ।
চণ্ডীদাস বলে নাগর না কর ভাবনি ॥

(৪)

পালঙ্কে বসিঞা চাহিঞা চাহিঞা
ধনী না আইলে কেনে ।
খনে উঠে খনে ইতি উতি চাহি
রাই নাচে দুনয়নে ॥
বহু বেলা হৈল রাধে না আইল
কাতরে বসেন শ্যাম ।
ভাবে পুন অবে অখনি আসিবে
সঙ্গে লঞা সখীগণ ॥
কুসুম পালঙ্ক পরে শ্যাম বন্ধু
বসিঞা গাঁথয়ে মালা ।
অত যতনেরে মালা গাম্থা করে
পইরাইব ধনী-গলা ॥
সুবাস চন্দন রাইর ভূষণ
আভরণ যত আর ।
রাইরে পরাব সুখে কাল নিব
এমনি ভাবি নাগর ॥
রাই না দেখিঞা আকুলিত হঞা
কাম জলে অতিশয় ।
চণ্ডীদাস বলে অবে কি করব
না আইল ধনী রাই ॥

(৫)

কুসুম পালঙ্ক তেজিয়া শ্যাম ।
রাই প্রেম হেজি (ভাবি) করে গমন ॥

আহা রসময়ী প্রেমের তরী ।
কি লাগি না আসে নবীনা গৌরী ॥
পথ নিবারই নবীন ভান (?)
একা রাধা বিনা অথয়ে প্রাণ ।
কোন দিগু ধনী আসে কি চাহে ।
ছন ছন চিত্ত সে শ্যামরায়ে ॥
চণ্ডীদাস বলে মদনে ভুর ।
একা রাই বিনা মন আকুল ॥

(৬)

বিরহ-অনল তাপেতে মাধব
এদিকে সেদিকে চাহে ।
যত তরুগণ লতাদি কানন
রাধা রূপ দিশে তাহে ॥
ঝিকারির (ঝিল্লী ?) স্বন শুনিতে দ্বিগুণ
জ্বলয়ে তাহার গায় ।
বোলে কিবা বিধু- বদনী সে ধনী
তরাবার * * লা'য় ॥
যেদিকে নয়ন ফিরাইল কান
সেদিকে রাইর রূপ ।
চিত্র প্রতিমায় প্রায় দৃষ্ট হয়
রসময়ীর স্বরূপ ॥
ক্ষণেকে নাগর হইয়া সুস্থির
মিলিল মাধবীতলা ।
ভ্রমরর ধ্বনি শুনি নীলমণি
বলে অবে রাই আইলা ॥
চাহে চৌদিকে কোই নাহি আগে
আর তে খোঁজে মোহন ।
রাই-পদচিহ্ন দেখিয়া দুখানি
নিহারয়ে বসি পুন ॥
চিহ্ন পদধূলি অঙ্গে লয়ে বুলি
লাগিল কিবা শীতল ।
ধনী রসময়ী ধনী প্রাণ বন্ধু
তুমি আমার কণ্ঠমাল ॥

বিরহ-অনল তাপেতে মাধব
খোঁজে বিপিনহি তথা।
চণ্ডীদাসে বোলে অবে কি করব
সে ধনী পায়ব কোথা॥

(৭)

রাইরূপ মনসিয়া বুলে বন বন
কিবা কোথা লুচি(কি)য়াছে মোর প্রাণধন॥
কামে থরহর নাগর চলিতে না পারে।
রাধাকুণ্ড-তীরে থাকি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কোথানে আছগো ধনি দিও আমারে দেখা।
অনুক্ষণে ডাকে শ্যাম রাধিকা রাধিকা॥
ছনয়ানে বহে বারি রাইরূপ চিন্তি।
রাই না দেখিয়া শ্যাম ধৈর্য্য না ধরন্তী॥
ধৈর্য্য না ধরে শ্যাম বলে হাই হাই।
চণ্ডীদাস বলে কিবা বিহিল এ বিহি॥

(৮)

নিরবধি ঝুরে সে শ্যাম-নাগরে
রাধারে করে বিলাপ।
জিহ্বা অগ্রে নাম নেত্র অগ্রে ধ্যান
ভজিল সকলি আপ॥
সো ধনীর কীর্ত্তি শুনাই শ্রবণে
ঘুচাবে কে ব্যথা মোর।
মন ধ্যানে তনু লাগিঞা রহল
কে আনি দিবে তৎপর॥
বিধু জিতাননী মুকুল বদনী
আমার হিত প্রাণমিত।
আরে বিম্বাধরী সুকনক গোরী
গলি মোএ বিসরিত॥
খগ মৃগগণ তরু লতাবন
গউর বরণ দিশে।
মনমথ বাণ তাপে নীলমণি
সচকিত হঞা বসে॥

ভাবিতে ভাবিতে সে নাগররায়
ভূমে অচেতন পড়ল॥
চণ্ডীদাস বোলে ধনী না আইলে
কিবা সে প্রমাদ ভেল॥

(৯)

আবট মন্দিরে ধনী ললিতারে কহে বাণী
শুনগো পরাণ সহচরি।
কৃষ্ণ আমার পরাণ তারে করি সদা ধ্যান
অবে আমি কেমনে কি করি॥
আজ আমি তার মুখ হেরি পাইলই সুখ
শাশু যবে করয়ে ভৎর্সনা।
অপবাদ দিঞা মোরে নানা কুভৎর্সনা করে
সদা হেরি নন্দপোয়ে কাহ্না॥
যে বলে সে বলু মোরে না ছাড়িব সে নাগরে
সে কালা মো পরাণের মিত।
জাতিকুল যাব পিছে থিবি (থাকিব) তার কাছে কাছে
আর মোরে সবহি অচিত॥
চল সহচরি অবে কুথা আছে সে মাধবে
সঙ্কেত লই আবাহন।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে কোথা আছে শ্যামরায়ে
হেরি আস মদনমোহন॥

(১০)

শুনি দূতী বোলে শুন শুন ওগো ধনি।
তোমাকে নিশ্চয় কৃষ্ণ মিলাইব আনি॥
রাইকে প্রবোধি সহচরী চলি গেলা।
কোথা আছে শ্যামরায়ে খুঁজিতে লাগিলা॥
প্রতি কুঞ্জে হেরি হেরি না পাইল শ্যাম॥
তথাপি চলিল দূতী শ্যামকুঞ্জ-ধাম॥
সেখানে না দেখি দূতী রাধাকুণ্ডে চলে।
দেখিল শ্যাম-নাগর শুতে ভূমিতলে॥
কৃষ্ণকে দেখিল দূতী বিরহ হৈয়াছে।
শয্যা ত্যজি নটবর ভূমিতে পড়িছে॥

কৃষ্ণ-দশা দেখি দূতী আকুল হৈল।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ কর্ণে ফুকারিল॥
রাই নাম শুনি শ্যাম নয়ানে চাহিল।
চণ্ডীদাস বোলে শ্যাম চেতনা পাইল॥

শুনিঞা ভারতী শীঘ্র যায় দূতী
মিলিল কিশোরী পাশ।
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে পাদে পড়ি
বোলে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(১১)

দূতী রূপ হেরী চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল।
বিরহ-অনল তাপরে পুড়িছে
পরাণ রাখ কেবল॥
শুন অগো ধনি আমার যে বাণী
তোমার লাগিঞা এথা।
তোমা না দেখিঞা জ্বলই অন্তর
পাইনু এমনি ব্যথা॥
কি কারণে সই অত দশা (দুঃখ) দিল
দশদিগ দিশে শূন্য।
তোমারে না পেঞা অতি দুখী হঞা
পিণ্ডে (দেহে) না রহে পরাণ॥
অত বলি শ্যাম রাই বলি করে
বসন বিভরণ কৈল।
অলকা টুটিল কবরী খসিল
অধরে অধর দিল॥
সহচরী বলি চিনিতে মাধব
লজ্জিত হইঞা রহল।
সঙ্কুচিত হঞা প্রিয় সহচরী
শ্যাম-বাস পহিরল॥
প্রেমের বিভলে বসন পালট
দুঁহা না পারল বারি (চিনিতে)।
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে সহচরী
শুনহে মুরলী-ধারি॥
বুঝিঞা সঙ্কেত কহিঞা ত্বরিত
সে নব রসিক রাজে।
শুনি শ্যাম তুমি আন গুণমণি
এহি মনোহর কুঞ্জে॥

(১২)

একালে সঙ্কেত পুছিয়া ত্বরিত
প্রাণ সহচরী গিল।
লতাতলে লুচি (লুকাইয়া) চন্দ্রাবলী-সখী
শৈব্যা পদ্মা শুনিঠিল (শুনিয়াছিল)
সেহি খরতরে যাইঞা সত্বরে
মিলি চন্দ্রাবলী-পাশে।
এ সব বিধান কহিঞা বহন
অনাইল কুঞ্জদেশে॥
খণ্ড দেশ শুনি নূপুরের ধ্বনি
শ্রুতি মুখে শ্যামরাজে
বিচারই চিত্তে জানি আমার দুঃখ
রসনিধি (রাধা) কৈল বিজে (বিজয়, আগমন)
অতক ভাবিঞা কুঞ্জ ত্যজি হরি
সত্বর পাছুটা গেল।
ঘোর আন্ধারেতে বারি না পারিতে
ধাঞি কোলাগ্রত কৈল॥
বোলে চন্দ্রাবলী শুন বনমালী
কি কারণে ফির বনে।
নীলমণি ভাষে তোমারি উদ্দেশে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(১৩)

অত শুনি চন্দ্রাবলী আনন্দিত হৈঞা।
শ্যাম-কর ধরি চলে সখীগণ লঞা॥
আপনার কুঞ্জতরে প্রবেশ হইল।
কুসুম পালঙ্কে দুঁহা আনন্দে বসিল॥
জানি সখী শৈব্যা পদ্মা অন্তর হৈতে।
যার যেই কুঞ্জে গিয়া রহিল জাগ্রতে॥

একে হাস পরিহাস কৌতুক বচন।
প্রেমোন্মদে মত্ত প্রিয়া প্রিয় আলিঙ্গন॥
দুইজনে লীলা করে আনন্দিত মনে।
চণ্ডীদাস বোলে কালা পড়িল বিষমে॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে প্রকাশক মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পরে উদ্ধৃত হইল।

(১৪)

চিনি সহচরী বল গো কিশোরী
তোমা বিনে শ্যামরায়।
বিরহ দুখেতে কানন ফিরিতে
তোমার আগমন ধ্যায়॥
মদন রাজন করিছে কর্দ্দন
শ্রীঅঙ্গে আভায নাই।
একালে তোমার সঙ্কেত লইয়া
মিলিলাম আমি যাই॥
আমার বদনে তোমার দশা শুনি
দ্বিগুণ বিচেষ্ট হৈল।
হৃদে কর মারি আহা বন্ধু বলি
বিধি এহা শুনাইল॥
ধরিয়া মো কর বোইল নাগর
মো যাইতে শকি (শক্তি) নাই।
নিবেদন মোর এহি মনোহর
কুঞ্জে আন রসমই॥
এমনি সঙ্কেত কহি প্রাণনাথ
বসি নিরখয়ে পথ।
কাম মনোহর বেশে তার পাশে
চল লঞা সখীযুথ॥
রতি সুখ এই সংসারের সার
বিলম্ব না কর ইথে।
চণ্ডীদাস বোলে শুনি কহে ধনী
দূতীরূপ হেরি নেত্রে॥

(১৫)

রাই বলে শুন এগো প্রাণ সহচরি।
আজ একু অপরূপ রীতি গো তোমারি॥
খরতর নিঃশ্বাসত বহিছে সত্বরে।
সত্য কহ কপট না রাখিয় অন্তরে॥
দূতী কহে শুন রাধে আসিবার তরে।
সেহি লাগি নিঃশ্বাস বহিছে খরতরে।
অধরত শুখিয়াছে শুন গো দূতীকে॥
দন্তে তৃণ লইয়া জত বিনয়ি কহিতে॥
কেমনেতে ভ্রষ্ট হৈছে তোমার অলকা।
তোমার লাগি কৃষ্ণপদে পড়িল রাধিকা॥
বেশ কেমনে মলিন হয়ে সহচরি।
ঝটিতি আসিবা তরে সব গেল ফিরি॥
কৃষ্ণের পিন্ধিবা বাস কেমনে পিন্ধিল।
দূতী বলে তোমার খানে সঙ্কেত আনিল॥
সঙ্কেত দেখিয়া ধনী আনন্দ হৈল।
চণ্ডীদাস বলে বহু সুখ সে পাইল॥

(১৬)

শ্যামের সন্দেশ পায়া মনে আনন্দিত হঞা
সুবেশ হইলা ধনী রাধে।
চিরণী ধরিঞা করে কেশ বিরলিঞা ধীরে
কুন্তল কবরী বামে বাঁধে॥
কনক মুকুর ধরি কপালে চন্দন চারি
সিন্দুরের বিন্দু তার মাঝে।
নয়নে কজ্জল দিল নাসারে মুকুতা ফল
কনক তাটঙ্ক গণ্ডে সাজে॥
হস্তে নানা রত্ন চুড়ি তাহে বাজুবন্ধ ভড়ি
অঙ্গুলয়ে মুদ্রিকা বিরাজে।
নানা রতনের ঝিলি দিশই কি শোভা বলি
নখপংক্তি আদরশ গঞ্জে॥
কণ্ঠে কণ্ঠমাল ভরি আর লম্বে উরসরি (?)
রূপে নাহি আর তুলিবারে।
কনক কুচ উপরে নীল কাঞ্চলি পহিরে
তাহে দিল মুকুতার হারে॥

নীল ধটী শোভে কটী তাহে বান্ধে সোনাকণ্ঠী
পায় দিল কনক নূপুর।
ললিতা ভাঙ্গি তাম্বুল শ্রীমুখেতে জোগাইল
কুঞ্জে যাইতে উদ্বেগ মনর॥
সব আভরণ ভরি দাণ্ডাইল সুন্দরী
যেনি (?) লীলাকমলমঞ্জরী।
বৃন্দাবন যাপাইল (?) মনোহর কুঞ্জে গেল
চণ্ডীদাস যাও বলিহারি॥

(১৭)

মনোহর কুঞ্জে রাই যাইঞা প্রবেশিল।
সব সখী লইঞা ধনী পালঙ্কে বসিল॥
কুঞ্জেতে রহিল রাই শ্যামের আবেশে।
মাণিকের দীপাবলী জ্বলে চৌপাশে॥
কান্তে মিলিবারে ধনী হইল উল্লাসে।
নানা পুষ্পমালা তবে শয্যাতে বিলাসে॥
নানা বেশভূষা রাই সখীর সহিতে।
কান্ত আগমন ভাবি রহিল সুচিতে॥
এ ঠাকু এখানে অভিসারিকা হইলাক শেষ।
এ অন্তে বাসকসজ্জা কহে চণ্ডীদাস॥

(১৮)

কৃষ্ণের সঙ্কেতে রাই কুঞ্জেতে রহিল।
বহু রাত্র হৈল তবে শ্যাম না আইল॥
শুন প্রাণদূতী অবে কি কহব ভলে।
সঙ্কেত করিয়া কোনখানে গলে॥
নক্তকাল হৈল কৃষ্ণ কেন না আইল।
কুন নাগরী-ফান্দে নাগর ভুলিয়া রহিল॥
অত কহি রাই মনে আকুলিত হএ।
চণ্ডীদাস বোলে রাই বহু দুঃখ পাএ॥

(১৯)

শুনগো পরাণদূতি অবে কি করব।
কালা যদি না আইল নিশ্চয় মরব॥
এ বেশ-ভূষণ আমি না রাখিব গাএ।
যদি না পাই অব শ্যাম হত্যা দিব তাএ॥
তাহার মিলিবা আশে সেজাইলুঁ শেজ।
অবে কেন না আইল সে নাগররাজ॥
জানিলুঁ জানিলুঁ সখি সে শঠ-পিরীতি॥
আমাকে কহিঞা গিল কোন্ নাগরী কতি॥ (কাছে ?)
সে কালিয়া চান্দ সঙ্গে যে পিরীতি কএ।
চণ্ডীদাস বোলে সখি অত দশা দিএ॥

(২০)

কুন রসবতী প্রেমরসে মাতি
ভুলাই নিল শ্যামরে।
আমি না জানিল কুন হরি নিল
বিধি বাম হৈল মোরে॥
সে রসিয়া নারী রসের চাতুরী
রসিল মোহন মনে।
রসে পরিচার রসে নিশাধর (?)
অসর নাহি কখনে।
বিবিধ বিনোদে নিশি পোহাইব
প্রেমরসে মাতি মনে।
বাহু আলিঙ্গিয়া অধর চুম্বিঞা
লগালগি দুই জনে॥
অতি যতনরে কুসুম পালঙ্কে
হংস-তুলি বিছাইঞা।
জাতি যুথী মালি বকুল মালরি
নিকুঞ্জ থিব মণ্ডিঞা॥ (?)
কমলে ভ্রমর চুম্বিঞা মধুর
হএ সখি যেন সুখী।
চণ্ডীদাস বোলে কালার পিরীতি
যে করে হএ দুখী॥

(২১)

নবঘন শ্যাম বিলম্ব দেখিঞা
বিলাপ করই রাধা।
দূতীমুখ হেরি নেত্র বহে বারি
কহে লভি কামবাধা॥

কুথা গিল নাথ করিয়া অনাথ
আমি অবে কি করব।
এ চাঁদ নিশীথে বন্ধু রৈলা পথে
কেনে পরাণ ধরব ॥
দেখ ফুলবনে মাতি মধুপানে
মধুকর করে কেলি।
মাতোয়াল হঞা ঝঙ্কার করএ
বিরহী বধিব বলি ॥
নন্দসুত-বাণী বজ্রাঘাত জানি
কানে পশি প্রাণ হরে।
মলয় পবন বহে ঘনেঘন
বিরহী বধিবা তরে ॥
একালে একান্ত হয়ে আমি কান্ত-
মুখপদ্ম না দেখিল।
মনোহর কুঞ্জে নানা পুষ্পপুঞ্জে
শেজ সেজাইয়া ছিল ॥
মল্লিকা কুসুমে অতি মনোরমে
সেজাইল সুপতি শেজ।
তথিপরি পীত পতনি পকাই
সিঞ্চিল কস্তুরী রজ ॥

এই পদগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই :—

প্রথমতঃ ১৭ সংখ্যক পদটির প্রতি আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাহার শেষ দুই পঙ্ক্তিতে রহিয়াছে যে, কবি অভিসারিকার বর্ণনা শেষ করিয়া বাসকসজ্জার বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। অতএব ১৭ সংখ্যক পদে যদি অভিসারিকা-বর্ণনা শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ১ হইতে ১৭ সংখ্যক পদ এই অভিসারিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং ১২ সংখ্যক পদের পরে প্রকাশক মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। তিনি লিখিয়াছেন—"দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী-মিলনের পদের সঙ্গে ইহার ঐক্য নাই। দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী—'এই পথে নিতি কর গতাগতি নূপুরের ধ্বনি শুনি' এই বলিয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিলে, তিনি শ্রীদাম ডাকিতেছে এইরূপ ছল করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে না পারিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি-যাপন করিতে বাধ্য হন, এবং প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে দর্শন দিলে তিনি অভিমান-ভরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ পদগুলি খণ্ডিতা পর্য্যায়ের অন্তর্গত। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসেও ঐ সকল পদ খণ্ডিতা-পর্য্যায়েই মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অভিসারিকা-পর্য্যায়ের পদের সহিত প্রকাশক মহাশয় খণ্ডিতা পর্য্যায়ের পদ তুলনা করিয়া তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১১ সং পদে কৃষ্ণ সখীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রকাশক মহাশয় উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সখীর এইরূপ মিলন বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদটি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে. কৃষ্ণ তখন বিরহে অভিভূত হইয়া ভূমিতলে শুইয়াছিলেন, এমন সময়ে সখী যাইয়া কৃষ্ণের কর্ণে "রাধা. রাধা ফুকারিল", তখন কৃষ্ণ—

দূতীরূপ হেরি চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল।

এবং যখন চিনিতে পারিল, তখন—

সহচরি বলি চিনিতে মাধব
হইঞা রহল।" (১১ সং পদ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কৃষ্ণ সখীকে সখী বলিয়া চিনিয়া তাহার সহিত মিলিত হন নাই, সখীও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় আগমন করেন নাই, রাধাও সখীকে অভিসার করান নাই, অতএব উজ্জ্বলনীলমণি হইতে যে সকল উল্লেখ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এখানে সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। "সখী যদি দৌত্যকার্য্যে আসিয়া নির্জ্জন প্রদেশে মিলিতা হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সুরত-প্রার্থনাও করেন, তথাপি তিনি কদাপি তাহাতে সম্মতা হন না", ইহা উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে বটে, কিন্তু ইহাও ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সকল সখীরাই নানা কার্য্যে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পদ্যাবলী হইতে সঙ্কলিত একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—"কোন এক সখী শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সম্ভুক্তা হইয়া আপন

রতিচিহ্নসকল গোপন করত স্বীয় যুথেশ্বরীকে আক্ষেপ করিয়া কহিল—"প্রিয় সখি, তোমার কর্ম্ম ভালরূপে বিদিত হইলাম, তুমি আমাকে চক্ষুদ্বারা আজি অঘদমনে প্রেরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলে। হা কষ্ট! যদ্যপি সেখানে কণ্টকিনী লতাসকল না থাকিত তবে ঐ অঘদমনের হস্ত হইতে আমার যে কি গতি হইত তাহা বলিতে পারি না।" (উজ্জ্বলনীলমনি, ৩৩৫ পৃঃ)। আমাদের আলোচ্য ১৫ সং পদেও সখী এই ভাবে রতি গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বলনীলমণির এক সখী-প্রকরণে সখীকে অভিসার করান, কৃষ্ণকে সখার প্রতি প্রেরণ, সখীদ্বারা সখী-প্রেরণ প্রভৃতি নানা প্রকার লীলা বর্ণিত রহিয়াছে। মোটকথা সখীগণের যখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইতে সমুৎসুকা নহেন, (প্রকাশক মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখে এবং গোবিন্দদাসের পদে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে), কিন্তু লীলা-বর্ণনায় রসশাস্ত্রে অন্যরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

আলোচ্য পদগুলিতে কবি সুকৌশলে আখ্যায়িকা বিন্যাস করিয়াছেন। সখী রাধার অনুমতি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন অথচ রাধা তাঁহাকে অভিসারে পাঠান নাই; সখীও অভিসারের উদ্দেশ্য লইয়া গমন করেন নাই, কৃষ্ণও ভ্রান্তিবশতঃ সখীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহাতে অভিসার ও মিলন সংঘটিত হইল বটে, অথচ তাহা কাহারও পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক নহে। কবির পরিকল্পনার ইহাই নূতনত্ব।

তারপর ১ম হইতে ১৭ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত অভিসারিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। উজ্জ্বলনীলমণিতে অভিসারিকার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—"যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায়, অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহা যায়।" প্রথম পদটিতেই বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধার সঙ্কেতের কথা মনে পড়াতে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যরাত্রিতে বাহির হইয়াছিলেন। অতএব রাধা কান্তকে অভিসার করাইতেছেন বলিয়া এই পদটিও অভিসারিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। তৎপর রাধার অপ্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব হৃত্তাপ, অস্বাস্থ্য, বাষ্পমোচন প্রভৃতি। ইহার পরে রাধারও বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহা প্রশমনার্থে সখী কৃষ্ণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অপরদিকে সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অবগত হইয়া রাধা সাজসজ্জা করিয়া অভিসারে বাহির হইলেন, এবং কুঞ্জে বসিয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাই হইল পদগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন—"তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের নহে।" এই কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের মতে এই পালাটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাস পালার আকারেই সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকাও পালার আকারে রচিত হইয়াছে। অতএব দীন চণ্ডীদাসের রচনার ধারা এখানেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তারপর আমরা দেখাইয়াছি যে দীন ও দ্বিজ ভণিতায় একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আট প্রকার নায়িকা-বর্ণনার যে সকল পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহাতে অভিসারিকার পদ পাওয়া যায় না। বাসক-সজ্জিকার যে দুইটি পদ রহিয়াছে তাহাও পালার আকারে নহে। অতএব তাহাদের প্রামাণিকতা সন্দেহের অতীত নয়। অপরদিকে আবার ইহাও দেখা যায় যে, খণ্ডিতা-পর্য্যায়ের পদগুলি পালার আকারেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব চণ্ডীদাস যে পালার আকারে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণেরও অভাব নাই। এইজন্য এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

পরিশিষ্ট (৪)

রাই-রাখাল

দ্রষ্টব্য:—পরবর্ত্তী পদগুলি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে (ঐ, ১২-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিনি পালাটিকে "রাই-রাখাল"-পর্য্যায়েই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এই নামীয় একটি পালা নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৯৪-৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডেও ঐ পদগুলি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (ঐ, ১৭৮-১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পদগুলি পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে, সমগ্র পালাটি পাওয়া যায় নাই। এইজন্য ১৮৮ সং পদের পাদটীকায় আমরা লিখিয়াছিলাম—"এই পদের প্রথম পঙ্ক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, এই পালাটি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কারণ কোন্ ছলে যে কৃষ্ণ পুনরায় গোষ্ঠে গিয়াছিলেন তাহা যে পদে বর্ণিত হইয়াছিল তাহা এই পদের পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অতএব পরস্পর সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে" (ঐ, ১৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পালার শেষ পদের টীকাতেও আমরা লিখিয়াছিলাম—"এখানেও দেখা যাইতেছে যে, এই পালার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই" (ঐ, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে পালার প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তিসূচক পদ রহিয়াছে, এবং অনেক পদে প্রথমখণ্ডে মুদ্রিত পালার সহিত ইহার আশ্চর্য্যজনক রচনা-সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী পদগুলির টীকায় ইহা প্রদর্শিত হইল।

ধানশী

(১)

দেখি নটবর ধনী গৃহেতে আইলা।
গোষ্ঠের ভাবের কথা মনেতে পড়িলা॥ ধ্রু॥

তবে বিনোদিনী লইয়া সঙ্গিনী
আপন মন্দিরে গিয়া।
ললিতা বিশাখা তারা দিল দেখা
আনে সভে ডাক দিয়া॥
বোলে বিনোদিনী শুনলো সঙ্গিনী
বচন রাখ গো তোরা।
সব সখী লয়্যা রাখাল সাজায়্যা
বৃন্দাবনে যাব মোরা॥
ছিদাম সুদাম কেহ হব দাম
সুবলাদি যত সখা।
দেখি বৃন্দাবনে নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা॥
যত সখীগণে আনয়ে তখনে
যতনে করয়ে সাজ।
যে জন যেমন সাজয়ে তেমন
আপন অঙ্গন-মাঝ॥
কারো রাঙ্গা ধটী তাহে বেড়া কটী
ঝুলিছে পাটের ডুরি।
করে নিরীক্ষণ মাথয়ে চন্দন
যেই সে যেমন গোরি॥
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতি কুল।
আজুকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে তুল॥

টীকা

পঙ—১-২। এই দুই পঙ্ক্তি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা গোষ্ঠ-লীলা দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তৎপর তাঁহার মনে রাখাল সাজিবার বাসনার উদয় হইয়াছে।

ঐ পদগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথমখণ্ডের ১৮৭ সং পদে এই রাই-রাখাল-লীলার সূচনা দৃষ্ট হয়, ইহার পরে বোধ হয় রাধার গোষ্ঠ-লীলা-দর্শনের পদ ছিল, তৎপর আলোচ্য পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। পয়ারের এই প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি ত্রিপদীতে রচিত পরবর্ত্তী অংশের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঙ্—১১-১৪। তু°—

কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা॥"
(প্রথম খণ্ড, ১৮৯ সং পদ)।

(২)

ধানশী

সুচিত্রায় ছিদাম করিয়া বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
প্রিয় বিশাখারে করে সুবল কিশোর।
বসুদাম চম্পকলতা সুচান্দ অধর॥
যোগমায়া পূর্ণমাসী সাক্ষাত আনিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনে মাগিয়া॥
বলরামের হৈল শিঙ্গা বলে রাই-কানু।
আমার না হৈল ভালো কোথায় পাইব বেণু॥
শিঙ্গা বেণু মুরলীহ বাজায় রাখাল।
বাঁশীটি নহিলে কেনে ফিরিবেক পাল॥
চণ্ডীদাসেতে বোলে হৈলে বনমালী।
সলিলে আনিঞা পদ্ম করহ মুরলী॥

পঙ্—১-২। তু°—

"সাজল রাখাল-বেশে রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥"
(প্রথম খণ্ড, ১৯০ সং পদ)।

৫-৬। তু°—

"যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥" ঐ

৭-৮। তু°—

"বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রামকানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥" ঐ

১১-১২। তু°—

"চণ্ডীদাস বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥ ঐ

দ্রষ্টব্য:—প্রথম খণ্ডের ১৯০ সং পদের সহিত এই পদের ৮ পঙ্‌ক্তির রচনা-সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, এই পদের ১২ পঙ্‌ক্তির স্থানে ১৯০ সং পদে মাত্র ৮ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব উহা যে এই পদের সংক্ষিপ্ত রূপ তাহাও বুঝা যাইতেছে।

(৩)

ধানশী

সুচিত্রা ছিদাম তখন পহু পাঠাইল।
নবীন কুঁড়ির পদ্ম পহু আনি দিল॥
মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র বানাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাথে ফুক দিয়া॥
সুন্দর বাঁশীর ধ্বনি সুস্বর উঠিল।
বৃকভানু পুর হৈতে ধেনু আনাইল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী গিয়া।
নবীন নবীন বচ্ছ আনিল বাছিয়া॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ কানু হৈল রাই।
বিপিনে বিনোদ শোভা দেখিবারে যাই॥

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদে পদ্ম আনিয়া মুরলী প্রস্তুত করার কথা বলা হইয়াছে। এই পদে তাহাই করা হইল। অতএব এই পদটি পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পরেই সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

কিন্তু প্রথমখণ্ডে উদ্ধৃত রাই-রাখাল নামক পালার এই পদটি মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ পালাটি সম্পূর্ণ পালার সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র।

ইহার পরে বোধ হয় প্রথমখণ্ডের ১৯১ সং পদটি সন্নিবিষ্ট ছিল।

(৪)

ধানশী

রাখালে রাখালে দেই হৈ হৈ রব।
মাধব-মন্দিরে যাই উত্তরিল সব॥
ক্ষীর ননী দধি ছানা ধড়াতে বান্ধিয়া।
খাইবার তরে রাই লইল মাগিয়া॥
যত সখীগণ সব হইল রাখাল।
শ্রীহরি বলিয়া সভে চালাইল পাল॥
শিঙ্গা-বেণু কলরব গগনে উঠিল।
যমুনার তটে কৃষ্ণ বলি উত্তরিল॥
গোকুলের মধ্যে মোরা গাভীর রাখাল।
আচম্বিতে শিঙ্গা-বেণু বাহিরাইল পাল॥
সুবলে ডাকিয়া তখন কহিছে কানাই।
হেন শিঙ্গা-বেণু হে কখন শুনি নাই॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ পরমাদ হৈল।
আচম্বিতে বনে আইজ রাখাল আইল॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদ হইতে পরবর্ত্তী অংশ প্রথমখণ্ডে মুদ্রিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানেও সখাগণের মধ্যে সুবলের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

(৫)

ভাটীয়ারী

সারি সারি পাল পিছেতে রাখাল
সকলে সাজিয়া যায়।
যমুনার তীরে ফিরিয়া ফিরিয়া
দেখে নটবর রায়॥
একি আচম্বিতে দেখি বিপরীতে
গোকুল মজিল পারা।
এত দিন বাস ঘুচিল সে আশ
না দেখি এমন ধারা॥
এক শিঙ্গা মাতে বলাইর হাতে
আমার আছয়ে বাঁশী।
এই দুই বিনে না শুনি কখনে
কোথা হৈতে বাজে বাঁশী॥
জয় কলরব ঘন ঘন রব
দেখি বিপরীত পারা।
চণ্ডীদাস কহে রোহিণী-নন্দন
ভয়েতে হইল ভোরা॥

(৬)

শ্রীরাগ

বলরামের নিজ ধেনু বাছিআ লইল।
ছিদাম বোলেন তবে মুঞি যাইতে হৈল॥
বসুদাম বোলে ভাই শুন রে রাখাল।
ধেনু রাখ এক ভাই ঘরে যাই চল॥
শ্রীমতীর রাখাল ধায় যমুনার তীরে।
সুবলের সহিতে কানু যায় ধীরে ধীরে॥
শ্রীমতীর বলরাম ঘুরায় পাঁচনি।
ঘন ঘন গগনে গরজে শিঙ্গা ধ্বনি॥
চণ্ডীদাস কহে তখন শুনহ কানাই।
ঠেকিলে দারুণ বনে যেতে পাবে নাই॥

(৭)

শ্রীরাগ

কিবা নাম কোথায় থাকো কাহার রাখাল।
কাহার নন্দন তুমি রাখো কার পাল॥
নব বৃন্দাবনে থাকো না মান দোহাই?
আমার সাক্ষাত দিয়া কেন যাও নাই॥
আপনার নাম রাখো নহে যাও ফিরি।
তোমার গৌরব আমি ভেদিতেহ পারি॥

চণ্ডীদাস কহে শুন আমার বচন।
তোমার লাগিয়া ফিরি গহন কানন॥

দ্রষ্টব্য:—ইহার পরে বোধ হয় রাধার প্রত্যুত্তর ছিল।

(৮)

শ্রীরাগ

যতহু মনের কথা সকল কহিল।
যতেক মনের সাধ সকল পূরাইল॥
ললিতা কহয়ে ধনি শুনহ বচনে।
রাখালের বেশে ধনি দাঁড়াও শ্যামের বামে॥
শুনিয়া ললিতার কথা হরষিত হিয়া।
শ্যামের বামে দাঁড়াইল তিরিভঙ্গ হৈয়া॥
যত সখীগণ হেরে আনন্দ অন্তর।
চণ্ডীদাস কহে হেন সুখের সাগর॥

দ্রষ্টব্য:—প্রথমখণ্ডে ১৯২ সং পদের পরে আমরা লিখিয়াছিলাম—"এই লীলার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই।" কিন্তু এই পদে ইহার সন্ধান মিলিতেছে। একটা পালাই এইভাবে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে কেন? একজন কীর্ত্তনীয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমরা আসর বুঝিয়া গান গাই। যে পালা সারারাত্রি গাহিলেও শেষ হয় না, তাহাই আসর বুঝিয়া আমরা দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়া দিই।" ইহা সঙ্গত কথাই বটে। আমাদের মনে হয়, একটি পালারই সংক্ষিপ্তরূপে এইভাবে দুইটি আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে।

আলোচিত গ্রন্থ-সূচী

(গ্রন্থের নাম ও পত্রাঙ্ক)

দ্রষ্টব্য : - প্রথম পণ-চিহ্ন প্রথম খণ্ডের ভূমিকার, এবং শেষের পণ-চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পত্রাঙ্ক নির্দেশ করে।

অথর্ব্ববেদ—৩৩, ৫৬
অদ্বৈতমঙ্গল—১৵০
অন্নদামঙ্গল—১৬, ২৬, ৩০, ৩৭, ৪১, ৫৪
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—৬১২, ৬৯৮, ৭৪২, ৭৫৭
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—৫৪৪
অভিধান (জ্ঞানেন্দ্র)—৩৯, ৪১, ৪৮, ৭৩, ১২৩, ১৪৮, ২৫৯, ৫৫৫, ৫৬৪
অভিধানচিন্তামণি—১৫৬
অমরকোষ—১৬, ১৯, ৪১
অমৃতরসাবলী—৩৪২
অশোকলিপি—১৮
আগম—২, ৩, ৩৭
আর্ট-জারন্যাল—৷৴০, ৬৮০

উজ্জ্বলনীলমণি—৩।০, ৩২৯, ৩৩০, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮১, ৪০৫, ৪১৫, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৫৪, ৪৮৯, ৫০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫১১, ৫১২, ৫২৩, ৫২৮, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮৩, ৬২১, ৬৬০, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭১০, ৭১১, ৭১৫, ৭১৮, ৭২২, ৭৫৫, ৭৫৬, ১৸৶, ২৵০, ২৶০, ২।৵০, ২।৶০
উদ্ধব-সন্দেশ—৪৪৪
উপনিষদ্—
কঠ°—৭৭
ছান্দোগ্য°—৭৭
কড়চা (স্বরূপ দামোদর)—১
কর্ণানন্দ—৸০
কর্ণামৃত—৸৶০
কাব্যপ্রকাশদীপিকা—৩৷৴০
কীর্ত্তনানন্দ—।৶০, ১৴০
কীর্ত্তনামৃত—।৶০

কুমারসম্ভব—১১৬, ১৩৮, ৫২২
কৃষ্ণমঙ্গল (দ্বিজমাধবাচার্য্য)—১১১
„ (পরশুরাম)—১১২
ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—৶০, ৩।০, ৩৷৴০
গীতকল্পতরু—।৶০, ১৸৶০
গীতগোবিন্দ—৸৶০, ১৴০, ১৷০, ১, ৩৮৬, ৪২৫, ৪৩৬, ৫৩৬, ৫৭৮, ৬৬৬, ৭১৭, ২৷৴০, ৩।৵০, ৩৶
গীতরত্নাবলী—।৶০, ১৸৶০
গীতা—৭৬, ৭৭, ২৫৫, ২৫৮, ১৷৵০
গোবিন্দচন্দ্রের গীত—২০৯
গোবিন্দমঙ্গল (শঙ্কর কবিচন্দ্র)—১৶০
গোবিন্দলীলামৃত—৩৮৫, ৪১৭, ৪১৯, ৪৪৬, ৪৫৪, ৪৭৮, ৪৭৯, ৫০৬, ৫১৯, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৬০, ২৷০
গৌরপদতরঙ্গিণী—।৶০
চণ্ডী (কবিকঙ্কণ)—২২, ৩১, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৫২, ১১৮, ১৩৩, ২০৭, ২১১, ২৫৫, ৩৫৭
চণ্ডীদাস (নীলরতন)—।৶০, ৷০,—১০, ১৮, ১৯, ২৯, ৩০, ৩১, ৪১, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৭৬, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৭, ১১৯, ১৩৭, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫৬, ১৬৫, ১৭৮, ১৮২, ১৮৮, ২০৭, ২১১, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২১, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২৩০, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৫০, ২৫৪, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৬, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪২, ৩৬১, ৩৬২, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৭, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪২১, ৪২৩, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৪৯, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৮৬, ৫০১, ৫০৭, ৫০৮, ৫২৫, ৫৩১, ৫৩২, ৫৪০, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৪, ৫৫৯, ৫৬১, ৫৬৭, ৫৭৫, ৫৮৫, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৫, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৭, ৬২০, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৮, ৬২৯,

৬৩০, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪৩, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৬৭, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৫, ৬৭৭, ৬৮০, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৮, ৭১৪, ৭১৮, ৭২২, ৭২৫, ৭৩৩, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ১৷৷৵০, ১৷৷৶০, ২৷০
চণ্ডীদাস (রমণীমোহন মল্লিক)—১২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৭১৮
চণ্ডীদাস (শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)—৫৬৫, ৫৬৭, ৬০৬, ৬১১, ৬১২, ৬১৬, ৬২৯, ৬৫৮, ৬৯৮, ৭০২, ৭০৩, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৭, ৭১৯, ৭২৬, ৭২৭, ৭৩৯
চর্য্যাপদ (বৌদ্ধগান ও দোহা)—২১, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৬, ৪১, ১১৪, ১২৩, ১৯৮, ৪৭১
চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক—৩৭, ৫২
চৈতন্যচরিতামৃত—৷৷৶০, ৸০, ৸৶০, ১৵০, ১৷০, ১৷৷০, ১৷৷৴০, ১৷৷৵০, ১৸৴০, ১৸৵০, ৩৷০, ১, ৫, ৮, ১৪, ১৭, ২২, ২৮, ৩৭, ৪৬, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৮৩, ৯১, ৯৬, ১১২, ১৩৭, ১৬৩, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৮৯, ২১৩, ২৩২, ২৫৭, ৩১২, ৩২৯, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৯৪, ৪৩৪, ৪৩৯, ৪৫৪, ৬৭১, ৬৭৪, ৭৩১, ৭৫৬, ২৷৵০, ২৷৶০, ২৷৷০, ৩৷৷৴০
চৈতন্যভাগবত—৸০, ১৷৷৴০, ৩৷০, ৪৯
চৈতন্যমঙ্গল—৸০

দশরূপ—৫০৯, ৬৯৪
দানকেলিকৌমুদী—১৲, ১১২, ১২৩, ১২৮, ১২৯, ২১৭
দানকেলিচিন্তামণি—১১১

ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম)—১৩৯, ১৯১
ঐ (মাণিক গাঙ্গলী)—১৫২, ১৭৮, ২২২, ৩০৭
ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ—৩৷৷৴০

নরোত্তমবিলাস—৩৷৷৴০
নৈষধচরিত—৪৭৭, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৯, ৫২২, ৫৫০, ৫৫৪, ৫৬৯

পঞ্চপুষ্প (পত্রিকা) ৷৷৴০, ৩৷৷৴০
পদকল্পতরু—৷৶০, ৷৷৴০, ৷৷৵০, ৷৷৶০, ৸৶০, ১৲, ১৸৵০, ১৸৶০, ২৶০, ৩৷০, ৩৷৵০, ৩৷৶০, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৭১. ৯২, ৯৮, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১২৩, ১২৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৭৯, ১৮২, ২৭৭, ৩২১, ৩২২, ৩২৫, ৩৭৫, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪০০, ৪০৬, ৪০৯, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৮, ৪২১, ৪২৫, ৪২৮, ৪৩১, ৫১৪, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২১, ৫২২, ৫২৫, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৫০, ৫৫৪, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৭৭, ৫৮১, ৫৮৩, ৫৮৬, ৫৮৮, ৫৮৯, ৬৯০, ৫৯৬, ৬০৩, ৬০৬, ৬১৩, ৬১৭, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৯, ৬৪৬, ৬৫০, ৬৫১, ৬১৪, ৬১৫, ৬৫৭, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৭৫, ৬৮০, ৬৮৪, ৭০১, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২৫, ৭২৬, ৭৩৯, ৷৷৶০, ৸০, ৸৴০, ৸৵০, ১৲, ১৴০, ১৵০, ১৶০, ১৷৷৵০, ১৷৷৶০, ২৷০, ২৷৶০, ২৷৷০, ২৷৷৶০, ২৸৴০, ৩৶০, ৩৷০, ৩৷৵০, ৩৷৷৴০, ৩৷৷৵০
পদকল্পলতিকা—৷৶০, ১৸৶০
পদরত্নাকর—৷৶০, ২৶০
পদরত্নমালা—৩০৯, ৩২১
পদরত্নাবলী—৷৶০
পদরসসার—৷৶০, ২৶০, ৭০৩
পদসমুদ্র—৷৷৶০, ১৸৶০, ১১২, ১২০
পদাবলী—
গোবিন্দদাস—৭২, ১১২, ১৪৯, ২৬০, ৪২২, ৪৮২, ৭৫৬
জ্ঞানদাস—৫, ৯, ১১২, ১৫২, ২০৬, ২০৮, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৪৭১
বাসুঘোষ—১৲, ১১২
বিদ্যাপতি—১, ১৮, ২৯, ৬৬, ৯৮, ১৩৮, ১৮৪, ২৫, ৩৫৬, ৩৮৩, ৩৯৩, ৩৯৬, ৫৫৫, ৭১৬
সুরদাস—১১১
পদামৃতসমুদ্র—৷৶০, ৷৷৴০, ১৸৶০, ১৴০, ৩২২, ৩২৫, ৩৷৷৵০
পদার্ণবসারাবলী—৷৶০
পদ্যাবলী—১৲, ১৷৷০, ১১২, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৯০, ৪১৫, ৪২৫, ৪২৬, ৪৮২, ৫৪৭; ৫৫০, ৫৫২, ৫৭৯, ৭৫৫
পুরাণ—
কালিকা°—৯৬
কূর্ম্ম°—২৭
পদ্ম° -১৬, ৩৬, ১৬০, ৩৬০
-১৷৷০, ৪, ৫, ৬, ৯, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২৪, ২৫, ২৬. ২৭, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫২ ৫৭, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ২৪২, ৩৪১
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত°—২, ৫, ৬, ৭, ১৭, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৬০ ৯৫, ৯৫

ভবিষ্য°—৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯
মৎস্য°—৯৬
লিঙ্গ°—২, ১৫, ৬০
সিদ্ধ°—২০
স্কন্দ°—৩৬০
প্রবাসী (পত্রিকা)—১/০, ২৶০, ৫৬৬, ৫৬৭, ৩৲
প্রাকৃতপ্রকাশ (বররুচি)—৩, ৫, ৮
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ—।৶০
প্রেমবিলাস—৩॥/০
প্রেমামৃত (চম্পূকাব্য)—১৲
বঙ্গসাহিত্যপরিচয়—৪৮, ১১২
বিচিত্রা—১১২, ৩'/০
বিদগ্ধমাধব—২৶০, ২।৵০, ৩।০, ৪৪১, ৪৬১, ৫১১, ৫২৩, ৫২৫, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫০, ৫৫৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৯৬, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬১০, ৸৵০, ৸৶০, ১৸৶০, ২৲, ২।৶০, ২৸০, ২৸৶০, ৩/০, ৩৵০, ৩॥/০
বিবর্ত্তবিলাস—৬৪
বিশ্বকোষ—৯২, ৯৬, ৫৫৫
বীমস্—৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৪, ৩০, ৪৩, ৪৫, ৪৬
বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা—১৭৯
বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র—৩৬০
বৃহৎসংহিতা—৫২
বৃত্রসংহার—৩।৶০
বেদ—
ঋক্°—৮২
অথর্ব্ব°—৩৩, ৫৬
বেণীসংহার—৪১৫
বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি—৩০
বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী—২৪
বৈষ্ণবপদলহরী—১৶০, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২৩, ১৪৯, ২৬০, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৭, ৩০৮, ৩২১, ৩২৪, ৪৫৭, ৪৫৯, ৫৩১, ৫৬৯, .৫৪০
ব্রজাঙ্গনা কাব্য—৫৯
ব্রহ্মসূত্র—১৭, ৭৬
ব্রহ্মসংহিতা—১'
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—৩'০, ৩২৯ ৫৬০, ১৸/০, ২।৵০
ভাগবত—৸৶০, ১৲, ১/০, ১'/০, ১॥০, ১॥৵০, ৩॥০, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৪, ৯ , ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১১০, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৬, ২০৩, ২১৩, ২২৮, ২২৯, ২৩৯, ২৪১, ২৪৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৯৭, ২৯৮, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৪১, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬৪, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৭, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২. ৪৪৩, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৭১, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৬, ৪৯৭. ৪৯৮, ৪৯৯. ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫২৯, ৭৭৪, ১/০, ১॥০, ১॥/০, ১॥৶০, ১৸০
ভাগবত (টীকা)—৪, ৯, ৯৬, ১৩৭
ঐ (জীবন চক্রবর্ত্তী)—১৶০
ভাগবতামৃত—৩৬০
ভারতবর্ষ (পত্রিকা)—১।০, ৭৪৯
ভাবচন্দ্রিকা—৫॥/০
ভাষাতত্ত্ব—৫, ৬, ৮, ১১, ১৩, ২৪, ২৮
ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিভাষণ (ভাণ্ডারকর)—২৭
মহাভারত—৫২, ৫৭
মানসী ও মর্ম্মবাণী—॥/০, ৫॥/০
মাণিকচাঁদের গান—৪৮
মেঘনাদবধ—৩।/০, ৩।৶০, ১৯, ৩০
মেদিনী (অভিধান)—৫৩, ৬৬, ৩৬৩
যোগসূত্র—৭৭
রঘুবংশ—১৵০, ২৫৫
রবীন্দ্রনাথের কাব্য—২০৭
রসকল্পবল্লী—৫৬৫, ২৸৶০
রসমঞ্জরী—৭০১, ৸০, ১৲
রসসার—৫১১
রামায়ণ (কৃত্তিবাস)—১।৵০, ১৪, ৭০
ললিতমাধব—২।৵০, ৫১২, ২।০, ২।/০
লীলাসমুদ্র—।৩০, ১৸৶০
শব্দকোষ—৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫৪, ৭১, ৭২, ৭৩, ৯২, ৯৮, ১১৪, ১২৫, ১২৮, ১৭৮, ১৮২, ২০৬, ২২১, ২৫৯, ৪০৮, ৫৫৪
শাণ্ডিল্যসূত্র—১৬৯
শিবায়ন (রামেশ্বর)—১৩৯
শূন্যপুরাণ—৫, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৬, ৩৪, ৭১

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম (ভাণ্ডারকর)—৫২
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—॥০, ॥/০, ॥৶০, ৸০, ৸/০,৸৵, ১৲, ২/০ ১।০, ১।/০, ১।৵০, ১।৶০, ১৸৵০, ২৲, ২৵০, ২৸০, ৩৶০, ৩।/০, ৩।৵০, ৩।৶০, ৩॥০, ৩॥৵, ১, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ২৩, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৯, ৫৫, ৫৯, ৮০, ১১০, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০. ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৯০, ১৯৮, ২১৮, ৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৪৩১, ৪৪৯, ৪৮০, ৪৮২, ৫০৮, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫২২, ৫৩৬, ৫৪২, ৫৪৬, ৫৫০, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৬০, ৫৬৬, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৮, ৫৮১, ৫৮৮, ৬০৯, ৬২৩, ৬৩০, ৬৪২, ৬৪৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬৬, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৯, ৭২৩, ৭৩৯, ।৶০, ॥০, ॥/০, ৸৵০, ২।০, ২॥০, ২॥/০, ২॥৵০, ২৸৶০, ৩৲, ৩/০, ৩৵০, ৩।৵০, ৩।৶০, ৩॥০, ৩॥৵০
শ্রীকৃষ্ণবিজয়—১/০, ১৵০, ১।৵০, ১৸৶০, ১১১, ২১৫, ২৫৯
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা—॥০
শ্রীশ্রীদ্বাদশগোপাল—২৪
পুথি—৩৲

সঙ্কীর্ত্তনামৃত,—৩।০, ৩॥/০
সহজিয়া সাহিত্য—৭৭
সাহিত্যদর্পণ—৩৪৪, ৫০৯, ৫৭৯, ৫৮০
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—॥০, ॥/০, ৸/০, ১।৵০, ১।৶০, ১৸০, ১৸/০, ২৲, ২।০, ২।৵০, ২৸/০, ৩৵০, ৩৶০, ৩।৵০, ৩, ১২৫, ১৩০, ৩০৮, ৩৪০, ৪১২, ৪১৩, ৪৩৬, ৪৭৫, ৫০৭, ৫০৮, ৫১৫, ৫৩৬, ৬১১, ৭৩৯ ।৶০, ॥০, ॥/০, ১।০, ১॥৶০, ৩৲, ৩॥০, ৩॥৵০
সাহিত্য-পরিষৎ-পুথি—৸/০, ৩, ৭২৫
সাংখ্য—৭৭
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—৭১৫
সুবলমিলন—৩০৯
স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা—১॥/০

হরিবংশ—১॥০, ৪, ৫, ১১, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬৫, ৭১, ৮০, ৯৫, ১৬০
হরিবংশ (ভবানন্দ)—১৵০, ১৶০, ১১১, ১১৪, ১২৩, ১৩৮, ১৫৩, ৫৮৮
হরিভক্তিবিলাস—৩।০
হংসদূত—৩৭৪, ৩৫৫, ৩৭০, ৩৭৩
হেমচন্দ্র—৫, ১৫৬
An Introduction to Post-Caitanya Sahajiyā Cult—৩৪২
From Akbar to Aurangeb by Moreland—১২৮
The Origin and Development of the Bengali Language by Dr. S. K. Chatterjee—৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫২, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৭৩, ৯৯, ১১৪, ১১৫

দ্রষ্টব্য:—ইহা ব্যতীত যে সকল পুথির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের নির্দ্দেশ পদগুলির পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

নাম-সূচী

দ্রষ্টব্য:—প্রথম পণ চিহ্ন প্রথম খণ্ডের ভূমিকার, এবং শেষের পণ-চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করে

অক্রুর—১৸৵০, ২৷৶০, ২৷৷৵০, ১০৮, ১০৯, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ২১৬, ২৫৫, ২৫৯, ৫০৬, ১৷৶০, ১৷৷/০, ১৷৷৶০

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—৷৶০, ৷৷৶০

অঘাসুর—১০৮, ১১০, ১৬৩, ১৷৷/০

অচ্যুত—৫৬

অজামিল—৭৯

অদিতি—৫, ৯৬

অদ্বৈতপ্রভু—১৷৶০, ১৷৷৶০

অনঙ্গমঞ্জরী—৫৩৪

অনন্ত (কৃষ্ণের নাম)—২৪, ২৫, ৫৭

অনন্ত (চণ্ডীদাস) -৩৷৷০, ৩৷৷/০

অভিরাম ঠাকুর—১৸/০

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—৩৷৷৶০

অর্জ্জুন—২৪, ৫২, ৫৩০

অরিষ্ট—১০৮

অরুন্ধতী—২৮৮

অবন্তীপুর—১৭৯

আলভার—১৷৷৵০, ১৷৷৶০

আয়ান ঘোষ—১২৩, ৩১

ইন্দ্র—২৷৶০, ২৷৷/০, ৯৬, ১০৫, ১০৮, ১০৯. ৪১৭. ১৷৵০, ১৷৶০

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৸৶০

উগ্রসেন—৪

উচ্চৈঃশ্রবা—৩৷৷/০

উদ্গীথ—২৬

উদ্ধব—২৸/০, ২৸৵০, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৭০, ৪৪১, ৪৪২

উপেন্দ্র—৯৬

ঋজুদাস—২৭

কন্দর্প—৫১৭

কমলাকান্ত দাস—৷৶০

কর্ণাট—৫৬৫

কশ্যপ—৫

কংস—১৷৷০, ২৷৵০, ২৷৶০, ২৸/০, ৩৶০, ১, ৩, ৪, ৫, ৮, ১৫, ১৬, ২৫, ২৬, ২৮, ৪০, ৪৪, ৫২, ৬৫, ৬৭, ৭১, ৮৬, ১০৮, ১০৯, ১৩২, ১৩৬, ১৮৮, ২৬৬, ৩২৭, ১৷/০, ১৷৵০, ১৷৷০, ১৸০

কামদেব—৪৭৭, ৫১৭, ৫১৯, ৫২২, ৫৫০, ৫৬৮

কালনেমি—৪, ১৫, ২৬, ২৭

কালিদাস—১৷৵০, ৩৷৷০

কালিন্দি—৯৫, ৪৫৩

কালীয়নাগ—১০৮, ৪০৮

কিশোর—৬৫

কীর্ত্তিদা—৫২৮

কীর্ত্তিমান—২৭

কুটিলা—৩৯৬, ৩৷৷০

কুব্জা—২৬৪, ৩৬৪

কুবলয়াপীড়—২৷৶০, ২৬৬

কৃত্তিবাস—১৷৵০

কৃষ্ণকিশোর—২৷৶০

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—৸০, ১৷৷৶০

কেদারনাথ দত্ত—১/০, ১৸৶০

কেশব—৫৬

কৌশধ্বজ—৭৭

কেশী—১০৮

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৩৷৷৶০

ক্ষীরোদ সাগর—১১

ক্ষুদ্রভুক্—২৬

খগেন্দ্রনাথ মিত্র—৩৷৷৵০

খগেন্দ্র শাস্ত্রী—৪

খাণ্ডিক্য—৭৭

গদাধর—৸০, ১৵০, ১১২

গর্গ—২৷৷৵০, ৯, ৮৯, ৯৬, ২৬৭

গরুড়—৫৪৯

গোপালদাস—২॥৴০, ২৯৭, ৫৬৫, ৬৯৮, ৭০১, ৸০, ১৲, ২৸৶০
গোপাল ভট্ট—১৲
গোবিন্দ—৯৬
গোবিন্দদাস—।৶০, ১।০, ১।৶০, ৩।০, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২৩, ২০৭, ২৮৯, ৫১৫, ৫১৯, ৭০৩, ৭১৯, ১৲, ২।৶০
গৌরসুন্দরদাস—।৶০
গৌরীদাস—১৵০, ১৸৴০

ঘৃণি—২৬

চক্রপাণি—৸০
চণ্ডীদাস—।৶০, ॥০, ॥৴০, ॥৵০, ॥৶০, ৸০, ৸৵০, ৸৶০, ১৲, ১।০, ১।৴০, ১।৵০, ১৶০, ১৸৵০, ১৸৶০, ২৲, ২৴০, ২৶০, ২।৴০, ২।৵০, ২॥০, ২॥৴০, ২॥৵০, ২৸৴০, ২৸৶০, ৩৴০, ৭৬, ১১০, ১১১, ১৪৬, ১৬৫, ২৩৪, ২৯৮, ৩০১, ৩০৮, ৩৪৪, ৩৮২, ৪১০, ৪১২, ৪২৪, ৫০৩, ৫১০, ৫১১, ৫১৪, ৫১৫, ৫৪৯, ৫৬৩, ৫৮১, ৫৮৬, ৫৯০, ৬৬০, ৬৬৭, ৬৭৬, ৬৯৫, ৭০১, ৭২৫, ৭২৬, ।৶০, ॥০, ॥৴০, ॥৵০, ॥৶০, ৸০, ৸৴০, ৸৵০, ১৲, ১৴০, ১৵০, ১।০, ১৸৵০, ২।৶০, ৩৴০, ৩॥৴০
আদি°—॥০, ॥৴০, ॥৵০, ॥৶০, ৸০, ৸৵০, ২৲, ২॥০, ২।৵০
কবি°—॥০, ॥৴০, ৸৴০, ৸৵০, ২৲ ৩২৩, ।৶০, ২॥০, ২॥৵০
দ্বিজ°—॥০, ॥৴০, ॥৶০, ৸৴০, ৸৵০, ৸৶০, ১৸৵০, ২৲, ২৴০, ২৶০, ২।০, ৩৲, ৩॥৴০, ১০৯, ১১০, ১২৫, ১৪১, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৭, ১৮৫, ১৯১, ২০৭, ২৪৩, ২৮০, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ৩০৮, ৩১০, ৪১৬, ৪১৭, ৪২১, ৫৬৭, ৫৮৮, ৬০৭, ৬৩০, ৭১৩, ৭১৯, ২॥০, ২॥৵০, ২॥৶০, ২৸৴০, ৩৶০
বড়ু°—॥০, ॥৴০, ॥৶০, ৸০, ৸৴০, ৸৵০, ৸৶০, ১৲, ১৴০, ১।০, ১।৴০, ১॥৶০, ২৲, ২৵০, ২৸০ ৩৴০, ৩৶০, ৩।৴০, ৩।৵০, ৩॥০, ৩॥৴০, ৩॥৵০, ১, ১১১, ১২৫, ১৫৩, ১৮০, ৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৫০৮, ৫৫৬, ৫৬৬, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৮, ৫৮১, ৫৮৮, ৬০৫, ৬০৭, ৬১১, ৬১৫, ৬২৪, ৬২৯, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৭০, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৯, ৭২১, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৯, ।৶০, ॥০, ॥৴০, ৸৶০, ১৴০, ২॥০, ২॥৴০, ২॥৵, ২৸৵০, ২৸৶০, ৩৵০, ৩৶০
দীন°—॥০, ॥৴০, ৸৴০, ৸৵০, ৸৶০, ১।৴০, ১॥৶০, ১৸০, ১৸৵০, ২৲, ২৴০, ২৵০, ২।৴০, ২॥৶০, ২৸০, ৩৲, ৩৴০, ৩৵০, ৩৶০, ৩।০, ৩।৴০, ৩॥০, ৩॥৴০, ৩॥৵০, ১, ২, ১৬, ৮৪, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১২০, ১৪১, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫৩, ১৫৭, ১৬৩, ১৭৫, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ২০০, ২০৩, ২১২, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৯, ২৫০, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৬২, ২৮৫, ২৯৫, ৩২৭, ৩৪১, ৩৪২, ৩৮৩, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪৭৫, ৫০৮, ৫৪৭, ৫৫০, ৫৫৮, ৫৬০, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৭৬, ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮১, ৬০৭, ।৶০, ॥০, ॥৴০, ৸৴০, ৸৵০, ৸৶০, ১৴০, ১৵০, ১৶০, ২॥০, ২॥৵০, ২॥৶০, ২৸৴০ ২৸৶০, ৩৴০

চন্দ্রাবলী—১৴০, ৩৵০, ১৲, ৩॥০
চানূর—২।৶০, ৩, ৬৫
চৈতন্যদেব—।৶০, ॥৴০, ৸০, ৸৶০, ১৲, ১।০, ১।৶০, ১॥০, ৩৩৯, ৪৩৯, ৬৮০

ছাতনা—৩॥০, ৬৬৭, ৩॥৴০

জগদানন্দ—১৲, ১১২
জগন্নাথ—২৵০, ৫২৯, ৫৬৭, ২৸৶০
জগৎবন্ধু ভদ্র—।৶০
জটিলা—৩৯৬, ৩॥০
জনার্দ্দন—৫৭, ৮২
জসদানন্দন (পদকর্ত্তা)—৬৯০, ৩৴০
জয়দেব—১।০, ১।৴০, ১॥০, ১, ৫৮৭
জয়ানন্দ—৸০
জ্ঞানদাস—।৶০, ৸০, ১৶০, ১।০, ১।৶০, ২৶০, ২।৴০, ৩।০, ৯, ১১২, ১২০, ১২৩, ২০৬ ২০৮, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৮, ৩২১, ৩২৪, ৪৫৭, ৪৫৯, ৫৪৪, ৬০৬, ৬১২, ৬৪৬, ৬৬০, ৬৭৬, ৭২৫, ৭২৭, ৭৩৫, ॥৶০, ৸০, ২।০, ৩৴০, ৩৶০, ৩০
জীবগোস্বামী—৩।০
জীবন চক্রবর্ত্তী—১৶০, ১১১

তৃণাবর্ত্ত—২।৵০, ৮৬, ৮৯, ১০৮, ১০৯, ১।৵০, ১।৶০
ত্রিবিক্রম—৮২

দন্তবক্র—৫২৪
দময়ন্তী—৫১৭, ৫১৯, ৫৫৪
দশরূপ—৫১১
দাম—২৪
দামোদর—৮০, ৮১, ৯৬
দ্বাদশগোপাল—১৸৴০, ১৸৶০, ২৸০
দিতি (গাভী)—৫
দিলীপ—৩৬
দ্বিজ শ্যামদাস—৬১৬, ৩৶০
দীনবন্ধু দাস—।৶০, ৩০৯

দীনেশচন্দ্র সেন—৷০, ৸/০, ২৷৵০, ৩৶০, ৩৸০, ৭৬, ৪৭৪, ৩৷০
দুষ্মন্ত—৫৫৪
দেবক—৫
দৈবকী—২, ৩, ৫, ১৫, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৬৬, ১০৮, ১০৯, ২৬৯, ৩৭৭, ১৷৷০
দ্রোণ—৪১

ধন্বন্তরী—৪০৫
ধারা—৪১
ধেনুকাসুর—১০৮
ধ্রুব—১১১

নন্দ—১৸/০, ২৸/০, ৯, ৪০, ৪১, ৪৯, ৫০, ৫২, ৬৭, ৭৫, ৮২, ৮৯, ৯১, ৯৬, ১০৮, ১৭৫, ১৮৭, ১৯৬, ২০৩, ২০৮, ২১৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ৩২৭, ৩৪০, ৩৭৭, ৫১২, ১৷৵০, ১৷৷০, ১৷৷৵০
নবকুমার—১৯১
নরহরিদাস—৸৶০, ১৵০, ১৷০, ৬০৬, ৬৩২, ৭০৩, ১৲, ৩৶০, ৩৷/০
নরোত্তমদাস—৩৷০, ৭০৩, ১৲, ৩৷৷/০
নল—৫১৭
নলিনীকান্ত ভট্টশালী—১৷০
নলিনীনাথ দাসগুপ্ত—১১২, ৩৷/০
নলিনীমোহন সান্যাল—১১১
নান্দীমুখী—৫৫৬
নান্নুর—৩৷০, ৬৬৭, ৩৷০, ৩৷৷/০
নারদ—১৮০, ৩৩১, ১৷৷/০, ২৲
নারায়ণ—২, ৫, ৯, ১৬, ২৫, ৫৬, ৭৯, ৮১, ৮২, ৯৬, ১৩৭, ৩৩১
নিত্যানন্দ—৸০, ১৵০, ১৷৶০, ১১২
নিমানন্দদাস—৷৶০
নীলরতন মুখোপাধ্যায়—৷৶০, ৷৷০, ৷৷/০, ৷৷৵০, ৷৷৶০, ৸৵০, ১০, ১৷/০, ১৸৵০, ১৸৶০, ২৲, ২/০, ২৵০, ২৶০, ২৷০, ২৷৷/০, ২৸০, ২৸৵০, ৩৲, ৩/০, ৩৷৵০, ৩৷৷/০, ৩৸০, ১০৯, ১১৩, ১২০, ২৯৭, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৭, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪২১, ৪২৩, ৪৪১, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৯৬, ৫০১, ৫০৭, ৫০৮, ৫৩৯, ৫৫১, ৫৬১, ৫৮০, ৫৮৫, ৭০৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭২০, ৭২৩, ৭২৫, ৭৩২, ৭৫৫, ৷৶০, ৷৷০, ৷৷৵০, ৸/০, ৸৶০, ১৲, ১৶০, ১৷০, ১৷৷০, ১৷৷৶০, ২৸০
নৃসিংহ—৫৭, ৫২৯
পতঙ্গ—২৬
পঞ্চানন তর্করত্ন—৮
পরশুরাম (কবি)—১১২
পরিষঙ্গ—২৬
পরীক্ষিত—৭৬, ৮০, ৮৪, ২৪১, ৫৭৪
পীতাম্বর দাস—৭০১, ৸০
পূতনা—২৷৵০, ৩, ৫৫, ৭১, ৭৫, ৮০, ৮২, ১০৮, ১০৯, ১১০, ২৪১, ১৷/০, ১৷৵০
পূর্ণিমা দেবী—১৮০
পৃশ্নি—৫, ১৫
পৌর্ণমাসী—১৲, ১৭৯, ৫৪৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৭৬, ১৸৶০, ২৲
প্রতাপরুদ্র—১৷৷৶০
প্রদ্যুম্ন—৮৩
প্রবল—২৪
প্রবোধচন্দ্র বাগচি—৩৷৷৶০
প্রলম্ব—১০৮
প্রহ্লাদ—১৷৷৶০

বকাসুর—৭১
বজ্রদন্ত—২৭
বড়াই—১/০, ১৵০, ১৶০, ১৷০, ২/০, ২৸০, ৩/০, ৩৷৷০ ১২৩, ১৩৪, ১৮০, ৩২২, ৩২৫, ৫৬৬, ১৷৶০ ২৷৷/০, ৩৷৶০
বররুচি—৫, ৮
বরাহ—৫৭, ৬৫
বরুণ—৫
বলরাম—৫২৯, ৫৩০, ১৷৷০
বলরামদাস—৬৬০, ৩৷০
বলরামের বিভিন্ন নাম—৯৫
বশিষ্ঠ—৩৬, ২৮৮
বসন্তরঞ্জন রায়—৷৶০, ৷৷/০
বসুদেব—১৸/০, ২, ৫, ১৫, ২২, ২৬, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৬৬, ৬৭, ৮৯, ১০৮, ১০৯, ২৬৭, ২৬৯, ৩৭৭
বসুমতী—২, ৫, ৬, ৭, ১৬
বৎসাসুর—১০৮
বাগীশ্বরী—৩৷৷০
বামন—৫, ৮২
বামনদাস—২৷৶০
বাল্মীকি—৩৷৷/০
বাশুলী—৷৷৵০, ৷৷৶০, ৸০, ৸/০, ৸৵০, ২৲, [illegible], ২৵০, ৩/০, ৩৷৷০, ৩৷৷/০, ৩৷৷৵০, ৩২৫, ৩৮৩, ৪০৬, ৫৬৬, ৫৮৮, ৬৩০, ৬৫৭, ৬৬৭, ৬৬৮, ৭২১, ৷৷/০ ২৸৶০, ৩৵০, ৩৶০, ৩৷০, ৩৷/০

বাসুদেব—১৫, ৫৭, ৯৬, ৩৩১
বাসুদেব ঘোষ—১, ১১২
বাসুদেব সার্ব্বভৌম—১৸৶০
বিদ্যাপতি—।৶০, ৷৷০, ৸৶০, ১।০, ১৸৶০, ১, ১৮, ১১২, ১৩৮, ৩২৫, ৩৫৬, ৩৮৩, ৩৯৩, ৩৯৬, ৫১৫, ৫১৯, ৫৫৫, ৬১১, ৭১৩, ৭১৬, ৷৷৵০, ২।৶০
বিরজা—৩৭
বিশাখা—১।৵০, ২৶০, ৫৪৪, ৫৪৭, ৫৫৭, ৸৶০, ১৷৷৶০, ২।৵০, ৩৵০, ৩৷৷০
বিশ্বকর্ম্মা—৩৭
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—।৶০, ৪, ৯, ৯৬, ৪৫৯
বিষ্ণু—৪, ১০, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২৪, ২৫, ২৭, ৩১, ৪১, ৫৬, ৭৬, ৮২, ১৸০
বিষকসেন—৯৬
বীমস্—৫, ৬, ৭, ১১, ১৪, ৪৫
বুদ্ধদেব—৫২৯
বৃকাসুর—১০৮
বৃন্দাবনদাস—৸০, ১৷৷৵০, ৩।০
বৃষভানু—১৸৵০, ২৸৵০, ৩২৭, ৫০৭, ৫০৮, ৫১২, ৫৬৪, ৫৭২, ৸৶০, ১৷৷৵০, ২৷৷৵০, ৩৲
বৃহস্পতি—৩৪৮
বৈষ্ণবদাস—।৶০, ৩৮১, ৩৮২, ৪১২, ৪১৩, ৭১৫, ৭২১, ৷৷৶০, ৸০, ৸৵০
ব্যোমকেশ মুস্তফী—৷৷০, ৸৵০, ৩, ।৶০, ৷৷০, ১।০
ব্যোমাসুর—১০৮
ব্যাসদেব—৯, ৩৩১, ৫৭৪
ব্রজ—৩৭৭, ৪৪২
ব্রহ্ম (দেশ)—৩
ব্রহ্মা—২, ৫, ৬, ৯, ১১, ১৪, ১৬, ১৮, ২২, ২৪, ২৬ ৪১, ৫৬, ১০৮, ১৬৪, ১৭০, ১৭৪, ১৮৮, ৩৩১, ৫৫৪ ৫৬৯, ১৸৵০
বংশীবট—৫৪২
বংশীবদন—৫৫৮, ৭১৯

ভদ্রসেন—২৭
ভবানন্দ—১৵০, ১৶০, ১১১, ১৫৩, ৫৮৮, ৩৶০
ভাণ্ডারকর—২৭, ৫২
ভারতচন্দ্র—৩০
ভৃগু—১৫

মথুরা—৩১, ৫৪৭, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৯৫, ৩২২, ৩২৯, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৯৪, ৬২২, ১৵০, ১।০, ১৷৷০, ১৸৵০, ২৶০, ২।০, ২।৵০, ২৷৷৵০, ৩৷৶০
মদন—৫১৭, ৫৬৪, ৬৬৮
মদ্রসেন—২৭
মধুমঙ্গল—১৵০,—১৸৶০, ২৸০
মধুসূদন—৫৭
মনু—৩৭
মনোহর দাস—১৲
মরীচি (ব্রহ্মপুত্র)—২৬
মহম্মদ ঘোরী—২।৶০
মহাদেব—১৸০, ২৷৷৵০, ২, ৬২, ১৸০
মহাবল—২৪
মহাবাহু—২৪
মহেশ্বর—১৮৯
মাইকেল মধুসূদন দত্ত—৩।৶০, ৩৷৷৵০
মাখনলাল মুখোপাধ্যায়—১৶০
মাধবাচার্য্য—১১১
মানস সরোবর—৫৬৯
মাণিক গাঙ্গুলী—১৭৮
মালাধর বসু—১৵০, ১১১
মুকুন্দ—৫৪৭
মুকুন্দদাস—৭১৫
মুখরা—৫৫৬
মুন্সী আব্দুল করিম—৷৷০, ১।০
মুরারি—৫৭
মুষ্টিক—২।৶০, ৩, ৬৫
মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্—৭৩৯, ২৷৷৵০, ৩৲, ৩৷৷০
মৃণাল সর্ব্বাধিকারী—৫৫৪

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—৩৲, ৩৶০
যদুনন্দন দাস—৸০, ২৶০, ৫৪০, ৫৭৭, ৸৵০
যদুনাথ দাস—৩০৯, ৬০৩, ৬৫৮, ৭২৬, ৩৶০ ৩।০
যম—৩৭
যমলার্জ্জুন—২৷৷৵০, ১১০
যমুনা—৩৬, ৩৭, ২৮৬, ৩০৮, ৪১৫, ৫০২, ৫০৯, ৫১৩, ৫৩১, ৫৪২, ৫৪৪, ৫৪৯, ৫৫৬, ৫৬২, ৫৬৪, ৫৬৬, ৬২১, ৩৵০
যশোদা—১৸৵০, ২।৶০, ২৷৷৵০, ২, ৩, ১৭, ২৫ ৪০, ৪১, ৮০, ৮৬, ৮৮, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৯, ১১০, ১১১, ২০১, ২০৩, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ৩৪০, ৬৭৭, ৫৫৬, ১।৵০, ১।৶০
যোগমায়া—৬৫, ১৭৯, ১৮০, ১৸৶০, ২৲
যোগেশচন্দ্র রায়—৬

রঘুনাথদাস—৸০
রতিদেবী—৫৫০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৷৶০, ১৸৶০, ২৷০, ৩৴০, ২০৭
রমণীমোহন মল্লিক—৶০, ৷৷০, ৷৷৴০, ৷৷৵০, ৷৷৶০, ১৸৵০,
১৸৶০, ২৲, ২৴০, ৩৷৵০, ১২০, ২২৯, ৩২৩,
৩২৪, ৩২৫, ৭১৮, ৷৷৵০, ৸০

রসিকদাস—৭১৯
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৷৴০, ১৷৵, ৩৷৷০
রাঘবেন্দ্র—৫৮৮, ৩৶০
রাজীবলোচন—৬২৩, ৩৷০
রাধামোহন ঠাকুর—৷৶০—২৷৶০
রামচন্দ্র—৬১২
রামাই পণ্ডিত—৯
রামানন্দ রায়—৸৶০, ২৷০, ১৷৷৵০, ১৷৷৶০—২৷৶০
রামী—৷৷০, ৬৭৬, ৷৷৴০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী --৷৷০,—৷৷০, ৷৷৴০
রুদ্র—৬
রূপগোস্বামী—৸০, ১৲, ১৷০, ১৷৷০ ২৶০, ২৷৵০, ৩৷০, ৩৷৷৴০,
১১২, ৪১৫, ৫৩৯, ৫৮০, ১৸৵০, ২৷৵০, ২৷৶০
রোহিণী—৫ ২৪, ৯৫

লক্ষ্মী—২, ৭, ১১, ১৪, ২৩, ৫৪৬
লবঙ্গ—২৪
লবণ (দৈত্য)—৬১
ললিতা—১৷৴০, ১৷৶০, ২৶০, ১৯৭, ৫৪৪, ৫৭৭, ৸৶০, ১৷৷৶০,
২৷০, ২৷৵০, ৩৴০, ৩৷৷০
লাউসেন—১৭৮
লালচন্দ্র—৫১৬
লাসেন—৮
লোচনদাস—২৵০, ৫৬৭, ২৸৶০

শকটাসুর—১০৯, ১৷৵০
শকুনি—৭১
শকুন্তলা—৫৪৪
শঙ্কর কবিচন্দ্র—১৶০
শঙ্করাচার্য্য—১৭
শঙ্খচূড়—১০৮
শত্রুঘ্ন—৬১
শনি—৩৪৮
শিব—২, ৯, ১১, ২২, ২৪
শিবানী—২০
শিশুপাল—৫২৪
শুকদেব—৯, ৭৬, ৮০, ৮৪, ১৪৬, ২৪১, ৩৩২
শুম্ভনিশুম্ভ—৩৫
শ্যাম (দেশ)—৩
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—৩৷৶০
শ্রীদাম—২৪,—১৸৴০
শ্রীধর—৮৩
শ্রীনিবাস আচার্য্য—৷৶০, ৸, ৩৷০

ষষ্ঠীবর দাস—৩৬৪

সঙ্কর্ষণ—২৪
সঞ্জয় কবিশেখর—১৲. ১৷০, ১১২
সতীশচন্দ্র রায়—৷৶০, ৷৷৴০, ১৲, ১৶০, ১৸৵০, ২৶০,
৩৷৵০, ৩৸০, ২৮৭, ৩৮১, ৬৯০, ৪১৮. ৫৫৮,
৫৭৭, ৭০১, ৭২৬, ৭২৭, ৭৩৯, ৭৪২, ৭৫৭, ৸০,
১৴০, ১৵০, ১৶০, ২৷৷০, ২৷৷৶০, ৩'৵০, ৩৷৷০,
৩৷৷৵০
সনাতন গোস্বামী—৸৶০, ১৲, ১৶০, ১৷০, ১৷৶০, ২৸০,
৩৷৴০, ৩৷৶০, ১১২
সরস্বতী—৩৷৷০
স্বরূপ গোস্বামী—৸৶০, ১৸৶০, ৩৷০
স্বরূপ দামোদর—১
সাগর (গোপ)—১৷৴০, ২৵০, ৩৷৷০
সান্দীপনি—১৮০,—১৸৶০, ২৲
সুতপা—৫, ১৫
সুদাম—২৪,—১৸৴০
সুদামা—২৬৪
সুন্দরানন্দ—১৸৴০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—৩৸০, ৩২, ৫১৫, ৫৩৬, ৭৬২
সুবল—২৴০, ২৷৷৶০, ২৸৵০, ২৸৶০, ৩৲, ৩৴০, ১৭৯, ২৩৮,
৩০৮, ৩৫৩, ৩৭৮, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১১, ৫১৩,
৫১৪, ৫১৫, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৪, ৫৩৯, ৫৬২, ৫৬৬,
৫৬৭, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৩, ৸৵০, ৸৶০, ১৷৷৶০,
১৸০, ১৸৴০, ১৸৵, ১৸৶০, ২৸০, ২৸৵০, ২৸৶০
সুবাহু—২৪
সুভদ্রা—৫২৯
সুমেরু—৬
সুরদাস—১১১
সুরভি (গাভী)—৫
সুষেণ—২৭
সূর্য্য—২৸৶০
সূর্য্যদাস—১৲
সৈয়দ মর্ত্তুজা—৫৮৮
সৌবীর—৭৭
স্তোককৃষ্ণ—২৪
স্মর—২৬

সংজ্ঞা—৩১
সিংহল—৩
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—॥৵৹
হরিচরণ দাস—১৵৹
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—৭৬২, ৪৮৩০
হলধর—২৪
হিরণ্যকশিপু—২৬, ৫২৯
হৃষীকেশ—৯৬
হেমচন্দ্র (অভিধানকার)—৫
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৩।৴৹
হেমলতা দেবী—৶৹